ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) : ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

GIFT

IMĀM ABŪ HANĪFA (RAH.) : HIS CONTRIBUTION TO THE SCIENCE OF JURISPRUDENCE

Dhaka University Library
447551

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

447551

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক :
প্রফেসর আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান
কামিল (হাদীস), এম. এ (ঢাকা),
ডবল স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
এম.এ., বিশেষজ্ঞ ডিপ্লোমা (খার্তুম),
প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান,
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

গবেষক :
মোঃ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
রেজিস্ট্রেশন নং: ১৮৯,
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৬-২০০৭।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) : ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

IMĀM ABŪ HANĪFA (RAH.) : HIS CONTRIBUTION TO THE SCIENCE OF JURISPRUDENCE

Dhaka University Institutional Repository

447551

Dhaka University Institutional Repository

৩৯০ হি./১০০০খৃ. কুফিলিপিতে পারস্যদেশে (বর্তমান ইরান) লিখিত পবিত্র কুরআন শরীফের অংশ।

447551

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

২৮৭-৩৯০হি./৯০০-১০০০খৃ. বিশেষ ধরনের চামড়ার উপর স্বর্ণ দিয়ে **ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) এঁর জন্মভূমির আরবী লেখা (কূফিলিপি)** অনুযায়ী লিখিত সূরা আল মা'অরিজ এর কয়েকটি লাইন এবং নিচেরটি স্বর্ণ ও কালি মিশ্রিত করে সূরা নুহ এর কিছু অংশ লেখা পবিত্র কুরআন শরীফের অংশ।[১]

১. http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00xcallig/early/kufic9thc/kufic9thc.html

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

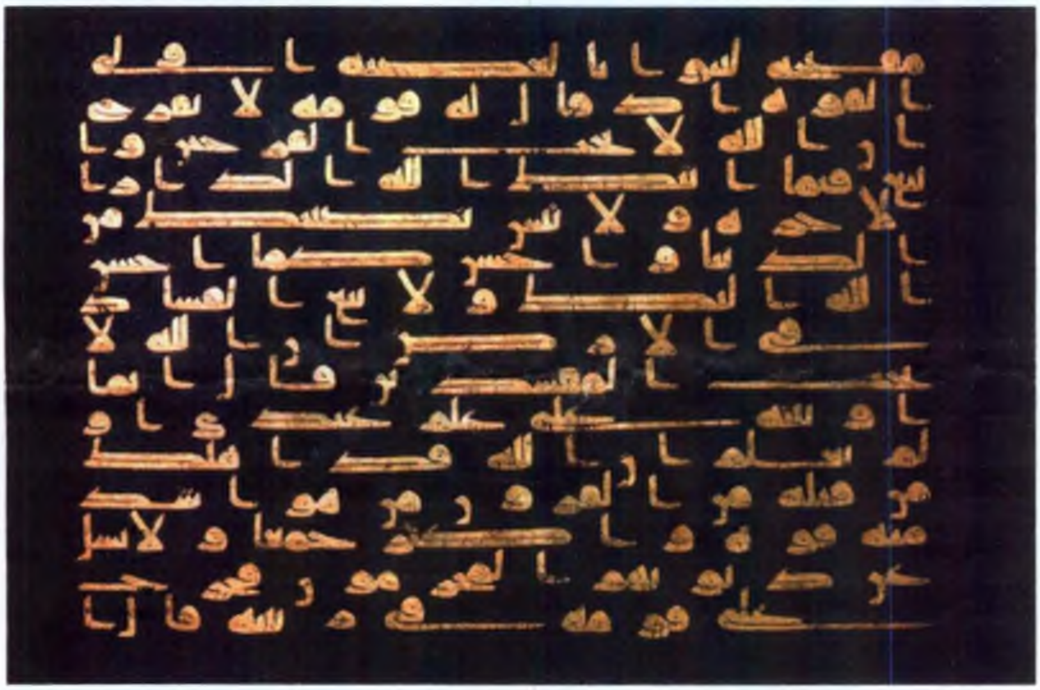

উপরে ২০০-৩০০হি./৮১৬-৯১৩খৃ. বিশেষ ধরনের চামড়ার উপর স্বর্ণ দিয়ে **ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) এঁর জন্মভূমির আরবী লেখা (কূফিলিপি)** অনুযায়ী লিখিত সূরা ক্বাফ এর কয়েকটি লাইন এবং নিচেরটিও স্বর্ণ দিয়ে লেখা পবিত্র কুরআন শরীফের অংশ।[১] এ থেকে **ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) এঁর হাতের লেখার ধারনা পাওয়া যায়।**

১. **The Institute of Ismaili Studies,** 42-44 Grosvenor Gardens, London, SW1W 0EB United Kingdom; http://www.iis.ac.uk/; www.win.tue.nl/.../arabic/kufic/wa-kufic.html; http://exhibits.denverartmuseum.org/asianart/collection/swasia/swasia_quran.html

Dhaka University Institutional Repository

দূরালাপনী ঃ অফিস ৬১০০

নং ....

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তাং ২০-০৫-০৯ ইং

প্রত্যয়ন পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে এ. এফ. রহমান হলের আওতায় ২২-০৫-০৭ খৃ. তারিখে পিএইচ.ডি. গবেষণায় যোদগান করেন। তার রেজিস্ট্রেশন নং ও শিক্ষাবর্ষ : ১৮৯/২০০৬-২০০৭।

সে আমার তত্ত্বাবধানে **"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) : ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান"** (IMĀM ABŪ HANĪFA (RAH.) : HIS CONTRIBUTION TO THE SCIENCE OF JURISPRUDENCE) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপি রচনা করেছে। আমি এটির আদ্যোপান্ত দেখেছি। গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো আমার তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শক্রমে গবেষক নিজেই যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংযোজন করেছে। তার গবেষণাকার্যটি ইসলামী ফিক্‌হ রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রচিত বিধায় এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই বিষয়ে উক্ত শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোথাও রচিত হয়নি।

এই থিসিসটি ২০০৯ খৃ. আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য সুপারিশসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপন করা হলো।

ড. মান্নান খান

(প্রফেসর আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

Declaration

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) : ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান"** (IMĀM ABŪ HANĪFA (RAH.) : HIS CONTRIBUTION TO THE SCIENCE OF JURISPRUDENCE) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার বর্তমান এই অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও আমি প্রকাশ করিনি।

মো: মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
২০.৫.০৯ ইং

(মোঃ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী)
পিএইচ.ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নং ও শিক্ষাবর্ষ : ১৮৯/২০০৬-২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা শায়খ অধ্যাপক (অব.) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রাহ.) ও মাতা নুরুন নাহার সিদ্দিকার প্রতি, যাঁরা আমার শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে প্রতিটি পদে পদে দিক নির্দেশনা দিয়ে ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আজ পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মের সোপানে পৌছানোর জন্য হৃদয়ের মনিকোঠায় আশা ব্যক্ত করে বিশেষ দু'আ করেছিলেন।

অভিসন্দর্ভ রচনায় সার্বিক সহযোগিতা, মূল্যবান পরামর্শ, গবেষণার নিয়ম পদ্ধতি ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য আমি আমার শ্রদ্বেয় শিক্ষক ও পিএইচ.ডি. গবেষণার তত্তাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খানের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি সম্পূর্ণ আভিসন্দর্ভটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন এবং কোথাও সংযোজন এবং সংকোচন করে এর পরিশুদ্ধি ও সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন। আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি আরো যে সকল সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীর কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগীতা পেয়েছি তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবদুল মা'বুদ, অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ড. সিরাজুল হক, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রর পরিচালক অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা এর পরিচালক ড. ঈসমাইল হোসেন প্রমুখের কথা হৃদয়ের অন্তস্থল হতে স্মরণ করছি।

অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপি সংশোধন ও পরির্মাজনের জন্য আমার একান্ত সুহৃদ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক একাডেমীর সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খানের একান্ত সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি।

অভিসন্দর্ভ রচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, ইরান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরী, ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস লাইব্রেরী, ইউনিভার্সিটি অব ক্যাম্ব্রিজ লাইব্রেরী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যায়ল, আল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্টারনেট থকে বিভিন্ন বই পুস্তক, গবেষণা পেপার,

Dhaka University Institutional Repository

পিএইচ.ডি. সেমিনার পেপার, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে আমাকে ঐকান্তিক সহযোগিতা করার জন্য মুহাম্মাদ মিক্বদাদ সিদ্দিকী, মুহাম্মাদ সালিমুল ইসলাম সিদ্দিকী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশলী মুহাম্মাদ রিয়াজুল হক, এম এস গবেষক, কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ প্রকৌশল, ইউনাইটেড আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মোঃ মোবারক হোসেনকে স্নেহাশীষ জানাই। এছাড়া আরো যারা অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সার্থক করেছেন। হে আল্লাহ আপনি আপনার প্রিয় বান্দা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর আবদান সম্পর্কে আমার এ গবেষণাকে কবুল করুন। আমীন!

বিনীত,

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্ধর্ভে অনুসৃত আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণনায়ন

আরবী	বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী	বাংলা
ا	আ / া	ز	য	ل	ল
إ	ই / ি	س	স	م	ম
أ	উ / ু	ش	শ	ن	ন
ب	ব	ص	স	و	ওয়া
ت	ত	ض	দ	ه	হ
ث	ছ / স	ط	ত	ء	'
ج	জ	ظ	জ়	ي	ইয়া/ইয়ে
ح	হ	ع	'		
خ	খ	غ	গ		
د	দ	ف	ফ		
ذ	য	ق	ক্ব		
ر	র	ك	ক		

পূর্ণ শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার

পূর্ণ শব্দ	সংক্ষিপ্ত চিহ্ন
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	সা.
রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু/আনহুম	রা.
রাহিমাহুল্লাহ্ / রাহমাতুল্লাহ	রাহ.
মৃত্যু	মৃ.
জন্ম	জ.
খ্রিষ্টাব্দ / খ্রিষ্টিয়	খৃ.
ডক্টর/ডাক্তার	ড./ডা.
হিজরী/হিজরী পূর্ব	হি./হি.পূ.
অবসরপ্রাপ্ত	অব.
সম্পাদিত/Edited	সম্পা./Edt.
অনুবাদক/অনূদিত/Translated	অনু./Tr.

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) : ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা			**৩৩**
প্রথম অধ্যায়	:	**ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জীবনী**	**৪০-১৬৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	আবির্ভাবের পূর্বাভাস	৪০-৬২
		আবির্ভাবকাল	৪৫
		বংশ পরিচিতি	৪৬
		ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বংশ পরম্পরা	৪৭
		জন্ম	৪৯
		১২২১ খৃ.মানচিত্রে ফারিস ও কূফা	৫০
		নামকরণ	৫১
		তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি	৫২
		শৈশবকাল	৫৪
		ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জীবদ্দশায় জীবিত সাহাবায়ে কিরামগণ	৫৬
		সরাসরি সাহাবায়ে কিরাম থকে 'ইল্‌ম অর্জন ও তাবি'ঈ হওয়ার প্রমাণ	৫৮
		আবদুল্লাহ ইব্‌ন আনিস (রা.) থেকে 'ইল্‌ম হাদীস অর্জন	৫৮
		'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন জুযই আয-যুবায়দী (রা.)-এঁর সাথে সাক্ষাত	৫৮
		হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে 'ইল্‌ম হাদীস অর্জন	৫৯
		জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লহ আল আনসারী (রা.) থেকে 'ইল্‌ম হাদীস অর্জন	৬০
		আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী 'আওফা (রা.) থেকে হাদীস	৬০
		ওয়াসেলাতা ইব্‌ন আস'কায়া আল আশজায়ী (রা.) থেকে	৬০
		'আয়িশা বিনতে 'আজুদ (রা.) থেকে হাদীস শ্রবন	৬০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : **শিক্ষা জীবন** ৬৩-৮০

জ্ঞানার্জনের তৎপরতা ৬৩

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) দ্বীন অর্জনে একনিষ্ঠ ছিলেন ৬৬

প্রতিভা বিকাশে ফিক্‌হ শাস্ত্র নির্বাচন ৬৭

ইমাম হাম্মাদ (রাহ.)-এঁর দরবারে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ৬৮

ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এঁর প্রতি আদব ৬৯

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রতি ওস্তাদেরবিশেষ ভালবাসা ওস্তাদের ৭০

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর হাদীস শিক্ষা ৭১

ইমাম আ'যম (রাহ.) এঁর 'ইল্‌ম সম্পর্কে মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.) ৭৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : **ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা** ৮১-১৩১

বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার কিছু পরিচয় তুলে ধরা হল ৮১

ওসীয়্যাত ও ইয়াহূদীকে জ্ঞান দান ৮১

রোমান সম্রাটের পরাজয় ও ইসলামের বিজয় ৮২

জটিল মাসআলার সহজ সমাধান ৮৫

রামাদানের মাসআলা ৮৭

তালাক থেকে নাজাত ৮৭

মানুষ সবচেয়ে বেশি সুন্দর, -তার প্রমাণ ৮৭

কসম ভাঙ্গবেনা ৮৮

দিরহামও ফিরে পেলাম, মোশকও পেলাম ৮৯

সিঁড়িসহ নীচে নামিয়ে রক্ষা ৮৯

বিবি ফিরে পেল ৯০

হারানো মাল খুঁজে পেল ৯১

আপেল দু'টুকরো করে মাসআলার জবাব দিলেন ৯১

একটি সমাধান ৯১

মৃত্যু কখন হবে ৯২

সেটি 'উমর' নামের খচ্চর হবে ৯২

লোকটি মুসাফির হবে ৯৩

শত্রু নিজেই বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ল ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তো আল্লাহর ওলী ৯৪

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জ্ঞানের পরিচয় ৯৫

'ইল্‌মের সনদ ৯৭

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নিকট 'ইল্‌ম হাসিলের তাগিদ ৯৭

আন্তরিকতার জ্ঞান ৯৭

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ১০০

জ্ঞানগর্ভ নির্দেশনা, যা আজও আমাদেরকে আলোকিত করে ১০৩

তাঁর শিষ্য আবূ ইউসুফ (রাহ.) কে চিঠি লিখে যে উপদেশ দিয়েছিলেন ১০৩

দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কেও অত্যন্ত মূল্যবান কিছু নির্দেশনা ১০৪

সামাজিক বিষয়ে অতিসূক্ষ্ম উপদেশ ১০৮

ওস্তাদ ও অভিভাবকদের জন্য গবেষণামূলক উপদেশ দান ১১২

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আরো কিছু মূল্যবান কথামালা ১১৩

তর্কযুদ্ধে (Debate) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ ১১৬

তর্কযুদ্ধে বিচক্ষণতা ১১৯

জাহাম ইব্‌ন সাফওয়ানের সাথে বাকযুদ্ধ ১২৪

মহাস্রষ্টার অস্তিত্ব (Existence of The Creator of Universe) প্রমাণে শক্তিশালী যুক্তি ১৩০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর চারিত্রিক গুণাবলী ১৩২-১৬৫

তাঁর শিষ্য ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ কর্তৃক ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অনুসরণীয় তাকওয়া ও পরহেযগারীর বিস্তারিত বর্ণনা ১৩৩

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) ১৩৩

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মোবারক (রাহ.) ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সুফয়ান ইব্ন আইনিয়্যাহ	১৩৪
আবূ মুতী	১৩৪
আবূ আছেম নাবীল	১৩৪
হিফস ইব্ন আব্দুর রহমান	১৩৪
বাশার ইব্ন ওয়ালীদ	১৩৪
মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম	১৩৪
আসিম ইব্ন ইফসুফ	১৩৪
ইয়াহিয়া ইব্ন কাত্তান	১৩৫
আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক আরো বলেন	১৩৫
জুকাম ইব্ন হিশাম ছাকাফী	১৩৫
হাসান ইব্ন সালেহ	১৩৫
সাহল ইব্ন মাযাহিম	১৩৫
মুজাহিদ	১৩৬
কাজী শরীফ (রাহ.)	১৩৬
ইমাম যুফার (রাহ.)	১৩৬
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর কিছু বিশেষ গুনাবলী	**১৩৭**
নূরানী সূরাত, মিষ্টি কন্ঠস্বর ও সুগন্ধি ব্যবহার	১৩৭
অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গি	১৩৮
উত্তম এবং দামী পোষাক পরিধান করতেন	১৩৮
প্রয়োজনে রাজকীয় টুপি ও দামী জুতা ব্যবহার করতেন	১৩৯
পূত-পবিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী	১৩৯
স্বাধীনতা ও মুখাপেক্ষীহীনতা	১৩৯
রায় সকলের জন্য সমান	১৪০
শিক্ষনীয় উত্তম আমানতদারী	১৪১
দয়া ও উদারতার কয়েকটি ঘটনা	**১৪২**
বিশ দীনারের দুটি কাপড় হাদিয়া	১৪২
হাজার জোড়া জুতা বন্টন	১৪২
শত্রুকেও বাঁচালেন	১৪২
শীয়া ব্যক্তির দোয়া	১৪৩
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর ইস্তিগনা	১৪৪
ছাত্রদেরকে আর্থিক সাহায্য	১৪৫
দান করতেন অধিক পরিমানে	১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা ১৪৫
বেআদবীর জবাব সহনশীলতায় ১৪৬
অশোভন উক্তির জবাব ১৪৬

মায়ের প্রতি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ভালবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ১৪৭
মানুষের বিপদের বন্ধু ১৪৯
পরনিন্দাকে বেশী ঘৃণা করতেন ১৫০

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী ১৫০

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আল্লাহ্ তায়ালার ভয় ১৫২
মানুষের সাথে তাঁর আচরণ ১৫৭
মানুষকে উপদেশ দানে তাঁর আচরণ ১৫৯

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ইবাদত ১৬০
অঝর নয়নে অশ্রু ঝরাতেন আশিক রাসূল (সা.) আবূ হানীফা (রাহ.) ১৬২

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রখ্যাত ওস্তাদগণের পরিচয় ১৬৬-২৩১

প্রথম পরিচ্ছেদ : আমীর ইব্ন শরাহীল আশ-শাবী (রাহ.) ১৬৬
হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান (রাহ.) ১৬৭
ইমাম আসিম (রাহ.) ১৭০
কূফায় ইমাম আ'যমের ওস্তাদগণ ১৭০
হযরত মাহারিব ইব্ন ওসার (রাহ.) ১৭১
হযরত সামাক ইব্ন হারব (রাহ.) ১৭১
ইমাম সুলাঈমান বিন মেহ্রান (রাহ.) ১৭১
ইমামে হাদীস হিশাম ইব্ন 'উরওয়াহ্ (রাহ.) ১৭২
মুহাদ্দিস ও তাবি'ঈ হযরত কাতাদাহ (রাহ.) ১৭২
আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস হযরত শো'বা (রাহ.) ১৭২
সালামা ইব্ন কুহায়েল (রাহ.) ১৭৩
হযরত আবূ ইসহাক সাব'ঈ (রাহ.) ১৭৩

শিক্ষার জন্য মক্কা শরীফ সফর ও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ওস্তাদগণ ১৭৪
আতা ইব্ন আবী রাবাহ্ (রাহ.) ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

	হযরত ইকরামাহ্ (রাহ.)	১৭৫
	মদীনা শরীফে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ওস্তাদগণ	**১৭৫**
	হযরত সুলাইমান (রাহ.)	১৭৬
	হযরত সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর মাদানী (রাহ.)	১৭৬
	হযরত ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির ইব্ন 'আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রাহ.)	১৭৬
	আবূ জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রাহ.)	১৭৭
	তাবি'ঈ ও অন্যান্যদের মধ্যে যারা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ওস্তাদ	**১৭৭**
	ইমাম আ'যমের হাদীস শরীফের ওস্তাদগণ	**১৭৯**
	ইবন্ হাজার মাক্কীর 'তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব' থেকে	১৮০
	আল যাহ্বীর 'তাবাকাতুল হুফ্ফায' কিতাব থেকে	১৮০
	আল মিযি্য-র 'তাহ্যীবুল কামাল' কিতাব থেকে	১৮০
	ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) সম্পা.'কিতাবুল আসার'থেকে	১৮১
	ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর **প্রসিদ্ধ ৩২১ জন ওস্তাদের নামের তালিকা**	**১৮১**
	ইামাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বিভিন্ন জ্ঞানের ওস্তাদগণ	১৮৮
	আহলে বায়াতের বিশিষ্ট আলিমগণের সংস্পর্শে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)	১৯৩
	ইমাম বাকির (রাহ.) এঁর ভালবাসায় সিক্ত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)	১৯৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	**গবেষণা ও ফিক্হ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন**	**২০০-২৩১**
	বিভিন্ন বিষয়ের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গভীর চিন্তাধারা	২০৭
	বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়সমূহে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মতামত	২০৭
	আ'মল ঈমানের অংশ নয়	২০৭
	ঈমান ও আমল দু'টি আলাদা জিনিস	২০৯

Dhaka University Institutional Repository

মারজিয়াহ্ যাদের বলা হয় ২০৯
উসমান বাত্তী কর্তক লিখিত চিঠি ও উত্তর ২১১
ঈমান কম ও বেশি হয় না ২১৩
ঈমানের আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলো সবই সমান ২১৫
গুনাহগারদের অবস্থা ২৬১
কিবলা অনুযায়ী সবাই মুমিন ২১৭
তাক্দীর এবং মানুষের কার্যাবলী ২১৮
ইমাম আ'যম (রাহ.)-এঁর পবিত্র
কুরআন সৃজন মতবাদ ২২২
বিশিষ্ট আলিমগণ কর্তৃক ইমাম
আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জ্ঞান ও মর্যাদার স্বীকৃতি ২২৫
আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী (রাহ.) ২২৫
ইমাম মালিক (রাহ.) ২২৫
ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) ২২৬
ইমাম আবূ জাফর রাজী (রাহ.) ২২৭
ফজায়েল ইব্ন আয়াজের (রাহ.) ২২৭
ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) ২২৭
ইয়াহিয়া ইব্ন আকসাম ২২৭
ইমাম আ'মাশ ২২৮
ফজল ইব্ন মূসা মিনানী ২২৮
আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াজিদ মুকরী ২২৮
ওয়াকীম ইব্ন জাররাহ (রাহ.) ২২৮
ইয়াহিয়া ইব্ন মুঈন (রাহ.) ২২৮
ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) ২২৯
ইয়াজিদ ইব্ন জুরাই (রাহ.) ২২৯
জাফর ইব্ন রাবী (রাহ.) ২৩০
মালীহ্ ইব্ন ওয়াকী (রাহ.) ২৩০
আবূদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রাহ.) ২৩০
মুহাদ্দিস ইব্ন জুরাইজ (রাহ.) ২৩০
ইব্ন দুক্কাইন ২৩১
ইমাম আহমদ (রাহ.) ২৩১
ইব্ন আবদুল বীর এবং আবূ দাউদ আল হিজস্থতানী ২৩১
আল খতীব মুহাম্মাদ ২৩১
কাজী সাইমরী ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় :	**কর্ম জীবন**	**২৩১-৬৩**
প্রথম পরিচ্ছেদ :	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) যুগে ব্যবহৃত মুদ্রা (দিনার বা স্বর্ণমুদ্রা) যা আব্বাসীয় খিলাফত আমলে প্রচলন হয়েছিল	২৩৩
	১৪৫হি./ ৭৬২খৃ. আল বিরুনী কর্তৃক অঙ্কিত কিবলামূখী গোলাকার বাগদাদের নকশা	২৩৫
	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর ব্যবসায়িক বৈশিষ্ট্য	২৩৬
	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বয়স যখন ৫৩ বছর সেই আমলের দিরহাম (রৌপ্য মূদ্রা)	২৩৮
	অধ্যাপনা জীবন	**২৪১**
	শিক্ষকতার পরিধি	২৪৩
	শিক্ষা ও পাঠদান	২৪৪
	শিক্ষার্থীদের সাথে আচরণ	২৪৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বিশিষ্ট কয়েকজন শিষ্যের নাম ও পরিচিতি	২৪৮-২৬৩
	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রসিদ্ধ **৫৬১ জন ছাত্রদের নামের তালিকা**	**২৪৯**
	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বিশিষ্ট কয়েকজন ছাত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	২৬০
	ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)	২৬০
	ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী (রাহ.)	২৬১
	ইমাম যুফার ইব্ন হুযায়ল (রাহ.)	২৬১
	হাসান ইব্ন যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ.)	২৬২
	ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল কাত্তান (রাহ.)	২৬৩
চতুর্থ অধ্যায় :	**সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সাহসী রাজনৈতিক মতবাদ এবং ইন্তিকাল**	**২৬৪-৩০৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ :	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) উমাইয়্যাদের ঘৃণা করার কারন	২৬৬
	উমাইয়্যাদের ক্ষমতা গ্রহণে অস্বীকৃতি ও সত্যের জন্য কূফা থেকে মক্কায় হিযরত	২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা মানসুরের অত্যাচার ২৭১
খিলাফতের প্রকৃত হক্বদার নফসে যাকিয়াহ (রাহ.)
ও ইবরাহীম (রাহ.) এঁর বিদ্রোহ ২৭২
ইবরাহীম (রাহ.) এঁর প্রতি ইমাম
আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সমর্থন ও সহযোগীতা ২৭৩
আব্বাসীয় ২য় খলীফা মানসুর কর্তৃক
প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহনের আহ্বান ২৭৪
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান ২৭৫
খলীফার নির্দেশে তাঁকে কারগারে রাজবন্দী ও
পবিত্র দেহে অমানবিক নির্যাতন ২৭৬
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শাহাদাত বরন ২৭৭
জানাযা ২৭৮
দাফন ২৭৯
মুসলিম বিশ্বে শোকের ছায়া ২৭৯
বাগদাদের সর্বপ্রথম মাদ্রাসা ও
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর কবর শরীফ ২৭৯
খিযরান এ অবস্থিত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা
(রাহ.) এঁর কবর শরীফের দূর্লভ চিত্র ২৮০
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সন্তানাদি ২৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর
অধ্যাত্মিক মহাসাধনার স্বীকৃতি ২৮২-২৯০
আহমদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.) ২৮২
আবূ ইয়াহিয়া ২৮২
ইসহাক ইব্ন বহলুল ২৮২
আবূ ওলীদ ২৮২
হাদবা ইব্ন আবদুল ওহাব ২৮২
জনৈক কবি ২৮৩
ইব্ন শিবরমা ২৮৩
ইব্রাহীম ইব্ন আল আশাত ২৮৪
'আলী ইব্ন ইসহাক ২৮৪
মুহাম্মাদ আবূ জোহরা ২৮৪
সুলাইমান আল আওযি ২৮৬
কাযী আবূ আব্দুল্লাহ আস সামীরী ২৯০

Dhaka University Institutional Repository

	ক্বাযী আবূল কাসিম ইব্ন কা'যাস	২৯০
	হযরত দিরাব ইব্ন ছারদ	২৯০
	'আলী ইব্ন 'আছিম (রাহ.)	২৯০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ:	**ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের যুগশ্রেষ্ঠ আল্লাহর ওলী ছিলেন**	**২৯১-২৯৯**
	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ১০০ বার মহান আল্লাহকে দেখা সংক্রান্ত বর্ণনা	**২৯১**
	তাঁর 'ইল্ম ও ছাত্রদের মর্যাদা	২৯২
	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর 'ইল্ম-র স্বীকৃতি	২৯২
	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মর্যাদা	২৯২
	পয়গম্বরগণের সাক্ষাত লাভ ও হাউজে কাউসারের পানি পান	২৯২
	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আল্লাহর ধ্যান, খেয়াল (মুরকাবা) ও ভয়	২৯৩
	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর এগারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে ইমাম আ'যম করেছে	২৯৩
	ইমাম আ'যম (সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম) উপাধি লাভ	২৯৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	**ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জীবদ্দশায় কয়েকটি সংগ্রাম**	**৩০১**
	প্রথম সংগ্রাম	৩০১
	দ্বিতীয় সংগ্রাম	৩০২
	তৃতীয় সংগ্রাম	৩০৩
	চতুর্থ সংগ্রাম	৩০৫
পঞ্চম অধ্যায় :	**ফিক্হ-র (Jurisprudence) সংজ্ঞা ও পরিচিতি**	**৩০৭**
প্রথম পরিচ্ছেদ :	**কুরআন-হাদীস এবং ফিক্হ-র পারস্পরিক সম্পর্ক**	**৩১১**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	**ফিক্হ-র প্রয়োজনীয়তা**	**৩১৬**

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায় :	ফিক্‌হ শাস্ত্রের (Science of Jurisprudence) ক্রমবিকাশ	৩২৪-৩৪২
প্রথম পরিচ্ছেদ :	ফিক্‌হ-র বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি	৩২৫
	জীবনের মৌল শক্তি ও গুণাবলীর বিকাশ	৩২৫
	রাসূল (সা.) এঁর যুগে ফিক্‌হ-র উৎস	৩২৬
	রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের (রা.) পবিত্র কাজের বিবরণ	৩২৬
	রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব	৩২৭
	ফিক্‌হী মাসআলায় মতবিরোধ	৩২৭
	মুসলিম জামা'আতে হক্ব ও বাতিলের বিভক্তি	৩২৭
	ফিক্‌হ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ও ভিত্তিস্থাপন	৩২৯
	ক্বিয়াস, ইসতিহসান ও ইসতিসলাহের ব্যাপক ব্যবহার	৩৩০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	যুগে যুগে রাষ্ট্রপরিচালনায় ফিক্‌হবিদগণের ভূমিকা	৩৩১
	মহানবী (সা.) এঁর যুগে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৩৩১
	খুলাফা আল-রাশিদূন যুগে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	৩৩২
	উমাইয়্যা যুগ-শাসক ও ফিকহ্‌বিদগণ	৩৩৭
	প্রাথমিক আব্বাসী যুগঃ শাসকবৃন্দ ও ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণ	৩৪০
সপ্তম অধ্যায় :	ফিক্‌হ হানাফী : উৎপত্তি ও বিকাশ	৩৪৩-৩৬৮
প্রথম পরিচ্ছেদ :	ফিক্‌হ হানাফী : উৎপত্তি ও বিকাশ	৩৪৩-৩৪৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	ফিক্‌হ হানাফীর বৈশিষ্ট্য	৩৫০
	ফিক্‌হ হানাফীর দলীল	৩৫০
	কিতাবুল্লাহ	৩৫০
	সুন্নাহ	৩৫১
	আকওয়ালি সাহাবা কিরাম	৩৫১
	ইজমা	৩৫১
	ক্বিয়াস	৩৫৩
	ফিক্‌হ হানাফী ও হাদীস শরীফ	৩৫৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	ফিক্‌হ হানাফীর পরিভাষা ও চর্চা	৩৬২
	শর্ত ও রুক্‌ন	৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ্, ফাসিদ ও বাতিল ৩৬৪
ফিক্হ হানাফীর সনদ ৩৬৪
ফিক্হ হানাফীর চর্চা ৩৬৬

অষ্টম অধ্যায় : ফিক্হ উৎপত্তি কাল থেকে এ পর্যন্ত ফাতওয়া কেন্দ্রসমূহ ও ফকীহগণের পরিচিতি ৩৬৯-৪৩৭

প্রথম পরিচ্ছেদ : ফিক্হচর্চার বিভিন্ন যুগ ৩৬৯
নবুওয়াত যুগ ৩৬৯
সাহাবায়ে কিরাম যুগ ৩৭১
অধিক ফাতওয়াদানকারী সাহাবী ৩৭৩
মধ্যম সংখ্যক ফাতওয়াদানকারী সাহাবী ৩৭৩
অল্প সংখ্যক ফাতওয়াদানকারী সাহাবী ৩৭৪

তৎকালীণ ফাতওয়ার প্রসিদ্ধ সপ্তকেন্দ্র এবং মুফতী সাহাবায়েকিরাম ও তাবি'ঈগণ ৩৭৮-৩৯২

মদীনা মুনাওয়ারা ৩৭৮
উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) ৩৭৮
হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.) ৩৭৯
হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ৩৭৯
হযরত সা'ঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব মাখযুমী (রাহ.) ৩৮০
হযরত 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র আসাদী (রাহ.) ৩৮০
আবূ বকর ইবন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইবন হিশাম মাখযুমী (রাহ.) ৩৮১
হযরত 'আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আবী তালিব হাশিমী (রাহ.) ৩৮১
হযরত উবায়দুল্লাহ ইব্ন আতবাহ ইব্ন মাসউদ (রাহ.) ৩৮১
হযরত সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) ৩৮১
হযরত সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা.) ৩৮১
হযরত কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা.) ৩৮২
হযরত ইমাম বাকির মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী (রাহ.) ৩৮২
হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রাহ.) ৩৮২
মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী (রা.) ৩৮৩
আবু যিনাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন যাকওয়ান (রা.) ৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ আনসারী (রা.) ৩৮৩
হযরত রাবী'আ ইব্ন আবু আবদুর রহমান (রা.) ৩৮৩

মক্কা মুকাররমা **৩৮৪**
হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) ৩৮৪
মুজাহিদ ইব্ন জুবায়র (রা.) ৩৮৪
হযরত ইকরামা (রা.) ৩৮৫
হযরত আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (রা.) ৩৮৫
আবু যুবায়র মুহাম্মদ ইবন মুসলিম (রাহ.) ৩৮৫

কূফা (ইরাক) **৩৮৫**
হযরত আলকামা ইব্ন কায়স নাখ'ঈ (রাহ.) ৩৮৬
হযরত মাসরূক ইব্ন আজদা হামদানী (রাহ.) ৩৮৬
হযরত উবায়দা ইব্ন আমর সালমানী (রাহ.) ৩৮৬
আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ নাখ'ঈ (রা.) ৩৮৭
হযরত শুরায়হ ইব্ন হারিস কিন্দী (রাহ.) ৩৮৭
হযরত ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীন নাখঈ (রাহ.) ৩৮৭
হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রাহ.) ৩৮৭
হযরত আমর ইব্ন শুরাহবীল শা'বী (রাহ.) ৩৮৭

বাস্‌রা **৩৮৮**
হযরত আনাস ইব্ন মালিক আন্‌সারী (রাহ.) ৩৮৮
হযরত আবুল আলিম রাফী ইব্ন মিহরান (রাহ.) ৩৮৮
হযরত হাসান ইব্ন আবুল হাসান বসরী (রাহ.) ৩৮৮
হযরত আবুশ শা'সা জাবির যায়িদ (রাহ.) ৩৮৯
মুহাম্মদ ইব্ন সীরান (রাহ.) ৩৮৯
হযরত কাতাদা ইব্ন দা'আমা আল-দূসী (রাহ.) ৩৮৯

শাম (সিরিয়া) **৩৮৯**
হযরত আবদুর রহমান ইব্ন গানাম আম'আরী (রাহ.) ৩৯০
হযরত আবু হইরীস খাওলানী (রাহ.) ৩৯০
হযরত কাবীসা ইব্ন যুওয়াইব (রাহ.) ৩৯০
হযরত মাকহুল ইবন আবূ মুসলিম (রাহ.) ৩৯০
হযরত রেজা ইবন হায়ওয়া (রাহ.) ৩৯০
হযরত 'উমর ইবন্ আবদুল আযীয (রাহ.) ৩৯১

Dhaka University Institutional Repository

মিসর **৩৯১**
হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আ'স (রা.) ৩৯১
হযরত আবুল খায়র মুরশিদ ইবন আবদুল্লাহ (রাহ.) ৩৯১
হযরত ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব (রাহ.) ৩৯১
ইয়ামান **৩৯২**
হযরত তাউস ইবন কায়সান (রাহ.) ৩৯২
হযররত ওয়াহাব মুনাবিবহ (রাহ.) ৩৯২
হযরত ইয়াইয়া ইব্ন কাসীর (রাহ.) ৩৯২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফিক্হ সংকলন সম্পাদনা ও ইজতিহাদ যুগের ফিক্হবিদগণ **৩৯৩-৪১০**

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) **৩৯৩**
ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর যমানায় কূফার কয়েক জন ফকীহ **৩৯৪**
হযরত সুফয়ান/সুফইয়ান সাওরী (রাহ.) ৩৯৪
শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ নাখ'ঈ (রাহ.) ৩৯৪
মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন লাইলা ৩৯৪
ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজন **৩৯৫**
ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (রাহ.) ৩৯৫
ইমাম যুফার ইব্ন হুযায়ল আল-কুফী (রাহ.) ৩৯৫
ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান শায়বানী (রাহ.) ৩৯৫
ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ.) ৩৯৬
ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শিষ্যদের ঐ সমস্ত শিষ্যগণ যারা স্বীয় ওস্তাদগণের নীতি ও নির্দেশনা মুতাবিক কিতাব প্রণয়ন করেছেন এবং ফিকহে হানাফীর প্রচার প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন **৩৯৬**
ইব্রাহীম ইবন রুস্তম মিরওযায়ী (রাহ.) ৩৯৬
আহম্মদ ইব্ন হাফস (রাহ.) ৩৯৬
বাশীর ইব্ন গিয়াস মুরীসী (রাহ.) ৩৯৭
বিশর ইব্ন ওয়ালীদ কিন্দী (রাহ.) ৩৯৭
ঈসা ইব্ন আবান ইব্ন সাদাকা (রাহ.) ৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ ইবেন সিআ'আ তামীমী (রাহ.) ৩৯৭
মুহাম্মাদ ইব্ন শু'জা সালজী (রাহ.) ৩৯৭
আবূ সুলায়মান মুসা ইব্ন সুলায়মান জুযজানী (রাহ.) ৩৯৭
হিলাল ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন মুসলিম বাসরী (রাহ.) ৩৯৭
আবূ জাফর আহমাদ ইব্ন ইমরান (রাহ.) ৩৯৮
আহমাদ ইব্ন 'উমর আল-খাসসাফ (রাহ.) ৩৯৮
বাককার ইব্ন কুতায়বা ইব্ন আসাদ (রাহ.) ৩৯৮
ইমাম আবূ হাযিম আবূদল হামীদ ইব্ন আযীয (রাহ.) ৩৯৮
আবূ সাঈদ আহামাদ ইব্ন হুমায়ন বারদাঈ (রাহ.) ৩৯৮
শায়খ আবূ আলী দাক্কাক (রাহ.) ৩৯৮
ইমাম আবূ জাফর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (রাহ.) ৩৯৯

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রাহ.) ৩৯৯
ইমাম মালিক (রাহ.) এঁর মিসরীয় ছাত্রদের পরিচয় ৪০১
আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন মুসলিম কুরাশী (রাহ.) ৪০১
আবূ আব্দুল্লাহ আবূদর রহমান ইব্ন কাসিম আতাকী (রাহ.) ৪০১
আশহাব ইব্ন আবদুল আযীয আল কায়সী আল আমেরী আল জাদী (রাহ.) ৪০১
আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইব্ন হাকাম ইব্ন আযান (রাহ.) ৪০১
আসবাগ ইব্ন ফারাজ উমুভী (রাহ.) ৪০২
মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (রাহ.) ৪০২
মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম যিয়াদ ইসকান্দারী (রাহ.) ৪০২

স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় ইমাম মালিক (রাহ.) এঁর ছাত্রগণ ৪০২
আবূ আবূদুল্লাহ যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান কুরতবী (রাহ.) ৪০২
ঈসা ইব্ন দীনার উন্দোলসী (রাহ.) ৪০৩
ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন কাসীর লায়স (রাহ.) ৪০৩
আবদুল মালিক ইব্ন হাবীব সুলায়মান সুলামী (রাহ.) ৪০৩
আবূল হাসান আলী ইব্ন যিয়াদ তিউসিনায়া ৪০৩
আসাদ ইব্ন ফুরাত (রাহ.) ৪০৩
আবদুস সালাম ইব্ন সাঈদ আততানূখী (রাহ.) ৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ ইরাকে ফিক্‌হ প্রচার করেন ইমাম মালিক (রাহ.)-এঁর যে ছাত্রগণ ৪০৪

আহমদ ইব্‌ন মাযাল ইব্‌ন গীলান (রাহ.) ৪০৪

কাযী আবূ ইসহাক (রাহ.) ৪০৪

ইমাম মুহাম্মাদ ইবুন ইদরীস আল শাফি'ঈ (রাহ.)

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এঁর প্রথম যুগের ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র যারা তাঁর ফিক্‌হ-র প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ইরাকী ছাত্রের পরিচয় ৪০৬

আবূ সাত্তর ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ইয়ামান কালবী আল-বাগদাদী (রাহ.) ৪০৬

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রাহ.) ৪০৭

হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাববাহ আয্ যাফরানী আল-বাগদাদী (রাহ.) ৪০৭

আবূ আলী হুসায়ন ইব্‌ন আলী আল-কারাবাসী (রাহ.) ৪০৭

আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদুল আযীয আল-বাগদাদী (রাহ.) ৪০৭

আবূ উসমান ইব্‌ন সাঈদ আনমাতী (রাহ.) ৪০৭

আবুল আব্বাস আহমদদ ইব্‌ন আবূ আহমাদ তাবারানী (রাহ.) ৪০৭

আবূল আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন আবূ আহমাদ তাবারানী (রাহ.) ৪০৮

মিসরে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এঁর নিকট যাঁরা ফিক্‌হ হাসিল করেছেন ৪০৮

ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াহ্ইআ মিস্‌রী (রাহ.) ৪০৮

আবূ ইবরাহীম ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহইয়া মুযানী (রাহ.) ৪০৮

রাবী ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল জাব্বার মুরাদী (রাহ.) ৪০৮

হারমালা ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আত্ তুজায়বী (রাহ.) ৪০৮

ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা সাদাফী আল-মিসরী (রাহ.) ৪০৯

আবূ বক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাদ্দাদ (রাহ.) ৪০৯

Dhaka University Institutional Repository

	ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.)	**৪০৯**
	ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.)-এঁর ছাত্র যারা তাঁর থেকে ফিক্হ হাম্বলী রিওয়ায়েত করেছেন	**৪০১**
	আবূ বক্র আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানী ওরফে আসরাম (রাহ.)	৪১০
	ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ওরফে ইব্ন রাহওয়াহ (রাহ.)	৪১০
	আহমাদ ইব্ন হাজ্জায মিরওয়ামী (রাহ.)	৪১০
	আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.)	৪১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ:	**ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতা ও তাক্লীদের যুগের ফিক্হবিদগণ**	**৪১১-৪২৬**
	এ যুগের হানাফী মাযহাবের কয়েকজন ফুকাহায়ে কিরাম এই মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন	৪১২
	এ যুগের মালিকী, মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম যারা তাঁদের মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন	৪১২
	এ পরবর্তী যুগের শাফি'ঈ মাযহাবের ফুকাহায়ে কিয়াম করা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট আবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন	৪১৫
	এই পরবর্তী যুগে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ফুকাহায়ে কিরাম যাঁরা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন	৪১৭
	খালিস তাকলীদের যুগ	**৪১৭**
	এ যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশে ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশে ফুকাহায়ে কিরাম বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁরা ফিক্হ-র দরস দিয়ে, মাসাইলের মজলিস	

Dhaka University Institutional Repository

করে এবং এর উপর কিতাব লিখে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা থেকে মুসলিম সমাজ চিরকাল উপকৃত হতে থাকবে। নিম্নে তাঁদের মধ্য থেকে কতিপয় বিশেষ বিশেষ মুফতী এবং ফকীহদের পরিচয় তুলে ধরা হল ৪১৮
শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রাহ.) ৪১৮
শায়খ ইয়াহইয়া মুনীরী (রাহ.) ৪১৮
শায়খ ইমামুদ্দীন দেহলবী (রাহ.) ৪১৮
শায়খ আলম ইব্ন আলায়ী আন্দরপতি (রাহ.) ৪১৮
শায়খ আবূল ফাতাহ রুকন ইব্ন হুসসাম নাগারী (রাহ.) ৪১৮
শায়খ ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মাদ মুলতানী (রাহ.) ৪১৯
মাওলানা ইফতিখার উদ্দীন গিলানী (রাহ.) ৪১৯
মাওলানা হাদ্দাদ জৌনপুরী (রাহ.) ৪১৯
সিরাজ উদ্দীন 'উমর ইব্ন ইসহাক হিন্দী (রাহ.) ৪১৯
বারকলী মুহীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইব্ন পীর 'আলী (রাহ.) ৪১৯
মাওলানা হামিদ ইব্ন মুহাম্মাদ কুনূবী (রাহ.) ৪১৯
কাযী আবূল ফাতাহ বিলগিরামী (রাহ.) ৪১৯
হযরত শাহ বাকী বিল্লাহ (রাহ.) ৪১৯
হযরত মুজাদ্দিদে আলফ সানী (রাহ.) ৪১৯
মুহাম্মাদ সাঈদ ইব্ন মুজাদ্দিদে আলফ-সানী (রাহ.) ৪১৯
শায়খুল হিন্দ মাওলনা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) ৪১৯
বাদশাহ আলমগীর (রাহ.) ৪২০
মোল্লা নিযামুদ্দীন বুরহানপুরী (রাহ.) ৪২০
শায়খ মোল্লা জিউন (রাহ.) ৪২০
মোল্লা মুহিববুল্লাহ বিহারী (রাহ.) ৪২০
মোল্লা ইসামুদ্দীন (রাহ.) ৪২০
মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী (রাহ.) ৪২০
মুহাম্মাদ বাশীরুদ্দীন ইব্ন কারীমুদ্দীন উসমানী কনৌজী (রাহ.) ৪২০
বাহরুল উলূম মাওলানা আবদুল 'আলী ইব্ন নিযামুদ্দীন ইব্ন কুতবুদ্দীন (রাহ.) ৪২০
ইমামুল হিন্দ হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) ৪২০
শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) ৪২০
কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহ.) ৪২১
মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌভী (রাহ.) ৪২১
মাওলানা ওয়াহীদুয যামান ইব্‌ন মাসীহুয যামান
লাখনৌবী ফারুকী (রাহ.) ৪২১
আবূ মুহাম্মাদ আবদুল হক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন
খাজা শামসুদ্দীন দেহলবী (রাহ.) ৪১২
শাহ আহলুল্লাহ দেহলভী (রাহ.) ৪২১
মাওলানা মুহাম্মাদ আহসান ইব্‌ন লুতফে আলী (রাহ.) ৪২১
মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রাহ.) ৪২২
মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহ.) ৪২২
মুফতী আবদুল্লাহ টুনকী বিহারী (রাহ.) ৪২২
মুফতী আযীযুর রহমান (রাহ.) ৪২২
শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ
হাসান দেওবন্দী (রাহ.) ৪২২
মাওলানা ই'যায আলী (রাহ.) ৪২২
মুফ্‌তী কিফায়েত উল্লাহ্ (রাহ.) ৪২২
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহ.) ৪২২
মুফতী নিযামুদ্দীন (রাহ.) ৪২২
মুফ্‌তী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (রাহ.) ৪২৩
মুফ্‌তী আবদুল শাকূর লাখনৌভী (রাহ.) ৪২৩
মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শফী (রাহ.) ৪২৩
মাওলানা ইউসুফ ইব্‌ন্‌নৌরী (রাহ.) ৪২৩
মাওলানা শাববীর আহ্‌মদ উসমানী (রাহ.) ৪২৩
মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক (রাহ.) ৪২৩

বাংলাদেশের বিখ্যাত কতিপয় মুফ্‌তী এবং ফকীহ এঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল। যাঁরা ফিক্‌হ-র দরস দিয়ে, মাসাইলের মজলিস করে এবং এর উপর কিতাব লিখে অমূল্য অবদান রেখেছেন ৪২৪

শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (রাহ.) ৪২৪
মাওলানা হাজী শরীয়াত উল্লাহ্ (রাহ.) ৪২৪
মাওলানা নিছার উদ্দীন আহমাদ (রাহ.) ৪২৪

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা হাফিয আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.)	৪২৪
মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মাদ ফয়যুল্লাহ (রাহ.)	৪২৪
মুফ্‌তী দীন মুহাম্মাদ খান (রাহ.)	৪২৫
মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রাহ.)	৪২৫
সাইয়েদ মুফ্‌তী মুহাম্মাদ আমীনুল ইহ্‌সান	৪২৫
মুজাদ্দিদী বরকতী (রাহ.)	৪২৫
মুফ্‌তি আবদুল মুঈয (রাহ.)	৪২৫
মাওলানা আবদুর রহমান (রাহ.)	৪২৫
মুফ্‌তী আবদুল ওয়াহিদ (রাহ.)	৪২৫
মুফ্‌তী মুহাম্মাদ আলী (রাহ.)	৪২৫
মুফ্‌তী মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম (রাহ.)	৪২৫
মুফ্‌তী বিলায়েত হুসাইন (রাহ.)	৪২৫
মুফ্‌তী নূরুল হক (রাহ.)	
শায়খ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ এসহাক (রাহ.)	৪২৬
শায়খ মাওলানা মুহাম্মাদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রাহ.)	৪২৬
মাওলানা শাহ আবূ ইউসুফ মুহাম্মাদ 'আলী ইব্‌ন কুতুবে বাঙ্গাল শাহ আবূ মুজাফ্‌ফর মোহাম্মাদ গোলাম আকবর রঘুনাথপুরী (রাহ.)	৪২৬
মুফতী কেফায়েত উল্লাহ	৪২৬
মুফতী ফজলুল হক আমিনী	৪২৬
মুফতী নুর হোসেন কাসেমী	৪২৬
মুফতী আবদুর রহীম	৪২৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	**বিশ্বে হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতি**	**৪২৭-৪৩৭**
	যে সকল শহর সমূহ ফিক্‌হ হানাফীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে	৪৩০
	বাসরায় ফিক্‌হ হানাফীর প্রচার	৪৩২
	পশ্চিমা দেশে হানাফী মাযহাবের প্রচার	৪৩২
	মিসরে ফিক্‌হ হানাফী	৪৩৩
	সিরিয়াতে ফিক্‌হ হানাফী	৪৩৩
	প্রাচ্য দেশে ফিক্‌হ হানাফী	৪৩৩

Dhaka University Institutional Repository

রাশিয়া ও পারস্যে ফিক্হ হানাফী ৪৩৩
পাক-ভারত উপমহাদেশে ফিকহে হানাফীর প্রচার ৪৩৩
বিশ্বের অন্যান্য দেশে হানাফী ফিক্হ ৪৩৫
বাংলাদেশ ও হানাফী ফিক্হ ৪৩৭

নবম অধ্যায় : ফিক্হ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান ৪৩৮-৬৫০

প্রথম পরিচ্ছেদ : ফিক্হ শাস্ত্রে (Science of jurisprudence) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদানসমূহ ৪৩৯-৪৯১

মহা আইন বিজ্ঞান (আল ফিক্হুল আকবার)
(The Supreme jurisprudence.) ৪৩৯

ইসলামী অর্থনৈতিক আইনবিজ্ঞান
(ফিক্হ আল মু'আমালাত)
(Islamic economic jurisprudence.) ৪৩৯

ইসলামী রাজনৈতিক আইনবিজ্ঞান
(Islamic political jurisprudence.) ৪৩৯
যে যুগে ফিক্হ হানাফীর মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছে সে যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ ৪৪০

যে যুগে ফিক্হ হানাফীর মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছে সে যুগে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ওলীগণ ৪৪১

যে যুগে ফিক্হ হানাফীর মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছে সে যুগের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও লেখকগণ ৪৪১

যে যুগে ফিক্হ হানাফীর মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছে সে যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ ৪৪২

ইসলামী বৈবাহিক আইনবিজ্ঞান
(Islamic marital jurisprudence.) ৪৪২

ইসলামী অপরাধ ও আপরাধী সংক্রান্ত আইনবিজ্ঞান
(ফিক্হ আল 'ওকুবাত)

Dhaka University Institutional Repository

(Islamic criminal jurisprudence.) ৪৪২

ইসলামী আদব আইনবিজ্ঞান (ফিক্‌হ আল আদাব)
(Islamic etiquettical jurisprudence.) ৪৪৩

ইসলামী ইবাদত বিষয়ক আইনবিজ্ঞান
(Islamic theological jurisprudence.) ৪৪৩

ইসলামী পবিত্রতা আইনবিজ্ঞান (ফিক্‌হ আল তাহারাত)
(Islamic hygienical jurisprudence.) ৪৪৩

ইসলামী সামরিক আইনবিজ্ঞান
(Islamic military jurisprudence.) ৪৪৩

হাদীস সংগ্রহের মাধ্যমে ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান **৪৪৪**
হাদীস গ্রহণে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শর্ত ৪৪৯

ক্বিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান **৪৫০**

ইসতিহ্‌সান এর প্রবর্তনের মাধ্যমে
ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান **৪৫১**
আইনের ক্ষেত্রে 'ইসতিহ্‌সান' এর
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৪৫১
ইসতিহ্‌সান-এর প্রকার-ভেদ ৪৫২

ইজমার ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা
ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান **৪৫৩**
জীবন হতে যুক্তি ও তথ্য গ্রহণ **৪৫৪**

উসূলে ফিক্‌হ-র প্রবর্তণের মাধ্যমে
ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান **৪৫৪**
ইমাম আ'যম (রাহ.) এঁর উসূলসমূহ ৪৫৪
হানাফী ফিকহ-র উসূলবিদ ও তাঁদের গ্রন্থসমূহ ৪৫৬

আইনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা **৪৫৮**

Dhaka University Institutional Repository

হানাফী আইন লিপিবদ্ধকরণ ৪৫৮

ফিকহ্ (Jurisprudence) বা আইনের রীতিবদ্ধ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তন ৪৫৮

আইনের নীতি নির্ধারণ ৪৫৮

নতুন তথ্য উদ্ঘাটন ৪৫৮

আইনতত্ত্বের গবেষণা ৪৫৯

ব্যাক্তিগত রায়ের সমর্থক ৪৫৯

আহলে রায় উপাধি দ্বারা আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর খ্যাতি লাভের কারণ ৪৬০

ইজ্তিহাদ, ফিক্হ রচনা ও সম্পাদনায় তাঁর অবদান ৪৬১

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর রচনাবলী ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অমূল্য অবদান ৪৬৭

"কুতুবে আবূ হানীফা " নামক মহামূল্যবান সেই সংকলনটি হারিয়ে যাওয়ার কারন ৪৬৯

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর হাদীস সংকলন ৪৭০

কিতাবুল আ'সার: ৭০,০০০ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার ৪৭১

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ফিক্হ ও আকাঈদ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ৪৭৪

'আল ফিক্হুল আকবার' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সমূহ ৪৭৬

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর রচিত ও আরোপিত গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা ৪৭৯

আল ফিক্হুল আকবর ৪৭৯

আল-ফিক্হুল আব্সাত ৪৮০

কিতাবুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম ৪৮০

আল অসিয়্যাত ৪৮০

আর রিসালা ৪৮১

অসিয়্যা ইলা ইবনিহি হাম্মাদ ৪৮১

অসিয়্যা ইলা তিলমিযিহী ইউসুফ ইব্ন খালিদ আল-বাসরী ৪৮১

অসিয়্যা ইলা তিলমিযিহি আলক্বাযী আবী ইউসুফ

Dhaka University Institutional Repository

	ইব্‌ন ইবরাহীম	৪৮১
	আল-কাসীদা আল কাফীয়া (আন নু'মানিয়া) ফি মাদহিন নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৪৮১
	মুজাদালা লি আহাদিদ দাহরীন	৪৮২
	কিতাব মা'রিফাত আল মাযহাব	৪৮২
	আল যাওয়াবিত আস সালাসা	৪৮২
	দু'আউ আবী হানীফা	৪৮২
	মুখাতাবাতু আবী হানীফা মা'আ জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ রিযা	৪৮২
	বা'যু ফাতাওয়ায়ি আবী হানীফা	৪৮২
	কিতাবুল মাখারিজ ফিল হিয়াল	৪৮২
	কিতাব আল মাকসূদ ফিস্ সারফ	৪৮২
	মুসনাদু ইমাম আ'যম আবী হানীফা	৪৮২
	ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর ওপর আরোপিত এ মুসনাদের অনেক শারাহ রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি পরিচয়	৪৮৪
	ইমাম আ'যমের জ্ঞানস্পর্শে ধন্য সকল শিষ্য ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর অবদান	**৪৮৬**
	ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর শিষ্যগণের জ্ঞানের মূল উৎস ছিলেন	৪৮৬
	বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আবদান	**৪৮৮**
	হানাফী ফিক্‌হ ও হানাফী মাযহাব সংক্রান্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ	**৪৯১**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	**হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহ রচনার নীতিমালা তাঁর অবদান**	**৪৯২**
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	**হানাফী ফিক্‌হ-র রচয়িতাগণ ও গ্রন্থাবলী ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর অমূল্য আবদান**	**৫০৫-৫৪২**

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)	৫০৭
ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-এর গ্রন্থাবলী	৫০৯
ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী (রাহ.)	৫০৯
ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী (রাহ.) এর গ্রন্থাবলী	৫১১
হাসান ইব্ন যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ.)	৫১২
ইমাম ঈসা ইব্ন আবান (রাহ.)	৫১২
ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সিমা (রাহ.)	৫১৩
ইমাম হিলাল ইব্ন ইয়াহইয়া আর-রায় আল-বসরী (রাহ.)	৫১৩
ইমাম আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন মাহীর আল-খাস্সাফ (রাহ.)	৫১৪
ইমাম আবূ জাফর তাহাভী (রাহ.)	৫১৪
ইমাম আবূল হাসান কার্খী (রাহ.)	৫১৬
ইমাম আবূ বকর আহ্মাদ আল-জাস্সাস (রাহ.)	৫১৭
ইমাম আবূ বকর খাছ্ছাফ (রাহ.)	৫১৮
ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (রাহ.)	৫১৮
ফখরুল ইসলাম ইমাম আবূল হাসান বাযদূবী (রাহ.)	৫১৯
শামসুল আইম্মা সারাখ্সী আল হানাফী (রাহ.)	৫২০
আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন কাজীখান	৫২১
আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (রাহ.)	৫২১
আল্লামা কামাল উদ্দীন ইব্ন হুমাম (রাহ.)	৫২৩
শায়খুল ইসলাম আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী আল হানাফী	৫২৩
আল্লামা ইব্ন নুজাইম আল মিসরী আল হানাফী (রাহ.)	৫২৪
আল্লামা সাইয়্যিদ আহমাদ তাহ্তাবী (রাহ.)	৫২৫
হাফিয জামাল উদ্দিন যায়লাঈ (রাহ.)	৫২৫
ইমাম আবূল বারাকাত আন-নাসাফী (রাহ.)	৫২৬
ইমাম ইব্রাহীম ইব্ন রুস্তম মিরওয়াযী	৫২৬
ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাফস্ (রাহ.)	৫২৬
বাশীর ইব্ন ওয়ালীদ আল-কিন্দী (রাহ.)	৫২৬
বাশ্র ইব্ন গিয়াস মনারীসী (রাহ.)	৫২৬
বাশ্র ইব্ন গিয়াস মনারীসী (রাহ.)	৫২৬

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্ন শু'জা (রাহ.)	৫২৭
ইমাম মুসা ইব্ন সুলায়মান জুযজানী (রাহ.)	৫২৭
আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইমরান (রাহ.)	৫২৭
ইমাম বাক্কার ইব্ন মুদামা ইব্ন আসাদ	৫২৭
আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুল আযীয (রাহ.)	৫২৭
আবূ সাইয়িদ আহ্মাদ ইবনুল হুসায়ন (রাহ.)	৫২৭
আবূ আলী আদ-দাক্কাক (রাহ.)	৫২৭
আল-হাকিমশ্ শহীদ (রাহ.)	৫২৭
ইমাম আল বাল্খী আল-হিন্দয়ালী	৫২৭
ইমামুল হুদা আবূল লাইস নাসর ইব্ন মুহাম্মদ সামারকান্দী	৫২৭
ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ জুরজানী (রাহ.)	৫২৮
আবূ যায়িদ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর দাবূসী সামারকান্দী	৫২৮
আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইস ইব্ন আলী আল-যমীরী	৫২৮
আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্নহুসাইন আল-বুখারী খাহারদা (রাহ.)	৫২৮
আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আলী দামগামী	৫২৮
শামসুল আইম্মাবকর ইব্নমুহাম্মদ যরনজী (রাহ.)	৫২৮
আবূ ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল সাফ্ফার (রাহ.)	৫২৮
ইমাম ইস্বীজীবী (রাহ.)	৫২৮
ইমাম সাদরুশ্ শহীদ (রাহ.)	৫২৯
যহীরুদ্দীন আবদুর রশীদ ইব্ন আবূ হানীফা ইব্ন আবদুর রায্যাক আল-ওয়ালজী (রাহ.)	৫২৯
আবদুর রশীদ বুখারী (রাহ.)	৫২৯
শামসুল আইম্মা আল-কুরূরী (রাহ.)	৫২৯
মুহাম্মদ ইব্ন আলী যয়নগরী (রাহ.)	৫২৯
আবূ বকর ইব্ন মাসউদ ইব্ন আহ্মাদ আল-কাসানী	৫২৯
নাসীর উদ্দীন আবূল ফাতেহ্ খাওয়ারেযিমী	৫২৯
যহীর উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল-বুখারী	৫২৯
মাজ্দউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্নমাহমুদ আল-এসতারুসতী(রাহ.)	৫৩০

Dhaka University Institutional Repository

যিয়া উদ্দীন হাসান ইব্‌ন মুহম্মদ সান'আনী (রাহ.) ৫৩০
আবূর রিযা মুখতার ইব্‌ন মাহমুদ গাযনবী
হানাফী (রাহ.) ৫৩০
আবূল ফাতেহ্ আবদুর রহীম ইব্‌ন আবূ বরক
আবদুল জলীল মারগীনানী সামারকান্দী (রাহ.) ৫৩০
আবূল ফজল মাজদুদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাওদূদ
আল-মাওসূলী (রাহ.) ৫৩০
আল্লামা ইব্‌ন সা'আতী (রাহ.) ৫৩০
হুস্‌সামুদ্দীন হাসান ইব্‌ন আলী সুগানাকী ৫৩০
নাজমুদ্দীন ইব্‌ন আলী তারসূসী (রাহ.) ৫৩০
শেখ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরী বিহারী ৫৩০
আল্লামা ইব্‌ন আলায়ী আন্দরপূতি (রাহ.) ৫৩০
আক্‌মাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ ইব্‌ন
আহমাদ বারবরতী (রাহ.) ৫৩১
আবূ বাকর আলী-হাদ্দাদী (রাহ.) ৫৩১
সাইয়িদ শরীফ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ জুরজানী ৫৩১
ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ শামসুদ্দীন হালবী ৫৩১
ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা তারাবলিসী (রাহ.) ৫৩১
মাওলানা হিদাদ জৌনপূরী (রাহ.) ৫৩১
আহ্‌মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন কামালপাশা রুমী ৫৩১
শেখ বাদ্দাহ বিহারী (রাহ.) ৫৩১
মোল্লা ই'সামউদ্দীন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ
ইব্‌ন আরবশাহ ৫৩১
সা'দী চিলফী সা'দুল্লাহ্ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন
আমীর খান ৫৩১
শেখ যাদাহ রুমী (রাহ.) ৫৩১
ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হালবী ৫৩১
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আল-খুরাসানী
আল-কাহতানী (রাহ.) ৫৩২
আবূস সাউদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ
মুস্তাফা (রাহ.) ৫৩২
মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ
তামারতাশী (রাহ.) ৫৩২
নুরুদ্দীন ইব্‌ন সুলতান (রাহ.) ৫৩২

Dhaka University Institutional Repository

শাইখুল হিন্দ আবদুল হক মুহাদ্দিসে
দেহলভী (রাহ.) ৫৩২
শেখ হাসান শরনবুলালী ৫৩২
খায়রুদ্দীন রামলী ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন নুরুদ্দীন
আলী ইব্ন যায়নুল আবিদীন (রাহ.) ৫৩২
আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আলী
আল- হাসকাফী (রাহ.) ৫৩২
শাইখ আহ্মাদ ইব্ন আবূ সাঈদ ইব্ন
উবায়দুল্লাহ সিদ্দীকী আল-হানাফী (রাহ.) ৫৩২
মোল্লা নিযাম উদ্দীন বোরহানপুরী (রাহ.) ৫৩২
কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহ.) ৫৩২
ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস
দেহলভী (রাহ.) ৫৩৩
শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রাহ.) ৫৩৩
সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীন ওরফে ইব্ন আবেদীন ৫৩৩
মাওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মাহাল্লী
লাখ্নৌভী (রাহ.) ৫৩৩
মাওলানা ওয়াকীল সিকান্দারপূরী (রাহ.) ৫৩৩
মাওলানা মুশ্তাক আহ্মদ কানপূরী (রাহ.) ৫৩৩
হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ 'আলী
থানবী (রাহ.) ৫৩৩
মুফ্তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রাহ.) ৫৩৩
মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (রাহ.) ৫৩৩
মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রাহ.) ৫৩৪
মুফ্তী আহ্মত রেজা খান বেরলবী (রাহ.) ৫৩৪
আল্লমা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রাহ.) ৫৩৪
মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী (রাহ.) ৫৩৪
মাওলানা খলীল আহমাদ সাহরানপুরী (রাহ.) ৫৩৪
মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী (রাহ.) ৫৩৪
মাওলানা ইউসুফ ইব্ন নৌরী (রাহ.) ৫৩৪
মাওলানা শাববীর আহ্মাদ উসমানী (রাহ.) ৫৩৪
মাওলানা শাহ আবূ ইউসুফ মুহাম্মাদ আলী
ইব্ন কুতুবে বাঙ্গাল শাহ আবূ মুজাফ্ফর
মোহাম্মাদ গোলাম আকবর রঘুনাথপুরী (রাহ.) ৫৩৫

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী কেফায়েত উল্লাহ	৫৩৫
মাওলানা শাহ আবূল ফয়েজ মুহাম্মাদ	
আতিকুর রহমান ইব্ন মাওলানা মুহাম্মাদ	
আলী রঘুনাথপুরী (রাহ.)	৫০০
মাওলানা জাফর আহ্মদ উসমানী (রাহ.)	৫৩৫
মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.)	৫৩৫
আল্লামা আকমল উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ	
রূমী বাবরতী (রাহ.)	৫৩৫
আল্লামা কাছিম ইব্ন-কুতলুবুগা (রাহ.)	৫৩৬
ইমাম কুদূরী, আবূল-হোছাইন আহমদ	
ইব্ন-মুহাম্মদ (রাহ.)	৫৩৬
মাও. আবূল হাসানাত মুহা. আব্দুল হাই ইব্ন-মুহা.	
আব্দুল হালীম আনছারী লাখনৌভী (রাহ.)	৫৩৬
আল্লামা আলা উদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন-আলী	
হাছ্‌কাফী (রাহ.)	৫৩৭
আল্লামা মহিউদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন-পীর আলী	
বিরকিলী/বিরকোভী, রুমী (রাহ.)	৫৩৭
কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন-আব্দুল ওয়াহিদ	
সেওয়াসী ইস্কান্দারী (রাহ.)	৫৩৭
আল্লামা ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ হালবী (রাহ.)	৫৩৮
আল্লামা আবূ-হাফছ কবীর বোখারী (আহ্মদ ইব্ন	
হাফস (রাহ.)	৫৩৮
হানাফীগণের জীবনচরিত	৫৪০
মুহাম্মদ ইব্ন-আহ্মদ ইব্ন ওসমান ইব্ন-কায়েমাজ (রাহ.)	
(আল্লামা যাহবী)	৫৪১
শামসুল-আয়েম্মা মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুস্‌সাত্তার	
এমাদী কারদারী বোখারী (রাহ.) (শামসুল-	
আয়েম্মা কারদারী)	৫৪১
আল্-হাভীল কুদ্‌সী	৫৪১
ফাতাওয়া সিরাজিয়্যা	৫৪২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হানাফী ফিক্‌হ-র মৌলিক গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে	
ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান	**৫৪৩**
হানাফীগণের জীবনচরিত	৫৪৫

Dhaka University Institutional Repository

	হানাফী ফিক্হ-র গ্রন্থাবলীর স্তর	৫৫০
	হানাফী ফিক্হ-র গ্রহণযোগ্য গ্রন্থরাজি	৫৫০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	**ফিক্হ হানাফীর কাওয়াইদ বা নীতিমালায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান**	**৫৫২**
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ :	**বিপরীতমুখী হাদীস শরীফের সামাধনের মাধ্যমে ফিক্হশাস্ত্রে তাঁর অবদান**	**৬০৯-৬৩১**
	কতিপয় হাদীস শরীফ বিপরীতমুখী হওয়ার কারন	**৬০৯**
	হাদীসসমূহের বিন্যাসে বৈপরীত্য	৬০৯
	পরম্পরাগত (মুতাওয়াতির)	৬০৯
	প্রসিদ্ধ (মাশহুর)	৬১০
	আহাদ	৬১০
	আখবারে আহাদের মান ও মর্যাদা	৬১০
	অনুমান ভিত্তিক দলিলের বিশ্লেষণ	৬১১
	শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ	৬১২
	সূত্র ধারায় বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে	৬১৩
	ব্যক্তিত্বের যাচাই	৬১৪
	বর্ণনাকারীদের দলিল ও প্রমাণের গড়মিল	৬১৪
	ভাব প্রকাশ প্রসঙ্গে	৬১৫
	খবরে ওয়াহিদ নিঃসন্দেহ নয়	৬১৬
	ধর্মতত্ত্বে এই রীতির প্রভাব	৬১৬
	যেভাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সমাধান দিয়েছেন	**৬১৭**
	ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর শর্ত	**৬২৮**
	সূক্ষ্ম মাসআলা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর আবদান	**৬৩১**
সপ্তম পরিচ্ছেদ :	**তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং বিশ্বে ফিক্হ হানাফীর প্রভাব**	**৬৩৭**
	হানাফী ফিক্হ ব্যাপকভাবে সামদৃত হওয়ার কারন	**৬৩৯**

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর
সম্মান ও মর্যাদা ৬৪০-৬৫০

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও লেখক আল খতীব বাগদাদী ৬৪০
ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস আল শাফি'ঈ (রাহ.) ৬৪০
হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীর ৬৪০
ইব্‌ন খালদূন (রাহ.) ৬৪১
জাবের ইব্‌ন সোলাঈমান ৬৪১
আবূ বকর মারওয়ানী (রাহ.) ৬৪১
মালিক ইব্‌ন আনাস (রাহ.) ৬৪১
ইমাম আবূ বকর ইব্‌ন আতীক (রাহ.) ৬৪১
খতীব খাওয়ারেযমী (রাহ.) ৬৪১
আবূ মুতি ৬৪২
কাযী ইয়ায (রাহ.) ৬৪২
আবূ হামযা সুমালী (রাহ.) ৬৪২
শাবাবাহ ইব্‌ন সিওয়ার (রাহ.) ৬৪২
ইব্‌ন উয়াইনা (রাহ.) ৬৪২
সাঈদ ইব্‌ন আবী আরুবা (রাহ.) ৬৪৩
ইয়াহইয়া ইব্‌ন মায়ীন ৬৪৩
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক ৬৪৩
হাজার ইব্‌ন আব্দুল জাব্বার (রাহ.) ৬৪৩
সুলাঈমান ইব্‌ন আবী শায়খ (রাহ.) ৬৪৩
যুহায়র ইব্‌ন মু'আবিয়া (রাহ.) ৬৪৪
ইমাম আবূ বকর আতীক ইব্‌ন দাউদ ইয়ামানী (রাহ.) ৬৪৪
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন নাদীম (রাহ.) ৬৪৪
হাতিম ইব্‌ন আদম (রাহ.) ৬৪৪
ঈসা ইব্‌ন ইউনুস (রাহ.) ৬৪৪
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এঁর সম্মানে
ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) ৬৪৫
'আলী ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রাহ.) ৬৪৫
হাসাব ইব্‌ন রাবী' (রাহ.) ৬৪৫
হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহ.) ৬৪৫
ইমাম মাসউদ ইব্‌ন শায়বা সিন্ধী (রাহ.) ৬৪৬
হযরত শায়খ ওলীউদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ
ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল খতীব (রাহ.) ৬৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আওযায়ী (রাহ.)	৬৪৭
ফুযাইল ইব্ন ইয়াযের (রাহ.)	৬৪৭
হযরত আবূ নু'আইম (রাহ.)	৬৪৭
একজন প্রতিবেশী	৬৪৮
হযরত ইবরাহীম ইব্ন ইকরামা (রাহ.)	৬৪৮
হযরত 'আলী ইব্ন আছেম (রাহ.)	৬৪৮
হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রাহ.)	৬৪৮
হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (রাহ.)	৬৪৮
হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান (রাহ.)	৬৪৯
একটি মাসআলার জন্য এক বছর গবেষণা	৬৪৯
আল কারদরী	৬৪৯
হযরত আবূ ওয়াহাব মুহাম্মদ ইবন মুযাহিম (রাহ.)	৬৪৯
হযরত ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (রাহ.)	৬৪৯
হাফ্ছ ইব্ন গিয়াস	৬৫০
আবূ মোয়াইয়াদ	৬৫০

উপসংহার : **৬৫১-৬৫৫**

অভিসন্দর্ভটি থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী
একনজরে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ৬৫৬-৬৬৬

গ্রন্থপঞ্জী : **৬৬৭**

আরবী, উর্দূ ও বাংলা	৬৬৯
ইংরেজী	৬৭৫
ইন্টারনেট	৬৭৯

পরিশিষ্ট- ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জন্মভূমি ইরাকের মর্যাদা **৬৮১-৭০৬**

অভিসন্দর্ভটির তথ্য কনিকা ৭০৭

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) : ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ভূমিকা

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) : ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপন করতে প্রয়াস পেয়েছি। মানব ইতিহাসে যাদের জীবন ও কীর্তি মালা নিয়ে চর্চা ও আলোচনা করা হয় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁদের অন্যতম। তাঁর মাঝে বীরত্ব ও সাহসীকতার নিদর্শন ছিল তা নবী কারীম (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদীন এঁর ইন্তিকালের পর মুসলমানদের বিপর্যয় থেকে রক্ষাকারী খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ ছাড়া এমন বীরত্ব প্রর্দশনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা একেবারেই বিরল। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের উপর আইন কানুন বিধান আবিস্কারের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে রূপদান করার ফলে সকলেই তাঁকে মুসলিম আইন বিজ্ঞানের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ আবিস্কারক মনে করে থাকে। ফিক্হ হানাফীর জনক ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) (৮০-১৫০হি./৬৯৯-৭৬৭খৃ.) ছিলেন মুজ্তাহিদ ইমামগণের শিরোমণি, বেশ কয়েকজন সাহাবায়ে কিরামের প্রত্যক্ষ সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন বলে নি:সন্দেহে তিনি ছিলেন একজন তাবি'ঈ। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) একাধারে মুজতাহিদ ফকীহ্, হাফিযে কুরআন, হাফিযে হাদীস, যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন এবং কামিল ওলী ছিলেন। তৎকালীন যুগের প্রচলিত সব জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতাআলা প্রদত্ত তীক্ষ্ণ মেধা, প্রতিভা ও অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির কারণে সমসাময়িক ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের উপর তাঁর প্রাধান্য ছিল ঈর্ষনীয়।

৯৮ হি./ ৭১৭ খৃ. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ১৮ বছর বয়সে বিখ্যাত তাবি'ঈ ও ফকীহ ইমাম আমীর ইব্ন শারাহীল আশ শা'বী (রাহ.) (মৃ. ১০৪ হি./৭২২ খৃ) কর্তৃক তাঁর সুপ্ত প্রতিভার স্বীকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং জ্ঞানার্জনে তৎপর হন। ৯৮ হি./ ৭১৭ খৃ. মায়ের আদেশানুযায়ী দেশের প্রবীন ওস্তাদ ইমাম শা'বী (রাহ.) এঁর দরসগাহে ভর্তি হন। ৯৯ হি./ ৭১৮ খৃ. ইমাম আশ শা'বী (রাহ.) এঁর পরশে ১৯ বছর বয়সী যুবক ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বিশেষ বুৎপত্তি অর্জনের দিকে এগুতে থাকেন। 'ইল্ম অর্জনের জন্য তাঁর মনে ব্যকুলতা আসে। ১০৪ হি./ ৭২২ খৃ. ওস্তাদ ইমাম শা'বী (রাহ.) ইন্তিকাল করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইমাম আশ শা'বী এঁর সান্নিধ্যে ছয় বছর 'ইল্ম হাসিল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) খাদিমুন্নবী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) (৩৩হি./৬৫৪খৃ.) এঁর ছাত্র আলকামাহ (রাহ.) (মৃ. ৬২হি./ ৬৮২খৃ.) এঁর শিষ্য তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ হযরত হাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান (রাহ.) (মৃ. ১২০ হি./৭৩৮ খৃ.) এঁর সান্নিধ্যে ১৬ বছর অবস্থান করে 'ইল্ম ফিক্হ এবং বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে যুগের বিশিষ্ট হাদীসবেত্তাগণের কাছ থেকে বিপুলভাবে হাদীসের 'ইল্ম আহরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠতম ফকীহ্ । অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে তাঁর 'ইল্মের মজলিস বিরাট সমাবেশের আকার ধারণ করে। স্বল্প দিনের মধ্যেই সর্ব মহলে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১২০ হি./ ৭৩৮ খৃ./ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ৪০ বছর প্রখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এঁর ইন্তিকালের পর ওস্তাদের দরসগাহটির সম্মান রক্ষর্থে জ্ঞানী মহলের অনুরোধে ওস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং অধ্যাপনা জীবন শুরু করেন। তিনি তাঁর ওস্তাদের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

দরস দেয়ার সময় তিনি অসংখ্য জটিল মাসআলার সমাধান দেন। তাই বিভিন্ন দেশে সমস্যা উদ্ভব হওয়ার পূর্বেই সমাধান বিভিন্ন দেশে পাঠানো ও ইসলামের মূল ভিত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে 'ইল্ম ফিক্হ রচনা শুরু করেন। কারন কারবালার ইমাম হুসাইন (রা.) এঁর নির্মম শাহাদাত বরণের পর থেকে সে সময় পর্যন্ত উমাইয়্যাদের নৃশংশ অত্যাচারে মানুষ ইসলামের শান্তির পরশ 'উমর ইব্ন 'আবদুল আযীযের শাষনামল ছাড়া অনুভব করেনি। একেতো উমাইয়্যাদের কুৎসিত বহি:প্রকাশ তারউপর তখন পর্যন্ত বিভিন্ন মাসআলার সঠিক ব্যখ্যা না থাকা নতুন নতুন জটিল সমস্যার সমাধান সহজেই না পেয়ে মানুষের ঈমানী শক্তিও নরবরে হচ্ছিল। বিভিন্ন নতুন দেশে নতুন মুসলমানদের বিধর্মী পূর্বপূরুষ ও প্রতিবেশীদের সমালোচনায়ও পরতে হচ্ছিল। এ সময় ফিক্হ রচনা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। তাই ১২২ হি./ ৭৪০ খৃ. ৪২ বছর বয়সে তিনি তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ ও বিচক্ষণ, পবিত্র কুরআন ও হাদীস বিশেষজ্ঞ ছাত্রদের মধ্য থেকে ৪০ জন মুজতাহিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে 'ইল্ম ফিক্হ নিয়ে ব্যপক গবেষণা শুরু করেন। তিনি কিছু লেখা সম্পন্ন হলেই তিনি তা সমগ্র দেশে পাঠিয়ে দিতেন।

দীর্ঘ প্রায় ২২ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস গবেষণা করে ১৪৪ হি./ ৭৬১ খৃ. এ বোর্ড 'ইল্মে ফিক্হ (ইসলামী আইন) সংকলনের কাজ সম্পাদন করে প্রায় ৮৩ হাজার মাসআলা প্রণয়ন করেন। যার মধ্যে ইবাদত সম্পর্কে ৩৮ হাজার মাসআলা এবং মু'আমিলাত, মু'আসিরাত এবং উকুবাত সম্পর্কে বাকী ৪৫ হাজার মাসআলা রয়েছে। ১৪৪ হি./৭৬১খৃ. সালে এসব মাসআলা সংকলনের কাজ শেষ হয়। ১৪৬ হি./ ৭৬৩ খৃ./ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বয়স ৬৬ বছর এ সময় আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতী হতে খলীফা মনসুরের অনুরোধ ও চাপ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ইমাম

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হানীফা (রাহ.) বিচারপতী পদ গ্রহনের অনুরোধ প্রাত্যাখ্যান করেন। তখন তাঁকে দ্বিতীয়বার রাজবন্দী করা হয়। তিনি কারাগারে থাকা অবস্থায় প্রায় ৭,০০০ কুরআন খতম করেছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বন্দীকালীন সময়েও তাঁর ‘ইল্‌ম ফিক্‌হ-র কাজ সম্পাদন করেন। ফলে এ সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ পর্যন্ত চলে যায়, আর এগুলো হচ্ছে মহান হানাফী ফিক্‌হ। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ফিক্‌হ বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে নিঃসন্দেহে। মহানবী (সা.)-এঁর পর হানাফী ফিক্‌হ-র উৎপত্তি কাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৩৪০ বছর ধরে হানাফী ফিক্‌হ ও রায়ের উপর আপামর জনতা পরিপূর্ণ আমল করে আসছে। আর এটিই তাঁর বিশুদ্ধতার প্রথম প্রমাণ।

পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মুসলমান বর্তমান একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হানাফী ফিক্‌হ অবলম্বন করেছেন। মূলতঃ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, অনুপম গুণাবলী, চারিত্রিক মাধুর্য ফিক্‌হ শাস্ত্র ও এর চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন মাযহাবের ইমাম, মুহাদ্দিস ও ইসলামী চিন্তাবিদ যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা চয়ন করেই বিশাল গ্রন্থ রচনা করা যায়। যদিও তা খুবই কঠিন ও জটিল বিষয় তথাপি আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন থেকে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে গবেষণামূলক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ রচনার আকাংখা করছিলাম। আল্লাহতাআলার অশেষ রহমতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মহামূল্যবান গবেষণা কর্মের কাজ সম্পন্ন করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিনি আমি আমার “ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) : ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান” অভিসন্দর্ভটিকে একটি ভূমিকা, নয়টি অধ্যায়ে ও একটি উপসংহারে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর বংশ পরিচিতি , ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বংশ পরম্পরা , জন্ম এবং শৈশবকাল, ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জীবদ্দশায় জীবিত সাহাবায়ে কিরামগণ সরাসরি সাহাবায়ে কিরাম থকে ‘ইল্‌ম অর্জন ও তাবি‘ঈ হওয়ার প্রমাণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর শিক্ষা জীবন, জ্ঞান অর্জনের তৎপরতা, ওস্তাদের প্রতি আদব , প্রতি ওস্তাদের বিশেষ ভালবাসা, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর হাদীস শিক্ষা আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জ্ঞানের পরিচয়, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানগর্ভ নির্দেশনা, তর্কযুদ্ধে (Debate) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর চারিত্রিক গুণাবলী, তাঁর শিষ্য ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ কর্তৃক ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অনুসরণীয় তাকওয়া ও পরহিযগারীর বিস্তারিত বর্ণনা, নূরানী সূরাত, মিষ্টি কণ্ঠস্বর ও সুগন্ধি ব্যবহার, দয়া ও উদারতার কয়েকটি ঘটনা, মায়ের প্রতি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ভালবাসা, ইমাম আবূ হানীফা

Dhaka University Institutional Repository

(রাহ.) এঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আল্লাহ্ তায়ালার ভয়, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ইবাদত ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়কে আমরা দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রখ্যাত ওস্তাদগনের পরিচয়, শিক্ষার জন্য মক্কা - মদীনা শরীফ সফর, তাবি'ঈ ও অন্যান্যদের মধ্যে যারা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ওস্তাদ, প্রসিদ্ধ ৩২১ জন ওস্তাদেরনামের তালিকা, আহলে বায়াতের বিশিষ্ট আলিমগণের সংস্পর্শে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গবেষণা ও ফিক্হ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন , বিভিন্ন বিষয়ের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গভীর চিন্তাধারা, বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়সমূহে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মতামত, কুরআন সৃজন মতবাদ, বিশিষ্ট আলিমগণ কর্তৃক ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জ্ঞান ও মর্যাদার স্বীকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়কে দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর কর্ম জীবন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর ব্যবসায়িক বৈশিষ্ট্য, অধ্যাপনা জীবন, শিক্ষকতার পরিধি, শিক্ষা ও পাঠদান, শিক্ষার্থীদের সাথে আচরণ ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রসিদ্ধ ৫৬১ জন ছাত্রদের নামের তালিকা, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বিশিষ্ট কয়েকজন ছাত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়কে আমরা চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। যার মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সাহসী রাজনৈতিক মতবাদ, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) উমাইয়্যাদের ঘৃণা করার কারন, উমাইয়্যাদের ক্ষমতা গ্রহণে অস্বীকৃতি ও সত্যের জন্য কূফা থেকে মক্কায় হিযরত, খলীফা মানসুরের অত্যাচার, আব্বাসীয় ২য় খলীফা মানসুর কর্তৃক প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহনের আহ্বান, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান, খলীফার নির্দেশে তাঁকে কারগারে রাজবন্দী ও পবিত্র দেহে অমানবিক নির্যাতন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শাহাদাত বরন, জানাযা ও দাফন, খিযরান এ অবস্থিত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর কবর শরীফের দূর্লভ চিত্র, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সন্তানাদি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অধ্যাত্মিক মহাসাধনার স্বীকৃতি, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের যুগশ্রেষ্ঠ আল্লাহর ওলী ছিলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ১০০ বার মহান আল্লাহকে দেখা সংক্রান্ত বর্ণনা, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আল্লাহর ধ্যান, খেয়াল (মুরকাবা) ও ভয়, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর এগারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে ইমাম আ'যম করেছে, ইমাম আ'যম (সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম) উপাধি লাভ চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জীবদ্দশায় কয়েকটি সংগ্রাম আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়কে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ফিক্হ-র (Jurisprudence) সংজ্ঞা ও পরিচিতি, কুরআন-হাদীস এবং ফিক্হের পারস্পরিক সম্পর্ক, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ফিক্হ-র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচা করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় কে আমরা দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে ফিক্হ-র বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি, রাসূল (সা.) এঁর যুগে ফিক্হ-র উৎস, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব, ফিক্হ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ও ভিত্তিস্থাপন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যুগে যুগে রাষ্ট্রপরিচালনায় ফিক্হবিদগণের ভূমিকা, মহানবী (সা.) এঁর যুগে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি, খুলাফা আল-রাশিদূন যুগে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উমাইয়্যা যুগ-শাসক ও ফিকহ্‌বিদগণ, প্রাথমিক আব্বাসী যুগঃ শাসকবৃন্দ ও ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ফিক্হ হানাফী : উৎপত্তি ও বিকাশ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ফিক্হ হানাফীর বৈশিষ্ট্য, ফিক্হ হানাফীর দলীল, ফিক্হ হানাফী ও হাদীস শরীফ তৃতীয় পরিচ্ছেদে ফিক্হ হানাফীর পরিভাষা ও চর্চা , ফিক্হ- হানাফীর সনদ, ফিক্হ হানাফীর চর্চা ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়কে আমরা চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি প্রথম পরিচ্ছেদে ফিক্হ উৎপত্তি কাল থেকে এ পর্যন্ত ফাতওয়া কেন্দ্রসমূহ ও ফকীহগণের পরিচিতি, ফিক্হচর্চার বিভিন্ন যুগ, তৎকালীণ ফাতওয়ার প্রসিদ্ধ সপ্তকেন্দ্র এবং মুফতী সাহাবায়েকিরাম ও তাবি'ঈগণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ফিক্হ সংকলন সম্পাদনা ও ইজতিহাদ যুগের ফিক্হবিদগণ, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর যমানায় কূফার কয়েক জন ফকীহ, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজন, ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রাহ.), ইমাম মালিক (রাহ.) এঁর মিসরীয় ছাত্রদের পরিচয়, স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় ইমাম মালিক (রাহ.) এঁর ছাত্রগণ, ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস আল শাফি'ঈ (রাহ.) , ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এঁর প্রথম যুগের ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র যারা তাঁর ফিক্হ-র প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ইরাকী ছাত্রের পরিচয়, মিসরে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর নিকট যাঁরা ফিক্হ হাসিল করেছেন, ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রাহ.), তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতা ও তাক্‌লীদের যুগের ফিক্হবিদগণ, খালিস তাকলীদের যুগ, এ যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশেও ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশে ফুকাহায়ে কিরাম বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁরা ফিক্হ-র দরস দিয়ে, মাসাইলের মজলিস করে এবং এর উপর কিতাব লিখে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা থেকে মুসলিম সমাজ চিরকাল উপকৃত হতে থাকবে। নিম্নে তাঁদের মধ্য থেকে কতিপয় বিশেষ বিশেষ মুফতী এবং ফকীহদের পরিচয়, বাংলাদেশের বিখ্যাত কতিপয় মুফ্‌তী এবং ফকীহ এঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল। যাঁরা ফিক্হ-র দরস দিয়ে, মাসাইলের মজলিস করে এবং এর উপর কিতাব লিখে

Dhaka University Institutional Repository

অমূল্য অবদান রেখে গেছেন, চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশ্বে হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতি, যে সকল শহর সমূহ ফিক্‌হ হানাফীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে, পাক-ভারত উপমহাদেশে ফিকহে হানাফীর প্রচার, বিশ্বের অন্যান্য দেশে হানাফী ফিক্‌হ, বাংলাদেশ ও হানাফী ফিক্‌হ সম্পর্কে বিস্তারিত অলোচনা কারা হয়েছে।

নবম অধ্যায়কে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদে ফিক্‌হশাস্ত্রে (Science of jurisprudence) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদানসমূহ , মহা আইন বিজ্ঞান (আল ফিক্‌হুল আকবার) , ইসলামী অর্থনৈতিক আইনবিজ্ঞান (ফিক্‌হ আল মু'আমালাত), , ইসলামী রাজনৈতিক আইনবিজ্ঞান , যে যুগে ফিক্‌হ হানাফীর মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছে সে যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ওলীগণ, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও লেখকগণ, শ্রেষ্ঠ মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ, ইসলামী বৈবাহিক আইনবিজ্ঞান , ইসলামী অপরাধ ও আপরাধী সংক্রান্ত আইনবিজ্ঞান (ফিক্‌হ আল 'ওকুবাত), ইসলামী আদব আইনবিজ্ঞান (ফিক্‌হ আল আদাব), ইসলামী ইবাদত বিষয়ক আইনবিজ্ঞান, ইসলামী পবিত্রতা আইনবিজ্ঞান (ফিক্‌হ আল তাহারাত), ইসলামী সামরিক আইনবিজ্ঞান , হাদীস সংগ্রহের মাধ্যমে ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান, ক্বিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান, হানাফী আইন লিপিবদ্ধকরণ, ব্যাক্তিগত রায়ের সমর্থক, ইজ্‌তিহাদ, ফিক্‌হ রচনা ও সম্পাদনায় তাঁর অবদান, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর রচনাবলী ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অমূল্য অবদান, "কুতুবে আবূ হানীফা " নামক মহামূল্যবান সেই সংকলনটি হারিয়ে যাওয়ার কারন , কিতাবুল আ'সারঃ ৭০,০০০ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার, 'আল ফিক্‌হুল আকবার' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সমূহ, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর রচিত ও আরোপিত গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা, ইমাম আ'যমের জ্ঞানস্পর্শে ধন্য সকল শিষ্য ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর অবদান , ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর শিষ্যগণের জ্ঞানের মূল উৎস ছিলেন, বিজ্ঞানের উৎর্কষতায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আবদান , দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহ রচনার নীতিমালা তাঁর অবদান, তৃতীয় পরিচ্ছেদে হানাফী ফিক্‌হ-র রচয়িতাগণ ও গ্রন্থাবলী ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর অমূল্য আবদান , চতুর্থ পরিচ্ছেদে হানাফী ফিক্‌হ-র মৌলিক গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান, পঞ্চম পরিচ্ছেদে ফিক্‌হ হানাফীর কাওয়াইদ বা নীতিমালায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিপরীতমুখী হাদীস শরীফের সামাধনের মাধ্যমে ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর অবদান, কতিপয় হাদীস শরীফ বিপরীতমুখী হওয়ার কারন, যেভাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সমাধান দিয়েছেন, সূক্ষ্ম মাসআলা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর আবদান, সপ্তম পরিচ্ছেদ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং বিশ্বে ফিক্‌হ হানাফীর প্রভাব, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই অভিসন্দর্ভ রচনা থেকে ইল্‌ম ফিক্‌হ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু গবেষক, ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, শিক্ষার্থী, সুধী পাঠকবর্গ ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অসাধারণ অবদান সম্পর্কে জ্ঞানের খোরাক লাভে উপকৃত হলে আমার অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস গবেষণা সার্থক হবে বলে মনে করি।

মোঃ মনজুরুল ইসলাম সিদ্দিকী

ঢাকা, বাংলাদেশ : জমা.আউয়াল ২৬, ১৪৩০ হি./মে ২১, ২০০৯ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জীবনী
প্রথম পরিচ্ছেদ

আবির্ভাবের পূর্বাভাস

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী মহারাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) (৫২ হি.পূ. -১১ হি./৫৭০-৬৩২ খৃ.) যিনি মহান আল্লাহর রহমতে তাঁর ফিরাসাত বা অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত, কিয়ামতের পর পর্যন্ত দেখতে পেতেন তাঁর হাদীস শরীফের মাধ্যমে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খৃ.) এঁর আগমন ও তাঁর মাধ্যমে ইসলামের প্রাণ সঞ্চার করার পূর্বাভাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হল,

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)[১] (মৃ. ৫৯ হি./৬৭৮ খৃ.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,[২] "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এঁর মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় সূরা জুমু'আ নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তিলাওয়াত করে যখন এই আয়াতে পৌছলেন " وآخرين لما يلحقوا بهم " তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সকল লোক কারা যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন তাঁদের এ প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা বলেন নি। প্রশ্নকারী আরো একবার, দু'বার মতান্তরে তিনবার পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন। হুযুর (সা.) তখন হযরত সালমান আল ফারসী (রা.)[৩] (মৃ. ৩৫ হি./ ৬৫৫ খৃ.) এঁর কাঁধে হাত রেখে ইরশাদ করলেন,

"لو كان الدين عند الثريا لناله رجل او رجال من أبناء فارس"

"দ্বীন যদি উর্ধ্বাকাশের সুরাইয়া (সপ্তর্ষিমন্ডলস্থ নক্ষত্র) পর্যন্ত পৌছে যায় তবুও পারস্য বংশোদ্ভূত এক লোক কিংবা বললেন কতিপয় লোক তা আহরণ করে নিবে।" "

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহ.) (৮৪৯-৯১১ হি./ ১৪৪৫- কায়রো, ১৫০৫ খৃ.)[৪] এবং আল্লামা ইব্ন হাজার মাক্কী (৯০৯-৯৭৪ হি./১৫০৩-১৫৬৬ খৃ.) বলেছেন যে,[৫] "রাসূলুল্লাহ (সা.) এঁর উক্ত বাণী দ্বারা ইমাম আ'যম (রাহ.) এঁর দিকেই ইঙ্গিত করা

---

১. أبو هريرة (توفي 59 هـ/678 م) : عبد الرحمن بن صخر الأزدي، أسلم عام خيبر سنة 7 هـ وشهد فتح خيبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لزم الرسول وواظب عليه رغبة في العلم، كان من أئمة الفتوى، استعمله عمر على البحرين ثم رآه لين العريكة مشغولا بالعبادة فعزله، توفي بالمدينة., **Endowments, Da'wah and Guidance**, (**Kingdom of Saudi Arabia:** Ministry of Islamic Affairs), http://dictionary.al-islam.com/, P. 3.

২. **সহীহ মুসলিম**, (কায়রো: মাকতাবা আতু ইহয়া আল কুতুব আল অরাবিয়্যাহ, ১৯৫৪), ২ খ. পৃ. ৩০২।

৩. سلمان الفارسي (توفي 35 هـ/655 م) : صحابي، أصله من مجوس فارس، خرج يطلب دين الله فدان أولا بالنصرانية ثم أسر وبيع وتداولته الأيدي حتى أفضى إلى المدينة فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، كان صاحب فكرة حفر الخندق في وقعة الخندق، شهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولي المدائن فأقام فيها حتى مات., প্রাগুক্ত, http://dictionary.al-islam.com/, P. 7.

৪. Imam Jalaluddin al–Suyuti (Radi Allahu Anhu), **Celeberating Eid-e-Milad-un-Nabi**, (**Texas,** USA: Islamic Academy, 2200 Los Rois Blvd, Suite 130, Plano TX 75074), http://www.islamicacademy.org/html/Articles.htm

৫ Maida Malik, **Imam Abu Hanifah - Nu'man ibn Thabit,** (**UK:** Islamic Resources Network.), P.5.

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।" হাদীস শরীফের ভাষা নিয়ে গবেষণা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্টতর হবে। প্রথমত হাদীসে পারস্য বংশোদ্ভূত 'ওলামায়ে কিরামের কথা বলা হয়েছে। একথা সর্বজন বিদিত যে, ইমাম আবূ হানীফা আন নু'মান (রাহ.) ছাড়া আর কোন মুজতাহিদ ফকীহ বা হাদীস বিশারাদ পারসিক ছিলেন না। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রাহ.) (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ খৃ.) ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আল শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.) ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বাল (রাহ.) (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খৃ.) ছিলেন খোরাসানের 'মারভ' শহরের অধিবাসী। ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী (রাহ.) (শাওয়াল, ১৩, ১৯৪-২৪৬ হি./ জুলাই ২০, ৮১০-৮৭০ খৃ.)[১] ও ইমাম তিরমিযী (রাহ.) (২০৯- রজব ১৩, ২৭৯ হি./ ৮২৪- অক্টবর ৯, ৮৯২ খৃ.) ছিলেন যথাক্রমে 'বুখারা' ও 'তিরমিয' নগরীর অধিবাসী। যা তুরানে অবস্থিত। ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইব্ন হায্যায আল নিশাপুরী (রাহ.) (২০২-২৬১ হি./৮১৭-৮৭৫ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেছেন খোরাসানের 'নিশাপুর' এলাকায়। ইমাম আবূ দাউদ (রাহ.) (২০২- শুক্রবার,শাওয়াল ১৬, ২৭৫ হি./৮২৫- ফেব্রুয়ারী ২১, ৮৮৯ খৃ.) এর জন্ম কান্দাহারের 'সিসতান' এলাকায়। ইমাম নাসা'ঈ (রাহ.) (২১৪-৩০৩ হি../৮২৯-৯২৫ খৃ.) -এর জন্ম খোরাসানের 'নাসা' নগরীতে। ইমাম ইব্ন মাযা (রাহ.) (২০৯-২২ রমযান, ২৭৩ হি./৮২৪- ফেব্রয়ারী ২০, ৮৮৭ খৃ.)[২]-এর জন্ম ইরাকের 'কাযবীন' শহরে।

অতএব, رجل من أبناء فارس 'পারস্য বংশোদ্ভূত লোক' বলতে একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-ই হন। অন্য কেউ নন।

দ্বিতীয়ত পারস্য বংশোদ্ভূত ওলামায়ে কিরামের মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর স্তরে আর কেউ পৌছতে পারেন নি। হযরত সালমান ফারসী (রা.) (৩৫ হি./৬৭৫ খৃ.) এর পর তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সরাসরি সাহাবা ও তাবি'ঈ থেকে 'ইল্ম হাসিল করেছেন। অন্য কোন ফিক্হবিদ কিংবা মুহাদ্দিসের পক্ষে এ সৌভাগ্য অর্জন করা নসীব হয় নি। যদি অন্য কোন মুহাদ্দিস কিংবা ফিকহবিদকে হাদীসের অন্তর্ভূক্ত মেনেও নেওয়া হয়, তবু শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধাণ্যতা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এরই থাকবে।

উক্ত হাদীসে تناول শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে, এ লোক হবেন একজন মুজতাহিদ। যার কাছে শরী'আতের সকল শাখা-প্রশাখার জ্ঞান থাকবে এবং তিনি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসাআলা আহরণের ক্ষেত্রে তিনি হবেন পূর্ণ পারদর্শী। জুমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে চার মাযহাবের চার ইমাম ছাড়া আর কেউ এ স্তরে উপনীত হতে পারেন নি। আইম্মায়ে আরবা'আর মাঝে ফিকহ সংকলন ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম [৩]

---

১. Ignác (Yitzhaq) Goldziher (June 22, 1850 - November , 1921), **Muhammedanische Studien (Muslim Studies)** (**Halle, Germany:** 1889-1890, ISBN 0-202-30778-6) V.2. P -157.

২. Suhaib Hasan Abdul Ghaffar, **Criticism of Hadith among Muslims with reference to Sunan Ibn Maja**, (**Riyadh:** IFTA and Propagation,Presidency of Islamic Research, 1984 (1404 AH), P.1.

৩.মাওলানা হাবীবুর রহমান, **ইমাম আযমের গল্প শোন**, (ঢাকা: আল কাউসার লাইব্রেরী, ২০০৪), পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হানীফা (রাহ.)-ই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। বরং বলা যায় যে, তিনিই ছিলেন সকলের রাহনুমা বা পথনির্দেশক ও মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শক। হাদীসে কোথাও رجل বহুবচন যোগে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা ইমাম আ'যম (রাহ.) ও তাঁর শিষ্যবর্গকে বুঝানো হয়েছে। বাস্তবেও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর শিষ্যরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সকলের শীর্ষে সমাসীন ছিলেন। আল্লামা ইব্‌ন হাজার হাইসামী (রাহ.) লিখেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মাধ্যমে হুজুর (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছে। যদি 'ইল্‌ম দ্বীন আকাশের নক্ষত্র কুঞ্জের নিকটেও থাকে তবুও পারস্যের সন্তানদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি এসে তা নিয়ে নিবে এবং অর্জন করবে।

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতীর (রা.) মতে,[১] "রাসুল (সা.) এর এই পবিত্র বাণীর পাত্র হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কেননা পারস্যের সন্তানদের মধ্যে 'ইল্‌ম-র দিক দিয়ে কেউই ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) সমকক্ষ হতে পরেনি। এটা রাসুল (সা.) এর একটা প্রকাশ্য মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা। কারণ তিনি ভবিষ্যতে আসন্ন ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন।" পারস্য একটি দেশ কোন শহর নয়। ইমাম আবূ হানীফার দাদা পারস্যের ছিলেন। হযরত 'আলী (রা.) বলেন, অনারবদের মধ্যে পারস্য বাসী শ্রেষ্ঠ। আল্লামা খাওয়ারযেমী কা'ব আহবার থেকে বর্ণনা করেন আমি বহু আলেমের বংশসহ গুণাবলী লিখিত পাই। তাদের মধ্যে নু'মান ইব্‌ন সাবিত নামে এক ব্যক্তি তার উপনাম আবূ হানীফা। সে জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠ ও দুনিয়া বিমুখ হবে। যুগের আলিমদের সরদার চাঁদের মত আলোকিত হবে। সমগ্র জীবন হিংসুকদের হিংসার শিকার হবে। এবং এই অবস্থায় মৃত্যু হবে।

আবুল বুহতারী বর্ণনা করেন,[২] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.), ইমাম জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হুসাইন (রাহ.) (রাবিউল আউয়াল ১৭, ৮৩- শাওয়াল ২৫, ১৪৮হি./ এপ্রিল ২০, ৭০২- ডিসেম্বর ৪, ৭৬৫খৃ.) এঁর সাক্ষাত লাভ করলেন যখন ইমাম জাফর সাদিক (রাহ.) তাঁকে দেখলেন তখন আবূ হানীফা (রাহ.) কে বললেন, "আপনি আমার দাদামহ রাসুল (সা.) এর সুন্নত জিন্দা করতে হবে। আপনি প্রত্যেক বিপদগ্রস্থ লোকের আশ্রয়স্থল হবেন। চিন্তিত মানুষের সাহায্য কারী হবেন। অসহায়ের সহায়তা দান কারী হবেন। আপনি পথহারা মানুষের পথের কান্ডারী হবেন।" "

আল্লামা জাল্লালুদ্দীন সূয়ূতী (রাহ.) (৮৪৯-৯১১ হি./ ১৪৪৫- কায়রো, ১৫০৫ খৃ.) বলেন,[৩] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে এই সকল বিশুদ্ধ বর্ণনা থাকায় তার মহাত্ম ও গুনাবলীর জন্য দূর্বল হাদীসের বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই।"

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ৭৭।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭;
, محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان
(المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , ১ অ., পৃ. ৪৬।
৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ৭৭ ;
محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ.৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে হাদীস শরীফ সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) (মৃ. ৫৯ হি./৬৭৮ খৃ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,[১]"আমি রাসূল (সা.) থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি হবে যার উপনাম আবূ হানীফা হবে এবং কিয়ামতের দিন সে আমার উম্মতের জন্য প্রজ্জলিত প্রদীপ হবে।"

২. অন্য এক বর্ণনা মতে,[২] "আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি হবে যার নাম নু'মান এবং উপনাম আবূ হানীফা হবে, সে আমার উম্মতের প্রদীপ স্বরূপ।"

৩. হযরত আনাস (রা.) (মৃ.৯৩ হি./ ৭১৩ খৃ.), থেকে বর্ণিত,[৩] "রাসুল (সা.) বলেছেন আমার পরে এক ব্যক্তি আসবে, যার নাম নু'মান এবং উপনাম হবে আবূ হানীফা। আল্লাহর দ্বীন এবং আমার সুন্নত তাঁর হাতে সজীব ও সঞ্চার হবে।"

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) (মৃ.৭৩হি./ ৬৯২খৃ.) বর্ণনা করেন,[৪] "রাসুল (সা.) বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে আবূ হানীফা নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে আল্লাহ তায়ালা তার হাতে আমার সুন্নত জিন্দা করবেন।"

৫. ইব্ন লাহিয়া বর্ণনা করেন,[৫] "রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন আমার উম্মতের মধ্যে সকল যুগে একজন প্রাধান্য বিস্তার লাভকারী থাকবে। আর আবূ হানীফা আমার সমগ্র উম্মতের প্রধান্য বিস্তার লাভকারী হবে।"

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) (মৃ.৬৮হি./৬৮৭খৃ.) থেকে বর্ণনা,[৬]"নিশ্চয় সার্বিক মতামত একটি ভাল জিনিষ আমাদের পরে একনিষ্ঠ মতামত হবে, তার দ্বারা যতক্ষন ইসলাম বাকী থাকবে, বিধানও চালু থাকবে। সেই মতামত এবং বিধান এমন হবে যেমন আমাদের মতামত ও বিধান উক্ত সঠিক মতামত যে প্রতিষ্ঠা করবে তার নাম হবে নু'মান ইব্ন সাবিত উপনাম হবে আবূ হানীফা 'ইলমে ফিকহ-র কূফী নামে প্রসিদ্ধ হবে, এবং অন্যান্য 'ইল্‌মেও হবে পন্ডিত। সে সঙ্গতভাবেই বিধানাবলী বর্ণনা করবে। তার বিধান হবে সহজ সরল এবং মতামত হবে সুন্দর।"

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ৭৮ ;
, محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي،:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان পৃ.৪৭
২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ৭৮ ।
, محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان পৃ.৪৭
৩. Dr. 'Inayatullah Iblagh al-Afghanistani, **Doctorate thesis**: **al-Imam ul A'zam Abu Hanifah al-Mutakallim** 2nd edition, with supervision of Dr. Muhammad Ali Mahjub, Minister of Awqaf and President of the Supreme Council for Religious Affairs, **Cairo,** 1987, www.ummah.com, P. 3.
৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ৭৯;
, محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان পৃ.৪৯
৫. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ৭৭;
, محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان
(المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , ১ অ.,পৃ. ৪৮ ।
৬. Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,(**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P. 78.

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম তাহাবী (রাহ.) বলেছেন,[১]

"ان أبا حنيفة النعمان من أعظم المعجزات بعد القرآن"

"কুরআনের পর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বড় মু'জিযা।

হুজুর (সা.) বলেছেন,[২]

" "قال النبى صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالبين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين- (البيهقى)

"আমার জ্ঞান রক্ষা পাবে প্রত্যেক যুগের ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিদের দ্বারা। বিকৃত মিথ্যা বর্ণনাকারীদের থেকে, ভ্রান্ত লোকদের মিথ্যা সম্বন্ধ থেকে এবং অজ্ঞ লোকদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হতে ন্যায় পরায়ণ ব্যাক্তিরা নিষেধ করবে অর্থাৎ ইসলামকে হেফাজত করবে।"

এ হাদীস শরীফ দ্বারাও ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) কথা বুঝা যায়। এবং বর্তমান যমানায় আল্লাহর খালেস অলি, আদর্শ মুত্তকী পরহেযগার ওস্তাদ ও শায়খগণের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহপাক এরশাদ করেন,[৩]

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ "

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর এবং রাসূলের নির্দেশ মান্য কর আর তোমাদের মধ্যে 'উলিল-আমর' (ফকীহ, আদর্শ বিচারক, হক্কানী শায়খ) তাদেরও।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইসলমে প্রথম ব্যক্তি যিনি আইন বিজ্ঞান (Jurisprudence) আবিস্কার করেছেন যেখানে আইন (Law), তাহরাত (Beginning with purity) ও নামাযেকে বিভিন্ন বিভাগে (Sub-headings) সু বিন্যস্ত করেছেন, যেগুলো পরবর্তীকালের ইমামগণ বিশেষ করে ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, আবূ দাউদ, ইমমা বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযি এবং আরো অনেক কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে মাত্র।[৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট অনুধাবন কার যায় যে, হুজুর (সা.) এঁর হাদীস শরীফের পারস্য বংশদ্ভুত লোক বলতে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কেই বুঝানো হয়েছে। কারন পরবর্তী ইমামগণ সকলেই তাঁর ছাত্রদের ছাত্র আথবা তাদেরও ছাত্র।

---

১. ফকীর মুহাম্মাদ জীলানী, **হদাইকুল হানাফিয়্যা, (লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, ভারত :** নাওল কিশোর, তা.বি.), পৃ.৭৭।

২. বায়হাকী; مشكة المصابيح كتاب العلم, ২ পরি., পৃ. ৩২।

৩. **আল কুরআনুল কারীম, (মানিকগঞ্জ:** সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), সূরা আন-নিসা, আয়াত-৫৯।

৪. Maida Malik, **Imam Abu Hanifah - Nu'man ibn Thabit, (UK:** Islamic Resources Network, http://www.hanafi.co.uk.), P.5; Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit ,(Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P.7. ; http://www.musulmanesperuanos.com/la_vida_del_imam_abu_hanifah%202.htm; http://www.radioislam.org.za/misc/imaam%20abu%20hanifa.htm.

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভাবকাল

সাহাবায়ে কিরামের যুগেই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর আবির্ভাব ঘটে। সে সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) (৫২ হি.পূ. -১১ হি./৫৭০-৬৩২ খৃ.) এঁর তত্ত্বাবধানে তা'লীম ও তারবিয়াতপ্রাপ্ত সাহাবাগণের আগমনে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর জন্মস্থান ইরাকের কূফা নগরী বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ১৭ হি./৬৩৮খৃ. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) (মৃ. ৩৩হি/৬৫৪খৃ.),তাঁকে ইসলামী ফিক্হ-ও বিশেষত হানাফী ফিক্হ-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে গন্য করা হয়[১], কূফা নগরীতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কূফা নগরী 'ইল্মের নগরীতে পরিণত হয়। সুদীর্ঘ ১০ বছর ,২৭হি./৬৪৮খৃ. পর্যন্ত, তিনি কূফায় অবস্থান করেন এবং চার হাজার সাথীকে ফিক্হ-র জ্ঞানে আলোকিত করেন। তাঁর সাথে সেখানে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (মৃ. ৫৫হি./ ৬৭৪খৃ), হুযাইফা ইব্ন আল ইয়ামান (মৃ. ৩৬ হি,/৬৫৭ খৃ.), আম্মার ইব্ন ইয়াসির (মৃ. ৩৭হি./৬৫৮খৃ.) এবং আবূ মূসা (৪৪হি./৬৬৫খৃ.) (রা.) ছিলেন। হযরত 'আলী (রা.)(জিলহজ্ব১৩,২৪হিপূ.-রমজান২১, ৪০হি./মার্চ ১৭, ৫৯৯-ফেব্রুয়ারী ২৮,৬৬১খৃ.) যখন তাঁর খিলাফতের সময় (৩৬-৪১হি./৬৫৬-৬৬১খৃ.) কূফায় গিয়েছিলেন ফিক্হবিদদের অভিজ্ঞতা দর্শনে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন।[২] আবদুল হামিদ মাহমুদ ত্বহমায এর "আল ফিক্হুল হানাফী ফী সাওবাতুল জাদিদ" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) কর্তৃক কূফা নগরীকে ফিক্হ-র উর্বর ভূমিতে পরিনত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে:[৩]

"تفقه رحمه الله في الكوفة على تلاميذ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه-
ولذلك قالوا الفقه زرعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه-"

"তাঁর সুযোগ্য তা'লীমের ফলে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ফিক্হী মাসাঈলের ব্যাপক চর্চা কূফার ঘরে ঘরে প্রসারতা লাভ করেছিল এবং মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, প্রখ্যাত ফকীহ্ ও ক্বারীগণের পদচারণায় গোটা কূফা নগরী মুখরিত হয়ে উঠেছিল।" এছাড়াও মুসলিম বিশ্বের 'ইল্ম ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হিসেবে কূফা নগরী বিভিন্ন সাহাবীর আগমনে চির মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত হয়েছিল। ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা.) কূফা নগরীকে স্বীয় 'দারুল খিলাফত' বানানোর ফলে কূফায় 'ইল্ম চর্চা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত 'উমর ফারূক (রা.) (মৃ.২৪হি./৬৪৪খৃ.), হযরত 'আলী (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্উদ (রা.)-এর উলূম ও ফাত্ওয়া কূফা নগরীকে 'ইল্মের খনিতে পরিণত করেছিলেন। কূফাকে খিলাফতের কেন্দ্র ঘোষণা করার পর প্রায় পনেরশত সাহাবী সেখানে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে চব্বিশজন সাহাবী নবী করিম (সা.) এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৪] ইয়েমেন থেকে নয় হাজার ও নাজ্জার থেকে আট হাজার

১. **ইসলামী বিশ্বকোষ** (Islamic Encyclopaedia), (ঢাকা: ইকাবা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬), ২ খ. পৃ.৩২।
২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) ,পৃ.২৪।
৩. عبد الحميد محمود طهماز ,الفقه الحنفى فى ثوبة الجديد,(دار القلم :دمشق, الدار الشامية:بيروت :١٤١٩هـ) ,পৃ.১৯।
৪. عبد الحميد محمود طهماز ,الفقه الحنفى فى ثوبة الجديد :دار القلم دمشق:١٤١٩هـ ,পৃ.১৯।

Dhaka University Institutional Repository

লোক কূফায় এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল। হযরত 'উমর ফারূক (রা.) তাদের জন্য সরকারি ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন এবং সকল বুজুর্গ ব্যক্তিরা হাদীস শরীফ ও রেওয়ায়েতের গবেষণা শুরু করলেন। এভাবেই কূফা নগরী হাদীস ও রেওয়ায়েতের কেন্দ্রে পরিণত হল। ফিক্হ-র মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কূফা নগরীকে রহমত করেছেন।[১] হযরত 'উমর (রা.) কূফা নগরীকে আল্লাহর জ্ঞান ভাণ্ডার, আবার কখনও 'জমজমাতুল আরব' বা আরবের মস্তিস্ক বলে আখ্যায়িত করতেন। কূফার জনগণের বিরাট একটি অংশই সাহাবায়েকিরামের বংশধর ছিল। হযরত 'আলী (রা.) হযরত কা'ব আল-আহবার (রা.)-এর কাছে বিশ্ব পরিচিতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা মাখ্লূকাতকে সৃষ্টির পর প্রত্যেককে যথাযোগ্য আসবাব ও গুণাবলী দান করলেন। আক্ল ও বুদ্ধিমত্তা কূফাকে পছন্দ করলে 'ইল্ম বলল, আমিও তোমার সাথে আছি।"[২]এই বিখ্যাত কূফা নগরীতে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)শুভাগমন করেন।

বংশ পরিচিতি

ইমাম আ'যমের পিতা সাবিত ইব্ন যূতা (৪০-৯৬হি./৬৫৫-৭১৬খৃ.) ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভুত রাজণ্যবর্গের একজন। এ বিষয়ে অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা একমত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির শহর কূফাই ছিল তাঁর পিতার সর্বশেষ বাসস্থান। ইমাম আ'যম এখানেই প্রতিপালিত হয়েছেন। তিনি কূফার তায়ামুল্লাহ্ ইব্ন সালাবাহ্ গোত্রের মিত্র ছিলেন বলে তাঁকে 'তায়ামুল্লাহ্'ও বলা হয়। ইমাম আ'যমের পিতা হযরত সাবিত হযরত 'আলী (রা.)-এর একান্ত সাক্ষাতে ধন্য হয়েছেন। তাঁর পিতা সাবিত এবং দাদা যূতা মুত্তাকী, বিশ্বস্ত আমানতদার, অবস্থা সম্পন্ন ব্যবসায়ী ও খাঁটি দ্বীনদার মুসলমান ছিলেন।[৩] তাঁদের রেশমী বস্ত্রের ব্যবসা ছিল।[৪] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর পিতা বাল্যকালে তাঁর দাদার সাথে হযরত 'আলী মুরতাযা (রা.)-এর খিদমতে যেতেন। যূতা হযরত 'আলী (রা.) এর সাথে এতই ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে বিভিন্ন উৎসবে মূল্যবান উপহার দিতেন[৫] ও তাঁর খিদমতে 'ফালুদা', এক প্রকার মিষ্টি জাতীয় রসালো খাবার যাতে মধু ও পানি মিশ্রিত থাকে,[৬] নামক উন্নতমানের আহার্য পেশ করতেন যা তখনকার প্রভাবশালী আমীর লোকদের দস্তরখানায় উত্তম খাদ্যবস্তুরূপে নির্ধারিত ছিল।[৭] পারসিকদের 'নওরোজ' বা উৎসব দিনে খলীফাকে ফালুদা পরিবেশন করতেন এতে হযরত 'আলী (রা.) মন্তব্য করলেন, "আমাদের এখানে প্রতিদিনই উৎসবের দিন"।

---

১. عبد الحميد محمود طهماز: الفقه الحنفى فى ثوبة الجديد :دار القلم دمشق:١٤١٩هـ , পৃ. ১৯।
২. ইয়াকূত আল হামাবী, **মু'জাম আল বুলদান, (বৈরুত:** দার আল সাদির, ১৩৯৭হি./১৯৭৭খৃ.),১ খ., পৃ. ৫০।
৩. ابو حنيفة: رحمه الله تعالى الشافعى المصرى محمد أبو زهرة, (**মিসর:** দারুল ফিকর-আল-আরবী), পৃ. ১৯।
৪. (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ) سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৩৬।
৫. আল কারদারী, **মানাকিব আল ইমাম 'আযম, (হায়দরাবাদ** : দাইরাতুল-মারিফ, ১৯০৩), ১খ., পৃ.৬৫, ৬৬।
৬. শব্দার্থ সূত্র : যি.ভি. হাভা, **এস. যে. আল ফারায়েদ আদ দুররিয়া,** আরবী-ইংরেজী অভিধান, **(বৈরুত** : ক্যাথোলিক প্রেস, ১৯৬৪), পৃ. ৫৭৪।
৭. মাওলানা মুহাম্মাদ রাজী নু'মানী অনু., **সীরাতে নু'মান,**মূল: আল্লামা শিবলী নু'মানী , **(ঢাকা:** এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০১), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

এতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পিতা ও পিতামহ উচ্চ বংশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। একজন সম্পদশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তিই তৎকালীন বিশ্বের বাদশাহ 'খলীফাতুল মুসলিমীন'-এর সমীপে এ ধরনের উপাদেয় আহার্য হাদিয়া পেশ করতে পারেন। ইমাম (রাহ.) দাদার নাম যূতা এবং পরদাদার নাম মাহ্ বলা হয়। কিন্তু বাগদাদের ঐতিহাসিক খতিব ইমাম সাহেবের (রাহ.) পৌত্র ইসমাঈলের বর্ণনায় থেকে পরিচয় এভাবে দিয়েছেন আমি ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন নু'মান ইব্ন সাবিত ইব্ন নু'মান ইব্ন মারযুবান।[১] কিন্তু বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় ইমাম আ'যমের দাদার নাম যূতা এবং পরদাদার নাম মাহ্। ইসমাঈলের বর্ণনায় বুঝা যায় যূতা যখন মুসলমান হন তখন তাঁর নাম পরিবর্তন করে নু'মান রাখা হয়েছিল।[২] আর মাহ্ বা মারযুবান শব্দটি তার উপাধি।[৩] পারস্যে দেশের নেতাকে মারযুবান বলা হত।[৪] Hafiz Abu Ishaq gives it thus : [৫] Nu`man b. thab`it` b. Ka'us b. Harmuz b. Bahram. "ত্বাকাতুল ফুকাহা" গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর বংশ পরিচয় সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায়[৬] :

" أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه "

" وقيل هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن طاووس بن هرمز "

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ:[৭]

১। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু'মান	১০. আযরবূদ
২. সাবিত	১১. সারূস
৩. ত্বাউস/কাউস/যুতা[৮]	১২. নারদমান
৪. হারমায	১৩. বাহ্রাম
৫. মারযুবান/মাহ	১৪. মাহারকায
৬. বাহ্রাম	১৫. আরদারবাদ
৭. মাহারকায	১৬. আরযাহূদ
৮. মাহীন	১৭. বারদ ফাইরূয
৯. হোসাইনাক	১৮. সাইদূস

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , ১ অ.,পৃ. ৩৭।

২. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২), পৃ.৪৪।

৩. **Wikipedia, the encyclopedia, Internet Address:** http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifa.

৪. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ) ,পৃ.৩৭।

৫. M. Hadi Hussain, **Imam Abu Hanifa:Life and works,(NewDelhi:**KitabBhavan,15th Edition,2001),P.2.

৬. ابو ا سحاق الشيرازى,طبقات الفقهاء,(بيروت-لبنان :دار القلم) , পৃ. ৮৭।

৭. মুফতী হিফজুর রহমান, **ইমাম আবূ হানীফার অবদান,** (ঢাকা: শাইখুল ইসলাম প্রকাশনী, ১৪২৬ হি.), পৃ.১০।

৮. زوطي بضم الزاي وسكون الواو وفتح الطاء فيكون علي وزن موسي

Dhaka University Institutional Repository

১৯. রফতার	৪৯. বাদশাহ্ দাদ
২০. ঈতকারায	৫০. বাদশাহ্ তারজুমাম
২১. কূদবৃ	৫১. বাদশাহ্ বারমান সূহ
২২. কূরদবৃ	৫২. বাদশাহ্ মানূজাহার কাইয়্যান।
২৩. সারওয়াদ	৫৩. ইয়াকূব নবী আলাইহিস সালাম
২৪. ওয়াদীন	৫৪. ইসহাক
২৫. সাইদূস	৫৫. ইবরাহীম
২৬. তাযিদ	৫৬. আ-যর (তারিখ নামেও পরিচিত)
২৭. তাহ্ত বৃদ	৫৭. নাহুর
২৮. শাদান	৫৮. সুরূ
২৯. হরমূয দিয়ার	৫৯. যাগু
৩০. খাতিসা	৬০. ফালিখ
৩১. দীনার	৬১. আবির
৩২. কিয়ার	৬২. হুদ নবী আলাইহিস সালাম
৩৩. দদীন	৬৩. শালিখ
৩৪. সাইদূস	৬৪. আরফাখ শাদ
৩৫. কূদূদ	৬৫. সাম
৩৬. বাদশাহ্ সাসান	৬৬. নূহ নবী আলাইহিস সালাম
৩৭. বাদশাহ্ বাবুক	৬৭. লামিখ
৩৮. বাদশাহ্ হায	৬৮. মাতূ শালিখ
৩৯. বাদশাহ্ মিহ্রাস	৬৯. খানূখ
৪০. বাদশাহ্ সাসান	৭০. ইয়ারদ
৪১. বাহমান	৭১. মাহলীল
৪২. বাদশাহ্ ইসফন্দিয়ার	৭২. ক্বীনান
৪৩. বাদশাহ্ গুস্তাসব	৭৩. ইয়ানুশ
৪৪. বাদশাহ্ নিহরাস	৭৪. শীষ আলাইহিস সালাম
৪৫. বাদশাহ্ কাতমাশ	৭৫. আদম আলাইহিস সালাম[১]
৪৬. বাদশাহ্ কায় ইয়াসীন	

১. মোল্লা 'আলী ক্বারী, **আল জাওয়াহির আল মুযি'য়্যাহ,** (হায়দরাবাদঃদাইরাতুল-মারিফ, ১৯১৩), ১খ.,পৃ.২৫-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম

ইমাম আ'যমের (রাহ.) দাদা যূতা (মৃ. ৪৩হি./৬৬৩ খৃ) ছিলেন ফারিসের[১] অধিবাসী। পবিত্র ইসলামের দাওয়াত পেয়ে ৩৬ হি./৬৫৬ খৃ. তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীকে নিয়ে হিজরত করে মক্কার পথে পারস্যদেশ বা বর্তমান ইরান ত্যাগ করেন। কূফায় পৌছে তিনি হযরত 'আলী (রা.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং এখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৪০ হি./৬৬০ খৃ. যূতার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখেন সাবিত বরকতের জন্যে তাঁকে হযরত 'আলী (রা.)-এর কাছে নিয়ে এলে তিনি শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন। শিশু সাবিত ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। কিন্তু বেশী দিন যেতে না যেতে তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। অত:পর মায়ের স্নেহে লালিত পালিত সাবিত পিতার প্রাচুর্যে সুখেই দিনাতিপাত করতে থাকেন। তাঁর ৪০ বছর বয়সে তাঁর ঘর উজ্জল করে এক পুত্র সন্তানের আবির্ভাব ঘটে, তিনিই আলী (রা.) সেই দো'য়া,[২] ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.)। ইল্মে দ্বীনের প্রসিদ্ধ নগরী কূফার এক ধনাঢ্য, ইসলামী ঐতিহ্যের অধিকারী সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৮০ হি./ ৬৯৯ খৃ. তাঁর জন্ম।[৩] আল্লামা আব্দুল কাদের কুরশী (রাহ.) এবং আল্লামা মোল্লা 'আলী আল-ক্বারী আল-হানাফী (রাহ.) এ অভিমতকে ঠিক বলেছেন। আল্লামা যাহিদ কাওসারী বলেছেন ৭০ হি./৬৮৯ খৃ.।[৪] আবার কেউ বলেছেন ৬৩ হি./৬৮৩ খৃ.। তবে তাঁর জন্মকাল ৮০ হি./৬৯৯খৃ. অধিক গ্রহ যোগ্য। তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন,[৫]

" من ابناء فارس من الاحرار والله! ماوقع علينا رق قط ولد جدي سنة ثمانين-
وذهب ثابت الي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي
ذريته- ونحن نرجو من الله ان يكون قد استجاب ذلك فينا "

"আমরা পারস্য বংশোদ্ভূত এবং কখনও কারো দ্বারা দাসত্বের নিগড়ে বন্দী হইনি। আমার দাদা আবূ হানীফা (রাহ.) ৮০ হি. তে জন্ম গ্রহণ করেন। সাবিত ছেলেবেলা থেকেই হযরত 'আলী (রা.)-র কাছে যাতায়াত করতেন। হযরত 'আলী (রা.) তাদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য দু'আ করতেন। আমার বিশ্বাস সে দু'আ অবশ্যই প্রভাবহীন থাকেনি।"

জন্মের পরই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তৎকালীন আরব বিশ্বের রাজধানী কূফা নগরীতেই শহুরে পরিবেশে ইসলামী ঐতিহ্য ও আভিজাত্যের পরশে লালিত পালিত হন।[৬]

---

১. প্রসিদ্ধ নগরী 'ফারিস' পারস্যদেশ বা বর্তমান ইরানে অবস্থিত ছিল। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ১২২১ খৃ. মানচিত্রে 'কূফা' ও 'ফারিস' নগরীকে চিহ্নত করা হয়েছে।

২. Maida Malik, **Imam Abu Hanifah - Nu'man ibn Thabit,** (**UK:** Islamic Resources Network), P.5.

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.৩৬।

৪. **ইসলামী বিশ্বকোষ,** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২ সং:২০০৫), ২ খ., পৃ.৩৫৯।

৫. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان পৃ. ৩৭।

৬. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند), পৃ. ২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

৬১৮ হি./১২২১ খৃ. মানচিত্রে ফারিস ও কূফা

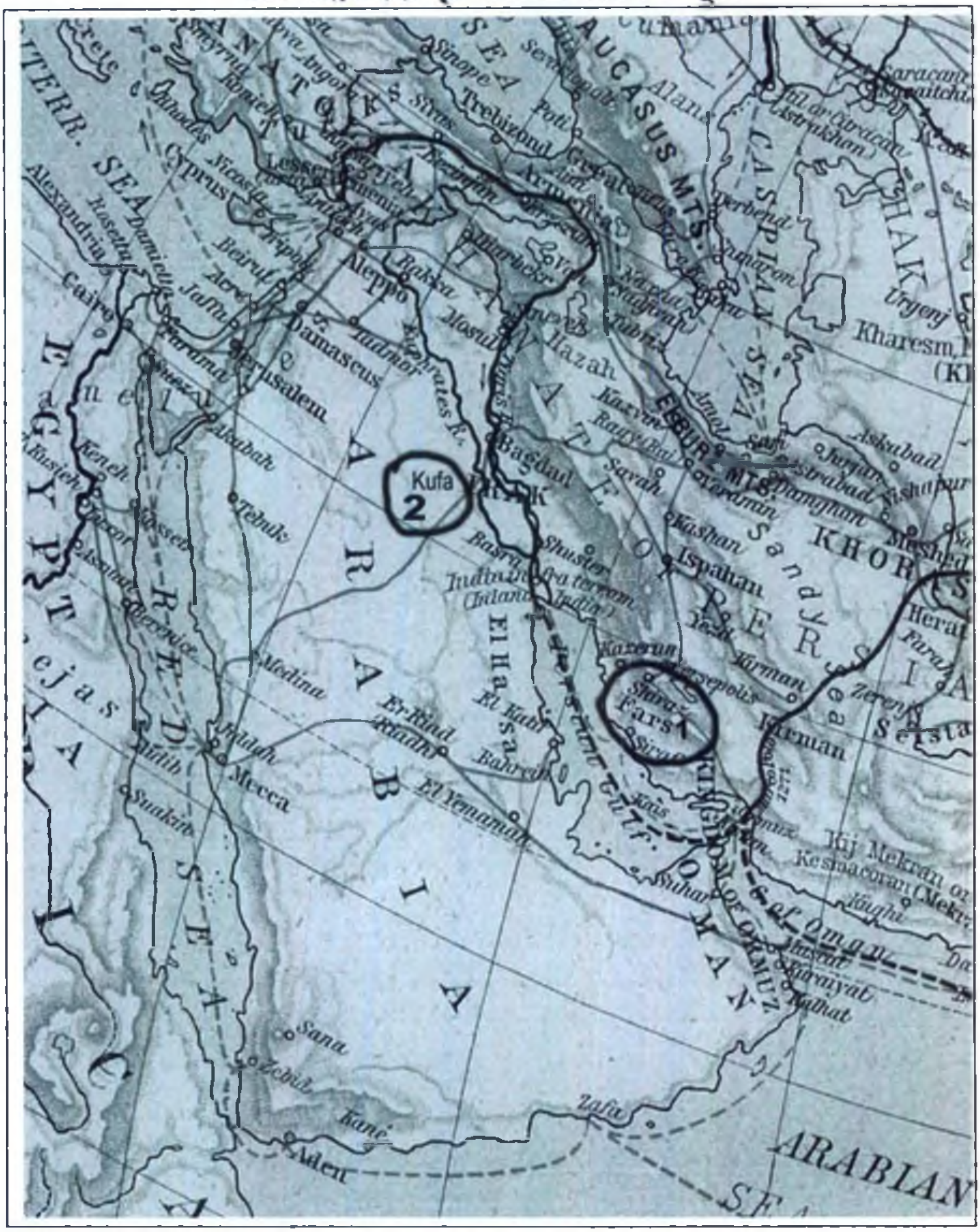

বর্তমান কালের মানচিত্র গুলোতে পারস্যেদেশের ফারিস নামক স্থানটির সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই ১২২১ খৃ. অঙ্কিত পৃথিবীর মানচিত্রে[১] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর দাদার আদি বাসস্থান ফারিস মানচিত্রে 1.দ্বারা ও ইমাম আ'যমের জন্মস্থান কূফাকে 2.দ্বারা সূচিত করা হ'ল। উল্লেখ্য মানচিত্রটি আরবী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা।

১. **University of Texas library**, Texas, USA. Internet: www.lib.utexas.edu/maps/histus.html.

Dhaka University Institutional Repository

নামকরণ

সকল ঐতিহাসিকদের ঐক্যমত ইমাম আ'যমের প্রকৃত নাম হচ্ছে নু'মান (النعمان)। ন'মান শব্দটি "اسم جنس" হতে " اسم منقول " এর শব্দ। নু'মান শব্দের অর্থ রূহ্, তাঁকে ফিক্হ-র রূহ বলা হয়। তাঁর ডাক নাম রাখা হয়েছিল আবূ হানীফা (ابو حنيفة)। উকুদুল জুমান গ্রন্থের লেখক বলেন: " 'ابو حنيفة' مؤنث حنيف وهو المسلم، لأنه المائل إلي 'الدين المستقيم ، والحنيف: الناسك " ইমাম আ'যম' তাঁর উপাধি ও 'আবূ হানীফা' নামে তিনি বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন।[১] আবূ হানীফা নামের পেছনে একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ইরাকী ভাষায় 'হানীফা' শব্দ দ্বারা 'দোয়াত কালীকে' বোঝান হয় যেহেতু তিনি সবসময় দোয়াতকালী সাথে রাখতেন তাই তিনি আবূ হানীফা নামে খ্যাতি অর্জন করেন। আবূ হানীফা অর্থ: হানীফার পিতা। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয়, " হানীফা নামে তাঁর একটি মেয়ে ছিল ; কিন্তু বাস্তবে হানীফা নামে তাঁর কোন সন্তান ছিল না।[২] কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ:) আল্লাহকে তালাশ করতে করতে শেষ পর্যায়ে বলেছিলেন,[৩] " انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انامن االمشركين " "আমি একনিষ্ঠভাবে আমার চেহারা সেই আল্লাহর দিকে ফিরালাম যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত নই।" অত্র আয়াতে হানীফা শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এই শব্দটি এমনই ব্যাপক যার ভাব শুধু এই শব্দ দ্বারাই প্রকাশ করা সম্ভব। প্রেমাষ্পদের সাথে কথা বলার সময় প্রেমিকের যে একাগ্রতা এবং বহির্জগত থেকে বিরাগতা ভাব উদয় হয়- তা-ই এ শব্দের ভাব, বরং এর থেকেও অনেক উর্ধ্বে।[৪] গবেষণায় জানা যায় ইরাকের মানুষ কোন কিছু অধিক বিশ্বস্ত, অধিক নির্ভরযোগ্য হলে কথ্য ভাষা হিসেবে 'নাসাবাহু হানীফা' বলে থাকে। তাহলে বুঝা গেল 'হানীফা' শব্দকে অধিক বিশ্বাসী হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। তাই যেহেতু ইমাম আ'যম শৈশব থেকেই সূক্ষ্ম জ্ঞানের মাধ্যমে সততার সাথে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান করতে পারতেন সেহেতু তাঁকে সকলেই 'আবূ হানীফা' বা "অধিক বিশ্বাসীর পিতা" উপাধিতে সম্বোধন করতেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,[৫]"فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا" "তোমরা সবাই ইব্রাহীমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যে ছিল একনিষ্ঠভাবে সত্য ধর্মের অনুসারী " ইমাম আবূ হানীফা নাম গ্রহণের পেছনে এটাও একটি উদ্দেশ্য ছিল।[৬] আবূ হানীফা নামটি দ্বারা হানীফা জাতির প্রতি তাঁর অনুরাগের বহি:প্রকাশ ঘটে এবং তাঁর উপর ইহার নেতৃত্ব আরোপিত হয়।[৭]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , ১ অ.,পৃ. ৪০।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند), পৃ. ৭৩।

৩. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল-আনআম, আয়াত :৭৯।

৪. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ :),** (ঢাকা : হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৮), পৃ.৭।

৫. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আলে-ইমরান, আয়াত : ৯৫।

৬. আল্লামা শিবলী নু'মানী,(১২৭৩-১৩৩২হি./১৮৫৭-১৯১৪খৃ.),**সীরাতে নু'মান,(নিউ দিল্লি:**কিতাব ভবন),পৃ.৮।

৭. **ইসলামী বিশ্বকোষ,** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ৩৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি

তখন উমাইয়্যা শাসক আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান[১] (মৃ.৮৬ হি./৭০৫খৃ.) মুসলিম জাহানের শাসন কর্তা ছিলেন। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ (মৃ.৯৫ হি./৭১৪খৃ.) ইরাকের গভর্ণর ছিল।[২] ইমাম আ'যম (রাহ.) যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিপদজনক বলা যেতে পারে। হাজ্জাজ ছিল অতি অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। দেশের জ্ঞানী-গুণী এবং আলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সে ছিল চরম অত্যাচারী। একদিন প্রত্যুষে হাজ্জাজ কূফায় মসজিদে উপস্থিত হয়ে মসজিদের ইমামের স্থানে অবস্থান নেয়। তার মুখ লাল পাগড়ির আড়ালে ঢাকা ছিল তাই কেউ তাকে চিনতে পারে নি। কেউ কেউ তাকে কোন দু:সাহসিক খারিজী মনে করে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য উদ্যত হল। কিন্তু যেই মাত্র সে মুখের আবরণ সরালো তৎক্ষনাৎ হাজ্জাজের কঠোর মূর্তি দেখে সকলের হৃদয় কেঁপে উঠল। সে কূফাবাসীকে কঠোর ভাষায় বলতে লাগল "যদি অবিলম্বে তোমরা নিজেদের ক্রটি সংশোধন না কর, তবে শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে বহু বিধবা এবং অনাথ শিশু দেখা যাবে। যদি তিন দিনের মধ্যে তোমরা মুহাল্লাবের সেনাদলে যোগ না দাও, তবে যারা পশ্চাতে থাকবে তাদের প্রত্যেককে আমি নিশ্চয়ই হত্যা করব।" হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ কঠোর হস্তে কূফা ও বসরার জনগণকে শাসন করতো। হযরত 'উমর ইব্ন আবদুল আযীয অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণতার সাথে বলেছেন যে, অন্যান্য সব পয়গাম্বরের উম্মতগণ সকলে মিলিতভাবে যদি নিজ নিজ সময়ের সমুদয় অপকর্মকারীদেরক এক পাল্লায় রাখে এবং আর কেবল হাজ্জাজের অপকর্মকে অন্য পাল্লায় রাখে, তবে আল্লাহর কসম হাজ্জাজের পাল্লা ভারী হবে।[৩] এম হাদী হোসেন উল্লেখ করেন,[৪] As long as Hajjaj and Walid ware alive, Abu Hanifah neither felt any incentive nor got an oppertunity to acquire education.

৮৬ হি./৭০৫খৃ. সালে খলীফা আবদুল মালিক ইন্‌তিকাল করেন। পিতার সিংহাসনে উপবেশন করেন[৫] ওয়ালীদ ইব্ন আব্দুল মালিক[৬] (মৃ. ৯৬হি./৭১৫খৃ.) । খলীফাদের শাসন কালে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদূর বিস্তৃতি লাভ করেছিল;[৭] স্পেন হতে

---

১. عبد الملك بن مروان : عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي (26-86 هـ/646-705 م) من أعاظم الخلفاء ودهاتهم (حكم: 65-86 هـ/685-705 م)، كان واسع العلم متعبدا ناسكا، وحد الإمبراطورية بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير في حربهما مع الحجاج الثقفي، أنشأ البريد وعرب الدواوين وصك النقود الذهبية، توفي في دمشق , http://dictionary.al-islam.com/

২. Edt. by Prof. M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy,** (**Pakistan** : Pakistan Philosophical Congress, last modified on 2002), Ch.34, P. 673.

৩. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ১২।

৪. M. Hadi Hussain, **Imam Abu Hanifah (Life and works),** P.9.

৫. ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, সম্পা., **ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আল-ফিক্‌হুল আক্‌বর,** (ইফাবা) পৃ. ১৩।

৬. لوليد بن عبد الملك : الوليد بن عبد الملك بن مروان (48-96 هـ/668-715 م)، الخليفة الأموي السادس (حكم: 86-96 هـ/705-715 م)، بلغت الدولة في عهده أوج عزها حيث فتحت جيوشه بخارى وسمرقند وخوارزم، وفرغانة والهند وطنجة والأندلس، شيد الجامع الأموي في دمشق، ومسجد قبة الصخرة بالقدس، وأول من أنشأ المستشفيات في الإسلام, http://dictionary.al-islam.com/

৭. Philip Hitti, **History of the Arabs,** (**New York:** St. Martin's Press, Tenth Edition, 1970), P. 498.

Dhaka University Institutional Repository

সিন্ধু পর্যন্ত এক বিশাল ভূখন্ড মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। খাওয়ারিয ও সমরকন্দ থেকে শুরু করে কাবুল ও ফারগানা পর্যন্ত তখন ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। কিন্তু তাতে ইসলামের রূহানী বরকত ছিল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে যত উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই জালিম ও উগ্র ছিল। 'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয সেই সম্পর্কে বলতেন,[১] শাম দেশে বা সিরিয়ায় ওলীদ, ইরাকে হাজ্জাজ, মিসরে কুরাহ ; এ কি দেখছি " সমস্ত পৃথিবীই যেন জুলুমে ভরে গেছে। " অতপর সুলায়মান ইব্‌ন আব্দুল মালিক[২] (৫৪-৯৯হি./৬৭৪-৭১৮খৃ.) খিলাফতের সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি 'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে[৩] (৬১-১০১হি./৬৮১-৭২০খৃ.) খিলাফতের সাম্রাজ্যের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করে বিশ্বের এক মহা উপকার সাধন করেন এবং মৃত্যুর সময় তিনি পারিবারিক ঐতিহ্য[৪] না মেনে লিখিতভাবে অসীয়ত করে গেলেন, আমার মৃত্যুর পর 'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয খিলাফত লাভ করবেন। খলীফা সুলায়মান ৯৯ হি./৭১৮খৃ. তে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর অসীয়ত অনুযায়ী 'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয সিংহাসনে বসেন।[৫] তিনি খলীফা হওয়ার পরেই অবিলম্বে মারওয়ানী অনুশাসনের কর্মকান্ড সম্পূর্ণ পরিবর্তন করলেন। ইসলামী সাম্রাজ্য 'ইল্‌ম, আমল, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সৎকার্য দ্বারা সজীব ও সতেজ হয়ে উঠল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত জুম'আ ও ঈদের খুতবায় হযরত 'আলী (রা.) এর প্রতি বদ-দো'আ ও অভিশাপ বর্ষনের রেওয়াজকে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে বন্ধ করে দেন।[৬] উমাইয়া বংশের হাত থেকে জায়গীরসমূহ ছিনিয়ে নেয়া হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সকল অত্যাচারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল অবিলম্বে তাদেরকে বরখাস্ত করা হল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিশেষ সুনজর দেয়া হল যে, ঘরে ঘরে ব্যাপক ভাবে 'ইল্‌ম চর্চা শুরু হয়ে গেল। হাদীসসমূহকে একত্র[৭] করার জন্য সরকারীভাবে ইমাম যুহরীকে আদেশ দেওয়া হল। হাদীসসমূহের একত্র সমাবেশের পর ইসলামী রাজ্যসমূহে অনুলিপি পাঠানো হল। তারপর গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামের সুবাতাস বইতে শুরু করল। এমনই স্বর্ণযুগের প্রাককালে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছেন।

১. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ১২।
২. سليمان بن عبد الملك : سليمان بن عبد الملك بن مروان (54-99 هـ/674-717 م) الخليفة الأموي السابع (حكم: 96-99 هـ/715-717 م)، في عهده فتحت جرجان وطبرستان، وجهز جيشا كبيرا وسيره في السفن لحصار القسطنطينية، وتوفي في دابق. http://dictionary.al-islam.com/
৩. عمر بن عبد العزيز : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم (61-101 هـ/681-720 م) الخليفة الأموي الثامن (حكم: 99-101 هـ/717-720 م)، ولي الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك، اهتم بالإصلاح المالي والإداري فكانت ولايته خيرا لكل بلاد المسلمين. كان خليفة صالحا وعالما فقيها، أمر بجمع أحاديث النبي، اشتهر بالعدل حتى قيل له خامس الخلفاء الراشدين. http://dictionary.al-islam.com/
৪. Bassam Atyya, **Political Thought of Ibn Taymiya**, (**Amman:** Yaqut,1st in Arabic) , page 169.
৫. আল্লামা শিবলী নু'মানী, (১২৭৩-১৩৩২হি./১৮৫৭-১৯১৪খৃ.), **সীরাতে নু'মান**, পৃ. ১০।
৬. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা** , (**দিল্লী :** তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬), পৃ. ২১।
৭. **Endowments, Da'wah and Guidance**, (**Kingdom of Saudi Arabia:** Ministry of Islamic Affairs),, http://dictionary.al-islam.com/.

Dhaka University Institutional Repository

শৈশবকাল

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই 'ইল্‌ম ও ইসলামী সংস্কৃতির লালনভূমি কূফা নগরীতে বসবাস করেন এবং জ্ঞান আহরণ, বিতরণ এবং 'ইল্‌মী গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর দাদার সাথে হযরত 'আলী[১] (রা.)-এর বিশেষ সুসম্পর্ক ছিল।[২] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর প্রতিপালন একটি নিষ্ঠাবান মুসলিম পরিবারে খালিস ইসলামী পরিবেশেই হয়েছিল এবং কূফার মত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে শহুরে জীবনে খাঁটি ইসলামী পরিবেশেই তিনি গড়ে উঠেছিলেন। তৎকালীন কূফা নগরী ছিল বড় বড় খ্যাতি সম্পন্ন মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ফকিহ্‌, ক্বারী ও তাবি'ঈগণের দ্বারা আলোকিত।[৩] শৈশবকালেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফয শেষ করেন।[৪] তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আবূ হানীফা (রাহ.) আল্লাহ্‌ প্রদত্ত তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির সাথে সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁকে দেখামাত্রই দৃষ্টিপাতকারীদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হত। একটি খাঁটি ইসলামী পরিবেশ ও পরিবারে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) স্বীয় যুগের জ্ঞান ও সংস্কৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানবান হতে থাকেন। 'ইল্‌ম হাদীসেও বিপুল ও ব্যাপক জ্ঞান আহরণ করেন।

তিনি আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য, কবিতা ও দর্শণশাস্ত্রে ছিলেন পারদর্শী।[৫] 'ইল্‌ম কালামও তিনি শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে এত বেশি গভীরতা ও পারদর্শিতা লাভ করেন যে, লোকেরা তাঁর দিকে ইশারা করে বলত, তিনি হলেন 'ইল্‌ম কালামের শ্রেষ্ঠ ইমাম। তারপর তিনি তর্কযুদ্ধে মনোযোগ দেন এবং ব্যপক খ্যাতি অর্জন করেন। সে কালের যিন্দীক, নাস্তিক ও বাতিল শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মুনাযারা ও মুবাহাসা তথা তর্কযুদ্ধ করে তিনি প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন।[৬]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) মাত্র ১৬ বছর বয়সে ৯৬ হি./ ৭১৫ খৃ. তাঁর পিতা সাবিত ইব্‌ন যূতার সাথে পবিত্র হজ্জ পালন, নবী (সা.) এর রওজা যিয়ারাত ও[৭]

---

১. علي بن أبي طالب (23 ق هـ- 40 هـ/600-661 م) : رابع الخلفاء الراشدين (35-40 هـ/656-661 م)، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وصهره، من أبطال بدر وأحد وخيبر والخندق وحنين، بويع له بعد مقتل عثمان، كان من أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء. قاد معركة الجمل وصفين والنهروان. , http:// al-islam.com/

২. Edited by M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy,** Ch.34, P. 673.

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند), পৃ. ৭৭।

৪. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء،(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.৩৭।

৫. Edited by Prof. M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy,** (Pakistan Philosophical Congress, Last modified on 2002), Ch.34, P. 673.

৬. محمدأبوزهرةالمصرى : أبوحنيفة , পৃ. ১৯-২৪ ; خلال الدين السيوطي, الخيرات الحسان, পৃ. ৬৫।

৭. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ. ৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

মাসজিদে নববী দর্শন করেছেন। এবং এ সময় তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন জুযই আয-যুবায়দী (রা.) (মৃ. ৯৬ হি./৭১৫খৃ.) এর নিকট থেকে দরসে হাদীস লাভ করেন।[১] বয়স অল্প থাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা করেন নি। কারন তখন কূফাবাসীদের মধ্যে ২০ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে হাদীস শিক্ষার নিয়ম ছিল না।[২]

তাবি'ঈ হওয়া প্রসঙ্গে আবদুল ফারায মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আল ওয়ার্‌রাক্ব (ইব্‌ন নাদীম) (মৃ. রজব ১১, ৩৪৮হি. সেপ্টেম্বর ১৭, ৯৯৫খৃ.) বলেন,[৩] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন তাবি'ঈর অর্ন্তগত। তিনি কয়েকজন সাহাবীর সা□াত লাভ করেন।"

হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীর, (৭০১-৭৭৪হি./১৩০১-১৩৭৩খৃ.), বলেন,[৪] "তিনি সাহাবয়েকিরামের যুগ লাভ করেন এবং বিশিষ্ট সাহাবী আনাস ইব্‌ন মালিক এর সাথে তাঁর সা□াত ঘটে। তিনি সাত জন সাহাবী হতে হাদীস রিওয়ায়েত করেন।"

আবূ আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন আল যাহাবী (৬৭৩-৭৪৯হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.)[৫], বলেন,[৬] "তিনি ৮০ হি./ ৬৯৯খৃ. অল্পবয়স্ক সাহাবীদের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহন করেন। আনাস ইবন মালিক কূফায় আগমণ করলে তিনি তাঁর সা□াত লাভ করেন।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হযরত 'আলী (রা.) এঁর বিশেষ দোয়া ও বেশ কয়েকজন সাহাবয়ে কিরামের পরশে অসাধারন বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি তাঁর মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন। সকলেই তাঁর উত্তম স্বভাবের কারনে তাঁকে ভালবাসত। তিনি শিশুকাল থেকেই অন্যসব বাচ্চাদের মত অত্যধিক খেলাধুলা বা দুষ্টামি করতেন না। তাঁর পিতা ছিলেন কূফার প্রসিদ্ধ কয়েকজন ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম ধনী। ধনী পরিবারে বেড়ে উঠায় স্বাভাবিকভাবেই কোন বস্তুর প্রতি তাঁর লোভ লালসা ছিল না। শৈশবে অভাবের মধ্যে বড় না হওয়ায় তিনি প্রচোন্ড মনোবলের অধিকারী ছিলেন। ইসলামের প্রতি ভালবাসা, প্রতিবেশী, ওস্তাদ এবং পিতা ও মাতার ভালবাসা ও আদর, নিজের প্রচন্ড মনোবল ও সৎ সাহসের ফলে তিনি সকল কিছুতেই বিজয় লাভ করা শিখেছেন।

আর এভাবেই মহান আল্লাহপাকের রহমতের ছায়ায় সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম বড় হতে থাকেন বিশ্ববাসীকে সঠিক ইসলামের দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য।

---

১. سليمان الغاوجي، ابو حنيفة النعمان امام لائمة الفقهاء, পৃ. ৪০।

২. আবূ ছাঈদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা) পৃ. ৪৪।

৩. ইব্‌ন আল নাদীম, **আল ফিহরিস্ত,** (মিসরঃ আল মাসা'য়াত আল রাহমানিয়াহ্‌, ১৩৪৮হি./১৯২৯খৃ.), পৃ.২০১।

৪. হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীর, (৭০১-৭৭৪হি./১৩০১-১৩৭৩খৃ.), **আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,** (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮০), ১০ খ., পৃ. ১০৭।

৫. Judd Steven C, **International Journal of Middle East Studies**, (May, 1999), V.31, No. 2,P.161.

৬. আবূ আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন আল যাহাবী, (৬৭৩-৭৪৯হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.), **সিয়ারু আলামিন নুবালা,** (বৈরুত : মুয়াস্‌সাতু আল-রিসালাহ,১৯৯০খৃ), ৬ খ., পৃ.৩৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জীবদ্দশায় জীবিত সাহাবায়ে কিরাম

ইমাম আ'যমের জীবদ্দশায় পৃথিবীতে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সংগৃহীত ৩৭ জন সাবাবীর নাম নিম্নে দেয়া হল,[১]

১. হযরত তারিক ইব্ন হিশাম ইব্ন অবদি শামস (রা.) (মৃ. ৮৩হি./ ৭০২খৃ.),
২. হযরত উবায়দুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (রা.) (মৃ. ৮৩হি./৭০২খৃ.),
৩. হযরত আনাস ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) (মৃ.৯৩ হি./ ৭১৩ খৃ.),
৪. হযরত সাহাল ইব্ন সা'য়ীদ ইব্ন হুনায়ক আনসারী (রা.) (মৃ. ৯১হি./৭১০খৃ.),
৫. হযরত বুসর ইব্ন আরত্বাহ্ কারশী 'আমিরী (রা.),
৬. হযরত সা'ইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) (মৃ. ৯১হি./৭১১খৃ.),
৭. হযরত সাহাল ইব্ন সা'আদ সা'য়িদী (রা.) (মৃ. ৯১ হি./ ৭১১ খৃ.),
৮. হযরত সা'দ ইব্ন খাল্লাদ ইব্ন সাওয়াদ (রা.)
৯. হযরত ছুদ্দী ইব্ন 'আজলান আবূ উমামা বাহেলী (রা.) (মৃ. ৮৬ হি./৭০৫ খৃ.),
১০. হযরত ত্বারিক ইব্ন শিহাব বাজালী কূফী (রা.),
১১. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) (মৃ. ৮৭হি./৭০৬খৃ.) (কূফায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী),
১২. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন বুসর (রা.),
১৩. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সা'লাব (রা.),
১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা.),
১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সামরা (রা.),
১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আনিস আল জুহানি (রা.),
১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসার (রাহ.) (মৃ. ৮৮হি./ ৭০৭খৃ.),

---

১. নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী থেকে সাহাবায়েকিরামের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে।
১.১ محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) , পৃ. ৮১।
১.২ محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , ১ অ.,পৃ. ১১৩।
১.৩ سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৬৬ ;
১.৪ মুফতী হিফজুর রহমান,**ইমাম আবূ হানীফার অবদান,** পৃ.১৬;
১.৫ ড.আ.ক.ম. অবদুল কদের, **ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্হচর্চা,** (ইফাবা,২০০৪খৃ.), পৃ.১১৯-১২২;
১.৬ ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান সম্পা., **ইমাম আবূ হানীফা (র.) আল-ফিক্হুল আকবর,** পৃ.১১ ;
১.৭ **Endowments, Da'wah and Guidance,** (**Kingdom of Saudi Arabia:** Ministry of Islamic Affairs),http://dictionary.al-islam.com/.P. 1-9.
১.৮ Dr. 'Inayatullah Iblagh al-Afghanistani , **Al-Imam al-A'zam Abu Hanifah al-Mutakallim,** (2nd ed.), http://www.ummah.com/Al_adaab/biography/abuhanifa/index.html.
১.৯ Noah Afandi (d.462AH./ 1070 CH.,), **Al-Durr Al-Munazzam fi Manaqib Al-Imam al-A'zam,**(**Cairo:** a manuscript kept in the library of al-Azhar al-Sharif #238).
১.১০ Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,(**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P. 85.

Dhaka University Institutional Repository

১৮. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন নওফাল আবূ মুহাম্মাদ (রা.),
১৯. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন জুয আবূ হারিস (রা.)(মৃ. ৯৬ হি./৭১৫খৃ),
২০. হযরত উতবাহ ইব্ন মুনযির আল সুলামী (রা.) (মৃ. ৮৪হি./৭০৩খৃ.)
২১. হযরত উত্বা ইব্ন 'আব্দ আস-সুলামী (রা.) (৮৭হি./৭০৬খৃ.),
২২. হযরত 'আমর ইব্ন আবূ সালামা (রা.),
২৩. হযরত 'আমর ইব্ন হুরাইস ক্বারশী মাখযূমী (রা.),
২৪. হযরত ক্বাবীযা ইব্ন যুওয়াইব (রা.),
২৫. হযরত মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.),
২৬. হযরত আয়েশা ইব্নত 'আজুদ (রা.),
২৭. হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল আনসারী (রা.),
২৮. হযরত আল মাকাল ইব্ন ইয়াসার (রা.),
২৯. হযরত মিকদাম ইব্ন মা'দিকারাবা (রা.) (মৃ. ৮৭ হি./ ৭০৬ খৃ),
৩০. হযরত আলকামাহ ইব্ন খালিদ ইব্ন হারিস আলখুযাঈ (রা.)(মৃ.৮৯হি./ ৭০৮খৃ.)
৩১. হযরত মুহাম্মাদ ইব্ন লাবীদ আল-আশ্হালী (রা.) (মৃ.৯৬ হি./ ৭১৬ খৃ.),
৩২. হযরত মালিক ইব্ন আওস (রা.) (মৃ. ৯২ হি./ ৭১১খৃ) ,
৩৩. হযরত ওয়াসিলা ইব্ন 'আসকা'আ (রা.) (মৃ.৮৫ হি./৭০৫খৃ.),
৩৪. হযরত আবূ-তুফায়ল 'আমির ইব্ন ওয়াসিলা (রা.) (মৃ. ১০২ হি./৭২১খৃ.),
৩৫. হযরত মাহমূদ ইব্ন লবীদ ইব্ন উকবাহ (রাহ.) (মৃ. ৯৯হি./৭১৭খৃ.),
৩৬. হযরত মাহমুদ ইব্ন আরবাবী আল আনসারী (রা.) (মৃ. ৯৯হি./৭১৭খৃ.),
৩৭. হযরত আল-হামাম ইব্ন যিয়াদ আল-বাহিলী (রা.) (মৃ. ১০২ হি./৭২১খৃ.)।

১.১১ আল কারদারী (ইব্ন আল বায্যায নামে পরিচিত, লেখক ফতুয়ায়ে বায্যাযিয়্যা) (মৃ. ৮২৭হি./১৪২৪খৃ.), **মানাকিব আল ইমাম 'আযম**, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১৯০৩). ৬ খ., পৃ. ৫।

১.১২ Dr. 'Inayatullah Iblagh al-Afghanistani, **Doctorate thesis: al-Imam ul A'zam Abu Hanifah al-Mutakallim (The Greatest Imam: Abu Hanifah, The Theologian)**, 2nd edition, with supervision of Dr. Muhammad Ali Mahjub, Minister of Awqaf and President of the Supreme Council for Religious Affairs, Cairo, 1987. http://www.masud.co.uk/

১.১৩ ইব্ন আল নাদীম, **কিতাব আল ফিহরিস্ত**, পৃ.২০১।

১.১৪ হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাসীর, **আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ**, ১০ খ., পৃ. ১০৭।

১.১৫ আবূ আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন আল যাহাবী, **সিয়ারু আলাম আন নুবালা**, ৬ খ., পৃ.৩৯১।

১.১৬ الموفق المكى رح -مناقب الامام أبى حنيفة, (**হায়দারাবাদ** : দাইরাতুল-মারিফ, ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.), ৬ খ., পৃ. ২৭।

১.১৭ মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী , **আল মাকাসীব আল মুনিফা ফী মানাকিব আল ইমাম আবী হানীফাহ. (ফরসী)** (কানপুর : রায্যাকিয়া প্রেস, মার্চ ১৯২১), পৃ. ২৪। বইটি ঢাকা বড় কাটরা আশরাফিয়া মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।

১.১৮ ابن حجر الهيثمى الشافعى رحمه الله تعالى ، الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان, পৃ. ২৩।

১.১৯ **ইসলামী বিশ্বকোষ**, ২.খ. পৃ. ৩৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

সরাসরি সাহাবায়ে কিরাম থেকে 'ইল্ম অর্জন ও তাবি'ঈ হওয়ার প্রমাণ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সারাসরি ৭ জন সাহাবা থেকে 'ইলম অর্জন করেন।[১] অর্জিত হাদীসগুলোসহ বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল:

১. আবদুল্লাহ ইব্ন আনিস (রা.) থেকে 'ইল্ম হাদীস অর্জন

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন[২], আমার বয়স যখন ১৪ (৯৪ হি./ ১১৩ খৃ.) তখন রাসূল (সা.) এঁর সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন আনিস (রা.) কূফায় তাশরীফ নেন। আমি তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর থেকে হাদীস শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি:

" حبك الشيء يعمي ويصم" - رواه ابو داود

" কোন বস্তুর ভালবাসা মানুষের জ্ঞানকে অন্ধ ও বধির করে দেয়"

২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন জুযই আয-যুবায়দী (রা.)-এঁর সাথে সাক্ষাত

মুহাম্মাদ ইব্ন সামা'আ (রাহ.) আবূ ইউসুফ (রাহ.) থেকে বর্ণনা করে বলেন[৩], ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, ৯৬ হি. সনে আমি আমার পিতার সাথে হজ্জ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৬ বছর। আমি মসজিদে হারাম শরীফে প্রবেশ করে একজন বয়স্ক সুশ্রী ব্যক্তিকে দেখলাম তাঁর চতুর্দিকে মানুষ জড়ো হয়ে আছে। আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, উনার পরিচয় কি? তিনি বললেন-তিনি এমন ব্যক্তি যিনি রাসূলে কারীম (সা.) সংস্পর্শ লাভ করেছেন। তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন জুযই আয-যুবায়দী (রা.)। আমার পিতাকে বললাম - তাঁর নিকট কী আছে? তিনি বললেন-তাঁর নিকট এমন কিছু হাদীস আছে যা তিনি স্বয়ং রাসূলে কারীম (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। আমি বললাম-আমাকে তাঁর সম্মুখে নিয়ে চলুন। যাতে কিছু হাদীস শুনতে পারি। অত:পর আমাকে তাঁর সামনে নেওয়া হল। মানুষেরা দু'পাশ থেকে সরে পড়লে আমি একেবারে সামনে চলে গেলাম। তাঁর মুখ থেকে আমি শুনলাম:[৪]

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه فى دين الله كفاه الله ماأهمه
ورزقه من حيث لا يحتسب"

"রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের বুৎপত্তি লাভ করে, আল্লাহ্পাক তাঁর প্রয়োজন পূরণ করেন ও রিযিকের জন্য যথেষ্ট হবেন। যা তার ধারনার বহির্ভূত হবে।"

---

১. (دار العلوم ديوبند),محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان, পৃ. ৮৩ ; GF Haddad, **Abu Hanifa,** (living ISLAM – Islamic Tradition, 2001), http://www.livingislam.org/ahanifa_e.html.; Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,(**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P. 82.

২. (بيروت-لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৬৫।

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৩৮।

৪. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে 'ইল্ম হাদীস অর্জন

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) বর্ণনা করেন[১],

"عن ابی حنیفة قال رایت انس بن مالك فی المسجد قائما یصلي"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, 'আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা.) কে মসজিদে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি।"

ইমাম যাহবী (রাহ.) বলেন,[২] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হযরত আনাস (রা.) কে শৈশবে দেখেছেন ইব্ন সা'দ তাবাকাতের মধ্যে আবূ মুকিক সাঈফ ইব্ন জাবির কাজী ওয়াসেত থেকে বর্ণনা করেন যে আবূ হানীফা থেকে আমি শ্রবণ করি যে হযরত আনাস (রা.) কুফয় আসেন, এবং নাখা নামক জায়গায় অবস্থান নেন তার চুল গুলোতে লাল খেজাব ছিল আমি তাকে বারবার দর্শন করি।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) খাদিমুন্নাবী হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে সরাসরি তিনটি হাদীস শরীফ শ্রবন করেছেন:[৩]

১. তিনি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে নিম্নলিখিত হাদীস অর্জন করেন[৪],

" طلب العلم فریضة عل كل مسلم"

" প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয "।

২. বিশ্‌র ইব্ন ওলীদ (রাহ.) আবূ ইউসুফ (রাহ.) থেকে এবং আবূ ইউসুফ (রাহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বর্ণনা করে বলেন,[৫] আনাস ইব্ন মালিক (রা.) কে একথা বলতে শুনেছি যে, রাসূলে কারীম (সা.)-কে আমি একথা বলতে শুনলাম,

"الدال علی الخیر كفاعله "

"কোন কল্যাণকর কাজে পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনকারীর মতই।"

৩. ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) বলেন,[৬] আমাদের নিকট ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, আমি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন আমি রাসূল (সা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: " ان الله تعالي یحب اغاثة اللهفان "

"কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির সহায়তা করাকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন।"

---

১. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ.৫৬৫ হি./১১৭০খৃ., **মানাকিব আল ইমাম আল আ'যম আবী হানীফা**, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.), ১ খ. পৃ. ২৫-২৭।

২. (دار العلوم دیوبند),محمد ابن یوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان, পৃ. ৮১।

৩. (دمشق,سورية: دار الفكر, الطبعة الثالثة: ١٤٠٩هـ),الدكتور وهبة الزحيلي, الفقه الاسلاميه وأدلته, ১খ., পৃ.২৯।

৪. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৬৩।

৫. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৬৩।

৬. প্রাগুক্ত,পৃ.৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪. জাবির ইব্ন 'আবদুল্লহ আল আনসারী (রা.) থেকে 'ইল্ম হাদীস অর্জন
(মৃ. ৮৬হি./ ৭০৫ খৃ. মদীনায়)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেন[১],
হযরত জাবির (রা.) বলেন, আনসারদের মধ্যে হতে একজন লোক নবী করীম (সা.) এর দরবারে এসে বলেন, "হে রাসুল (সা.)! আমি ছেলেকে কখনও রিযিক দিতে পারিনি কারন আমার কোন ছেলে নেই।" হযরত (সা.) বলেন: "তুমি বেশী বেশী আল্লাহর থেকে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং বেশী ছদকা কর। তাতে তুমি ছেলে সন্তান লাভ করবে।" ঐ ব্যক্তি বেশী বেশী ছদকা করতে লাগলেন এবং বেশী বেশী গুনাহ মাফ চাইতে লাগলেন। তিনি সাতটি ছেলে সন্তান লাভ করেছিল।

৫. আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রা.) (মৃ. ৮৮ হি./৭০৭ খৃ.) থেকে হাদীস

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন[১], আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রা.) কাছ থেকে হাদীস শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রসুল্লাহ (সা.) হতে শুনেছি, রাসুল (সা.) বলেন, "যিনি আল্লাহর ওয়াস্তে মসজিদ নির্মান করে, যদিও চাঁদা ইত্যাদি সংগ্রহ করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে বেহেশতে একটা ঘর নির্মাণ করেন।"

৬. ওয়াসেলাতা ইব্ন আস'কায়া আল আশজায়ী (রা.) (মৃ. ৮৫ হি./৭০৪ খৃ.) থেকে

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন[২], ওয়াসেলাতা ইব্ন আস'কায়া আশজায়ী (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.) হতে শ্রবণ করেছি, রাসুল (সা.) বলেন, "তোমার ভাইয়ের দু:খে আনন্দিত হইওনা আল্লাহ তাহাকে বাঁচিয়ে তুলবেন এবং তোমাকে সেই বিপদে ফেলতে পারেন। "

৭. 'আয়িশা বিনতে 'আজুদ (রা.) থেকে হাদীস শ্রবন

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন[৩], আমি 'আয়িশা ইব্নতে আজদ (রা.) হতে শুনেছি, 'আয়িশা (রা.) বলেন- "রাসুল (সা.) বলেছেন আল্লাহর জমিনের সৈন্য হচ্ছে ফড়িং, আমি মানুষকে উহা খাওয়াইও না আবার হারামও করি না।"

আরবী সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি শায়খ আবূ বকর ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল হাদ্দাদ আল 'আইনী সাতজন বিখ্যাত সাহাবী (রাহ.) এর নাম কবিতার দুটি চরনে সাজিয়েছেন, যাদের থেকে ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.) সরাসরি হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন,[৪]

" إن الإمام أبا حنيفة قد روى   عن سبعة من خير صحب محمد
أنس وواثلة ومعقل جابر   وابنا أنيس جزء وابنة عجرد"

" হযরত আবূ হানীফা সাতজন সাহাবা হতে বর্ণনা করেন, তারা হল, মুহাম্মাদ আনাস, ওয়াসিলা, মাকল, জাবির, আনিস, জুযই, আজরদ "

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ), পৃ.৬৫।
২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৬৫।
৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৬৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৬২-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) একজন তাবি'ঈ ছিলেন এবং হযরত আনাস ইবন মালিক (রাহ.) সহ বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে হাদীস অর্জন করেছেন বলে যে সকল বিখ্যাত লেখক, ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ বলেছেন তাঁদের মধ্যে হাম্বলী, শাফি'ঈ, মালিকী ও হানাফী মাহযাবের প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন:[১]

১. **ইবন আল যাওয়া'ঈ (৫০৮-৫৯৭হি./১১১৪-১২০১খৃ.)** : তিনি হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট ফিক্হবিদ, হাদীস লেখক ও গবেষক । তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বক্কর (রা.) এর বংশধর। তাঁর পূর্ণ নাম আবদুল আল রাহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাম্মাদী ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জাফর ইবন আবদুল্লাহ ইবন আল ক্বাসিম ইবন আল নাদর ইবন আল ক্বাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আল ফক্বিহ আল আবদুর রাহমান ইবন আল ফাক্বিহ আল কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাক্বর প্রথম খলীফা। তিনি সর্বমোট ১৮৫ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন যার অধিকাংশই অনেকগুলো খন্ডে বিভক্ত। ৮১ খন্ডে তিনটি, ৬৫ খন্ডে ৪টি এভাবে লিখেছেন।[২]

২. **আল খাতিব আল বাদগাদী (৩৯২-৪৩৬হি./১০০২-১০৭১খৃ.)** : তিনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক শাফি'ঈ স্কলার। তিনি তারিখ আল বাগদাদ নামক বিখ্যাত গ্রন্থটির রচয়িতা।

৩. **আল সাম'আনী (মৃ. ৩০১হি./৯১৪খৃ.),**

৪. **ইবন সা'দ আল দারকুতনি, (৩০৬-৩৮৫হি./৯১৮-৯৮৫খৃ.),**

৫. **আবু নু'মান আল আসফাহানী (রজব ৩৩৪হি.-মহররম ২০, ৪৩০হি./)** : তিনি একজন বিখ্যাত হাফিয ছিলেন। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৬. **ইবন আবদুল বার (৩৬৮-৪৬৩হি./৯৭৮-১০৭১খৃ.)** : তিনি একজন মালিকী ফিকহবিদ ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

৭. **আবদুল গনি আল মাকদিসী (মৃ. ৬০০হি./১২০৪খৃ.)** : তিনি ইবন আল যাওয়া'ঈ এর ছাত্র ছিলেন। তিনি 'আল কালম ফি আল মা'আরিফা আল রিজাল' ও 'উমদাত আল আহকাম' নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

৮. **ফযল উল্লাহ আল তুরিস্তি,**

৯. **ইয়াহিয়া ইবন শরীফ আল নাওয়া'ঈ (৬৩১-৬৭৬হি./,১২৩৪-১২৭৮খৃ.)** : তিনি বহু গ্রন্থের চরয়িতা।[৩]

---

১. Dr. 'Inayatullah Iblagh al-Afghanistani, **Doctorate thesis**: **al-Imam ul A'zam Abu Hanifah al-Mutakallim (The Greatest Imam: Abu Hanifah, The Theologian)**,2nd edition, with supervision of Dr. Muhammad Ali Mahjub, Minister of Awqaf and President of the Supreme Council for Religious Affairs, **Cairo,** 1987.

২. Robinson, Chase F. **ISBN 0521629365**. (**Cambridge:** University Press, 2003), Ch. 55.

৩. **Encyclopædia Britannica,** Sharing Knowledge since, 1768, (Encyclopædia Britannica Online: http://www.britannica.com/eb/article-9041907, 12 July 2007, http://www.as-sahwah.com/viewarticle.php?articleID=1277&

Dhaka University Institutional Repository

১০. সিবত ইবন আল যাওয়া'ঈ (মৃ.৬৫৪ হি./১২৫৬ খৃ.), : তিনি হযরত আবূ বক্কর (রা.) এঁর বংশধর ইবন আল যাওয়া'ঈ এর নাতী। তিনি 'আল ইন্তিসার' ও 'ইমাম আবূ হানীফা ইন মিরা'ত আল জামান ফী তারিখ আল আয়ান' লিখেন।

১১. ইয়াফি'ঈ (মৃ. ৭৬৮হি./১৩৬৭খৃ.),

১২. আয যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.), : তিনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং শাফি'ঈ মাযহাবের ওস্তাদ ও হাফিযে হাদীস ছিলেন। তাঁর পূর্ন নাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন কায়মায আবূ আবদুল্লাহ্ শামস আল দ্বীন আল যাহাবী । তিনি প্রায় ১০০ গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি হল 'তারিখ আল ইসলাম আল কবীর ৩৬ খ.', 'তাযকিরাতুল হুফফায', 'তাহযীব আল তাহযীব', 'সিয়ার আ'লাম আর নুবালা ২৩ খ.'।[২]

১৩. আল্লামা সূয়ূতী (রজব, ৮৪৯- জমাদিউল আউয়াল ৯১১হি./১৪৪৫-১৫০৫খৃ.), : তাঁর সম্পূর্ণ নাম আবূ আল ফাযল আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবী বক্কর জালালউদ্দিন আল সূয়ূতী । তিনি একজন মিসরীয় লেখক ও ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ছিলেন। তাঁর পিতা একজন বিখ্যাত শাফি'ঈ ফিক্‌হবিদ ছিলেন। তিনি শ্যাম, হিজ্জাজ, ইয়ামেন, মরোক্ক এবং ভারতর্বষ ভ্রমন করে 'ইল্‌ম হাসিল করেন। তিনি প্রায় ৫০০ গ্রন্থের প্রণেতা করেছেন তার মধ্যে ২৮৩টি স্বহস্থে লিখিত এবং বাকীগলো তাফসীর হাদীস বিষয়ক, বিখ্যাত কয়েকটি হল : তাফসীরে জালালাইন শরীফ, আল ফিয়াহ আল হাদীস, আল জামী আল কাবীর, আল জামী আল সাগীর এবং তারিখ আল খুলাফা ইত্যাদি।[৩]

১৪. যায়িদ আল দ্বীন আল ইরাকী,

১৫. আল ওয়ালি আল ইরাকী,

১৬. ইব্‌ন আল ওয়াযির (মৃ. ৮৮৫হি./১৪৮০খৃ.),

১৭. আল বাদর আল আ'ঈয়ান,

১৮. ইবন হাযার আল আসকালানী (শাবান ১২, ৭৭৩-যিলক্বদ ২৬, ৮৫১ হি./ ফেব্রু. ১৮, ১৩৭২- ফেব্রু. ২, ১৪৪৮ খৃ.) : তিনি তাহযীব আল তাহযীব, তাকরীব আল তাহযীব, আল কামাল সহ বেশ কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯. শিহাবউদ্দিন আল কাসতালানী,

২০. ইবন হাযার আল হায়াতামী মাক্কী (৯০৯-৯৭৪হি./১৫০৩-১৫৬৬খৃ.) : তিনি একজন শাফি'ঈ ফিকহবিদ. তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৪]

---

১. Robinson, Chase F. **ISBN 0521629365**. (**Cambridge:** University Press, 2003), Ch. 55.

২. Hoberman, Barry. **"The Battle of Talas"**, Saudi Aramco World, (**Indiana University**, 1982), P. 26-31.

৩. **Wikipedia, the encyclopedia,** http://en.wikipedia.org/wiki/Suyuti.

৪. Ibn Iyaas al-Hanafi, **Badai' al-Zuhur fi Waqai' al-Duhur**, P. 2. P. 268-270.

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা জীবন

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন অত্যন্ত প্রখর ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। শৈশবেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে 'ইল্‌ম হাদীস, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। শৈশবের প্রয়োজনীয় বিদ্যার্জনের পর তিনি পৈতৃক ব্যবসা দেখাশুনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[১] হযরত 'আলী (রা.) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ এর পদঙ্ক অনুসরন করে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রথম শিক্ষা অর্জন শুরু করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাহ.) পর 'আলকামাহ (রাহ.) (মৃ. ৬২হি./ ৬৮২খৃ.), এবং মাসরূক (রাহ.) (মৃ.৬৩/৬৮৩খৃ), শুরাইহ (রাহ.) (মৃ.৭৮হি./৬৯৭খৃ.), শিক্ষলয়টির প্রধান হিসেবে দরস দিয়েছেন। পরবর্তীতে ইমাম ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খৃ) এবং ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) (মৃ. ১২০হি. /৭৩৮খৃ.) এর বলিষ্ঠ হস্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।[২]

শৈশবে লেখাপড়া শুরু করার পূর্বেই যিনি পবিত্র কুরআন শরীফ মুখস্থ করেছেন স্বাভাবিকভাবেই তিনি ব্যতিক্রমী মেধার অধিকারী। যেহেতু তাঁর মাতৃভাষা আরবী সেহেতু অবশ্যই পবিত্র কুরআন শরীফ ভালোভাবে বুঝে হিফয করেছেন এবং স্বয়ং আল্লাহ পাকের ভাষার সেই নূর তার জীবদ্দশায়, পরবর্তী যুগ, পরবর্তী শতাব্দী, পরবর্তী সহস্রাব্দকে আলোকিত করে আজ প্রায় ১২৩৭ বছর পর আশরাফুল মাখলুকাতসহ সকল সৃষ্টিকে প্রতিনিয়ত জ্ঞানের আলো বিলিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত সূফী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রাহ.) বলেছেন, "একটি বাতির আলো হলে ধরার প্রদীপ জ্বলে
একটি মানুষ মানুষ হলে বিশ্ব ধরা চলে।"

জ্ঞানার্জনের তৎপরতা

হযরত 'আলী (রা.)-এর সাক্ষাত ছাত্র হযরত ইব্‌রাহীম, ইমাম আমির আশ্‌-শা'বী (রাহ.) (মৃ.১০৪হি./৭২২খৃ.) ছিলেন অনন্য শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ও ফকীহ্ তাবি'ঈ। যৌবনের শুরুতে একদিন আবূ হানীফা (রাহ.) হযরত আশ্‌-শা'বীর (রাহ.) বাড়ীর পাশ দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন তখন হযরত আশ্‌-শা'বী (রাহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাও ? তিনি উত্তর দিলেন একজন সওদাগরের কাছে। তখন হযরত আশ্‌-শা'বী (রাহ.) বললেন, আমি জানতে চাচ্ছি, তুমি কার কাছে পড়তে যাচ্ছো ? আবূ হানীফা জবাব দিলেন: আমি তো কারো কাছে পড়ি না।[৩] হযরত আশ্‌-শা'বী (রাহ.) বললেন : আমি তোমার মধ্যে অসামান্য যোগ্যতা ও অসাধারণ প্রতিভার আলো দেখতে পাচ্ছি। তুমি বিশিষ্ট 'আলিমগণের নিকট 'ইল্‌ম অর্জন কর।[৪] হযরত আশ্‌-শা'বীর (রাহ.)

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة.١٤٠١هـ), পৃ.৩৮।

২. M.M.Sharif, **A History of Muslim Philosophy**,(**Pakistan:** Philosophical Congress),P.674.

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ ৩৯।

৪. **Wikipedia, the encyclopedia,** Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifa_an-Nuâ'man.

Dhaka University Institutional Repository

কথায় বালক আবূ হানীফার হৃদয় দারুণভাবে প্রভাবিত হল। মায়ের নিকট এসে সব কথা তিনি বললেন। তাঁর মা ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের একজন পরহিযগার বিদুষী নারী। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পুত্রকে ভালো ওস্তাদের নিকট 'ইল্ম হাসিল করতে নির্দেশ দিলেন।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) নিজেই বলেছেন, হযরত আশ্-শা'বীর (রাহ.) (মৃ.১০৪হি./৭২২খৃ.) কথার ব্যাপক প্রভাব আমার জীবনের উপর পড়ল। আমি হাট-বাজারে গমন ছেড়ে দিয়ে 'ইল্ম গবেষণা ও আহরণে নিয়োজিত হলাম। মহান আল্লাহ তাঁর কথায় আমাকে বিরাটভাবে উপকৃত করেছেন।[২]

ইমাম শা'বী (রাহ.) (মৃ.১০৪হি./৭২২খৃ.) -এর উপদেশ শ্রবণের পর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) জ্ঞান আহরণে নিজকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেন এবং বিশিষ্ট ওলামায়ে কিরাম ও মাশায়খগণের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেন।[৩] শিক্ষার বিষয় বলতে তখন পর্যন্ত যা ছিল তা আরবী সাহিত্য, বংশ পরম্পরা, আরবের ইতিহাস, ফিক্হ, হাদীস, কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি। কালাম শাস্ত্র বলতে আজকের 'ইল্ম কালাম নয়, কেননা তখন পর্যন্ত ইসলামী বিষয়াদির ওপর দর্শনের প্রভাব পড়েনি। তাছাড়া এসব বিষয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনা এবং এর মাধ্যমে প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের প্রশস্ত তর ক্ষেত্র ছিল না। যতদিন ইসলাম শুধু আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তার বিষয়াদিও ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল এবং পরিচ্ছন্ন।[৪] কিন্তু পারস্য, মিসর এবং শ্যামে ইসলাম পৌঁছালে মাসআলা মাসাঈলের পরিধি ব্যাপক ভাবে বাড়তে শুরু করল। এসব দেশে যদিও প্রজ্ঞা ও দর্শন চর্চা ততোটা শক্তিশালী ছিল না। তবে ভাঙাচোরা, বিকৃত যেভাবেই যা ছিল সাধারণের মধ্যে তার প্রভাব ছিল এবং সাধারণের মানসিকতা ছিল সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এবং ধারণা-অনুমানে অভ্যস্ত। আল-কুরআনে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাগুণ, সৃষ্টিজগতের শুরু এবং শেষ ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত আছে আরবের লোকেরা তাকে সরল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছে এবং একনিষ্ঠ বিশ্বাসের জন্য তা-ই যথেষ্ট ছিল। অপরদিকে পারস্য ও শামে তা নিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে গেল। বিধর্মী সভ্যতা-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে যা খুবই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। রূপালঙ্কার, উপমা, গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচিতি-অপরিচিত, আগমন সংগঠন ও মোটকথা এই ধরণের প্রচুর বিষয়াদি বেরিয়ে আসে যেগুলো বিতর্ক বিশ্লেষণের বিস্তৃতির ফলে আলাদা একটি শিল্পে পরিণত হয়েছিল। কারবালার বেদনাদায়ক ঘটনার পর মুসলমানদের ঈমানী শক্তিতে প্রচন্ড আঘাতের পর ধীরে ধীরে ঈমান ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদিতে উল্লেখিত সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। লোকেরা প্রত্যেক ব্যাপারেই যুক্তির সমর্থন খুজে বেড়াত।

---

১. আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান**, পৃ. ১১ ; http://www.muslim-canada.org/hanifah.htm.

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.৩৯।

৩. Maida Malik, **Imam Abu Hanifah - Nu'man ibn Thabit,** (UK: Islamic Resources Network.), P.5.

৪. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশ: তারা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয়গুলিও যুক্তির মাপকাঠিতে চিন্তা করা আরম্ভ করল।[১] অপরদিকে বর্ণনাকারীগণের (হাদীস) মতপার্থক্যে বিভিন্ন ফেরকার উৎপত্তি শুরু হয়ে যায়। যেমন কুদুরী, মুরজী, মুতাযেলী, জাহমী, খারেজী, রাফেজী ইত্যাদি ফেরকাসমূহ। ধীরে ধীরে ৭৩টি দলের সৃষ্টি হয়েছিল, হযরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর সিররুল আসরার গ্রন্থের ১৩ অধ্যায়ে ১১ প্রকার বিদ'আতীদের কথা উল্লেখ করেছেন।[২] এই ফেতনা এতোটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠে যে, সত্য সন্ধানী দল যারা এ পর্যন্ত এসব বিতর্ক এড়িয়ে চলত, তাদেরকেও ঐসবের বিরোধীতার প্রয়োজনে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। এভাবেই 'ইল্মে কালামের উদ্ভব ঘটে। যাকে আবার সংগ্রহ বিন্যাসের ব্যাপকতা এমন অবস্থানে তুলে দেয় যে, ইমাম হাসান আশ'আরী (রাহ.) ও আবূ মনসুর মাতুরীদির (রাহ.) মতো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দও এ বিতর্কে পড়েন।[৩] আবূ হানীফা (রাহ.) এ সকল ভ্রান্ত মতবাদকে সমাজ থেকে দূর করার মহাভাবনায় সবর্দাই তৎপর ছিলেন।

'ইল্মে কালাম ইতিমধ্যে সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত হয়ে মোটামুটি নতুন এক ধরনের বিজ্ঞানের মর্যাদা নিয়ে জ্ঞান-জগতে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তা অর্জনের জন্য তখন পর্যন্ত শুধুমাত্র জন্মগত প্রতিভা এবং ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন ছিল। সেসবের সমন্বয় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবূ হানীফার মধ্যে নিজেই যেন করে দিয়েছিলেন।[৪] হযরত 'আলী (রা.)-র বিশেষ দো'আ, বিভিন্ন সাহাবীদের সাহচার্য, যুগশ্রেষ্ঠ ওস্তাদগণের সার্বক্ষনিক দিকনির্দেশনা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং কোন কিছু অর্জনে একনিষ্ঠ একাগ্রতা নিয়ে জ্ঞান-জগতে প্রবেশ করেছেন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)।

সর্বপোরি জ্ঞানের নব নব শাখা-প্রশাখা, কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের সূক্ষ্মতত্ত্ব বের করনে এবং গোটা মানবজাতির জন্য মাযহাব প্রণয়নে তাঁর জ্ঞানের বিশালতার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশিষ্ট গবেষক ড.ওহ্বাহ আল যুহাইলির কথায়,[৫]

" اخذ علمه فى الحديث والفقه عن أكثر أعيان العلماء ، وتفقه فى مدة ثمانية عشر عاما بصفة خاصة بحماد بن أبي سليمان ، الذي أخذ الفقه عن ابراهيم النخعي، تشدد في قبول الحديث، وتوسع فى القياس والاستحسان، وأصول مذهبه: الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستحسان، له في علم الكلام كتاب الفقه الأكبر ، كما له مسند في الحديث ،"

"ধর্মীয় নিয়ম-নীতি (মাসাঈল) ও মূল থেকে বর্ণনা পরম্পরা (রিওয়ায়েতে) কূফা নগরীতে (এর চর্চা) এতোটাই ব্যাপক ছিল যে, একজন সাধারণ লোকও জ্ঞানী-

---

১. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ১৮।

২. অধ্যাপক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ এম. এ., **ফেকহুল আকবার ও বায়ানুল আযহার**, (ঢাকা : মৌঃ মুহাম্মাদ ওয়াহিদ উল্লাহ কর্তৃক প্রকা. ১৪০৭ হি./১৯৮৭খৃ.), ভূমিকা অংশ।

৩. আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান**, পৃ. ১২।

৪. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, (দিল্লী : তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬), পৃ. ২৪।

৫. الدكتور وهبة الزحيلي, الفقه الاسلاميه وأدلته ,(دمشق,سورية: دار الفكر, الطبعة الثالثة: ١٤٠٩هـ), পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

গুণীজনের সাথে উঠা-বসার মাধ্যমে তা জেনে নিতে পারত। সমস্ত বিদ'আদী মত থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য প্রামিকভাবে তর্কশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) নিজেকে এমন পর্যায়ে তুলে আনেন যে, বড় বড় ওস্তাদগণ এ ব্যাপারে তার সাথে মুখোমুখি হতে ভয় পেতেন।"[১] তর্ক-বিতর্ক, মতবিরোধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের এবং বিশেষ করে খারেজীদের কেন্দ্র ছিল তখন বসরা। বহাসের জন্য আবূ হানীফা (রাহ.) প্রায়ই বসরাতে যাতায়াত করতেন। আবদিয়া, সোগারিয়া, খোশীয়া ইত্যাদির সাথে প্রতিবারই 'বহাস' হতো এবং সবসময় 'জয়' তাঁরই হতো। শেষ পর্যন্ত একসময় এসব থেকে বেরিয়ে এসে 'ইল্‌ম ফিক্‌হ-র প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং আমৃত্যু এই সাধনায় নিজেকে উজার করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু যেহেতু তর্কশাস্ত্রই ছিল তার জ্ঞান-জগতে প্রবেশের প্রথম তোরণ, তাই তাকে ভুলে থাকেন নি, পরর্তীতেও তিনি বহাস দিয়ে বীরের ন্যায় জাবাব দিতেন।[২]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) দ্বীন অর্জনে একনিষ্ঠ ছিলেন

দ্বীন অর্জনে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সূক্ষ্মভাবে অগ্রসর হতেন। জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি সকল পরিশ্রমকে সাদরে গ্রহণ করতেন এবং কখনও ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। তিনি সাড়া রাত্রি জাগরন করে গবেষণা করতেন। দিনে সামান্য ঘুমাতেন শুধু জ্ঞানার্জন ও মহাস্রষ্টাকে ভালবেসে।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (রাহ.) বলেন,[৩]

"لو لا ان الله تدار كني بابي حنيفة وسفيان لكنت بدعيا"

"আল্লাহ যদি আবূ হানীফা (রাহ.) ও সুফয়ান সাওরী (রাহ.) - এর মাধ্যমে আমার তত্ত্বাবধান না করতেন, তবে আমি অবশ্যই বিদ'আতী হয়ে যেতাম।"

হযরত ইব্‌ন মুবারক (রাহ.) থেকে আরও বর্ণিত আছে,[৪] "তিনি বলেন, সুফয়ান সাওরী (রাহ.) কে আমি বলতে শুনেছি যে, 'ইল্‌মে দ্বীন অর্জনের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন খুবই কঠোর। আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বিধানের ব্যাপারে ছিলেন সর্বদা সর্তক। না জানি কখন সীমা লঙ্ঘন হয়ে যায়। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের হাদীসসমূহের মধ্যে যেগুলো তাঁর নিকট সহীহ্‌ বলে মনে হত, তিনি সেগুলোই গ্রহণ করতেন। আর রাসূলে কারীম (সা.) এর কর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের যা বর্ণনা করা হয় এবং কূফার উলামায়েকিরামকে যে আমল করা অবস্থায় তিনি পেয়েছেন, সেগুলোও তিনি গ্রহণ করেছেন।" তারপরও গাছে ফল পাকিলে কাকের মত কাকা করে হিংসুক মানুষ তাঁর উপর অনেক কটুবাক্য ছুঁড়েছে, তাতে ইমাম 'আযম অনু পরিমানও ভ্রুক্ষেপ না করে বাঘ চলেছে বাঘের মত।

---

১. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ২৪।
২. মাওলানা আশরাফ 'আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ১৯।
৩. আল যাহবী, **মানাকিব আল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া সাহ্বাইহী**,(মিসরঃদারুল কুতুব, ১৯৪৬), পৃ.১৮।
৪. শায়খ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, মৃ.১৩৬৯হি./১৯৫০খৃ., **মুকাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম**, (নয়া দিল্লীঃ কিতাব ভবন, ১৯৮২), পৃ. ১৯১-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভা বিকাশে ফিক্‌হ শাস্ত্র নির্বাচন

হযরত আবূ ইউসুফ (রাহ.) বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম আ'যম (রাহ.) কে প্রশ্ন করলাম-আপনি কিভাবে 'ইল্‌ম ফিক্‌হ অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন ? ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন[১] : "তাওফীক মহান আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। তাই তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। আমি যখন 'ইল্‌ম দ্বীন অর্জনে ব্রতী হলাম, তখন আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় দৃষ্টিপাত করলাম এবং প্রতিটি শাখার উপকারীতা ও পরিণামের কথা চিন্তা করলাম। আমার মনে হল যে,' 'ইল্‌ম কালাম' নিয়ে গবেষণা করে যাবো। তারপর চিন্তা করে দেখলাম যে, এর পরিণাম ভাল হবে না। আর এতে উপকারীতাও সামান্য। এ শাস্ত্রে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করলেও এর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা সহজবোধ্য নয়। তাছাড়া এ বিষয়ে বিভিন্ন জনের নানা আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে। অনেকে এ শাস্ত্র বিশেষজ্ঞকে বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট বলে থাকেন। তারপর আরবী সাহিত্য ও নাহ্‌ শাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করলান। অত:পর ভেবে দেখলম আরবী সাহিত্য ও নাহু শাস্ত্রবিদগণের ছাত্রদের সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়ানোর ভিতরে সীমাবধ্য থাকতে হয়। তাই আমি কবিতা ও গদ্য শাস্ত্রের ওপর দৃষ্টিপাত করলাম। এবং দেখলাম এ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য কারো প্রশংসা কিংবা কুৎসা রটনা করা এবং অপ্রয়োজনীয় বাক-চাতুরতা ও দ্বীনের ক্ষতি সাধন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর আমি ক্বিরাত ও তাজবীদ বিষয়ে চিন্তা করলাম। এতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জনের পর অবশেষে কয়েকজন যুবক সমবেত হয়ে আমার নিকট কুরআন তিলাওয়াত করবে। আর কুরআনের মর্মবাণী ও অর্থ, ব্যাখ্যা তাদের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যাবে। তারপর মনে হল যে, হাদীস অন্বেষণে লেগে যাই। কিন্তু ভাবলাম হাদীসের বিশাল ভান্ডার একত্র করে তাকে কাজে লাগানো অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। বস্তুত: হাদীস অন্বেষণ করতে হলে কম বয়সেও আত্মনিয়োগ করতে হয়। তাছাড়া আমার এ বয়সে হাদীস সংগ্রহ করলে মিথ্যাবাদী ও হিফজ বিভ্রাটের অপবাদ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আমার জীবনের একটি অধ্যায় কলংকিত হয়ে থাকবে। তাপরপর আমি ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর নজর দিলাম। যতই এ নিয়ে চিন্তা করছিলাম ততই তার উপকারীতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। কোন দোষ-ক্রুটি এতে আমার নজরে পড়ল না। আমি ভাবলাম, ফিক্‌হ শাস্ত্র আহরণের ক্ষেত্রে ওলামায়েকিরাম ও মাশায়খগণের নিকট আসা-যাওয়া ও তাঁদের সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলীতে নিজেকে সাজানোর মত বিরাট সৌভাগ্য লাভের সুযোগ হবে। আমি এ সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে, ফরয আদায় করা, দ্বীন কায়েম করা, আল্লাহর দাসত্ব ও ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করা ফিক্‌হ শাস্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়। ফিক্‌হ শাস্ত্রের মধ্যে কেউ যদি পার্থিব স্বার্থসিদ্ধ করতে চায় তাহলে তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বে সমাসীন হতে পারেন। আর যদি কেউ আল্লাহর ইবাদতে ধ্যান-মগ্ন হতে চান কেউ এ কথা বলার সাহস পাবে না, লোকটি 'ইল্‌ম অর্জন করা ছাড়াই ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়েছেন; বরং বলবে যে, তিনি 'ইল্‌ম ফিক্‌হ অর্জন করে তাঁর ওপর আমল শুরু করেছেন।"

১. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম হাম্মাদ (রাহ.)-এঁর দরবারে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, [১] "একদিন এক মহিলা এসে আমাকে এক মাসআলা জিজ্ঞাসা করল যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সুন্নাত মোতাবেক তালাক দিতে চায়, কী ভাবে দেবে ? আমি তখন মাসআলাটি বলতে পারলাম না। মহিলাকে বললাম, সে যেন ইমাম হাম্মাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে। তাঁর শিক্ষালয় এখান থেকে নিকটেই ছিল। তাকে একথাও বললাম যে, ইমাম হাম্মাদ যে উত্তর দিবেন, সে যেন তা আমাকে শুনিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর মহিলাটি ফিরে এসে বলল যে, তিনি এ জওয়াব দিয়েছেন। তখন আমি তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তখনই ওঠে দাড়ালাম এবং হাম্মাদের দরসে গিয়ে বসে পড়লাম।" ইমাম আ'যম (রাহ.) প্রথম জীবনে ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণের আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি ফিক্হ শিক্ষা করার জন্য ৯৮ হি./৭১৭খৃ.তে ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) (মৃ. ১২০ হি./৭৩৮খৃ.) এর শিক্ষালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন।[২] ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) কূফা নগরের প্রসিদ্ধ ইমাম ও ফিক্হ শাস্ত্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খাদেম হযরত আনাস (রাহ.) এর কাছ থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা করেছিলেন।[৩] তা ছাড়া অনেক প্রসিদ্ধ তাবি'ঈদের সাহচার্য লাভ করে তিনি উপকৃত হয়েছিলেন। কূফা নগরে তাঁর মাদ্রাসা স্থাপিত ছিল। তখনকার দিনে তাঁর মাদ্রাসাকেই জনসাধারণের জন্য দ্বীনি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র বলা হত। প্রসিদ্ধ সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে ফিক্হ শাস্ত্রের শিক্ষাধারা চলে আসছে। ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) ছিলেন তার ধারক ও বাহক। ফিক্হ শাস্ত্রের প্রচার ও প্রসার কার্যে তিনি জীবনভর পরিশ্রম করেছেন। আর্থিক দিক দিয়ে তিনি খুব ধনী লোক ছিলেন, তাই তিনি সমাজের জন্য সুগভীর মনোযোগ ও পরম প্রশান্তির সাথে তাঁর কর্তব্য ও কর্ম সমাধা করেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফাকে ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) 'ইল্ম ফিক্হ শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তখনকার শিক্ষা-দীক্ষা এমন ছিল যে, ওস্তাদ কোন বিষয় সম্পর্কে মৌখিক আলোচনা করতেন আর ছাত্রগণ তা স্মরণ রাখত এবং লিখে নিত। সেই সময় ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এর শিক্ষা মজলিসের শিক্ষা দান কার্যের রীতি ছিল, শিক্ষার্থীদিগকে যে মাসআলাটি শিক্ষা দিতে হবে, ওস্তাদ সাহেব শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তা বলে যেতেন শিক্ষার্থীরা তা শ্রবণ করে আপন আপন স্মৃতিশক্তি অনুযায়ী মুখস্ত করে রাখত। যদি কেহ মুখস্ত করতে না পারত সে তা লিবিপদ্ধ করে রাখত।[৩] তখন নিয়ম ছিল যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা নবাগত তারা পূর্ববর্তী শিক্ষার্থীদের সাথে একসাথে বসতে পারত না; বরং নবাগতরা ওস্তাদ সাহেবের বাম পার্শ্বে আর পূর্ববর্তীগণ উস্তাদের ডান পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করত। এই নিয়ম অনুযায়ী হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রথমে বাম পার্শ্বে নবাগত শিক্ষার্থীদের সারিতে আসন গ্রহণ করলেন।[৫]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند), পৃ. ১২৩।

২. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ৪৫।

৩. **The Four Great Imams (Rah.)**, http://www.inter-islam.org/Biographies/4imam.htm.

৪. মাওলানা আশরাফ 'আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ২০।

৫. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان , পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

তাযকিরাতুন নু'মান গ্রন্থের লেখক বলেন,

"نگاهين کا ملون پر پڑهی جاتی هـ زمانـ کی
گهين چهپتاهـ اکبر پهول پتون مين نهان هوکر"

"নেগাহে কামোলো পর পড়হী জাতি হ্যায় যমানে কী চুপতা হ্যায় আকবর ফুল পাত্তোমেঁ নেঁহা হো কর"

'ফুল কখনও গাছের পাতার আড়ালে ঢাকা থাকতে পারে না; বরং পাতার অন্তারলেও বিজ্ঞ লোকের দৃষ্টি ফুলের উপর পড়েই যায়'।

কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এর চোখেও ইমাম আ'যমের প্রতিভা লুকিয়ে থাকতে পারল না। তিনি তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর ধী-শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে ডান পার্শ্বে পূর্ববর্তী শিক্ষার্থীগণের সাথে এক সারিতে বসতে অনুমতি দিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পারলেন, শিক্ষা মজলিশের সকল শিক্ষার্থীকে এক পাল্লায় রাখলে আর ইমাম আবূ হানীফাকে অন্য পাল্লায় রাখলে যোগ্যতার ইমাম আবূ হানীফার পাল্লাই ভারী হবে।[১]

ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এঁর প্রতি আদব

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) নিজেই বর্ণনা করেছেন, "আমি একাধারে দশ বৎসর (৯৮-১০৮হি./৭১৭-৭২৬ খৃ.) যাবত ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এর মাদ্রাসায় ছাত্র হিসেবে অবস্থান করি। তারপর মনে করলাম যে, আমি নিজেই এইরূপ একটি মজলিস প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাদান শুরু করব; কিন্তু শিক্ষকের প্রতি সম্মান -প্রর্দশন আমাকে উক্ত কাজ হতে বিরত রাখে।[২] বসরায় ইমাম হাম্মাদের এক আত্মীয় বাস করতেন। সেই আত্মীয় ইন্তিকাল করলে তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে অগত্যা ইমাম হাম্মাদকে (রাহ.) সেখান গিয়ে বসবাস করতে হল। যাওয়ার সময় তিনি তাঁর শিক্ষাদান কার্যে ইমাম আবূ হানীফাকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। উক্ত পদে বহাল হয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বিশেষ যোগ্যতার সাথে শিক্ষাদান করতে থাকেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শিক্ষা দানে মুগ্ধ হয়ে উক্ত মাদ্রাসার ছাত্রগণ ও দেশবাসী ইমাম সাহেবের (রাহ.) কাছে এসে তাদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণার্থে অত্যন্ত ভিড় করতে লাগল। এভাবে খুব অল্প সময়ের মাধ্যেই ইমাম সাহেব (রাহ.) দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তখন এমন সব প্রশ্নও তাঁর নিকট আসতে লাগল, যে বিষয়ের কোন কিছুই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর শিক্ষকদের নিকট পাননি। তখন তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে গবেষণার মাধ্যমে সে সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং স্মরণ রাখবার জন্য তিনি তা লিখে রাখতেন।[৩] যেন এই মাসআলাগুলি ঠিক হল কিনা তা তিনি ওস্তাদের নিকট হতে জেনে নিতে পারেন। শিক্ষক আবূ হানীফা (রাহ.) সে সকল প্রশ্নগুলো উত্তরসহ ওস্তাদের খেদমতে পেশ করলে এবং সেগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করলেন।

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان, পৃ. ২১।

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة.١٤٠١هـ), পৃ.৫০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৫১।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বমোট ৬০টি মাসআলা ছিল। তন্মধ্যে: ৪০টি মাসআলাই শুদ্ধ বলে অবশিষ্ট ২০টি মাসআলা তিনি সংশোধন করে দিলেন। তাতে প্রায় সবগুলিই শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হল। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রতিজ্ঞা করলেন যে, শিক্ষক সাহেব যত দিন পর্যন্ত জীবিত থাকবেন, তত দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং একজন ছাত্রের মতই ফায়েজ হাসিল করবেন।[১] তিনি ৯৮হি./৭১৭খৃ. ১৮ বছর বয়সে ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এরঁ শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এবং ওস্তাদেরইন্তিকাল, ১২০হি./৭৩৮খৃ.,পর্যন্ত প্রায় ২২ বছর 'ইল্ম হাসিল করেন।[২] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) যদিও অন্যান্য বুযুর্গদের খেদমতে থেকে ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, তারপরও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রধানত হযরত হাম্মাদ (রাহ.) নিকটেই বিশেষভাবে 'ইল্ম ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেন। এ জন্যই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ওস্তাদ হিসেবে তাঁকে সর্বাধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন।[৩] ইমাম আ'যমের হৃদয়ে ওস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি এত বেশী ছিল যে তিনি ইমাম হাম্মাদের (রাহ.) জীবদ্দশায় তাঁর ঘরের দিকে পা ছড়িয়ে কোন দিন বাসেন নি এবং ঘুমও আসন নি।[৪]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ওস্তাদ হাম্মাদ (রাহ.) এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এত বেশী ছিল যে, তিনি ওস্তাদেরবাড়ীতে গেলে বাড়ীর দরজায় অপেক্ষা করেতেন। কখনই দরজা নক করে তাঁকে ডাকতেন না। এটা তিনি আদবের খেলাফ মনে করতেন। তাঁর ওস্তাদ যখন নামায আদায় বা অন্য কোন কাজে বাড়ী থেকে বের হতেন শুধু তখনই তিনি তাঁর খেদমতে হাজির হতেন এবং কোন কিছু জানার থাকলে অতি আদবের সাথে জানার চেষ্টা করতেন।[৫]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রতি ওস্তাদেরবিশেষ ভালবাসা

হযরত হাম্মাদ (রাহ.) এর সাহেবজাদা হযরত ইসমাঈল বলেন,[৬] "একবার আব্বাজান কোথাও সফরে গেলেন। বেশ কিছু দিন তিনি দেশের বাইরে অবস্থান করলেন। সফর শেষে যখন তিনি বাড়ী ফিরলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম- আব্বাজান ! সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম কাকে দেখার জন্য আপনার মাঝে ব্যাকুলতা আসে ? তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন, আব্বাজান তো তার নিজ সন্তানের কথাই বলবেন, হযরত হাম্মাদ (রাহ.) আবূ হানীফা (রাহ.)-কে দেখার জন্য মনে ব্যাকুলতা আসে প্রকাশ করলেন এবং আরও বললেন যদি কোন সময় নজর অন্য দিকে ফেরাবার প্রয়োজন না হতো তাহলে তার দিকেই আমি সব সময় চেয়ে থাকতাম।"

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ১৬৩।
২. Maida Malik, **Imam Abu Hanifah - Nu'man ibn Thabit,** (**UK:** Islamic Resources Network.), P.7
৩. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.),** পৃ. ২৩।
৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ৩০৬।
৫. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ), পৃ.৪৫।
৬. আহমদ ইব্ন আলী আল খতীব আল বাগদাদী, মৃ. ৪৬৩ হি./ ১০৭১খৃ., **তারীখে বাগদাদ, (মিসর:** মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ.।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর হাদীস শিক্ষা

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেছেন,[১] "ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সাত জন সাহাবী ও ৯৩ জন তাবি'ঈ মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন।" ইমাম যাহবী (রাহ.)-এর মতে, কূফায় ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর হাদীসের ওস্তাদ ছিল ২৯ জন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বড় বড় তাবি'ঈ। এঁদের মধ্যে ইমাম আশ-শা'বী (মৃ. ১০৪হি./৭২২খৃ.), সালমা ইব্‌ন কুহাইল, মুহারিব ইব্‌ন দিসার, আবূ ইসহাক সাবয়ী, আওন ইব্‌ন হারব, আম্‌র ইব্‌ন মুররা (রাহ.) প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিসগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নিকট থেকে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বিপুল সংখ্যক হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তারপর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) আরো হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য বস্‌রা গমন করেন। এ সময়ে বস্‌রা নগরীতে হযরত হাসান ইয়াসার আল বসরী (রাহ.) (২১-১১৯হি./৬৪২-৭৩৭ খৃ.)[২] ,শুবা, কাতাদাহ্ (রাহ.) প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিসগণের ইল্‌মে কানায় কানায় ভরপুর ছিল। তারপর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে পবিত্র হারামাইন শরীফাইন গমন করেন। সেখানে তখন হাদীসের শিক্ষা ব্যাপকভাবে চলছিল। বড় বড় তাবি'ঈগণের তত্ত্বাবধানে সেখানে অনেক হাদীস শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষাদাতাদের মধ্যে হযরত আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্ (রাহ.) ও ইকরামা (রাহ.) প্রমুখ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস যাহবী (রাহ.) (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.) বলেন,[৩] "وسمع الحديث من عطاء بن أبي رباح بمكة."
"ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) মক্কা শরীফে হযরত আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (রাহ.) এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও শিক্ষা করেন।"

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) মদীনা শরীফে হযরত ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রাহ.) (রজব ১, ৫৭-যিলহজ্জ ৭, ১১৪হি./ মে ১০, ৬৭৭- জানুয়ারী ২৮, ৭৩৩খৃ.)[৪]-এর নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। আবূ হাফ্‌স কবীর (রাহ.) বলেছেন যে,[৫] ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তদানীন্তন বিশাল মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত হাদীস কেন্দ্রসমূহের প্রায় চার হাজার মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ওস্তাদ হযরত হাম্মাদ (রাহ.)-এর সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায়ই অসংখ্য মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফুকাহা কিরামের সাথে মিলিত হয়েছেন। বিশেষত ঐসব তাবি'ঈর সাথে, যাঁরা ফিক্‌হ ও ইজ্‌তিহাদে প্রখ্যাত সাহাবায়ে কিরামের সান্নিধ্যে থেকে 'ইল্‌মী ফায়দা গ্রহণ করেছেন।

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة,١٤٠١هـ) পৃ.৩৫।
২. Reynold Alleyne Nicholson, **A Literary History of the Arabs,** (London, 1907), P. 225.
৩. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী, মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা, ১ খ., পৃ. ১১।
৪. **Wikipedia, the encyclopedia**, http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Baqir.
৫. আবূ জাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭খৃ.) স্বয়ং বলেছেন :[১]

"تلقيت فقه عمر وفقه علي، وفقه عبد الله بن مسعود وفقه ابن عباس عن اصحابهم"

"আমি 'উমর (ও.২৪হি./৬৪৪খৃ.), 'আলী (রা.) (ও. ৪১হি./৬৬১খৃ.), আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (৩২ হি./ ৬৫২ খৃ.) [২], আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) (মৃ. -৩ হি./৬১৯ খৃ.)-এর শিষ্য ও ছাত্রগণ থেকে 'ইল্‌ম ফিক্‌হ' হাসিল করেছি।"

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাহ.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫২খৃ.) ছাত্রগণের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার – যাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন এক-একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সাদৃশ্য। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) যখন হাদীস চর্চার জন্য উদ্যোগী হন, তখন সমগ্র মুসলিম জাহান ছিল হাদীস চর্চায় মুখরিত। তখন প্রত্যেক বড় বড় শহর ও জনপদে হাদীস বর্ণনার বড় বড় মজলিস বসত। প্রায় দশ হাজার সাহাবী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষার্থী তাবি'ঈর সংখ্যা কয়েক লক্ষে পৌছেছিল।[৩] যে সব শহরে সাহাবী কিংবা তাবি'ঈ অবস্থান করতেন, তাকে 'দারুল উলূম' বলে অভিহিত করা হতো।[৪] এ সময় ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রথমে কূফা নগরের বড় বড় তাবি'ঈ মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির এবং প্রায় ৫০০ গ্রন্থ প্রণেতা[৫] আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী শাফি'ঈ (রাহ.) (রজব, ৮৪৯- জমাদিউল আউয়াল ৯১১হি./১৪৪৫-১৫০৫খৃ.), মন্তব্য করেছেন :[৬]

"كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ."

"ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিজের মুখস্ত ও সুরক্ষিত হাদীসই বর্ণনা করতেন। যা তার মুখস্ত নেই, তা তিনি কখনো বর্ণনা করতেন না।"

তিনি হাদীস শরীফের ব্যপারে পূর্ণ সর্তকতা আবলম্বন করতেন। অধিক গুরুত্ব সহকারে হাদীস শরীফ নিয়ে গবেষণা করতেন ফলে 'ইলম ফিক্‌হ-র বিশেষ বুৎপত্তি আর্জন কার তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

---

১. প্রাগুক্ত ২, ২ খ., পৃ. ১৯৬।

২. عبد الله بن مسعود بن غافل (توفي 32 هـ) : صحابي من أول الناس إسلاما، من العشرة المبشرين بالجنة، كان من كتاب الوحي، كان أعلم الناس بكتاب الله وقراءته، اشتهر بتفسير القرآن ومعرفة أسباب نزوله، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع إمامته في الفقه والحديث شاعرا محسنا، ولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان فتوفي فيها., **Endowments, Da'wah and Guidance,** (**Kingdom of Saudi Arabia:** Ministry of Islamic Affairs), ,

৩. شبلى نعمانى رحمه الله تعالى : سيرة النعمان , (**দিল্লী**), পৃ. ২১।

৪. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী , **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**,পৃ. ১১।

৫. **Wikipedia, the encyclopedia,** http://en.wikipedia.org/wiki/Suyuti.

৬. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আহমেদ ইব্‌ন উসমান আয যাবী, মৃ. ৭৪৮হি. /১৩৪৭খৃ., **তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফাজ**, (**বৈরুত, লেবানন :** দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরারী, ১৩৭৬ হি./১৯৫৬খৃ.); আল খাতীব আল বাগদাদী, **তারীখে বাগদাদ**, (**মিসর:** মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ; ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, **তাহযীব আত-তাহযীব**, (**হায়দরাবাদ:** দায়িরাতুল মা'আরিফ আল- 'উসমানিয়্যাহ, ১৩২৫হি./১৯০৭খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

তাযকিরাতুন নু'মান গ্রন্থের লেখক মুহাম্মাদ আবূ ইউসুফ সালিহী আল দামিশকী আল শাফি'ঈ বলেন ,[১]

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) চার হাজার তাবে'ঈ থেকে 'ইল্‌ম হাসিল করেন"

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সকল প্রকার ধ্যান-ধারণার ও মন-মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট থেকে ইসলামী ফিক্‌হ আহরণ করেছেন। যদিও তিনি 'আহলূর রায়'-এর ফিক্‌হ চিন্তাধারার উপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং তাঁকে 'আহলূর রায়'-এর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এ সীমারেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি এরপরও বিশিষ্ট শী'আ ইমামগণের নিকট থেকেও জ্ঞান আহরণে ধন্য হয়েছেন।

মানাকিব গ্রন্থে আল মুয়াফ্‌ফাক আল মাক্কী (মৃ. ৫৬৫ হি./১১৭০ খৃ.), হাসান ইব্‌ন যিয়াদ থেকে বলেন,[২] ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) চার হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে দুহাজারই তাঁর ওস্তাদ হাম্মাদ (রাহ.) এবং বাকীগুলো অন্যান্য হাদীসের ওস্তাদদের থেকে শ্রবণ করেছেন।

হাফিয মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসূফ সালিহানী শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন:

" كان أبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث، وأعيانهم ولو لا كثرة إعتنائه بالحديث ماتهيأله إستنباط مسائل الفقه"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীসের বড় বড় হাফিয ও ওস্তাদের মধ্যে গণ্য। তিনি যদি হাদীসের প্রতি খুব বেশি মনোযোগী না হতেন ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন না হতেন, তা হলে ফিক্‌হী মাসাঈল উদ্ভাবন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না।"

মুহাম্মাদ যমীরীর গ্রন্থে আছে যে, শায়খুল ইসলাম ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন বলেন :[৩]

"كان أبو حنيفة تقيا ونقيا زاهدا، عابدا، عالما، صدوق اللسان، أحفظ أهل زمانه-"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অত্যন্ত মুত্তাকী, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন গুণসম্পন্ন সাধক, আলিম, সত্যবাদী ও সমসাময়িককালের সর্বাপেক্ষা হাদীসের বড় হাফিয ছিলেন।"

তারীখে ইমাম তাহাভী (রাহ.) সূত্রে উদ্ধৃত মাসউদ ইব্‌ন শায়বা সিন্ধীর " كتاب التعليم " গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ আছে যে, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (রাহ.) বলেছেন :[৪] "والله لا علم هذه الامة بما جاء عن الله وعن رسله"

"আল্লাহর শপথ! আবূ হানীফা (রাহ.) বর্তমান মুসলিম উম্মতের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। আমি তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য গ্রহণ করেছি" উমদাতুল কারী শরহে সহীহ বুখারী শরীফের ২য়

---

১. (دارالعلوم ديوبند),تذكرة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي পৃ. ১৪৩; Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, (Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P. 142.

২. (داكا :مكتبة شيخ الإسلام,٢٠٠٦),محمد حفظ الرحمن الكملاني, فقه أهل العراق وحديثهم , পৃ. ১২২।

৩. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.), (ঢাকা: ইফাবা) পৃ. ৮৯।

৪. سيرة النعمان : شبلى نعمانى رحمه الله تعالى , (দিল্লি: এ্যাপেক্স বুকস কনসার্ন, ১৯৭৮), পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈনকে যখনই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, তখনই তিনি বলতেন,[১] "ثقة مامون ما سمعت أحدا ضعفه"

তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত, ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত। হাদীসের বিষয় কেউ তাঁকে দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন বলে আমি শুনিনি।

তিনি আরও বলতেন :

" كان أبو حنيفة ثقة من أهل الدين والصدق ولم يتهم بالذب وكان مأمونا على دين الله تعالى صدوقا فى الحديث"

"আবূ হানীফা (রাহ.) দ্বীনদার, বিশ্বস্ত সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। কেউ তাঁকে মিথ্যা বর্ণনা করার অভিযোগ দেয় নি। তিনি আল্লাহর দ্বীনের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনায় পূর্ণ সত্যবাদী ছিলেন।"

"عقود الجواهر المنيفة" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হাফিয আবূ নঈম ইস্‌ফাহানী (রাহ.) ইয়াহইয়া ইব্‌ন নসর ইব্‌ন হাজিব (রাহ.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন :

" دخلت على أبى حنيفة فى بيت مملؤ كتبا فقلت ما هذه أحاديث كلها وما حديث به الا اليسيرة الذى منتفع به"

"আমি আবূ হানীফার (রাহ.) নিকট একটি ঘরে প্রবেশ করলাম, যা কিতাবে (পাণ্ডুলিপি) ভর্তি ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কি? বললেন এ সবই হাদীসের কিতাব। এর সামান্য অংশই আমি বর্ণনা করেছি মাত্র, যা থেকে লোকেরা যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে।" হাফিয ইব্‌ন হাজার গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন (রাহ.) আরেকটি কথা উল্লেখ করেছেন:

" كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث إلا بما يحفظة ولا يحدث بما لا يحفظ"

"আবূ হানীফা (রাহ.) খুবই নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিজের মুখস্থ ও সুরক্ষিত হাদীসই কেবল বর্ণনা করতেন। যা তাঁর মুখস্থ নেই, তা তিনি কখনো বর্ণনা করতেন না।"[২]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক বলেন,[৩] " আবূ হানীফা (রাহ.) এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাকে অনুসরন করা আমাদের কর্তব্য মুত্তাকী, পরহিগার, 'আলিম ও ফকীহ। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, মেধা, দূরদৃষ্টি ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে যে 'ইল্‌মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং 'ইল্‌ম ওহীর যে খিদমত ও প্রসার ঘটিয়েছেন সে ব্যপারে কেহ তার সমকক্ষ হতে পারে নি। "

ইমাম শাফি'ঈ বলেন,[৪] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কথা ও কাজ 'ইলম ফিক্‌হ-র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

---

১. عمدة القارى شرح البخارى, (ভারত : মুখতার এণ্ড কোম্পানী) ,২ খ., পৃ.১২।

২. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৮৮।

৩. আল কারদারী,**মানাকিব আল ইমাম 'আযম**,(বৈরুত:দাইরাতুলকিতাব আলআরাবী,১৯৮১),১খ.,পৃ.৪৬।

৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعما , পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আ'যম (রাহ.) এঁর ইল্‌ম সম্পর্কে মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.) (১২৮৩-১৩৩৯হি./১৮৬৬-১৯২১খৃ.)

১৩১৬হি./১৮৯৮খৃ. সালে প্রকাশিত মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.) "النوادر المنيفة فى مناقب أبى حنيفة" শীর্ষক গ্রন্থটি বিভিন্ন বড় বড় মৌলিক গ্রন্থ অবলম্বনে ইমাম আ'যম আবূ হানীফার (রাহ.) শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি প্রধানত এটাই প্রমাণ করার প্রয়াস পান যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ, ফিক্‌হর সর্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ, ফিক্‌হ-স্কুলের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা, হাদীস বর্ণনাকারী, হাফিযে হাদীস, বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, অসাধারণ আবিদ ও আল্লাহ্‌ভীরু ছিলেন। বইটিতে দু'টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্ট রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আছে ১১টি পরিচ্ছেদ। ১ম পরিচ্ছেদ : বংশ পরিচয়, ২য় পরিচ্ছেদ : জন্ম-মৃত্যুর বৃত্তান্ত, ৩য় পরিচ্ছেদ : হাদীস বর্ণনায় আবূ হানীফার (রাহ.) বিশ্বস্ততা এবং তাঁর মর্যাদা নিরূপণ। মাওলানা জৌনপুরী (রাহ.) এতে হাফিয আল কুরাইশী ও আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (মৃ. ১৩০৪হি./১৮৮৭খৃ.) লিখিত[১] 'আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ্' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, অনেকের মতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ৮ জন সাহাবী এবং আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্ ও নাফি মাওলা ইব্‌ন 'উমরসহ অন্যান্য তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আবার তাঁর (আবূ হানীফা) নিকট থেকে বহুসংখ্যক লোক, অর্থাৎ আনুমানিক চার হাজার রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রাহ.) (২০৯-২৭৯ হি./৮২৪-৮৯২ খৃ.) তাঁর জামে তিরমিযীর শেষাংশে ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) এ কথাটি উদ্ধৃত করেন : "আমি জাবির আল-জূফীর চাইতে অধিকতর মিথ্যাবাদী এবং আতা ইব্‌ন রাবাহ-এর চাইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আর দেখিনি।" মাওলানা জৌনপুরী (রাহ.) বলেন, সিহাহ্ সিত্তাহ-এর অন্যতম সংকলক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযীর উক্ত উদ্ধৃতি ভাববার মত বিষয়। কারণ তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর অভিমত নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন। মাওলানা জৌনপুরীর জনৈক ওস্তাদবিশিষ্ট লোকদের কাছে বলতেন, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈর অনুসারিগণ যদি ইনসাফ করতেন এবং তাঁদের ইমামদের বর্ণিত আবূ হানীফার (রাহ.) প্রশংসাসমূহ শুনতে পেতেন, তবে তাঁরা কখনো ইমাম আ'যমের কোন কথাকে দুর্বল বলে মনে করতেন না। মাওলানা জৌনপুরী (রাহ.) তাঁর উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন যে, মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহ.) বলেন :[২]

১. Munawwar Ateeq Rizvi, **Books On the Excellence of Imam Abu Hanifah (Manaqib)**, (http://scholarspen.blogspot.com/2005/11/books-on-excellence-of-imam-abu.html, 2005), P.1.

২. মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, النوادر المنيفة فى مناقب أبى حنيفة, (**জৌনপুর:** আযামুল মাতাবে, ১৮৯৩) : এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

"ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর নিকট থেকে যেসব হাদীস শ্রবণ করেছিলেন, সেগুলো অনেক সিন্দুকে সংরক্ষিত ছিল। সেগুলো তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি ৩০০ তাবি'ঈ ইমাম থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে ৫০০ বর্ণনাকারী হাদীস শ্রবণ করেন।" মাওলানা জৌনপুরী (রাহ.) উক্ত গ্রন্থে ইমাম আ'যমের (রাহ.) ওস্তাদগণের আলোচনায় বলেন, ইমাম আবূ হাফ্স আল-কাবীর (রাহ.) তাঁর 'আল-ইন্তিসার' গ্রন্থে বলেছেন, আবূ হানীফার (রাহ.) ওস্তাদের সংখ্যা চার হাজার। কোন কোন ইমাম বলেছেন, আবূ হানীফার যত সহচর ও ছাত্র ছিলেন, প্রখ্যাত ইমামদের মধ্যে ততটা আর কারুর ছিল না। অস্পষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান ও ফিক্হী আহ্কাম উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উলামা ও জনসাধারণ যতটুকু ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ও তাঁর সহচরদের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, অন্য কারো দ্বারা ততটুকু হননি।

ইমাম আল যাহবী (রাহ.) (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.[১]), তাঁর 'তাবাকাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে বলেন : ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে যারা অভিযোগ করে, তারা ফাসাদ ও ঈর্ষাভরেই তা করে থাকে। তাঁর পক্ষে বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ তিনি অসংখ্য ফিক্হী আহ্কাম উদ্ভাবনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে যুক্তিভিত্তিক শারঈ আহ্কাম উদ্ভাবন করেছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকায় তাঁর হাদীস বর্ণনার বিকাশ ঘটেনি, যেমনটি ঘটেছিল হযরত আবূ বকর (রা.) (ও. ১৩ হি./৬৩৪ খৃ.) ও 'উমর (রা.) (ও. ২৪ হি./৬৪৪ খৃ.)-এর বেলায়। তাঁরা মুসলিম জনগণের উপকার সাধনে শাসনকার্যে ব্যস্ত ছিলেন বলে তাঁদের হাদীস বর্ণনার বিকাশ ঘটেনি, যতটুকু অন্যান্যদের, এমনকি কমবয়স্ক সাহাবীদের বেলায় ঘটেছে। এমনিভাবে আহ্কাম উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকায় ইমাম মালিক (রাহ.) (৯৩-১৭৯হি./ ৭১২-৭৯৫খৃ.) ও ইমাম শাফি'ঈর (রাহ.) (১৫০-২০৪হি./৭৬৭-৮১৯খৃ.) হাদীস বর্ণনাও এতটুকু খ্যাতি লাভ করেনি, যতটুকু আবূ যুর'আ ও ইব্ন মুঈনের মত লোকের ভাগ্যে জুটেছে। এছাড়া 'দিরায়াত' (বুদ্ধি প্রয়োগ) অবলম্বন না করে বেশি সংখ্যাক 'রিওয়ায়েত' (হাদীস বর্ণনা) করা কৃতিত্বের বিষয়ও নয়। মাওলানা জৌনপুরী (রাহ.) বলেন, অধিক হাদীস বর্ণনা করা যদি মর্যাদার মাপকাঠি হতো, তবে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর চাইতে আনাস (রা.) (মৃ. ৯৩ হি./৭১১ খৃ.) ও আবূ হুরায়রা (রা.) (মৃ. ৫৯ হি./৬৭৮ খৃ.)-এর মর্যাদাই বেশি হতো, কারণ তাঁরা অধিকতর হাদীস বর্ণনা করেছেন। কমসংখ্যক হাদীস বর্ণনা এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বনেরই স্বাক্ষর বহন করে। লক্ষ্য করা যায় যে, হযরত আবূ বকর (রা.) ১৩২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) করেছেন এক হাজারেরও বেশি। কিন্তু অধিক হাদীস বর্ণনাড হযরত আবূ বকরের (রা.) উপর হযরত আনাসের (রা.) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না।[২]

১. Hoberman, Barry. **"The Battle of Talas"**, Saudi Aramco World, (**USA:Indiana University**),P.26.
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩৮ হি./১৯২০ খৃ. সালে সমাপ্ত মাওলানা জৌনপুরী (রাহ.) আরেকখানা গ্রন্থ كتاب الحنفاء فى ذكر الضعف والضعفاء রচনা করেন, এতে তিনি উল্লেখ করেছেন–"ইব্‌ন আদী, নাসাঈ (২১৪-৩০২হি. /৮২৯-৯১৫খৃ.), দারুকুতনী (৩০৬-৩৮৫হি./৯১৮-৯৮৫খৃ.), বায়হাকী প্রমুখ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে কটুমন্তব্য করেছেন যে, হাদীস বর্ণনায় তাঁর দুর্বলতা রয়েছে।

মূলত: তারা সকলেই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ছাত্রদের ছাত্র তাদের ও ছাত্র।[১] এ বিষয়ে আমরা ৫-৬ পৃষ্ঠা আলোচনা করেছি।

মাওলানা জৌনপুরীর মতে, তাঁদের এ মন্তব্য সঠিক নয়। তিনি দু:খ করে বলেন, আবূ হানীফার (রাহ.) শিষ্য-অনুশিষ্যগণ 'শায়খুল ইসলাম' 'ইমামুল মুহাদ্দিসীন, 'হাফিয', 'মুহাদ্দিস ইত্যাদি খেতাবে আখ্যায়িত হবেন, আর তিনি নিজে শুধু 'ফকীহ্', এবং অন্যান্যদের মতে 'বা'দুন-নাস' (কোন কোন লোক), আস্‌হাবুর-রায় (রায় অবলম্বী), 'যাঈফ্ ফিল হাদীস' (হাদীসে দুর্বল) আখ্যায় আখ্যায়িত হবেন–এটা কিভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে? অতীব দু:খের ব্যাপার হলো, আবূ হানীফার (রাহ.) শিষ্যের শিষ্যরাই হাদীস বর্ণনায় তাঁর প্রতি দুর্বলতার অভিযোগ এনেছেন। তাঁদের এ অভিযোগ যথাযর্থ নয়। এই পুস্তিকায় মাওলানা জৌনপুরী কয়েকটি নক্‌শার মাধ্যমে আবূ হানীফার (রাহ.) শিষ্যদের এবং অনুশিষ্যদের মধ্যে যে সূত্র ও ধারাবাহিকতা রয়েছে, তা তুলে ধরে এটা প্রমাণের প্রয়াস পান যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- কে যদি দুর্বল বলা হয়, তবে মুহাদ্দিসদের জামায়াতকেই দুর্বল বলতে হবে, এমনকি 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' (হাদীসের ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ)-এর সংকলকগণও দুর্বল বলে আখ্যায়িত হবেন। ফলে এসব হাদীস গ্রন্থে আবূ হানীফার শিষ্যত্বের ধারাবাহিকতায় যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও দুর্বল না বলে পারা যাবে না। আল্লামা যাহবী (রাহ.) প্রমুখ, যাঁরা বিশেষত হাদীসের হাফিযদের ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁরা ইমাম আ'যমকে 'হুফ্‌ফাযে হাদীস' নয় বরং 'হুফ্‌ফাযে হাদীস-এর ওস্তাদ' বলে অভিহিত করেছেন।

এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফাকে (রাহ.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি দুর্বল বলা হয়, তবে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' সংকলনকারী ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্-এঁরা সবাই, এমনকি ফিক্‌হর বড় বড় ইমাম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিষ্যত্বের ধারাবাহিকতায় ইমাম আবূ হানীফার সঙ্গে গ্রথিত রয়েছেন, তাঁরাও দুর্বল বলে আখ্যায়িত হবেন। বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্য মাওলানা জৌনপুরী উপস্থাপিত কয়েকটি নক্‌শার অংশবিশেষ প্রয়োজনীয় গবেষণা করে নিম্নে তুলে ধরা হলো :[২]

---

১. Maida Malik, **Imam Abu Hanifah - Nu'man ibn Thabit,** (**UK:** Islamic Resources Network, http://www.hanafi.co.uk.), P.5; Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,(**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P.7. ; http://www.musulmanesperuanos.com/la_vida_del_imam_abu_hanifah%202.htm; http://www.radioislam.org.za/misc/imaam%20abu%20hanifa.htm.

২. ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.) জীবন ও কর্ম,** (ঢাকা, ১৯৯৫) ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক.[১]

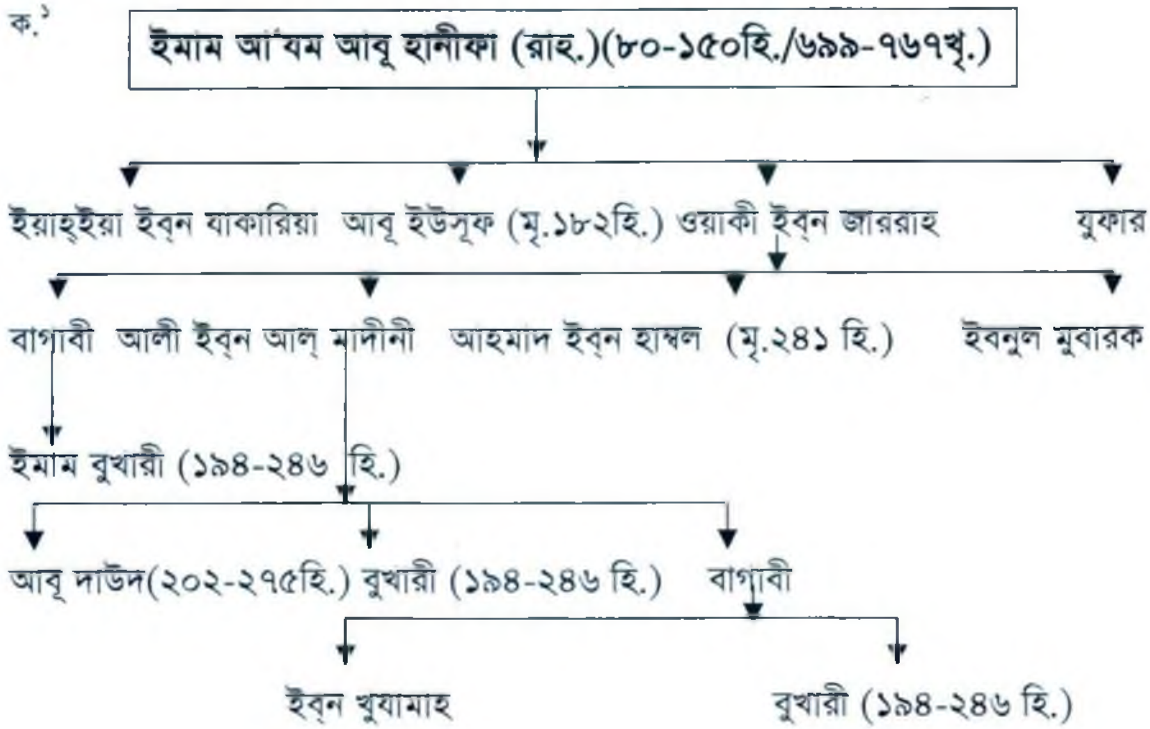

খ.[২]

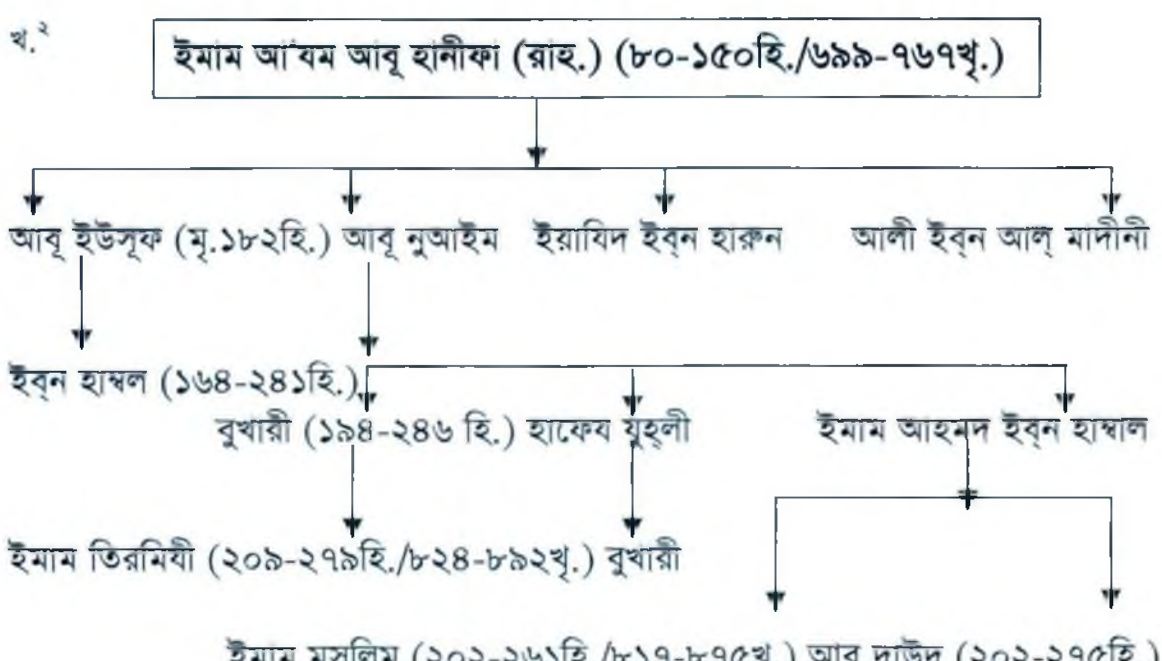

---

১. মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী , কিতাব আল হুনাফা ফী যিকরিয্ যু'ফী ওয়ায যুআফা, (মাহমুদ নগর, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, ভারত : আসী প্রেস, ১৯২০), পৃ. ৫।

২. ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.) জীবন ও কর্ম, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫) পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

গ.[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) (৮০-১৫০হি./৬৯৯-৭৬৭খৃ.)

↓

আবূ ইউসূফ (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.)

↓ ↓ ↓

বাশার ইব্‌ন আবিল আযহার আলী ইব্‌ন আল মাদানী ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১ হি.)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

তিরমিযী (মৃ.২৭৯হি.) বুখারী বাগাবী আবূ দাউদ বাখারী মুসলিম

↓ ↓ ↓

তিরমিযী দারকুতুনী (৩০৬-৩৮৫হি./৯১৮-৯৮৫খৃ.) তিরমিযী (২০৯-২৭৯হি.)

ঘ.[২]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) (৮০-১৫০হি./৬৯৯-৭৬৭খৃ.)

↓

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হি./- ৭৩৬-৭৯৭খৃ.)

↓ ↓ ↓

আহমাদ ইব্‌ন মাসী আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা

↓ ↓ ↓

আবূ দাউদ (২০২-২৭৫হি./৮২৫-৮৮৯খৃ.) বুখারী(১৯৪-২৫৬হি.) মুসলিম(২০২-২৬১হি./৮১৭-৮৭৫খৃ.)

↓ ↓

বুখারী/মুসলিম(২০২-২৬১হি./৮১৭-৮৭৫খৃ.) আবূদাউদ/ইব্‌নমাযাহ(২০৯-২৭৩হি./৮২৪-৮৮৭খৃ.)

'সিফরুস্-সা'আদাত'-এর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহ.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) নিকট সিন্দুক ছিল, যাতে তিনি হাদীসের সনদসমূহ ও গৃহীত হাদীসের ভাষ্যসমূহ সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি যাঁদের নিকটথেকে হাদীস গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাহাবীসহ তিনশ' তাবি'ঈও ছিলেন।

---

১. মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী , **কিতাব আল হুনাফা ফী যিকরিয্ যু'ফী ওয়ায যুআফা, (মাহমুদ নগর, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, ভারত :** আসী প্রেস, ১৯২০), পৃ. ১২।

২. মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী , **কিতাব আল হুনাফা ফী যিকরিয্ যু'ফী ওয়ায যুআফা,** পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) নিকট থেকে 'মুসনাদ' বর্ণনাকারীর সংখ্যা ছিল ৫০০। তিনি চার হাজার ওস্তাদের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন। হাফিয আল যাহবী (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.), ইব্‌ন হাজার মাক্কী (৯০৯-৯৭৪ হি./১৫০৩-১৫৬৬ খৃ.) ও শাফি'ঈ প্রমুখও এসব তথ্য উল্লেখ করেন। এটা শুধু হানাফীদের কথা নয়, শাফি'ঈ মাযহাবের ইতিহাসবিদরাও এ তথ্যগুলোর সত্যতা স্বীকার করেছেন। মাওলানা জৌনপুরী দুঃখ করে বলেন, আবূ হানীফার এত ওস্তাদথাকা সত্ত্বেও তাঁকে মাত্র ১৭টি হাদীসের হাফিয বলা কত বড় অন্যায়! মাত্র ১৭টি হাদীস পেয়ে থাকলে ইমাম যাহবী প্রমুখ তাঁকে কি করে 'হাফিয হাদীস' রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং বর্ণনাকারিগণ ৯০০টি হাদীস কি করে তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করলেন?[১] হাদীস বর্ণনায় তাঁর মধ্যে দুর্বলতা থাকলে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'-র অন্তর্গত নাসাঈ ও তিরমিযী-তে আবূ হানীফার বর্ণনা (রিওয়ায়েত) থাকতো না।[২] আল্লামা যারকানী (রাহ.) মু'আত্তা-এ-মালিক-এর ব্যাখ্যা-গ্রন্থে বলেন, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে ৫০০ বা ৭০০ বা ১০০০ বা ১৭০০ বা ১৬৬৬টি হাদীস বর্ণিত আছে।[৩]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবূ হানীফার (রাহ.) গ্রহণ-বর্জনের নীতি ব্যাখ্যা করে মাওলানা জৌনপুরী বলেন, ইমাম আ'যম আবূ হানীফার (রাহ.) মতে, সাহাবীর ভাষ্য পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে 'ক্বিয়াস' (Inference)-এর পর্যায়ে আসা বৈধ নয়।[৪] 'উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফাহ্' গ্রন্থ থেকে মাওলানা জৌনপুরী (রাহ.) ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) এ ভাষ্যটি উদ্ধৃত করেন যে,[৫] "মুজ্‌তাহিদদের রায়ের চাইতে আমার নিকট দুর্বল হাদীস অনেক প্রিয়।" ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) সকল সহচর ও অনুসারিগণ এই মত পোষণ করতেন যে, হাদীস পাওয়া গেলে, তা যতই দুর্বল হোক না-কেন, সেই ক্ষেত্রে ক্বিয়াস তথা ইজ্‌তিহাদের উপর এর (হাদীসের) প্রাধান্য দিতে হবে।[৬] কোন প্রকার হাদীস না পাওয়া গেলেই তাঁরা ক্বিয়াস প্রয়োগ করতেন।[৭] মুজ্‌তাহিদের অবশ্য কর্তব্য হলো, যতক্ষণ কোন বিষয়ের বিধান কুরআন বা হাদীস বা ইজমায় (সাহাবীদের সর্বসম্মত মত) পাওয়া যাবে, ততক্ষণ ক্বিয়াসের দিকে ধাবিত হওয়া বৈধ নয়, বরং হারাম।[৮] কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সপ্তাহ কেন, মাস-মাসব্যাপী তাঁর মুজ্‌তাহিদ ছাত্রদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ৪০ জন ইজ্‌তিহাদের যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় গবেষণার সুবিধার জন্য তিনি তাঁর ছাত্রদের নিকট থেকে হাদীস শুনতেন এবং গ্রহণ করতেন। এতে তিনি কোন সময় লজ্জা অনুভব করতেন না।[৯] উচ্চস্তরের আল্লাহর ওলীগণের স্বভাব এমনই হয়।

---

১. মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী , **কিতাব আল হুনাফা ফী যিকরিয্ যু'ফী ওয়ায যুআফা**, পৃ. ৩৭-৩৮।

২. ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.) জীবন ও কর্ম**, পৃ. ১৩৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৪-৮. মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী , **কিতাব আল হুনাফা ফী যিকরিয্ যু'ফী ওয়ায যুআফা**, পৃ. ৪৪।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা

কাযিউল কুযাত হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)(১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.) বলেন[১],

"ما رايت احدا اعلم بتفسير الحديث من ابى حنيفة وقال كان ابا حنيفة لا يرى ان روى من الحديث الا ما حفظه عن الذى سمعه منه-"

"হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি।" ।

যাঁরা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ সঠিকভাবে বুঝে পড়ে ও সে অনুযায় হুবহু আমল করে তাঁরা স্বভাবিকভাবেই অন্য সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞানী হয়। তিনি প্রখর উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সময়ের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাঁর কাছে মর্ম ও মাসাঈল সম্পর্কিত বিষয়াবলীর বিরাট সমাবেশ বন্যার মত উথলিয়ে পড়ত। চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর কোন জড়তা ও স্থবিরতা ছিল না। তর্কে-বিতর্কে কখনো নিশ্চুপ হয়ে থাকতেন না। যতক্ষণ হক তাঁর পক্ষে থাকত, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূলে দলীল-প্রমাণাদি পেশ করতে থাকতেন এবং বিতর্ক চালিয়ে যেতেন।[২] হযরত 'আলী ইব্‌ন আসিম (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর বুদ্ধিকে সারা জগৎ বাসীর বুদ্ধির সাথে ওজন করা হয়, তাহলে তার বুদ্ধির ওজনই বেশী হবে।[৩] হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (রাহ.) বলেন, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন। এ দু'বিষয়ে অত্যন্ত অবগত ছিলেন।[৪] হযরত ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা (রাহ.) বলেন, আমি রূহ ইব্‌ন উবাদা (রাহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন যে, আমি ইব্‌ন জুরাইহ (রাহ.) এর নিকট অবস্থান করছিলাম। অত:পর তার কাছে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ইন্তেকালের সংবাদ পৌঁছে। তখন তিনি ইন্নানিল্লাহে পড়লেন এবং অত্যন্ত সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। অত:পর বললেন, অনেক 'ইল্‌ম চলে গেল। হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল ঈসা (রাহ.) বলেন, এটা আমাদের মিথ্যা কথা হবে না, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সিদ্ধান্ত থেকে ভাল সিদ্ধান্ত কখনো শুনিনি। আমরা তাঁর অনেক মতামতই গ্রহণ করেছি।[৫] ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি এমন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর বিপক্ষ দলের

---

১. **Radd-i Wahhabi ends here. India:** 1264 (1848 A.D.) and **Istanbul:** 1401 (1981 A.D.); মুফতী হিফজুর রহমান, **ইমাম আবূ হানীফার অবদান,** পৃ.২৭ ; http://hujra.forumwise.com/, P. 41.

২. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৩৭।

৩. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.),** পৃ. ৯৮।

৪. আল্লামা আব্দুল হাই ইব্‌ন আব্দুল হালীম লাখনবী, মৃ. ১৩০৪ হি., **মুকাদ্দামাতু উমদাতির রি'আয়াহ,** পৃ. ৩৭।

৫. ফকীহ শায়খ আব্দুল লতীফ ইব্‌ন শায়খ মুহাম্মাদ হাশেম আল কারণী আস সিন্দী, মৃ. ১১৮৯ হি./১৭৭৫খৃ., **যাববু যুবাবাতিল লাবীব,** ২ খ., পৃ. ৪০৯।

৬. আয যাহবী, **সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা,** (বৈরুত :মুয়াস্‌সাসাহ আল রিসালাহ , ১৯৯০খৃ.), ৬ খ., পৃ. ৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

লাইস ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করেন যে, 'আমি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সাক্ষাত লাভের জন্য তাঁর দরবারে গেলাম এবং দেখলাম বেশ কিছু লোক এক ব্যক্তিকে ঘিরে রেখেছেন। তারা মাসাইল জিজ্ঞাসা করেছন, আর তিনি জবাবের পর জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি জবাবের সত্যতার চেয়ে দ্রুততায় বেশী অবাক হয়েছি। মোকাবিলায় এবং তাদেরকে হতবাক করার উত্তম কৌশল কি, তা তিনি জানতেন।'

বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার কিছু পরিচয় তুলে ধরা হল

১. ওসীয়্যাত ও ইয়াহূদীকে জ্ঞান দান

এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে তাঁর অনুপস্থিতিতে ওসীয়্যত করলেন। কাযী ইব্‌ন শুবরুমার আদালতে এই বিষয়টি উত্থাপিত হলো। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সাক্ষী পেশ করলেন যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় আমার অনুকূলে ওসীয়্যত করেছেন।

কাযী ইব্‌ন শুবরুমা বললেন, আবূ হানীফা ! আপনি কি শপথ করবেন যে আপনার সাক্ষী সত্য বলছে ? ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, আমার উপর কসম আপতিত হচ্ছে না, কেননা আমি সে সময় উপস্থিত ছিলাম না। কাযী ইব্‌ন শুবরুমা বললেন, আপনার অনুমান কাজে আসবে না। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, ঠিক আছে, বলুন তো, কোন অন্ধ ব্যক্তির মাথা কেউ কাটিয়ে দিল এবং দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করল। তবে কি অন্ধ লোকটি শপথ করে বলবে যে, এদের সাক্ষ্য প্রদান সত্য ? অথচ সে তো দেখে নাই। ইব্‌ন শুবরুমা কোন জবাব দিতে না পেরে ওসীয়্যত মেনে নিলেন।[২]

কূফার এক ব্যক্তি বলত যে, হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.) ইয়াহূদী ছিলেন (নাউযূবিল্লাহ্‌) কিন্তু কেউই তাকে বুঝাতে সক্ষম হলো না যে, তিনি মুসলমান ছিলেন। অথবা তার বিশ্বাস পরিবর্তন করাতে কেউ পারল না। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তার কাছে এলেন এবং বললেন, আমি তোমার সঙ্গে আত্মীয়তার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। সে বলল, কার জন্য ? তিনি বললেন, তোমার কন্যার জন্য। ছেলেটি (পাত্র) অত্যন্ত ভদ্র, ধনবান, হাফিয-এ কুরআন, দানশীল ইবাদত গুযার, আল্লাহ্‌-ভীতি সম্পন্ন। লোকটি বলল, অত্যন্ত আনন্দের কথা।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, তবে এতে একটি প্রশ্ন আছে। লোকটি বলল, কি প্রশ্ন ? তিনি বললেন, পাত্রটি ইয়াহূদী। লোকটি বলল, সুব্‌হানাল্লাহ্‌! আপনি কি আমাকে ইয়াহূদী পাত্রের নিকট আমার কন্যাকে বিয়ে দিতে বলছেন ? ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, নবী করীম (সা.) স্বীয় কন্যাকে ইয়াহূদীর নিকট বিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর বিষয়ে তার যে ধারণা, লোকটি বলল: আসতাগফিরুল্লাহ! আমি আল্লাহ্‌র সমীপে তাওবা করছি।[৩]

---

১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৯৮।

২. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৯৮।

৩. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. রোমান সম্রাটের পরাজয় ও ইসলামের বিজয়

তাবি'ঈদের যমানার কথা ৯২ হি./ ৭১১ খৃ. তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বয়স বার অথবা তের হবে, কূফা ছিল তাখন ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী। বড় বড় মুজতাহিদ, মুহাদ্দিসগণের পদচারনায় কূফা নগরী মুখরিত থাকতো।

একদিন রোমান সম্রাটের এক প্রতিনিধি বাগদাদ আসল এবং তৎকালীন খলীফাকে বলল আমি রোমান সম্রাটের নিকট থেকে মুসলানদের জন্য তিনটি প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে এসেছি। পরিস্থিতি এমন ছিল যে উত্তর না দিতে পারলে গোটা রোমান জাতি ইসলামকে নিয়ে বিভিন্ন কটু কথা বলবে। উল্লেখ্য তখন যুগটাই ছিল বহাস বা তর্কযুদ্ধের তাই জয় পরাজয়ের গুরুত্ব ছিল খুবই বেশী।

তখন খলীফা সকল বিখ্যাত মুসলিম ব্যাক্তিদের ডাকলেন এবং রোমন নেতাকে তার প্রশ্ন করার জন্য বললেন। রোমান তার তিনটি প্রশ্ন করল। আল্লাহর পূর্বে সেখানে কি ছিল? কোন দিকে আল্লাহর মুখ করে থাকেন? এ মূর্হুতে আল্লাহ কি কাজ করছেন?

প্রশ্ন করার সাথে সাথে গোটা মজলিশ নিশ্চুপ হয়ে গেল। রোমন নেতা বলছে কেহ কি পারবে উত্তর দিতে? তখন মজলিশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও ইসলামিক গবেষকদের মাঝখানে বসা সাবিত ইব্‌ন জুতা তাঁর ছেলেটির দিকে তাকালো, কেহ যখন উত্তর দিচ্ছে না, সে কি কিছু বলবে?, ছেলেটি বলল আব্বাজান আমি উত্তর দিব রোমনকে নিশ্চুপ করতে! তখন ছেলেটি খলীফার অনুমতি চাইলেন এবং খলীফা তাঁকে অনুমতি দিলেন।

রোমান লোকটি তেজসী ছেলেটিকে প্রথম প্রশ্ন করল, আল্লাহর পূর্বে সেখানে কি ছিল?

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি অংক গণনা করতে জানেন?

রোমন লোকটি বলল, হ্যা জানি, এটা তো আমার নিকট খুব সহজ ব্যাপার।

তাহলে দশ থেকে নিচের দিকে গুণতে থাকেন।

রোমন লোকটি গুনতে আরম্ভ করল দশ, নয়, আট, সাত ... ...। যখন এক এ আসল তখন লোকটি থেকে গেল।

ছেলেটি প্রশ্ন করল এক এর আগে কি ছিল?

রোমান উত্তর দিল এক এর আগে তো কিছুই ছিল না!

তখন ছেলেটি বলল, সাধারন গানিতিক (Arithmetic) এক এর আগে যদি কিছুই না থেকে থাকে তাহলে আপনি কিভাবে আশা করেন চরম সত্য মহাসত্য (Absolute truth) এক এর আগে কিছু ছিল? তাঁর আগে নয় বরং তাঁর পরে, মাঝামাঝি, প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন কিছুই ছিল না ?[১]

---

১. Dr. G.F. Haddad, **The Wise Young Muslim Boy**,(**UK**), 2006. P. 7 ; www. sunniforum.com; Islamic مالس Hujra, **Imam Abu Hanifa Life And Works,** (**Internet:** http://hujra.forumwise.com/hujra-forum-79.html, 2006), P.1.

Dhaka University Institutional Repository

রোমান লোকটি আবাক হয়ে গেল ছেলেটির সরাসরি তেজসী উত্তরে যেখানে বিন্দুমাত্র ভূল নেই। তারপর সে তার দ্বিতীয় প্রশ্ন করল, তাহলে আমাকে বল, আল্লাহ কোন দিকে মুখ করে থাকেন?

ছেলেটি বলল, একটি মোমবাতি আনুন এবং আলো জ্বালান এবং আমাকে বলুন মোমবাতির আলো কোন দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে?

লোকটি খুব সাহসের সাথে উত্তর দিল, আলোটি চারদিকেই আলো ছড়াচ্ছে উত্তর দক্ষিন পূর্ব পশ্চিম সবদিকেই কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে আলো ছড়াচ্ছে না।

তখন ছেলেটি কান্না শুরু করে বললেন, যদি সামান্য একটি পর্দাথের মোমবাতি (Physical light) চারদিকেই আলো ছড়ায়, আর আপনি যদি আমাকে একটি নির্দিষ্ট দিকে ফিরে থাকার কথা বলতে না পারেন, তাহলে আপনি কি আশা করেন 'নুরুসসামা ওয়াতি ওয়াল আরদ' আল্লাহ মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীকে পরিব্যপ্ত করে আছেন তাঁর নুর দ্বারা, নুরুন আলা নুর (Light upon light) - আলোর উপর আলো সেই মহাআলো থেকে? আল্লাহ সর্বাস্থায় সর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন!

রোমান লোকটি ছেলেটির উত্তর শুনে বোকা হয়ে গেল তাঁর উত্তর এমনই যে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই! ছোট একটি ছেলে তাঁর এত বড় চ্যালেঞ্জকে ধুলিসাৎ করে দিচ্ছে! তখন সে তার শেষ প্রশ্ন করে তাঁকে পরাজিত করতে চাইল। এমন সময় ছেলেটি বলে উঠল, থামুন জনাব। আপনি এ মজলিশে একমাত্র ব্যাক্তি যে প্রশ্ন করছেন এবং আমি একমাত্র ব্যাক্তি যে উত্তর দিচ্ছি। আপনি উপরে দঁড়িয়ে আছেন আর আমি নিচে আছি। ভাল হয় আমরা স্থান পরিবর্তন করি যাতে আপনি প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিলে সকলে ভাল করে জবাব শুনতে পরে। তখন রোমান নেতা বলল ঠিক আছে সে নিচে নেমে এলো এবং ছেলেটি উপরে উঠে দাঁড়ালো।

রোমান নেতা এবার তার সবশেষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে শেষ প্রশ্নটি করল, এ মুহূর্তে আল্লাহ কি কাজ করছেন?

ছেলেটি গৌরবে সাথে উত্তর দিল, এ মুহূর্তে যখন আল্লাহ কোন মিথ্যাবাদী ও ইসলাম বিরোধী লোককে উপরে দেখেন তাকে নিচে নামিয়ে দেন এবং যে আল্লাহর একাত্ববাদে বিশ্বাস করে তাঁকে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য উপরে উঠিয়ে দেন। "প্রতিদিনই আল্লাহ তাঁর চিরন্তন শক্তি কাজে লাগান।"[১]

রোমান নেতার কিছুই করার ছিল না সবকিছু রেখে নিজ দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া, সে চরমভাবে হেরে গেল।

সেই তেজসী ছেলেটিই বড় হয়ে গোটা মানবজাতির ইমাম হলেন এবং তিনি ইমাম আ'যম নামে খ্যাতি লাভ করলেন তিনিই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)।[২]

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সুরাঃ আর রাহমান, আয়াতঃ ২৯।

২. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** (**হায়দরাবাদ :** দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.)। ; Dr. G.F. Haddad, **The Wise Young Muslim Boy,(UK)**, 2006, P. 8 ; www. sunniforum.com.

Dhaka University Institutional Repository

৩. জটিল মাসআলার সহজ সমাধান

হযরত ওয়াকী' (রাহ.) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.), সুফয়ান সাওরী (রাহ.) (৯৫-১৬১ হি./৭১৪-৭৭৮ খৃ.), মুসরীর ইব্ন কুদাম (রাহ.) এবং আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ এক ওলীমার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন। এক ব্যক্তি তার দু'মেয়েকে অন্য একজনের দু'ছেলের সাথে বিবাহ দিল। মেহমানগণ সকলে একত্র হলে হঠাৎ গৃহকর্তা এসে মাথায় হাত রেখে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে! মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে!! বাসর রাতে ভূলক্রমে একজনের বিবিকে আরেকজনের ঘরে শোয়ানো হয়েছে।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, উভয়েই কি সহবাসও করে ফেলেছে? গৃহকর্তা বলল, হ্যাঁ। হযরত সুফয়ান সাওরী (রাহ.) তখন বললেন, হুবহু এমন একটি মাসআলার ক্ষেত্রে হযরত 'আলী (রা.)-এর ফয়সালা রয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে বলেছিলেন, "সহবাসের কারণে উভয় পুরুষের ওপর মোহর ওয়াজিব হবে। আর প্রত্যেক স্ত্রী নিজ নিজ স্বামীর কাছে ফিরে যাবে।"[২]

লোকেরা সকলে নীবর-নিস্তব্ধ। মনোযোগ দিয়ে তারা সুফয়ান সাওরী (রাহ.) -এর কথা শুনছিল। আবূ হানীফা (রাহ.) ও তখন চুপচাপ বসে ছিলেন। হযরত মুসরীর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলুন। ইমাম আ'যম (রাহ.) তখন বললেন, উভয় স্বামী আমার কাছে আসবে, তাহলে জবাব দিবো। লোকেরা উভয়জনকে নিয়ে গেল। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রত্যেককে আলাদা আলাদা জিজ্ঞেস করলেন, যে মেয়ের সাথে তোমার বাসর হয়েছে তাকে কি পছন্দ হয়? উভয়েই বলল, হ্যাঁ, পছন্দ হয়। তখন আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, তাহলে যে মেয়ের সাথে তোমাদের বিয়ে হয়েছে তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং যার সাথে বাসর হয়েছে তাকে নতুন করে বিয়ে করে নাও। লোকেরা আবূ হানীফা (রাহ.) -এর কথা খুব পছন্দ করল।[২]

মুসরীর ইব্ন কুদাম নিজ জায়গা থেকে উঠে গিয়ে আবূ হানীফা (রাহ.) -এর কপালে চুমু খেলেন এবং বললেন, তাকে আমি মুহাব্বত করি, এই জন্য লোকেরা আমাকে তিরস্কার করে থাকে। এখন আমি আর তাদের সে তিরস্কারের বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না।[৩]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, ১৬ অ., পৃ. ২৬৫;(دار العلوم ديوبند) محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان, পৃ. ২২১।

২. Islamic مالس Hujra, **Imam Abu Hanifa Life And Works**, (**Internet:** http://hujra.forumwise.com/hujra-forum-79.html, 2006), P.1.

৩. Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,(**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P. 221।

৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, ১৬ অ., পৃ. ২৬৫;(دار العلوم ديوبند) محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان, পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বুদ্ধির পরামর্শ

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারক (রাহ.) বর্ণনা করেন যে,[১] এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) -এর খেদমতে এসে আরয করল, 'আমি আমার প্রয়োজনে ঘরের দেয়ালে একটি জানালা খুলতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?'

ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন : দেয়াল যেহেতু তোমার তাহলে খুলতে পারো, কোন বাঁধা নেই। তবে সাবধান প্রতিবেশীর ঘরে নজর পড়তে পারবে না। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ না-জায়েয। লোকটির প্রতিবেশী যখন জানতে পারল যে, দেয়ালে জানালা খোলা হবে তখন সে কাজী ইব্ন আবি লাইলার খেদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ দায়ের করল। কাজী (এলাকার বিচারক, মাদবর বা মোড়ল) সাহেব ঐ লোককে জানালা খুলতে নিষেধ করে দিলেন। লোকটি আবূ হানীফা (রাহ.) -এর খেদমতে হাজির হল এবং কাজী সাহেবের ফয়সালা শুনাল। আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, 'কাজী সাহেব যদি জানালার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে থাকেন তাহলে এখন তুমি যাও, দেয়ালে দরজা বানানো শুরু কর।'

লোকটি বাড়ীতে গিয়ে দরজা বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। প্রতিবেশী জানতে পেরে তাকে নিষেধ করল এবং আবার কাজী ইব্ন লাইলার কাছে তাকে নিয়ে গেল। কাজী সাহেব দরজা বানাতেও নিষেধ করলেন। ঐ লোকটি আবার ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর কাছে গেল এবং কাজী সাহেবের নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা তুলে ধরল।

আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, তোমার পুরো দেয়ালের মূল্য কত হবে? লোকটি বলল, তিন দীনার। ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন, 'এখন যাও পুরো দেয়াল ভেঙ্গে ফেল। আমি তোমার তিন দীনারের দায়িত্ব নিলাম।' লোকটি ঘরে আসল এবং দেয়াল ভাঙ্গতে গেল। প্রতিবেশী পুর্বের ন্যায় এখনো বাঁধা দিল এবং কাজী সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। কাজী সাহেব তখন প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কী আশ্চর্য? দেয়াল তো সে লোকের। যা ইচ্ছা তাই সে করার ক্ষমতা রাখে। তুমি চাও যে, তাকে তার নিজ দেয়াল ভাঙ্গতে আমি বাঁধা দেই?' অত:পর দেয়ালের মালিককে বললেন, 'যাও দেয়াল ভেঙ্গে ফেল কিংবা যা ইচ্ছা তাই কর।'

প্রতিবেশী বলল, জনাব কাজী সাহেব! আপনি অনর্থক আমাকে পেরেশানীতে ফেলেছেন। সে তো শুধু একটি জানালা খুলতে চেয়েছিল। তা আপনি নিষেধ করে দিলেন, অথচ পুরো দেয়াল ভাঙ্গার চেয়ে একটি জানালা খুলাই তো আমার জন্য ভাল ছিল। কাজী সাহেব বললেন, 'এ লোক এমন একটি ব্যক্তিত্বের পরামর্শ অনুযায়ী চলে, যিনি আমারও ভুল ধরে থাকেন।[২] এখন আমার ভুল যেহেতু প্রকাশ পেয়ে গেছে, তাই

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان,
১৬ অ., পৃ. ২৫৭।

২. প্রাগুক্ত, ১৬ অ., পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

কী আর করার আছে? এখন যদি কিছু বলতে যাই তাহলে আমাকে আরো লজ্জা পেতে হবে।

৫. রামাদানের মাসআলা

এক লোক হলফ করে বলল, 'রামাদান মাসে দিনের বেলা আমি আমার বিবির সাথে সহবাস করব।' এখন সে যদি সহবাস করে তাহলে রোযা ভাঙ্গবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে। এছাড়া কবীরা গোনাহও হবে। আর যদি না করে তাহলে কসম ভেঙ্গে যাবে।

লোকটি ভীষণ জটিলতায় পড়ল। অনেকের কাছে সমাধান চাইল। কিন্তু কেউ দিতে পারল না। অবশেষে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর কাছে গেল এবং ঘটনা শুনাল। ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন, "তুমি তাকে নিয়ে সফরে রওয়ানা হয়ে যাও। অত:পর দিনের বেলা সহবাস কর। কোন অসুবিধা হবে না।"[১]

৬. তালাক থেকে নাজাত

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) -এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল যে, এক ব্যক্তি পানি ভর্তি একটি পিয়ালা হাতে নিয়ে যদি রাগ করে বিবিকে বলে, 'আমি যদি এই পিয়ালার পানি পান করি বা ফেলে দেই অথবা এই ভর্তি পিয়ালা মাটিতে রেখে দেই, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির হাতে তুলে দেই, তাহলে তুমি তালাক।' এখন প্রশ্ন হল কী পন্থা অবলম্বন করা গেলে স্ত্রীকে তালাক থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে?[২]

ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন : লোকটি পিয়ালার ভিতর কাপড় ঢুকিয়ে রাখবে যাতে পিয়ালার সমস্ত পানি কাপড়ে চুষে নেয়। অত:পর পিয়ালা খালি হলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। মাটিতেও রাখতে পারবে কিংবা কারো হাতে তুলেও দিতে পারবে। কারণ খালি পিয়ালার সাথে তালাকের কোন সম্পর্ক নেই।

৭. মানুষ সবচেয়ে বেশি সুন্দর, -তার প্রমাণ

ইমাম কুরতুবী (রাহ.) বর্ণনা করেন যে, ঈসা ইব্‌ন মুসা হাশেমী খলীফা আবূ জা'ফর মানসুরের এবজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি তার স্ত্রীকে অত্যধিক ভালবাসতেন। একদিন চাঁদনী রাতে স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশার ছলে বলে ফেললেন, "তুমি তিন তালাক, যদি চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও।"[৩]

এ কথা বলার সাথে সাথে স্ত্রী উঠে পর্দার আড়ালে চলে গেল এবং বলল, আপনি তো আমাকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন।

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২৫৭।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।
৩. Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,পৃ. ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ব্যাপারটি যদিও হাসি-তামাশার ছিল, কিন্তু বিধান এই যে, পরিস্কার তালাক শব্দ হাসি-তামাশার ছলে উচ্চারণ করলেও তালাক হয়ে যায়।

ঈসা ইব্‌ন মুসা তো অবাক। চরম অস্থিরতার মাঝে রাত কাটালেন। প্রত্যুষে খলীফা আবূ জা'ফর মানসুরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন, খলীফা শহরের বিশিষ্ট ফাতওয়াবিদ উলামায়ে কিরামকে ডেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে,'তালাক হয়ে গেছে।'

তারা ভেবেছেন যে, চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একজন আলিম যিনি ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর শিষ্য ছিলেন তিনি চুপচাপ বসে ছিলেন। অন্যান্য 'ওলামায়ে কিরামের সাথে তিনি একমত পোষন করেন নি।

খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তখন তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে সূরা 'ত্বীন' তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, 'মানুষ মাত্রেরই অবয়ব সুন্দরতম। কোন কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়।'

একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিভুত হলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। পরিশেষে খলীফা ফয়সালা দিলেন যে, তালাক হয়নি।

৮. কসম ভাঙ্গবেনা

কাজী শুরাইক বর্ণনা করেন যে, একবার বনী হাশিমের কোন সরদার পুত্রের মৃত্যু হলে তার জানাযায় সুফয়ান সাওরী (রাহ.) ইব্‌ন শুররুমা ইব্‌ন আবি লাইলা, আবূল আহওয়াস, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রমূখ 'ওলামায়ে কিরাম এবং শহরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা উপস্থিত হন। জানাযা মাঠে নেয়ার পথে বহনকারী লোকেরা ঘটনাক্রমে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়।

ইত্যবসরে ছেলেটির মা অস্থির হয়ে ঘর থেকে বাইরে চলে এসে জানাযার ওপর তার নিজের পরিহিত কাপড়ের একাংশ বিছিয়ে দেয়। ফলে তার মাথা এবং শরীরেরও কিছু অংশের সতর খুলে যায়। মহিলা ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের, হাশেমী বংশের। তার এই অবস্থা দেখে মাইয়েতের পিতা চরম ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি এখান থেকে ফিরে যাও।' কিন্তু মহিলা যেতে অস্বীকার করল। পিতা কসম খেয়ে বলল, ফিরে যাও, তা না হলে তোমাকে তালাক।

মহিলাও তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে বলল, জানাযার নামাযের পূর্বে যদি আমি চলে যাই, তাহলে আমার সকল গোলাম আযাদ। স্বামী স্ত্রীর কথা শুনে সকলে হতবাক।[১] এখন কীভাবে এই জটিলতা নিরসন করা যায়-এ নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। বড় বড় উলামা, ফুকাহা উপস্থিত ছিলেন। কেউ মুখ খুলছেন না। মাইয়েতের পিতা তখন ইমাম আ'যম (রাহ.) কে লক্ষ্য করে বললেন, হযরত! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আ'যম (রাহ.) তখন স্বামী স্ত্রী উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কে কীভাবে কসম খেয়েছো। তারা উভয়ে নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরল। ইমাম আ'যম (রাহ.) তখন বললেন, জানাযার নামায এখানেই হবে। পিতাকে জানাযা পড়াতে নির্দেশ দিলেন। পূর্বেই যারা মাঠে চলে গিয়েছিল, সকলে ফিরে আসল এবং এখানে নামায হল। অত:পর ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন, মাইয়্যেতেকে কবরে নিয়ে চল। মাকে বললেন, তুমি ঘরে চলে যাও। তোমার কসম পূরণ হয়ে গেছে।

ইব্‌ন শুবসুমা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ফয়সালায় বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন, সত্যিকারঅর্থে আপনার মত জ্ঞানী লোক জন্ম দিতে সকল মহিলা অপারগ।

৯. দিরহামও ফিরে পেলাম, মোশকও পেলাম

আল্লামা আবনুল জওযী থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম আ'যম (রাহ.) নিজেই তার একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমি একবার জনশূন্য ময়দানে সফর করছিলাম। হঠাৎ তীব্র পিপাসার সম্মুখীন হলাম। আশে পাশে কোথাও পানি ছিল না।

ইতোমধ্যে এক বিদুঈন আমার কাছে আসল। দেখলাম তার মোশকে কিছু পানি আছে। আমি তার কাছে পানি চাইলাম। কিন্তু সে সামান্য পানি দিতে অস্বীকার করল এবং বলল, পাঁচ দিরহামে বিক্রি করবো। আমি তখন পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে তার পানি মোশকসহ খরিদ করে নিলাম। কিছু পানি পান করলাম। আরো কিছু মোশকে রয়ে গেল। বেদুঈনকে বললাম, আমার কাছে ছাতু আছে। ভাল লাগলে খেতে পার। বেদুঈন বলল, হ্যাঁ, বের কর। আমি তখন তার সামনে ছাতু পেশ করলাম যাতে যায়তুনের তেল মিশ্রিত ছিল। সে খুব পেট ভরে আহার করল। আহার শেষে তারও তীব্র পিপাসা লাগল। এবার আমার কাছে তখন সে পানি চাইল। আমি বললাম, জনাব! পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। এরচেয়ে' কমে দিব না। আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, ছাতু এবং যয়তুনের তৈল খাওয়ার দরুন তার খুব গরম লাগছিল। পিপাসাও তীব্রতর হচ্ছিল। পানি খরিদ করা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

তাই বাধ্য হয়ে সে আমাকে সেই পাঁচ দিরহাম ফেরত দিল। তাকে এক পিয়ালা পানি দিলাম। এভাবে আমি আমার দিরহামও পেয়ে গেলাম, অতিরিক্ত মোশকও পেলাম।[১]

১০. সিঁড়িসহ নীচে নামিয়ে রক্ষা

একবার ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর কাছে লোকেরা এমন একটি জটিল মাসআলা পেশ করল যা তার সমসাময়িক কেউ বুঝে উঠতে পারেন নি।[২]লোকেরা জিজ্ঞেস করল,

---

১. মাওলানা হাবীবুর রহমান, **ইমাম আ'যমের গল্প শোন**, (পল্লবী, ঢাকা: আল-কাউসার লাইব্রেরী, ২০০৪ ইং), পৃ.৩৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

এক মহিলা ঘরের ছাদে যাওয়ার জন্য সিঁড়িতে চড়ল। হঠাৎ তার স্বামী তাকে দেখে ফেলল। স্ত্রীর এ কাজটি স্বামীর কাছে খুবই অশালীন মনে হল। তাই স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সে বলল : "এখন যদি তুমি উপরে উঠ তাহলেও তালাক, নীচে যদি নাম, তাহলেও তালাক।" এই পরিস্থিতে কী পন্থা অবলম্বন করলে স্ত্রীকে তালাক থেকে বাঁচানো যাবে?

ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন : এহেন মূহূর্তে স্ত্রী উপরেও চড়বে না, নীচেও নামবে না। কয়েকজন লোক সিঁড়ি ধরে নীচে নামিয়ে ফেলবে। তাহলে তালাক হবে না। কেননা সে সিঁড়ির উপরেও যায়নি নীচেও নামে নি। লোকেরা বলল, এছাড়া কি আরো কোন পন্থা আছে? ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন, হ্যাঁ, কয়েক জন মহিলা সিঁড়িতে চড়ে তাকে বহন করে নীচে নিয়ে আসবে। এ অবস্থায়ও তালাক হবে না। কারণ স্ত্রী স্বেচ্ছায় নীচেও নামে নি, উপরেও উঠে নি।[১]

১১. বিবি ফিরে পেল

একবার লু'লু' কবিলার কিছুলোক কূফায় আসল। তাদের একজনের স্ত্রী সৌন্দর্য ও বেশ-ভূষায় ছিল অতুলনীয়। কূফার এক নওজোয়ান তার প্রেমে পড়ে গেল এবং সে মহিলাও নওজোয়ানের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। নওজোয়ান দাবী করে বসল, এই মহিলা আমার স্ত্রী। মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হলে সেও স্বীকার করল যে, আমি এই নওজোয়ানের স্ত্রী। এহেন পরিস্থিতে লু'লু' কবীলার সে লোক-যে মহিলার আসল স্বামী ভীষন পেরেশান হয়ে গেল। কিন্তু তার কাছে কোন সাক্ষী-প্রমাণ ছিল না।

ইমাম আ'যম (রাহ.) ঘটনা শুনে কাজী ইব্‌ন আবি লাইলা এবং আরো অন্যান্য 'ওলামা ও ফকীহগণকে নিয়ে সেই কবীলার অবস্থান স্থলে গেলেন এবং কিছু সংখ্যক মহিলাদেরকে লু'লু' কবিলার লোকটির তাবুতে প্রবেশ করতে বললেন। মহিলারা যখন তাবুর কাছে গেল, তখন সে লোকের কুকুর তাদের ওপর আক্রমণ করে বসল।

অত:পর ইমাম আ'যম (রাহ.) সেই বিতর্কিত মহিলাকে প্রবেশ করতে বললেন। মহিলা তাবুর কাছে গেল। কুকুর তাকে দেখে আক্রমণ তো করেই নি; বরং লেজ নেড়ে তাকে আরো সম্ভাষণ জানাতে লাগল।

ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন :

সত্য বিষয় উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে, মাসআলার জটিলতা অবসান হয়েছে। অত:পর মহিলাকে চাপ প্রয়োগ করলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, আমি লু'লু' কবিলার লোকেরই স্ত্রী। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এ নওজোয়ানের সাথে বিবাহের দাবী করছিলাম।[২]

---

১. মাওলানা হাবীবুর রহমান, **ইমাম আ'যমের গল্প শোন,** (ঢাকা: আল-কাউসার লাইব্রেরী, ২০০৪ ইং), পৃ.৩৭।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ.২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

১২. হারানো মাল খুঁজে পেল

হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একবার জনৈক লোক ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর খেদমতে এসে আরয করল, আমি ঘরের এক কোণে কিছু মাল পুঁতে রেখেছিলাম। হাজার চেষ্টা করেও এখন সে জায়গাটি চিহ্নিত করতে পারছিনা। দয়া করে আপনি একটু সহযেগিতা করুন।

ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন : মাল তুমি পুঁতে রেখেছ এখন তুমিই সে স্থান চিহ্নিত করতে পারছনা। আমি কীভাবে চিহ্নিত করবো? এ কথা শুনে লোকটি হতাশ হয়ে কাঁদতে শুরু করল। তখন তিনি তাঁর ছাত্রদের বললেন ঘরটি যদি তোমাদের হত তোমরা কোথায় পুঁতে রাখতে?একজন বলল, আমি এখানে পুঁতে রাখতাম, দ্বিতীয়জন বলল, আমি ওখানে পুঁতে রাখতাম। এভাবে পাচঁজন পাঁচটি জায়গা চিহ্নিত করল।

ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন, এই চিহ্নিত কয়েকটি জায়গা তালাশ করলে পেয়ে যেতে পার। জায়গা তালাশ শুরু হল। তৃতীয় নম্বর জায়গা তালাশ করার পর সকল মাল-পত্র পাওয়া গেল।[১]

১৩. আপেল দু'টুকরো করে মাসআলার জবাব দিলেন

একবার এক মহিলা মসজিদে এসে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সামনে একটি আপেল রাখল। আপেলটির একাংশ ছিল লাল, আরেকাংশ ছিল হলুদ বর্ণের। ইমাম আ'যম (রাহ.) আপেলটি মাঝখানে কেটে দু'টুকরো করে মহিলাকে দিয়ে দিলেন। মহিলাও চলে গেল। উপস্থিত লোকজন কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারছিলনা। একজন জিজ্ঞেস করল, হযরত ঘটনা কি? কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন : উক্ত মহিলার মাসিক স্রাব কোন সময় লাল হয়, কোন সময় হলুদ বর্ণের। আপেল সামনে রেখে সে তাই বুঝাতে চেয়েছিল এবং তুহুর এর হুকুম জানতে চাইল। আমি তখন আপেল দু'টুকরো করে জানিয়ে দিলাম যে, আপেলের ভিতরের অংশের মত খাঁটি সাদা রং দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তা হায়েযের রক্ত বলেই গণ্য হবে।[২]

১৪. একটি সমাধান

বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর মজলিসে এসে জিজ্ঞেস করল, এক লোক তিনটি কসমের মাধ্যমে তার স্ত্রীকে তিন ধরনের বাক্য বলে তালাক দিল। এখন তাকে তালাক থেকে বাঁচানোর মত বাহ্যত কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। লোকটি তার স্ত্রীকে বলল,[৩]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ২৬৭।

২. ফাকীর মুহাম্মাদ জীলানী, **হদাইকুল হানাফিয়্যা**, (লক্ষ্ণৌ : নাওল কিশোর, তা.বি.)।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

১. যদি আজকের কোন সময় আমি নামায না পড়ি তাহলে আমার বিবি তিন তালাক।
২. আজ বিবির সাথে যদি সহবাস না করি তাহলে সে তিন তালাক।
৩. যদি আজ ফরজ গোসল করি তাহলেও সে তিন তালাক।

বড়ই জটিল মাসাআলা। মজলিসের কেউ সমাধান দিতে পারছেনা। অবশেষে আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন : মাসআলাটির সমাধান হল, সে লোক আজ আছরের নামায পড়বে, এরপর বিবির সাথে সহবাস করবে। অত:পর সুর্য যখন অস্ত যাবে তখন ফরজ গোসল করবে। তাহলে তার কসমও ভাঙ্গবে না, তালাকও পতিত হবে না।

১৫. মৃত্যু কখন হবে?

বর্ণিত আছে যে, একবার তৎকালীন খলীফা স্বপ্নযোগে 'মালাকুল মওত'কে দেখলেন। আবূ হানীফা (রাহ.)-এর খেদমতে তিনি আরয করলেন যে, আমি স্বপ্নে হযরত আজরাঈল (আ.) কে দেখেছি এবং তাকে আমি আমার হায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। ফেরেশতা এর জবাবে পাঁচ আঙ্গুল দেখালেন। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করেছি; কিন্তু কোথাও উত্তর পাইনি। অতএব আপনিই বলুন এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী হতে পারে?

আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন : ফেরেশতা এই পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা পাঁচটি গায়েবী জিনিষের দিকে ইঙ্গিত করছেন।

১. কিয়ামত কখন হবে?
২. বৃষ্টি কখন হবে?
৩. গর্ভবতী নারীর পেটে কী রয়েছে?
৪. আগামী কাল মানুষ কী কাজ করবে?
৫. মৃত্যু কখন হবে, কোথায় হবে?[১]

১৬. সেটি 'উমর নামের খচ্চর হবে

আবূ হানীফা (রাহ.) পৌত্র হযরত ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ বর্ণনা করেন যে, আমাদের এক প্রতিবেশী রফিযী ছিল। সে আটা পেষণ করত। তার দু'টি খচ্চর ছিল। একটিকে 'আবূ বকর' অপরটিকে 'উমর বলে ডাকত। ঘটনাক্রমে এক রাতে যখন সে খচ্চর দেখাশোনা করতে গেল তখন একটি খচ্চর তার গায়ে প্রচন্ড জোরে লাথি মারল। যার ফলে সে তৎক্ষনাৎ মরে গেল। আবূ হানীফা (রাহ.) ঘটনা জানতে পেরে লোকদের বললেন : তোমরা অনুসন্ধান করে দেখ, যে খচ্চরটি তার গায়ে লাথি দিয়েছে সেটিকে হয়ত সে 'উমর বলে ডাকত। লোকেরা অনুসন্ধান করে জানতে পারল বিষয়টি তাই যা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেছেন।[২]

---

১. মুহাম্মাদ শাহজাহান খান সম্পা., **তাযকিরাতুল আওলিয়া**, মুলঃ মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আত্তার, (ঢাকাঃ সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৫), পৃ. ১৬০।
২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) , পৃ. ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. লোকটি মুসাফির হবে

মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে, একদা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মসজিদে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় সে মসজিদে অপরিচিত এক লোক আসল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে এদিক ওদিক তাকাল। আবূ হানীফা (রাহ.) লোকটিকে দেখে বললেন, মনে হয় লোকটি মুসাফির হবে। এরপর বললেন, মনে হয় আচলে মিষ্টি জাতীয় কিছু আছে। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, মনে হয় এ লোকটি বাচ্চাদের শিক্ষকতা করে। বর্ণনাকারী বলেন, তার সামনে উপবিষ্ট ছাত্ররা এ সকল কথা শুনে কৌতুহল সংবরণ করতে পারল না। তাদের একজন এসে লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার অবস্থা জানল। বাস্তবেই দেখা গেল যে, লোকটি মুসাফির, তার আচলে কিশমিশ আছে এবং সে বাচ্চাদের শিক্ষকতা করে। অত:পর ছাত্ররা আবূ হানীফা (রাহ.) -এর কাছে জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি লোকটি সম্পর্কে এ বিষয়গুলো কিভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন? আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, লোকটি এখানে এসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। আমার তখন মনে হল যে, লোকটি মুসাফির। কারণ সাধারণত মুসাফির হলেই লোকেরা এদিকে-ওদিক তাকিয়ে সবকিছু দেখে থাকে। এরপর লক্ষ্য করলাম যে, তাতে মিষ্টি জাতীয় কিছু আছে। আর লোকটিকে যখন দেখলাম সে বার বার বাচ্চাদের দিকে তাকাচ্ছে। তাই মনে করলাম, সে হয়ত বাচ্চাদের শিক্ষকতা করে।[১]

১৮. শত্রু নিজেই বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ল

447551

আবূল আব্বাস তুসীর খলীফা আবূ জা'ফর মনসুর-এর এক সভাষদ ছিলেন। আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছিলেন। কোনক্রমেই তিনি আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সুখ্যাতি সহ্য করতে পারছিলেন না। কীভাবে তাকে বিপদের জালে আবদ্ধ করা যায়-সে জন্য সে সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকতেন। একদা খলীফা মনসুরের দরবারে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মজলিস বসল। আবূ হানীফা (রাহ.) ও সে দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তুসী এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে হঠাৎ আবূ হানীফা (রাহ.) কে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হানীফা ! আমীরুল মুমেনীন যদি আমাদের কাউকে এ মর্মে হুকুম দেন যে, অমুক লোককে হত্যা কর। অথচ লোকটি কী অপরাধ করেছে তা জানা নেই। তাহলে তাকে হত্যা করা কি জায়েয হবে? আবূ হানীফা (রাহ.) তখন আবূল আব্বাস তুসীকে লক্ষ্য করে বললেন, আবূল আব্বাস! আমি আপনাকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আমীরুল মুমেনীন যে নির্দেশ দেন তা কি ন্যায়সঙ্গত হয়? না অন্যায় হয়? আবূল আব্বাস বললেন, আমীরুল মু'মিনীন অন্যায় হুকুম কেন দিবেন? তিনি তো সর্বদা ন্যায়সঙ্গত হুকুমই দিয়ে থাকেন।[২]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২৫৫।
২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, ন্যায়সঙ্গত হুকুম হলে তা প্রয়োগ করতে আমাদের দ্বিধা কোথায়? ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর জবাব শুনে তুসী ভীষণ লজ্জিত হল। যে জালে সে অন্যকে আটকাতে চেয়েছিল তাতে সে নিজেই ফেঁসে গেল।

১৯. তিনি তো আল্লাহর অলী

এক লোক আবূ হানীফা (রাহ.)-এর খিদমতে এসে আরয করল, হযরত! জনৈক ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে; কিন্তু সে জান্নাতের আশা করে না, জাহান্নামকে ভয় পায় না। আল্লাহকেও ভয় পায়না। মুর্দার ভক্ষণ করে, রুকু সেজদা ছাড়াই নামায পড়ে। না দেখে সাক্ষ্য প্রদান করে, হককে অপছন্দ করে। ফেতনাকে ভালবাসে, আল্লাহর রহমত থেকে পলায়ন করে, ইহুদী-খৃষ্টানদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যাচ্ছে এ সবই হল কুফুরীর আলামত। অতএব, আপনি এই লোক সম্পর্কে কি বলেন? সে মুসলমান, না কাফের? বর্ণনাকারী বলেন যে, আবূ হানীফা (রাহ.) জানতেন, লোকটি শক্রতাবশত তার বিরুদ্ধে এ সব কথা বলছে। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে সব বিষয় তার সম্পর্ক বলেছো, এগুলো কি স্বচক্ষে দেখেছো? লোকটি বলল, না, তবে এগুলো খুবই মন্দ স্বভাব যা আমি তার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সুত্রে শুনতে পেয়েছি।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তখন উপস্থিত শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা এসব কথা শুনলে তার সম্পর্কে তোমাদের মন্তব্য কি? ছাত্ররা সকলে এক বাক্যে বলল, সে অত্যন্ত খারাপ মানুষ। আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, আমার মতে সে লোক তো আল্লাহর ওলী। অভিযোগকারী একথা শুনে হতবাক হল। ইমাম আ'যম (রাহ.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, মূলত তুমি যে গুণগুলোর কথা বলেছো তা যদি বাস্তবেই তার ভিতরে থাকে তাহলে এগুলোর তো একটা ভাল দিকও আছে। যেমন, সে ব্যক্তি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতের আশা করে না- এর অর্থ, সে একমাত্র আল্লাহকে পেতে চায়, যিনি জান্নাতের আশা করে না- এর অর্থ, সে একমাত্র আল্লাহকে পেতে চায়, যিনি জান্নাতের মালিক। অতএব জান্নাতের আশা করার কি প্রয়োজন আছে? জাহান্নামের মালিককে সে ভয় পায়, অতএব, জাহান্নামকে ভয় পাওয়ার কি দরকার? আর 'আল্লাহকে সে ভয় করে না'- এর অর্থ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করবেন। প্রত্যেকের আমলের যথাযথ বিনিময় দিবেন, বিন্দুমাত্র তিনি জুলুম করবেন না। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে "তোমার প্রভু স্বীয় বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।" অতএব সে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জুলুম হবে- এই ভয় করে না। 'সে ব্যক্তি মুর্দার খায়'- এর অর্থ সে মাছ খায়। 'রুকু-সেজদা ছাড়া সে নামায পড়ে'- এর অর্থ, সে জানাযার নামায পড়ে। 'সে ব্যক্তি না দেখে সাক্ষ্য দান করে' এর অর্থ হল, সে আল্লাহকে দেখে নি, এতদসত্ত্বেও

১. (دار العلوم ديوبند),تذكرة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي , পৃ. ২১; Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষ্য দেয়, যে আল্লাহ এক। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে দেখে নি, তবু বলে যে, তিনি আল্লাহর রাসুল (সা.)।

'সে ব্যক্তি হককে অপছন্দ করে'- এর অর্থ সে দুনিয়াতে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে চায়, যাতে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত করে বিদায় নিতে পারে। এই জন্য মৃ.কে সে অপছন্দ করে যা চির সত্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,[১] "মৃ. যন্ত্রনা আসা অবধারিত।"

'সে ব্যক্তি ফেতনাকে ভালবাসে'- এর অর্থ সে তার মাল ও সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে মাল ও সন্তান-সন্ততিকে ফেতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন[২] "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাসরূপ।"

'সে ব্যক্তি ইহুদী,' খৃষ্টানদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে- এর অর্থ সে ইহুদী, খৃষ্টানদের ঐ কথা বিশ্বাস করে যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,[৩] "ইহুদীরা বলে, খৃষ্টানরা কোন ভিত্তির ওপর নয় এবং খৃষ্টানরা বলে ইহুদীরা কোন ভিত্তির ওপর নয়।"

বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হানীফা (রাহ.) এর এই বিচক্ষনতা দেখে সকলে হতবাক হয়ে গেল। পরিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইমাম সাহেবের (রাহ.) কপালে চুমু খেয়ে বিদায় নিল।[৪]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জ্ঞানের পরিচয়

আল খাতীব (রাহ.) (৩৯২-৪৩৬হি./১০০২-১০৭১খৃ.) তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে বলেন [৫],

"اشتغل بطلب العلم وبالغ فيه حتى حصل له ما لم يحصل لغيره ودخل يوما على المنصور فكان عنده عيسى بن موسى فقال للمنصور هذا عالم الدينا اليوم"

" 'ইল্‌ম দ্বীন অর্জনে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আগ্রহের তীব্রতায় তিনি এমন কিছু অর্জন করতে সক্ষম হলেন যা অন্যান্যরা অর্জন করতে পারেননি। একদিন তিনি বাদশাহ মানসূরের দরবারে গেলেন। তার বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন ঈসা ইব্‌ন মূসা। মনসূরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, তিনি হচ্ছেন বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আলিম।"

আবূ হানীফা (রাহ.) স্বপ্নে দেখলেন,[৬] "তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর খুঁড়ছেন এবং তাঁর হাড়গুলো নিজের বুকে জড়িয়ে রাখছেন।" তিনি

---

১. **আল কুরআন আল কারীম**, সূরা আল-ক্বা-ফ, আয়াত: ১৯।

২. **আল কুরআন আল কারীম**, সূরা আল-তাগাবুন, আয়াত: ১৫।

৩. **আল কুরআন আল কারীম**, সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১১৩।

৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة للنعمان, পৃ. ৪৫।

৫. আবূ বক্বর আহমদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মাহদী আল শাফি'ঈ আল খাতীব আল বাগদাদী, **তারিখে বাগদাদ**, (৩৯২-৪৩৬হি./১০০২-১০৭১খৃ.), (**মিসর:** মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), পৃ. ১৮৯।

৬. আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লিকান, মৃ. ৬৮১হি./১২৮২ খৃ., **ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান**, (**কায়রো, মিসর:** মাক্তাবাত আল নাহদাত আল মিসরিয়া, ১৯৪৮), ৫ খ., পৃ. ৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর এক শিষ্যকে দিয়ে বিখ্যাত স্বপ্ন বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রাহ.) এর নিকট তা জানালেন, তিনি শিষ্যকে বললেন,[১] "এ স্বপ্ন তো তুমি দেখার কথা নয়। যে এ স্বপ্ন দেখবে তাঁর বাম কাঁধের উপরে একটি তিল থাকবে এবং তাঁর ডাক নাম হবে আবূ হানীফা, এ স্বপ্নের দ্রষ্টা এমন 'ইল্‌ম অর্জন করবে যা অতীতে কেউ অতিক্রম করেনি।"

যে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে পারদর্শিতা রাখত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর থেকে উপকৃত হতেন। তিনি ভাল ও সঠিক কথাগুলো গ্রহণ করতেন এবং বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। তিনি ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে ভালকে গ্রহণ করতেন আর মন্দকে পরিহার করতেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে যেখানে যা পেতেন, আহরণ করতেন এবং তার বাহক কে? সে বিষয়ে চিন্তা করতেন না। 'ইল্‌মের পাত্র পংকিলতা থেকে মুক্ত না হলেও তিনি তা থেকে 'ইল্‌ম আহরণে কোন বাধা মনে করতেন না, তবে তাঁর শর্ত ছিল, পংকিলতামুক্ত স্বচ্ছ 'ইল্‌ম আহরণে যেন কোন বিপত্তি না থাকে। 'ইল্‌মের এই যাচাই-বাছাই একমাত্র এমন ব্যক্তিই করতে পারেন যিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাধারার উচ্চমার্গে আসীন এবং সে চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর কোন দিক তার বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে সমাজ ও সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর কিছু সৃষ্টি না করে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এ বিষয়ে ছিলেন অনন্য সাধারণ তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার চরম শিখরে উত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সেই সংযত মধ্যম পন্থার উপর চলেন এবং তাঁর গন্তব্যে পৌঁছেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি এ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নি। সংগত কারণেই তিনি সময়ের চাহিদা ও দাবীর প্রেক্ষিতে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণে আত্মনিয়োগ করেন এবং গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি সকল পথ ও মতের উপর বিচরণ করেছেন, সকল ঘাটে থেমেছেন কিন্তু সঠিক বুদ্ধিমত্তা, সুদৃঢ় দ্বীন এবং ভাল-মন্দ যাচাই-বাছাই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতি কখনো পরিত্যাগ করেন নি। তিনি নিজে অনুধাবন করতে পারতেন যে, তাঁর ছাত্রগণ এ সকল জটিলতা থেকে নিজকে বাঁচাতে সক্ষম হবে না, তাই তিনি তাঁর ছাত্রগণকে 'ফিক্‌হ' ভিন্ন অপরাপর জ্ঞানের উপর চিন্তা-গবেষণা এবং ফকিহ্‌গণ ব্যতীত অপরাপর ব্যক্তিগণের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করতেন। তিনি নিজ পুত্র হাম্মাদকে " 'ইল্‌মুল কালাম' অধ্যয়ন করতে নিষেধ করেছিলেন। অথচ তিনি স্বয়ং " 'ইল্‌মুল কালাম' এর একজন যুগশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[২] প্রখ্যাত ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন,[৩] " সকলেই ক্বিয়াসের ক্ষেত্রে ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মুখাপেক্ষী"। তাযকিরাতুন নু'মান গ্রন্থ উল্লেখ করা হয়,[৪] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সিনায় 'ইলমের পাহাড় মওজুদ আছে, জমিনের পাহাড় তাঁর কাছে কিছুই না।"

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان, পৃ. ৭৯-৮০।

২. ابو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى, (মিসর: দারুল ফিকর-আল-আরবী, তা. বি.), পৃ. ৭৪-৭৫।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دارالعلوم ديوبند), পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

'ইল্‌মের সনদ

হযরত আবূ মুয়ায ফযল ইব্‌ন খালেদ থেকে বর্নিত হয়েছে যে,[১] "একদিন আমি স্বপ্নযোগে রাসূল (সা.) এর যিয়ারত লাভ করি। আমি আরয করলাম, হে রাসূলুল্লাহ ! ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর 'ইল্‌ম সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন ইরশাদ করলেন, তাঁর কাছে এমন 'ইল্‌ম আছে, যার প্রয়োজনীয়তা মানুষ পদে পদে উপলব্ধি করবে।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নিকট 'ইল্‌ম হাসিলের তাগিদ

মুহাদ্দিস ইব্‌ন আবদুর রহমান্ বসরী (রাহ.) বর্ণনা করেন যে,[২] "একবার আমি খানায়ে ক্বাবা ও মাকামে ইব্‌রাহীম এর মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়লাম। ইতোমধ্যে স্বপ্নে দেখলাম, এক বুযুর্গ ব্যক্তি এসে আমাকে বলছেন, এখানে তুমি শুয়ে আছো ? এই জায়গা তো এমন পুত-পবিত্র, যেখানে দু'আ করলে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কবুল করেন। এর মাঝে আবার চোখে ঘুম নেমে এল। শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বসে আছি। আমি তার খেদমতে আরজ করলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! নু'মান নামের এক আলিম কূফায় আছেন। আমি কি তার কাছ থেকে 'ইল্‌ম হাসিল করব ? রাসূলাল্লাহ (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তার কাছ থেকে 'ইল্‌ম শিখ এবং সে অনুযায়ী আমল কর। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম ! ইতোপূর্বে আমি নু'মান ইব্‌ন সাবেত (রাহ.) কে তাঁর হিংসুকদের কথামত তাঁকে সবচেয়ে খারাপ প্রকৃতির মানুষ ভাবতাম। আল্লাহ তায়ালার কাছে এজন্য আমি তখন ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

আন্তরিকতার জ্ঞান

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সত্যের সন্ধানে ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। সত্যের প্রতি তাঁর এই গভীর আন্তরিকতার গুণই তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে এবং তাঁর হৃদয়-মনকে নূরে আলোকিত করেছে। আর এর দ্বারাই তিনি অনুধাবনের আলোকবর্তিকা লাভ করেছেন। কেননা যে হৃদয় প্রবৃত্তি ও ব্যক্তি স্বার্থ থেকে পবিত্র থাকে এবং মাসআলা অনুধাবন প্রবৃত্তির শৃংখল থেকে পূত পবিত্র থাকে, সে হৃদয়ই 'মারিফতের নূরে' আলোকিত হয় এবং এ ক্ষেত্রেই তাঁর অনুপ্রেরণা ও অনুভূতি পবিত্র হয় আর তাঁর চিন্তা-চেতনা সত্যের অনুসারী হয়। যখন বাস্তবতা পক্ষান্তরে যে বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধাশক্তি প্রবৃত্তির দাসানুদাসে পরিণত হয়, তা কখনো সত্য পথের সন্ধান পায় না বরং পথহারা হয়ে যায়। আর এমন ব্যক্তি কখনো অনুধান করতে পারে না যে, সে কি প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়ে পথভ্রষ্ট,না তার বুদ্ধি-বিবেকের মাপকাঠিতে তা ধরা পড়ে। দ্বীন ইসলামের সঠিক অনুধাবন ব্যতীত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা[৩]

---

১. আবূ আল আব্বাস আহমদ ইবন হাযার আল মাক্কী আল শাফি'ঈ (৯৪৩ হি./১৫৩৬ খৃ.),**আল খায়রাত আল হিসান ফী মানাকিব অ'লা ইমাম আল আ'যম আবী হানীফাহ আল নু'মান,** (মিসর : মাকতাবাহ আল খায়রিয়াহ, ১৩০৩ হি./ ১৮৮৬ খৃ.), পৃ. ৬৫।

২. الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ، ابن حجر الهيتمى الشافعى رحمه الله تعالى , পৃ. ৬৬।

৩. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)**, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

(রাহ.)-এর আর কোন ইচ্ছা ছিল না। অর্থাৎ দ্বীন ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবনের তিনি ছিলেন আন্তরিক ও ঐকান্তিক। এটাই ছিল তাঁর দ্বীন অনুধাবনের ভিত্তিমূল। যে ব্যক্তির উপর অন্য কোন চিন্তাধারা চেপে বসেছে, সে ব্যক্তি কখনো এমন বিশ্বাস রাখতে পারে না। তিনি সদা সর্বদা বা সার্বক্ষণিক সত্যের অনুসারী ছিলেন। তিনি কখনো জয় ও পরাজয়ের চিন্তা করেন নি। বরং তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যের পক্ষে থাকবেন, বিজয় মালা তাঁরই গলায় শোভা পাবে।

তাযকিরাতুন নু'মান গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর 'ইলম সম্পর্কে বলা হয়েছে,[১] "তাঁর বয়স অল্প ছিল, কিন্তু তাঁর যে জ্ঞান ছিল তা তাঁর সমবয়সী ও তাঁর চেয়ে অধিক বয়সের ব্যাক্তি কারো নিকটেই ছিল না, তাই সকলেই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সহবতে চলে আসতেন"

এই ইখলাস্ তথা আন্তরিকতা সত্ত্বেও তিনি কখনো এ দাবি করেননি যে, তাঁর অভিমতই সঠিক ও নির্ভুল। আর এতে কোন সন্দেহ কিংবা সংশয়ের অবকাশ নেই। বরং তিনি বলতেন :[২]

"قولنا هذا رأى، وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا"

"এই অভিমত আমাদের। আমাদের সাধ্যের মধ্যে এই হলো উত্তম মতামত। কেউ যদি আমাদের চেয়েও উত্তম মতামত আনয়ন করেন, তবে তা গ্রহণ করাই হবে বিশুদ্ধ ও সঠিক।" ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে বলা হল যে, আপনার প্রদত্ত ফাত্ওয়া কি সঠিক এবং সকল সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে? তিনি বললেন, "আমি বলতে পারি না যে সঠিক, বাতিল হওয়ার সম্ভবনাও বিদ্যমান।"

ইমাম যুফার (রাহ.) বলেন, আমরা ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হতাম। আমার সাথে আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (রাহ.)-ও থাকতেন। আমরা তাঁর উক্তি ও অভিমতসমূহ লিপিবদ্ধ করতাম। একদিন তিনি আবূ ইউসুফ (রাহ.)-কে লক্ষ্য করে বললেন,[৩] "ইউসুফ! আমার সকল কথাই লিপিবদ্ধ করো না। কোন কোন সময় এমন হয় যে, আমি আজ এক কথা চিন্তা করি, কাল তা পরিত্যাগ করি এবং কাল হয়ত এক কথা চিন্তা করব, পরশু তা পরিত্যাগ করব।" যেহেতু তিনি সত্যের সন্ধানে আন্তরিক ছিলেন, সেহেতু তাঁর বিপক্ষও যদি এমন হাদীস বর্ণনা করত যা তাঁর মতে বিশুদ্ধ, কিন্তু হয়ত অপর কারো মতে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত নয়, অথবা সাহাবা কিরামের কোন ফাত্ওয়া তাঁর নিকট বর্ণনা করা হতো, তবে তিনি তাঁর অভিমত থেকে ফিরে আসতেন। যুবায়র ইব্ন মু'আবিয়া (রাহ.) বর্ণনা করেন যে, "আমি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যদি আমার গোলাম আমার শত্রুকে নিরাপত্তা দেয় তবে কি তা বিশুদ্ধ হবে?" তিনি বললেন : যদি সে জিহাদে অংশগ্রহণ না

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند), পৃ. ১৪৫।
২. تاريخ بغداد الخطيب بغدادى تر جمع امام ابو حنيفة, ১৩ খ., পৃ. ৩৫২।
৩. تاريخ بغداد الخطيب بغدادى تر جمع امام ابو حنيفة, ১৩ খ., পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকে, তবে তার প্রদত্ত নিরাপত্তা বাতিল। আমি বললাম, "আমার নিকট আসিমুল আহওয়াল বর্ণনা করেছেন, তিনি ফুদাইল ইব্ন ইয়াযীদ রাকাশীকে বলতে শুনেছেন, যে, আমরা একবার দুশমনদের ঘিরে ফেললাম, আমাদের দিক থেকে দুশমনের দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করা হলো, যাতে নিরাপত্তা লেখা ছিল। শত্রুপক্ষ বলল, আপনারা আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। আমরা বললাম, তীর নিক্ষেপকারী তো একজন গোলাম ছিল। সে বলল, আমরা আযাদ ও গোলাম-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝি না। আমরা বিষয়টি হযরত 'উমর ফারুক (রা.)-কে লিখে পাঠালাম। হযরত 'উমর ফারুক (রা.) উত্তরে লিখলেন, গোলামের নিরাপত্তা সঠিক বলে মেনে নিবে।" এতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) চুপ হয়ে গেলেন। অর্থাৎ তিনি তা মেনে নিলেন। যুবায়র ইব্ন মু'আবিয়া (রাহ.) বলেন, "আমি সুদীর্ঘ দশ বছর কূফায় ছিলাম না। তারপর কূফা গেলাম এবং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সাথে সাক্ষাত করে গোলামের প্রদত্ত নিরাপত্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আসিম-এর হাদীস মোতাবিক ফাত্ওয়া দিলেন এবং স্বীয় মতামত থেকে ফিরে এলেন। আমি বুঝতে পারলাম, যে তিনি যে কথা শুনেন, তার অনুসরণ করেন।"

একবার তাঁকে বলা হয় যে, আপনি নবী করীম (সা.)-এর বিরোধিতা করেছেন? তিনি বললেন :

"لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم به اكرمنا الله وبه استنقذنا"

"যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরোধিতা করে, তার উপর আল্লাহর লা'নত।" তাঁরই কারণে। আমরা ইয্যত পেলাম (জাহান্নাম ও যিল্লতী থেকে) এবং নাযাত পেলাম।[১] এই হলো ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ইসলাম ও তাঁর ফকীহ্ দৃষ্টিভঙ্গির আন্তরিকতা। তিনি গোঁড়ামী ও পক্ষপাতিত্ব থেকে পবিত্র ছিলেন। তাঁর আন্তরিকতা তাঁকে পুন:পুন: আকর্ষণ করে সত্যের দিকে নিয়ে যেত। অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞাতে বিভূষিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের অভিমতকে উপেক্ষা করে অপরের অভিমত ও চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার মত উদারতা তাঁর মধ্যে ছিল। গোঁড়ামী ও পক্ষপাতিত্বের শিকার সর্বদা তারাই হয়ে থাকে যাদের অনুপ্রেরণা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের উপর প্রাধান্য পায়। অথবা যাদেরকে কূপমণ্ডুকতায় পেয়ে বসেছে এবং তাদের চিন্তাধারা অত্যন্ত সংকীর্ণ। আর এ কথা নিশ্চিত যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ব্যক্তিত্বে এ ধরনের কিছু ছিল না, বরং তিনি ছিলেন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, নিজের সত্তা, অনুপ্রেরণা ও অনুভূতিকে আয়ত্তে রাখার মত শক্তিসম্পন্ন, সত্যের অনুসন্ধানে একান্ত আন্তরিক এবং আল্লাহ্-ভীতিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। নিজের ভুল মেনে নিতে কখনো তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।[২]

---

১. حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله٤٦٣ هـ، الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء تعالى: (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৫০) ,পৃ. ১৪০-৪১।

২. محمد أبو زهرة المصرى : امام أبو حنيفة পৃ. ৬০-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির এমন কয়েকটি উদাহরণ পেশ করতে চাই, যে সবে হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) কিছু হাদীসের বিপরীত অভিমত দিয়েছেন। এ সব বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইজ্‌তিহাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা এবং তাঁর বিরুদ্ধে হাদীস না মানার অনুযোগ বিশ্লেষণ করা।[১]

১. একবার ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ও ইমাম আওযাঈ (রাহ.) মক্কার দারুল খাইয়্যাতীন (دار الخياطين) মহল্লায় মিলিত হলেন। উভয়ের মধ্যে ইলমী আলোচনা শুরু হল। ইমাম আওযাঈ (রাহ.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে লক্ষ্য করে বললেন: " لماذ لاترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه؟ "

"আপনারা নামায আদায়কালে রুকূতে যাওয়া অবস্থায় এবং রুকূ থেকে উঠাকালে কেন হস্তদ্বয় উঠান না?"

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন:

"لانه لم يصح فيه شئ عن النبى صلى الله عليه وسلم"

"কেননা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে কোন সহীহ্ হাদীস নেই।"

ইমাম আওযাঈ (রাহ.) বললেন:

"وكيف وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن أبيه ان النبى صلى الله عليه وسلم كل يرفع يديه أذ افتتح الصلوة وعند الركوع وعند الرفع منه؟ "

"এ কেমন কথা? আমাকে যুহরী (রাহ.) বর্ণনা করেছেন এবং যুহরী (রাহ.) সালিম (রাহ.) হতে এবং সালিম তাঁর পিতা (عبد الله بن عمر) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) নামায শুরু কালে হস্তদ্বয় উঠাতেন এবং যখন রুকূতে যেতেন এবং যখন রুকূ' থেকে উঠতেন, তখন হস্তদ্বয় উঠাতেন।"

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন:

"حدثنى حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يرفع يديه الا عند أفتتاح الصلوة ولا يعود إلى شئ من ذلك۔"

"আমাকে ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) (মৃ. ১২০হি./৭৩৮খৃ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (রাহ.) (মৃ. ৯৫হি./৭১৪খৃ.) হতে, ইবরাহীম (রাহ.) ইমাম আলকামাহ (রাহ.) (মৃ. ৬২হি./৬৮২খৃ.) ও আসওয়াদ (রাহ.) হতে এবং তাঁরা উভয় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) (৩২হি./৬৫৩খৃ.) হতে রিওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) (ও. ৬৩২খৃ.) একমাত্র নামায শুরুকালেই হাত মুবারক উঠাতেন, তারপর কখনো হাত উঠাতেন না।" তারপর ইমাম আওযাঈ (রাহ.) বলেন:

"أحدثك عن الزهرى عن سالم عن عبد الله بن عمر وتقول حدثنا حماد عن إبراهيم؟ "

"আমি ইমাম যুহরী (রাহ.) হতে যুহরী (রাহ.) সালিম (রাহ.) হতে সালিম (রাহ.)

---

১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.) (মৃ.৭৩হি./ ৬৯২খৃ.) হতে সনদ সূত্রে আপনার নিকট হাদীস বর্ণনা করছি। আর আপনি বলছেন, হাম্মাদ (রাহ.) (মৃ. ১২০/হি.৭৩৮খৃ.) ইব্রাহীম (রাহ.) (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খৃ) সূত্রে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন? ইমাম হাম্মাদের সাথে ইমাম যুহরীর এবং ইব্রাহীমের সাথে সালিমের সম্পর্ক কি?" হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন,

"كان حماد أفقه من زهرى وكان إبراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر وان كان لابن عمر صحبة فالاسود له فضيل كبير-"

"হাম্মাদ যুহরীর চেয়ে অধিক ফিক্হবিদ এবং ইবরাহীম সালিমের চেয়ে অধিক ফিক্হবিদ ছিলেন এবং আলকামাহও (রা.) হযরত ইব্ন 'উমর (রা.) হতে কম ফকীহ্ ছিলেন না।" যদিও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) সাহাবী। আর আসওয়াদ (রাহ.) অতিশয় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে,

"ابراهيم أفقه من سالم ولو لا فضل الصحبة قلت ان علقمة أفقه من عبد الله بن عمرو عبد الله هو عبد الله"

"ইবরাহীম (রাহ.) সালিম (রাহ.) হতে অধিক ফিক্হবিদ ছিলেন। যদি হযরত ইব্ন 'উমর (রাহ.) সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য না পেতেন, তবে আমি বলতাম আলকামা (রাহ.) ইব্ন 'উমর (রাহ.) হতে অধিক ফিক্হবিদ ছিলেন।" আর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) (৩৩হি./৬৫৪খৃ.)-ত ইব্ন মাসউদই; তাঁর ফিক্হ বিজ্ঞতাকে কে মোকাবিলা করতে পারে? তারপর ইমাম আওযাঈ (রাহ.) চুপ হয়ে গেলেন।[১]

উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, ইমাম আওযাঈ (রাহ.) যে সনদ সূত্রে হযরত ইব্ন 'ওমরের হাদীস পেশ করেছেন, উভয় হাদীসই 'ওলামায়ে উসূলে হাদীসের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস। অর্থাৎ উভয় হাদীসই বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে সমান সমান। তবে হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর অনুসৃত শর্ত রাবীদের মধ্যে যে অধিকতর ফিক্হবিদ, তাঁর হাদীস গ্রহণের নীতিতে ইব্ন মাসউদের হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আওযাঈ (রাহ.) এই প্রাধান্য অস্বীকার করতে পারেনি বলেই নীরব হয়ে গেলেন।

২. একবার সুফয়ান সাওরী (রাহ.) (৯৫-১৬১ হি./৭১৪-৭৭৮ খৃ.)-এর সাথে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাক্ষাত হলে তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন:

"هل صحيح انك تفتى ان المتبايعين ليس لهم الخيار اذا التقلا من حديث البيع إلى حديث أخر غيره ولو ظلا مجتمعين فى مكان واحد"

"একথা কি সত্য যে, আপনি ফাতওয়া দিয়েছেন ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন বেচাকেনার কথাবার্তা শেষ করে অন্য কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যাবে, তখন ক্রয়-বিক্রয় ভাংগার কোন অধিকার তাদের থাকবে না, যদিও তারা উভয়ে সারা দিন এক স্থানেই থাকে?"

১. شاه ولى الله دهلوى الحنفى رحمه الله تعالى، حجة الله البالغة، মৃ. ১১৬২ হি./১৭৭২খৃ. (লাহোর: আল মাকতাবাহ আল সালাফিয়্যাহ, ১৯৭৫) , ১ খ. পৃ. ৩৩১; Islamic مالس Hujra, **Imam Abu Hanifa Life And Works,** (**Internet:** http://hujra.forumwise.com/hujra-forum-79.html, 2006), P.33.

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন: হ্যাঁ। সুফয়ান সাওরী (রাহ.) (রাহ.) বললেন:

"كيف؟ وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا۔"

"এ কেমন করে হতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত যে ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পৃথক না হবে, ততক্ষণ তাদের (বিক্রয় ভংগ করার) অধিকার থাকবে"।

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সুফয়ান সাওরী (রাহ.)কে বললেন:

"ارأيت ان كانا فى سفينة؟ ارأيت ان كانا فى سجن؟ ارأيت ان كانا فى سفر؟ كيف يفترقان؟ "

"আপনি বলুন ত, যদি তাঁরা উভয়ে জাহাজে এক সাথে ভ্রমণ করে? যদি তারা উভয়ে জেলখানায় বন্দী থাকে?" অথবা এক সাথে উভয়ে ভ্রমণে বের হয়ে থাকে, তবে তারা কিভাবে পৃথক হবে? তারপর সুফয়ান সাওরী (রাহ.) চুপ হয়ে গেলেন।

আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, হাদীসকে অস্বীকার করা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর উদ্দেশ্য নয়, বরং তিনি 'পৃথক হওয়া' সমর্থক যে হাদীস এসেছে, তার অর্থ শারীরিক পৃথক হওয়া নয় বুঝাতে চেয়েছেন, বরং হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, ক্রয়বিক্রয়ের কথাবার্তা থেকে পৃথক হওয়া। ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) এক্ষেত্রে গভীর দূরদৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছ। কারণ যদি শারীরিক পৃথক হওয়া বুঝানো হয়ে থাকে, তবে এতে মানুষের কষ্টের লাঘব হবে না, বরং এতে কষ্ট বাড়বে; মানুষ উপকৃত হবে না। এ কারণেই হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) 'পৃথক হওয়ার' অর্থ গ্রহণ করেছেন 'বেচাকেনার কথাবার্তা থেকে পৃথক হওয়া।' সত্যিই যথার্থ মর্ম। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ও تفرق শব্দটি 'কথাবার্তার' পৃথকের মর্ম গ্রহণ করেছ। যেমন কুরআন ইরশাদ হয়েছে:[1]

"واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"

"তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না। অর্থাৎ এক কথায় সবাই একমত পোষণ করবে।"

হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করছেন: " افترقت اليهود" "ইয়াহুদী জাতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত দলে হয়ে গেল।" অর্থাৎ তারা একমতে রইল না।

তাই উপরোক্ত ফিক্হী মাসআলা আবিষ্কারে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি নযর না দিয়ে যে ব্যক্তি বলে বেড়ায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীসের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিয়েছেন, সত্যিকারভাবে সে মহান ইমামের প্রতি বড়ই যুলুম করেছে এবং চরম মিথ্যা অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করেছে।[2]

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াত : ১০৩।

২. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, (ঢাকা: ইফাবা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানগর্ভ নির্দেশনা, যা আজও আমাদেরকে আলোকিত করে

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন একাধারে হাফিযে কুরআন, হাফিযে হাদীস, মুসলিম আইন বিজ্ঞানের জনক, নবজ্ঞানের উদ্ভাবক, অতিসূক্ষ্ম গবেষক, সেই মহাবিজ্ঞানীর মূল্যবান বানী সমূহ উপস্থাপন করা হল

১. তাঁর শিষ্য আবূ ইউসুফ (রাহ.) (১১০-১৮২হি./ ৭৩১-৭৯৮খৃ.) কে চিঠি লিখে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ[১]

১. "রাজা-বাদশাহদের কাছে খুব কম যাতায়াত করবে। তাদের সাথে সম্পর্ককে ঠিক ততোটাই ভয় পাবে যতোটা মানুষ আগুনকে ভয় পায়। আর না গেলেই নয়, এ অবস্থা ছাড়া রাজদরবারে যাবে না। নিজের আত্মসম্মান ও মর্যাদা যেন বজায় থাকে। রাজদরবারে যদি এমন লোকেরা থাকে যাদের সাথে তোমার পরিচয় নেই তাহলে আরো সতর্ক হয়ে যাবে। কেননা কার কি মর্যাদা এটা যখন তোমার জানা নেই তখন এমনো হতে পারে যে, তুমি তাদের সাথে কথাবার্তায় ও সম্বোধনে এমন আচরণ করে বসবে যা তাদের মর্যাদা অনুযায়ী হবে না। সে যদি তোমার চাইতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় আর তুমি সে অনুযায়ী আচরণ করতে পারলে না– তাহলে অভদ্র, বেআদব মনে করবে। যদি অতিসাধারণ কাউকে খুব বেশি সম্মান দেখিয়ে ফেলো তাহলে বাদশাহর চোখে অত্যন্ত হীন ও নীচ বলে গণ্য হবে। বাদশাহ যদি তোমাকে কোন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ দিতে চায় তাহলে ভালো করে আলোচনা করে দেখে নেবে যে, তা তোমার বিচার-বিবেচনা (ইজ্‌তিহাদ) এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীন ক্ষেত্র কি না। এমন যেন না হয়, ক্ষমতাসীনদের চাপে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে। যে কাজ এবং পদের যোগ্যতা তোমার নেই তা কোন অবস্থায় গ্রহণ করবে না।"

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ রাজা, বাদশাহ বা সরকার প্রধানদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে কারন তাদের সাথে বেশী সর্ম্পক থাকলে কিছু না কিছু দুনিয়াদারীর প্রভাব পরাই স্বাভাবিক, তাদের প্রতি খুব বেশি সম্মান ও মর্যাদা দেবার তাগিদ করা হয়েছে কারন তারা দেশের প্রধান। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রভাবহীন অনড়-অবিচল থাকার বিশেষ হুকুম দেয়া হয়েছে।

২. চিঠির শেষদিকে তিনি লিখেছেন, "যদি কোন লোক 'শরীয়াতে' বেদআতের অনুপ্রবেশ ঘটায় তাহলে খোলাখুলি তার ভুল চিহ্নত করে জন সাধারণের সম্মূখে তা প্রকাশ করে দেবে, যেন অর কেউ সেরকম ধৃষ্টতা করতে সাহস না পায়। এক্ষেত্রে কোন শক্তি বা ক্ষমতার পরোয়া করবে না। জানবে, সত্য প্রকাশে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সাহায্যকারী অভিভাবক এবং তিনিই তাঁর দ্বীনের ধারক ও সংরক্ষক। খোদ বাদশাহর সাথে তার রীতিবিরুদ্ধ কোন পদক্ষেপ

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৬৭; আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ৭৩ ; মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ),** পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

নিতে হলে সরাসরি বলে দেবে– পদমর্যাদায় আমি আপনার অধীনস্ত কিন্তু আপনার ভুল আপনাকে জানিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য। যদি সে না মানে তাহলে একান্তে বোঝাবে, আপনার কাজটি কুরআন এবং রাসূল (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী সঠিক নয়। যদি মেনে নিলো! সে তো কল্যাণ। আর যদি সে না মানে তাহলে আল্লাহ্র আশ্রয় নিয়ে প্রার্থনা করতে থাক যেন তিনি তার ক্ষতি থেকে তোমাকে রক্ষা করেন।"

<u>**সংক্ষিপ্ত ব্যখ্যা:**</u> আজকাল আলিম সমাজ এবং দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও শিক্ষকগণের মধ্যে শরীয়া'তের যে খেলাফ লক্ষ্য করা যায় সে কথাই উক্ত বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের অতীতের এবং বর্তমানেরও কিছু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গকে পূনাঙ্গ শারীয়াতে অর্ন্তভূক্ত দেখা যায় না। এটি জাতির জন্য খুবই ভয়ানক। আমাদের সকল কাজেই ইসলামী শরীয়াতকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। উক্তবানীটির শেষের দিকে বলা হয়েছে যদি কেহ শরীয়া'ত না মানে তাহলে তাকে বোঝানোর চেষ্টো করতে হবে এবং তাতেও যদি সে না বুঝে তাহলে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করতে বলো হয়েছে।

২. দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কেও অত্যন্ত মূল্যবান কিছু নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন,

১. জ্ঞানার্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে সবার ওপরে স্থান দেবে। তারপর যে অবকাশ পাবে তার মধ্যে আল্লাহর অনুমোদিত বৈধ উপায়ে উপার্জনের চেষ্টা করবে। কেননা একই সময়ে জ্ঞানার্জন ও উপার্জন সম্ভব হতে পারে না।

২. এরপরে বিবাহ করবে। কিন্তু ঠিক তখন, যখন নিজের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা থাকবে যে, এখন পরিবারের ভরণ-পোষণ আমি করতে পারবো।

৩. এমন স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে না যার পূর্বে বিবাহ হয়েছিল এবং সন্তান আছে।

৪. সাধারণ মানুষ এবং টাকাওয়ালা লোকদের সাথে কম মেলামেশা করবে। নইলে তারা ভেবে বসবে যে, তুমি তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করো। আর এই ধারণায় তারা তোমায় ঘুষও দিতে চাইবে।

৫. বাজারে যাবে, প্রয়োজন হলে দোকানে বসবে।

৬. পথে কোথাও বসে অথবা মসজিদে বসে কিছু খেয়ে নেবে। কূপের পানি অথবা তা থেকে যারা পানি তোলে তাদের কাছে চেয়ে পানি খেয়ে নেবে।

৭. একটি ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবে, কেহ কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করলে শুধু প্রশ্নের উত্তরটুকু দেবে, নিজে বাড়িয়ে কিছু বলবে না।

৮. ঈমান ও বিশ্বাস সংক্রান্ত (আকায়েদ) কথাবার্তা সাধারণ মানুষের সাথে করা উচিত নয়।[১]

---

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৬৮; আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ৭৫ ; মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ:),** পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৯. ছাত্র-শিষ্যদের সাথে এতোটা আন্তরিক আচরণ করবে যেন মানুষ দেখে মনে করে তারা তোমারই সন্তান।

১০. যদি সাধারণ এবং নিম্নমানের লোকেরা তর্ক করতে চায়, তাহলে সুন্দরভাবে এড়িয়ে যাবে।

১১. কোন শহরে গেলে সেখানকার আলিম ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সাথে এমনভাবে মেলামেশা করো যেন তারা তোমায় পর্যবেক্ষনের কথা না ভাবে।

১২. জ্ঞান ও বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনায় তোমার প্রতি কোন প্রশ্ন আসলে খুব ভেবে-চিন্তে তার জবাব দিও। জবাবটা এমন হওয়া চাই যার বেশ কিছু দলিল তুমি দিতে পারো।

১৩. বিতর্কের সময় অত্যন্ত সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী থাকবে। কারণ মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভয় থাকলে তোমার ভাবনা-চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং মুখের ভাষাও যাবে এলোমেলো হয়ে।

১৪. বিতর্কের ভাবার্থ যারা জানে না এবং শুধুমাত্র জয়-পরাজয়ের জন্য তর্ক করে, তাদের সাথে কিছুতেই কথা বাড়াবে না। বিতর্কের সময় রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখবে, কিছুতেই রেগে যাবে না।

১৫. বেশি হাসা ভালো নয়। অতিরিক্ত হাসি হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করে দেয়।

১৬. যে কাজই করো প্রশান্ত মন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে করবে।

১৭. কোন লোক যতোক্ষণ সামনে এসে না ডাকবে জবাব দেবে না। কেননা পেছন থেকে ডাকা পশুদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১৮. পথে চলতে ডান ও বামে তাকাবে না।

১৯. গোসল করতে হাম্মামে গেলে সাধারণের চাইতে বেশি পয়সা দেবে। সকালে ও দুপুরের সময় হাম্মামে যাবে না।

২০. কথাবার্তায় যেন কাঠিন্য প্রকাশ না পায়। কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত রাখবে।

২১. কিছু কিনতে হলে নিজে বাজারে না গিয়ে কাজের লোককে পাঠাবে। বিশ্বস্ত কাজের লোকের কাছে সাংসারিক কাজকর্ম ছেড়ে দেয়া উচিত যেন তোমার নিজের কাজকর্মের সময় বেরিয়ে আসে।

২২. বাদশাহর কাছাকাছি নিজের বাসস্থান নির্ধারণ করো না।

২৩. প্রতি কথায় যেন দ্বিধাহীন আত্মনির্ভরশীলতা প্রকাশ পায়। নিতান্ত দারিদ্রতায়ও যেন সেই অহংকার বজায় থাকে।

২৪. সাধারণ মানুষের সামনে বসে ওয়াজ করো না। কেননা এ রকম অবস্থায় ওয়াজ অনেক সময় মিথ্যা বলতে বাধ্য করে।

২৫. ছাত্রদের মধ্যে কাউকে ফিক্‌হ বিষয়ের ওপর দরস দেবার অনুমতি দিলে[১]

---

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৬৯; আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ৭৬ ; মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহঃ),** পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

নিজে সেখানে উপস্থিত থাকবে, যেন তার ব্যাপারে পরিস্কার ধরণা নিতে পারো। কোন ভুল করলে সাথে সাথে সুধরে দেবে। তুমি চুপ করে থাকলে শ্রোতারা বুঝে নেবে যে সে ঠিকই বলছে। ফিক্‌হ ছাড়া অন্য বিষয়ের কোন আলোচনা সভা হলে সেখানে নিজে যাবে না বরং তোমার এমন আস্থাভাজন বন্ধু অথবা শিষ্যদের পাঠাবে যেন তারা ফিরে এসে সম্পূর্ণ অবস্থাটা ভালো করে বর্ণনা করতে পারে।

২৬. প্রতিটি কথায় আল্লাহর ভয় এবং তোমার ওপর তাঁর দেয়া দায়িত্বের কথা মনে রেখো।

২৭. আল্লাহর সাথে আন্তরিকভাবে সেই সম্পর্ক বজায় রেখো, যে রকম সম্পর্ক তোমার তাঁর সাথে আছে বলে মানুষের সামনে প্রকাশ করো।

২৮. আযানের শব্দ শোনার সাথে সাথে নামাযের জন্য তৈরী হয়ে যাও।

২৯. প্রতিমাসে দু'চারদিন রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে নাও।

৩০. প্রতিদিন নামাযের পরে কিছু না কিছু তসবীহ্ পাঠ করো (আল্লাহর যিকির)।

৩১. কুরআন তেলাওয়াতের নিয়ম কিছুতেই যেন ভঙ্গ না হয়।

৩২. দুনিয়ার প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ো না।

৩৩. মাঝে মাঝে কবরস্থানে যাবে।

৩৪. খেল-তামাশা থেকে দূরে থাকো।

৩৫. প্রতিবেশীর মন্দ কিছু দেখলে তাকে ঢাকো, আড়াল করো, যেন অন্যে না দেখতে পায়।

৩৬. যারা বেদআ'তে অভ্যস্ত তাদের থেকে দূরে থাকো।

৩৭. নামাযে লোকেরা তোমাকে ইমাম না বানালে নিজে সেধে ইমাম হতে যেও না।

৩৮. তোমার সাথে যারা দেখা করতে আসে তাদের সামনে 'ইল্‌মী আলোচনা করো যদি তারা জ্ঞান-পিপাসু হয় তাহলে উপকৃত হবে। আর যদি নাও হয় তাহলে অন্তত তোমাকে তারা সম্মানও করবে, ভালবাসবে।

৩৯. ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ছাত্র আবদুল আজীজ বি রিদাদকে খলীফা দরবারে তলব করেছেন। পরামর্শের জন্য তাঁর নিকট এসে বললো, খলীফা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, ভাবছি, সুযোগ হলে ভালো কিছু উপদেশ দিয়ে আসবো। কিন্তু কি বলবো আর কেমন করে বলবো, আপনি আমাকে বলে দিন! তিনি বললেন, "বলবে আমীরুল মু'মিনীন দুনিয়াতে চাওয়া এবং পাওয়ার তিনটি আকাঙ্খা সব চাইতে বড়– ধন, মান, রাজত্ব। এর সবই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দিয়েছেন।[১] এবার তাকওয়া ও আমালুস্ সালেহ এই দুটোকেও অর্জন

---

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ৭০; আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান**, পৃ. ৭৬ ; মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

করার চেষ্টা করুন তাহলে তো এই অস্থায়ী পৃথিবী এবং পরবর্তী স্থায়ী পৃথিবী–দুই জাহানের সকল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে যেতে পারেন।"

৪০. যে ব্যক্তিকে 'ইল্‌ম বা জ্ঞানের ধন, পাপ ও নির্লজ্জতা থেকে দূরে রাখতে পারেনি তার চাইতে হতভাগা আর কে হতে পারে?

৪১. যে লোক 'ইল্‌মে দ্বীনের কথাবার্তা বলে অথচ সে মনে রাখে না, যে তার দু'খানি হাতের কাছেও আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সে দ্বীন এবং স্বয়ং নিজ সত্ত্বার মূল্য জানে না।

৪২. আলিমগণ যদি আল্লাহ্‌র বন্ধু হিসেবে প্রমাণিত না হয় তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহর আর কোন বন্ধু নেই।

৪৩. সবচাইতে বড় ইবাদত ঈমান এবং সবচাইতে বড় গুনাহ কুফর।

৪৪. যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ের আগেই ক্ষমতার মসনদে বসতে চায়, তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

৪৫. যে ব্যক্তি 'ইল্‌মকে দুনিয়ার জন্য শেখে 'ইল্‌ম তার অন্তরে আসন পেতে বসে না। তাই যে লোক উত্তমতম ইবাদতের অনুসারী এবং নিকৃষ্ট পাপের দূরত্বে অবস্থানকারী, তার বেলায় মাগফিরাত অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা-ভিক্ষা পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।

৪৬. যে লোক হাদীস শেখে এবং সেখান থেকে মাসাঈল খুঁজে বের করে না সে এমন এক ওষুধের ব্যবসায়ী যার কাছে ওষুধ আছে বটে, কিন্তু সে জানে না কোন ওষুধটা কোন রোগের জন্য।

৪৭. যে লোক 'ইল্‌মে-র প্রতি কোনো আগ্রহবোধ করে না তার সামনে 'ইল্‌মে-র আলোচনা, তাকে কষ্ট দেবার শামিল।

৪৮. নিজের পরম বন্ধুর (নিজ সত্তা) জন্য গুনাহের আয়োজন এবং শত্রুর (উত্তরাধিকারী) জন্য সম্পদ অর্জন– এর চাইতে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে?

৪৯. এক লোক তাঁকে প্রশ্ন করলো, "নীতি শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্থাৎ 'ইল্‌ম ফিক্‌হ অর্জন করতে হলে সবচাইতে বেশি কি প্রয়োজন" তিনি উত্তর বললেন : মনের একাগ্রতা।প্রশ্ন : মনের একাগ্রতা কিভাবে অর্জন করা যাবে? তিনি বললেন : "সার্বিক সম্পর্ক কমিয়ে দিতে হবে।" প্রশ্ন : সার্বিক সম্পর্ক কিভাবে কমানো যাবে? তিনি বললেন : "মানুষ তার নিতান্ত প্রয়োজনটুকু গ্রহণ করুক আর সব অপ্রয়োজনকে ছেড়ে দিক।"

৫০. একবার একজন প্রশ্ন করলো– হযরত 'আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) এদের মধ্যে লড়াইয়ের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? তিনি বললেন,[১]

---

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৭১; আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ৭৭ ; মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ),** পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যেসব কথা জিজ্ঞেস করবেন সেসবের জবাব আমি কেমন করে দেবো এই চিন্তা করতে করতেই আমার দিনরাত কেটে যায়। আর ঐসব ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না তাই ওসব নিয়ে আমার কিছু ভাবনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।"

৫১. একথার মানে এটা নয় যে, 'আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর বিরোধিতা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত কোন মতামত ছিল না। বরং এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট কথা হলো, হযরত 'আলী (রা.)-এর উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত যদি আমাদের সম্মুখে না থাকতো তাহলে হয়তো আমি বলতে পারতাম না যে, বিদ্রোহীদের সাথে কি রকম আচরণ করা উচিত। ইমাম শাফি'ঈর মানসিকতাও একই রকম। ঐসব ব্যাপারগুলোকে দ্বীন ইসলামের একটি বড় সমস্যা হিসেবে দাঁড় করিয়ে তারপর তাকে নিয়ে বাক-বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি, মারামারি এসব অর্থহীন কাজ। যা নিরুৎসাহিত করার জন্যই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ওভাবে বলেছেন।

৫২. একবার এক লোক ইমাম সাহেবের (রাহ.) কাছে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এসে জনৈকের সুপারিশ কার চিঠি পেশ করলো। তিনি বললেন, "জ্ঞানের জগতে অনুরোধ সুপারিশের কোন কাজ নেই বরং ওলামাদের ওপরেই এটা ফরয হয়ে আছে যে, সে যতোটুকু জানে ততোটুকু অন্যকেও জানাবে। 'ইল্‌মে-র দরবারে 'আম ও খাস্ অর্থাৎ সাধারণ ও বিশিষ্টের কোন বিভাজন নেই।"

৫৩. একদিন কূফার গভর্ণর অনুযোগ করে বললো, আমাদের থেকে এতোটা দূরে থাকেন কেন? তিনি বললেন, "দুটো রুটি আর দুটো কাপড়ে যদি সন্তুষ্ট থাকা যায় তাহলে তা সেই আরাম-আয়েশ থেকে অনেক ভালো যার পরে অনুশোচনার আগুনে পুড়ে ছাই হতে হয়।"

৫৪. ইমাম সাহেব (রাহ.) কখনো কখনো কবিতা আবৃতি করতেন। কিন্তু তা প্রেমের কবিতা বা গজল নয় বরং উপদেশ ও নসীহতমূলক। যেমন– "মানুষ যতোদিন বেঁচে থাকে ততোদিন তার ইজ্জত ও আবরুর জন্য একটি ভালো বাসস্থান প্রয়োজন। যদি তা সে পেয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং পরবর্তী স্থায়ী জীবনে অর্থাৎ মৃ.র পরে ভালো একটি বাসস্থান পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।"[১]

৩. সামাজিক বিষয়ে অতিসূক্ষ্ম উপদেশ

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সামাজিক বিষয়ে জনসাধারণ এবং একজন দীনি আলিমের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও মেলামেশা সম্পর্কে যা ধারণা করতেন, তাতে বলা

---

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৭২; আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ৭৮ ; মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ),** পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

হয় যে, তিনি গণমানুষের অবস্থা সম্পর্কে কিরূপ সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি কত গভীর ও নিবিড়ভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কিরূপ কষ্ট-ক্লেশের মাধ্যমে তিক্ত ও মিষ্ট অভিজ্ঞতা হাসিল করেছেন। তিনি তাঁর ছাত্র ইউসুফ ইব্ন খালিদ সিমতী (মৃ. ১৮৭ হি.)-কে বিদায়কালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তা অতীব মূল্যবান চিন্তাধারার পর্যায়ভুক্ত। নিম্নে তার সারমর্ম তুলে ধরা হচ্ছে,[১]

১. যদি মানুষের সাথে আপনার আচার ব্যবহার সৌজন্যমূলক না হয়, তবে তারা আপনার শত্রুতে পরিণত হবে। চাই আপনার পিতামাতাই হোক না কেন।

২. যদি আপনি অপরিচিত লোকদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন, তবে তারা আপনার একান্ত আপনজন হয়ে যাবে।

৩. মনে করুন, আপনি বাসরা গেলেন এবং সেখানে বিদ্রোহের মুখে পড়লেন। নিজেকে অংহবোধের মাধ্যমে জনসাধারণ্যে উপস্থাপন করলেন। নিজের জ্ঞান-গরিমা প্রচারণা শুরু করলেন। জনগণের সাথে মেলামেশা করলেন না। পরস্পরের সাথে খোলামনে মেলামেশা না করে বিচ্ছিন্ন থাকলেন এবং একে অপরের কুৎসা রচনায় লিপ্ত হলেন, অপরকে বিদআতী ও গুমরাহ বলতে শুরু করলেন। আপনি তখন বাসরা থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কার্যকলাপ এমনটি হতে পারে না। এমন ব্যক্তিকে বুদ্ধিমানও বলা যেতে পারে না যিনি এমন লোকদের নিকট নিজকে সৌজন্যের সাথে উপস্থাপন করবেন না, যাদের নিকট এ ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। এতে হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য তাদের থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় বের করে দিতেন।

৪. আপনি যখন বাসরায় গেলেন। জনগণ আপনাকে আন্তরিকতার সাথে সাদর সম্ভাষণ জানাল। আপনার সাক্ষাতের জন্য দলে দলে আপনার সমীপে এল এবং আপনার দায়-দায়িত্ব ও প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখল। এমতাবস্থায় আপনার উচিত হবে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে যথোপযুক্ত ব্যবহার করা। তাদের সম্মানবোধ ও মর্যাদা সম্পর্কে যথাযথ দৃষ্টি রাখা।

৫. ভদ্রভাবে ইয্যতে সাথে লোকদের মাঝে নিজেকে পেশ করবেন, তাদের সাথে সৌজন্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করবেন। আলিম ও বিজ্ঞজনদের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।

৬. যুবকদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করবেন। আলিমও বিজ্ঞজনদের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। যুবকদের সাথে স্নেহপূর্ণ দয়াদ্র ব্যবহার করবেন।

৭. জনগণ থেকে দূরে না থেকে তাদের একান্ত সান্নিধ্যে চলে যাবেন।

৮. সমাজের খারাপ লোকদের সাথে রূঢ় ব্যবহার না করে মোলায়েম ব্যবহার করবেন, ভাল লোকদের সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে ধন্য করার মানসিকতা

---

১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

পোষণ করবেন।

৯. সমাজের শাসক শ্রেণীকে হেয় মনে করবেন না, কাউকেও ঘৃণা করবেন না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে কারো উপর নির্ভর করবেন না।

১০. নীচ ও হীনমনের লোকদের সাথে সখ্যতা গড়বেন না।

১১. যে সব জিনিস প্রকাশ্যভাবে দোষমুক্ত, এর প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ দেখাবেন না। নির্বোধ ধরনের লোকদের সাথে খোশ-গল্প করবেন না।

১২. স্নেহ ও দয়ামায়া, ধৈর্য্য-সহ্য, সৎস্বভাব এবং উঁচু মন-মানসিকতার নীতি অবলম্বন করবেন।

১৩. উত্তম পোশাক-পরিচ্ছেদ পরবেন। নিজের সাওয়ারীকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবেন।

১৪. সুগন্ধির বহুল ব্যবহার করবেন।

১৫. জনগণকে অধিকহারে উত্তম উপাদেয় আহার করাবেন। কেননা কৃপণ লোক কখনো সরদার হতে পারে না।

১৬. এমন কিছু একান্ত গোয়েন্দা থাকবে যারা লোকদের বিষয়ে আপনাকে অবহিত করবে। কোন বিবাদ-বিসম্বাদ দেখলে সাথে সাথে তা মিটিয়ে দিবেন। ভাল কিছু দেখলে বা শুনলে তাতে নিজের মনের আগ্রহ দেখাবেন।

১৭. যিনি আপনার সাক্ষাতে আসেন কিংবা না আসেন উভয়ের সাক্ষাতে যাবেন। সৌজন্য ব্যবহার করবেন এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করবেন না।

১৮. সকল ক্ষতিকারক বস্তু পরিহার করে চলবেন।

১৯. অধিকার ও দায়িত্ব পালনে বিলম্ব করবেন না। নিজেই রোগীর সেবাযত্ন করবেন, প্রতিনিধি পর্যায়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। অনুপস্থিত ব্যক্তির খবরা খবর রাখবেন।

২০. কেউ আপনার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করলে আপনি কিন্তু তা করবেন না[১]
বা আপনার সান্নিধ্য ত্যাগ করলে আপনি তা করবেন না।

২১. যতদূর সম্ভব মানুষের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখবেন। বিপুলভাবে মানুষকে সালাম করবেন।

২২. নীচ বা নিম্ন পর্যায়ের লোকদেরকেও সালাম করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

২৩. যখন আপনি মানুষের সাথে মসজিদে অথবা মজলিসে একত্রিত হবেন এবং সেখানে এমন বিষয়ের আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, যার সাথে আপনি একমত নন, তবে সেখানে সৌজন্যের খাতিরে কোন মন্তব্য করতে যাবেন না। যদি আপনাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হয়, তবে সঠিক ও যথোপুক্ত সমিচীন

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলুন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দিন যে, এ বিষয়ে এমন এমন বক্তব্যও রয়েছে এবং তার প্রমাণ এই। যদি নাম ধরে সে সব বক্তব্য নিজের প্রতি আরোপ করেন, তবে তা তারা জেনে ফেলল যে, এ বক্তব্য কোন পর্যায়ের এবং আপনার মর্যাদা ও মূল্য কেমন? যদি তারা জানতে চায় যে, এটি কার বক্তব্য? তবে আপনি বলবেন, কতিপয় ফকীহ্ র। যদি এতে সন্তুষ্ট হয় তবে আপনার মর্যাদা অনুধাবন করতে পারবেন।

২৪. ইল্‌ম অন্বেষণকারিকে তাঁর এলাকায় প্রচলিত জ্ঞানের সবক দিতে ভুলবেন না। স্থানীয় জ্ঞানের কিছু হলেও আপনি আয়ত্ত করুন। আপনি যা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছেন এবং এর মর্ম বুঝতে পেরেছেন, তাই তাদের পাঠদান করবেন, তবে খুব সূক্ষ্ম বিষয়ে নয়।

২৫. শিক্ষার্থীকে ভালবাসবেন, কখনো কখনো খোশ-আলাপও করতে পারেন। তাদেরকে একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন, কেননা ভালবাসার মাধ্যমে জ্ঞনের উপকারিতা ও উপযোগীতা সৃষ্টি হয়। মাঝে মধ্যে তাদেরকে আপ্যায়িত করবেন। সম্ভব হলে তাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন। তাদের মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে সজাগ থাকবেন। তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তাদের সাথে ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ করবেন। কারো ব্যাপারে মনের কষ্ট ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন না। আপনি তাদের মাঝে এমনভাবে থাকুন যেন তারা বুঝতে পারে যে, আপনি তাদের একজন সুহৃদ ও হিতাকাঙ্খী, তাদের একজন একনিষ্ট রক্ষক, তাদের প্রতি সর্বদা সাহায্যের সাধ্যাতীত কর্মের জন্য তাদের নির্দেশ করবেন না।

২৬. নিজের জন্য যা পছন্দ করবেন, মানুষের জন্যও তা পছন্দ করবেন। মানুষের একনিষ্ঠ হিতাকাঙ্খী ও শুভাকাঙ্খী হবেন।

২৭. সত্যবাদিতার নীতি অবলম্বন করবেন। গর্ব ও অহংকার পরিহার করুন।

২৮. ধোঁকাবাজী থেকে দূরে থাকুন। এমনকি ধোঁকাবাজ ও ধান্দাবাজের সাথেও ধোঁকাবাজী করবেন না। খেয়ানতকারীর সাথেও আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার নীতি অবলম্বনে কুণ্ঠিত হবেন না। আমানতদারী ও বিশ্বস্ততাকে নিজের বৈশিষ্ট ও ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করুন।

২৯. সদা-সর্বদা তাক্ওয়া আল্লাহভীতির পাবন্দ্ থাকুন।

৩০. অন্য মতাবলম্বীদের সাথে সুন্দর ও রুচিশীল ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করবেন।"[১]

এই হলো ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর ওসিয়ত, যা তিনি তাঁর ছাত্রদের লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যাঁরা শিক্ষা সমাপনের পর বাসরায় গিয়ে সেখানকার

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

লোকদেরকে কূফার ফিক্‌হ পড়াবেন এবং বসরাবাসীদেরকে কূফার ফকীহ্‌দের চিন্তাধারা ও মতামত সম্পর্কে অবহিত করবেন। এ সব উপদেশ পাঠে মহান ও বিখ্যাত ইমাম-এর জীবনের তিনটি দিক আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে।

ইমাম আ'যম (রাহ.) নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে কত গভীর দূরদৃষ্টিসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানুষকে মানসিক চিকিৎসা তথা উৎকর্ষের জন্য তিনি এমন একটি সুদূর প্রসারী ফলদায়ক পন্থার নির্দেশ দিলেন, যা দ্বীনের প্রতিটি প্রচারক ও সংস্কারকের জন্য অতীব জরুরী। তিনি নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, সংস্কাককে হতে হবে মানুষের প্রতি স্নেহ প্রবণ। তার মাঝে থাকতেহবে মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা ও অনুরাগ তার মাঝে থাকবে না মানুষের প্রতি বিরাগ ও কোনরূপ ঘৃণাবোধ।

তিনি আরও বলেছেন যে, সংস্কারককে হতে হবে ঘৃণার পরিবর্তে ভালবাসা ও দরদের সত্যিকার প্রতীক। তিনি মানুষের কাছে এমন জিনিস উপস্থাপন করবেন, যা হবে গ্রহণযোগ্য ও অনস্বীকার্য। যখন জনগণ কোন বিষয়ে তাঁর বিরোধী মতামত পেশ করবে, সাথে সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে তাকে বিরোধী হতে বাধ্য করা যাবে না। বরং তার কথার প্রতি সমর্থন জানিয়ে এ কথাও বলে দিবে যে, এ বিষয়ে এর বিপরীতও কিছু বক্তব্য পাওয়া যায়। বরং তার কথার প্রতি সমর্থন জানিয়ে এ কথাও বলে দিবে যে, এ বিষয়ে এর বিপরীতও কিছু বক্তব্য পাওয়া যায়। তারপর নিজের কথার পক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করতে হবে। কিন্তু এ সব দলীল-প্রমাণকে নিজের প্রতি আরোপ করা যাবে না। বরং দলীল-প্রমাণের উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে নিজের বক্তব্যকে জোরদার ও শক্তিশালী বানাতে হবে। যদি জনতা জানতে চায় যে, এ সবের বক্তা কে? তবে শুধু একটুকু বলতে হবে, যে কোন ফকীহ্ র অভিমত। এর ফলে কোনরূপ সংঘাত ব্যতিরেকে তারা সে অভিমত গ্রহণ করে নেবে।[১]

৪. ওস্তাদ ও অভিভাবকদের জন্য গবেষণামূলক উপদেশ দান

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর পবিত্র জীবনের তৃতীয় দিকটি এমন কার্যকরী নসীহত, তথ্য- উপদেশ ভস্বরযা একজন ওস্তাদও অভিবাভকের সত্যিকার ভূমিকা হিসেবে গণ্য। তিনি স্বীয় ছাত্রদের পাহারাদারী করতেন। তিনি ভালভাবে অবগত ছিলেন যে, কি পদ্ধতিতে চিন্তা-চেতনা এবং অভিমতের প্রসার ঘটানো যায় এবং কিভাবে তাদেরকে নিজের একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে আসা যায়। তিনি মূল্যবান উপদেশাবলী দ্বারা তাদের দেহমনকে উজ্জীবিত করেছেন। ছাত্রদের মাঝে যারা অধ্যাপনার কাজ বেছে নিতে চায়, তিনি তাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে,

১. শিক্ষার্থীকে সে জ্ঞানই শিক্ষা দেবে যা তাদের মেধার জন্য উপযুক্ত এবং তাদের অনুভূতি ও অনুপ্রেরণার একান্ত উপযোগী ।

২. এমনভাবে তা তাদের শিক্ষা দেবে যাতে তারা অনুভূতি-বিরুদ্ধ এবং এতে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

৩. তিনি তাঁর শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্যে করে বলেছেন, তোমার ছাত্রদের কাছে এমন একটি স্পষ্ট বিষয় উপস্থাপন করবে এবং ধীরে ধীরে এগুতে থাকবে, যাতে অস্পষ্ট বিষয়গুলোও তাদের সামনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

৪. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর হবু অধ্যাপকগণকে উপদেশ দিয়েছেন যে, ছাত্রদের মাঝে অনুভূতি, অনুপ্রেরণা ও অনুরাগ সৃষ্টির জন্য জরুরী হলো শিক্ষক তাদেরকে বৈচিত্র্যময় আলাপ-আলোচনায় নিয়োজিত রাখবেন। যাতে ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্টতা ও উপযোগীতা সৃষ্টি হয়।

৫. তারপর তাদের সাথে মধুর ব্যবহার করতে এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে একাত্ম হয়ে থাকার উপদেশ দিতেন।

শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার সাথে বিজড়িত বিদগ্ধজন মাত্রই এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত যে, এসব উপদেশ কত মূল্যবান ও ফলদায়ক এবং ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের অনুরাগ, উৎসাহ-উদ্দীপনা-অনুপ্রেরণা জাগ্রতকরণে এসব কত কার্যকরী সহায়ক।[১]

৫. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আরো কিছু মূল্যবান কথামালা

- জাফর ইব্‌ন হুজিল বর্ণনা করেন-ইমাম (রাহ.) বলেন, "যে 'ইল্‌মকে হারাম থেকে বিরত রাখবে না, সে আল্লাহ্ তায়ালার না-ফরমানী হতে দূরে থাকবে না, সে সত্যিই ক্ষতিগ্রস্থ।"
- ফজীল ইব্‌ন দখিন আবূ হানীফা হতে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেন- ফকীহ এবং আলিমরা যদি দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহর ওলী না হয় তা হলে আল্লাহর কোন ওলী নেই।"
- ইব্রাহিম ইব্‌ন সুবিদ আবূ হানীফা হতে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেন- ইসলামের দলিল প্রমানাদি নিয়ে গবেষণা করা পঞ্চাশটি যুদ্ধ করার চেয়ে উত্তম।"
- ইব্‌ন মোবারেক হযরত আবূ হানীফা হতে বর্ণনা করেন, "হযরত আবূ হানীফা বলেন-যে যার উপযুক্ত নয় এমননেতৃত্ব অন্বেষণ করবে সে অসম্মানিত হবে।"
- আবূ শেহার্ব হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) হতে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেন- যে লোক দুনিয়া হসিলের জন্যে দ্বীনি 'ইল্‌ম শিখল, বরকত বা সমৃদ্ধি তার জন্যে হারাম হয়ে গেল। সেই ইলমের দ্বারা সে উপকৃত হতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে দ্বীনের জন্যে বিদ্যা শিখল, এতে তাঁর এলমে সমৃদ্ধি আসবে, তাঁর অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে এবং তার 'ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হবে।"
- মুহাম্মাদ আল লাইছী হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) হতে বর্ণনা করেন।" তিনি[২]

---

১. ابو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى,

২. ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, سليمان الغاوجي , পৃ.২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন- আল্লাহ্ তা'য়ালার আনুগত্যের সবচেয়ে বড় দরজার আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। সবচেয়ে বড় নাফরমানী হলো আল্লাহ্ তায়া'লার সাথে কুফর করা। যে আল্লাহ্ তায়া'লার আনুগত্য করলো, সে সবচেয়ে বড় ধরনের আনুগত্যের অধিকারী হলো এবং যে আনুগত্য করল না, সে সবচেয়ে বড় নাফরমানী করল।" [১]

- হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) হতে আল হারওয়ী উপদেশ আশা করতেছেন এমন সময় তিনি বলেন- "যে ব্যক্তি হাদীসের 'ইল্‌ম গ্রহণ করল অথচ তাকে ভাল করে উপলব্ধি অর্থাৎ 'ইলম ফিক্‌হ গ্রহণ করল না। তার উদাহরণ হচ্ছে- এ রকম লোকের মতো। যেমন একজন ফার্মাসিষ্ট তার কাছে সমস্ত ঔষধ আছে বটে কিন্তু ডাক্তার না বলা পর্যন্ত সে জানে না কোন ঔষধ কোন রোগের জন্যে। এভাবে হাদীস গ্রহণকারী জানেনা কোন হাদীসের কোন কারণ যতোক্ষণ না ফিক্‌হ্ বলে দেয়।"
- আবূ ইউসুফ, আলকমা এবং আল মাস'উদ সম্পর্কে হযরত আবূ হানীফা হতে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- "তারা দু'জনের মধ্যে কে ভাল? উত্তরে আবূ হানীফা বলেন- আল্লাহর কসম, তাঁদের ব্যাপারে কিছু বলার মতো শক্তি আমার নেই শুধু দোয়া এবং ক্ষমা চাওয়া ছাড়া।"
- আবূ ইউসুফ আবূ হানীফা হতে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেন- যে লোক দ্বীনি 'ইল্‌ম সম্পর্কে কথা বলেন। সে মনে করে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর থেকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবেনা। কিভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা দ্বীন সম্পর্কে ফতোয়া প্রদান করে।"
- মুহাম্মাদ আল ওবরী আবূ হানীফা হতে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেন- তাকে ঈসা ইব্‌ন মুসা বলেন- কেন আপনি আমাদেরকে ধোকা দিচ্ছেন। হে আবূ হানীফা! কে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়? ইমাম আবূ হানীফা তাকে বলেন- কারণ আপনি যখন আমার সান্নিধ্যে থাকেন, তখন আমাকে সাহস প্রদান করেন। যখন আপনি আমার থেকে দূরে থাকেন, আমাকে চিন্তিত করেন। আপনার কাছে এমন কিছু নেই, যা আপনাকে তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ের কারণ হয়। সুতরাং আপনি যদি ধোঁকা না দেন, কে আপনাকে ধোঁকা দেবে। সুতরাং আপনি অন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। আমি আপনার সম্পদের মুখাপেক্ষী নই। কেন আমি আপনাকে ধোঁকা দেব, কে আপনাকে ধোঁকা দেয়? তারপর এ ছন্দ পাঠ করেন- রুটির টুকরা, ভাল পানি, ভাল কাপড় চাইনা, ভালভাবে জীবন যাপন করতে চাইলে লজ্জিত হতে হয়।"[২]

---

১. امام لائمة الفقهاء ابو حنيفة النعمان, سليمان الغاوجي , পৃ.২৬২।

২. امام لائمة الفقهاء ابو حنيفة النعمان, سليمان الغاوجي , পৃ.২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

- আজীদ ইব্‌ন আল কাবীদ তিনি বলেন- "এক ব্যক্তি হযরত আবূ হানীফাকে দেখলেন এবং তাঁহাকে বললেন আল্লাহকে ভয় করুন। তাঁর রং ফ্যাকাশে হলো এবং চুল এলোমেলো। তারপর তিনি বলেন- হে ভাই! আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ করুন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সে কিভাবে মানুষের মুখাপেক্ষী হতে পারে। 'ইল্‌ম সম্পর্কে আপনার মুখাপেক্ষী বাণী সত্যিই আশ্চর্য জনক। তাঁরা তৎঅনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন করার ইচ্ছে পোষণ করা। দেখুন, আমি 'ইল্‌ম সম্পর্কে কথা বলিনা কারণ আল্লাহ্ তায়ালা এ সব জওয়াব সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। আমি নিজেকে রক্ষার ইচ্ছে করি।"
- বুকর ইব্‌ন জাফর বলেন- "এক প্রবেশকারী হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর নিকট প্রবেশ করলেন। সে একজনের দূর্নাম করে বললেন লোকটি এরকম এরকম, ছিল। তিনি বলেন- এ ব্যাপারটি বাদ দিন। সে বলে এ সব কি বলেন? তাঁর ব্যাপারে কোন কথা বলা ছেড়ে দিন। তোমরা সাবধান! এমন কথা বলেন না যা মানুষ পছন্দ করে না। আল্লাহ্ মাফ করুন, যা মানুষ অপছন্দ করে তা বলবেন না। আল্লাহ্ রহমত নাযিল করবেন যদি আমাদের মধ্যে ভাল ভাল কথার আলোচনা হয়। আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন। খারাপ সংস্পর্শ ত্যাগ করুন এবং মানুষের প্রশংসা করুন তারা আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে।"
- হাসান ইব্‌ন যিয়াদ আবূ হানীফা হতে বর্ণনা করেন যে, যাকে আপনি সম্মান করলেন, তার উপর পৃথিবী চাপিয়ে দিলেন এবং কষ্টের মধ্যে ফেলে দিলেন। হযরত আবূ হানীফা বলেন, যে আখিরাতের শাস্তি হতে বাঁচতে চাইবে, সে দুনিয়ার কোন ব্যাপার নিয়ে দ্বীধাবোধ করে না।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মেধা এবং প্রকৃতি অতুলনীয়। তাঁর সম্পর্কিত যে কোন আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা এসেই যাবে। আল্লামা যাহবী তাঁর জীবনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছেন কিন্তু তাঁর মেধা-যোগ্যতার কথা বাদ দিতে পারেন নি। (ان بعض الظن اثم) অর্থাৎ আদম সন্তানের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিভার অধিকারী যারা ছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। কঠিন থেকে কঠিনতর মাসআলায় তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা এতো দ্রুত কাজ করতো, যা দেখে মানুষ হতবাক হয়ে যেতো। তাঁর সহপাঠি বন্ধু-বান্ধব যারা শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে তাঁর সমমানেরও বটে ফিক্‌হী আলোচনায় বেশির ভাগ সময় একই সাথেই বসতেন, মৌলিক মাসআলাসমূহ তারাও জানতেন, কিন্তু উপস্থিত প্রেক্ষপটে মৌলিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন সমাধান তাৎক্ষণিক বের করে দেয়া– এটা শুধুমাত্র তাঁরই কাজ।

---

১. لائمة الفقهاء امام ابو حنيفة النعمان, سليمان الغاوجي , পৃ.২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বানীসমূহ মাধ্যমে খুব সহজেই বুঝা যায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) 'ইলম মহাসমূদ্রের কত গভীরে বিচরণ করতেন। তাঁর প্রতিটি উপদেশের ভিতরেই অন্ত নিহিত অর্থ রয়েছে, যা থেকে আজও আমরা দিকনির্দেশনা নিয়ে একটি সফল সুন্দর জীবন গড়তে পারি।

তর্কযুদ্ধে (Debate) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) স্বীয় যুগের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রতিভাবান ও সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিবান ছিলেন। শৈশবে ইমাম আসিম (রাহ.)-এর কিরা'আত অনুযায়ী পবিত্র কুরআন হিফ্য করেছিলেন। 'ইল্ম হাদীসেও গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন; ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং কবিতায়ও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। জটিল মাসআ'লার বিষয়ে বিভিন্ন ফিরকা (দল)-সমূহের বিষয়েও তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি বির্তকের মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতের অনুসারীদের পারজিত করতেন। বিশেষ করে ইসলামের কোন বিধানের ব্যাপারে কোন বির্তক উঠলে তিনি তা মোকাবেলা করতেন। সে জন্য তিনি সাতাশ বার বসরা গিয়েছিলেন[১], A Historyof Muslim Philosophy গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রায় ২০ বার।[২] তর্কযুদ্ধের ধারাবাহিকতায় সেখানে তিনি বছরকাল পর্যন্ত অবস্থান করতেন। অবশেষে ' 'ইল্মে ফিক্হ'-এ পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। আকাইদের মৌলনীতি (اصول عقائد) বিষয়ক তর্কযুদ্ধে তাঁর প্রবল অনুরাগ জীবনের প্রথম দিক থেকেই লক্ষণীয়। আর এতে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। দ্বীনের মৌলনীতি (اصول عقائد) অনুধাবন এই ছিল তাঁর পদ্ধতি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, 'ইল্মে ফিক্হ অধ্যয়নে মনোনিবেশের পরও যদি দ্বীনের মৌলনীতিতে (اصول دين) কোন তর্কযুদ্ধের প্রয়োজন হত, তিনি নি:সংকোচে তা করে যেতেন। একবার খারিজীরা একটি মসজিদে ঘাঁটি গাড়ল। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-ও মসজিদে গেলেন এবং দরস পেশ করতে থাকলেন। খারিজীরা তাঁর দরসে ঢুকে পড়লে তিনি তাদের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।[৩]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ফিক্হ শাস্ত্রের প্রতি মনোনিশের পর খারিজীদের সাথে সংঘটিত তর্কযুদ্ধের কথা আমরা এখানে বর্ণনা করব যা খারিজীদের মতবাদ 'কবীরা গুনাহকারী কাফির হয়ে যায়' বিষয়ে হয়েছিল। ঘটনা এই যে, খারিজীদের একটি দল ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর খিদমতে এসে বলেছিল, মসজিদের দরজায় দু'টি জানাযা হাযির। একটি হলো এক মদ্যপায়ীর, যে অধিক মদ্যপানের কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে। দ্বিতীয়টি হলো এক ব্যভিচারিনীর, যে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল এবং গর্ভধারণের ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কোন্ ধর্ম ও গোষ্ঠির সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল? এরা কি ইয়াহুদী? বলা হল, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি

১.(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة۱٤٠۱ه)، سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৩৮।

২. Edited by M.M. Sharif, **A Historyof Muslim Philosophy**, (**Pakistan** : Pakistan Philosophical Congress, last modified on 2002), Ch.34, P. 674.

৩. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, (**হায়দারাবাদ** : দাইরাতুল-মারিফ, ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.), ১ খ., পৃ. ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টান? জবাবে বলা হল, না। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তারা তো অগ্নিপূজক নয়? বলা হল, না।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সবশেষে তাদের সম্পর্ক কোন্ দ্বীনের সাথে ছিল? খারিজীরা বলল " لا إله إلا الله محمد رسول الله " -এর সাক্ষ্যদাতা মিল্লাতের সাথে। ইমাম আ'যম (রাহ.) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক আছে। বলুন, কালেমা তাইয়্যিবার শাহাদাত কি ঈমানের এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, না এক-পঞ্চমাংশ? তারা বলল, ঈমান বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় না।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, এই সাক্ষ্যের সাথে ঈমানের সম্পর্ক কি? জবাবে খারিজীরা বলল, পূর্ণাঙ্গ ঈমান। ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন, তারপর এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রশ্নের কি অর্থ থাকতে পারে যাদের মু'মিন হওয়ার বিষয়ে আপনারা নিজেরাই স্বীকৃতি দিচ্ছেন? খারিজীরা বলল, যাক, এখন আমাদের বলুন, এরা কি জান্নাতী না জাহান্নামী? ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন, আমি তাদের বিষয়ে সে কথাই বলব যা, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) যিনি ১৫৭ বছর[১] জীবিত ছিলেন, এদের চেয়ে আরো গুরুতর অপরাধী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেছিলেন:[২]

"فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. "

"সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আর ঐ কথাই বলব যা, হযরত ঈসা রূহুল্লাহ্ (আ.) এদের চেয়েও বড় গুনাহগার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছিলেন :[৩]

"وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم. "

"আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি ত পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

আর যখন হযরত নূহ্ (আ.) যিনি ১৪৫০ বছর জীবিত[৪] ছিলেন, কে তাঁর সম্প্রদায় বলেছিল :[৫] "أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. "

"আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করবে।"

তখন তিনি বলেছিলেন :[৬]

"وما علمي بما كانو ا يعملون، إن حسابهم إلا على ىربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. "

---

১. মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী ,**আ'মর আল মুআ'ম্মারীন, (জাদু প্রেস**, ১৩৩৮হি./১৯১৯খৃ.), পৃ. ৫।
২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল- ইব্‌রাহীম, আয়াত : ৩৬।
৩. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল- মায়িদাহ, আয়াত : ১১১।
৪. মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী ,**আ'মর আল মুআ'ম্মারীন,** পৃ. 8।
৫. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আশ- শু'আরা, আয়াত : ১১৮।
৬. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আশ- শু'আরা, আয়াত : ১১২-১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

"তারা কী করত তা আমার জানা নেই। তাদের হিসেব নেয়া ত আমার প্রতিপালকের কাজ, যদি তোমরা বুঝতে; মু'মিনদের তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়।"

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, আমি হযরত নূহ (আ.)-এর কথারই পুনরাবৃত্তি করব :[১]

"ولا اقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم أني إذا لمن الظلمين."

"তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয়, তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনই মঙ্গল দান করবেন না, তাদের অন্তরে যা আছে, তা আল্লাহ্ সম্যক অবগত। তা হলে আমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

খারিজীরা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর এ পূর্ণাঙ্গ জবাব শুনে চুপ হয়ে গেল।[২]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) গোঁড়া শী'আদেরকে তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে জব্দ করেছেন। অথচ তিনি তখন একনিষ্ঠভাবে 'ফিক্হ শাস্ত্র' অধ্যয়নে রত ছিলেন। তর্কযুদ্ধে কখনো অংশগ্রহণ করলেও ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ছাত্র ও ঘনিষ্ঠ লোকদেরকে 'উসূলে আকাঈদ' বিষয়ে তর্ক-যুদ্ধে বারণ করতেন। সুতরাং তিনি একবার তাঁর পুত্র হাম্মাদ (রা.)-কে বাকযুদ্ধে রত দেখে বারণ করেছিলেন। তখন তাঁর পুত্র বলেছিলেন, "আপনি তর্কযুদ্ধ করে থাকেন অথচ আমাকে বারণ করেছেন।"

তিনি বললেন, আমি তর্কযুদ্ধকালে গভীরভাবে এ বিষয়টির উপর দৃষ্টি রাখি যে, বিরোধী পক্ষ যেন এ সব থেকে বিরত থাকে। আর তোমাদের এ বিষয়ে উদ্দেশ্য থাকে তোমাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা ও লজ্জিত করা। যারা নিজের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল কিংবা লজ্জিত করার ইচ্ছা রাখে, মূলত তারা যেন তাদের প্রতিপক্ষকে কাফির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষকে কাফির বানাতে চায়, সে প্রতিপক্ষকে কাফির সাব্যস্ত করার পূর্বেই নিজে কাফির হয়ে যায়।[৩] উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম এই যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর জীবনের প্রথম দিক ইতিকাদী বিষয়ে ভ্রান্ত দল ও উপদলের সাথে যুদ্ধের মাঝে কেটেছে, যাকে "ইল্ম কালাম' বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে তর্কযুদ্ধের পর তিনি "ইল্ম ফিক্হ'-এর প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাঁর সকল মেধা- যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে তাতে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তবে হ্যাঁ, প্রয়োজনবশত সত্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে তিনি যুদ্ধ ছাড়তেন না।

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল-হুদ, আয়ত : ৩১।

২. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ.৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ১ খ. পৃ. ১২৪।

৩. مناقب أبي حنيفة لابن البى رحمه الله تعاى , ১ খ. পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মাযহাবী দলসমূহের ন্যায় 'ইল্ম কালাম-এর মর্মমূলে বিচরণ করে তারপর নিজের যুগের মহান মাশাইখ-এর নিকট 'ইল্ম ফিক্হ ও ফাতওয়া অধ্যয়নে নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট হলেন ইমাম আ'যম (রাহ.)। তিনি একজন ফকীহ্-র সান্নিধ্যে যেতেন এবং তাঁর থেকে 'ইল্ম হাসিল করতেন এবং সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গভাবেই ব্যুৎপত্তি লাভ করতেন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ''ইল্ম ফিক্হ' অন্বেষণকারীকে অবশ্যই বিভিন্ন মাশাইখের নিকট থেকে 'ইল্মী ফায়দা গ্রহণ করতে হবে এবং ফিক্হ-এর পরিমন্ডলে জীবন যাপন করতে হবে, তার সাথে সাথে একজন স্বনামধন্য 'ফকীহ্'-কে নিজের চিন্তাধারা কেন্দ্রবিন্দু বানাতে হবে। যিনি তাঁকে গভীর থেকে গভীরতম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসআলার বিষয়ে অবহিত করবেন এবং তাঁর থেকে পূর্ণাঙ্গতার তথা কামালিয়াতের সনদ লাভ করবেন।[১] কূফা নগরী ছিল তাঁর যুগে ইরাকী ফকীহগণের কেন্দ্রবিন্দু। যেমনিভাবে বসরা নগরী ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও আকাইদী বিষয়ে তর্কযুদ্ধে লিপ্তদের কেন্দ্র। এই 'ইল্মী কেন্দ্রসমূহের মাঝে তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী ধীশক্তি সম্পন্ন। ইমাম আ'যম (রাহ.) স্বয়ং বলেন,[২]

"كنت في معدن العلم والفقه فجلست أهله ولزمت فقيها من فقهائهم."

"আমি 'ইল্ম ও ফিক্হ-এর খনিতে (কূফাতে) বসবাস করতাম। অত:পর (কূফার) ফুকাহায়ে কিরামের মধ্য হতে একজন ফকীহ্ (ইমাম হাম্মাদ-(রাহ.) মৃ. ১২০হি. /৭৩৮খৃ.)-এঁর একান্ত সান্নিধ্য গ্রহণ করলাম।"

তর্কযুদ্ধে বিচক্ষণতা

তখন তর্কযুদ্ধ ছিল সবচেয়ে কঠিন ও বিশ্বস্থ মাধ্যম। কোন বিষয়ে সন্দেহ হলেই চ্যলেঞ্জ এবং সকলের সামনে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হত। আর বিজয় লাভ করলে সকলেই সে সিদ্ধান্ত এক বাক্যে মেনে নিত। তখনকার যুগকে তর্কযুদ্ধের যুগ বলা যায়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী উপদল, শী'য়া ও সুন্নী, খারিজী ও গায়রে খারিজী, অপরাপর ভ্রান্ত মতাবলম্বী, মুতাযিলা এবং বিশুদ্ধ আকীদার ধারক-বাহক ইসলামের হিফাযতকারী দলের মধ্যে মহাসমারোহে তর্কযুদ্ধ ও বাক-বিতর্ক চলছিল। তার্কিক ওলামায়েকিরাম দূরদূরান্ত সফর করে এতে অংশগ্রহণ করতেন। স্বয়ং হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বিভিন্ন মতাবলম্বী উপদলের সাথে তর্কযুদ্ধের জন্য বাইশবার বস্‌রা গিয়েছেন। বস্‌রার কোন কোন তার্কিক আলিম কূফাবাসীদের সাথে তর্কযুদ্ধের জন্য সেখানে যেতেন।[৩]

হজ্জের মওসুমে যখন ওলামায়েকিরাম পরস্পর মিলিত হতেন, তখনও তাঁদের মধ্যে 'ফিক্হ' সম্পর্কিত আলোচনা ও পর্যালোচনা হতো। আপনারা ইতিপূর্বে অবগত হয়েছেন, হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) হিজাযে এসে ইমাম আওয়াঈ ও

---

১. محمدأبوزهرةالمصرى : ابوحنيفة, (কায়রো: দারুল ফিকর-আল-আরবী, ১৪১২হি./১৯৯১খৃ.), পৃ. ২৫।
২. আল খাতীব, **তারীখে বাগদাদ**, (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ. পৃ. ৩৩৩।
৩. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিক (রাহ.)-এর সাথে তর্কযুদ্ধ করতেন। ফকীহ্গণের এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক বা আলোচনা-পর্যালোচনা অধিকতর ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হতো। এতদ্ভিন্ন তাঁদের এ সব বিতর্ক ' 'ইল্ম কালাম' সম্পর্কিত তর্কযুদ্ধের তুলনায় উত্তম ফলদায়ক হতো। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এমন তর্কযুদ্ধ স্বদেশী জাতীয়তাবোধের কারণেও হতো। বস্‌রার ওলামায়ে কিরাম কূফার 'ওলামায়ে কিরামের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতেন। প্রত্যেক লোক স্বদেশী বোধের কারণে নিজ নিজ শহরের লোকদের সহায়তা প্রদান করতেন- যাতে তিনি বিতর্কে বিজয় লাভ করে নিজের গৌরব অর্জন করতে পারেন। পরাজয়ের গ্লানি থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেন। কখনো কখনো অকৃত্রিম ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'ওলামায়ে কিরামও এতে জড়িয়ে পড়তেন।[১]

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এবং ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ সিম্‌তীর প্রথম সাক্ষাতে যে কথোপকথন হয়েছিল, তার সারমর্ম, ইব্‌ন বাযাযী (রাহ.) স্বীয় 'মানাকিব' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন:

বিলাল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (রাহ.) বলেন, আমি ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ সিম্‌তীকে বলতে শুনেছি যে, আমি উসমান আল-বাত্তীর নিকট যাতায়াত করতাম। উসমান আল-বাত্তী ছিলেন হাসান মু'তাযিলী এবং ইব্‌ন সীরীন-এর মতাবলম্বী। আমি তাদের ধর্মমত ও অনুসৃত নীতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম এবং এ বিষয়ে অনেক তর্কযুদ্ধও করেছি। তারপর আমি কূফার 'ওলামায়েকিরামের সাথে মতামত বিনিময়, তাঁদের ধর্মমত প্রত্যক্ষ অনুধাবনের জন্য সেখানে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমাশ-এর পাঠদান মাহফিলে কথা উঠলে তিনি বলেছিলেন, ওকে আমার এখানে আসতে বল। আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আপনি হয়ত ভেবে থাকবেন যে, বসরাবাসী কূফাবাসীদের চেয়ে অধিক বিজ্ঞজন। কা'বা ঘরের মালিকের কসম এখনো তা নয়। প্রকৃত অবস্থা এমন নয়। বস্‌রা নগরী শুধুমাত্র বাগ্মী, স্বপ্ন ব্যাখ্যাতা ও শোকগাঁথা তৈরিকারক জন্ম দিয়েছে। আল্লাহর কসম! যদি কূফাতে শুধু একজন ব্যক্তি হতেন, যিনি আরব নন, বরং অনারব, তবেই যথেষ্ঠ হতো।[২] তিনি এত অধিক মাসআলা জানেন যে, হাসান, ইব্‌ন সীরীন, কাতদা এবং উসমান বাত্তী প্রমুখও তা জানেন না। এ কথা বলে তিনি অত্যধিক রাগান্বিত হয়ে গেলেন। আমি রীতিমত ভয়ার্ত হয়ে গেলাম যে, তিনি রাগের মাথায় আমাকে মারতে শুরু করেন নাকি? তারপর তিনি উপস্থিত একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, ওকে (অর্থাৎ আমাকে) নু'মান-এর 'হালকায়ে দরসে' নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! এ ব্যক্তি তাঁর সর্ব কনিষ্ঠ শিষ্যকে দেখে বললো যে, যদি সকল আলিম ব্যক্তি একত্রিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন, তবে তিনি জবাব দিয়ে সকলকে প্রশান্ত করে দেবেন। আমার মাঝে কি ধরনের ভীতি সৃষ্টি হল

---

১. এ কাহিনীর বর্ণনাকারী হলেন ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ সিম্‌তী (মৃ. ১৮৯ হি.) গবেষক ওলামায়েকিরাম কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত ব্যক্তি। الفوائد البهية فى طبقات الحنفية গ্রন্থের ৯৫ পৃ.-এ বলা হয়েছে যে, তিনি স্বকল্পিত কাহিনী অপরের নামে চালিয়ে দিতেন। হাফিয ইব্‌ন মুঈন (রাহ.) তাকে মিথ্যাবাদী ও জঘন্য ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। দ্র. تهذيب التذيب ও الإعتدال ميزان ।

২. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। সে ব্যক্তি দাঁড়াল এবং আমি তার পিছু নিলাম। যখন মসজিদের বাইরে এলাম, তখন লোকটি বলল, নু'মান সম্ভবত বনী হারামে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস কর, তিনি এসব মাসআলা সম্পর্কে খুব ভাল জানেন। আমার একটু জরুরি কাজ আছে। সুতরাং আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি বের হয়ে পড়লাম এবং একের পর এক গোত্রকে জিজ্ঞেস করে অবশেষে বনী হারামে পৌঁছলাম। আসরের সালাতের সময় হলো। মধ্য বয়সের অপরূপ চেহারা বিশিষ্ট সুন্দর কাপড় পরিহিত একজন লোক আমার সামনে পড়লো। তার পেছনে একটি সুন্দর চেহারার যুবকও আসছিল। তাঁরা আমার নিকটবর্তী হলেন, আমি সালাম করলাম। তারপর তিনি আযান দেয়ার স্থানে এলেন এবং অত্যন্ত সুন্দর করে আযান দিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি নু'মান হবেন। আযানের স্থান থেকে নেমে এসে তিনি সুন্দরভাবে হাল্‌কা দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন, যা হাসান ও ইব্‌ন সীরীন- এর নামাযের সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। তাঁর ছাত্রদের একদল একত্রিত হল। তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং বসরাবাসিগণের মত নামায পড়ালেন। সালামান্তে মিহরাবের দিকে পিঠ দিয়ে উপস্থিত লোকদের দিকে মুখে করে বসলেন। তারপর উপস্থিত লোকজনকে সালাম করলেন, প্রত্যেকের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। যখন জিজ্ঞাসাবাদ আমার পর্যন্ত পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, মনে হয় আপনি বসরা থেকে এসেছেন। আর আপনাকে আমার মজলিসে আসতে বারণ করা হয়েছিল? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি? আমি আমার নাম ও বংশ পরিচয় বললাম। তারপর তিনি আমাকে আমার উপাধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উসমান বাত্তীর সঙ্গে আপনার দেখা সাক্ষাত হয়? আমি ইতিবাচক জবাব দিলাম। তিনি বললেন, সে যদি আমার সাথে সাক্ষাত করত, তবে তার মতবাদের অনেক মতবাদই পরিত্যাগ করত। তারপর তিনি বললেন, আপনার যা কিছু জিজ্ঞেস করার, তা সবার আগেই জিজ্ঞেস করুন। কেননা আপনি বহু কষ্ট করে এসেছেন। আপনার ন্যায় 'ফকীহ্'র জিজ্ঞাসা করার অগ্রাধিকার রয়েছে। আর প্রত্যক গণ্যমান্যরাই কষ্টের শিকার হন এবং প্রত্যেক আগমনকারীরই কোন না কোন প্রয়োজন থাকা স্বাভাবিক। আমি আমার পক্ষে বুঝার অসাধ্য প্রশ্নগুলো তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম, তিনি জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাশ এবং আমার মধ্যেকার ঘটনা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, "আল্লাহ্ আবূ মুহাম্মাদকে (আমাশ) হিফাযত করুন। তিনি তাঁর শহরের সুনাম বুলন্দ করতে স্বচেষ্ঠ রয়েছেন।"[১]

হাসান ও ইব্‌ন সীরীন উভয়েই অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। কিন্তু একে অপরের বিষয়ে যে সব কথা বলে থাকেন, তাতে আমাশ-এর কথার সহায়তা হয়ে থাকে। ইব্‌ন সীরীন হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন যে, তিনি বাদশাহর উপহার ও দান-দক্ষিণা গ্রহণ করে থাকেন, দুর্বোধ্য বিষয়াবলী বর্ণনা করে থাকেন, বিদ্'আতের প্রশ্রয় দেন এবং তাকদীর সম্পর্কেও উদ্ভট কথাবার্তা বলে থাকেন। মনে হয় তিনি যেন ভূ-মণ্ডলের ইলাহ্ আর তিনি যে আল্লাহ্ থেকে মুখাপেক্ষীহীন হয়ে সকল কাজ

১.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। ইব্‌ন সীরীন (রাহ.) এভাবেই বলে যাচ্ছিলেন। শেষে একদিন খালিদুল-যাযযা তাঁর মজলিসে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, ইব্‌ন সীরীন! আপনি থামুন, আপনি আর কতদিন হাসান সম্পর্কে এ ধরনের বলতে থাকবেন? আমি হজ্জের বছর তাকদীর সম্পর্কে তাঁর দূষণীয় আকীদার বিষয়ে তাঁকে তাওবা করিয়েছিলাম। তিনি তাওবা করেছেন, আর মহান আল্লাহ্‌ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন। আর নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন:

"لا تعيروا أحدا بما كان من الكفر، فان الإسلام يهدم ما قبله من الشرك"

"ইসলাম গ্রহণ-পূর্ব কুফরীর জন্য কাউকে দোষারোপ করো না, কেননা ইসলাম গ্রহণের ফলে তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ নি:শেষ হয়ে গেছে।" খালিদ তো অতি আশ্চর্য কথা বললেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াসে, কাতাদা, সাবিত বুনানী, মালিক ইব্‌ন দীনার,হিশাম ইব্‌ন হাসসান, আইউব, সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা প্রমুখ বলেন যে, হাসান 'তাকদীর' সম্পর্কে তাঁর জঘন্য আকীদা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাওবা করেননি। অতি আশ্চর্যের বিষয়ে হলো এই যে, এর বিপরীত আমার ইব্‌ন উবাইদ, ওয়াসিল ইব্‌ন আতা, সীনান ইব্‌ন জারীর এবং ইউনুস ইব্‌ন বাশীর প্রমুখ লোকদেরকে হাসানের ধর্মমতের পক্ষে দাওয়াত দিচ্ছেন আর এমনিভাবে অপরাপর বসরাবাসিগণও তার ধর্মমতের অনুসরণ করে যাচ্ছে। হাসান ইব্‌ন সীরীনকে ভর্ৎসনা করে বলে থাকেন যে, তিনি মশক থেকে পানি নিয়ে ওযু করে থাকেন, ভোরবেলা এক মশক পানি দ্বারা কোনমতে গোসল করেন। তিনি নিজে নিজকে শাস্তি দিচ্ছেন। অথচ তা নবীজীর সুন্নাতের খেলাফ। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। মনে হয় তিনি যেন হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধর।[১]

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, থামুন, অতিরিক্ত কথা বন্ধ করুন এবং নিজের আগমনের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন আর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জেনে নিন। আপনার পূর্ববর্তীগণ কখনো ঐক্যমত্যে পৌছাননি, আর না ভবিষ্যতেও কখনো একমত হবেন। মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন:[২]

"ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم"

"আর যদি আপনার রব্বের ইচ্ছা হইত, তবে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন (কিন্তু এইরূপ করেন নাই), আর তারা সর্বদাই মতভেদ করতে থাকবে। কিন্তু যার প্রতি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হয়; আর এই জন্যই আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাহাদীসকে সৃষ্টি করেছেন; আর আপনার পরওয়ারদিগারের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করিব জ্বিনদের ও মানবদের- সকলের দ্বারা।" তবে যদি তাকদীরে লিপিবদ্ধ না হতো, তবে স্বভাবের ভিন্নতা আসত না।

মহান আল্লাহর বাণী:

"قل كل يعمل على شاكله فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا"

---

১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ১৩৬।

২. **আল কুরআনুল কারীম**, সূরা: হূদ, আয়াত: ১১৮-১১৯।

৩. **আল কুরআনুল কারীম**, সূরা: আল-বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

"প্রতি ব্যক্তি বিশেষ পথ ও মতের উপর ঘুরপাক খাচ্ছে, মহান আল্লাহই ভাল জানেন কে সিরাতে মুসতাকীম-এর উপর অধিষ্ঠিত।"

তারপর তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাকদীর' সম্পর্কে মানুষের মাঝে যে মতভিন্নতা রয়েছে, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন: বস্‌রা ও কূফাবাসীদের মতভিন্নতা সম্পর্কে আপনিও অবহিত রয়েছেন। বস্তুত এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। তা হৃদয়ঙ্গম করা বা এর উত্তরণ সহজসাধ্য নয়। এ বিষয়টির দরজা তালাবদ্ধ এবং চাবি গিয়েছে হারানো। যদি চাবি পাওয়া যায়, তবে সব কিছু জানা সম্ভব হতে পারে। একমাত্র মহান আল্লাহই এর প্রকৃত খবর সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যেহেতু তা তাঁর নিকট থেকে এসেছে এবং তাঁর নিকট থেকে দলিল-প্রমাণাদি এসে থাকে। বস্তুত তা হবার নয়। এ বিষয়ে বুদ্ধি-বিবেক প্রসূত উক্তি ভিন্নতর। তবে আমরা দু'য়ের মাঝে একটি ইনসাফপূর্ণ কথা বলে থাকি যে, মানুষ না সম্পূর্ণ স্বাধীন আর না সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ। আল্লাহ্ মানুষকে সে কাজের দায়িত্ব চেপে দেন না যা তার সাধ্যাতীত, সে যা জানে না, তা তিনি চান না। সে যা করেনি, তিনি তার জন্য তাকে শাস্তি দেন না এবং সে যা করেনি, সে সম্পর্কে তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। যে বিষয় তার জানা নেই, সে বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা তাঁর কাম্য নয়। আল্লাহই আমাদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সম্যক অবগত। সঠিক সরল পথ তাঁরই। আমাদের কর্তব্য হল চেষ্টা-সাধনা করে যাওয়া। চেষ্টা-সাধনাকারী সঠিক পথের দিশা পেয়ে থাকে। কিন্তু যেসব বিষয়ে মানুষের জ্ঞান নেই, সে সব বিষয়ে অযথা পণ্ডশ্রমের জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দেননি। তিনি গোপন সকল কিছুই জ্ঞাত। তাঁর প্রতি সকল অনুরাগীর অনুরাগ থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি যাতে সন্তুষ্ট ও যা তিনি ভালবাসেন, তাই আমাদের কামনা।[১]

এই হলো হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এবং ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ সিমতীর সাক্ষাতকার ও পরস্পর কথোপকথনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ। এতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, দেশের ভিন্নতার কারণে কি ধরনের জাতীয়তাবোধ কার্যকরী ছিল। বসরাবাসীগণ স্বীয় দেশের জ্ঞান ও জ্ঞানীদের জন্য গর্ব করতেন। কূফার অবস্থাও ভিন্নতর ছিল না। হিজায এবং ইরাকবাসীদের মধ্যে প্রচন্ডতম মনোমালিন্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ বুঝা যায় বৈকি। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ শুধু ধর্মীয় চিন্তা-চেতনাবোধের ভিন্নতার কারণেই ছিল না, বরং স্বদেশীবোধ ও গোত্রপ্রতিও এতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল এবং তাঁদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই ঘটনা আরেকটি গোপন রহস্যও উন্মোচিত করে দিচ্ছে যে, তৎকালে ওলামায়েকিরামের মধ্যে কি পরিমাণ মতপার্থক্য ও সমালোচনার তিক্ত পরিবেশ বিরাজমান ছিল। দেখার বিষয় যে, হাসান বসরী (রাহ.) ও ইব্‌ন সীরীন (রাহ.) ছিলেন

---

১. المناقب لابن المزازی পৃ. ৮৮; প্রাগুক্ত ১, পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সেকালের বিশিষ্ট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাবি'ঈ। তাঁদের উভয়ের 'ইল্‌ম দ্বীনে যে মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন, তা অপর কারোই ছিল না। কিন্তু উভয়েরই পথ ও মত ছিল ভিন্নতর। একে অপরের কঠোর সমালোচনা করতেন এবং একে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।[১]

এই ঘটনা বিভিন্ন বিষয়ে অধিকতর মতবিরোধের আয়না স্বরূপ। যা কখনো বিরোধী পক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করা পর্যন্ত পৌঁছে যেত। উপরন্তু এতে আরো বুঝা যায় যে, হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) যুগের চাহিদা, ওলামায়ে কিরামের মর্যাদা, তাঁদের বুদ্ধিভিত্তিক চিন্তাধারা এবং তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিরূপ সম্যক অবগত ছিলেন।[২]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বিতর্ক সম্পর্কে এম হাদী হেসেন উল্লেখ করেন,[৩] "There is no doubt that Abu Hanifah took part in more polemic encounters and debating duels than any of the other imams of fiqh."

জাহাম ইবন সাফওয়ানের সাথে বাকযুদ্ধ

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর জাহাম ইব্‌ন সাফওয়ানের মধ্যে যে বাকযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ঈমান সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে এবং এতে তিনি বিস্তারিত দলীল- প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন।

আল্লামা মাক্কী (রাহ.) স্বীয় মানাকিব -এ লিপিবদ্ধ করেছেন :[৪]

একবার জাহাম ইব্‌ন সাফওয়ান কথাবার্তা বলার উদ্দেশ্যে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর নিকট যান এবং বলেন আপনার সাথে দৃষ্টিভঙ্গির আদান প্রদানের জন্য আমি এসেছি। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন তোমার সাথে কথা বলা লজ্জার ব্যাপার এবং তোমরা যে সব বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছো, তাতে অংশ গ্রহণ আগুনে প্রবেশ সদৃশ।

জাহাম : আমার সাথে আপনার সাক্ষাত এবং কোনরূপ আলাপ-আলোচনা ব্যতীতই এই অভিমত ব্যক্ত করলেন?

ইমাম আ'যম : তোমাদের যে সব অভিমত ও অভিব্যক্তি আমার পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা কোন মুসলমানদের অভিমত হতে পারে না।

জাহাম : আপনি জেনেশুনে আমার ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন?

---

১. এসব বাস্তবতা বিবর্জিত কাহিনী। একটু গভীরভাবে পর্যাবেক্ষণ করলে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম ও হাসান বসরী এবং ইমাম ইব্‌ন সীরীন (রাহ.) প্রমুখের বদনামের জন্য এসব কাহিনী তৈরি করা হয়েছে। আর এর হোতা স্বয়ং ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ সিমৃতী।

২. **প্রাগুক্ত ১** , পৃ.১৩৮।

৩. M. Hadi Hussain, **Imam Abu Hanifah Life and works,** P.57.

৪. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ১ খ., পৃ. ১৪৫-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আ'যম : তোমাদের ব্যাপারে এসব অভিমত সুপ্রসিদ্ধ। সাধারণ-অসাধারণ সকল মানুষই তা জানে। সুতরাং আমি সম্পূর্ণ আস্থার সাথেই তোমার বিরুদ্ধে যা বলার, বলছি।

জাহাম : আমি আপনাকে শুধু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি।

ইমাম আ'যম : তুমি এখনও ঈমানের স্বরূপ জানতে পারনি যে, প্রশ্নের প্রয়োজন পড়ল?

জাহাম : কেন নয়? অবশ্য ঈমানের একটা দিকের ব্যাপারে আমার সন্দেহ হচ্ছে, তা দূরীভূত করতে চাই।

ইমাম আ'যম : ঈমানের মাঝে সন্দেহ করা কুফরী।

জাহাম : আপনার জন্য মোটেই সমীচীন হবে না যে, আপনি আমার কুফরীর কারণ অবহিত করবেন না।

ইমাম আ'যম : বল, কি জিজ্ঞেস করতে চাও?

জাহাম : বেশ বলুন তো, এক ব্যক্তি তার অন্তর দ্বারা আল্লাহকে চিনল এবং জানল যে, তিনি এক, একক, তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউ নেই, তাঁর গুণাবলীও সে অবগত, কোন বস্তু তাঁর সদৃশ নেই এ কথা সে ব্যক্তিও মানে কিন্তু এ সব মুখে স্বীকার ব্যতীতই সে মরে গেল। সে ব্যক্তির মৃ. কি কুফরের উপর হলো অথবা ইসলামের উপর?

ইমাম আ'যম : সে ব্যক্তি কাফির, সুতরাং জাহান্নামী। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের উপলব্ধির সাথে মুখের স্বীকৃতি সমন্বয় না হবে।

জাহাম : কেমন করে সে মু'মিন নয়, যখন সে আল্লাহকে তাঁর গুণাবলীসহ উপলব্ধি করল?

ইমাম আ'যম : যদি তুমি পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসী হও এবং ইসলামী শরীয়াতের হুজ্জত বলে গ্রহণ কর, তবে আমি কুরআনের দলীল পেশ করব। আর যদি এমনটি না হয়, তবে আমি তোমার সাথে সে পরিমাপেই কথা বলব, যেভাবে ইসলাম বিরোধীদের সাথে হয়ে থাকে।

জাহাম : আমি কুরআনের উপর বিশ্বাসী এবং কুরআনকে হুজ্জত বলে বিশ্বাস করি।

ইমাম আ'যম : আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঈমানের সম্পর্ক দু'টি অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। একটি হল হৃদয়-মন; দ্বিতীয়টি ভাষা বা বা উচ্চারণ।

সুতারাং ইরশাদ হচ্ছে :[১]

"واذ سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق"

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল-মা'য়িদাহ, আয়াত : ৮৩-৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

"يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشهدين- وما لنا لانؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين- فاثابهم الله بما قالوا جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها وذلك جزاء المحسنين-"

"রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে তখন তারা সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক; আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর। আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কী কারণ থাকতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাদের এই কথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। এই হলো সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার।"

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বলেছেন, এই আয়াত মহান আল্লাহকে উপলব্ধি বা জানা এবং স্বীকৃতিকে জান্নাতী হওয়ার কারণ বলেছেন এবং হৃদয় ও মুখের উচ্চারণ বা স্বীকৃতিকে মু'মিন হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন।

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করছেন :[১]

"قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابرهيم واسمعيل واسحق ويقوب ولاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون- فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا-"

"তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি, যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী। তোমরা যাতে ঈমান এনেছ, তারা যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে নিশ্চয়ই তারা সৎপথ পাবে।"

আরও বলেন: [২]

"والزمهم كلمة التقوى"

"আর তাদেরকে তিনি তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন।"

আরও ইরশাদ করেছেন :[৩]

"وهدوا الى الطيب من القول"

"তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল।"

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ১৩৬-৩৭।

২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল-ফাতহ, আয়াতঃ ২৬।

৩. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল-হাজ্জ, আয়াতঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

আরও বলেছেন :[১]

"اليه يصعد الكلم الطيب"

"তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে।"

আরও ইরশাদ হয়েছে :[২]

"يثبت الله الذين امنوا بالقوم الثابت فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة"

"যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদেরকে ইহজীবন ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।"

এখন নবী করীম (সা.) এর বাণী শোন :

"قولوا لا اله الا الله تفلحون"

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কামিয়াবী ও সফলতা উপলব্ধি ও জানার মধ্যে নয়, বরং এতে বলা বা স্বীকৃতিও সম্পৃক্ত রয়েছে।

নবী করীম (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন :

"يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان فى قلبه كذا"

"যে ব্যক্তি মুখে لا اله الا الله বলল এবং সে ব্যক্তি হৃদয়েও তার প্রতি ঈমান রাখে, তবে সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে।"

এখানে তিনি বলেন নি যে, যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহর পরিচয় উপলব্ধি করল, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে বরং বলেছেন, যে ব্যক্তি মুখে এই কলেমা لا اله الا الله বলবে।

যদি হৃদয়ের উপলব্ধি যথেষ্ট হতো এবং মুখে স্বীকৃতির কোন প্রয়োজন না হতো, তবে মুখে আল্লাহর অস্বীকৃতি ও অস্বীকারকারীও আল্লাহর পরিচিতি উপলব্ধি করে বা জেনে মু'মিন হয়ে যেত। এমতাবস্থায় ইবলীস শয়তানেরও মু'মিন হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেননা আল্লাহর পরিচিত ও উপলব্ধি তার মধ্যে ছিল। সে সম্যক অবগত ছিল, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিকর্তা, জীবন সংহারকারী, জীবন দানকারী এবং তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতকারী।

যেমন ইবলীস বলেছিল :[৩]

"رب بما أغويتنى"

"প্রভু হে! আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।"

তারপর বলেছিল :[৪]

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল-ফাতির, আয়াত : ১০।
২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল-ইব্রাহীম, আয়াত: ২৭।
৩. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা:আল-হিজর, আয়াত : ৩৯।
৪. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল-হিজর, আয়াত : ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

"فانظرني الى يوم يبعثون"

"কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।"

আরও বলেছিল :[১]

"خلقتني من نار وخلقته من طين"

"আপনি আমাকে অগ্নি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি হতে "

যদি শুধু আল্লাহর পরিচিত জানা ও উপলব্ধিই ঈমান হত, তবে কাফির সম্প্রদায়ের পরিচিতি জানার পরও মুখে অস্বীকৃতি সত্ত্বেও তারা মু'মিন হতো। অথচ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :[২]

"وجدوا بها واستيقنتها انفسهم"

"বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তারা অস্বীকার করেছিল।"

এই আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও তাদেরকে মু'মিন বলা হলো না। কেননা তারা মুখে অস্বীকার করেছিল।

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন :[৩]

"يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكفرون-"

"তারা আল্লাহর নিয়ামতরাজী সম্পর্কে জেনেও অস্বীকার করেছিল। আর তাদের অধিকাংশ মোটেই মানত না।"

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :[৪]

"قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصر ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون- فذلكم الله ربكم الحق-"

"বল! কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবিকা সরবরাহ করেন, অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করেন কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। বল তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? তিনিই আল্লাহ, তোমাদের সত্য প্রতিপালক।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহের মর্মবাণীর উপর চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, চিন্তা ও উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও তাদের জানাটা কী অকাট্যভাবে নিষ্ফল?

মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন :[৫]

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আস-সাদ, আয়াত : ৭৬।

২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল-নামল, আয়াত : ১৪।

৩. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আন-নাহল, আয়াত : ৮৩।

৪. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল-ইউনুস, আয়াত : ৩১-৩১।

৫. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল-বাকারা, আয়াত : ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

"يعرفونه كما يعرفون ابناءهم"

"তারা তোমাকে এমনভাবে চেনে যেমনি তাদের সন্তানদের চেনে।"

এই আয়াত দ্বারাও জানা যাচ্ছে, অস্বীকারকারীদের নবী করীম (সা.) কে জেনে নেয়াই যথেষ্ট ছিল না, যখন তারা তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতকে মেনে নিচ্ছিল না এবং তারা এই বাস্তবতাকে গোপন করে রেখেছিল এবং অস্বীকার করে যাচ্ছিল।

যখন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এসব দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করলেন, তখন **জাহাম বলল :** আপনি আমার হৃদয়ের রাজ্যকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। পুনরায় আমি আপনার সান্নিধ্যে হাযির হব।[১]

আল্লামা মাক্কী (রাহ.) বলেন, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর অভিমত, যদি সে ব্যক্তি আল্লাহর সত্তায় বিশ্বাসী হয়েও মুখে স্বীকৃতি ব্যতীত মারা যায়, তবে সে কাফির- উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন : ইমাম আ'যম (রাহ.) এর বক্তব্যের মর্ম এই যে, যখন সে অস্বীকৃতির কারণে অভিযুক্ত হবে এবং সে মুখে স্বীকারত্য করল না, তবে তার মৃত্যু হবে কুফরীর উপর। অর্থাৎ মুখে স্বীকার করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করল না, তখন তার মৃ. হবে কুফরী অবস্থায়। কিন্তু যখন এ ধরনের অভিযোগের সম্ভাবনা থাকবে না, যেমন সে কোন মরুভূমিতে বসবাস করছে, অথবা মাটির তলদেশে গুহায় থাকছে, তবে সে কাফির সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর বক্তব্যের মর্ম এই যে, তাঁর মতে ঈমান দুটি অংশ দ্বারা গঠিত হয়।

১. অটল বিশ্বাস, যার সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে।

২. কথার মাধ্যমে স্বীকৃতি, যা মুখ দ্বারা করা হয়ে থাকে। তা এইজন্য অত্যাবশ্যক যে, মুখের স্বীকৃতি হলো অন্তরের বিশ্বাসের বহি:প্রকাশ।

উপরন্তু এর মাধ্যমে অর্থাৎ মুখের স্বীকৃতির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, হৃদয়ে কতটুকু বিশ্বাস বিদ্যমান আছে। এ কারণেই 'আল ফিক্হুল আকবার' গ্রন্থেও ১১ নং পয়েন্টে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেছেন যে, "অন্তরের দ্বারা ঈমান স্থাপনকারী আল্লাহর সমীপে মু'মিন (ঈমানদার) হবে যদিও মানুষের দৃষ্টিতে সে মু'মিন হবে না।"[২]

---

১. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, ১ খ., পৃ. ১৪৫-১৪৮।

২. ابو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى, (**মিসর:** দারুল ফিকর-আল-আরবী), পৃ. পৃ. ১৭০-১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

মহাস্রষ্টার অস্তিত্ব (Existence of The Creator of Universe) **প্রমাণে শক্তিশালী যুক্তি**

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) মুনাযারা বা বিতর্কে ছিলেন যুগের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। ছাত্র জীবনের প্রথম দিক থেকেই তিনি গবেষণা, পর্যালোচনা ও বিতর্কের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। ইসলামী দল ও উপদলের কেন্দ্রভূমি বসরায় তিনি প্রায়ই গমন করতেন। তিনি সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন; তিনি চিন্তা-চেতনার বিনিময় করতেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি বাইশটি বিভিন্ন দলের সাথে মুনাযারা করেছেন। বড় হয়ে তিনি ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রতিরোধে আলোচনা ও বিতর্ক আরম্ভ করেন। তিনি একবার 'দাহরিয়া' গোষ্ঠির সাথে মুনাযারা করেছেন এবং বিশ্বজগতের স্রষ্টার উপর ঈমান আনয়নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি তাদের বলেছিলেন,[১]

"ما يقولون فى رجل يقول لكم إنى رأيت سفينة شحوزة مملوءة بالأمتعة والأحمال قد احتوشها فى لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهى من بينها تجرى مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها، ولا متعهد يدفعها ويسوقها هل يجوز ذلك فى العقل؟ فقالوا، لا، هذا شئ لا يقبله العقل، ولا يجيزه الوهم، فقال أبو حنيفة رضى الله عنه فبا سبحان الله، إذا لم يجز فى العقل وجود سفينة مستوية من غير متعهد ولا مجر، فكيف يوز قيام هذه الدنيا على إختلاف أحوالها، وتغير أمورها وأعمالها, وسعة أطرافها، وتبائن الكنانها من غير صانع وحافظ ومحدث لها"

"সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি, যে ব্যক্তি বলছে যে, আমি বিভিন্ন সম্পদে ভর্তি একখানা নৌকা দেখলাম, সমুদ্রের অতল তরঙ্গ তাতে আঘাত হানছে এবং প্রবল ঝড় বায়ু তাকে প্রতিরোধ করছে। কিন্তু নৌকাটি কোন মাঝি-মাল্লা ও রক্ষক ব্যতিরেকে সমুদ্রের বুক চিরে চলছে–এ কথা কি বুদ্ধি-বিবেকের নিকট গ্রহণযোগ্য? তারা সবাই বলল, না। বুদ্ধি-বিবেক ও চিন্তার কষ্টিপাথরে এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম সাহেব (রাহ.) উচ্চস্বরে বললেন, সুবহানাল্লাহ্! যখন একখানা নৌকা মাঝি-মাল্লা ব্যতীত সোজা চলতে পারে, এ কথা বুদ্ধি-বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তখন অবস্থার বৈসাদৃশ্য ও পরিবর্তন, যুগের চাহিদা মোতাবিক মানুষের কর্ম ও কর্ম পদ্ধতির পরিবর্তন এবং তার বিশালতার ব্যাপক বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও এ পৃথিবী কোন স্রষ্টা ও রক্ষক ব্যতীত কিরূপে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে?"

আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়ে বিতর্ক (মুনাযারা) তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় বহন করে। এতে স্পষ্টই প্রমান হন তিনি অতি উচ্চ পর্যায়ের একজন মহাদার্শনিক ছিলেন।

---

১. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ.৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ১ খ., পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

সফরকালে তিনি 'ইল্ম ফিক্‌হ সম্পর্কিত বিতর্কেরও সম্মুখীন হয়েছেন। মক্কা মুয়ায্‌যামা, মদীনা মনোয়ারা ও আরব ব-দ্বীপের অপরাপর শহরেও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতো এবং তাতে ফিক্‌হ-র চর্চা হতো অত্যন্ত জাঁকজমক ও কোলাহলপূর্ণভাবে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করতেন। এ পদ্ধতিতে তিনি সে সব হাদীস সম্পর্কে জানতে পারতেন, যা তিনি ইতিপূর্বে অবহিত ছিলেন না। এতে ক্বিয়াসের নতুন ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটতো। সাহাবায়েকিরামের যে সব ফাত্ওয়া সম্পর্কে তিনি মোটেই জানতেন না, তা তিনি জানতে পারতেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গোলামের প্রদত্ত নিরাপত্তা জায়িয মনে করতেন না। বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষ তাঁকে হযরত 'উমর ফারুক (রা.)-এর ফাত্ওয়া অবহিত করলে তিনি জায়িযের পক্ষে ফাত্ওয়া দেওয়া শুরু করলেন এবং নিজের পূর্বমত থেকে ফিরে এলেন।[১]

তিনি শরীয়তের "শুবহাত" নিয়ে তর্ক-বির্তক করতেন এবং যার দ্বারা গোমরাহ হওয়ার সম্ভবনা আছে তা দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি জহম ইব্‌ন সফওয়ানের সাথে বির্তক করেন এবং তাকে নিশ্চুপ করে দেন, তিনি নাস্তিকের সাথে বির্তক করে তাকে শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন মোতেজলা এবং খারেজীদের সাথে মুনাযারা করেন। তাদের দলীল খন্ডন করেন, শিয়াদের সাথে বির্তক করেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট জনকভাবে উত্তর দিয়ে পরিতৃপ্ত করেন।[২]

ইমাম 'আযম আবূ হানীফা এভাবেই বাতিলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর মহাস্রষ্টা ও তাঁর নবীকে ভালবেসে গেছেন।

তিনি তাঁর বন্ধ-বান্ধব ও নিকটতম ব্যক্তিবর্গকে ধর্ম-নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলতেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ছেলে হাম্মাদ এর মধ্যে পরবর্তীতে বিচারক, মর্যাদাবান, এবাদতকারী এবং পরহেজগার হওয়ার প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত করলেন। হাম্মাদ এলমে কালাম নিয়ে তর্ক-বির্তক করতেন, ইমাম সাহেব (রাহ.) তর্ক বির্তক না করার জন্য নিষেধ করেন। এতে হাম্মাদ বলেন-আমারও আপনাকে এলমে কালাম নিয়ে তর্ক-বির্তক করতে দেখেছি অথচ আপনি আমাকে/আমাদেরকে নিষেধ করছেন। ইমাম সাহেব (রাহ.) বলেন-আমরা এলেম কালাম নিয়ে তর্ক করতাম আমাদের মালিককে উর্ধ্বে রাখার মানসে। কিন্তু তোমরা তর্ক কর তোমাদের মালিককে নিচু করা মানসে উদ্দেশ্যে তার মালিককে অস্বীকার করা এবং যে তার মালিককে অস্বীকার করে সেই ব্যক্তি তার মালিককে নীচু করার আগে সে নিজেই অসম্মানিত হয়।[৩]

---

১. ألسنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى، دكتور مصطفى حسن السباعى رحمه الله تعالى ও
أبو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى পৃ. ৮৭-৮৮।
২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ) পৃ.৩৯।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর চারিত্রিক গুণাবলী

ঈমানের ফলাফল প্রকাশ করাই ছিল তাঁর চরিত্র। যার অন্তর, ঈমান, আল্লাহর ভয় এবং ভাল কাজের প্রেরণায় পরিপূর্ণ করে রেখেছে। ঈমানী শক্তি অন্তরের প্রভাব বিস্তার করে, তার থেকে শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং অন্তর ঈমানী নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তাঁরা চরিত্র দ্বারা মর্যাদাবান এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয়। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তিনি সফলতা লাভ করেন। প্রতিটি মূহুর্ত ঈমানী পানিতে তৃষ্ণা নিবারণ করেন। হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। তাঁর উপর রসূল (সা.) এর বিশেষ দোয়া রয়েছে। তিনি তাবে'ঈ ছিলেন তিনি সাতজন সাহাবীর সংস্পর্শ পেয়েছিলেন। তিনি তিরানব্বইজন তাবে'ঈকে শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি চার হাজার শায়খ থেকে বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হন। তিনি সব কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাঁর চরিত্র ছিল সলফে সালেহীনদের চরিত্র।[১]

সাহাবী মজালেদের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করে বলেন,[২] আমি বাদশাহ হারুন আল রাশিদের (১৪৯-১৯৩ হি./৭৬৬-৮০৯ খৃ.[৩]) রাজ দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ আবূ ইউসুফ (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.) প্রবেশ করলেন, তাকে বাদশাহ হারুন আল রাশিদ বলেন- আপনি আমাকে আবূ হানীফার চরিত্র বর্ণনা করুন। আল্লাহর শপথ হারাম জিনিষ হতে মাছি তাড়ানো কঠিন। তাঁকে কোন মাসাআলা জিজ্ঞাসা করলে তাঁর জানা থাকলে উত্তর প্রদান করতেন। হে আমিরুল মুমীনন! না জানলে দ্বীনের এবং নিজের স্বার্থে চুপ থাকতেন। কারো সাথে ভাল কথা ছাড়া অন্য কিছু উল্লেখ করতেন না। তারপর রশীদ বলেন- এই হচ্ছে নেকবখত লোকদের চরিত্র।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) অসাধারণ প্রতিভাবান, কর্মদক্ষ ও জ্ঞানী ছিলেন। তাকওয়া, পরহেযগারী, আল্লাহর নৈকট্য লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আত্মচেতনা, দৃঢ়চিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহর যিকরী হিসেবে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস যাহবী (রাহ.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফ (রাহ.) এর তাহাজ্জুত ও রাত্রি জাগরণের ঘটনা এত অধিক লোকে বর্ণনা করেছেন যে, উহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। রাত্রিজাগরণ ও দাড়িয়ে ইবাদাত করার কারণে লোকে তাকে খুটি বলে আখ্যায়িত করেছিল। মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (রাহ.) বর্ণনা করেন :[৪]

" كان جهاده كله الى قبر (معجم) " "ইমাম সাহেবের (রাহ.) সকল প্রচেষ্টা কবরমুখী ছিল।" তিনি 'খজ' নামক একটি বিশেষ রকমের রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করতেন।[৫]

১-২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة للفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.৬৮।

৩. El-Hibri, Tayeb. **Reinterpreting Islamic Historiography: Harun al-Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate.** (**New York**: Cambridge University Press, 1999). P. 1.

৪. আবূ হাইদ মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা: ইফাবা, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২), পৃ.৫৪-৫৭।

৫. আল ইয়াফি'ঈ, **মিরা'ত আল যিনাদ ওয়া 'ইবরাত আল ইয়াকযন,** (হায়দরাবাদ: দাইরাতুল-মাআ'রিফ, ১৩৩৭ হি./ ১৯১৮খৃ.), ১ খ., পৃ. ৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তম ব্যবহার ও সততা তাঁর ব্যবসায়ে এত প্রসার লাভ ঘটিয়েছিল যে, তখন তার সমকক্ষ ব্যবসায়ী কেউ ছিলনা না। দেশের বিভিন্ন স্থানে তার কারখানা ছিল্। কূফাতে দোকান ছিল। প্রায় সারা দেশে তার মাল বেচাকেনা হত। ব্যবসার সততায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কথাবার্তায় হেরফের করাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। দেনাদারদেরকে তিনি অবকাশ দিতেন বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া তার সাধারণ স্বভাব ছিল। ইমাম সাহেব (রাহ.) আমানতদারীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি এতই বিশ্বস্থ ছিলেন যে, ইন্তিকাল কালে তাঁর নিকট পাঁচ কোটি দিরহাম আমানত গচ্ছিত ছিল।[১] তৎকালীন বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। প্রত্যেকটি আমানতের মাল ও অর্থ তোড়ার উপর তার নামাঙ্কিত মোহর লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রথমে সেগুলি যেভাবে রাখা হয়েছিল তখনও ঠিক সেইভাবে ছিল। তাঁর সুন্দর পরিপাটি পোশাক ছিল। তিনি খুব বেশী আতর ব্যবহার করতেন। আলাপ-আলোচনায় তিনি খুব নম্র ও ইব্নয়ী ছিলেন।

তাঁর শিষ্য ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণ কর্তৃক ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অনুসরণীয় তাকওয়া ও পরহিয্গারীর বিস্তারিত বর্ণনা

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.)

ইমাম সাহেবের (রাহ.) সুযোগ্য ছাত্র কাযী (বিচারপতী) ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) বাদশা হারুনুর রশীদের নিকট ইমাম সাহেবের (রাহ.) সৎস্বভাব ও চরিত্রের বর্ণনায় বলেন,[২] " আমার 'ইলম ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ব্যপারে এই সাক্ষ্য যে, তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন। তিনি এমন কথা বলতেন না যা তিনি সঠিক ভাবে না জানতেন। অধিকাংশ সময় তিনি চিন্তামগ্ন ও নিশ্চুপ থাকতেন। কেউ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তা তাঁর জানা থাকলে উত্তর অন্যথায় নীরব থাকতেন। তিনি খুব দানশীল ও দয়ালু ছিলেন। দুনিয়াদারদের সংস্পর্শ হতে সর্বদা দূরে থাকতেন। দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিল না। 'ইলমের গবেষণায় অত্যধিক নিয়োজিন থাকতেন। অনর্থক কথা বলতেন না, হাসি ঠাট্টা ইত্যাদি করতেন না। 'ইলম ও অর্থ অধিক পরিমানে খরচ করতেন। গীবত থেকে সব সমায় দূরে থাকতেন। যদি কখনও কারও সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, তবে তার ভাল দিকটাই আলোচনা করতেন। তিনি খুব বড় জ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ছিলেন।"

আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারক (১১৮-১৮১হি./- ৭৩৬-৭৯৭খৃ.)

আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারক বলেন,[৩] "আবূ হানীফা (রাহ.) এমন ব্যক্তিত্ব, যাকে অনুসরন করা কর্তব্য। কারণ, তিনি ছিলেন মুত্তাকী, পরহেযগার, আলিম এবং ফকীহ। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, মেধা, দূরদৃষ্টি এবং খোদা ভীতির ভিত্তিতে যে 'ইল্মী ব্যখ্যা দিয়েছেন এবং এলমে ওহীর যে খেদমত ও প্রসার ঘটিয়েছেন, সে ব্যাপারে কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেননি।"

---

১. Edited by M.M. Sharif, **A Historyof Muslim Philosophy**, (Pakistan), Ch.34, P. 675.

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ২৭০-২৭১।

৩.আল কারদারী, **মানাকিব আল ইমাম 'আযম**, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মাআ'রিফ, ১৯০৩), ১খ., পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুফয়ান ইব্ন আইনিয়্যাহ (১০৭-১৯৮হি./৭২৬-৮১৪খৃ.)

সুফয়ান ইব্ন আইনিয়্যাহ বলেন,[১] "আমাদের মক্কা শরীফে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যিনি ইমাম আবূ হানীফার চেয়ে অধিক নামায পড়তেন।"

আবূ মুতী

আবূ মুতী বলেন,[২] "আমি মক্কা শরীফ থাকাকালীন রাত্রে যখনই তওয়াফের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করতাম, তখনই আবূ হানীফা (রাহ.) এবং আবূ সুফয়ান সওরী (রাহ.) (৯৫-১৬১হি./৭১৪-৭৭৮খৃ.) কে তওয়াফরত অবস্থায় দেখতাম"।

আবূ আছেম নাবীল

আবূ আছেম নাবীল বলেন,[৩] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এত বেশী নামায পড়তেন যে, লোকে তাঁকে মসজিদের খুঁটি হিসেবে অভিহিত করতো।"

হিফস ইব্ন আব্দুর রহমান

হিফস ইব্ন আব্দুর রহমান বলেন,[৪] "আবূ হানীফা ত্রিশ বৎসর সারা রাত জেগে থেকে এবাদত কতেন এবং প্রত্যেক রাকআতে সম্পূর্ণ কোরআন খতম করতেন।"

বাশার ইব্ন ওয়ালীদ

বাশার ইব্ন ওয়ালীদ কাজী আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেন যে,[৫] "এক সময় হঠাৎ আবূ ইউসুফ (রাহ.) শুনতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলছে, 'এই যে, ইনিই হলেন আবূ হানীফা (রাহ.) যিনি রাত্রে ঘুমান না'। একথা আবূ হানীফা বললেন : 'আল্লাহর কসম' আমি একথা পছন্দ করি না যে, আমার সম্পর্কে (প্রশংসা স্বরুপ) এমন কিছু বলা হউক, যা দ্বারা আমার বিঘ্নিত হয়'। এরপর থেকে তিনি আর অধিক হারে বর্ণিত আছে যে, আবূ হানীফা (রাহ.) সাত হাজার বার কোরআন শরীফ খতম করেছেন।"

মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম

মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম বলেন,[৬] "আমি কূফাবাসীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেছি; কিন্তু আমি আবূ হানীফার চেয়ে অধিক মুত্তাকী কাউকে দেখিনি।" আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রাহ.) বলেন এরুপ বলেছেন।

আসিম ইব্ন ইউসুফ

আসিম ইব্ন ইউসুফ বলেন,[৭] "কোন মানুষের প্রতি এমন হক ওয়াজিব নেই যেমনটি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) রয়েছে তাঁর ছাত্রদের নিকট। তিনি ছাত্রদের এত ভালবাসতেন যে একটি মাছিও যদি এসে ছাত্রদের উপর বসতো তিনি তা বুঝতেন। "

---

১. আল খাতীব আল বাগদাদী, **তারীখে বাগদাদ**, (মিসরঃ মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩খ., পৃ.৩৩৮।

২. আল খাতীব আল বাগদাদী, **তারীখে বাগদাদ**, ১৩ খ., পৃ. ৩৩৮।

৩. আল খাতীব আল বাগদাদী, **তারীখে বাগদাদ**, ১৩ খ., পৃ. ৩৩৮।

৪. প্রাগুক্ত, ১৩ খ., পৃ. ৩৫৪।

৫. আয যাহবী, **সিয়ারু আলামিন নুবালা**, (**বৈরুত** : মুয়াস্সাসাহ আল রিসালাহ,/১৯৯০খৃ), ৬খ.,পৃ৩৯৯।

৬. **আল-কামার**, তা.বি., পৃ. ৩৫৮।

৭. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহিয়া ইব্ন কাত্তান

ইয়াহিয়া ইব্ন কাত্তান বলেন,[১] "আমি আবূ হানীফা (রাহ.) এর সান্নিধ্যে বসেছি এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেছি। আল্লাহর কসম করে বলছি, যখনই আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়েছি, তখনই দেখেছি যে, তিনি আল্লাহর ভয়ে কাতর আছেন।"

আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (১১৮-১৮১হি./- ৭৩৬-৭৯৭খৃ.) আরো বলেন

আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক বলেন,[২] "আমি সুফয়ান সওরীকে বললাম, আবূ হানীফা (রাহ.) গীবত করা থেকে কত দূরে অবস্থান নিয়েছেন, আমি তো তাঁকে তাঁর দুশমনের ও গীবত করতে শুনিনি। আল্লাহর কসম! তিনি বড় জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং এমন মুর্খতা কেন করতেন, যা তাঁর নেক আমরসমূহকে খতম করে দিবে ?" ইবনুল মুবারক (রাহ.) আবূ হানীফা (রাহ.) এর আলোচনা করতে গিয়ে একথাও বলেছেন,[৩] "এরুপ ব্যক্তির তাকওয়া সম্পর্কে কত আর বলা যাবে, যাঁর সামনে দুনিয়ার ধন-সম্পদ পেশ করা সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখান করেছেন। এমনকি সরকারী সর্বোচ্চ পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু তাওয়ার প্রয়োজন তাও প্রত্যাখান করেছেন। সেজন্য অন্যায়ভাবে তাঁকে দুররা মারা হয়েছে, তাতেও তিনি ছবর করেছেন।"

জুকাম ইব্ন হিশাম ছাকাফী

জুকাম ইব্ন হিশাম ছাকাফী বলেন,[৪] "আবূ হানীফা (রাহ.) সকলের চেয়ে বেশী আমানতদার ছিলেন। যখন বাদশাহ চাইলেন আবূ হানীফা রাষ্ট্রীয় ভান্ডারের চাবি গ্রহণ করুন নতুবা তাঁর পিঠে দুররা মারা হবে, তখন তিনি মানুষের দেওয়া শাস্তির চেয়ে আল্লাহর শাস্তিকে অধিক ভয় পেলেন এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রত্যাখান করলেন।"

হাসান ইব্ন সালেহ

হাসান ইব্ন সালেহ বলেন,[৫] "আবূ হানীফা (রাহ.) অনেক বড় মুত্তাকী ছিলেন, হারাম থেকে বিরত থাকতেন। এমনকি হারাম হওয়ার সন্দেহ অনেক হালাল কাজকেও পরিত্যাগ করতেন। আমি কখনও কোন ফকীহকে এত বেশী নিজের নফস এবং এলেমের হেফাযতকারী হিসেবে দেখিনি। তাঁর সকল প্রস্তুতিই ছিল কবরের জন্য।"

সাহল ইব্ন মাযাহিম

সাহল ইব্ন মাযাহিম বলেন, "আমরা আবূ হানীফা (রাহ.) এর নিকট যেতাম, কিন্তু তাঁর গৃহে চাটাই ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতাম না।"

---

১. **আল-কামায়,** তা.বি., পৃ. ৩৫৯।

২. **আল-কামায়,** তা.বি., পৃ. ৩৬৩।

৩. عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২৩৯।

৪. عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২৪৩।

৫. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان), পৃ. ২৩৯।

৬. Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,P. 294.

Dhaka University Institutional Repository

মুজাহিদ

মুজাহিদ বলেন, "আমি খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ আবূ ইউসুফ সেখানে প্রবেশ করলেন। হারুনুর রশীদ তাঁকে বললেন, আপনি আমার কাছে আবূ হানীফার আখলাক বয়ান করুন।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! তিনি আল্লাহ্ পাকের হারাম করা বিষয় থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন। দুনিয়ার লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতেন। গভীর নীরবতায় তিনি মর্যাদা নিমজ্জিত এবং সর্বদা ধ্যান ও চিন্তায় রত থাকেন । তিনি অনর্থক ও নিষ্ফল কোন কথা বলেন না, যখন তাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন জানা থাকলে তিনি জওয়াব দেন নতুবা নয়। আমীরুল মু'মিনীন! তাঁর সম্পর্কে আমার জানা আছে যে, তিনি তাঁর নফস এর্ব দ্বীনকে হেফাযত করেন। মানুষের দোষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। যার আলোচনা করেন, তার ভালো দিকটাই আলোচনা করেন।" খলীফা হারুনুর রশীদ বললেন, "এটাই সালেহীনের আখলাক ।"

কাজী শরীফ (রাহ.)

কাজী শরীফ (রাহ.) বলেন, "আবূ হানীফা (রাহ.) অধিকাংশে সময় নীরবে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ফেকাহদয় তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল। এলেম ও আমলের আলোচনায় অনেক সুক্ষ্ণ দলীলের মাধ্যমে ফলাফল গ্রহণ করতেন। যারা তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করতো, তিনি নিজেকে তাদের মধ্যে নিয়োজিত রাখতেন। যদি কোন ছাত্র গরীব হতো, তবে তিনি তার এবং তার পরিবারের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত তহবীল থেকে আর্থিক খরচ বহন করতেন এবং মাসিক ভাতা বরাদ্দ করতেন, যেন সে একাগ্রচিত্রে এলেম হাসিল করতে পারে। অত:পর যখন সে শিক্ষা সমাপ্ত করতো, তখন তিনি তাঁকে বলতেন, 'হালাল ও হারামের এলেম হাছেল করে তুমি অনেক সম্পদ অর্জন করেছো'। আবূ হানীফা (রাহ.) অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি মানুষের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতেন না। মানুষের সঙ্গে কথা-বার্তাও কম বলতেন।"

ইমাম যুফার (রাহ.)

ইমাম যুফার (রাহ.) বলেন,[৩] "আমি বিশ বৎসরের অধিক আবূ হানীফা (রাহ.) এর সান্নিধ্য থেকেছি, মানুষের প্রতি স্নেহপ্রবন ও এবং কল্যাণকামী তাঁর চেয়ে অধিক আর কাউকে দেখিনি। তিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে দিয়েছিলেন। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি এলেম ও সামায়েল নিয়ে মাশগুল থাকতেন। নতুন নতুন মাসআলা উদ্ভুত মাসআলা এবং ঘটনার দ্বারা সৃষ্ট সমস্যার সমাধান দিতেন এবং মানুষের প্রশ্নের জওয়াবে নিয়োজিত থাকতেন। 'ইল্মী মজলিস থেকে যখন উঠে

---

১. আল যাহবী, মানাকিব আল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া সাহ্বাইহী, (মিসর : দার আল কুতুব আল মিসরী, ১৯৪৬), পৃ. ৯।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০৬।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

যেতেন, তখন হয় কোন রোগীর পরিচর্চা করতে যেতেন, অথবা ফকীর মিসকীনের সাহায্য করতে অথবা জানাযার সঙ্গে যেতেন। আবার যখন রাত হতো তখন এবাদত, নামায এবং কোরআন পাকের তেলওয়াতের জন্যে নির্জনে অবস্থান গ্রহণ করতেন। ইন্‌তিকাল পর্যন্ত দিন-রাত তাঁর এরূপ আমলই অব্যাত ছিল।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর কিছু বিশেষ গুনাবলী

নুরানী সূরাত, মিষ্টি কণ্ঠস্বর ও সুগন্ধি ব্যবহার

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর গয়ের রং সাদা মিশ্রিত পিঙ্গল বর্ণ ছিল। তাঁর দৈহিক গঠন ছিল মধ্যম অকৃতির এবং সামান্য লম্বা ছিলেন। শারিরীকভাবে খুবই সুন্দর ছিলেন। চেহারা মুবারকে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পেতো, দাঁড়ি লম্বা ছিল, দাঁড়ি সবসময় পরিপাটি করে রাখতেন এবং শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর কাপড়, পাঁগড়ী এবং জুতা সুন্দর ও চমৎকার ছিল। কথা বলার ভঙ্গী ছিল আকর্ষনীয়। তিনি সবসময় শুদ্ধ এবং মিষ্টি সুর কথা বলেতেন। তাঁর আসা যাওয়ার সুগন্ধি পাওয়া যেতো। তিনি আল্লাহর ভয়ে দুর্বল ছিলেন। অধিক 'ইবাদতের কারণে তার মুখমন্ডল ও তক চক্‌চক্ করতো।[১]

সাইমরী আবূ-ইউসুফ হতে বর্ণনা করেন,[২] "আবূ ইউসুফ বলেন, হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর দৈহিক গঠন মাঝারী ধরনের ছিল, বেশী বেটেও না আবার বেশী লম্বাও ছিলেন না। বচন ভঙ্গী খুবই সুন্দর ও নম্র, কণ্ঠ ছিল মধুর, যা জিজ্ঞাসা বা ইচ্ছা করা হতো তাহা বলতেন। আবূ নঈম বলেন- হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) আকর্ষণীয় সুন্দর ছিলেন, সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। দাঁড়ি সুন্দর ছিল, কাপড়, জুতা সুন্দর ও চমৎকার ছিল। ভদ্র ও নম্র স্বভাবের ছিলেন, তাঁর চারিদিকে যেই সব লোক ঘিরে বসতো প্রত্যেক একই ভাবে তাঁকে দেখতেন।"

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মোবারক বলেন, [৩] "হযরত আবূ হানীফার (রাহ.) চলন সুন্দর ছিল, চেহারা সুন্দর ছিল, বেশভূষা সুন্দর ছিল, একদা আমরা মসজিদে ছিলাম একটা সর্প আসল, হযরত আবূ হানীফার কক্ষে প্রবেশ করল, তিনি ছাড়া সকল লোক পলাইয়া গেলেন, তিনি শুধু সাপটাকে ধরে দূরে ফেলে দিলেন এবং স্বীয় জায়গায় বসে রইলেন এর চেয়ে আর বেশী কিছু দেখলাম না। হাম্মদ তার ছেলেকে বলেন,[৪] "হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) লম্বা ছিলেন, স্বর্ণ বর্ণের ছিলেন। সর্বদা জামা কাপড় পরিহিত থাকতেন, সুন্দর জেহারার এবং সুন্দর আকৃতির ছিলেন। অধিক সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, চলাফেরায় তার থেকে খুশব পাওয়া যেত এবং তিনি যখন আসতেন ও ঘর হতে বের হতেন, তণ সুগন্ধির ঘ্রাণ পাওয়া যেতো।"

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) পৃ.৬৬।
২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) পৃ.৬৬।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ও বাচনভঙ্গি

আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে সুন্দর স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সুন্দর অবয়বও দিয়েছিলেন। মধ্যম গড়ন, সুন্দর চেহারা, সু-স্বাস্থ্যবান, সু-পুরুষ, বাচনভঙ্গি আকর্ষণীয়, স্পষ্ট উচ্চারণ, জোরালো শব্দ, মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। বিষয় যতোই জটিল হোক অত্যন্ত এবং পরিস্কারভাবে তা উপস্থাপন করতে পারতেন। সকলেই তার কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতো এবং অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় কথা বলতেন তিনি। চলাফেরায় মনে হয় খুব আস্তে হাটছেন কিন্তু অল্প সময়ে অনেক দুর পথ অতিক্রম করে ফেলতেন। সাথের লোক অনেক সময় দৌড়াতে হত।[১]

উত্তম এবং দামী পোষাক পরিধান করতেন

হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) সুন্দর দামী পোশাক পরিধান করতেন। দামী কাপড় পরে আল্লাহর নেয়ামতের প্রকাশ করতে এবং শুকরে আদায় করতেন। বিদ্যান ব্যক্তির কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তা পূরণ করতে চেষ্টা করতেন, যে কোন লোকের অভাব পূরণ করতে সচেষ্ট থাকতেন। আহ্উস তার আব্বা হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন- আমি রাসুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র খেদমতে আসলাম, তখন আমার গায়ে কমদামী কাপড় ছিল। হযরত (সা.) আমাকে বললেন, তোমার কি সম্পদ আছে? আমি উত্তর দিলাম, জ্বী হ্যাঁ! তিনি আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কী মাল আছে? আমি উত্তর দিলান সব ধরনের মাল আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। যেমন- উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, দাস-দাসী। হযরত নবী করিম (সা.) বলেন, "যখন আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন, সুতরাং আল্লাহর নেয়ামতের এবং আল্লাহর দানের বহি:প্রকাশ করা প্রয়োজন।"[২] নজর ইবন মুহাম্মাদ বলেন,[৩] "হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) সুন্দর ও আসর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলেন। দামী কাপড়, আতর ব্যবহার করতেন। আমি প্রয়োজনে তাঁর খেদমতে আসলাম। তাঁর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। আমি চাদর পরিহিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমার চাদরটি আমাকে দাও এবং তুমি আমার পোষাক নাও। আমি তাই করলাম। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেন- নজ তোমার পোষাক দিয়ে আমাকে লজ্জিত করেছ? আমি বললাম, আমি কী আপনাকে বিরক্ত করছি? তিনি বললেন, কাপড়টি নিম্নমানের! আমি বললাম, আমি উহা পাঁচ দিরহাম দিয়ে খরিদ করেছি, এটি কমদামী নয়! কিছুদিন পর আমি তাঁকে দেখলাম এমন মূল্যবান চাদর পরিধান করেছেন যার দাম ত্রিশ দিনার।" আবূ মতি হতে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তিনি বলেন,[৪] "আমি জুমাবারে শতকালীন মৌসুমে হযরত আবূ হানীফাকে এমন মূল্যবান কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখি যে, যার দাম চারশত দিরহাম এবং তিনি আরও বলেন হযরত আবূ

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ৭৪।

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ) পৃ.৬৮।

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ) পৃ.৬৯।

৪. Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit**, (**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P. 178.

হানিফা মাঝে মাঝে পশমের কাপড় পরতেন। আবূ হিন্দ আল-ওরাক বলেন,[১] "আমি আবূ হানীফা (রাহ.) কে পশমের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখিছি।"

প্রয়োজনে রাজকীয় টুপি ও দামী জুতা ব্যবহার করতেন

যদিও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) শাহী দরবার ও দরবারীদের থেকে দূরে থাকতেন এবং সবসময় এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু কখনো কখনো 'দরবারী আমীর-ওমরাহদের জন্য নির্দিষ্ট' টুপিও পরতেন। দুনিয়াদার ধনী শ্রেণীর জন্য এ ব্যাপারটা এমন কিছু নয় কিন্তু আলিম সমাজের কাছে এ ব্যাপারটি যথেষ্ট কৌতুহল উদ্দীপক যে, তাঁর ঘরে ঐ ধরনের সাত-আটটি টুপি সবসময় মজুদ থাকতো।[২] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) দামী জুতা ব্যবহার করতেন এবং সবসময় সমাজের ভালমানুষের সাথে তাঁকে দেখা যেত।[৩]

পূত-পবিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী

হযরত খারেজা বর্ণনা করেন যে, আমার যখন হজ্বে যাওয়ার সুযোগ হয়, তখন আমার বাঁদীকে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর খেদমতে রেখে গেলাম। প্রায় চার মাস মক্কা শরীফে অবস্থান করলাম। দেশে ফিরে ইমাম আবূ হানীফা (র:)-এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত আমার বাঁদীর আখলাক ও তাঁর খেদমত কেমন পেয়েছেন? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোরআন চর্চা করে, নিজে পড়ে এবং অন্যকে পড়ার উৎসাহ দান করে, হালাল ও হারামের কথা লোকদেরকে শুনায় তার কর্তব্য হল, সাধারণ লোকদের তুলনায় নিজের কাম-প্রবৃত্তি ও নজরকে হাজার গুণ বেশি হেফাযত করা। খোদার কসম! আপনি চলে যাওয়ার পর থেকে কোন সময় আপনার বাঁদীর দিকে চোখ তুলে একবারও তাকাই নি। খারেজা বলেন, এরপর আমি বাঁদীর কাছে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর আখলাক ও ঘরোয়া সামচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বাঁদী বলল, আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মত নেক, পূত-পবিত্র ও উন্নত চরিত্রবান মানুষ আর কাউকে দেখিনি এবং এমন কারো কথা জীবনে কোন দিন শুনিও নি। কোন সময় তাঁর ফরজ গোসল করার প্রয়োজন হয় নি। আমার অবস্থান কালে এমন কোন দিন যায় নি যে দিন তিনি রোযা রাখেন নি। খুব অল্প সময় তিনি ঘুমাতেন।[৩] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এদিক ওদিক না তাকিয়ে চক্ষু নিচের দিকে রেখে মাথা নিচু করে চলতেন এবং সব সময় আল্লাহর জিকির করতেন।[৪]

স্বাধীনতা ও মুখাপেক্ষীহীনতা

কূফার প্রভাবশালী গভর্ণর ইব্ন হাবীরাহ্ একবার ইমাম আবূ হানীফাকে (রাহ.) অত্যন্ত ইব্নয়ের সাথে অনুরোধ করলেন– মাঝে মধ্যে একটু আমার দরবারে পদার্পণ করলে বড়ই উপকৃত হতাম, আনন্দিত হতাম। তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে এসে কি করবো!– যদি খুব ভালো আচরণ করো, তাহলে ভয় আছে তোমার জ্বালে

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৭৮।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ৯৪।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২২৯।

৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

আটকা পড়ে যাবো; যদি দুর্ব্যবহার করো তাহলে অপমানিত হবো। তোমার কাছে যা কিছু আছে আমার তার প্রয়োজন নেই– আমার কাছে যে সম্পদ আছে তা কারো পক্ষে ছিনিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। ঈসা ইব্‌ন মূসার সাথেও এ ধরনের একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়।[১]

সাহসী সত্য বলা

খলীফা মানসূরের স্ত্রী 'হুররা খাতুন'-এর সাথে খলীফার ঝগড়া হলো– খলীফার দাবি, খলীফা স্ত্রীর সাথে ন্যায় আচরণ করেন না। খলীফা বললেন বেশ, তুমি তাহলে এমন এক ব্যক্তির নাম করো যে আমাদের বিচার করতে পারে! বেগম ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর নাম উচ্চারণ করলো। সাথে সাথে খলীফার ফরমান বাহক ছুটলো ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কাছে। তিনি দরবারে তাসরীফ নিলেন। বেগম এমনভাবে বসেছিলেন যেন পর্দার আড়াল থেকে তাঁর সব কথা শুনতে পারেন। বিচার শুরু! মানসূর প্রশ্ন করল, শরীয়তের বিধান মুতাবিক পুরুষ ক'জনকে বিবাহ করতে পারে? ইমাম সাহেব (রাহ.) বললেন–চার।

মনসুর জোরগলায় স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন–শুনতে পাচ্ছো!

পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ এলো– হ্যাঁ শুনেছি।

ইমাম সাহেব (রাহ.) এবার মানসূরকে লক্ষ্য করে বললেন : কিন্তু এ অনুমতি শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে বলে প্রমাণিত! নইলে একটার বেশি করা ভালো নয়।[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,[২]: " فان خفتم الا تعدلوا فواحدة "

"আর যদি আশংকা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবেনা, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক।"

মানসূর চুপ হয়ে গেলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ঘরে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক ব্যক্তি একটা পোটলা নিয়ে হাজির, বললো, বেগম সাহেবা নজরানা হিসেবে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন, দাসী তার কাছে সালাম পাঠিয়েছেন এবং আপনার সত্য ভাষণের জন্য চিরদিন ঋণী হয়ে থাকবেন।

ইমাম সাহেব (রাহ.) খাদেমকে কাছে ডেকে বললেন, বেগম সাহেবাকে বলবে আমি যা করেছি তা কোন বিনিময়ের আশায় নয়। ওটা আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য, তা আদায় করেছি মাত্র। তিনি কখনও ধনীদের থেকে কোন উপহার নিতেন না।[৩] আল্লাহ প্রেমিকগণ এভাবেই সত্যকে প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা শুধু আল্লাকেই ভয় করেন।

---

১. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৫৬; Jamil Ahmed, **Imam Abu Hanifa,** http://www.renaissance.com.pk/feletfor96.html

২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আন নিসা, আয়াতঃ ৩।

৩. Edited by M.M. Sharif, **A Historyof Muslim Philosophy, (Pakistan** : Pakistan Philosophical Congress, last modified on 2002), Ch.34, P. 675

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষণীয় উত্তম আমানতদারী

তিনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন। লক্ষ লক্ষ দিরহামের লেনদেন ছিল সেখানে। অধিকাংশ শহরেই তাঁর বিক্রয় কেন্দ্র ছিল। বড় বড় সওদাগরদের সাথে ব্যবসা ছিল তাঁর। এই বিশাল ব্যবসায়ী লেনদেনের মধ্যে একটি পয়সার হেরফের হবার উপায় নেই, এতোটা সতর্ক তিনি। মানুষের 'হক' রক্ষা করতে বড় বড় লোকসানের মুখে পড়তে হতো তাঁকে কিন্তু তিনি তার পরোয়া করতেন না।

একবার হাফস ইবন্ আবদুর রহমানের কাছে রেশমী কাপড়ের চালান পাঠালেন। কিছু থানের মধ্যে একটু-আধটু দোষ ছিল, সেগুলোকে চিহ্নিত করে বলে পাঠিয়েছিলেন– ঐ ত্রুটি সম্পর্কে আগেভাগেই যেন ক্রেতাকে জানিয়ে দেয়া হয়। হাফস সে কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। থান বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু সেই খুঁতের কথা ক্রেতাকে বলা হয়নি, এখন! ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) যখন জানতে পারলেন– অত্যন্ত দু:খ পেলেন এবং খুঁতওয়ালা থানগুলোর মোট দাম হিসেব করলেন,পয়ত্রিশ হাজার দিরহাম।[১] পুরো টাকাটা গরীবদেরকে দান-খয়রাত করে দিলেন।[২]

একদিন এক মহিলা রেশমী কাপড়ের একটি থান নিয়ে এসে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে বললো, দয়া করে আমার এই কাপড়টি বিক্রি করে দিন। তিনি দাম জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বললো : একশ' দিরহাম। তিনি বললেন : অনেক কম বলেছো! মহিলা বললো, তাহলে দু'শ দিরহাম দিন। ইমাম সাহেব (রাহ.) বললেন : এই কাপড়ের থানটার দাম কমপক্ষে পাঁচশ' দিরহাম। মহিলা অবাক হয়ে বললো : আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন। ইমাম সাহেব (রাহ.) নিজেই পাঁচশ' দেরহাম দিয়ে কাপড়ের থানটা রেখে দিলেন। বিক্রেতা যদি ভূলে কম মূল্যে কাপড় বিক্রি করতে আসতেন তিনি সবসময়ই সেই কাপড়ের প্রকৃত মূল্য দিয়ে ক্রয় করতেন।[৩]

তাঁর এই ব্যবসা এবং অর্থ উপার্জন ভোগ বা বিলাস বা কামনার জন্য নয়; বরং অধিকাংশই ব্যয় হতো জনকল্যাণে। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী বা পরিচিত যারা অভাবী তাদের প্রত্যেকের জন্যই ভাতা বরাদ্দ করা ছিল। ওস্তাদএবং মুহাদ্দিসীনদের জন্য ব্যবসায়ের একটি অংশ প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই আলাদা করা ছিল। সে অংশের লভ্যাংশ প্রতিবছর হিসেব করে তাঁদের কাছে পৌছে দেয়া হতো। নিজের অথবা পরিবারের কারো জন্য কোন কিছু কিনতে গেলে একই জিনিস মুহাদ্দিসীন এবং তাঁর শিক্ষকদের জন্যও কিনে তা তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী এলে প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পরে তার অবস্থার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। অভাবী হলে কোনভাবেই খালি হাতে ফিরতে পারতো না।[৪]

---

১. আল খাতীব আল বাগদাদী, **তারীখে বাগদাদ,** (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ.,পৃ.৩৫৮।
২. মোল্লা 'আলী ক্বারী, **আল জাওয়াহির আল মুযি'য়্যাহ,** (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১৯১৩), পৃ. ৪৮৮।
৩. Edited by M.M. Sharif, **A Historyof Muslim Philosophy,** (Pakistan Philosophical Congress),P.675.
৪. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** (দিল্লী : তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬), পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

দয়া ও উদারতার কয়েকটি ঘটনা

বিশ দীনারের দুটি কাপড় হাদিয়া

একবার ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর খিদমতে জনৈক নওজোয়ান উপস্থিত হয়ে আরয করল, আমার একজোড়া কাপড়ের ভীষন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সামনে আমার বিয়ে হবে। ভাল এক জোড়া কাপড় হলে শ্বশুর বাড়ীতে আমাকে লজ্জা পেতে হবে না। অত:এব অনুগ্রহ করে যদি একজোড়া কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিন তাহলে আমার বড়ই উপকার হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, ভাই! সপ্তাহ ধৈর্য ধর। কাপড়ের ব্যবস্থা হবে ইনশাআল্লাহ। নওজোয়ান দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করে আবার যখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) -এর খেদমতে হাজির হল, তখন তিনি বিশ দীনার মূল্যের দুটি কাপড় দিলেন। সাথে নগদ একটি দীনারও দান করলেন। নওজোয়ান এ আশাতীত মূল্যবান উপহার পেয়ে হতবাক হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তার অবস্থা আঁচ করতে পেরে বললেন, এ তো আশ্চর্যের কিছু নয়। তোমার মুদ্রা দ্বারাই এ কাপড় খরিদ করা হয়েছে। ঘটনা হল, আমি তোমার নামে কিছু পণ্য-সামগ্রী বরাদ্দ করে বাগদাদে বিক্রি করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। এতে যা লাভ হয়েছে তা দ্বারা বিশ দীনারের এক জোড়া কাপড় খরিদ করা হয়েছে। এছাড়া আরো এক দীনার তোমার লভ্যাংশের অবশিষ্ট ছিল তাই তোমাকে দিলাম। আর আমার যে মূলধন ছিল তা আমার হাতেই ফিরে এসেছে। অতএব তুমি যদি এগুলো গ্রহণ কর, তাহলে ভাল, আর যদি না কর, তাহলে তোমার নামে তা আমি ছদকা করে দিবো।[১]

হাজার জোড়া জুতা বন্টন

'আলী ইব্ন জা'দ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার জনৈক হাজী সাহেব ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর খেদমতে এক হাজার জোড়া জুতা হাদিয়া পেশ করলেন। ইমাম আ'যম (রাহ.) এগুলো কবুল করে ওলামায়ে কিরাম, তালিবে 'ইল্ম এবং তার ভক্তবৃন্দের মাঝে বন্টন করে দেন। পরদিন তিনি তার ছেলের জন্য জুতা খরিদ করতে বাজারে গেলেন। তার এক ছাত্র ইউসুফ ইব্ন খালেদ তখন আরয করলেন, আপনার খেদমতে তো গতকালই এক হাজার জোড়া জুতা হাদিয়া এসেছিল, আজ আবার নতুন জুতা খরিদ করার প্রয়োজন দেখা দিল? ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন, এ সকল জুতার এক জোড়াও আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রাখি নি এবং বাড়িতেও পাঠাই নি। বরং এগুলো আসার সাথে সাথে ওলামা, তুলাবা এবং ভক্তবৃন্দের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি।[২]

শত্রুকেও বাঁচালেন

খলীফা মানসূর এর এক খাছ মোসাহেব ছিলেন রাবী। সে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাথে তিনি ভিতরে ভিতরে শত্রুতা পোষণ করত। সর্বদা তাকে ক্ষতি করার জন্য

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ.২৩৫।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ওৎ পেতে থাকতেন ঘটনাক্রমে একদিন ইমাম আ'যম (রাহ.) এবং রাবী উভয়ে খলীফা মানসূরের দরবারে একত্র হয়ে গেলেন। রাবী তখন ইমাম সাহেবের (রাহ.) সামনে খলীফা মানসূরকে লক্ষ্য করে বললেন, এই লোক আপনার চাচা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর সাথে শত্রুতা রাখে এবং তিনি যে কথা বলেছেন এর বিরুদ্ধে ফাত্ওয়া দেয়। যেমন এক ব্যক্তি হলফ করল এবং দুই/তিন দিন পর 'ইনশাআল্লাহ' বলল, তাহলে আপনার চাচা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর মতে তা (হলফকে শর্তযুক্ত করা) সহীহ হবে। তিনি বলেছেন,

"الاستثناء جائز ولو بعد سنة"

"এক বছর পরে হলেও ইসতিছনা সহীহ হবে।"

আর এই লোক আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন যে, 'ইনশাআল্লাহ' কথার সাথে সংযুক্ত করে বললে ছহীহ হবে। তা না হলে সহীহ্ হবে না। ইমাম আ'যম (রাহ.) তখন খলীফা (রাহ.) সম্বোধন করে বললেন, মুহতারাম! রাবী 'এর বক্তব্যের অর্থ হল, যে সকল সিপাহী আপনার হাত ধরে বাইর হয়ে যেতে পারবে-এই ক্ষমতা প্রদান করা। খলীফা বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কিভাবে? ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন, তারা তো আপনার সামনে শপথ করে বাআ'ত করল। এরপর ঘরে গিয়ে ইনশাআল্লাহ বললো। এভাবে তারা সে বাআ'ত ভেঙ্গে দিতে পারবে। বর্ণনাকারী বললেন, ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর বক্তব্য শুনে রাবী 'এর পায়ের তলার মাটি সরে গেল। খলীফা মানসূর তখন খুব হাসলেন এবং রাবীকে বললেন, তুমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) -এর সাথে তর্কে যেয়ো না। বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা মানসূর এর দরবার থেকে উভয়ে বের হওয়ার পর রাবী ইমাম আ'যম (রাহ.) কে লক্ষ্য করে বলল, আজ তো আপনি আমাকে হত্যার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ইমাম আ'যম (রাহ.) বললেন, না তুমিই বরং আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে। তাই আমি আমাকে এবং তোমাকে উভয়কে বাঁচিয়ে নিলাম।[১] তাযকিরাতুন নু'মান গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সকলের দুঃখে ব্যথিত হতেন এবং অসহায় মানুষের সাহায্য করতে সব সময় ছুটে যেতেন চাই সে বন্ধু হোক বা শত্রু হোক।[২]

শীয়া ব্যক্তির দোয়া

আসাদ ইব্‌ন আমর থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার 'উমর ইব্‌ন যর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হযরত! আমার এক শীয়া পড়শী বড় সমস্যায় পড়েছে। আপনি অনুমতি দিলে সে আপনার কাছে আসবে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, হ্যাঁ, সে অবশ্যই আসতে পারে, কোন বাঁধা নেই। শরী'আতের দৃষ্টিতে যা বলা দরকার আমি তাই বলবো। 'উমর ইব্‌ন যর তখন তার

---

১. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ.৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,**।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند), পৃ. ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

শীয়া প্রতিবেশীকে নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) -এর খেদমতে হাজির হলেন। সে বলল, আমি ঘটনাক্রমে আমার বিবিকে বলে ফেলেছি " انت على حرام " 'তুমি আমার জন্য হারাম'। এতে কি সে সত্যিই হারাম হয়ে গেছে?

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, জনাব! এ ধরনের কথা বললে হযরত''আলী (রা.)-এর মতে তিন তালাক পতিত হয়। শীয়া লোকটি বলল, হযরত! আমি তো 'আলী (রা.)-এর কথা শুনার জন্য আসি নি। আমি আপনার ফাত্ওয়া নিতে এসেছি। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, তাহলে বলুন, বিবিকে যখন আপনি একথা বলেন তখন আপনার নিয়ত কি ছিল? শীয়া বলল, কিছুই নিয়ত ছিল না।
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, তালাকের নিয়ত ছিল না? শীয়া বলল, জ্বী না হুযুর। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, তাহলে এর দ্বারা কিছুই হয়নি। সে মহিলা পূর্বের ন্যায় এখনো আপনার বিবি হিসেবেই বহাল আছে। শীয়া লোকটি তখন খুশিতে বলে উঠল,

"جزاك الله خيرا واجب لك الجنة وان كرهت انا"

"আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এর জন্য উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিন। যদিও এটি আমার কাছে পছন্দ হয় না আরো বেশী কিছু দেয়া প্রয়োজন।"[১]

উল্লেখ্য যে,কেউ তার স্ত্রীকে কোন নিয়ত ছাড়া যদি বলে 'তুমি আমার জন্য হারাম" তাহলে এক তালাক পতিত হবে। উক্ত ঘটনায় যা বর্ণিত হয়েছে, তা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) পূর্বেকার একটি মত। এর ওপর ফাত্ওয়া নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর ইস্তিগনা

হাসান ইব্ন জিয়াদ বলেছেন,[২] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কখনও ধনীদের নিকট থেকে উপহার গ্রহণ করতেন না।" আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফর মানসূর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর খেদমতে অনেক মূল্যবান হাদিয়া-তোহ্ফা প্রেরণ করলেন। কিন্তু ইমাম আ'যম (রাহ.) এগুলো নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। খলীফা ইমাম আ'যম (রাহ.) কে তার দরবারে মাঝে মাঝে উপস্থিত হওয়ার দরখাস্ত করলেন। ইমাম আ'যম (রাহ.) তখন তার কাছে দু'টি কবিতা লিখে পাঠালেন,[৩]

"كسرة خبز وقعت ماء : وفرو ثوب مع السلامة
خير من العيش فى نعيم : يكون بعدها الملامة "

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২৮১।
২. Edited by M.M. Sharif, **A Historyof Muslim Philosophy,** Ch.34, P. 675.
৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

"এক টুকরো রুটি, সামন্য পানি এবং পরিমান করার মতে মোটা কাপড় যদি থাকে তাহলে তা ঐ আড়ম্বরপূর্ন জীবনের চেয়ে উত্তম যার পরে ভর্ৎসনা ও তিরস্কাররের সম্মুখীন হতে হয়।"

ছাত্রদেরকে আর্থিক সাহায্য

অভাবী ছাত্রদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নিজে দায়িত্বে নিয়ে নিতেন, যেন সে নিশ্চিন্ত মনে শিক্ষার্জন করতে পারে। এমন অনেক দরিদ্র ছেলে যারা অভাবের তাড়নায় শিক্ষার্জনের কথা ভাবতেও পারতো না, ইমাম সাহেবের (রাহ.) প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগীতায় পরবর্তীকালে বড় বড় শিক্ষাবিদ ও আলিম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিচারপতী আবূ ইউসুফ (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.) এদেরই একজন।[১] তাঁর ছাত্র আবূ ইউসুফ (রাহ.) এর সকল খরচ তিনি বহন এবং আবূ ইউসুফে পরিবারের সকল সদস্যের সব খরচ তিনি দশ বছর একটানা বহন করেছিলেন [২]

দান করতেন অধিক পরিমানে

একবার কিছু লোক তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন লোক অত্যন্ত বিপর্যয় অবস্থায় বসেছিল। বিদায় নিয়ে সবাই চলে যেতে চাইলে সেই লোকটিকে বসার কথা বলে অন্য সবাইকে সালাম করলেন। বিছানো জায়নামাযের দিকে ইশারা করে বললেন : ওটা উঠাও, লোকটি তাই করলো : একটি পুটলি দেখে তা হাতে নিয়ে দেখলো তাতে অন্তত: হাজার দেরহাম রাখা আছে। লোকটি লজ্জিত হয়ে বললো আমি অর্থের অভাবী নই! ইমাম সাহেব (রাহ.) মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, তাহলে বেশভূষায় এমন থাকবে যেন কেউ সে রকম কিছু ভাবতে না পারে![৩]

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা

উচ্চ মানসিকতা, বিশাল হৃদয়, সম্ভ্রান্ত, সম্পদশালী, উদারতা, ক্ষমাশীল, পরোপকারী, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, ইবনয়ী এবং পরমুখাপেক্ষিহীন সম্মানিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। জহবী রেওয়াত করেন, একবার মসজিদে হাইফে ছাত্র ও জানতে আসা জনতার নির্ধারিত অনুষ্ঠান ছিল। নবাগত একজন একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করলো, ইমাম সাহেব (রাহ.) তার যথাযথ উত্তর দিলেন। প্রশ্নকারী আবার উঠে বললো : কিন্তু হাসান বসরী তো অন্য কথা বলেছেন। ইমাম সাহেব (রাহ.) বললেন, 'হাসান ভুল করেছে'। উপস্থিতির ভেতর থেকে হঠাৎ অন্য একজন প্রচণ্ড রাগে উন্মাদের মতো চিৎকার করে তাকে অকথ্য ভাষায় বলল, কে হাসানকে ভ্রান্ত বলল"? ইব্নামেঘে বজ্রপাতের মতো গোটা মজলিস স্তব্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে গোটা মজলিস সেই লোকটির ওপর আক্রমণে উদ্ধ্যত হলো।[৪] ইমাম সাহেব (রাহ.)

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ৩০৬।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ২০৩।

৩. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী , **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, পৃ. ২৩৫।

৪. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ) পৃ.৯০।

Dhaka University Institutional Repository

সবাইকে থামিয়ে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ নি:শব্দ থাকার পর উত্তেজনা অনেকটা কমে এলো। এবার ইমাম আবূ হনীফা (রাহ.) শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সেই লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন : হ্যাঁ, হাসান ভুল করেছে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) এ বিষয়ে যে বর্ণনা করেছেন সেটাই ঠিক।

বেআদবীর জবাব সহনশীলতায়

ইয়াযিদ ইব্‌ন কামীতের বর্ণনা একবার আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এক লোক তাঁর সাথে খুব বেয়াদবের মতো কথাবার্তা শুরু করে দিলো। ইমাম সাহেব (রাহ.) শান্তভাবে তার প্রতিটি কথার জবাব দিচ্ছিলেন। লোকটি যেন আসকারা পেয়ে মাথায় উঠার মতো, যা-তা বলা শুরু করে দিলো। এক পর্যায়ে গালি দেবার মতো করে বললো, আপনি নাস্তিক। ইমাম সাহেব (রাহ.) এতোটুকু উত্তেজিত না হয়ে আগের মতো শান্তভাবেই বললেন, "আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমা করুন, তিনি খুব ভালো করে জানেন যে, আমাকে উদ্দেশ্য করে তুমি যে শব্দটি উচ্চারণ করেছো তা সঠিক নয়।"

ইমাম সাহেব (রাহ.) সচরাচর বলতেন, "আমি কখনো কাউকে অভিশাপ দেইনি, কারো সাথে প্রতিশোধ নেইনি, কোন মুসলিম অথবা জিম্মীকে কষ্ট দেইনি, কারো সাথে কোন প্রতারণা বা মিথ্যা ওয়াদা করিনি।"

একবার ইমাম সুফয়ান সাওরী (রাহ.) ও ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ এবং মনোমালিন্য হয়েছিল। একদিন এক লোক বললো, সুফয়ান সাওরী (রাহ.) আপনার সম্পর্কে খুব আজেবাজে বলছিল! ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এবং সুফয়ানকে ক্ষমা করুন! সত্য কথা কি জানো! ইব্রাহীম নখ'ঈ থাকা সত্ত্বেও যদি সুফয়ান সাওরী (রাহ.) পৃথিবী থেকে চলে যায় তাহলে মুসলমানদের সুফয়ান সাওরীর (রাহ.) মৃত্যু শোকে মাতম করতে হবে।[১]

অশোভন উক্তির জবাব

একবার মসজিদে দরস দিচ্ছিলেন। তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন এক লোক তাঁকে উদ্দেশ্য করে বেশ কিছু অশোভন উক্তি করে বসলো। ইমাম সাহেব (রাহ.) সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দরস দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটু থেমে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, ওর দিকে মনোযোগ না দিয়ে দরসে মনোযোগী হও। দরস শেষ করে যখন বাসায় ফিরছেন, লোকটি তার সাথে সাথে হাঁটছিল আর যা-তা বলছিল। বাড়ির সামনে এসে ইমাম সাহেব (রাহ.) দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকটিকে বললেন। ভাই! আপনার আর কিছু বাকী আছে বলার? আমি ঘরে ঢুকে গেলে আরতো বলার সুযোগ থাকবে না! একদিন মজলিসে দরস চলছিল।[২] এক নবীন যুবক মাসআলা

---

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪ইং), পৃ. ৬০।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞেস করলো। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) যথাযথ জবাব দিলেন। যুবকটি বললো, আবূ হানীফা আপনি ভুল করেছেন! আবূল খেতাব জুরজানী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তার খুব রাগ হলো। উঠে দাঁড়িয়ে মসজলিসের সবাইকে খুব বকাঝকা করলেন, বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন রাগ-ঝাল নেই? কোথাকার কোন ইঁচড়েপাকা এসে ইমাম সাহেব (রাহ.) কে যা-তা বলবে আর তোমরা চুপ করে বসে থাকবে? ইমাম সাহেব (রাহ.) আবূল খেতাবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওদেরকে দোষ দিও না, আমিতো এখানে বসে আছি! আর বসে তো আছি এজন্যই যে, লোকেরা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে আমার রায়কে ভুল প্রমাণ করুক আর আমি ধৈর্যের সাথে তা শুনি!

ইমাম সাহেবের (রাহ.) মহল্লায় এক মুচী থাকতো, লোকটি ছিল খুব রসিক। তার দৈনন্দিন জীবনটাও ছিল বেশ মজার। সারাদিন কাজ করে সে যা রোজগার করতো, সন্ধ্যাবেলা বাজারে গিয়ে গোশত আর মদ কিনে বাড়ি ফিরতো। একটু রাত হলে ইয়ার দোস্তরা এসে জুটতো। নিজেই শিককাবাব বানিয়ে বানিয়ে দোস্তদের দিতো আর তার সাথে চলতো মদের পেয়ালা। একটু যখন নেশা চড়ে উঠতো তখন সুর করে করে কবিতার দু'টি চরণ গাইতো :

"اضاعونى داى اضاعوا اليوم كريهة وسده ثغر"

"লোকেরা আমাকে হাতে পেয়েও হারিয়ে ফেলল। আর এমন বড় মানুষকেই তারা হারালো যে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর ঝগড়া-ফ্যাসাদের দিনে কাজে লাগে।"

আল্লাহর স্মরণ ও কাজে-কর্মেই অধিকাংশ সময় কেটে যেতো। ফলে রাতের বেলা ইমাম সাহেবের (রাহ.) ঘুমের সময় খুব কমই ছিল। সুতরাং মুচীর প্রতিরাতের প্রোগ্রাম তার কানে আসতোই। কিন্তু স্বভাব ও অভ্যাসের দাসত্বে বন্দী মানুষটাকে কখনো তিনি কিছু বলতেন না। শহরের কোতওয়াল একরাতে এই দিকটায় ডিউটিতে এসে মাতাল অবস্থায় মুচীকে ধরে চালান দেয়। পরদিন সকালে প্রতিবেশী বন্ধুদের সাথে কথা প্রসঙ্গে ইমাম সাহেব (রাহ.) বলছিলেন, কাল রাতে আমার প্রতিবেশীর গান শুনতে পেলাম না! তারা ইমামকে রাতে কাহিনী শোনালো। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। সাওয়ারী তৈরী করার আদেশ দিয়ে নিজে কাপড় বদলাতে ভেতরে গেলেন। যেন অনেক দেরী হয়ে গেছে, এভাবে হন্তদন্ত হয়ে বাহনে চড়ে সোজা দরবারের দিকে ছুটলেন। আব্বাসী খিলাফতের শাসনকাল। খলীফা মানসুরের ভ্রাতুস্পুত্র, বংশের সবচাইতে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ জ্ঞানী, সৌর্যেবীর্যে চৌকস ঈসা ইব্ন মূসা তখন কূফার গভর্ণর। ভেতরে খবর পৌঁছালো ইমাম সাহেব (রাহ.) আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। মূসা সাথে সাথে দরবারী আমলাদের ইমামকে অভ্যর্থনার জন্য পাঠালো এবং বিশেষভাবে বলে দিলো- ইমাম বাহন যেন খাস দরবারের দরজা পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়।[১] দরজায় সওয়ারী আসতেই ঈসা নিজে গিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে ইমাম সাহেব (রাহ.) কে ভেতরে নিয়ে এসে

১. প্রাগুক্ত, পৃ.৬২।

Dhaka University Institutional Repository

বসালো। অত্যন্ত ইব্নয়ের সাথে বললো, আপনি কেন কষ্ট করে এতোদূর এলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেই হতো। ইমাম সাহেব (রাহ.) বললেন, আমাদের পাড়ায় এক মুচী থাকতো, কোতওয়াল তাকে ধরে এনেছে, আমি চাই তাকে ছেড়ে দেয়া হোক। ঈসা সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আদেশ দিয়ে জেলখানায় লোক পাঠালো। ঈসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুচীকে নিজের সাথে বাহনে নিয়ে ফেরার পথে রাওয়ানা হলেন। পথে মুচীকে বললেন, জানো, আমি তোমাকে কেন ছাড়িয়ে আনলাম? মুচী না সূচক মাথা নাড়লো। বললেন, তোমার এই কবিতার লাইন দুটোর জন্য। মুচী এবার মুখ খুললো, বললো, না তা নয়! আপনি প্রতিবেশীর কর্তব্য আদায় করেছেন।[১]

এর পরের কাহিনী একটু চমৎকার। মুচী তার আগের জীবনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে ইমাম সাহেবের (রাহ.) একনিষ্ঠ ছাত্রের জীবন গ্রহণ করলো। ধীরে ধীরে ইল্‌ম ফিক্‌হ এর উপর এতোটা দক্ষতা অর্জন করলো যে, পরবর্তীকালে একজন যোগ্য ফকীহ্ হিসেবে সমাজ তাকে বরণ করে নিয়েছিল।

মায়ের প্রতি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ভালবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা

ইমাম সাহেবের (রাহ.) ১৬ বছর বয়সে ৯৬ হি. তাঁর পিতা ইন্‌তিকাল করেন। কিন্তু তাঁর মা-জননী দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। তাই মাতৃ-সেবার প্রচুর সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। মা ছিলেন সরল সহজ প্রকৃতির। তার ওপর সাধারণ মহিলাদের মতো সুর করে আবেগময় গল্প কাহিনী বলতে পারা ওয়ায়েযীনদেরকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তৎকালীন কূফা'র বিখ্যাত ওয়ায়েযীন ছিলেন আমরূদ ইব্‌ন 'জুরাহ' । মা ছিলেন তার একনিষ্ঠ ভক্ত। ইামম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, আমার মা একটি মাসআলা জানার ইচ্ছা হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি উত্তর দেই, তিনি কিছুক্ষণ পর বললেন আমি 'জুরাহ' এর উত্তর ছাড়া সন্তুষ্ট নই, যাও তার কাছ থেকে এটি জিজ্ঞেস করে এসো। ইমাম সাহেব (রাহ.) নি:শব্দে মাতৃ আদেশ পালন করতে যেতেন। আমরূদ অনুযোগ করে বলতেন: আপনার সামনে আমি মুখ খুলবো ? ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, এটাই মায়ের আদেশ। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে মাসআলা মা জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন তা আমরূদ জানে না, তখন ইমাম সাহেব (রাহ.) কে বলতেন, আপনি আমাকে উত্তরটা বলে দিন, আমি সেটা আপনাকে শুনিয়ে দেবো। কখনও জিদ করতেন, চলো আমরূদের কাছে আমি নিজেই গিয়ে শুনে আসবো- খচ্চরের পিঠে মাকে বসিয়ে ইমাম সাহেব (রাহ.) লাগাম ধরে হেঁটে চলছেন, পর্দার আড়াল থেকে নিজে তার প্রশ্ন করতেন এবং নিজ কানে তার জবাব শুনে সন্তুষ্ট হতেন।[২] একবার মা একটি প্রশ্ন করলেন। (রাহ.) তার জবাব দিলেন। মা বললেন তোমার উত্তরের সনদ নেই। ওয়ায়েযীন 'জুরাহ' যদি বলে যে, তোমার উত্তর ঠিক, তাহলে আমি মানবো। ইমাম সাহেব (রাহ.) মাকে সাথে নিয়ে চললেন। 'জুরাহ' নিকট

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।
২.(سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.৯১।

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছে মা সবিস্তারে মাসআলা বর্ণনা করলেন। যারকা মাকে শুনিয়েই ইমাম সাহেব (রাহ.) কে বললেন, আপনি আমার থেকে অনেক বেশি জানেন, আপনি নিজে কেন বলে দেন না। ইমাম সাহেব (রাহ.) বললেন, আমি এই রকম ফাতওয়া দিয়েছিলাম। 'জুরাহ' সাথে সাথে বললেন, এটাই তো সঠিক উত্তর। মা নিজ কানে শুনে তারপর বললেন, খুশী হলাম, এবার চলো বাড়ি ফেরা যাক।[১] ইয়াহিয়া ইব্ন আবদুল হামিদ এর উদ্ধৃত্তি দিয়ে কারদয়ী উল্লেখ করেন,[২] "ইমাম সাহেব (রাহ.) প্রত্যেক দিন জেলখানা হতে বের হতেন তাঁকে দেশের প্রধান বিচারক হওয়ার জন্য বেত্রাঘাত হতো, শরীয়াতে বিরূদ্ধে রায় দিতে হবে তাই তিনি প্রধান বিচারক হতে অস্বীকার করতেন। যখন তাঁর মাথায় মারা হতো, তার প্রভাব তাঁর চেহারায় ভেসে উঠতো, তিনি কাঁদতেন, এই ব্যাপারে বলা হলো, তিনি বলেন- যখন আমার মা দেখতেন, তিনি কান্না করতেন, চিন্তিত হতেন, আমার মায়ের এই চিন্তা এবং উদ্বিগ্নতাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন।" সামেরী হাসানের উদ্ধৃত্তি দিয়ে উল্লেখ করেন,[৩] "তিনি বলেন- আমি ইমাম সাহেব হতে শুনেছি। তিনি বলেন- আমাকে যখন মারা হতো, তখন মা যেই চিন্তিত হতেন তা আমার কাছে খুবই কঠিন এবং অসহনীয় হয়ে উঠে। আমার মা আমাকে বলেন- হে নু'মান! তোমার বিদ্যা তোমাকে এই যোগ্যতায় নিয়ে এসেছে, তুমি কি ইহা হতে পলায়ন করবে? তিনি উত্তরে বলেন, আমি বিদ্যা অর্জন করেছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দুনিয়ার জন্যে নই। তারপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মা ইন্তিকাল করেন।"

মানুষের বিপদের বন্ধু

ইমাম সাহেব (রাহ.) অত্যন্ত স্পর্শকাতর মনের মানুষ ছিলেন, কারো কোনো দু:খ-কষ্ট দেখলে ভেতর থেকেই তিনি উতলা হয়ে উঠতেন। একবার মসজিদে দরস দিচ্ছিলেন, কেউ একজন এসে বললো, অমুক লোক দালানের উপর থেকে পড়ে গেছে! এতো জোরে একটা আর্তচিৎকার তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এলো, মসজিদে উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেলো। হন্তদন্ত হয়ে খালি পায়েই ছুটলেন সেই বাড়ির দিকে। অনেক সহানুভুতি, অনেক সমবেদনা জানিয়ে বললেন, যদি সম্ভব হতো তাহলে আমি অপানার ব্যাথাটুকু নিয়ে নিতাম, তারপর সাধ্যমতো সেবা-সুশ্রুষা করে পরে ফিরে এলেন। এরপর থেকে প্রতিদিন সকালে এই কাজ জারী থাকলো যতোদিন না রোগী ভালো হয়েছে। অথচ নিজের ওপর কোন বিপদ মুসিবত এলে তা এমন নীরবে একা একাই সয়ে যেতেন যে, মানুষ তা দেখে বিস্মিত হতো। শাসকগোষ্ঠী ও তার পাইক পেয়াদা কতোভাবে কতো রকম তাকে কষ্ট দিয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু কোনভাবেই তাঁর মর্যাদার মাথাটিকে নত করতে পারে নি। আকাশের মতো উদার হৃদয়, পর্বতের মতো সিদ্ধান্তে অটল-অবিচল এবং আত্মনির্ভরশীলতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি।

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ.৬১।

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ), পৃ.৯১।

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৯১।

৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند), পৃ. ২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরনিন্দাকে বেশী ঘৃণা করতেন

পরচর্চা, পরনিন্দা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সবসময় আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করে বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার মুখটিকে এই ভ্রষ্টাচার থেকে মুক্ত রেখেছেন। একজন বললো, জনাব, লোকেরা আপনার সম্পর্কে কতো কিছু বলে! অথচ আপনার মুখ থেকে তাদের সম্পর্কে কোনদিন কিছু শুনলাম না! ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন : " ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء "

"এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান শুধু তাকেই দান করেন।"

ইমাম সুফয়ান সাওরী (রাহ.) (৯৫-১৬১ হি./৭১৪-৭৭৮ খৃ.) কে কেউ একজন বললো, আবূ হানীফা (রাহ.) কে আমি কোনদিন কারো গীবত করতে শুনিনি। জবাবে তিনি বললেন, আবূ হানীফা এতোটা বোকা নন যে নিজের করা সব ভালো কাজকে (আমালুস্ সালেহ) নিজেই ধ্বংস করে দেবেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কসম খাওয়াকে খুব ঘৃণা করতেন। তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিজে নিজেই শপথ করে নিয়েছিলেন যে, ভুলেও যদি কখনো কসম খেয়ে ফেলি তাহলে এক দেরহাম কাফ্ফারা দেবো। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে কসম করে ফেললেন। এবার নিজের সাথে নিজের করা শপথের জরিমানার পরিমাণ বাড়ালেন। আর যদি করি তাহলে এক দিরহাম নয়, এক দীনার দেবো।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী

তিনি প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর মসজিদে ছাত্রদেরকে দরস দিতেন। তারপর দূর দূরান্ত থেকে জ্ঞানান্বেষী, শিক্ষার্থী এবং ফাত্ওয়া নিতে আসা লোকজনকে সেগুলোর উত্তর দিতেন। মৌখিক, লিখিত, যেভাবে যার উত্তর প্রয়োজন সেভাবেই দেয়া হতো। এরপরে বড় বড় নামকরা ফকীহ ও ছাত্ররা জমা হতো এবং তাঁর উপস্থিতিতে শুরু হতো ফিক্হ সংকলনের গবেষণামূলক কার্যক্রম। সর্বসম্মতিক্রমে যে মাসআলা উত্তীর্ণ হতো, তাকে কলমবন্দী করে রাখা হতো। যোহর পর্যন্ত চলতো এই আলোচনা-পর্যালোচনা। যোহর আদায় করে ঘরে ফিরতেন। গরমের দিনে দুপুরের পরে একটু ঘুমাতেন। আসরের পরে অল্প কিছু আলোচনা বা ছোটখাট প্রশ্নোত্তর। তারপর বেরিয়ে পড়তেন বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা-সাক্ষাত, পরিচিত রোগীদের খোঁজ-খবর, দু:স্থ, অভাবী লোকদের প্রত্যক্ষ দেখাশোনা, সেবা শুশ্রূষা করতেন।[২] এভাবেই মাগরিব এবং মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত আবার দরসের কার্যক্রম। এশার জামাতের পরে শুরু হতো ব্যক্তিগত ইবাদতের সাধনা। অধিকাংশ রাত এভাবেই কাটতো। শীতের দিনে কখনো কখনো মসজিদেই শুয়ে থাকতেন, একটু দেরী করে এশার নামায পড়তেন এবং তারপর রাতের তাহাজ্জুদ। যতটুকু সময় দোকানে থাকতে হতো, আল্লাহর স্মরণের ধ্যানমগ্নতার মধ্যেই থাকতেন এবং তার ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় কাজকর্মও করতেন।[৩] তিনি সেই ইমাম যিনি রাতকে ইবাদতের জন্য এবং দিনকে বিদ্যার জন্য

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** (**দিল্লী** :তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬), পৃ. ৬৪।

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام । لائمة الفقهاء, পৃ. ২৩০।

৩. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

এবং মানব কল্যানে জন্য নির্ধারন করেছিলেন। মসার ইব্ন কদাম বলেন,[১] "আমি তাঁকে দেখেছি তিনি ফযরের নামায আদায় করার পর বিদ্যা অর্জন ও গবেষণার জন্যে যোহর পর্যন্ত নিমগ্ন থাকতেন। যোহর নামায শেষে আসরের নামায পর্যন্ত বসে থাকতেন, তারপর এশা পর্যন্ত। আমি নিজকে নিজে বলি, তিনি এবাদতের জন্য কখন সময় পান? মানুষের হেদায়েতের জন্য তিনি মসজিদে যেতেন। তাঁর বাড়ী ছিল মসজিদের নিকটে, সারাদিন তিনি আল্লাহর কাজে মসজিদে কাটিয়ে দিতেন। পাক-পবিত্র অবস্থায় তিনি ফযরের নামাজে দাঁড়াতেন। তাঁর রাতের নামাজের জন্য পৃথক কাপড় ছিল। একই পাপড়ে ফযরের নামায আদায় করতেন। আমি তাঁকে এই অবস্থায় অবলোকন করতাম। তাঁকে কখনো খেতে এবং রাতে ঘুমাতে দেখিনি। তিনি যোহরের আগে হালকাভাবে নিদ্রা যেতেন। রাত্রে তেলাওয়াত করতে করতে পৌছেন- এই আয়াতে, "আল্লাহ তায়ালা বলেন আল্লাহ আমাদেরকে এহছান করুন এবং লুহ হাওয়ার আজাব ও দেন।" তার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন ফযরের নামাজের আজান দেওয়া পর্যন্ত। তার ছেলের মা অর্থাৎ তাঁর বিবি বলেন- তিনি রাতে ঘুমাতেন না। গ্রীষ্মকালে যোহর এবং আসরের মাঝখানে ঘুমাতেন, শীতকালে রাত্রের আরম্ভতেই মসজিদে থাকতেন।"[১]

মুফেক বাকির ইব্ন মারুফ হতে বর্ণনা করেন,[২] "তিনি বলেন আমি ঘরে বাইরে হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর সঙ্গী ছিলাম। রাত্রে তাঁর ঘরে তাঁকে দেখতাম। তাঁর কার্যাদি খুবই কম আমার জন্য লুকায়িত। তাঁর ন্যায় গবেষণা করেন এমন কাউকে আমি দেখিনি। দিনে রোযা রাখতেন, রাত্রে নামায পড়তেন, কোরান তেলাওয়াত করতেন, আল্লাহর কথা বলতে, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতেন, আল্লাহর নির্দেশলাবলী পালানে অভ্যস্ত ছিলেন। বিদ্যা অর্জন করতেন, লোকজন কোন কিছু অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝলে তা ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর প্রশংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর প্রশংসার সারমর্ম এটাই। এর বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহতায়ালা তাঁকে ব্যাপক ভাবে রহমত করেন। সাথে সাথে তাঁর ছেলে হাম্মাদকেও আল্লাহ তায়ালা রহমত করুন। তিনি বলেন, তারা আবূ হানীফা (রাহ.) এর বিষয়াদি অনেক বৎসর ধরে সংগত করেন। হযরত আবূ-হানীফা (রাহ.) রাতের অজু দিয়েই ফযরের নামায আদায় করতেন। এই খবর মুহাম্মাদ ইব্ন আল হাছন শুনার পর, তিনি বলেন, হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) রাতের অজু দিয়ে ত্রিশ বৎসর ফযরের নামায আদায় করেন। আল মোফেক মক্কা-মক্করমার আহলে বলহ নামক জায়গায় ইমাম সালিম ইব্ন সালিম যিনি মক্কার মধ্যে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) মক্কায় আসলে যার কাছে আসতেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে দেখেছি নামায বা তওয়াফ ছাড়া তাঁর কপাল মাটিতে রাখেননি এবং ঘুমাননি বরং সারারাত 'ইবাদত করেছেন।"

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ). পৃ.৭৪।
২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء , পৃ.৭১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আল্লাহ্ তায়ালার ভয়

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সংসার বিরাগী ছিলেন। যিকির ও ইবাদতে তিনি সর্বদা মশগুল থাকতেন, আনন্দের সাথে এই সকল কর্তব্য পালন করতেন। এই জন্য তিনি পৃথিবীর সকল মুসলমানদের নিকটই চির আদর্শ হিসেবে বিরাজ করছেন। আল্লামা যাহ্বী তাঁর এক কিতাবে লিখেছেন,[১] ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) পরহেযগারী ও ইবাদাতের অতুলনীয় ছিলেন।

ইমাম আ'যম (রাহ.) নামায পড়ার সময় এবং কুরআন পাঠ করবার সময় প্রায়ই অধীর ভাবে ক্রন্দন করতেন। এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর ক্রন্দরত অবস্থায়ই কেটে যেত।

ইমাম বসরী (রাহ.) বলেন, একদিন আমি ফযরের নামাযে ইমাম আ'যম (রাহ.)-এঁর সাথে শরীক হয়েছিলাম।

তিনি নামায পড়লেন; নামাযে কুরআন শরীফের এই আয়াতটি পরলেন,

" ولا تحسبن اله غافلا عما يعمل الظالمون"

"আর আল্লাহকে অত্যাচারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গাফেল মনে করিও না।"

আয়াত পাঠ করে ইমাম সাহেবের (রাহ.) এমন এক অবস্থা হল যে, তাঁর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল।

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, একটি প্রয়োজনীয় মাসআলার মীমাংসার জন্য আমি ইমাম আ'যম (রাহ.) এঁর নিকটে গেলাম এবং তাঁর সাথে নামাযে শরীক হলাম। তিনি নফল নামায হতে অবসর হলেন। তখন আমি সেই মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তিনি কুরআন শরীফ পড়তে পড়তে " فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم " অর্থাৎ. "আল্লাহ আমাদের উপর রহম করেছেন আমাদিগকে দোযখের আযাব হতে রক্ষা করেছেন।" পর্যন্ত পৌঁছিয়াছি আয়াতটি পুনঃ পুনঃ পড়তে লাগলেন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ পড়তে পড়তে ফজর হয়ে গেল। তথাপি তিনি এই আয়াতই পাঠ করতে লাগলেন। একবার ইমাম আ'যম সাহেব কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে করতে এই আয়াত পাঠ করিলেনঃ

" وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منه "

"বরং কেয়ামতে তারা নিজেদের কার্যের ফল পাবে। কিয়ামত ভয়ংকর মছীবতের স্থান এবং উহা অসহ্যকর ব্যাপার।"

এই আয়াত পড়তে পড়তে তিনি সমস্ত রাত শেষ করে দিলেন। তিনি উক্ত আয়াত বারবার পাঠ করছিলেন এবং ক্রন্দন করছিলেন। ইয়াযিদ ইব্ন ফামিয়ত নামক একজন প্রসিদ্ধ আবেদ ইমাম আ'যম সাহেব (রাহ.) এর সম-সাময়িক লোক ছিলেন।

১. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, একদিন আমি এশার নামাযে ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর সাথে শরীক হয়ে ছিলাম। তিনি নামাযে নামাযে তিনি একটি আয়াত পাঠ করে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। যার অর্থ হলো "যখন পৃথিবী ভীষণভাবে প্রকম্পিত হবে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে।"[১] লোকগণ নামায আদায় করে চলে। আমি তখন তাঁর কাছ থাকা বাঞ্চনীয় নয় মনে করে সেখান হতে চলে গেলাম। আমি শেষ রাত মসজিদে গিয়ে দেখি তিনি তখনও মসজিদে চিন্তিত অবস্থার বসে রয়েছেন।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) একদিন বাজারের ভিতর দিয়া পথ চলছিলেন। তখন হঠাৎ একটি বালকের গায়ে তাঁর পা লেগে গেল। বালকটি চীৎকার করে বলে উঠল, আপনি তো আল্লাহকে ভয় কর না।' ইমাম আ'যম (রাহ.) শুনে বেহুশ হয়ে পরলেন। তার সাথে একজন বুজুর্গ লোক ছিলেন। তিনি তাঁকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। তিনি হুশ ফিরে পেলে সেই বুজুর্গ লোকটি বললেন, হযরত! এটা কেমন ব্যাপার যে, আপনি একটি বালকের কথায় এমনভাবে বেহুশ হয়ে পড়লেন? তিনি বললেন, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, তা গায়েবী হেদায়েতও হতে পারে।[২]

ইমাম আ'যম (রাহ.) একদিন তাঁর অভ্যাস মত দোকানে গমন করলেন তখন কর্মচারী দোকান খুলে বসে ছিল। সে ইমাম আ'যম (রাহ.)-কে দেখতে পেয়ে বললেন, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে বেহেশত দান করুন। এটি শুনে ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর এইরূপ অবস্থা হল যে, ক্রন্দন করতে করতে তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হল। তিনি কর্মচারীকে দোকান বন্ধ করে দিতে বলে মুখের উপর রুমাল দিয়ে বাজারের বাহিরে চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন দোকানে গিয়ে কর্মচারীকে বললেন, ভাই! আমি যে বেহেশত কামনা করব এমন উপযোগীতা আমার নাই।[৩]

একদিন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) একটি লোককে মাসআলা বলে দিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি বলল, ইমাম সাহেব (রাহ.) ফাত্ওয়া দিবার কালে আল্লাহকে যথেষ্ট ভয় করবেন। এই শব্দ কয়েকটি ইমাম আ'যম (রাহ.) এর উপর এমন প্রভাব বিস্তার করল যে, তাঁর চেহারার রং সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপর তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, ভাই! আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। আমার যদি এই ভয় না থাকত যে, আল্লাহ আমাকে এই বলে ধরপাকড় করবেন যে, তুমি 'ইল্ম শিখেও তা কেন গোপন করে রেখেছ? তবে আমি কখনও ফাত্ওয়া দিতাম না।[৪] যদি কখনও এইরূপ কোন কঠিন মাসআলার প্রশ্ন এসে পড়ত যে, উহার উত্তর তাঁর জানা নাই, তবে তিনি ভয় পেয়ে উঠলেন যে, তিনি অবশ্যই কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকবেন। এর ফলেই বোধ হয় তিনি উহার জবাব অবগত নহেন। এইরূপ ভয় তাঁর

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল যিলযাল, আয়াতঃ ১।

২. الفقهاء لائمة ا امام النعمان حنيفة ابو ,الغاوجي سليمان, পৃ.৭৬।

৩. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ৮২।

৪. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

মনে জাগলে তিনি নতুন করে অযু করে নামায ও ইস্তিগফার পড়তেন। হযরত হুযায়বীন আইয়ায একজন প্রসিদ্ধ সূফী ছিলেন। লোক মুখে তিনি এই কাহিনী শুনতে পেয়ে অনেক ক্রন্দন করলেন। ক্রন্দন শেষ হলে বললেন, হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর গুনাহ্ অতি কম ছিল। এই জন্যই তাঁর এইরূপ ধারণা হয়েছে। যারা পাপে ডুবিয়া থাকে, তাদের অবস্থা কি? কিন্তু তারা ভুলেও বুঝতে পারে না যে, এটি গায়েবী সতর্কতা।[১]

শেখ বু'আলী বলেছিলেন, আমি একবার তুরস্কে গিয়েছিলাম্ একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আযানদাতা হযরত বিলালের কবরের পাশে শুয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখি আমি মক্কা শরীফে অবস্থান করছি। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুকে কোলে রাখিবার মত এক বৃদ্ধকে কোলে করে বনী শায়বা দরজা দিয়া বের হয়েছেন। আমি দৌড়িয়ে যেয়ে হুযুরের কদমবুচি করলাম। এই বৃদ্ধ লোকটি কে তা আমি আশ্চার্যান্বিত হয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় প্রিয় নবী (সা.) বলে উঠলেন, ইনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ফযরের নামায ও এশার নামায একই অযু দ্বারা পড়েছিলেন। ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে রোযা রেখেছেন। যেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন সেই জায়গাতেই তিনি সাত হাজার বার কুরআন শরীফ খতম করেছিলেন। ইমাম আ'যম (রাহ.) প্রতি রাত্রিতে তিনশত রাকাআত নামায পড়িতেন।[২]

একদিন তিনি পথ অতিক্রম করিবার সময় একটি স্ত্রীলোককে অন্য স্ত্রীলোকের সাথে বলতে শুনলেন "এই ব্যক্তি প্রতি রাত্রে পাঁচ শত রাকাআত নামায পড়ে থাকেন।" ইমাম আ'যম (রাহ.) ইহা শুনে নিয়ত করলেন যে, তখন হতে তিনি প্রতি রাত্রে পাঁচশত রাকাআত নামায পড়বেন। তাহলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদী হবে না। আর একদিন তিনি বালকদিগকে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন, ইনি প্রতি রাত্রে হাজার রাকাত নামায পড়েন। তখন হতে ইমাম সাহেব (রাহ.) হাজার রাকাআত নামায আদায় করতে শুরু করলেন।[৩] একদিন তাঁর এক ছাত্র বললেন, হুযুর! লোকে বলে থাকে যে, আপনি নাকি সারা রাত্রি জেগে নামায পড়েন? ইমাম আ'যম (রাহ.) তখন হতে আর রাত্রিতে শয়ন করতেন না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'অনেক মানুষ আছে যে, তারা যা করে না তার প্রশংসা শুনতে ভালবাসে।' ইমাম আ'যম (রাহ.) ভাবলেন যে, তিনি যদি সারা রাত্রি জেগে ইবাদত না করেন, তবে তিনি হয়ত তাদের অন্তর্গত হতে পারেন।[৪] একবার ইমাম আ'যম (রাহ.) এক ধনী ব্যক্তিকে তাঁর ধনের জন্য যথেষ্ট সম্মান করেছিলেন। তারপর তিনি মনে মনে দু:খিত হয়ে এক হাজার বার কুরআন খতম করে তজ্জন্য

১. মাওলানা আশরাফ 'আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ৮৩।

২. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৮৪।

৩. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৮৪।

৪. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহাআ'লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নওফেল ইব্ন হাইয়ান বলেন, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ইনতিকালের পর আমি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে, সমস্ত মানুষ হাশরের ময়দানে উপস্থিত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) হাউযে কাওসারের নিকট দন্ডায়মান এবং তাঁর ডানে ও বামে অনেক বুজুর্গ লোক দাঁড়িয়া রয়েছে। তন্মধ্যে একজন খুব সুন্দর বৃদ্ধ পুরুষকে দেখতে পেলাম, তাঁর মাথা ও মুখ সাদা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর পার্শ্বে। আমি ইমাম আ'যমকে (রাহ.) সালাম জানিয়ে কিছু পানি চাইলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আদেশ না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পানি দিতে পারি না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে পানি দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আমাকে পানি দিলে আমি ও আমার বন্ধু পান করিলাম। কিন্তু পেয়ালা পূর্ণই রয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হযরতের দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর লোকটি কে? ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ:) এবং বামে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাহ.)। তারপর আমি অন্যান্য বুজুর্গ লোকদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিলাম আর ইমাম আ'যম (রাহ.) উত্তর দান করছিলেন। আমি সতের ব্যক্তির নাম আঙ্গুলে গণনা করলাম। ঘুম হতে জেগে আমার আঙ্গুল করের সতের দাগে আবদ্ধ পেলাম। ইয়াহিয়া নামক একজন বুজুর্গ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি আমাকে আবূ হানীফার জ্ঞানরাশির মধ্যে পাবে অর্থাৎ, আবূ হানীফার অনুসরণ করলেই আমার সন্তুষ্টি পাবে।[১]

ইমাম আ'যম (রাহ.) আল্লাহ্ প্রদত্ত মেধা, স্মৃতিশক্তি, জ্ঞান আহরণ ক্ষমতা, উত্তম আমল ও আখ্লাকের পরিপূর্ণতার সাথে অত্যন্ত আবিদ, যাহিদ এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তাক্ওয়া ও যুহদ, আল্লাহর প্রতি চরম আনুগত্যে এবং পরিণামদর্শিতায় তিনি বিশেষত্ব লাভ করে ছিলেন। তিনি মেযাজের ভারসাম্যতা, অকুতোভয় এবং সত্যবাদী ছিলেন। যিকর ও ইবাদতে ছিলেন সদা প্রাণবন্ত। অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য সহকারে ইবাদতে সদা মশগুল থাকতেন। এ বিষয়ে তাঁর সুখ্যাতি ছিল প্রবাদ বাক্যের মত।[২]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম যাহবী (রাহ.) (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.) বলেন :

"ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর তাহাজ্জুদ গুযারী এবং শব-বেদারীর (রাত্রি-জাগরণ) ঘটনা এত বেশি বর্ণিত হয়েছিল যে, তা তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌছেছিল। শব-বেদারী ও রাত জেগে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে মানুষ তাঁকে وتد খুঁটি বলতেন।"

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।
২. معجم المصنفين পৃ. ১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল-করদরী আহয়া ইব্ন সাইদ এর উদ্ধৃত্তি দিয়ে বলেন,[১] "আমরা আবূ হানীফা (রাহ.) এর কাছে বসতাম এবং তাঁর থেকে শুনলাম- আমি তার চেহারা মুবারকে আল্লাহর ভীতি প্রত্যখ্য করতাম।"

তিনি ইব্ন মোবরকের (১১৮-১৮১হি./- ৭৩৬-৭৯৭খৃ.) উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেন, "আমি কূফায় প্রবেশ করলাম এবং কূফাবাসীকে জিজ্ঞাসা করলাম- কূফাবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিক্হবিদ কে? আমাকে বলা হয়- আবূ হানীফা (রাহ.)। আবার জিজ্ঞাসা করলাম সবচেয়ে বেশী পরহেজগার কে? উত্তর দেয়া হল- আবূ হানীফা (রাহ.), আমি আবার প্রশ্ন করলাম- সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু কে? উত্তর পেলাম-আবূ হানীফা (রাহ.)।"

মসউদ ইব্ন শায়বী হাসান ইব্ন সালেহ হতে বর্ণনা করেন,[২] "তিনি বলেন, আবূ হানীফা (রাহ.) বেশী খোদাভীরু ছিলেন। হারাম হতে দূরে থাকতেন, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বেশী হালালও পরিত্যাগ করতেন। আমি কখনো আবূ-হানীফা (রাহ.) চেয়ে বেশী পরহেযগার এবং বিদ্যান ফকীহ দেখিনি।" তার আসবাব পত্র ছিল তার কবর। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মোবারকের উদ্ধৃত্তি দিয়ে বলেন, "আবূ হানীফা (রাহ.) এমন একজন ব্যক্তি যার সাথে অন্য কারো কথা বলা উপযুক্ততা মনে করে না। যার সামনে দুনিয়া পেশ করলে কবুল করেনা, আগ্রহবোধ করে না, তাঁকে লাঠি দিয়ে মারা হলো এবং তাঁকে বলা হয়, দুনিয়া গ্রহণ কর কিন্তু তিনি দু:খ এবং অভাব অবস্থায় ধৈর্য্য ধারন করেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁর লোভ ছিল না। খোদার কসম যারা দুনিয়া চায় তাদের কাছে দুনিয়া আসে না। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়া চান না, দুনিয়া তাদের পিঁছু দৌড়ে।

তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন হাসানের উদ্ধৃত্তি দিয়ে বলেন,[৩] "হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) তার সময় ছিলেন। যদি জমিন ফেঁটে যেত, তাহলে হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর বিদ্যা, দান সাম্যতা, খোদা ভীতি এবং ত্যাগ দ্বারা পাহাড় ফেটে যেত।"

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো 'ইল্মে ফিক্হ–যা সারা জাহানকে আলোকিত করছে এবং দুনিয়ার স্থায়ীত্ব পর্যন্ত আলোক দান করতে থাকবে।
বলখের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ সালাম ইব্ন সালিম (রাহ.) বলেন :[৪]

"لقيت من لقيت المشائخ الكبار فلم أجد أحدا حرمة لامة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى حنيفة رضى الله عنه وأرضاه-"

"আমি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলিমগণের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি। উম্মাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মানের অনুপ্রেরণা যা আমি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মাঝে দেখেছি, তা আর কারো মাঝে দেখিনি।"

---

১. لائمة الفقهاء । امام ابو حنيفة النعمان, سليمان الغاوجي , পৃ.৭৪।
২. لائمة الفقهاء । امام ابو حنيفة النعمان, سليمان الغاوجي , পৃ.৭৫।
৩. لائمة الفقهاء । امام ابو حنيفة النعمان, سليمان الغاوجي , পৃ.৭৫।
৪. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা, পৃ. ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সাথে তাঁর আচরণ

ইমাম আল হুলী, আহমদ আছকারী মুসার হতে উল্লেখ করেন,[১] "তিনি বলেন- আবূ হানীফা (রাহ.) যখন তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে কিছু কিনতেন অথবা ফল-মূল কিনতেন তাঁর শায়খদের জন্যেও কিনতেন বরং তাঁর জন্যে এবং তাঁর পরিবারের জন্যে যা কিনতেন তাঁর চেয়ে বেশী পরিমান ও অধিক মূল্যমানের কিনতেন। তাঁর পরিবারের চেয়ে বেশী খরচ করতেন এটিই ছিল তাঁর ক্রয়ের এবং আচরণের আদব।"

আছকরী শরীক ইব্‌ন আবদুল্লাহর বলেন,[২] "হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর শিক্ষার্থীর সাথে ধৈর্য, বর্ণনা, আমল, শিক্ষাদান, পদ্ধতি ছিল তা খুবই কোমল, গভীর, এবং খুব বেশী চিন্তামূলক ছিল। যে গরীব ছিল তাকে সম্পাদশালী করেছেন। তার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, তার পরিবারের ন্যায় যখন তিনি শিক্ষা দিতেন। তিনি তাকে বলেন, আমি হালাল এবং হারাম জেনেই কোন বড় লোকদের সাথে খুবই কম ঝগড়া করতেন।"

হাফিয হুলামী উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,[৩] "হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) মাল পত্র বিক্রি করে লাভ হতে মুহাদ্দিসীনগনের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদ করতেন এবং ঐ অর্থ হতে জিনিষ খরিদ করার পর যা অবশিষ্ট থাকতো তা তাঁদেরকে দিয়ে দিতেন। তিনি গরীব বা ভিক্ষুকদেরকে বলতেন, "আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা কর। কারণ তিনি আল্লাহ তায়ালার মাল হতে অতিরিক্তটি তাদেরকে দিয়েছেন। এটি মালের লাভ তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমার মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।"

আল-মুফিক ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর নাতি, এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,[৪] "যখন আমার আব্বা হাম্মাদ, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর একমাত্র ছেলে, বড় হলেন এবং সবেমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতে পারেন তখন হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) হাম্মাদের শিক্ষককে পাঁচশত দিরহাম দিতেন।

ইমাম সাহেব (রাহ.) সত্য মুমিন, সত্য আলেম ছিলেন। মুমিনদের বৈশিষ্ট হচ্ছে দানশীলতা এবং বদ্যানতা। আলিমের বৈশিষ্ট হচ্ছে পরহেযগার হওয়া, দানশীল ও উদার হওয়া।

তৎকালীন আলিম সমাজ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর দানশীলতার প্রশংসার পঞ্চমুখ ছিলেন। আল-মুফিক হকছ ইব্‌ন হামজা আল কোরেশীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,[৫] "হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাথে একজন লোক প্রায়শ ঘোরা ফেরা করতেন। উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর কাছে বসতেন। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর থেকে অনুমতি চাইলেন,

---

১.(سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) পৃ.৮২।
২.(سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) পৃ.৮২।
৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
৫.প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

তার অভাব হলে তিনি তাঁর কাছে আসবেন, অসুখ হলে তার চিকিৎসা জন্য তাঁর নিকট আসবেন, এভাবে লোকটি তাঁর নিকটে যাওয়ার সাহস পেলেন। তারপর লোকটি স্বচ্ছল হলেন।"

কারদরী আবদুল্লাহ ইব্ন দুসী হতে রওয়াত করেন,[১] "তিনি বলেন- হযরত ইমাম সাহেব (রাহ.) হাম্মাদকে নির্দেশ দিতেন, প্রত্যেহ তাঁর জন্যে দশ দিরহামের রুটি ক্রয় করার জন্যে। যাতে তিনি প্রতিবেশী গরীবদেরকে সদকা করতে পারেন এবং কেহ তার দরজায় আসলে তাকেও দিতে পারেন।

আল-মুফিক আবূ ইসমাঈলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,[২] "হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) দানশীল ছিলেন। তাঁর সাথীদেরকে সাহায্য করতেন, রোগীদের সেবা শুশ্রুষা করতেন, মানুষের মর্যাদা অনুসারে ব্যবহার করতে এবং উপঢৌকন পাঠাতেন, বিবাহ করতে সক্ষম ব্যক্তিকে বিবাহ করাতেন, বিবাহের খরচ তিনি নিজেই করতেন, তাদের অভাব পূরণ করতে সচেষ্ট থাকতেন, তিনি খোদাভীরু ছিলেন এবং সংসারের প্রতি বেশ একটা লোভ ছিলনা। রোজা রাখতেন, কুরআন তেলাওয়াত করতেন, কুরআনের ইলম সংরক্ষণ করতেন। ফিক্হ বিশারদ ছিলেন, ফিক্হ সম্পর্কে তাঁর থেকে যা শুনা যেতো সেই বিষয়ে অন্য কারো থেকে তা শুনা যেতো না। হযরত আবূ ইউসুফ হতে বর্ণিত, আমি আবূ হানীফা (রাহ.) হতে বেশী দানশীল ব্যক্তি দেখিনি। আমি হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) কে বলতাম, আপনার চেয়ে বেশী দানশীল ব্যক্তি দেখিনি। তিনি উত্তরে বলেন, আপনি আমার ওস্তাদ হাম্মাদকে কিরূপ দেখেন? তিনি অনেক বেশী দানশীল ছিলেন। আবূ ইউসুফ বলেন, আবূ হানীফা (রাহ.) দশ বৎসর আমার পরিবারের ভরন পোষণ করেন। ভাল চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট তাঁর মধ্যে ছিল, যা অন্যের মধ্যে দেখিনি।"

আল-মুফিক হাছান ইব্ন সোলাঈমান হতে বর্ণিত তিনি বলেন,[৩] "হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) খুবই দানশীল ছিলেন, তার মত দানশীল আর কাউকে দেখিনি। তিনি তার সাথীদেরকে মাসিক ভাতা দিতেন, এ ছাড়াও এক কালীন সাহায্য করতেন। তিনি সাহায্যের পরিনামে কোন বদলা এবং মর্যাদা আশা করতেন না। অনেক সম্মানিত লোক বিচারকের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে সম্পর্ক রাখতেন। যাতে অনেক সময় জনসাধারনে মাল মিশ্রিত হওয়ার অবকাশ থাকতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কসমকে মজবুত রেখেছিলেন। তিনি কখনো আমার হতে উপঢৌকন গ্রহণ করেননি। আমীরের খাবারও খাননি। রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেননি। ব্যবসা ক্ষেত্রে তিনি মানুষকে ক্ষমা করতেন। তিনি দুনিয়াকে প্রত্যাখান করেন। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রধান বিচারক ছিলেন এবং রাষ্ট্রপ্রধানের সান্নিধ্য দেখা যেতো। কিন্তু কোন উপঢৌকন গ্রহণ করেননি।"

---

১. لائمة الفقهاء। امام ابو حنيفة النعمان, سليمان الغاوجي, পৃ. ৮৩।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে উপদেশ দানে তাঁর আচরণ

নসিহত বা উপদেশ এর অর্থ হচ্ছে অন্যদের জন্যে ভাল কিছু ইচ্ছা করা। হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর পুরো জীবন ছিল সৎ উপদেশে পূর্ণ এবং জনসাধারণের কল্যাণ এবং মঙ্গল কামনা করা। একবার গরীব ছাত্ররা তাঁর নিকট এসেছিল তিনি তাদেরকে বাৎসরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তিনি এতে তাদের শিক্ষক এবং মুহাদ্দিসীন হতে সম্মান চাননি। বরং বলেন, আল্লাহ তায়ালার শুকরে আদায় করার জন্যে। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাত দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি সকলকে এবাদত এবং বিদ্যা অর্জনের পরামর্শ দিতেন। তিনি কোন দিন কাউকে খারাপ পরামর্শ দেননি। কোন মানুষকে কষ্ট দেয়ারও উদ্দেশ্য কখনই ছিল না। তৎকালীন ভাল ভাল আলিমগন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রশংসা করতেন। সাধারণ মানুষকে যে ভাল পরামর্শ দিতেন এবং তাদের কল্যাণ কামনা করতেন সেই ব্যাপারে প্রশংসা করতেন। এ ধরণের বৈশিষ্ট মানুষের মধ্যে বিরল। এটি আল্লাহরই অবদান।[১]

জাফর ইব্ন আল-হাজীল (রাহ.) বলেন,[২] "আমি হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর নিকট বিশ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত করেছি। মানুষকে সৎ পরামর্শ প্রদানে তাঁর চেয়ে উত্তম অন্য কাউকে দেখিনি। মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান তাঁর চেয়ে বেশী অন্য কাউকে দেখিনি। তিনি তাঁর জীবনকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে খরচ করেছেন। দিনের বেলায় তিনি বিদ্যা, মাসায়েল এবং শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যস্ত থাকতেন। মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তিনি যখন বসা হতে উঠতেন, রোগী দেখতে যেতেন, জানাজা বিদায় দিতেন, গরীবকে সাহায্য করতেন, তাদের কাছে যেতেন, তাদের অভাব পূরণ করতেন, রাত্রে যখন একাকী হতেন তখন আল্লাহর ইবাদতে নামাজে এবং কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর এই রীতির প্রচলন ছিল।"

বকীর ইব্ন মরুফ বলেন,[৩] "হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উম্মতের মধ্যে আবূ হানীফার (রাহ.) চেয়ে উন্নত ও মার্জিত চরিত্রের লোক দ্বিতীয়টি আর দেখিনি। তিনি বলেন, আমি আবূ হানীফা (রাহ.) কে বললাম, মানুষ আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু বলে। কিন্তু আপনিতো কোন দিন কারো বদনাম করেন না। উত্তরে তিনি বলেন, তা আল্লাহর অবদান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন।"

আবদুল্লাহ ইব্ন মোবারক হতে বর্ণিত তিনি বনে,[৪] "আতারী কিতাবে উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, তারা পথচারীকে পথ প্রদর্শন করেন, 'ইল্‌ম্ মুমিনের অন্তরকে আলোকিত করেন, প্রত্যেক আলিম তার 'ইলম হতে জানেন না কিভাবে আছল

১. الفقهاء لائمة ا امام النعمان حنيفة ابو ,الغاوجي سليمان,, পৃ. ৮৫।
২. الفقهاء لائمة ا امام النعمان حنيفة ابو ,الغاوجي سليمان,, পৃ. ৮৬।
৩. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৮৬।
৪. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

করবেন। এই 'ইলম ঐ আলিমের জন্যে বোঝা স্বরূপ হয়ে থাকে। খোদার কসম, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হালাল এবং হারাম সম্পর্কে বেশী জানেন এবং কিভাবে আজাব হতে রক্ষা পাওয়া যায় তাও তিনি জানেন।"

ইয়াহিয়া ইব্‌ন আদম বলেন,[১] "আবূ হানীফা (রাহ.) ফিক্‌হ নিয়ে গবেষণা করেন। কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারেননি। আল্লাহ তাঁকে সেই রাস্তায় পথ দেখিয়েছেন, সেই পথ তাঁর জন্যে সহজ করেছেন। তিনি সাধারণ 'ইলম এবং বিশেষ 'ইলম উভয় প্রকার 'ইলম হতে উপকৃত হয়েছেন।

ইব্রাহিম ইব্‌ন রুস্তম বলেন,[২] "তিনি বলেন-আমি হারেজা হতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি এক হাজার বা তার চেয়ে বেশী বড় বড় আলিমের সাক্ষাত লাভ করছি। কিন্তু কাউকেও দর্শনে, বিদ্যায় এবং জ্ঞানে আবূ হানীফা (রাহ.) এর মত কখও কাউকে দেখিনি।"

সাদান ইব্‌ন সাইদ হতে বর্ণিত,[৩] "তিনি বলেন, হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) হলেন এই উম্মতের মহাচিকিৎসক। কারণ মূর্খতা হচ্ছে অসুখ এবং বিদ্যা হচ্ছে ঔষধ। হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এই 'ইলমের সঠিক ব্যাখ্যা করেন, যার দ্বারা মূর্খতার অবসান হয়।

ওকী হতে বর্ণিত,[৪] "এক ব্যক্তি শেফা নামক একটি কিতাব নিয়ে আবূ হানীফা (রাহ.) এর কাছে আসেন যেন তাকে কিতাব খানা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন এভাবে বিদ্যা অর্জন করা হয়। আলিমদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা প্রতিজ্ঞা করেছেন, আলিমদের জন্য আমি সব কিছু পরিস্কার করে দিয়েছি এবং কোন কিছু লুকিয়ে রাখিনি। আলিমদের কাছে বিশেষ কিছু আছে সাধারণ কিছু নেই। তারা মানুষকে শিক্ষা দেবেন, তাদের শিক্ষা আল্লাহ্ পূরণ করবেন।"

আছেম নবীল বলেন,[৫] "আমি হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর দিন দিন আমলে সদকার দ্বারা উন্নতির জন্যে দোয়া করি। কারণ তিনি মানুষের উপকার করেন।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর 'ইবাদত

হিফস ইব্‌ন আবদুর রহমানের উদ্ধৃতি নিয়ে মুফেজ মক্কী বলেন,[৬] "হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) হাফিজ কুরআন, একমাসে ত্রিশবার খতম করতেন, তার উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেন- আমি বৎসরে ত্রিশবার আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাথে শরীক হতাম অর্থাৎ সাক্ষাত করতাম। তিনি তিনদিন তিনরাতে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন এবং প্রত্যেক দিন তিনি সদকা করতেন।"

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.৮৭।
২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ. ৮৭।
৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ. ৮৭।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত দুই ধরণের বিবৃতির সমাধান দেয়া হয় এই ভাবে তিনি প্রথম প্রথম দিনে একবার কুরআন খতম করতেন। যখন উছুল মাসায়েলের উদ্ভাবন এবং বন্ধু বান্ধবের আগমন হওয়াতে তার কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়, তখন তিনি দিনে একখতম করতে লাগলেন। একদা মসার ইব্ন কদাম আল জাহেদী আবূ হানীফা (রাহ.) এবং তার সাথীদের কাছে গেলেন। তিনি তাদেরকে কোলাহলপূর্ণ অবস্থায় পেলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর বলেন, তারা শহীদ এবাদতকারী এবং গবেষণাকারী হতে উত্তম। তারা হযরত (সা.) এর নীতিসমূহ জীবিত করার লক্ষ্যে গবেষণা করতেন। তারা মূর্খ লোকদেরকে তাদের মূর্খতা হতে বের করার জন্যেই গবেষনা করতেন। তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তিনি দলের নিকটবর্তী হলেন এবং তাদেরকে বলেন- হে লেখক সকল! শেখ কে সাহায্য কর। কারণ তিনি তার ভিতর নেই। তিনি অবিররাম দশ রাত নিদ্রা যাপন করেনি। রাতগুলো তাহাকে শহীদ করেছে। যা অতিক্রম হয়ে গেছে। ইয়াহিয়া ইব্ন আদম এর উদ্ধৃত দিয়ে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়। তিনি বলেন হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) পঞ্চাশ বার হজ্ব করেন।[১]

তিনিই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.), যিনি এবাদতকারী এবং ধর্ম পরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। কোরানে কারীম তেলাওয়াত করতেন এবং কোরআন শরীফই ছিল তার প্রিয়বস্তু। অধিকাংশ সময় তিনি নামাজের এক রাতেই তিনি কুরআন শরীফ খতম করতেন। গভীর রাত্রের তাহা পাঠ করতেন। আল্লাহর ভয়ে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে করে রাত কাটিয়ে দিতেন। তিনি মানুষ হতে লুগিয়ে এবাদত করতেন। অধিকাংশ দিন রোজা রাখতেন। তার রোজার তুলনা হয় না।[২]

ইহা আশ্চর্যের কোন বিষয় নয় যে, আলেম সমাজের মুখে মুখে হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রশংসা ছিল। সর্বদাই তার প্রশংসার পঞ্চমুখ ছিলেন। ফজল ইব্ন সাইদ বলেন- তিনি কূফায় এসেছিলেন এবং হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বেশী বেশী রোজা রাখতেন এবং নামায আদায় করতেন।[৩]

আবূ-মকাতেল বলেন,[৪] "আমি হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর ঘরে এবং বাহিরে অর্থাৎ ঘরে থাকাকালীণ সময়ে এবং সফরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করি। কাহাকে তার চেয়ে বেশী নামায আদায় করতে দেখিনি। তার চেয়ে বেশী এবাদতকারী এবং খোদা ভীতি দেখিনি। ফিক্হ্ শাস্ত্রে তাহাকে অতিক্রম করবে, এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিনি।" আতা ইব্ন কবলা বলেন,[৫] "আমি ওলামাদের মধ্যে এমন কাউকে দেখিনি যে, আবূ হানীফা (রাহ.) এর সময় সমকালীন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ফিকাহের জ্ঞানের অধিকারী, সবচেয়ে বেশী খোদা ভীতি এবং সবচেয়ে বেশী নামাযী এবং এবাদতকারী হওয়ার ব্যাপারে তর্ক বিতর্ক করেছিলাম।"

১. الفقهاء لائمة ا امام النعمان حنيفة ابو ,الغاوجي سليمان, পৃ. ৭১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আ'যম আবয় হানীফা (রাহ.) এর যখন ইন্‌তিকাল হয়, তখন তার এক প্রতিবেশীর ছোট বাচ্চা পিতাকে জিজ্ঞেস করল,[১]

"يا ابت! اين تلك الدعامة التى كنت اراها كل ليلة فى سطح أبى حنيفة بالليل؟ "

"আব্বাজান! প্রতিদিন রাতের বেলায় আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ঘরের ছাদে একটি খুঁটি দেখতে পেতাম, সেটি আজ কোথায়? " পিতা বললেন,

"يا بنى انها ليست بدعامة. انما كان ذالك دعامة الشرع ابو حنيفة"

"প্রিয় বৎস! ওখানে সাধারণ কোন খুঁটি ছিল না। সেটি ছিল শরী'আতের খুঁটি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)। ছাদের ওপর রাত জেগে তিনি ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।"

হযরত আবূল মুহাইয়াদ ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর রিয়াযত-মোজাহাদার অবস্থা দেখে স্বতস্ফূর্ত ভাবে বলে উঠলেন,[২] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) দিনের সময়টুকু ব্যয় করেন মানুষের কল্যাণে, আর রাতের সময়টুকু ব্যয় করেন ইবাদাত-মোজাহাদায়।"

হাসান ইব্‌ন আমারা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর জানাযার সময় বলেছিলেন, "যে মাহান ব্যাক্তির আসবাবপত্র কবর তাঁর সম্পর্কে আমি কি বলব? তিনি সারা রাত নামাজে ক্রন্দন ও দোয়ার মধ্যেই অতিবাহিত করতেন। সুদির্ঘ্য চল্লিশ বছর তাঁর মাথা বালিশে রখেন নি এবং ত্রিশ বৎসর রোজা রাখেন, যখনই আল্লাহর জিকির হত তাঁর অন্তর আল্লাহর ভালবাসায় সিক্ত হত । তিনি অধিক পরিমানে আল্লাহর জিকির করতেন এবং এমনভাবে জিকির করতেন যেন আল্লাহ তাঁর সামনে আছে এবং তাঁর মাঝে আল্লাহর ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পেত।"[৩]

অঝর নয়নে অশ্রু ঝরাতেন আশিক রাসূল (সা.) আবূ হানীফা (রাহ.)

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু'মান ইব্‌ন সাবিত (রাহ.) (৮০-১৫০হি./ ৬৯৯-৭৬৭খৃ.) ছিলেন সত্যিকার আশেকে রাসূল। তাঁর হৃদয় ছিল আহলে বায়তের মহব্বতে ভরপুর। তাঁর কালজয়ী অবদান সমূহের মধ্যে' কাসীদায়ে নু'মান' এক অনন্য কীর্তি। এই কালোত্তীর্ণ কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে রাসূল-প্রেমের ফল্গুধারা বহমান। সর্বকালের আশেকে রাসূলদের কাছে এই কাসীদা সমাদৃত হতে থাকবে অমূল্য তোহ্‌ফা হিসেবে।[৪]

১

"انت الذى من نور ك البدر اكتسى
والشمس مشرقة بنور بهاك"
"তোমার ওই লেবাস নূরের
পরিধান করে হলো আলোকিত চাঁদ আকাশের

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ২২২।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২২২।

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.৯৮।

৪. রূহুল আমীন খান অনূ. **কাসীদা সওগাত**, মূলঃ ইমাম আবূ হানীফা, **কাসীদাতুন নু'মানিয়া**, (**লিথো, ইস্তাম্বুল**, ১২৬৮/ হি./ ১৮৫২খৃ.) (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ১২৯-১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার ওই জ্যোতি মেখে গায়
আকাশের সূর্য হলো দীপ্তিমান
প্রোজ্জ্বল প্রভায়"

২

"انت الذى لما رفعت الى السماء
بك قد سمت وتربت لشراك"

"মি'রাজের রজনীতে মহাকাশে করিলে ভ্রমন
তোমার ওই কমল চরণ
চুমিয়া হইল ধন্য মহাকাশ
মহিমান্বিত হলো সুনীল গগন।"

৩

"انت الذى ناداك ربك مرحبا
ولقد دعاك لقربه وحباك"

"তুমি সেই জন
জানালেন যাকে আল্লাহ
পরম আদরে সম্ভাষণ।
মি'রাজের রাতে
ভালবেসে যিনি তাঁর সাথে
করিলেন মোলাকাত
ডেকে নিয়ে আপনার পাশে
করিলেন ধন্য যাকে
মিলনের মধুর আবেশে।"

৪

"والذئب جاءك والغزالة قد اتت
بك تستجير وتحمى بحماك"

"এসেছে বনের বাঘ, এসেছে হরিণ
তোমার আশ্রয় নিতে হে নবী আমীন
যাঁচি বরাভয়।
সকলেই যাচ্:া করে
নিরাপদ তোমার আশ্রয়।"

৫

"وكذا خبيبا وابن عفراء بعدما
جرحا شفيتهما بلمس يداك"

Dhaka University Institutional Repository

"মুবারক দু'হাতের পরশে তোমার
'আলী হায়দারের
ইয়ন আক্রান্ত হলো কঠিন পীড়ায়
তোমার মুখের পূত সুরভিত অমৃত লালায়
হলো তা মূহুর্তে নিরাময়।"

৬

"وسالت ربك فى ابن جابر بعدما
ان مات فاحياه وقد ارضاك"

"জাবিরের মৃত পুত্রদ্বয়
নিয়ে এলো তোমার সমীপে যে সময়
অননি তুলিয়া দুই হাত
তাদের জীবন যাচি করিলে গো তুমি মুনাজাত
তোমার খুশির তরে আল্লা' দয়াবান
সেই মৃত দেহ মাঝে
ফিরাইয়া দেন পুনঃ প্রাণ।"

৭

"وخفضت دين الكفر يا علم الهدى
ورفعت دينك فاستقام هداك"

"দ্বীনের দিশারী
পরাভূত করেছ তুমি সব বাতিল কুফরী
আর সত্য দীন
করেছ সমুন্নত
করেছ পতাকা তার সর্বোচ্চে উড্ডীন।
নৈপুণ্যে অদ্ভুত
করেছ এই দীন আটল মযবূত।"

৮

"اوقد فقت ياطه جميع الانبياء
طرا فسبحان الذى اسراك"

"মরি মরি আহা।
ইয়া ত্ব- হা
হে নবী পুণ্যবান
সকল নবীর উর্ধ্বে তোমার স্থান।
মি'রাজের রাত

Dhaka University Institutional Repository

হে নবী! তোমাকে খোদ আল্লা পাকযাত
মহাশূণ্য নীলাম্বর চিরে
মহাশূন্য নীলাম্বর চিরে
ডেকে নেন পাশে একান্ত নিবিড়ে।"

৯.

"واللہ یا یسین مثلك لم یکن
فی العالمین وحق من انباك"

"আল্লাহর কসম। হে ইয়াসীন
তুলনাবিহীন
তুমি হে রাসূল
সৃষ্টি মাঝে নাই তব তুল
মর্যাদা কেতন তব সর্বোচ্চে উড্ডীন
তব সমতুল কেহ হয় নাই
অবশ্য হবে না কোনো দিন।"

১০

"فاذا سكت ففيك صمتى كله
واذا نطقت فمادحا علاك"

"যখন নীরব থাকি নিশ্চুপ
ভাবনা তোমারি করি
ধ্যান করি তব অপরূপ।
বলি যবে কথা
নান্দী তোমারি গাহি
কণ্ঠে থাকে তোমারি বারতা।"

১১

"واذا سمعت فعنك قولا طيبا
واذا نظرت فما ارى الاك"

"যখন শ্রবণ করি
শুনি শুধু তব পূত বাণী
তোমার বাখানি
যখন দর্শন করি মেলি অক্ষিতারা
দেখি শুধু তোমার ওই
নূরানী চেহারা।"[১]

---

১. রূহুল আমীন খান অনূ. কাসীদা সওগাত, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ১২৯-১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রখ্যাত ওস্তাদগণের পরিচয়

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ওস্তাদ ও শায়খের সংখ্যা ছিল চার হাজার। হাফিয আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর জা'বী স্বরচিত কিতাব আল ইন্তিসার এর মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার ওস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।[১] তাঁর ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রের ওস্তাদেরসংখ্যা ছিল একহাজার তিনশ বিশজন। একজন হক্কানী ওস্তাদেরপরশেই সাধারণ মানুষ জ্ঞান সমূদ্রের মহাখনি লাভ করতে পারে, হাজার হাজার হক্কানী ওস্তাদেরজ্ঞানের সূরভীতে যে ফুল ফুটে সে ফুল অবশ্যই জগৎশ্রেষ্ঠ। তাইতো ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সুরভীতে আজও গোটা মুসলিম বিশ্ব তৃপ্ত। নিম্নে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কয়েকজন প্রখ্যাত ওস্তাদেরপরিচয় ও বেশ কিছু ওস্তাদেরনাম উপস্থাপন করা হল:

১. আমীর ইব্‌ন শরাহীল আশ-শা'বী (রাহ.) (১০-১০৪ হি./৬৩১-৭২২ খৃ.)

ইমাম শা'বীই সেই মহান ব্যক্তি যিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করেন। তিনি অনেক হাদীস রেওয়ায়ত করেন। তিনি পাঁচ শত সাহাবার দর্শন লাভ করেছিলেন। ইরাক, আরব ও শামে যে চারজন ব্যক্তিত্ব ' ওস্তাদে কামিল' অর্থাৎ শিক্ষকগণের শিক্ষক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত, ইমাম শা'বী তাঁদের অন্যতম। ইমাম যুহরী বলতেন বর্তমান পৃথিবীতে মাত্র চার জন প্রসিদ্ধ 'আলিম রয়েছেন। মদীনায় ইব্‌ন মাজিদ বসরায় হাসান (২১-১১৯হি./৬৪২-৭৩৭), সিরিয়ায় মাকহুল এবং কূফায় শা'বী।" তিনি একবার হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমরকে (রা.) (মৃ.৭৩হি./৬৯২খৃ.) হাদীসের বাবে গযওয়া (যুদ্ধ অধ্যায়) শিক্ষা দিতে দেখতে পেয়ে বলেছিলেন আল্লাহর কসম দুই ব্যক্তি এই বিষয়ে আমার চেয়ে ভাল জানেন। বেশ কিছুকাল বিচারপতির পদে অসীন ছিলেন। খলীফা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন।[২] যার সম্পর্কে ইব্‌ন 'উমর বলেন- আমি মাগজিকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখেছি। ইব্রাহীম নাখ'ঈ আলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৯৫ বৎসর বয়সে (৯৫হি./৭১৪খৃ.) মৃত্যুবরণ করেন। একজন লোক তাঁর জানাযায় উপস্থিত হয়ে বলেন, তোমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ফিকহের জ্ঞানের অধিকারীকে দাফন করলে। ঐ ব্যক্তি বলেন, কে সেই মহান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বসরা, কুফা, সিরিয়া, মক্কার ফকীহদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। যেই ভাবে আবূ নঈম প্রমাণ সহকারে পেশ করেছেন। আমাশ তাঁর সম্পর্কে বলেন-আমি ইব্রাহীমের কাছে কোন হাদীস পেশ করিনি। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে থাকা কালে কিছু পেয়েছি। অন্য জন বলেন-[৩]

---

১. محمد ابن يوسف العـالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة للنعمان،(دارالعلوم ديوبند) পৃ. ৯৫।

২. মাওলানা আশরাফ 'আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২৬।

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة۔١٤٠١هـ) পৃ.২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম হাদীসের খাজাঞ্চী ছিলেন। যেই হাদীসই শুনতাম আমি তার কাছে পেশ করতাম। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালেক শা'বী, আবূ দোহা, ইব্রাহীম এবং আমরা সকলেই মসজিতে একত্রিত হয়েছিলাম। আমরা হাদীস কথাবার্তা বলেতেছিলাম। হঠাৎ ফতোয়া আসলে তারা নাখ'ঈকে দেখিয়ে দিতেন। শা'বী ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেন, তিনি ফিক্হ শাস্ত্রবিদদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে যাঁরা ফিক্হ শিখিয়েছেন-তাঁর মামা আলকমা, মাসউদ ইব্ন ইজীদ ইব্ন আবূ আলকমা। আমরা সকলে এক সাথে বসে হাদীস সংগ্রহ করতাম। তিনি যেই দিন মৃত্যু বরণ করেন, সেই দিন 'ইল্মের মৃত্যু হয়। তারপর কেহ তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন না।[১]

হাফিয যাহ্বীর (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.) মতে, , هو اكبر شيخ لابي حنيفة رحمه الله تعالى ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর প্রধান ওস্তাদ ছিলেন হযরত ইমাম আমীর আশ্-শা'বী (রাহ.)। তিনি অনন্য শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ও ফকীহ্ তাবি'ঈ। তিনি হযরত 'আলী (রা.)-এর সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ইমাম আমীর আশ্-শা'বী (রাহ.)-এর সম্পর্ক 'ফিকহুর রায়'-এর তুলনায় 'ফিকহুল আসার'-এর সাথে বেশী ছিল। তিনি হাদীস ও আসারে বেশী প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর সময়ে কূফায় অনেক সাহাবা (রাহ.) জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি ৪৮ জন সাহাবী থেকে রীতিমত হাদীস শিক্ষা করেন। এছাড়াও ইমাম আশ্-শা'বী (রাহ.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমরের (রা.) (মৃ.৭৩হি./ ৬৯২খৃ.) খেদমতে একাদিক্রমে ১০ মাস অবস্থান করে হাদীসের গভীর ও ব্যাপক 'ইল্ম লাভ করেন।[২]

খতীব বাগদাদী (৩৯২-৪৩৬হি./১০০২-১০৭১খৃ.) তার সনদ সহ হাসন-ইব্ন-আব্দুল্লাহ আল নাখ'ঈ সম্পর্কে বলেন- ইমাম ইব্রাহীমকে বললাম আপনি কি শুনেই ফতোয়া দেন? তিনি উত্তরে বলেন-জ্বিনা। আমি যা শুনি তাহা বিশ্লেষণ করে দেখি। ইব্ন এমাদ তাঁর তরজুমা নামক কিতাবে বলেন-ইরাকের ফিকহ্বিদরা ঐক্যভাবে তার সম্পর্কে একমত। তিনি ৯৬ বৎসর বয়সে ১০৪ হি./৭২২খৃ. অথবা ১০৬ হি./৭২৪খৃ. ইন্তিকাল করেন।[৩]

২. হাম্মাদ ইব্ন আবু সুলাইমান (রাহ.) (মৃ. ১২০ হি./৭৩৮খৃ.)

আবূ ইসমাঈল হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান আল আশ'আরী ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবি'ঈ।[৪] প্রখ্যাত তাবি'ঈ ইব্রাহীম নাখ'ঈ (মৃ.৯৫হি./৭১৪খৃ) থেকে তিনি ব্যাপক ভাবে লাভবান হয়েছেন। এই জন্য ইব্রাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) তাঁকে তাঁর স্থানে ফতোয়ার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবূ শেখ ইব্ন হায়ান ইসপাহানের মুহাদ্দিসের দলে ছিলেন।[৫]

১.(سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ),পৃ.৩০।
২. ইব্ন সা'দ, **আত তবাকাতুল কুব্রা,** (**বৈরুত,** তা.বি. ; **লাইডেন,** ১৯০৫ খৃ.) , ৬ খ., পৃ. ১৭২।
৩. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** (**দিল্লী** : তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬),পৃ. ৩০।
৪. ইব্ন নাদীম, **আল ফিহরিস্ত,** (**মিসর:** আল মাসা'য়াত আল রাহমানিয়াহ্, ১৩৪৮হি./১৯২৯খৃ.), পৃ.২০২।
৫.(سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ),পৃ.৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম নখ'ঈ (রাহ.) হাম্মাদকে (রাহ.) একদিন এক দিরহাম দিয়ে খেজুর পাতার ঝুড়ি নিয়ে গোশত কিনতে বলেছিলেন। এতে হাম্মাদের আব্বা ও হাম্মাদ একটি পশু উপর আরোহন করে এবং হাম্মাদের হাতে একটি খেজুর পাতার ঝুড়িতে গোশত নিয়ে ইব্রাহিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হাম্মাদের আব্বা ইব্রাহিম নখ'ঈ (রাহ.) কে তিরস্কার করেন ও রাগান্বিত হন এবং তিনি খেজুর ঝুড়িটি নিক্ষেপ করলেন। কারণ তিনি তাঁকে এমন অবস্থায় দেখলেন, মানুষ তার খেদমত করতেছে। যা ভাল আলিমদের বেলায় শোভা পায় না। অথচ তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইব্রাহীম নখ'ঈ (রাহ.) ইন্তিকাল করলে কিছু সংখ্যাক মুহাদ্দিস আসলেন এবং আবূ-সুলাইমান মুসলিম ইব্ন ইয়াযিদের দরজায় শব্দ করলেন। এতে আবূ সুলাইমান রাত্রে বাতি নিয়ে তাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। তারা বললেন, আমরা আপনাকে চাচ্ছি না, হাম্মাদকে খোজ করতেছি। তারপর আবূ সুলাইমান হাম্মাদের কাছে গেলেন এবং বললেন ঐ সব লোক তোমাকে খুঁজছে। আমি অবগত হয়েছি যে, ঐ খেজুর পাতার ঝুঁড়িটি ঐ লোকদেরকে দেখার জন্যে তোমাকে দেয়া হয়েছিল।[১]

হযরত ইমাম আমীর আশ্-শা'বী (রাহ.)-এর মৃত্যুর পর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সেকালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ইমাম হাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান (রাহ.) (মৃ. ১২০হি. /৭৩৮খৃ.)-এর শিক্ষা কেন্দ্রে অতি আগ্রহভরে ছাত্রত্ব বরণ করেন এবং তাঁর থেকে কূফায় ১০ বছর ও বসরায় ৮ বছর 'ইল্ম হাদীস ও 'ইল্মে ফিক্হ-এ বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন।[২]

হাম্মাদ (রাহ.) পবিত্র ছিলেন, তিনি ধনস্পদ খরচ করতেন। যখন আবূ জেনাদ কূফায় ত্রান তহবিলের মন্ত্রী হয়ে আসলেন, একজন লোক হাম্মাদকে অনুরোধ করলেন যেন হাম্মাদ এই লোককে তার কাজে সাহায্য করে। এতে হাম্মাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন-তিনি আবূ জেনাদ থেকে কি আশা করেন? ঐ লোক উত্তর দেন ১০০০ (এক হাজার) দিরহাম। হাম্মাদ বলেন, আমি অবশ্য আপনাকে পাঁচ হাজার দিরহাম প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। ঐ লোক তাঁকে দোয়া করে বলেন, "আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন"। তিনি ভালভাবে এবং সন্তোষজনকভাবে দান খয়রাত করতেন। ইমাম শাফী'ঈ (রাহ.) বলেন-বিন্দু মাত্র কম হবে না হাম্মাদ ইব্ন সুলাইমানের প্রতি আমার ভালবাসা। আমার কাছে সংবাদ আসল যে, তিনি পশুর উপর আরোহন করার সময় তাঁর পোশাকের বোতাম ছিড়ে গেছে। তারপর দর্জির কাছে গেলেন এবং তিনি অবতরণ করার ইচ্ছে করলেন বোতাম ঠিক করে নিবার জন্য। এতে দর্জি দাঁড়াইলেন এবং তাঁর কাছে গেলেন এবং বোতাম ঠিক করে দিলেন। তারপর হাম্মাদ তাঁর হাত পকেটের ভিতর ঢুকাইলেন এবং পকেটের ভিতর যেই দিনার ফেলেন তাই দর্জিকে দিলেন। কম হওয়ার কারণে দর্জির কাছে দু:খ প্রকাশ করতে লাগলেন এবং শপথ করে বলেন,[৩]

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام الائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة.١٤٠١هـ) পৃ.৩১।
২. Schacht. J., **Abu Hanifa Numan, The Encyclopaedia of Islam**, (**Leiden** : E.J. Brill, 1978), Vol. 1 P.123.
৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام الائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة.١٤٠١هـ) পৃ.৩২।

Dhaka University Institutional Repository

তার কাছে এর চেয়ে বেশি নেই। তাদের শায়খ ইব্রাহীমের ইন্তেকালের পর তাঁর সাথীরা তাঁকে অনুরোধ করেলন যে, তিনি যেন এই ব্যাপারে মন্ত্রিদেরকে নির্দেশ দেন মন্ত্রীরা যেন অন্যকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেয়। মালিক ইব্ন আয়াস শিবলী, ইব্ন আদীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমি ইব্রাহীমকে জিজ্ঞসা করলাম, আপনার পরে আমরা কাকে মাসাআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব? উত্তরে তিনি বলেন-হাম্মাদ থেকে জিজ্ঞাসা করবেন। আকীল ইসামাইল ইব্ন ইব্রাহীম এর সূত্র ধরে বর্ণনা করেন। ইসমাঈল বলেন-মোহাম্মদ ইব্ন সুলাইমান ইসপাহানী আমাদেরকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন-যখন ইব্রাহীম নাখ'ঈ ইন্তিকাল করলেন, কূফাবাসীর হতে পাঁচজন মানুষ একত্রিত হলেন, যাঁদের মধ্যে 'উমর ইব্ন কাইয়সও ছিলেন। তাঁরা চল্লিশ হাজার দিরহাম সঞ্চয় করেছিলেন। তারা হাকম ইব্ন আতিবার নিকট আসলেন এবং বললেন-আমার চল্লিশ হাজার দিরহাম সঞ্চয় করেছি, তা আপনাকে দিতে চাচ্ছি এবং আপনি আমাদের নেতা হবেন। হাকেম নিতে আস্বীকার করলেন বরং বললেন হাম্মাদ ইব্ন সুলায়মানকে দিন। তারা বললেন তিনি গ্রহণ করছেন। আল-মাগনী কিতাবে হতে আবগত হওয়া যায় যে, হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলাইমান প্রখ্যাত ফকীহ কূফাবাসী এবং তাবি'ঈ। তিনি নাখ'ঈ (রাহ.) (মৃ.৯৫হি./৭১৪খৃ) হতে ফিক্হ শ্রবণ করতেন এবং নাখ'ঈ (রাহ.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করতেন। আল-মানসুর, হাকেম, সুরা এবং সুরী হতেও বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মইন বলেন হাম্মাদ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। আবূ হাতেম বলেন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন। আজলী বলেন, কূফী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইব্রাহীমের সাথীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষো ফিক্হবিদ ছিলেন। কাশফে কিতাবে বর্ণনা আছে-ইব্রাহীম ইব্ন আবূ মুসা আশ আরী-আল কূফী, আবূ ইসমাঈল, আনস, ইবনুল মুসীব এবং ইব্রাহীম হতে বর্ণনা করেন এবং ইব্রাহীমের নিকট হতে ইসমাঈল, মাসয়ার, আবূ হানীফা এবং শুরা বলেন, হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলাইমান নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, ইমাম, গবেষক, দানশীল ও সাহায্যকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম বুখারী (শাওয়াল, ১৩, ১৯৪-২৪৬ হি./ জুলাই ২০, ৮১০-৮৭০ খৃ.) পর্যালোচনা করত: তাঁর বুখারী শরীফে তাঁকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করছেন।[১]

হযরত আবূ হানীফা (রাহ:) হাম্মাদ (রাহ.) হতে দুই হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার অধিকাংশ ফিক্হ বা ইসলামী আইন সম্বলিত এবং সেই হাদীসমূহের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি। ইমাম সাহেব তাঁর মুসনাদ কিতাবে সংকলন করেছেন। যে গুলো আল-হাছকফী একত্র করেছেন। যাতে ইমাম সাহেবের রেওয়ায়েত অনুসরণ করা হয়েছে। ইব্রাহীম ইব্ন আবূ মুসা আসয়ারী বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আসওয়াদ হতে এবং আল-আসওয়াদ হযরত আয়শা (রা.) (ও.৫৭ হি./৬৭৭ খৃ.) হতে বর্ণনা করতেন। এইভাবে ইমাম আ'যম (রাহ.) গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন।[২]

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام الائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ) পৃ.৩৪ ।
২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام الائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ) পৃ.৩৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইমামে আবূ হানীফা (রাহ.) আঠার বৎসর একই গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। ফলে ইমাম আবূ হানীফা আল-নু'মান ফিক্হ শাস্ত্রবিদদের ইমামদের ইমাম হন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ১২০ হি./৭৩৮খৃ. ইমাম হাম্মাদের (রাহ.) মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল তাঁর নিকট গভীর মনোনিবেশ সহকারে 'ইল্ম হাসিল করেন। ওস্তাদেরইনতিকালের পর ৩০ বছর (১২০-১৫০হি./৭৩৮-৭৬৭খৃ.) পর্যন্ত হাম্মাদ (রাহ.) শিক্ষালয়ে (Kufian School of Low) 'ইল্ম ফিক্হ ও ফাতওয়া শিক্ষাদান করেন।[১]

ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর অত্যন্ত সুমধুর সর্ম্পক ছিল। তিনি তাঁর ওস্তাদকে খুব বেশী ভালবাসতেন। মওয়াফফাক আল মাক্কী মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান ইব্ন আবূ বশির এর বরাত দিয়ে বলেন, "আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি আমার ওস্তাদ হাম্মাদ (রাহ.) এর ইনতিকালের পর হতে এমন কেনা নামায আদায় করিনি যে নামাজের পরপর পিতা মাতার সাথে হাম্মাদ (রাহ.) জন্য দোয়া করিনি। আমি যাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং যাদের শিক্ষা দান করেছি সকলের জন্যই দোয়া করি।" হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হাম্মাদ (রাহ.) সম্মানে আমার পা দ্বয় কোন দিন তাঁর বাড়ীর দিকে লম্বা করি নি অথচ তাঁর ও আমার বাড়ীর মধ্যে সাতটি রাস্তা ছিল ।[২]

৩. ইমাম আসিম (রাহ.)

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ইমাম আসিম (রাহ.) [কুররায়ে সাব'আর একজন] থেকে 'ইল্মে ক্বিরাআত শিক্ষা লাভ করেন।[৩] হিফস ইব্ন আবদুর রহমানের উদ্ধৃতি নিয়ে মুওয়াফফক মাক্কী বলেন- হযরত আবূ হানীফা হাফিযে কুরআন ছিলেন, একমাসে ত্রিশবার খতম করতেন, তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- আমি বৎসরে ত্রিশবার আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাথে শরীক হতাম অর্থাৎ সাক্ষাত করতাম। তিনি তিনদিন তিনরাতে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন এবং প্রত্যেক দিন তিনি সদকা করতেন।[৪]

۞ কূফার ইমাম আ'যমের ওস্তাদগণ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) যাদের নিকট 'ইল্ম হাদীসের শিক্ষা লাভ করেছেন, আবূ মাহাসিন শাফি'ঈ তাঁদের তালিকা বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে এমন নিরান্নব্বইজন ওস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের সকলেই কূফার অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই তাবি'ঈ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কূফাবাসী ওস্তাদগণের মধ্যে ইমাম শা'বী, সালমা ইব্ন কুহায়েল, মাহারিব ইব্নে ওছার, আবূ ইসহাক ছাবঈ, আউন ইব্ন আব্দুল্লাহ্, সাম্মাক ইব্ন হারব, আমর ইব্ন মাররাহ মানছুর, ইব্ন

---

১. Schacht. J., **Abu Hanifa Numan, The Encyclopaedia of Islam,** (Leiden : E.J. Brill, 1978), Vol. 1 P.123.

২. (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) ,سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء পৃ.৩৪।

৩. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আহমেদ ইব্ন উসমান আয যাহবী, মৃ. ৭৪৮, **তায্কিরাতুল হুফ্ফায,** (**বৈরুত** : দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবী, ১৩৭৬ হি./১৯৫৬খৃ.), ১ খ., পৃ. ৭১।

৪. (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) ,سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء পৃ.৭১।

Dhaka University Institutional Repository

'উমর আমাশ, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আ'দী ইব্‌ন সাবেত আনছারী, আ'তা ইব্‌ন ছায়েব, মূসা ইব্‌ন আমরী আয়েশা, আলকাসা ইব্‌ন মাবছাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুফয়ান সাওরী (রাহ.) এবং ইমাম হাম্মাদ প্রমুখ রাবীগনের বর্ণিত সনদে বর্ণখযোগ্য পরস্পরা এই সমস্ত বুজুর্গ মুহাদ্দিসগণ পর্যন্ত পৌছেছেন।

৪. হযরত মাহরিব ইব্‌ন ওসার (রাহ.) (মৃ. ১১৪ হি./ ৭৩২খৃ.)

মহারির ইব্‌ন ওসার (রাহ.) আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা.) (মৃ.৭৩হি./ ৬৯২খৃ.) ও যাবের (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুফয়ান সাওরী বলতেন-'আমি এমন কোনো সংসার ত্যাগী তাপস দেখিনি যাকে মাহরিবের উপরে স্থান দেব'। আল্লামা যুহরী লিখেছেন, 'মাহরিব এক সাধারণ দলিল'। ইমাম আহম্মাদ ইব্‌ন মূয়ীন, আবূ যার'আ, দারকুত্‌নী, আবূ হাতিম, ইয়াকুব, ইব্‌ন সুফয়ান, নায়ী (রহ) প্রমুখ তাঁকে 'নির্ভরযোগ্য আস্থাশীল' হিসেবে স্বীকার করেছেন। তিনি কূফার বিচার বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। ১১৪ হি./৭৩২খৃ. তে ইন্‌তিকাল করেন। আউন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উৎবা ইব্‌ন মাসউদ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা.) প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, দুনিয়াত্যাগী জ্ঞান তাপস ছিলেন।[১]

৫. হযরত সামাক ইব্‌ন হারব (রাহ.)

সামাক ইব্‌ন হারব প্রথম শ্রেণীর তাবি'ঈ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম সুফয়ান সওরী (৯৫-১৬১ হি./৭১৪-৭৭৮ খৃ.) বলতেন, 'সামাক কখনও হাদীসে ভূল করেনি'। স্বয়ং সামাক বলেছেন, ৮০ জন সাহাবার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।[২]

৬. ইমাম সুলাইমান ইব্‌ন মেহ্‌রান (রাহ.) (মৃ. ১৪০ হি./ ৭৫৭খৃ.)

সুলাইমান ইব্‌ন মেহরান কূফার সনামধন্য বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। সাহাবাগণের মধ্যে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবি আওফা'র কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। সুফয়ান সাওরী (রাহ.) ও শো'বা তাঁর ছাত্র। ইমামের হাদীস শিক্ষার দ্বিতীয় মাদ্‌রাসা ছিল বসরায় যা ছিল ইমাম হাসান বসরী, শো'বা এবং কাতাদাহ্‌ (রাহ.) প্রমুখের মতো ব্যক্তিদের শিক্ষা-দীক্ষার দানে ধন্য। হাসান বসরী (রাহ.) (২১-১১৯হি./৬৪২-৭৩৭[৩]) এঁর কাছ থেকে আবূ হানীফা (রাহ.) সরাসরি কিছু শিখেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ কাতাদাহর ছাত্র ছিলেন একথা সাধারণভাবে সকল মুহাদ্দিসীন উল্লেখ করেছেন এবং 'উকুদুল জামান'-এর বিভিন্ন পর্যায় থেকে জানা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সুলাইমান ইব্‌ন মেহরাম শো'বার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতিও নিয়েছিলেন।[৪]

---

১. মাওলানা আশরাফ 'আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২২।

২. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ২৯।

৩. John Esposito, **Hasan of Basra: The Oxford Dictionary of Islam**, (**Oxford** : Oxford University Press, 2003).

৪. প্রাগুক্ত ২, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইমামে হাদীস হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (রাহ.)

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ বিখ্যাত এবং সম্মানিত তাবি'ঈ ছিলেন। অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফয়ান সাওরী, ইমাম মালিক, সুফয়ান ইব্ন আইনিয়াহ (রাহ.) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় হাদীস বিশারদগণের ওস্তাদছিলেন। খলীফা মনসুরের সময় (১৩৭-১৫৮হি./৭৫৪-৭৭৫খৃ.) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। খলীফা হিশাম ইব্ন উরওয়াহ (রাহ.) কে আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন। সাম্মাননা হিসেবে এক লাখ দিরহামের একটি অনুদান তাঁকে দিয়েছিলেন এমনকি তাঁর জানাযা খলীফাই পড়িয়েছেন। ইব্ন সউদ লিখেছেন,অত্যন্ত নির্ভযোগ্য আস্থাশীল, হাদীসের ভান্ডার ছিলেন। আবূহাতেম তাঁকে 'ইমামে হাদীস' আখ্যা দেন।[১]

৮. মুহাদ্দিস ও তাবি'ঈ হযরত কাতাদাহ (রাহ.) (মৃ. ১২৭ হি./৭৪৫খৃ.)

বিখ্যাত তাবি'ঈ এবং অনেক বড় মানের মুহাদ্দিস ছিলেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সারখাস (রা.) ও আবূল তুফায়েল (রা.) (মৃ. ১০২ হি./৭২১খৃ.), এবং অন্যান্য সাহাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রাহ.)-এর দুইজন বিখ্যাত ছাত্রের মধ্যে তিনি একজন। হাদীসের সচ্ছল, প্রাণবন্ত আবৃত্তির জন্য তাঁর একটি বিশেষ খ্যাতি ছিল। তার কথন ও তাৎপর্যের মধ্যে কোন পার্থক্য হতো না। স্মরণশক্তি সম্পর্কে একটি ঘটনা লিখিত আছে– অমরূদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ বলেছেন যে, কাতাদাহ মদীনায় সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিবের কাছে ফিক্হ ও হাদীস শিখতেন। একদিন তিনি বললেন, তুমি প্রতিদিন অনেক অনেক প্রশ্ন করো, জবাবে আমি যা বলি তার কিছু মনে আছে কি? কাতাদাহ জবাব দিলেন, এক একটি শব্দও সংরক্ষিত আছে। অত:পর যেভাবে যেদিন যা শুনেছিলেন দিন-তারিখসহ বলতে শুরু করলেন। তিনি অবাক হয়ে রইলেন। পরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তোমার মত মানুষও সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে লোকেরা তাকে 'আহফাযুন্নাস' বলতো। ইমাম হাম্বল (রাহ.) তাঁর অবস্থান, অবগতি, বিতর্ক এবং ব্যাখ্যা করার দক্ষতা সম্পর্কে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, ঐসব ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ কেউ হলেও হতে পারে কিন্তু তার চাইতে অগ্রগামী কেউ হতে পারে না। হাফিয ইব্ন হাজার আল মাক্কী (৯০৯-৯৭৪ হি./১৫০৩-১৫৬৬ খৃ.) 'তাহ্যীব আত তাহ্যীব' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন– যা থেকে তাঁর মর্যাদা ও বড়ত্বের কিছুটা অনুমান করা যায়।[২]

৯. আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস হযরত শো'বা (রাহ.) (মৃ. ১৬০ হি./৭৭৭খৃ.)

প্রথম শ্রেণীর মুহাদ্দিস ছিলেন। দুই হাজার হাদীস ছিল তাঁর স্বর্ণের ভান্ডারে।[৩] তাঁকে সুফয়ান সাওরী (রাহ.) হাদীস বিষয়ের 'আমীরুল মুমিনীন' আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ সবসময় বলতেন, শো'বা না হলে ইরাকে হাদীসের প্রচলন

---

১. **প্রাগুক্ত ২**, পৃ. ৩০।

২. **প্রাগুক্ত ১**, পৃ. ২৭।

৩. আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন হাফিয ইবন হাজার আল আসকালানী, **তাহযীব আল তাহযীব**, (হায়দরাবাদ : দারিআতুল মারিফ আল উসমানিয়াহ, ১৩২৫হি./১৯০৭খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

হতো না। তিনি ১৬০ হি./৭৭৭খৃ. তে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে সুফয়ান সাওরী (রাহ.) (৯৫-১৬১ হি./৭১৪-৭৭৮ খৃ.) মন্তব্য করেন, আজ হাদীস বিজ্ঞানেরও মৃত্যু হলো'। আবূ হানীফার সাথে হযরত শো'বার একটা বিশেষ সম্পর্কের বন্ধন ছিল। সবসময় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর উন্নতি উপলব্ধি, প্রশস্ত জ্ঞান ও প্রতিভার প্রশংসা করতেন। একবার প্রসঙ্গক্রমে বললেন : আমি যেমন জানি সূর্য আলোকিত, ঠিক ঐ একই রকম স্পষ্ট বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি জ্ঞান এবং আবূ হানীফা একে অপরের। ইমাম বুখারীর ওস্তাদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈনের কাছে কেউ একজন প্রশ্ন করলো : আবূ হানীফা সম্পর্কে আপনি কি রকম মনোভাব পোষণ করেন। বললেন : "এ প্রসঙ্গে এটা বলাই যথেষ্ট হবে যে, শো'বা তাকে হাদীস এবং তা বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন, আর শো'বা! তার তুলনা সে নিজেই।"[১] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বসরায় যাঁদের কাছ থেকে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা নিয়েছেন সেই সব ওস্তাদগণের মধ্যে আবদুল করীম ইব্ন উমাইয়াহ্ (রাহ.) এবং আসেম ইব্ন সুলাঈমান আল-আহোল (রাহ.) প্রথম শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

১০. সালামা ইব্ন কুহায়েল (রাহ.)

সালামা ইব্ন কুহায়েল বিশিষ্ট খ্যাতনাম মুহাদ্দিস ও তাবি'ঈ ছিলেন। তিনি হযরত জুনদুব ইব্ন আব্দুল্লাহ্, ইব্ন আবী আওফা (রা.) (মৃ. ৮৭হি./৭০৬খৃ.) আবূ তোফায়েল (রা.) (মৃ. ১০২ হি./৭২১খৃ.), প্রমুখ সাহবায়ে কেরাম হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইব্ন ছাফ তাকে কাসীরুল হাদীস বা অধিক হাদীস বর্ণনাকরী বলিয়া আখ্যা দিয়েছেন। হযরত ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) এর ওস্তাদ সুফিয়ান ইব্ন ওয়াইনা সালাম ইব্ন কুহায়েল সম্বন্ধে বলতেন, কূফায় সর্বাধিক সহীহ্ হাদীস রেওয়ায়েতকারী চার জন মানসর সালমা, আমর ইব্ন মাররাহ্ এবং আবূ কুহায়েল।[২]

১১. হযরত আবূ ইসহাক সাব'ঈ (রাহ.) (মৃ. ১২০হি./৭৩৮খৃ.)

আবূ ইসহাক সাব'ঈ উঁচু মানের তাবি'ঈ ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) (মৃ.৬৮হি./৬৮৭খৃ.), আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) (মৃ.৭৩হি./ ৬৯২খৃ.), ইব্ন যুবায়ের, নু'মান ইব্ন বশীর, যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা.) প্রমুখ এবং আরও অনেক সাহাবী যাঁদের নাম আল্লামা নূদী 'তাহযীবুল আমা'আ'তে সবিস্তারে লিখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। আজলী বলছেন যে, ৩৭ জন সাহাবা (রা.) থেকে তিনি মুখোমুখী বর্ণনা শুনেছেন। ইমাম বুখারীর ওস্তাদআলী ইব্ন আল-মীনির বক্তব্য : আবূ ইসহাকের হাদীসের শিক্ষক আমি নিজে গুণে দেখেছি কমবেশী তিনশ' জনে গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর বিস্তারিত জীবনী হাফেয ইব্ন হাজার তার 'তাহযীব'-এ লিখেছেন। তিনি ১২০ হি/৭৩৮খৃ. ইন্তিকাল করেন।[৩]

---

১. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ৩৩।
২. মাওলানা আশরাফ 'আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২৮।
৩. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার জন্য মক্কা শরীফ সফর ও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ওস্তাদগণ

ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের মাধ্যমে যদিও এক বিশাল হাদীসের ভান্ডার ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর দখলে এসেছে, তদুপরি পূর্ণাঙ্গতার সনদ হাসিলের জন্য 'হরামাঈন' সফরের প্রয়োজন ছিল। কেননা মক্কা মদীনা এ দুই পুণ্যভূমিই দ্বীনি ইলমের আসল মারকাজ (মূল কেন্দ্র)। ঐতিহাসিক ইব্ন খালকান লিখেছেন,[২] , ওয়াকী খোদ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি হজ্বের সময় একজন লোককে দিয়ে চুল কাটিয়েছিলাম, কিছু কথা নিয়ে সে আমাকে পাকড়াও করলো। প্রশ্ন করলাম ভাই কতো দিতে হবে? উত্তরে বললো : 'হজ্বের কর্মকান্ডে বিনিময় ঢুকানো হয় না'। চুপ করে বসে আছি, সে কাটছে। সে আবার বললো : 'হজ্জের সময় চুপ করে থাকে না, তাকবীর বলতে থাকো।' কাজ শেষ হলে যখন ঘরমুখী পা বাড়ালাম তখন সে আবার বললো, 'প্রথমে দুই রাকাত নামায আদায় করে নাও তারপর কোথাও যেও'। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এসব মাসায়িল তুমি কার কাছে শিখেছ? বললো: আত্তার ইব্ন আবী রাবাহ-এর শিক্ষা। এ ঘটনা থেকে যা প্রতীয়মান হয় তাতে এসকল সেই প্রথম জীবনের কথা বলেই মনে হয়।

১২. আতা ইব্ন আবী রাবাহ্ (রাহ.) (মৃ. ১১৫হি./৭৩৩খৃ.)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মক্কায় গিয়েছিলেন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণের একটা জোয়ার। সেখানে তখন বহু সংখ্যক ওস্তাদবৃন্দ যাঁরা হাদীস বিদ্যায় দক্ষ এবং পারদর্শী ছিলেন। উপরন্তু তাঁদের অধিকাংশই সরাসরি সাহাবাগণের সঙ্গ ও শিক্ষা-দীক্ষায় ধন্য। তাঁরা. প্রায় সবাই আলাদা আলাদা শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদের মধ্যে আতা ইব্ন আবীর রাবাহ-র প্রতিষ্ঠানটি সবচাইতে বড় ও ব্যাপক স্বীকৃত ছিল। আত্তার নিজে বিখ্যাত তাবি'ঈ ছিলেন। জীবনের অনেকটা সময় সাহাবাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। ধর্মীয় বিধান প্রণয়নে গবেষণামূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টা অর্থাৎ ইজতিহাদ করার শিক্ষা-দীক্ষা এবং মান তাদের কাছ থেকেই প্রাপ্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) (মৃ.৬৮হি./৬৮৭খৃ.), ইব্ন 'উমর (রা.), ইব্ন যুবায়ের (রা.) উসামা ইব্ন যায়দ (রা.), জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) প্রমুখ সাহাবাগণ এবং আরো. অনেক সাহাবার কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। খোদ নিজে বর্ণনা করেছেন যে, আমি এমন দুইশত ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ ও সঙ্গ পেয়েছি যাঁরা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর খুব কাছাকাছি ছিলেন। ইজতিহাদকারী সাহাবগণ তার স্থান ও মানের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। হযরত 'উমর ফারুক (রা.) (মৃ.২৪হি./৬৪৪খৃ.),-এর ছেলে আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) (মৃ.৭৩হি./৬৯২খৃ.) যিনি অবার ফতোয়া দেবার স্বীকৃত যোগ্যতার অধিকারী, প্রায়ই বলতেন : আত্তারর ইব্ন আবী রা.বাহ থাকতে লোকেরা. আমার কাছে আসে কেন? হজ্বের মৌসুমে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবছর একজন ঘোষক বা আহবানকারী নির্বাচন করা. হয়- এ ব্যাপারে 'আতা' ছাড়া ফতোয়া দেবার অধিকারী অন্য কেউ নয়।[১]

---

১. سيرة النعمان : شبلی نعمانی رحمه الله تعالى , , (উর্দূ) , (দিল্লী : এ্যাপেক্স বুকস কনসার্ন, ১৯৭৮), পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 'হাদীস-বিজ্ঞানের'র বড় বড় যুগশ্রেষ্ঠ 'আলিমগণ যেমন ইমাম আওযায়ী, যুহরী, আমরুদ ইব্‌ন দীনার (রাহ.) (মৃ. ১২৬ হি./৭৪৫খৃ.) প্রমুখ তাঁরাই ছাত্র এবং শিষ্য। জ্ঞানপিপাসু আবূ হানীফা (রাহ.) আরও কিছু অর্জনের আশায় আত্তার (রাহ.)-এর দরসগাহে হাজির। নবাগতের আত্মপরিচয় জানতে চাইলে আবূ হানীফা (রাহ.) জবাবে বললেন, 'আমি পূর্ব পুরুষদের মন্দ বলি না, গুনাহগারকে কাফির বলি না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী সৌভাগ্যের প্রত্যাশী'। হযরত আত্তার (রাহ.) নিয়মিত তাঁর দরসে যোগ দেবার জন্য অনুমতি দিলেন। প্রতিদিন প্রতি ক্লাশে আবূ হানীফার প্রতিভার স্ফূরণ প্রকাশ পেতে থাকলো আর অপরদিকে উস্তাদের চোখে তার স্নেহ-মমতা ও সম্মানও বাড়তে লাগলো। কিছুদিন পরে অবস্থা এমন হলো যে, দরস শুরু করার আগে আতা (রাহ.) অন্যদের সরিয়ে আবূ হানীফা (রাহ.)-কে তাঁর একান্ত কাছে বসিয়ে দরস শুরু করতেন।[১] হযরত আতা (রাহ.) ১১৫ হি./৭৩৩ খৃ. পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা যখনই মক্কায় আসতেন ওস্তাদেরসান্নিধ্যে থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই নিয়ে যেতেন।

১৩. হযরত ইকরামাহ্ (রাহ.) (১০৭ হি./৭২৫ খৃ.)

মক্কার মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে আত্তার ভিন্ন অন্য যাদের কাছ থেকে আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীসের সনদ নিয়েছেন তাদের মধ্যে ইকরামাহ্ (রাহ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইকরামাহ্ (রাহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর গোলাম ও ছাত্র ছিলেন। আব্বাস (রা.) অত্যন্ত যত্নের সাথে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে তাকে গড়ে তুলেছিলেন। এমনকি তিনি বেঁচে থাকতেই তাকে ইজতিহাদ ও ফতোয়া দেবার যোগ্য অধিকারী করে দিয়েছিলেন। হযরত ইকরামাহ্ (রা.) হযরত আলী (রা.) (ও. ৪১হি./৬৬১খৃ.), আবূ হুরায়রাহ (রা.) (মৃ. ৫৯ হি./৬৭৮ খৃ.), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.), ওক্কবা ইব্‌ন উমর (রা.), সাফওয়ান (রা.), জাবের (রা.), আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) প্রমুখ সাহাবাগণের কাছ থেকেও হাদীস শিখেছেন এবং ফিকহী মাসায়েলের পর্যালোচনা করেছেন। কম-বেশি সত্তুরজন তাবি'ঈ হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে তাঁর ছাত্র এবং শিষ্য। ইমাম শা'বী বলতেন, কুরআন সম্পর্কে ইকরামাহর চাইতে বেশি জানে এমন কেউ আর বেঁচে নেই। তাবি'ঈন শিরোমনি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়েরকে একজন প্রশ্ন করলো,পৃথিবীতে আপনার চাইতে বড় আলেম আর কেউ আছে? বললেন, ইকরামাহ্[২]।

মদীনা শরীফে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ওস্তাদগণ

মক্কা শরীফের মুহাদ্দিসীনও সাহাবায়ে কিরামের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা সমাপনান্তে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীস শিক্ষার পিপাসা নিবারণার্থে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্রস্থল মদীনা শরীফে গমন করলেন। ১০২ হি./৭২১ খৃ. তে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) যখন মদীনা গেলেন তখন মদীনা বিশ্বের প্রধানতম হাদীসের

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , ১০ অ.।

২. আল্লামা শিবলী নো'মানী, সীরাতে নু'মান, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তাছাড়া মদীনা শরীফ ছিল হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবাস ভূমি। সাহাবাদের পরে তাবি'ঈদের ভিতর সাত ব্যক্তি 'ইলম ফিক্হ ও হাদীস সম্পর্কে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মানুষেরা শরীয়তের মাসাআলা সম্পর্কে তাঁদের উপরই বেশী নির্ভর করত। সেই সকল তাবি'ঈ প্রসিদ্ধ সাহাবাদের সাহর্চযের ছায়ায় থেকে এমন মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, তাঁদের সাহায্যে ও সহানুভূতিতে রাজ্যময় শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁরা প্রায় সকলেই সমকক্ষ ছিলেন। তাঁদের সম্মিলিত সভায় সকল শরিআ'তী মাসআলার মীমাংসা হত। হযরত ইমাম মালিক (রাহ.) (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ খৃ.) ছিলেন মদীনার ফিক্হ শাস্ত্রের নেতা। এই সম্মিলিত দলের ফতোয়া অনুসারে তিনি সব কিছু মীমাংসা করতেন।[১]

১৪. হযরত সুলাইমান (রাহ.)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মদীনা গমন করে হযরত সুলাইমান (রাহ.) কে জীবিত পেয়েছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার গোলাম ছিলেন। মর্যাদায় ছিলেন তিনি উক্ত সাত জনের মধ্যে দ্বিতীয়।[২]

১৫. হযরত সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর মাদানী (রাহ.) (মৃ. ১০৬হি./৭২৪খৃ.)

হযরত সালিম হযরত 'উমর ফারুক (রা.) এঁর পৌত্র ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এই উভয় বুজুর্গের সান্নিধ্যে গমন করে তাঁদের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম সাহেবের শিক্ষাক্ষেত্র মদীনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও জ্ঞান-পিপাসা তাঁর কোন দিনই শেষ হয় নি; বরং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝেই মক্কা মুয়ায্‌যামা ও মদীনা মুনাওয়ার গমন করতেন ও মাসের পর মাস তথায় অবস্থান করতেন এবং তখনকার মুহাদ্দিস ও ফকীহদের সাথে ফিক্হ ও হাদীস চর্চা করতেন। হজ্জের সময় মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থান হতে মুহাদ্দিসীন ও ফকীহগণ আগমন করতেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁদের খেদমতে গমনপূর্বক তাঁদের নিকট হতে ফায়েয ও জ্ঞান লাভ করতেন।

১৬. হযরত ইমাম বাকির মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী (রাহ.) (রজব ১, ৫৭- যিলহজ্জ ৭, ১১৪ হি./ মে ১০, ৬৭৬- জানুয়ারী ২৮,৭৩৩ খৃ.)

তিনি "আহলে বায়াত" অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর পরিবারবর্গের অন্যতম ইমাম এবং যায়নুল আবেদীন (রাহ.), হযরত জাবির (রা.), হযরত ইব্‌ন 'উমর (রা.) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। তিনি তৎকালীন রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতেন। 'ইল্‌ম তাসাউফ ও 'ইল্‌ম ফিক্হ দরস দিতেন।[৩] ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর থেকে দরস নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আবূ হানীফা (রাহ.) দ্বিতীয়বার ১১২হি./ [৪]

১. মুহাম্মদ রাজি নু'মানী অনু. **সীরাতে নু'মান,** মূলঃ আল্লামা শিবলী নো'মানী, পৃ. ২৩।
২. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৩৬।
৩. D. Josiya Negahban, **Muhammad al-Baqir : Encyclopedia of the Orient,** (LexicOrient, 1996) http://lexicorient.com/e.o/5thimam.htm
৪. সা'আদ হাসান সাহিব অনু.(উর্দূ), **মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা,** (পাকিস্তান), ভূমিকা অংশ, পৃ, ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩০খৃ. মদীনায় গিয়েছিলেন তখন ইমাম বাকির (রাহ.) এঁর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) জ্ঞান লাভের জন্য বেশ কিছুকাল ইমাম বাকির (রাহ.)-এঁর সান্নিধ্যে কাটান। ফিক্হ ও হাদীসের অনেক অজানা তত্ত্ব ও তথ্য এখানে অর্জন করেন। শিয়া ও সুন্নী উভয় মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ একথা স্বীকার করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) জ্ঞান ভান্ডারের বিশাল একটি অংশ ইমাম বাকির (রাহ.) এঁর সঙ্গে থেকে অর্জিত হয়।[১] তিনি জ্বিলহাজ্জ ৭,১১৪হি./জানুয়ারী ২৮,৭৩৩খৃ.সনে ইন্তিকাল করেন।

১৭. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রাহ.) (৮৩-১৪৮হি./৭০২-৭৬৫খৃ.)

তিনি বাল্যকালে তাঁর দাদা 'আলী ইবন হুসাইয়ন (রাহ.) এবং পরবর্তীতে তাঁর পিতা ইমাম বাকির মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (রাহ.) থেকে 'ইলম ফিক্হ অর্জন করেছেন। ইমাম বাকির (রাহ.) এর সাহেবজাদা হযরত জাফর সাদিক (রাহ.)-এর সুসঙ্গও আবূ হানীফা (রাহ.) জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে, যদিও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বয়সের দিক দিয়ে ইমাম জাফর সাদিক (রাহ.) থেকে কিছু বড় ছিলেন। যা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য। তিনি ৮৩ হি./৭০২ খৃ. জন্মগ্রহন করেন এবং ১৪৮হি./৭৬৫খৃ. ইন্তিকাল করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রায় ১৩ বছর ইমাম জা'ফার সাদিক (রাহ.) থেকে 'ইলম হাসিল করেন।[২]

۞ তাবি'ঈ ও অন্যান্যদের মধ্যে যারা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ওস্তাদ

আবূ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হাফ্স কাবীর (রাহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার যুগে একবার আবূ হানীফা (রাহ.) এর অনুসারী ও শাফি'ঈ (রাহ.) এর অনুসারীদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হল। এতে শাফি'ঈ (রাহ.) এর অনুসারীরা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর উপর ইমাম শাফি'ঈ র এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইল। আবূ আব্দুল্লাহ্ আবূ হাফ্স (রাহ.) তখন বলেন, ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) এর ওস্তাদকতজন? গুনে দেখ। তারা গুনল। ওস্তাদের সংখ্যা ৮০ পর্যন্ত হল। অত:পর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ওস্তাদের সংখ্যা গণনা করা হল। এর সংখ্যা দাঁড়াল চার হাজারে। অত:পর ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ (রাহ.) বললেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর নিম্ন পর্যায়ের একটা ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য। আল মুওয়াফ্ফাক আল মাক্কীর (মৃ. ৫৬৫ হি./১১৭০ খৃ.) মানাকিব আবী হানীফা গ্রন্থ থেকে ওস্তাদগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল।[৩]

১৮. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন শিহাব ইব্ন আল যুহরী (রাহ.) (৫৮-১২৪হি./৬৭৮-৭৪২খৃ.)।

১৯.আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির (রাহ.) তিনিই তাইম ইব্ন মুররা

---

১. সা'আদ হাসান সাহিব অনু.(উর্দূ), **মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা,** (পাকিস্তান), ভূমিকা অংশ, পৃ, ২৩।

২. Mohammad Hameedullah khan, **the Schools of Islamic Jurisprudence,** (Pakistan), P. 61.

৩. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** , ১ খ., পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

গোত্রের অধিবাসী। ২০. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন যুরারা মাদানী (রাহ.)। ২১. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লাইলা কূফী (রাহ.)। ২২. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুনতাসির ইব্ন আজদা' হামদানী কূফী (রাহ.)। ২৩. ইবরাহীম ইব্ন 'আবদুর রহমান আবূ ইসমাঈল সাসাকী কূফী (রাহ.)। ২৪. ইসমা'ঈল ইব্ন আবূ খালিদ মাওলা বাজীলা (রাহ.)। ২৫. বিলাল ইব্ন আবূ বিলাল (রাহ.)। ২৬. বিলাল ইব্ন ওয়াহ্হাব ইব্ন কায়সান (রাহ.)। ২৭. আবূ হামযা সাবিত ইব্ন দীনার বাহানী (রাহ.)। ২৮. জামি' ইব্ন শাদ্দাদ আবূ সখরা (রাহ.)। ২৯. হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত ইয়াহইয়া আসাদী কূফী (রাহ.)। ৩০. আল হাসান ইব্ন আস'আদ মাওলানা আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাহ.)। ৩১. আল হারিস ইব্ন আবদুর রহমান হামদানী আবূ হিন্দ (রাহ.)। ৩২. খালিদ ইব্ন আলকামা আবূ হাইয়া হামাদানী কূফী (রাহ.)। ৩৩. দাউদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন যাযান (রাহ.)। ৩৪. রবী'আ ইব্ন আব্দুর রহমান আবূ উসমান (রাহ.)। ৩৫. আবূ হুসাইন যায়েদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হুসাইন (রাহ.)। ৩৬. যিয়াদ ইব্ন আলাকা আবূ মালিক কূফী (রাহ.)। ৩৭. যায়েদ ইব্ন আসলাম আবূ উসামা মাওলা 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রাহ.)। ৩৮. যিয়াদ ইব্ন মায়াসারা কূফী (রাহ.)। ৩৯. যায়েদ ইব্ন আবূ উসামা (রাহ.)। ৪০. সাম্মাক ইব্ন হরব আবূ মুগীরা বাকারী কূফী (রাহ.)। ৪১. সালামা ইব্ন সালিহ্ কোহায়েল আবূ ইয়াহ্ইয়া হার্যরামী কূফী (রাহ.)। ৪২. সালিহ্ ইব্ন সালিহ্ ইব্ন হাই হামাদানী (রাহ.)। ৪৩. ত্বালহা ইব্ন মাসারাফ ইয়ালমী হামাদানী (রাহ.)। ৪৪. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাহ.)। ৪৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' মাওলা ইব্ন 'উমর (রাহ.)। ৪৬. উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবী যিয়াদ মক্কী (রাহ.)। ৪৭. লায়স ইব্ন সুলায়মান আবূ বুকায়র কূফী (রাহ.)। ৪৮. মুসা ইব্ন ত্বলহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ আবূ ঈসা কূফী (রাহ.)। ৪৯. মিন্হাল ইব্ন জাররাহ (রাহ.)। ৫০. ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী আবূ সাঈদ মাদানী (রাহ.)। ৫১. ইয়াহইয়া ইব্ন উবাইদুল্লাহ ইব্ন মাওহাব তায়মী কারশী (রাহ.)। ৫২. ইউনুস ইব্ন উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবী ফারওয়া মাদানী (রাহ.)।[১]

এ ছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কতৃক প্রকাশিত '**ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**' গ্রন্থে উপরে উল্লেখিত ইমাম আ'যমের আরো কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদেরনাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন:[২]

১. হাকাম ইব্ন কুতাইবা আল-কূফী (রাহ.) ২. ইকরামা মাওলা ইব্ন আব্বাস আল-মাক্কী (মৃ. ১০৭ হি.) ৩. সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার মাদানী (মৃ. ১০৭ হি./৭২৫খৃ.) ৪. আসিম ইব্ন আবূ নাজ্ওয়াদ আল-কূফী (রাহ.) ৫. 'আলী ইব্ন আকমার আল-কূফী ৬. যিয়াত ইব্ন আলফাহ্ আল-কূফী। ৭.হায়সাম ইব্ন হাবীব। ৮.আদী ইব্ন সাবিত

---

১. প্রাগুক্ত, ১ খ., পৃ. ৩৯-৫২; মুফতী হিফজুর রহমান, **ইমাম আবূ হানীফার অবদান**, পৃ. ১৭-১৮।

২. ইফাবা সম্পা. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ১২৮-১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আনসারী। ৯. আতিয়্যা ইব্ন সাঈদ আওফী। ১০.আবূ সুফয়ান সা'দী। ১১.আবূ উময়্যা আবদুল করীম। ১২. আবূ মুযারিফ আল-বাসরী। ১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী। ১৪. ইহ্সাম ইব্ন উরওয়া আল মাদানী (মৃ.১২০হি./৭৩৮খৃ.)। ১৫. নাফি' মাওলা ইব্ন উমার আল-মাদানী (মৃ.১২০হি./৭৩৮খৃ.)। ১৬. আমর ইব্ন দীনার আল-মাক্কী (১২৬হি./৭৪৫খৃ.)। ১৭. আবদুর রহমান ইব্ন হরমুয আল-আন্জ আল-মাদানী (মৃ. ১১৭ হি./৭৩৫খৃ.)। ১৮. কাতাদাহ ইব্ন দা'আমাহ আল-বাস্রী (মৃ. ১২৭ হি./৭৪৫খৃ.)। ১৯. মুহারিব ইব্ন দিসার আল-কূফী (মৃ. ১১৬ হি./৭৩৪খৃ.)। ২০. মুহাম্মাদ ইব্ন দিসার আল-কূফী। ২১. মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির। ইব্ন শিহাব যুহরী আল-মাদানী (মৃ. ১২৪ হি./৭৪২খৃ.)। ২২. আবূ যুবায়র আল-মাক্কী (মৃ. ১২৭ হি./৭৪৫খৃ.)। ২৩. সিমাক ইব্ন হারব্ আল-কূফী। ২৪. কায়স ইব্ন মুসলিম আল-কূফী। ২৫. ইয়াযীদ ইব্ন সুহায়ব আল-কূফী। ২৭.আবদুল আযীয আল-কূফী। ২৮.আব্দুল্লাহ্ ইব্ন দীনার আল-মাদানী (মৃ. ১২৭ হি./৭৪৫খৃ.)। ২৯. আবূ যুবায়র মুহাম্মাদ মুসলিম আল-মাক্কী। ৩০. মানসূর ইব্ন মু'তামির আল-কূফী। ৩১. সুলায়মান ইব্ন মিহ্রান রাহমাতুমুল্লাহ। এছাড়াও অনেক বিখ্যাত তাবি'ঈগণ।

ইমাম আ'যমের হাদীস শরীফের ওস্তাদগণ

একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন। বৈশিষ্ট্যটি ছিল তাঁর হাদীসের শিক্ষক অসংখ্য ও বেশুমার। আবূ হাফ্স কবীর দাবি করেছেন– কমপক্ষে চার হাজার সংরক্ষকের কাছ থেকে ইমাম সাহেব (রাহ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা আর যাই থাক হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করার জন্য যে শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সহনশীলতা সেকালের মুসলমানগণ দেখিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা যেমন বিরল, তেমনি অন্যান্য জাতির কাছে তা কল্পনারও অতীত।[১]

আল্লামা যহ্বী তাঁর "তাযকেরাতুল হুফ্ফায" গ্রন্থে ইমামের শিক্ষাগুরুগণের একটা সংখ্যা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। হাফেজ আবূল মুহাসিন শাফি'ঈ তাঁর "উকুদুল জুমান"-এ তিনশ' উনিশ জন ও মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ তাঁর তাযকিরাতুন নু'মান গ্রন্থে তিনশ' বাইশ জনের নাম-পরিচয়সহ উল্লেখ করেছেন এবং হাফেজ আবূল মুহাসিন শাফি'ঈ শেষে লিখেছেন, আমি আর একখানি বই যার নাম-"তাহছিলুসসাবিলি ইলা মা'রিফাতিস্ সিকাতিস্ ওয়াল মাজাহীলি" ঐসব ব্যক্তিবর্গের অবস্থা-অবস্থান সম্পর্কেও বিস্তারিত লিখেছি।

উল্লেখিত নাম ব্যতিত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর আরো ওস্তাদগণের যে সকল নাম বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নির্বাচন করা যায় সেগুলোর তালিকা নিম্নে পেশ করা হলো:

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইবন্ হাজার মাক্কীর (৯০৯-৯৭৪হি./১৫০৩-১৫৬৬ খৃ.) **'তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব'** থেকে,

১. 'আসিম ইব্ন আবীন নাজুদ কূফী।
২. 'আলক্বামা ইব্ন মারছাদ কূফী।
৩. হাকাম ইব্ন ওতবাহ্ কূফী।
৪. হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বাকির মাদানী।
৫. 'আলী ইব্ন আল-আকমার কূফী।
৬. যিয়াদ ইব্ন আলাক্বা কূফী।
৭. সা'ঈদ ইব্ন মাসরূক কূফী।
৮. 'আদি ইব্ন ছাবিত আনসারী কূফী।
৯. 'আতিয়া ইব্ন সা'ঈদ কূফী মাদানী।
১০. হিশাম ইব্ন উরওয়াহ মাদানী।
১১. হাফিয ইব্ন হাজার আসক্বালানী।
১২. আবূ ইসহাক আসসাবঈ উৎবা কূফী।[১]

আল যাহ্বীর (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.) **'তাবাকাতুল হুফ্ফায'** কিতাব থেকে,

১. আ'মাশ কূফী।
২. আবূ ইসহাক আস সাবি'ঈ।
৩. নাফি' ইব্ন 'উমর মাদানী।
৪. আদুর রহমান ইব্ন হুরমুয আল-আ'রাজ মাদানী।
৫. কাতাদাহ বসরী
৬. 'উমর ইব্ন দীনার মাক্কী।
৭. কায়িস ইব্ন মুসলিম কূফী।
৮. ইমাম আওযায়ী।
৯. মুহাম্মাদ আল-মুনকাদির মাদানী।
১০. ইয়াযীদ আল-ফাকির কূফী।
১১. মাকহুল শামী।[২]

আল মিযি্য-র (৬৫৪-৭৮২হি./১২৫৬-১৩০৮খৃ.) **'তাহ্যীবুল কামাল'** কিতাব থেকে,

১. ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ কূফী।
২. ইসমাঈল ইব্ন আবদিল মালিক মাক্কী।
৩. হারিছ ইব্ন আবদির রহমান মাক্কী।
৪. খালদ ইব্ন আলকামাহ আল-ওয়াদায়ী।
৫. রবীয়াতুর রায়।
৬. শাদ্দাদ ইব্ন আবদির রহমান বস্রী।

---

১. سيرة النعمان : شبلى نعمانى رحمه الله تعالى , (দিল্লী: এ্যাপেক্স বুকস কনসার্ন, ১৯৭৮) পৃ. ৩১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৭. শায়বান ইব্‌ন আবদির রহমান বস্‌রী।

৮. ত্বাউস ইব্‌ন কাইসান ইয়ামানী।

৯. আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার মাদানী।

১০. ইকরামাহ্ মাওলা ইব্‌ন আব্বাস মাক্কী।

ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)(১৩২-১৮৯হি./৭৫০-৮০৫খৃ.) সম্পা. **'কিতাবুল আসার'** থেকে,

১. মূসা ইব্‌ন বাহরাম।

২. ছালত ইব্‌ন বাহরাম।

৩. 'ওসমান ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ইবন হাউশাব।

৪. বিলাল হায়ছম ইব্‌ন আবিল হায়ছম।

৫. হুছাইন ইব্‌ন আবদির রহমান।

৬. মা'আন।

৭. মাইমূন ইব্‌ন সিয়াহ।

৮. জাওয়াবুল ইয়াতামা।

৯. সালিম আল-আফতাস।

১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন সালামাহ্।

১১. 'উমর ইব্‌ন জুবায়ের।

১২. 'ওবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর।[১]

'উকুদুল জুমান' , **'তাযকিরাতুন নু'মান'**, ও 'A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit', গ্রন্থে ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নিম্নলিখিত ৩২১ জন ওস্তাদেরনাম পাওয়া যায়:[১]

হাফিয আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমর জা'বী স্বরচিত কিতাব আল ইন্তিসার গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ওস্তাদেরনাম উল্লেখ করেছেন। আবূ মুহাম্মাদ হারেসী আবূ আব্দুল্লাহ খছরু আবূল মোয়াইদ খাওয়াব জেমী এবং আবূ মুহাম্মাদ আইনী তাঁর ওস্তাদ ও শায়খদের নাম উল্লেখ করেছেন। রাসুল (সা.) নামের বরকত হিসেবে যে সকল ওস্তাদ ও গুরুজনের নাম মুহাম্মাদ তাদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। (১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহিম ইব্‌ন হারেছ ইব্‌ন খালেদ তাইমী উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ মাদানী (২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যুবাইর হানজালী বসরী (৩) আবূ নসর মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়েব ইব্‌ন বিশর কালবী কূফী (৪) আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুকা কূফী (৫) আবূ বকর ইব্‌ন আবূ আমরা মুহাম্মাদ ইব্‌নসীরীন আনসারী বসরী (৬) মুহাঃ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন সা'দ বি জুবারাহ আনসারী(৭)কাজী আবূ আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবিলায়লা আনসারী

---

১. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৩৩।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ১৩১ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند), পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) আবী আওন মুআম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আল আ'ওর ছকফী কূফী (৯) আবূ আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ সুলাঈমান আজরামী (১০) আবূ জা'ফর বাকির মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন (হাছাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব) (১১) আমর ইব্ন শুয়াইব (১২) মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হারেছ ইবনুল মুত্তালিক (১৩) মুহাম্মাদ ইব্ন কায়েছ হামদানী মুরহাবী কূফী (১৪) মুহাম্মাদ ইব্ন মালিক ইব্ন জায়েদ হামদানী কুফী (১৫) মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন তাদরুছ (১৬) আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন শিহাব ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন হারেছ ইব্ন জাহরা ইব্ন কিলাব কুরায়শী জহরী (১৭) আবূ বকর মেহোম্মদ ইব্ন মুন কাদির ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আল হাদীর তাইমী মাদানী (১৮) মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন মালিক (১৯) মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াজিদ হানাফী ফুফী (২০) আদম ইব্ন আলী বাকরী আজালী শায়বানী (২১) আবূ ইসমাঈল আবান ইব্ন আইয়াশ ফিরুজ বসরী আল আবাদী (২২) আবূ ইসমাঈল ইবরাহিম ইব্ন আব্দুর রহমান ছাকছাকী কূফী (২৬) ইবনুল আজাদ ইবরাহিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুন তাসির হামদানী (২৪) ইবরাহিম ইব্ন মুহাজির ইব্ন জাবির বাজালী কুফী (২৫) ইবরাহিম ইব্ন মায়সারা তাইফী (২৬) আবূ ইমরান ইবরাহিম ইব্ন এজিদ বি কায়েছ ইব্ন আসওয়াদ নাখয়ী কুসী (২৭) আজলাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ বিহুজাই (২৮) ইছহাক ইব্ন ছাবিত (২৯) ইছহাক ইব্ন সুলাঈমান গনভী (৩০) ইসমাঈমল ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন আল আস ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস উমার্ভী (৩১) আবূ আব্দুল্লাহ ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ সা'দর হেমসী বাজালী (৩২) ইসমাঈল ইব্ন বাবিয়াহ ইব্ন আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস (৩৩) ইসমাঈম ইব্ন আইয়াশ (৩৪) আবূ ইসহাক ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম বসরী (৩৫) ইসমাঈল ইব্ন আব্দুল ছকির (৩৭) ইয়াদ ইব্ন লাকীত আস সাদুছী (৩৮) আইয়ূব ইব্ন ড়্যু তমীছা (৩৯) আইয়ূব ইব্ন আয়েজ ইব্ন মাদলাজ তাঈবুহতারী কূফী (৪০) আবূ বকর আইয়ুব ইব্ন আবূ তমীছা কাইসান দুর্খার্তয়ানী বসরী (৪১) আবূ ইয়াহিয়া কাজী আইয়ুব ইব্নউতবা ইয়ামামী (৪২) আবূ আব্দুল্লাহ বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হেলাল মুজানী বসরী (৪৩) বকর ইব্ন আতা লাইছী কূফী (৪৪) বিলাল ইব্ন আবূ বিলাল (৪৫) আবূ আব্দুল মালিক কাহাজ ইব্ন হাকীম ইব্ন মোয়াবিয়া ইব্ন হায়দা কুশায়রী বসরী (৪৬) বাহলুল ইব্ন আমর সায়রাদী (৪৭) আবূ বকর বায়ান ইব্ন বিশ্‌র কূফী আহমামী (৪৮) তামাম ইব্ন জাদর ইব্ন আবূ তালিব (৪৯) আবূ মুহাম্মাদ ছাবিত ইব্ন আসসাম বুনানী বসরী (৫০) আবূ আব্দুল্লাহ জাবির ইব্ন এজিদ ইব্ন হারেছ জু'ফী কারখী (৫১) জামে ইব্ন আবূ রাশেদ কাহেলী সয়রাসী কূফী (৫২) আবূ আখরা জামে ইব্ন শাদ্দাদ মুহারেহী জু'ফী কূফী (৫৩) জালাল ইব্ন আহীম কুদী (৫৪) আবূল আতুদ জাররাহ ইব্ন মিনহাল

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ১৩২ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: ,تذكرة النعمان,(دارالعلوم ديوبند) , পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

জাজরী (৫৫) জাদর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুছাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব হাশেমী (৫৬) জাওয়াব ইব্‌ন উবায়দুল্লহ তাইমী (৫৭) আবূল কাসীম জুয়াবির ইব্‌ন সাঈদ আজদী কলুখী কুদী (৫৮) আবূ জাহাইর হারেছ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আদ দাউর হামদানী হুতী কূফী (৫৯) আবূ হিন্দ হারেছ ইব্‌ন আব্দুর রহমান হামদানী (৬০) আবূ ইয়াহিয়া হাবিব ইব্‌ন আবূ ছাবিত কায়ছ (৬১) হাবিব ইব্‌ন আবূ আমর আশ আরী (৬২) আবূ আব্দুল্লাহ হাবিব ইব্‌ন আবূ গামরা আল কাছছাব হামানী কুদী (৬৩) ইব্‌ন আবূ ছাবিত হাবিব ইব্‌ন কায়েছ (৬৪) আবূ আর তাত হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাত ইব্‌ন ছাওরইব্‌ন হুবায়রা নখরী কুদী (৬৫) আবূ মুহাম্মাদ হাছান ইব্‌ন হুরইব্‌ন হাকাম জু'ফী কূফী দিমাশকী (৬৬) হাছান ইব্‌ন হাছান ইব্‌ন হাছান আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (৬৭) আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন জায়েদ ইব্‌ন হাছান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (৬৮) হাছান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুয়ীদ কুদী (৬৯) হাছান ইব্‌ন সাইদ (৭০) হাছান ইব্‌ন সাবাহ কূফী (৭১) হাছান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হুওয়াইরছ লাইছী। (৭২) হাছান ইব্‌ন আব্দুর রহমান সুনামী (৭৩) আবূ ওরওয়া ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ওরওয়া নখরী কুদী (৭৪) হাছান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব হাশেমী মাদানা (৭৫) আবূল কাসিম হুছাইন ইব্‌ন হারেছইব্‌ন জাদানী কূফী (৭৬) আবূল হুজাইল হুছাইন ইব্‌ন আব্দুর রহমান সুনামী কুদী (৭৭) ইব্‌ন নাহহাদু হাকাম ইব্‌ন উতাইয়া (৭৮) আবূ মুহাম্মাদ হাকাম ইব্‌ন উতাইয়া কিনদী কুদী (৭৯) হাকীম ইব্‌ন জুবাইর আসাদী কুদী (৮০) হাকীম ইব্‌ন সুহাইব সয়বাকী (৮১) আবূ ইসমাঈল হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলাঈমান মুসলিম আশ্‌য়ারী কুদী (৮২) আবূ ছাদওয়ান আলকারী হুমায়দ ইব্‌ন কায়েছ মককী (৮৩) হুতইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন নাদে আবদী (৮৪) খালিদ ইব্‌ন আব্দুল আ'ল কূফী (৮৫) আবূ আছেম খালিদ ইব্‌ন উয়ায়েদ আছকী বসরী (৮৬) আবূ হাই খালিদ ইব্‌ন আলকাল ওদায়ী (৮৭) খুছাইক ইব্‌ন ইরাক ইব্‌ন মালিক গেফারী মাদানী (৮৮) আবূ আওফ খাছিফ ইব্‌ন আব্দুর রহমান জাজরী (৮৯) দাউদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওয়াল (৯০) দাউদইব্‌ন আব্দুর রহমান (৯১) আবূ সুলাঈমান দাউদ ইব্‌ন নাছির তাঈ কুফী (৯২) আবূ উমর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জুরারাহ মারহাজী কূফী (৯৩) রাবাহ ইব্‌ন জায়েদ কুরায়শী সানয়ানী (৯৪) রাবাহ আল কূফী (৯৫) রবী ইব্‌ন বুছরা ইব্‌ন মা'বাদ জুহানী (৯৬) রাবিয়া ইব্‌না আবূ আব্দুর রহমান ফরূখ তাইমী মাদানী আবরাঈ (৯৭) আবূ আব্দুর রহমান জুবায়েদ ইব্‌ন হারেছ ইব্‌ন আব্দুল করীয় ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব আলয়ামী কুফী (৯৮) আবূআব্দুল্লাহ জুবায়ের ইব্‌ন আদী হামদানী আলয়ামী কূফী (৯৯) যাকারিয়া ইব্‌ন হারেছ কূফী (১০০) আবূ ইয়াহিয়া জাকারিয়া ইব্‌ন আবী জায়েদা কূফী (১০১) যিয়াদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ মারছারা (১০২) আবূ মালিক যিয়াদ ইব্‌ন আলাকা কুদী (১০৩) আবূ মা'ছার যিয়াদ ইব্‌ন কুলাইব হাঞ্জলী কুদী (১০৪) যিয়াদ ইব্‌ন আবী যিয়াদ মায়ছারা মাদানী মাখজুমা (১০৫) আবূ আব্দুল্লাহ জায়েদ ইব্‌ন

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان পৃ. ১৩৩ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند), পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

আসলাম আদাবী মাদানী (১০৬) আবূ উমামা যায়েদ ইব্‌ন আবূল যুদুর জাজরী (১০৭) জায়েদ ইব্‌ন হারেছ (১০৮) আবূ হুছাইন জায়েদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুছাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব মাদানী (১০৮) যায়েদ ইব্‌ন আবূ ওলীদ (১০৯) আবূ সুলাঈমান যায়েদ ইব্‌ন ওহাব জুহালী কুদী (১১০) সালেম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব কুরায়শী আদাবী (১১১) সালেম ইব্‌ন আজলান আদতাস উমার্ভী (১১২) আবূ সায়ীদ যায়দি ইব্‌ন আবূ ইব্‌ন আবূ সায়ীদ কাইছান মাকবরী মাদানী (১১৩) সায়ীদ ইব্‌নআবূ আকযা (১১৪) আবূ সায়ীদ বাককাল সায়ীদ ইব্‌ন মারজুবান ঈসা (১১৫) সাঈদ ইব্‌ন মাকফ ছওরী (১১৬) আবূ নছর যায়ীদ ইব্‌ন আবূ আরু বা মেহরান ইয়াশকুরী বসরী (১১৭) আবূ আব্দুল্লাহ সুদয়ান ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন মাসরুক সাওরী কুদী (১১৮) আবূ ইয়াহিয়া আলমা ইব্‌ন কুহাইল ইব্‌ন হুদাইন হাজরামী কুদী (১২০) ইব্‌ন শুরাইন সালমা ইব্‌ন নাবিত আশযায়ী কূফী (১২১) সুলাঈমান ইব্‌ন খাকান (১২২) আবূ ইছহাক সুলাঈমান ইব্‌ন আবূ সুলাঈমান শায়বানী কূফী (১২৩) আবূ আব্দুল্লাহ সুলাঈমান ইব্‌ন আবূ মুগীরা আবাসী কূফী (১২৪) আবূ মুহাম্মাদ আমাশ সুলাঈমান ইব্‌ন মেহরান আছাদী কাহেলী (১২৫) সুলাঈমান ইব্‌ন ইয়াছার হিলালী মাদানী (১২৬) সুলাইম শা'বী (১২৭) আবূ মুগীরা ছাম্মাক ইব্‌ন হারব ইব্‌ন আউস ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হুজালী বাকরী কুদী (১২৮) আবূ আম্মার শাদ্দাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ কুরায়শী দিমাশকী (১২৯) আবূ রুবাহ শাদ্দান্দ ইব্‌ন আব্দুর রহমান কুশায়রী বসরী (১৩০) আবূ সা'দ শরহাবী ইব্‌ন সা'দ মাদানী খাতামী (১৩১) শরহাবীল ইব্‌ন মুছলীন ইব্‌ন খালিদ খাওলানী শামী (১৩২) শো'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন ওয়ারদ মাতাকী (১৩৩) আবূ মুয়াবিয়া দারীবাহ শায়বান ইব্‌ন আব্দুর রহমান নাহভী তামীমী বসরী (১৩৪) শায়বা ইব্‌ন মিসাওয়ার মককী (১৩৫) সালিহ ইব্‌ন হাই (১৩৬) ছালেহ ইব্‌ন ছালেহ ইব্‌ন হাই (১৩৭) সালেহ ইব্‌ন আবূ আখছার আনয়াবী (১৩৮) আবূ হাশিম সাকাত ইব্‌ন বাহরাম তাইমী হেলালী (১৩৯) আবূ আব্দুর রহমান তাউস ইব্‌ন কায়সান হিময়ারী (১৪০) তারীফ ইব্‌ন সুফয়ান (১৪১) আবূ সুফয়ান তারীফ ইব্‌ন শিহাব (১৪২) তারীফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (১৪৩) তালহা ইব্‌ন মুসরীফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব আলয়ামী কূফী (১৪৪) আবূ সুফয়ান ইসকাফ (১৪৫) তাল্‌ক ইব্‌ন হাবিব আলজী বসরী (১৪৬) আবূ বকর আছেম ইব্‌ন বাহদালা আসাদী কুদী (১৪৭) আবূ আব্দুর রহমান আছেম ইব্‌ন সুলাঈমান আল আহওয়াল বসরী (১৪৮) আছেম ইব্‌ন কুনাইব ইব্‌ন শিহাব জারমী কুদী (১৪৯) ইব্‌ন বাহদালা (১৫০) আছেম ইব্‌ন সুলাঈমান আহওয়াল (১৫১) আমের ইব্‌ন সামাত তামীমী কুদী (১৫২) আবূ আমর আমের ইব্‌ন শারাহীল শা'বী (১৫৩) আবূ বুরদা আমের ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়েছ ইব্‌ন আবূ মুসা আশয়ারী (১৫৪) আব্দুল আ'লা তাইমী কূফী (১৫৫) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আ'বী হাবিবা মাদানী

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ১৩৪ ; محمد ابن يوسف محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند) , , পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫৬) আবদালা ইব্‌ন হাছান ইব্‌ন হযরত হাছান ইব্‌ন হযরত আলী হাশেমী মাদানী (১৫৭) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হামীদ ইব্‌ন উবায়েদ আনসারী আশহালী কুদী (১৫৮) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন খলীফা আম্বরী বসরী (১৫৯) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন খলীফা হামদানী কূফী (১৬০) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দাউদ (১৬১) আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দিনার মাদানী (১৬২) আবূ খালিদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বাবাহ আনসারী মাদীনী (১৬৩) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ (১৬৪) আবূ উবাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সায়ীদ মাকবারী লাইছী, মাদনী (১৬৫) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আবূ হুছাইন ইব্‌ন হারেছ ইব্‌ন আমের ইব্‌ন নওদাল মিককী নওফলী (১৬৬) আবূ কায়েছ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন মারওয়ান আওদী (১৬৭) আবূ ওসমান আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওসমান ইব্‌ন খুছাইম কারী মককী (১৬৮) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হজরত হুছাইন ইব্‌ন হযরত আলী (১৬৯) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর আমরী (১৭০) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক মারুজী (১৭১) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মাজালিদ (১৭২) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন লাফে' মাদানী (১৭৩) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ নোজাইহ ইয়াছার মককী (১৭৪) বব্দুর রহমান ইব্‌ন হাজাম কুদী (১৭৫) আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ হুছাইন মককী (১৭৬) আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ জানাদ (১৭৭) আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন মাসউদ মাসউদী কুদী (১৭৮) আবূ আমর আব্দুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ আমর আউজাঈ (১৭৯) আব্দুর রহমান ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হুজালী মাসউদী (১৮০) আবূ দাউদ আব্দুল হুর ইব্‌ন হুবমূজ আল আ'রাজ মাদানী (১৮১) আবূ আব্দুল্লাহ আব্দুল আজীজ ইব্‌ন রফি আসদী মককী (১৮২) আব্দুল আজিজ ইব্‌ন আবী রাওয়াদ (১৮৩) আব্দুল করীম ইব্‌ন আবূ উমাইয়া বসরী (১৮৪) আবূ রাহিয়া আল মুয়াল্লিম (১৮৫) আব্দুল করীম ইব্‌ন মা'কাল (১৮৬) আব্দুল মালি কাইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হাফছ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন সায়ীদ (১৮৭) আব্দুল মালিক ইব্‌ন ইয়াদু আল আ'ওয়ার শারবানী কুদী (১৮৮) আব্দুল মালিক ইব্‌ন উমায়ের ইব্‌ন সুওয়াইদ লাখমী কুদী কারসী (১৮৯) আবূ জায়েদ আমেবী আব্দুল মালিক ইব্‌ন মায়াসারা হেলালী কুদী (১৯০) আব্দুল মালিক (১৯১) আবূ হুছাইন উবায়দুল্লাহ বি আবূ যিয়াদ আল কাদদাহ মককী (১৯২) আবূল কাসিম উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর ওমরী বাজজাজ কূফী (১৯৩) আবূ আব্দুল করীম উবায়দা ইব্‌না মা'তাব দাবয়ী (১৯৪) আবূ উমাইদু উতবা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হুজালা মাসউদী সুফী (১৯৫) আবূ হুছাইন ওসমান ইব্‌ন রাশেদ আছাফী কুদী (১৯৬) ওসমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাওহাব কুরায়শী তাইমী (১৯৭) আজলান বসরী (১৯৮) আদী ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (১৯৯) ইরাক ইব্‌ন মালিক গেফারী কেনানা মাদানী (২০০) আবূ মুহাম্মাদ আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ কুরায়শী মককী (২০১) আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়েব ছককী (২০২) আতাইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাওহিব

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان পৃ. ১৩৫ ; محمد ابن يوسف محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند), পৃ. ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

(২০৩) আবূ মুহাম্মাদ আতাইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আজলাল হানাফী বসরী (২০৪) আবূ মুহাম্মাদ আতাবিল ইয়াছার হুজালী মাদানী (২০৫) আতা (২০৬) আবূ রাওক আতিয়া ইব্‌ন হারেছ হামদানী কুদী (২০৭) আবূল হাছান আহিয়া ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন জুনাদাহ জাদালী কুদী (২০৮) ইকরামা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (২০৯) আলকামা ইব্‌ন জুহাইর (২১০) আবূ হারেছ আলকামা ইব্‌ন মারছাদ কুদী (২১১) আবূ আলী ইব্‌ন হাছান (২১২) আবূল হাছান আল ও দায়ী (২১৩) আলী ইব্‌ন নাদীমা জাজরী (২১৪) আবূ আলী জাবরাদ আছ ছাকীল (২১৫) আলা ইব্‌ন আমের (২১৬) আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ হুজালী (২১৭) আবূ আম্মারা আম্মারইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বাশশার জুহানী কূফী (২১৮) আবূ হানী ওমর ইব্‌ন বমীর (২১৯) আবূজর ওমর ইব্‌ন জর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জুবারাহ হামদানী মারহাবী কুদী (২২০) আবূ আমরা উমর ইব্‌ন শারাহীন (২২১) আবূ মুহাম্মাদ আল আশরাম ওমর ইব্‌ন দিনার মককী (২২২) ওমর ইব্‌নশুয়াইব ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আস (২২৩) আবূ ইসহাক আমর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ মাবীয়ী কুদী হামাদানা (২২৪) আবূ আব্দুল্লাহ আমর ইব্‌ন মুররাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ কিতাবের জ্বামালী মুরাদী কুদী (২২৫) ইমরান ইব্‌ন উমায়ের মাসউদী কুদী (২২৬) আবূ ইয়াহিয়া উমায়ের ইব্‌ন সায়ীদ নখয়ী সাহবানী (২২৭) আওন ইব্‌ন আবূ জুহাইকা ওহাব 'আসসওয়ায়ী কূফী' (২২৮) আবূ আব্দুল্লাহ আওন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ হুজালা কূফী (২২৯) আবূ জুহাইরা আলা ইব্‌ন জুহাইর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আজাদী কূফী (২৩০) ইছঅীভন ওসমান ইব্‌ন আব্দুর রহমান (২৩১) ইছা ইব্‌ন আলা সাকালী (২৩২) ঈছাইব্‌ন মাহান (২৩৩) গালিব ইব্‌ন হুজাইল আওদী কূফী (২৩৪) আব্দুল্লাহ গায়লান মাহারেবী (২৩৫) আবূল হাছান কুরাত ইব্‌ন আবূ আব্দুর রহমান ফাজাজ কূফী (২৩৬) ফুরাত ইব্‌ন আবূ কারা আবছারী (২৩৭) আবূ ইয়াহিয়া ফাবাস ইব্‌ন ইয়াহিয়া হামদানী খারেফী কূফী (২৩৮) কাবুছইব্‌ন আবূ জাবয়ান জানাবী কূফী (২৩৯) আবূ আব্দুর রহমান কাসিম ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ মাসউদী কূফী (২৪০) আবূ নাহীক কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আসাদী (২৪১) আবূ সাহান কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (২৪২) আবূল খাত্তাব কাতাদা ইব্‌ন দায়ামা ইব্‌ন উবাদা সাদুসী বসরী (২৪৩) কুজয়া ইব্‌ন ইয়াহিয়া বসরী (২৪৪) আবূ আমর কায়েছ ইব্‌ন মুসলিম জাদালা কূফী (২৪৫) কাদাম ইব্‌ন আব্দুর রহমান (২৪৬) আবূ হারেছ লাইছ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ফাহমী নিসরী (২৪৭) আবূ বকর লাইদু'ইব্‌ন আবূ সুলাঈমান কুদী (২৪৮) লাইদুইব্‌ন আবূ সুলাইম ইব্‌ন জুনীম (২৪৯) লাহেক ইব্‌ন আইজার ইয়ামানী (২৫০) ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাদু ইমামে দারুল হিজরত (২৫১) আবূ ফুজালা মুবারক ইব্‌ন ফুজালা বসরী (২৫২) আবূ

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان
(المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان),পৃ.১৩৯ ; محمد ابن يوسف محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي
الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند), পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমর মাজালিদ ইব্‌ন সায়ীদ ইব্‌ন উমর হামদানী কূফী (২৫৩) মাহারের ইব্‌ন দেছার ছাদুছী কূফী (২৫৪) ইব্‌ন রাশেদ নাহ্‌দী হান্নাত (২৫৫) মুজাহিম ইব্‌ন জুফার ইব্‌ন হারেছ দাবয়ী (২৫৬) আবূ সালমা মিসয়াব ইব্‌ন কাদাম বি জহির মেলালী কুদী (২৫৭) আবূল কাসিম মাকসাম ইব্‌ন বাজরাহ (২৫৮) মিকছাম দাবয়ী (২৫৯) আবূ কারওয়া নাহদী মুসলিম ইব্‌ন সালিম আছগর কূফী জুহানী (২৬০) আবূ আব্দুল্লাহ বাতীন মুসলিম ইব্‌ন ইমরান কুদী (২৬১) আবূ আব্দুল্লাহ মুসলিম ইব্‌ন কায়সান দাবয়ী মালায়ী কূফী (২৬২) আবূ আজহার মুবাবিয়া ইব্‌ন ইছহাক ইব্‌ন তালুহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ তাইমী (২৬৩) মায়ান ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হুজালী মাসউদী কূফী (২৬৪) আবূ আব্দুল্লাহ মাকহুল শামী (২৬৫) মুনযির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুনাযির ইব্‌ন জুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম (২৬৬) মানছুর ইব্‌ন দিনার ছাহমী (২৬৭) আবূ মুগীরা মানছুর ইব্‌ন জাজান ওয়াছে তীসাকাফী (২৬৮) আবূ আত্তাব মানছুব ইব্‌ন মু'তামির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ সুলামী কূফী (২৬৯) আবূ আতুক মিনহাল ইব্‌ন জব্বাহ (২৭০) আবূ কুদশা মিনহাল ইব্‌ন খলীফা আজালী কুদী (২৭১) মিনহাল ইব্‌ন আমর আসাদী কূফী (২৭২) আবূ জানাম মুছাইব্‌ন সালিম (২৭৩) আবূ ঈসা মুসা ইব্‌ন তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ তাইমী মাদনী (২৭৪) আবূল হাছান কুর্দি মুছাইব্‌ন আবূ আয়েশা হামদানী (২৭৫) মুছাইব্‌ন আলকামা (২৭৬) আবূ সাবাহ মুসাইব্‌ন আবী কাছির আনসারী (২৭৭) আবূ ঈসা তালহান মুসা ইব্‌ন মুসলিম (২৭৮) আবূ বাহার মায়মুন ইব্‌ন সিয়াহ বসরী (২৭৯) (২৮০) আবূ আব্দুল্লাহ মায়েক ইব্‌ন লাছেহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ তামীমী মহল্লামী ছাহেব ছাম্মাক ইব্‌ন হারব (২৮১) নাছেহ ইব্‌ন আজলান (২৮২) নাকে ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (২৮৩) আবূ সায়ীদ নাফেজ মককী (২৮৪) আবূ হাইসাম নাফে' ইব্‌ন দেরহম আবদী কূফী (২৮৫) নাছির ইব্‌ন তাবীদ বসরী (২৮৬) হাশিম ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন আবী ওয়াককাস জুহরী মাদানী (২৮৭) হাশিম ইব্‌ন আয়েজ ইব্‌ন নুছাইব আছাদী (২৮৮) হেশাম ইব্‌ন আওরা ইব্‌ন জুবাইর ইব্‌ন আওয়াম আসাদী (২৮৯) হেশাম ইব্‌ন আমর ফাজারী (২৯০) হাইশাস ইব্‌ন হাবিব কূফী সয়রাফী (২৯১) আবূ গাসসান হাইশাম ইব্‌ন হাছান (২৯২) ওয়াছেল ইব্‌ন হাইয়ান আল আহদাব আসাদী কূফী (২৯৩) ওয়াসেল ইব্‌ন সুলাঈমান তাইমী কূফী (২৯৪) ওয়াকেদ ইব্‌ন ইয়াকুব কূফী (২৯৫) আবূ ইয়া'ফুরা ওয়াকদানুল কবীর আব্‌দী কূফী (২৯৬) ওলীদ ইব্‌ন সুরাই (২৯৭) ওলীদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জামী জুহরী মককী (২৯৮) ওয়ালাদ ইব্‌ন হাদরাদ ইব্‌ন আলী মাদানী (২৯৯) আবূ খাল্‌ফ ইয়াসিন ইব্‌ন মোয়াজ আজ জায়য়াত কূফী (৩০০) ইয়াহিয়া ইব্‌ন হারেছ (৩০১) আবূ জানাব ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবূ হাই কাল্‌বী (৩০২) আবূ সায়ীদ ইয়াহিয়া ইব্‌ন সায়ীদ ইব্‌ন কায়েছ ইব্‌ন আমর আনছারী মাদানী (৩০৩) ইয়াহিয়া ইব্‌ন আমর বাজালী কূফী (৩০৪) আবূ

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان), পৃ. ১৩৮; محمد ابن يوسف محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند), পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

হারেছ ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারেছ কূফী (৩০৫) ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হুজাই আজলা কিন্‌দী কূফী (৩০৬) ইয়াহিয়া ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাওহিব তাইমী মাদানী (৩০৭) ইয়াহিয়া ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (৩০৮) ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুল হামীদ ইব্‌ন মাজীদ (৩০৯) ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মোয়াবিয়া হুজাই কিন্‌দী (৩১০) ইয়াহিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুসলিম হামদনী কূফী (৩১১) ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামুর (৩১২) ইয়াহিয়া ইব্‌ন মুহাজির (৩১৩) আবূ রুবাহ শাদ্দাদ ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুর রহমান (৩১৪) আবূ আযহার ইয়াজিদ ইব্‌ন আবূ ইয়াজিদ সাব্‌য়ী বসরী (৩১৫) ইয়াজিদ ইব্‌ন খালিদ (৩১৬) ইয়াজিদ ইব্‌ন রবিয়াহ (৩১৭) আবূ আব্দুল্লাহ ইয়াজিদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ কূফী (৩১৮) আবূ ওসমান ইয়াজিদ সুহাইব কূফী (৩১৯) আবূ খালীদ ইয়াজিদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ সালমা দালানী অআছাদী (৩২০) আবূ দাউদ ইয়াজিদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ আওদী (৩২১) ইউনুছ ইব্‌ন জাহরান (৩২২)আবূ বকর ইউনুছ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ ফরওয়া আদাদী মাদানী।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বিভিন্ন জ্ঞানের ওস্তাদগণ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম যুফার (রাহ.)-এর বর্ণনা হলো, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) স্বীয় ওস্তাদ হাম্মাদ (রাহ.) (মৃ. ১২০হি. /৭৩৮খৃ.)-এর সান্নিধ্যের বিষয়ে বলেন যে, 'আমি সুদীর্ঘ দশ বছর তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম। তারপর আমার ইচ্ছে হলো পৃথক মজলিস প্রতিষ্ঠা করি। আম এক রাতে বের হয়ে আসলাম এবং পৃথক মজলিস প্রতিষ্ঠা করতে চাইলাম। ইত্যবসরে শায়খ হাম্মাদ (রাহ.)-কে দেখে পৃথক হওয়া পছন্দ না করে তাঁর মজলিসে এসে তাঁর কাছেই বসে পড়লাম। সে রাতেই হযরত হাম্মাদ (রাহ.) জানতে পারলেন যে, বাসরায় তাঁর একান্ত আপন কেউ মারা গেছেন। তিনি বিরাট ধন-সম্পদ রেখে গেছেন। হাম্মাদ (রাহ.) ব্যতীত তাঁর কোন উত্তরাধিকার নেই। তিনি আমাকে তাঁর বসবার স্থানে আসন নেয়ার নির্দেশ দান করেন। তিনি জানতেন যে, আমার নিকট এমন কয়েকটি মাসআলা এসেছে, যার উত্তর আমি আজ পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে শুনি নাই। আমি উত্তর দিতে থাকলাম এবং লিখে রাখতে শুরু করলাম। যখন হাম্মাদ (রাহ.) ফিরে এলেন, তখন আমি সেই মাসআলাগুলো তাঁর নিকট পেশ করলাম। সে গুলোর সমষ্টি ছিল ষাটটি। তিনি চল্লিশটি মাসআলায় আমার সাতে একমত হলেন এবং বিশটিতে আমার বিপরীতে জবাব দিলেন। তখন আমি শপথ করলাম যে, তাঁর জীবিতাবস্থায় আমি তাঁর সান্নিধ্য ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি আমৃ. তাঁর সান্নিধ্য ছেড়ে কোথাও যাইনি।[২]

সুতরাং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) পূর্ণাঙ্গ আঠার বছর ইমাম হাম্মাদ (রাহ.)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। একবার ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন,

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان), পৃ. ১৪০ ; محمد ابن يوسف محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند), পৃ. ১০৭।

২. আল খাতীব, তারীখে বাগদাদ, (মদীনাঃ মাতবা'য়াত আল সালাফিয়্যাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ. ৩৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বাস্‌রা এলাম। আমার ধারণা ছিল লোকদেরকে বিভিন্ন প্রশ্নের পরিপূর্ণ জবাব দিতে পারব। কিন্তু তা হলো না। বাসরার লোকেরা এমন কিছু প্রশ্ন আমাকে করল যার জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যতদিন হাম্মাদ (রাহ.) জীবিত থাকবেন, ততদিন তাঁর সান্নিধ্যেই থেকে 'ইল্‌মী ফায়দা গ্রহণ করব। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ছাত্রকাল আঠার বছর এবং হাম্মাদ (রাহ.)-এর মৃত্যুকালে (১২০ হি./৭৩৮খৃ.) তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। সুতরাং তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষলাভ শুরু হয় বাইশ বছর বয়সে এবং তিনি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত 'ইল্‌মী ফায়দা হাসিল করেন। তারপর হাম্মাদ (রাহ.)-এর মৃত্যুর পর পরিপূর্ণভাবে শিক্ষাদানে মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ওস্তাদ ও মাশাইখগণের সংখ্যা অধিক- যাঁদের নিকট থেকে তিনি 'ইল্‌মী ফায়দা নিয়েছেন। তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। যেমন : শী'আ ইমাম যায়দ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন যয়নুল আবেদীন, হযরত জাফর সাদিক (রাহ.)। এমনিভাবে মুহাম্মাদ নফস্ যাকিয়াহ্- এর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন 'আলী (রা.) থেকেও তিনি 'ইল্‌মী ফায়দা গ্রহণ করেছেন। এমনকি তিনি বাতির আকীদা পোষণকারী কায়সানীয়া থেকেও উপকৃত হয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ওস্তাদ হাম্মাদ (রাহ.)-এর সান্নিধ্যে থাকাবস্থায়ই অসংখ্য মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফুকাহা কিরামের সাথে মিলিত হয়েছেন। তাবি'গণের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীরতম। বিশেষত: ঐসব তাবি'ঈর সাথে, যাঁরা ফিক্‌হ ও ইজতিহাদের প্রখ্যাত সাহাব কিরামের সান্নিধ্যে থেকে 'ইল্‌মী ফায়দা গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি স্বয়ং বলেছেন,[২]

"تلقيت فقه عمر وفقه علي، وفقه عبد الله بن مسعود وفقه ابن عباس عن اصحابهم"

"আমি 'উমর, 'আলী, আবদুলাহ, ইব্‌ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এবং তাঁদের শিষ্য ও ছাত্রগণ থেকে "ইল্‌মে ফিক্‌হ' হাসিল করেছি।"

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শায়খ ও উস্তাদগণ বিভিন্ন মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং সকলেই কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামায়াত এবং 'আহলুর রায়'-এর ছিলেন না। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হাদীসবেত্তা এবং 'ইল্‌মুল কুরআনের মধ্যমণি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রাহ.)-এর বিশেষজ্ঞ ছাত্রও ছিলেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) পবিত্র মক্কার হেরেমে দীর্ঘ ছয় বছর অবস্থানে এ কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, নিশ্চয় তিনি সরাসরি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রাহ.)-এর কুরআনের 'ইল্‌ম তাঁর ছাত্র এবং তাবি'ঈগণের নিকট থেকে অর্জন করেছেন।[৩] অথবা কমপক্ষে তাবি'ঈগণের ছাত্রদের সূত্রে সে ইল্‌মের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। বিভিন্ন ধরণের আলিম

১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.)**, পৃ. ৪২।

২. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, ২খ.,পৃ. ১৯৬।

৩. محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى : ابو حنيفة, (মিসর: দারুল ফিকর-আল-আরবী), পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি এমন ব্যক্তি সদৃশ, যিনি রকমারি উপাদান থেকে খাদ্য গ্রহণ করেন এবং এসবের পরস্পরের সংমিশ্রণ থেকে এমন একটি মণি-মুক্তা বের করে আনেন, যার সাথে জীবনের স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা সম্পৃক্ত।[১]

এমনিভাবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এই বিভিন্ন গুণাগুণের উপাদান থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং তার সমষ্টি দ্বারা এমন একটি আধুনিক চিন্তাধারা ও দৃঢ় মজবুত 'রায়' বের করেন, যা ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। হযরত যায়িদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন যায়নুল আবেদীন (রাহ.) (মৃ. ৯২ হি./৭১১খৃ.) ছিলেন বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। ইল্‌মে কির'আত, 'ইল্‌মুল কুরআন , 'ইল্‌ম ফিক্‌হ ও 'ইল্‌মুল আকাইদে তিনি ছিলেন গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর জ্ঞানের গভীরতার কারণে মুতাযিলা সম্প্রদায় তাঁকে তাদের ইমামের মধ্যে গণ্য করত। এক বর্ণনা মতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) দু'বছর তাঁর ছাত্রত্বে কাটিয়েছেন। ইমাম আ'যমের ওস্তাদগণ বিভিন্ন মত ও পথের ছিলেন। কেউ ছিলেন 'ইল্‌ম হাদীসে প্রসিদ্ধ, যেমন ইমাম শা'বী (রাহ.)। কেউ কেউ ফিক্‌হ ও 'রায়'-এ ছিলেন প্রখ্যাত। অবশ্য তাঁর ওস্তাগণের মধ্যে এঁদের সংখ্যাই বেশি। তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর ছাত্র ইকরামা (রাহ.), হযরত ইব্‌ন 'উমর (রা.)-এর ছাত্র নাফি' (রাহ.) এবং মক্কার ফকীহ্‌ আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্‌ (রাহ.) থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। শেষোক্ত ব্যক্তির সান্নিধ্যে তিনি সুদীর্ঘকাল অবস্থান করেছেন এবং এ কথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি কুরআনের তাফসীর বিষয়ে আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্‌ (রাহ.)-এর সাথে মত বিনিময় করতেন এবং তাঁর থেকে 'ইল্‌মুল কুরআন শিক্ষা লাভ করেছেন। ইব্‌ন আবদুল বার (রাহ.) الانتقاء গ্রন্থে বলেন, "ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বলেন, আমি আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্‌ (রাহ.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন : "واتينه أهله ومثلهم معهم" (আমরা তাকে (আইউব) তার পরিবার-পরিজন দান করলাম এবং তার সমপরিমাণও)। আতা (রাহ.) বললেন: ": أتاه أهله" أهله তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন দেয়া হলো এবং তার সমপরিমাণও। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন, যারা কোন ব্যক্তির পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাদেরকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা কি জায়েয আছে? আতা (রাহ.) বললেন : আপনার অভিমত কি? আমি বললাম : হে আবূ মুহাম্মাদ! এর মর্ম হল "أجور أهله وأجورا مثل أجورهم" তাঁর পরিবারের প্রতিদান দিলাম এবং তার সমপরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিলাম।[২]

এ বর্ণনা থেকে দু'টি কথার প্রমাণ পাওয়া যায়

১. ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (রাহ.)-এর সাথে

১. محمد أبو زهرة المصرى : أبو حنيفة পৃ. ৬৪।

২. حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله، الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء تعالى: ٤٦٣ هـ,
(বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৩৬৯ হি./১৯৫০খৃ.), পৃ. ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে 'ইল্ম হাসিল করেছেন। যেহেতু আতা ১১৫ হি./৭৩৩ খৃ.তে ইন্তিকাল করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যাচ্ছে যে, হাম্মাদ (রাহ.)-এর ছাত্র থাকাকলীন সময়ে হজ্জে মক্কা মুকাররমায় গমন করলে তিনি 'ওলামায়ে কিরামের সাথে পর্যালোচনা করতেন। আর এ ধরনের জ্ঞানার্জনে হাম্মাদ (রাহ.)-এর ছাত্র হওয়াতে কোন বাধা ছিল না।[১]

২. আতা (রাহ.) পবিত্র মক্কায় কুরআনের তাফসীরের দরস প্রদান করতেন। পবিত্র মক্কার আলিমগণ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) (মৃ.৬৮হি./৬৮৭খৃ.)-এর 'ইল্মী উত্তরাধিকার পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যিনি বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন, বিশেষত কুরআনের নাসিখ ও মানসূখ বিষয়ে, তিনিও আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (রাহ.)। তিনি ১১৫ হি./৭৩৩ খৃ. তে মৃত্যুবরণ করেন। [২]

'ইল্ম ফিক্হ ক্ষেত্রে কূফা নগরী যে মহান উত্তরাধিখার পেয়েছিল, তা এ দু' মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ্ ও তাঁদের ছাত্রদের কারণে, যাঁরা কঠোরভাবে তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে চলতেন। হাম্মাদ (রাহ.) সমভাবে ইমাম শা'বী ও ইমাম নাখঈ (রাহ.)-এর ফিক্হী চিন্তাধারা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জানা যায় যে, ইমাম নাখঈ (রাহ.) যিনি মূলত 'আহলুর রায়' ছিলেন, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)তাঁর দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ইমাম শা'বী (রাহ.)-এর সম্পর্ক 'ফিকহুর রায়'-এর তুলনায় 'ফকিহুল আসার'-এর সাথে বেশি ছিল। তিনি হাদীস ও আসারে বেশি প্রভাবিত ছিলেন।[৩]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সুদীর্ঘ আঠার বছর পর্যন্ত ইমাম হাম্মাদ (রা.)-এর ছাত্রত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৪] ইরাকবাসিগণ তাঁর কাছেই হযরত 'আলী মুরতাযা (রা.) (ও. ৪১হি./৬৬১খৃ.) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) (৩৩হি./৬৫৪খৃ.)-এর ফিক্হ-র সারমর্ম শিখেছেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সরাসরি হাম্মাদ (রাহ.) (মৃ. ১২০হি. /৭৩৮খৃ.) থেকে ইমাম নাখঈ (রাহ.) (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খৃ) -এর 'ফাত্ওয়া শিখেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রাহ.) (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬৩ খৃ.) বলেন : ফিক্হ হানাফীর মূল উৎস হলো ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.)-এর বাণীসমূহ। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে তাঁর মূল বক্তব্য এরূপ,[৫]

"كان أبو حنيفة رضى الله عنه الزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لايجاوزه الا ماشاء الله، وكان عظيم الشأن فى التخريج على مذهبه، دقيق النظر فى وجوه التخريجات، مقبلاعلى الفروع أتم إقبال، وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا فلحض أقوال إبراهيم وأقرانه من كتاب الأثار، وجامع عبد الرزاق، مصنف أبى بكر بن أبى شيبه، ثم قايسه بمذهب أبى حنيفة تجدة لا يفارق تلك المحجة، إلا فى مواضع يسيرة وهو فى تلك المواضع اليسيرة أيضاً، لا يخرج عما ذهب إليه الفقهاء الكوفة-"

---

১. أبو زهرة المصرى الشافعى : أبو حنيفة محمد , (মিসর: দারুল ফিকর-আল-আরবী),পৃ. ৬৭।
২. أبو زهرة المصرى الشافعى : أبو حنيفة محمد ,পৃ. ৬৭।
৩. أبو زهرة المصرى الشافعى : أبو حنيفة محمد , পৃ. ১১০।
৪. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة للنعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.৪৫।
৫. حجة الله البالغة, شاه ولى الله دهلوى الحنفى رحمه الله تعالى، মৃ. ১১৭৬ হি./১৭৬৩খৃ., ১ খ., পৃ. ১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

"ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খৃ.) ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) (মৃ. ৯৫ হি./ ৭১৪খৃ) ও তাঁর সমমনা মাযহাবসমূহের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ওসব থেকে তিনি অতি অল্পই সরে গেছেন। ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.)-এর মাযহাবে উপর ফিক্হী মাসআলা বেরকরণে তিনি অতি পারদর্শী ও দক্ষ ছিলেন। মাসআলা বেরকরণের মৌলিক পদ্ধতিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং মাসআলার শাখা-প্রশাখা বিনির্মাণেও তিনি অত্যন্ত গভীর চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মসম্পাদনে অভ্যস্ত ছিলেন। যদি আপনি আমাদের বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি করতে আগ্রহী হন, তবে ইমাম ইবরাহীম (রাহ.)-এবং তাঁর সমমর্যাদাসম্পন্ন বাণী সম্বলিত কিতাবুল আসার, জামি আবদুর রাযযাক, মুসাননাফে আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (রাহ.) পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তারপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মাযহাবের সাথে তাঁদের মতের তুলনা করে দেখুন। আপনি অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন যে, কয়েকটি স্থান ব্যতীত তিনি কোথাও ব্যতিক্রম কিছু করেননি। আর সে স্থানসমূহেও তিনি কূফার ফকীহ্ গণের রীতিনীতি চ্যুত হননি।"[১]

হানাফী ফিক্হকে ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.)-এর বাণীসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করাতে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা বাস্তবতার দিক থেকে সন্দেহের উর্ধ্বে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর সুদীর্ঘকালের ওস্তাদ হাম্মাদ (রাহ.)-এর সান্নিধ্য এবং বর্ণনাকারীদের বর্ণনা অনুসারে ইমাম নাখ'ঈ (রাহ.)-এর ফিক্হ হাম্মাদ (রাহ.) (মৃ. ১২০হি. /৭৩৮খৃ.)-এর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা এ কথা প্রমাণ করে যে, হানাফী ফিক্হ-এর মূল উৎস, সেই ফিক্হ-র ভাণ্ডার যা হাম্মাদ (রাহ.) ইবরাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) থেকে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন।[২] হানাফীদের 'আসার' সংক্রান্ত গ্রন্থসমুহ অধ্যয়ন করলে এ বাস্তবতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাম্মাদ (রাহ.) (মৃ. ১২০হি. /৭৩৮খৃ.)-এর ওফাতের পরও আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে পাঠদান ও পাঠগ্রহণের ধারাবাহিকতা বন্ধ করেন নি, বরং তিনি সেই 'ওলামায়ে দীন এর ন্যায় জ্ঞানদান ও জ্ঞানার্জনের সিলসিলা অক্ষুন্ন রাখেন, যাঁরা এ কথার উপর আমল করেছেন,[২]

"لايزال الرجل عالما مادام يطلب العلم فاذا ظن أنه علم فقد جهل"

"যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি জ্ঞানার্জন অক্ষুন্ন রাখেন, তবে তিনি আলিম হতে থাকেন। আর যখন তিনি নিজকে আলিম জ্ঞান করতে থাকেন, তখন তিনি জাহিল (মূর্খ) হয়ে যান।"

---

১. حجة الله البالغة, شاه ولى الله دهلوى الحنفى رحمه الله تعالى, মৃ. ১১৭৬ হি./১৭৬৩খৃ., (লাহোর: আল মাকতাবাহ আল সালাফিয়্যাহ, ১৯৭৫), ১ খ., পৃ. ১৪৬।

২. **Abu Hanifah: Encyclopedia Britannica, Britannica Concise** , (http://concise.britannica.com/ebc/article-9354445/Abu-Hanifah, 2007).

২. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

আহলে বায়াতের বিশিষ্ট আলিমগণের সংস্পর্শে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)

মুহাম্মাদ বাকির ইব্ন যায়নুল আবেদীন (রাহ.) ছিলেন যায়িদ ইব্ন 'আলী (রাহ.)-এঁর সহোদর। তিনি তাঁর পূর্বেই এ নশ্বর জগৎ ত্যাগ করেন। তিনি শী'আ ইমামিয়াদের ইমাম ছিলেন। ইমামিয়াদের দু'টি বিখ্যাত উপ-দল ইস্না আশারিয়া এবং ইসমাঈলিয়া উভয় দলেই তাঁর ইমাম হওয়ায় বিষয়ে একমত। ইমাম বাকির باقر তাঁর উপাধি। একবার কতিপয় ইরাকী লোক হযরত আবূ বকর 'উমর ও উসমান (রা.)-এর নাম উচ্চারণ অশালীনভাবে করেছিল এতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং কঠোর হুশিয়ারীর সাথে বলছিলেন : তোমরা কি মুহাজির, যাদেরকে তাদের দেশ হতে বের করে দেওয়া হয়েছিল, এমনকি ধন-সম্পদ থেকেও? তারা বলল, না! তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তারা (আনসার) যারা তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) থাকতে দিয়েছ এবং নিজেরা স্বয়ং ঈমানও গ্রহণ করছে? তারা বলল, না। তিনি তারপর বললেন, তোমরা তারাও নও, যাঁদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন,[১]

"والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان"

"যারা তাঁদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন।" তারপর তিনি বললেন, "তোমরা এখানে থেকে চলে যাও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে (সত্য থেকে) দূরে রাখুন। তোমরা মুখে ইসলামের দাবিদার, কিন্তু মূলত ইসলামের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।" ইমাম বাকির (রাহ.) ১১৪ হি./৭৩২খৃ.তে ইন্তিকাল করেন।[২]

ইমাম বাকির (রাহ.) এঁর ভালবাসায় সিক্ত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা

হযরত ইমাম বাকির (রাহ.) সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে গেলে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সাহেবের এক অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেল। একবার ইমাম আ'যম সাহেব মদীনায় যেয়ে ইমাম বাকের সাহেবের নিকট উপস্থিত হলেন। ইমাম বাকির (রাহ.) ছিলেন হযরত 'আলী রাযিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুর বংশধর। বিভিন্ন লোকের নানারূপ বিরূপ সমালোচনা শ্রবণ করে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)এর উপর বিরাগ মনোভাব পোষণ করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (রাহ.) অত্যন্ত বড় 'আলিমে দ্বীন ছিলেন। জানা যায় যে, তাঁর সাথে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর দেখা মদীনা শরীফে হয়েছিল, যখন তাঁর ফিক্হ ও রায়-এর সূচনা হয়েছিল মাত্র। ইমাম বাকির (রা.) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : আপনি তো আমার মাতামহের দ্বীনকে ক্বিয়াস দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। ইমাম বাকির (রাহ.) বললেন, আপনি তো পরিবর্তন করেছেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, আপনি মেহেরবানী করে বসুন, যাতে আমিও আদবের সাথে বলতে পারি।[৩]

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল হাশর, আয়াতঃ ১০।

২. সা'আদ হাসান সাহিব অনু.(উর্দূ), **মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা, (পাকিস্তান)**, ভূমিকা অংশ, পৃ, ২৩; أبو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى পৃ. ৭০,

৩. আল্লামা শিবলী নো'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ২৬; মাওলানা আশরাফ 'আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.),** পৃ. ৩৫ ; http://hujra.forumwise.com/hujra-forum-79.html.

Dhaka University Institutional Repository

কেননা আপনি আমার নিকট এমন সম্মানের যোগ্য যেমন সাহাবায়ে কিরাম-এঁর দৃষ্টিতে আপনার মাতামহ |নবী করীম (সা.)| সম্মানিত ছিলেন। ইমাম বাকির (রাহ.) (রজব ১, ৫৭-যিলহজ্জ ৭, ১১৪হি./ মে ১০, ৬৭৭- জানুয়ারী ২৮, ৭৩৩খৃ.) বসলেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-ও হাঁটু গেড়ে আদবের সাথে তাঁর সামনে বসলেন। তারপর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাস করতে চাই, তার জবাব দিলে বাধিত হব।[১]

প্রথম প্রশ্ন : পুরুষ দুর্বল না নারী? তিনি বললেন, নারী।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন, জিহাদে গণীমত নারীরা কত অংশ পায়? তিনি বললেন, পুরুষ দু'অংশ, নারী এক অংশ।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, এই হলো আপনার মাতামহের ফরমান বা নির্দেশ। যদি আমি তাঁর দীনকে পরিবর্তন করতাম, তবে ক্বিয়াসের মতে পুরুষকে এক অংশ দিতাম এবং নারীকে দু অংশ। কেননা নারীরা দুর্বল।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন, অনুগ্রহ করে বলেন, সালাত উত্তম না সিয়াম? তিনি বললেন, সালাত।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, এই হলো আপনার মাতামহের বাণী। যদি আমি এই বাণী পরিবর্তন করতাম, তবে নারীদেরকে বলতাম, ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর সাওমের পরিবর্তে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় কর।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন, আমাকে অনুগ্রহ করে বলেন , প্রস্রাব অধিক অপবিত্র না বীর্য? তিনি বললেন, বীর্য।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন, যদি আমি ক্বিয়াস দ্বারা আপনার নানাজানের দীনকে পরিবর্তন করে দিতাম তবে ফাত্ওয়া দিতাম যে, প্রস্রাবের পর গোসল করতে হবে আর বীর্যপাত হলে উযূ। আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এ ধরনের পরিবর্তন কিভাবে করতে পারি?

ইমাম বাকির (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর কপালে চুমু খেলেন এবং তাঁকে সম্মান দেখালেন।

এ বিতর্কের ঘটনা আল্লামা মুওয়াফ্ফাক আল মাক্কী (রাহ.) স্বীয় মানাকিব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। জানা যায় যে, এ দেখা উভয়ের মধ্যে প্রথম দেখা। ইমাম বাকির (রাহ.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে এতটুকুই জানতেন যে, তিনি কিয়াসে সুপ্রসিদ্ধ। এ কারণে তিনি তাঁকে এ ধরনের প্রশ্ন করেছেন, যা সাধারণত কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে করা হয়ে থাকে। যখন ইমাম বাকির (রাহ.) অবগত হলেন

---

১. আল্লামা শিবলী নো'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ২৬; রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ.৩৫; আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** **(হায়দারাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ,** ১ম প্রকাশ ১৩২১হি.); محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২৭৯;

Dhaka University Institutional Repository

যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) শারঈ দলীল থাকলে ক্বিয়াসের উপর আমল করেন না, তখন তিনি তাঁর কপালে চুমু দিলেন।[১]

গবেষণায় আরও জানা যায় যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) হাম্মাদ (রাহ.)-এর ছাত্র থাকাকালেই ফিক্‌হ ও কিয়াসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং হাম্মাদ (রাহ.)-এর হালকায়ে দরসে শামিল হওয়া, সুখ্যাতি অর্জন করা এবং তাঁর চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার ও প্রসারে বাধা ছিল না। কেননা হাম্মাদ (রাহ.)-এর মৃত্যু সন হলো ১২০ হি./৭৩৮খৃ., এবং ইমাম বাকির (রা.) ওফাত পান ১১৪ হি./৭৩৩খৃ.তে। কাজেই স্পষ্টত তাঁদের মধ্যেকার দেখা ও বিতর্ক হাম্মাদ (রাহ.)-এর জীবদ্দশায় হয়েছিল। ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সুখ্যাতি হাম্মাদ (রাহ.)-এর ছাত্র থাকাকালেই দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর জীবন চরিতেও এ সথ্যতার প্রমাণ মিলে। কেননা বাসরায় তাঁর আসা যাওয়া হজ্জের বিভিন্ন সফরে 'ওলামায়ে কিরামের সাথে তাঁর মেলামেশা এবং হাম্মাদ (রাহ.) থেকে আহরিত ফিক্‌হ ও ক্বিয়াসের বিষয়ে উলামা কিরামের সংঘে আলোচনা ও পর্যালোচনা তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার কারণ। যদিও তিনি হাম্মাদ (রাহ.)-এর জীবদ্দশায় নিজের পৃথক কোন 'হালকায়ে দারস' প্রতিষ্ঠা করেননি।[২]

ইমাম বাকির (রাহ.)-এর ন্যায় তাঁর পুত্র ইমাম জাফর সাদিক (রাহ.) (রাবিউল আউয়াল ১৭, ৮৩- শাওয়াল ২৫, ১৪৮হি./ এপ্রিল ২০, ৭০২- ডিসেম্বর ৪, ৭৬৫খৃ.)-এর সাথেও ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর 'ইল্‌মী সুসম্পর্ক ছিল। তাঁরা দু'জনই ছিলেন একই যুগের এবং সমবয়সী। কিন্তু তিনি ওফাত পান ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর ওফাতের দু'বছর পূর্বে ১৪৮হি./৭৬৫খৃ.তে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর শানে বলতেন,[৩]

"والله مارأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق"

"আমি ইমাম জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ সাদিক (রাহ.)-এঁর চেয়ে বড় ফকীহ্ কখনো দেখি নি।"

একবার খলীফা মানসূর বললেন, আবূ হানীফা! লোকজন জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর উপর অধিক আসক্ত। তাঁর জন্য কিছু জটিল মাসআলা তৈরি করুন। তিনি তাঁর জন্য চল্লিশটি মাসআলা অনুসন্ধান করলেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, 'হীরা' নগরে যখন আমি খলীফা মানসূর-এর দরবারে এলাম, তখন জাফর সাদিক (রাহ.) তাঁর ডান পার্শ্বে বসা ছিল। আমি তাঁকে দেখে এতটা অভিভূত হলাম যে, খলীফা মানসূরকে দেখে কখনও এমনটি হতাম না। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিয়ে আমাকে বসার জন্য ইংগিত করলেন। আমি বসে পড়লাম।

১. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.) ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২৭৯; http://hujra.forumwise.com/hujra-forum-79.html.

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.৫১।

৩. মুফতী গোলাম রসূল, **সুবহে সাদিক**, (পাকিস্তান), পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা মানসূর ইমাম জাফর সাদিক (রাহ.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আবূ আবদুল্লাহ। ইনি হচ্ছেন, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)। জাফর সাদিক (রাহ.) বললেন, বেশ ভাল। তারপর খলীফা মানসূর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আবূ আবদুল্লাহকে মাসআলাগুলো জিজ্ঞাসা করুণ।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছিলাম আর তিনি জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি প্রশ্নের জবাবে বলছিলেন : "তোমরা ইরাকীগণ এই বলছ" "মদীনাবাসীগণ এই বলেছেন" এবং "আমাদের মতামত এই।" তিনি কখনো আমাদের অনুকূলে 'ফাত্ওয়া' দিতেন, কখনো আমাদের প্রতিকূলে। এভাবে চল্লিশটি মাসআলার জিজ্ঞাসা পর্ব সমাপ্ত হলো। তিনি কোন মাসআলার জবাব ছেড়ে যাননি। তারপর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন :

"إن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس"

"সবচেয়ে বড় আলিম হলেন তিনি, যিনি মানুষের মতপার্থক্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।"

এ ঘটনা প্রবাহে বুঝা যায় যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রথম দেখাতেই ইমাম জাফর সাদিক (রাহ.)-এর জ্ঞানের গভীরতা আঁচ করতে পেরেছেন এবং তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, 'ইল্মে ফিক্হ-এ জাফর সাদিকের বিশেষ মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। সন্দেহাতীতভাবে এ ঘটনা সে সময়কাল হবে, যখন খলীফা মানসূর ও 'আলী (রা.)-এর সন্তানদের মধ্যে শত্রুতা ও বিরোধ সৃষ্টি হয় নাই। সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম জাফর সাদিক (রাহ.)-কে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) 'ওস্তাগণের মধ্যে গণ্য করেছেন।[১]

Abu Hanifah sat for a long time at Imam Baqir's feet and acquired from him much valuable knowledge of *Fiqh* and *Hadith* not available anywhere else. Shi'ahs and Sunnis are agreed that Abu Hanifah derived much of his learning from Baqir. He learned a great deal from the Imam's son, ja`far Sadiq also, which fact is generally mentioned in the Historybooks. Ibn taimiyyah, however, denies this on the ground that Abu Hanifah and Ja`far Sadiq were contemporaries and equals, which ruled out the probability of the former being the latter's pupil. But I consider this sheer impudence and lack of comprehension on Ibn taimiyyah's part. For all his greatness as an original thinker and master of *Fiqh*, Abu Hanifah could not compare in learning with Imam Ja`far Sadiq. the *Ahl-iBait* were the fountainhead of *Iladith* and *Figh* and, in fact, all religious learning. "the master of the house knows best what is in it," to quote a well-known Arabic saying.[২]

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) হযরত ইমাম বাকির (রাহ.) এর

---

১. ابو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى, (মিসর: দারুল ফিকর-আল-আরবী. তা.বি.), পৃ. ৭২।

২. M. Hadi Hussain, **Imam Abu Hanifah Life and works,** P.24.

Dhaka University Institutional Repository

শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘ দিন যাবৎ 'ইল্‌মে মা'রিফাতের তালিম নেন এবং তিনি বলেন,[১] " لولاسنتان لهلك نعمان " অর্থাৎ "যদি আমি ইমাম বাকির (রাহ.) এঁর সান্নিধ্যে দু'বছর (১১২-১১৪হি.) মা'রিফাতে হাসিল না করতাম তবে হালাক হয়ে যেতাম।" আল্লামা মাক্কী, ইব্‌ন বাযাযী (রাহ.) ও অন্যান্য মনীষীবৃন্দ রচিত মানাকিব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসান (রাহ.)-এর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে অত্যন্ত আদবের সাথে বসতেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস, অত্যন্ত সত্যবাদী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইমাম মালিক এবং সুফয়ান সাওরী (রাহ.)-এর ন্যায় প্রখ্যাত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণও তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানিত আবিদ ও তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তি ছিলেন। খলীফা 'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের (রাহ.) দরবারে তাঁর শুভাগমনে তিনি তাঁকে সম্মান করেছেন। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথমদিকে খলীফা সাফ্‌ফাহর সাথে দেখা হলে তিনি তাঁর সম্মান করেছেন এবং এক সহস্র দিনার দান করেছেন। খলীফা মানসূর-এর রাজত্বকালে সম্পর্ক বিরূপ আকার ধারণ করল। খলীফা তাঁর পরিবার-পরিজনের সাথে খারাপ আচরণ করলেন। এমন কি বন্দী করে তাঁদের সবাইকে মদীনা শরীফ থেকে হাশেমিয়া পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেই বন্দী অবস্থায় তাঁর অধিকাংশ বংশধর মারা গেলেন। হযরত 'আলী মুরতাযা (রা.)-এর বংশধরগণ বিশেষভাবে আব্বাসীয়দের নির্যাতন ও কঠোরতার শিকার হয়েছেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসান (রাহ.)-এর বংশধরগণ এ বিষয়ে সবার শীর্ষে। এ কারণেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) আব্বাসীয়দের উপর রুষ্ট হয়ে খলীফা মানসূরের কঠোর সমালোচনা করতে থাকেন। কেননা আবূ হানীফা (রাহ.) হযরত 'আলী মুরতাযা (রা.)-এর সন্তানদেরকে খুব ভালবাসতেন। তদুপরি হযরত 'আলী (রা.)-এর সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তাঁর ওস্তাদছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান (রাহ.)-এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান (রাহ.) ১৪৫ হি./৭৬২খৃ.তে পঁচাত্তর বছর বয়সে নশ্বর জগত ত্যাগ করে অবিনশ্বর জগতে পাড়ি দেন। তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। কেননা তাঁর জন্ম হয়েছিল ৭০ হি./৬৮৯খৃ.তে।[২] তিনি হযরত 'আলী (রাহ.) কে হযরত উসমান (রাহ.) এর চেয়ে বেশী ভালবাসতেন[৩] এবং বিশ্বাস করতেন মর্যাদার স্তরে নবীর বংশের ব্যাক্তিগণ থেকে অন্য কেহ উপরে হতে পারে না।[৪] ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) শুধু স্বীয় মাসলাক এবং আহলে বায়াতের ইমামগণের সাথেই 'ইল্‌মী সম্পর্ক রাখেননি, বরং মানাকিব গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি

১. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রাহ.), **পীর ধরার অকাট্য দলিল,** (**সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ,** : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং), পৃ ৪৮; মুফতী গোলাম রসূল, **সুবহে সাদিক, (পাকিস্তান),** পৃ. ১৮৬ ; http://hujra.forumwise.com/hujra-forum-79.html,

২. محمد أبو زهرة المصرى : أبو حنيفة পৃ. ৭২-৭৩।

৩. আল কারদারী, **মানাকিব আল ইমাম 'আযম,** (**হায়দরাবাদ** : দাইরাতুল-মারিফ, ১৯০৩), ২খ., পৃ.৭২।

৪. ইব্‌ন আবদুল বার, **আল ইনতিকা,** (**কায়রো**: আল মাকতাবাত আল কুদসী, ১৩৭০/১৯৫০), পৃ. ১৬৩; আল সারাখাই, **শার আল সিয়ার আল কাবীর,** (মিসরঃ শিরকাহ মুসাহমাহ, মিসূরিয়া, ১৯৫৭), ২খ.।

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় বিদ্'আতপন্থী ও বিভ্রান্ত উপ-দল থেকেও জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং কতিপয় ভ্রান্ত দল তাঁকে তাদের ওস্তাদ বলে দাবিও করত। এমন কি জাবির ইব্‌ন ইয়াযীদ জূফী-এর ন্যায় গোঁড়া শী'আকেও তাঁর ওস্তাদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। জূফী মহানবী (সা.), হযরত 'আলী (রা.) (মৃ. ৪১হি./৬৬১খৃ.) এবং অপরাপর শী'আ ইমামদের পুন: আগমনে বিশ্বাসী। ইব্‌ন বাযাযী (রাহ.) স্বীয় মনাকিবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) গ্রন্থে লিখেছেন যে, জাবির-এর পিতা ইয়াযীদ (জঘন্য ইয়াহূদী নেতা সন্ত্রাসবাদের হোতা)-এর সাথে পরিচিত ছিল। কিন্তু আমাদের মতে কোনক্রমেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সে সাবাঈ শী'আ ছিল না। কেননা, সাবাঈ শী'আরা হযরত 'আলী (রা.)-কে 'ইলাহ' অথবা ইলাহ্-র নিকটবর্তী মনে করত। হযরত 'আলী (রা.) স্বয়ং তাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ভুক্ত বলেছেন। সুতরাং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মত মহান ব্যক্তিত্ব কাফির ব্যক্তি থেকে জ্ঞান আহরণ করবেন, তা কি করে সম্ভব? তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি জাবির জূফী থেকে আকলিয়াত (মানতিক, হিকমত, দর্শন ও গণিত ইত্যাদি) পাঠ করেছিলেন। তবে তিনি এ বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন যে, জাবির জূফী সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত এবং এক বিশেষ বিদ্'আতের শিকার। তিনি বলতেন,[১]

"جابر الجعفى افسد نفسه بالهوى الذى أظهره، وليس عندى فى الكوفة فى بابه أكبر منه"

"জাবির জূফী বিদ্'আতের প্রকাশ ও প্রচার করে নিজকে ভ্রান্তিতে জড়িয়ে ফেলেছেন, অথচ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কূফাতে তার সমকক্ষ কেউ নেই।" তিনি বলেন যে, জাবির জূফীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে দক্ষতা ছিল না। সম্ভবত মাসআলা বেরকরণের কোন ক্ষেত্রে অথবা আকলিয়্যাত বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য ছিল।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) জাবির জূফীর সাথে মত বিনিময় ও দৃষ্টিভঙ্গির আদান প্রদান করতেন। তবে স্বীয় সহচর ও ছাত্রগণকে তার সান্নিধ্য যেতে বারণ করতেন। তাঁর আশংকা ছিল যে, জাবির নিজের প্রজ্ঞা ও চিন্তাধারা দ্বারা তাদের ভ্রান্তি তে ফেলতে যেন কামিয়াব না হতে পারে। তিনি তাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করতেন। 'মীযানুল ইতিদাল' (ميزان الإعتدال) গ্রন্থে আছে :

"قال أبو يحيى الحمانى سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء، ولا أكذب من جابر الجعفى-"

"আবূ ইয়াহইয়া হামানী (রাহ.) বলেন, আমি আবূ হানীফা (রাহ.)-কে বলতে শুনেছি যে, আতা (রাহ.)-এর ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং জাবির জূফীর ন্যায় জঘন্য মিথ্যাবাদী লোক আর দেখি নাই।"

এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে পারদর্শিতা রাখতে ইমাম আ'যম (রাহ.) তাঁর থেকে উপকৃত হতেন। যদিও তাঁর কোন কোন চিন্ত ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারেই ভিত্তিহীন এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত।

১. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, ২ খ., পৃ. ৮৮।

তিনি ভাল ও সঠিক কথাগুলো গ্রহণ করতেন এবং বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। তিনি ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে ভালকে গ্রহণ করতেন আর মন্দকে পরিহার করতেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে যেখানে যা পেতেন, আহরণ করতেন এবং তার বাহক কে, সে বিষয়ে চিন্তা করতেন না। 'ইল্‌মে র পাত্র পংকিলতা থেকে মুক্ত না হলেও তিনি তা থেকে 'ইল্‌ম আহরণে কোন বাধা মনে করতেন না, তবে তাঁর শর্ত ছিল, পংকিলতামুক্ত স্বচ্ছ 'ইল্‌ম আহরণে যেন কোন বিপত্তি না থাকে। 'ইল্‌মে র এই যাচাই-বাছাই একমাত্র এমন বিশেষ ব্যক্তিই করতে পারেন যিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাধারার উচ্চমার্গে আসীন এবং সে চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির কোন দিক তার বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে সমাজ ও সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর কিছু সৃষ্টি না করে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এ বিষয়ে ছিলেন অনন্য সাধারণ তীক্ষ্ম প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার চরম শিখরে উত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর যুগে উলামায়ে কিরাম দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন :

প্রথমত, যাঁরা ইসলামী ফিক্‌হ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন, কোন অবস্থাতেই তাঁরা তার সীমারেখা অতিক্রম করতেন না। যদি তাতে প্রশস্ততার বা ব্যাপকতার প্রয়োজন অনুভব করতেন, তবুও মাসআলা বেরকরণ ও ক্বিয়াস থেকে বিরত থাকতেন।

দ্বিতীয়ত, সে উলামায়ে কিরাম যাঁরা 'ইল্‌মুল-কালাম বা কালাম শাস্ত্র চর্চা করতেন এবং তা বুঝার জন্য দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করতেন। অধিকাংশ সময় তাঁরা দর্শন শাস্ত্রের প্রভাবে দ্বীনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে বহু দূরে সরে যেতেন। সে যুগে এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব রূপকথার মত ছিল যিনি ফিক্‌হ-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও গভীর মাসাইল-এর উপর দক্ষতা রাখতেন এবং সমান্তরালভাবে সে সব বুদ্ধিবৃত্তিক মাসাইল সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন, যা ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যিকার অর্থে সত্য ও কল্যাণের বাহক ছিল। আর এতে প্রকৃতপক্ষে কোন বাড়াবাড়ি এবং মহান উদ্দেশ্যের বিচ্যুতিও ছিল না। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সেই সংযত মধ্যম পন্থার উপর চলেন এবং তাঁর গন্তব্যে পৌঁছেন তিনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নি। সংগত কারণেই তিনি সময়ের চাহিদা ও দাবির প্রেক্ষিতে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণে আত্মনিয়োগ করেন এবং গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি সকল পথ ও মতের উপর বিচরণ করেছেন, সকল ঘাটে থেমেছেন কিন্তু সঠিক বুদ্ধিমত্তা, সুদৃঢ় দীন এবং ভাল মন্দ যাচাই-বাছাই বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতি কখনো পরিত্যাগ করেননি। তিনি নিজে অনুধাবন করতে পারতেন যে, তাঁর ছাত্রগণ এ সকল জটিলতা থেকে নিজকে বাঁচাতে সক্ষম হবে না, তাই তিনি তাঁদের 'ফিক্‌হ' ভিন্ন অপরাপর জ্ঞানের উপর চিন্তা-গবেষণা করতে এবং ফকীহ্ গণ ব্যতীত অপরাপর ব্যক্তিগণের সাথে মেলামেশা করতে বারণ করতেন। আমরা ইতোপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি তাঁর পুত্র হাম্মাদকে "ইল্‌মুল কালাম' অধ্যয়নে কিভাবে নিষেধ করেছিলেন, কারন সে তা না ও বুঝতে পারে। অথচ তিনি স্বয়ং "ইল্‌মুল কালামে' একজন যুগশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[১]

১. محمد أبو زهرة المصرى : أبو حنيفة পৃ. ৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গবেষণা ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন

সূক্ষ্ম গবেষক ছাড়া কোন বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বে যারা গবেষণা করে তাদের গবেষণার ফসলটি পরবর্তী যুগের গবেষকগণ ভূল প্রমাণিত করে অথবা ব্যাপক সংশোধন করতে হয়। এর কারন পূর্বের গবেষক গবেষণাটির খুব বেশী গভীরে পৌঁছাতে অক্ষম ছিল। যার ফলে পরবর্তী যুগে যারা আরো গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়, তারা পূর্বের আবিষ্কারকে ভূল প্রমাণিত করতে পারে।

সাধারণ মানুষের মাস্তিস্কের (Human Brain) যে কোষগুলো আছে তার দু থেকে তিন ভাগ ব্যবহার করে খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা, জ্ঞান বুদ্ধি, বিবেক বিবেচনা ও গবেষণা ইত্যাদি কাজ করে থাকে, মস্তিস্কের বাকী ৯৭%-৯৮% ভাগই সুপ্ত (Dorment) অবস্থায় থাকে। বিভিন্ন গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ তার সুপ্তকোষের সর্বাধিক আট থেকে নয় ভাগ কর্মক্ষম করে তুলতে পারে। বাকী সবগুলোই সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উল্লেখ্য যারা গভীর গবেষণা করে না তাদের মস্তিস্কের মাত্র ১.৫% কাজ করে। বিজ্ঞানী নিউটনের ৭% ও আইনষ্টাইনের ৯% কাজ করতো বলে তথ্য পাওয়া যায়।[১]

এ মহাবিশ্বে (Universe) একমাত্র সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মহানবী মহারাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মস্তিস্কই ১০০% কাজ করত, যার ফলে তিনি তাঁর মস্তিস্ক দিয়ে যা বুঝতে পারতেন এবং যা করতে পারতেন এবং যা বলতে পারতেন তা সামান্য বুঝতে সাধারন মানুষ তো অনেক দুরের কথা বড় বড় গবেষকগণের ও সময় লাগেছে দির্ঘ্য কাল। এমনকি আজ প্রায় পনেরশত বছর পরও গবেষকগণ তাঁর বিভিন্ন হাদীস শরীফ বা মহাথিওরীগুলোর (The Great theory) ব্যাখ্যা কিছু কিছু করতে পারছেন। হাদীস শরীফ বা মহাথিওরীগুলো সূক্ষ্মভাবে বুঝতে হলেও মস্তিস্কের অন্তত ২৭% ভাগ কাজ করা প্রয়োজন। ব্যাপারটি এমন যে একজন সপ্তমশ্রেনী পাশ করা ছাত্রের পক্ষে কিছুতেই আরবী সাহিত্যের জটিল বিষয় (Critical Subject of Arabic Literature) বুঝা সম্ভব না। তাকে অন্তত আরবী সাহিত্যে বি.এ (অনার্স) করতে হবে।

মহানবী (সা.) বলেন,[২]

"اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله"

"তোমরা মু'মিনের অন্তর দৃষ্টিকে ভয় কর; নিশ্চয় তারা আল্লাহ তায়ালার নূর দ্বারা দেখতে পায়।"

---

১. Prof. Muhammad Azharul Islam Siddiquee, **A Philosophy of Astronomy**, (**Siddique Nagar, Manikganj:** Siddiquea Foundation Bangladesh, 1991), Ch. 3, P.68.

২. جامع الترمذي كتاب التفسير سورة الحجر -٧٥

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত হাদীস শরীফ বা মহাথিওরীটি গবেষণা করলে যে অনুসিদ্ধান্তটি বেরিয়ে আসে তা হল, মুমিন ব্যাক্তি যারা পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল তাদের মস্তিস্ক অনেক বেশী কাজ করে এবং তারা আল্লাহর নুর বা রহমত বা বিশেষ জ্ঞান বা 'ইলম লাদুন্নির দ্বারা অনেক দুর বা আনেক জটিল বিষয় বা অতি সূক্ষ্ম গবেষণা করা বা কয়েকশত বছর পরের পরিস্থিতি বা সাধারন মানুষ যা দেখে না বা বুঝে না বা পারে না, তাঁরা তা দেখে বা বুঝে বা করতে পারে।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খৃ.) জন্মের পূর্ব থেকে পূর্ণ ইসলামে দাখিল থাকার ফলে মহান আল্লাহপাকের বিশেষ রহমত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর ফিরাসাত বা অর্ন্তদৃষ্টি বা সূক্ষ্ম গবেষণা করা বা তাৎক্ষণিক গবেষণা (Instant Research) করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী ছিল। তাঁর প্রায় ৭০ বছরের জীবনে বিভিন্ন জ্ঞান ও গবেষণা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর মস্তিস্ক কমপক্ষে ২৭% কাজ করেছে। যার ফলে হুজুর (সা.) এর হাদীস শরীফ এবং পবিত্র কুরআন শরীফের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা গুলো সহজে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ইসলামী আইন বা ফিক্‌হ আবিস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং বলিষ্ঠ হস্তে বিশ্বকে 'ইলম ফিক্‌হ উপহার দিয়ে গোটা মুসলিম বিশ্বকে একটি শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। তা না হলে যাদের মস্তিস্ক ০.৫%, ১.০%, ১.৫% বা ২.০% কাজ করে তারা তৎকালীন ভয়ানক বিপদের যুগে কুরআন শরীফ বা হাদীস শরীফের সূক্ষ্ম দিকনির্দেশনাগুলো না বুঝে হয়ত মুসলিম বিশ্বকে একটি জটিল সমস্যায় ফেলত।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) 'ইল্‌মের গূঢ় রহস্য অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং তার গভীর মর্মমূল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি মাসআলার গভীরে যেতে চেষ্টা-সাধনা করতেন, তার রহস্য ও মর্মানুসন্ধান করতেন এবং এর মূলনীতি ও রীতিনীতি অনুধাবন করে তাকে তাঁর অপরাপর মাসআলার জন্য ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করতেন। তিনি হাদীসের শব্দের পারস্পারিক সম্পর্ক থেকে আহকামের ইল্লাত বের করতেন। তিনি হাদীসের বাহ্যিকতার উপর নির্ভর না করে এর প্রকৃত মর্ম অনুসন্ধান করতেন ও তা থেকে ইল্লাত বের করতেন। সার্মঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা ও উদাহরণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেন এবং বিধিবদ্ধ বিধানকে মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করে সামঞ্জস্য ও সমপর্যায়ের বা সার্দশ্যপূর্ণ বিষয়ের জন্য ভিত্তি রচনা করতেন।[১]

খতীব বাগদাদী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণনা করেন,[২] আবূ হানীফা (রাহ.) বুদ্ধিমত্তা কথা কর্মে এবং চালচলনেও প্রকাশ হত। 'আলী ইব্‌ন আছেম বর্ণনা করেন,[৩] ইমাম আবূ হানীফার বুদ্ধিকে যদি অর্ধেক দুনিয়ার বুদ্ধির দ্বারা ওজন করা

---

১. محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى : ابو حنيفة, (মিসর: দারুল ফিকর-আল-আরবী), পৃ. ৫৬।
২. تاريخ بغداد : الخطيب , (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ. ৩৬৪; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, ১৫ অ., পৃ. ২৪৬
৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند),محمد ابن يوسف,পৃ. ২১৪,

Dhaka University Institutional Repository

হয় তাহলে আবূ হানীফা (রাহ.) এর বুদ্ধির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।

খারেজা ইব্ন মুদুয়াব বর্ণনা করেন এক হাজার ওলামা মাশায়েখের সাথে আমার সাক্ষাৎ লাভ হয়েছে তার মধ্যে তিন চারজনকে সুক্ষ্ম বুদ্ধিমান পেয়েছি আবূ হানীফা (রাহ.) তাদেও মধ্যে অন্যতম।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) একমাত্র সে সব বিষয়েই চিন্তা-গবেষণা এবং আলোচনা ও পর্যালোচনার পক্ষপাতি ছিলেন, যে সব বিষয়ে তাঁর পূর্ববর্তী সৎ বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। অথবা পূর্ববর্তীগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বক্তব্যের প্রতিরোধ এবং মহান পবিত্র দ্বীনের সংরক্ষণ ও বিরোধীদের প্রদমনে প্রয়োজন মাফিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে গভীর মনোনিবেশকারীর গুণে গুণান্বিত করেছিলেন। অপরের চেতনায় ও ধ্যান-ধারণায় তিনি বিগলিত হয়ে যেতেন না বা নিজকে হারিয়ে ফেলতেন না। ইমামের গভীর মনোনিবেশ ও পান্ডিত্যে তাঁর শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান পর্যন্ত ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তিনি প্রতিটি বিষয় গভীরভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। পরিপূর্ণভাবে প্রতিটি বিষয় তাঁর প্রজ্ঞা, গবেষণার ভিত্তিতে পরিমাপ করে গ্রহণ করতেন। এ ছিল চিন্তা ও গবেষণায় তাঁর স্বকীয় স্বাধীনতার ফলাফল যে, তিনি চিন্তা-চেতনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে কারো অন্ধ অনুসারী ছিলেন না। সরাসরি তিনি কিতাবুল্লাহ্ (কুরআন), সুন্নাহ্ ও সাহাবা কিরামের উক্তি থেকে মাসআলা গ্রহণ করতেন। অবনত মস্তকে ইব্না বাক্যে কুরআন , সুন্নাহ্ ও সাহাবা কিরামের উক্তি মেনে নিতেন।[২]

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)(১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.) বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমার এমন কোন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই যে এই কথা বলতে পারে আমি আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বেশী বুদ্ধিমান বা তারচেয়ে মর্যাদাশীল কাউকে দেখেছি।[৩]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর চিন্তাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর ও সুগভীর। গবেষণাকলে প্রকাশ্য দলীল ও মূলভাষ্যের প্রকাশ্য শব্দাবলীর মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকতেন না, বরং তিনি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে তাঁর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অর্থ অনুসন্ধান করে বের করতেন।

কোন মাসআলা অধ্যয়ন কালে তার প্রকাশ্য ও সাদৃশ্য দিকের উপরই সীমাবদ্ধ থাকতেন না, বরং গভীরতায় পৌঁছতেন এবং নিরলস জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও পর্যালোচনা চালিয়ে যেতেন। তাঁর দার্শনিক সুলভ চিন্তাশক্তি ছিল, যা তাঁকে জীবনের প্রথমদিকে 'ইল্‌মে কালাম'-এর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। যাতে তিনি তাঁর চিন্তা-গবেষণা ও

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) ,পৃ. ২১৪; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, ১৫ অ., পৃ. ২৪৬

২. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৭৬।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) ,পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা দ্বারা সে দার্শনিক চেতনার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেন এবং সেই পরম তৃষ্ণাই তাঁকে গভীরভাবে হাদীস অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়ে দেয়। তিনি হাদীসের শাব্দিক বর্ণনা থেকে গভীর মর্মার্থ বের করতেন এবং যখন এই ইল্লাত প্রকাশের স্থান অস্তিত্বে আসত, তবে তাকে ক্বিয়াসের ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করতেন। কর্তব্য নির্ধারণ করতেন, জ্ঞানগত দিকগুলো অনুসন্ধান করতে বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন।[১]

ইমাম যুফার (রাহ.) বলেন,[২] আমরা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হতাম। আমার সাথে আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (রাহ.) (১৩২-১৮৯ হি./৭৫০-৮০৫খৃ.)-ও থাকতেন। আমরা তাঁর উক্তি ও অভিমতসমূহ লিপিবদ্ধ করতাম। একদিন তিনি আবূ ইউসুফকে লক্ষ্য করে বললেন, ইয়াকূব! আমার সকল কথাই লিপিবদ্ধ করো না। কোন কোন সময় এমন হয় যে, আমি আজ এক কথা চিন্তা করি, কাল তা পরিত্যাগ করি এবং কাল হয়ত এক কথা চিন্তা করব, পরশু তা পরিত্যাগ করব। যেহেতু তিনি সত্যের সন্ধানে আন্তরিক ছিলেন, সেহেতু তাঁর বিপক্ষও যদি এমন হাদীস বর্ণনা করত যা তাঁর মতে বিশুদ্ধ, কিন্তু হয়ত অপর করো মতে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত নয়, অথবা সাহাবা কিরামের কোন ফাত্ওয়া তঁর নিকট বর্ণনা করা হতো, তবে তিনি তাঁর অভিমত থেকে ফিরে আসতেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাক্দীর সম্বন্ধীয় জটিলতার যে জবাব দিয়েছেন তাতে মানুষের শক্তির পরিচয় এবং মহান আল্লাহ্র সুন্দর গুণাবলীর প্রতি পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি রেখেছেন, যা তাঁর পবিত্র সত্তার পূর্ণ শক্তিমত্তা, সর্বব্যাপী জ্ঞানের জন্য যথোপযুক্ত।

ইমাম আ'যম বলেছেন :

"وإنى أقول قولا متوسطا، لاجبرو لا تفويض وتسليط والله تعالى لا يكلف العباد بما لا يطيقون، ولا أراد منهم مالا يعملون ولا عاقبهم بما لم يعملوا لاسئالهم عمالم يعملوا ولارضى لهم بالخوض فيما ليس لهم به علم، والله يعلم بما نحن فيه-"

"আমি মধ্যম পন্থার একটি কথা বলব, তা হলো এই যে, ইসলামে জাব্র বা বাধ্যবাধকতা নেই, না তাতে আছে চাপিয়ে দেওয়া বা কর্তৃত্বদান, না আছে অধিকার হরণ। মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দেন না এবং যে কাজ তারা করতে পারবে না, তা তিনি চান না, তারা যা করে নাই, তাতে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন না এবং তারা যা করে নাই, তাতে তিনি তাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীনও করবেন না ; যা তারা জানে না, তা চর্চা করা তিনি পছন্দ করেন না ; তিনি আমাদের সকল কার্যাবলী ও কথাবার্তা সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।"[৩]

এই হলো সেই মহান চিন্তানায়কের চিন্তা ও গবেষণা। যিনি তাক্দীর সম্পর্কীয়

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

২. تار يخ بغداد الخطيب بغدادى تر جمع امام ابو حنيفة, ১৩খ.পৃ.৪০।

৩. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**,২খ.,পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাসআলার অকুল সমুদ্রে অবগাহন করতে চাননি, যাতে ডুবে যাওয়ার ছিল একান্ত সম্ভাবনা এবং সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাজিও যেন তাঁকে জাপ্টে ধরতে না পারে, ততটুকু দূরত্ব বজায় রাখা। তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাও স্বীকার করেছেন। কারণ তা হলো মানুষের স্বভাবসিদ্ধ অধিকার। এর সাথে সাথে তিনি মহান আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত গুণাবলীকে স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন নাই।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) চিন্তার গভীরতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তায় ছিলেন অনন্য। বিভিন্ন কার্যাবলী ও বিষয়াবলীর কারণ এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, এবং এর পরিণাম অনুআবূনে তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টির মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করতেন। তিনি হাটে-বাজারে গমনাগমন করতেন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অংশ নিতেন এবং ফিক্‌হ ও হাদীসের ন্যায় মানুষের জীবনধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। ইমাম শাফি'ঈ হতে আরও বর্ণিত আছে তিনি বলেন: ফিকহ শাস্ত্রে অধিক জ্ঞানী আমি ইমাম আবূ হানীফা ছাড়া আর কাউকে দেখি নি। খতীব বলেন: ইমাম শাফি'ঈর 'আমি দেখিনি' কথা দ্বারা 'আমি জানি না' উদ্দেশ্য। কেননা ইমাম শাফি'ঈ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে জীবিত অবস্থায় পানি নি।[২] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর সূ[]জ্ঞান ও গবেষণার ফলে তাঁর ওস্তাদগণের জ্ঞানের নির্যাসটুকু গ্রহণের মাধ্যমে ফিক্‌হ শাস্ত্রে বুৎপত্তি আর্জন করেন।

বিভিন্ন বিষয়ের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গভীর চিন্তাধারা

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) চিন্তার গভীরতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তায় ছিলেন অনন্য। বিভিন্ন কার্যাবলী ও বিষয়াবলীর কারণ এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, এর পরিণাম অনুআবূনে তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টির মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করতেন। তিনি হাটেবাজারে গমনাগমন করতেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিতের এবং ফিক্‌হ ও হাদীসের ন্যায় গণমানুষের জীবনধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। এ কারণে তাঁর থেকে চিন্তার পদ্ধতি, নৈতিকতা এবং পারস্পারিক আচার-ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা নমুনাস্বরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর কতিপয় ব্যক্তব্য ও ঐতিহ্য বির্ধত করব– যাতে গণ মানুষের জীবনধারা এবং সামাজিক বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর অনুমান করা যাবে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর অভিমত ও চিন্তাধারা ছিল নিবিড় ভারসাম্যপূর্ণ, কর্ম ছিল সঠিক অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে, সুন্দর সুশীল রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি নন যিনি রুচিহীন কাজকর্মে অভ্যস্ত, বরং তিনিই হলেন রুচিশীল সন্দনীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি ভাল-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত, রুচিশীল কাজের সৌন্দয্য, উজ্জ্বল্য ও গুণাগণ সম্পর্কে অবহিত হয়েই তিনি তা গ্রহণ করেন এবং কুরুচিপূর্ণ কর্মের কদর্যতা ও [৩]

১. প্রাগুক্ত ১, পৃ. ২৪৪।

২. الخطيب : تاريخ بغداد , (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ. ৩৪৬; ১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, ১০ অ.,পৃ. ১৮৮; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند),পৃ. ১৬৯।

৩. প্রাগুক্ত ১, পৃ. ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

অপকারিতা জেনেই তা থেকে বিরত থাকেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর মতে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তিনি নন, যিনি যুলুম তথা অন্যায় সম্পর্কে অবহিত না হয়ে ন্যায়ের পথ অনুসরণ করেছেন; বরং তিনিই হলেন আদেল বা ন্যায়পরায়ণ যিনি অন্যায় অবিচার ও যুলুম-অত্যাচারের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত; ন্যায়নীতি ও ন্যায়পরায়ণতার উদ্দেশ্যে ও পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এ বিষয়ে তাঁর আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (العالم والمتعلم) গ্রন্থে লিপিব্ধ করেছেন:

"জেনে রেখ, আমল, 'ইল্মে র সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যেমনি মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গ দৃষ্টিশক্তির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জ্ঞান বিজড়িত স্বল্প আমল, মূর্খতা ও মূঢ়তা বিজড়িত অধিক আমলের চেয়ে উত্তম। এর উদাহরণ হলো এই যে, কোন পথিক গহীন অরণ্যে পথে চলছে এবংঅরণ্যের সকল পথঘাট সম্পর্কে সে সম্যকভাবে পরিচিত, কিন্তু তার সাথে পাথেয় রয়েছে খুব সামান্য, তবে তা হবে তার জন্য অতি উত্তম ও সুখকর, তুলনামূলকভাবে এমন পথিকের চেয়ে যার রয়েছে পাথেয় অনেক কিন্তু পথঘাট সম্পর্কে সে একেবারেই অজ্ঞাত।"

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,[২]

"قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انما يتذكر اولوا الالباب-"

"তাদের বলে দিন, জ্ঞানী এবং মূর্খ কি সমান হতে পারে? উপদেশ তো গ্রহণ করে কেবলমাত্র জ্ঞানীগণই।"

হযরত আয়শা (রা.) (ও. ৫৭ হি,/ ৬৭৭খৃ.) হতে বর্ণিত,[৩] নিশ্চয় তিনি বলেন: নিশ্চয় আবূ হানীফা অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর জ্ঞানের অধিকারী বিশেষ করে ফিক্হ-র সুক্ষ্ম বিষয় এবং গোপন জ্ঞানে বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী।

একজন শিক্ষার্থী ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- কে জিজ্ঞেস করল: কোন ব্যক্তি ন্যায়নীতির সংজ্ঞা দিচ্ছেন, কিন্ত তিনি ন্যায়নীতির বিপরীত অন্যায় সম্পর্কে মোটেই অবহিত নন এবং তা কোন অবস্থাতেই তাকে অবহিত করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তিকে সত্যজ্ঞানী কিংবা এর অনুসারী বলা কি ঠিক হবে?

তিনি জবাবে বললেন, এমন ব্যক্তি ন্যায় ও অন্যায় উভয়টি থেকেই অজ্ঞাত। আপনার জেনে রাখা উচিত যে, এমন ব্যক্তি আমার মতে একেবারেই নিম্ন পর্যায়ের অজ্ঞ। তার উদাহরণ এমন যে চার ব্যক্তি তাদেরকে একখানা সাদা বস্ত্র দিয়ে বারবার যদি কাপড়ের রং কি জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে তাদের একজন বলবে লাল, দ্বিতীয়জন বলবে হলুদ, তৃতীয়জন বলবে কালো এবং এবং চতুর্থজন বলবে সাদা। তারপর যে

---

১. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ২৪৯।

২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ যুমান, আয়ত : ৯।

৩. Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,(**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), Ch. 9, P. 182.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি সাদা বলল, যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আচ্ছা ভাই, এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তারা কি সঠিক বলল, না ভুল? সে জবাবে বলবে, আমি এতটুকু জানি ও বলতে পারি যে, এই বস্তুখানা সাদা, আমি তাদের বিষয়ে কিছু বলতে পারছিনে, হয়ত তারা ঠিকই বলছে।

একেবারেই তদ্রুপ সে ব্যক্তি, যে এই আকীদা পোষণ করে যে, ব্যভিচারী কাফির নয় এবং সাথে সাথে একথাও বলে যে, যে ব্যক্তি এই আকীদা রাখে যে, ব্যভিচার করার সময় ব্যভিচারী থেকে ঈমান এমনভাবে পৃথক করা হয়, যেমনিভাবে কামিস খোলা হয়ে থাকে। হযত সেও ঠিকই বলছে আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলছি না। তার বলার বৈপরীত্য আরও আছে। সে বলছে যে ব্যক্তি হজ্জে সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও হজ্জকার্য সমাপন ব্যতিরেকে মারা গেল, আমরা তাকে মু'মিন হিসেবেই গণ্য করছি, তার জানাযার নামাযও পড়ছি, তার ক্ষমার জন্য দু'আও আদায় করছি। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বলছে, তার মৃত্যু হচ্ছে ঈয়াহূদী কিংবা নাসারা হিসেবে, তাকেও মিথ্যাবাদী বলছি না। সে খারিজীদের আকীদা অস্বীকার করছে এবং স্বীকারও করছে, এবং মুরজিয়া এবং শরীয়াতে কতিপয় আকীদা মানছে এবং কতিপয় অমান্য করছে।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর উপরোক্ত কথাগুলো থেকে আমরা দু'টি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

১. সঠিক ও সুদৃঢ় আমল, বিশুদ্ধ চিন্তাধারা এবং ইস্পাত সাদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তি।

২. ইতিকাদী বা ঈমান বিষয়ক মাসআলাতে অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান তথা প্রত্যয়ের অপরিহার্যতা যাতে কোন প্রকার সন্দেহ কিংবা সংশয় এবং দোদল্যমানতার অবকাশ থাকবে না এবং তা ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়দিক থেকেই হবে সপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ তাতে থাকবে সহীহ্, বিশুদ্ধ বিশ্বাসের স্বীকৃতি এবং তদভিন্ন ভুল বিশ্বাসের অস্বীকৃতি। তাতে থাকবে বিধিবিধানের স্বীকৃতি এবং তা ভিন্ন সকল কিছুর অস্বীকৃতি। এ বিষয়টিতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আকাইদ সংক্রান্ত বিষয়ে এই পদ্ধতি ও নিয়মনীতি যুক্তিসংগত ও যুক্তিগ্রাহ্য।

যেহেতু আমলের প্রামাণিকতা যন্নী দলীল-প্রমাণ দ্বারা করা যথেষ্ট এবং সেখানে ঈলমুল ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়াও দুষ্কর, সেহেতু যন্নীকে প্রধান্য দেওয়াই যথেষ্ট নয়। এ কারণে এমতাবস্থায় স্বীয় প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততার সাথে বাতিল সাব্যস্ত করা যায় না।[১]

অবশ্য নিজের বক্তব্যকে প্রধান্য দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে এ কথা বলাই যুক্তিগ্রাহ্য ও সমীচীন যে, এটাই যথার্থ– তবে তাতে ভুলের সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং প্রতিপক্ষের বক্তব্যের বিষয়ে এই বলাই সমীচীন হবে যে, এই বক্তব্য ভুল, তবে তা

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

যথার্থ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ বক্তব্য ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বর্ণিত ব্যক্তব্য এবং ঐতিহ্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে কোনরূপ অসামঞ্জস্যতা নেই।

তিনি তাঁর ফিক্হ মাসাইল সম্পর্কে বলতেন, [১]

"انما أحسن ما وصل إليه ومن رأى غيرها أحسن فليتبعه-"

"যে সকল অভিমত আমার পর্যন্ত পৌঁছছে, তন্মধ্যে এটিই উত্তম, যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কোন অভিমতকে উত্তম মনে করেন, তিনি তা অনুসরণ করবেন।"

বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মতামত

আ'মল ঈমানের অংশ নয়

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে আমল ঈমানের অঙ্গ বা অংশ নয়।[২] এ বিষয়ে দু'টি দল তাঁর বিরোধী মত পোষণ করছেন।

১. মু'তাযিলা ও খারিজী দল। কেননা তারা আমল কে ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করে এবং যার আমল নেই, তাদের মতে তারা আদ্যে মু'মিন নয়।

২. ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের একটি অংশ তাঁর বিরোধী মত পোষণ করেন। তাঁদের ধারণা যেহেতু আমল ঈমানের কমবেশির উপর প্রতিক্রিয়াশীল, সেহেতু তা ঈমানের মধ্যে শামিল বা ঈমানের অংশ। তবে ঈমানের মূল অস্তিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।[৩]

তারা হয়ত ইমাম আ'যমের ফিকহুল আকবারের ২৬ নং পয়েন্টটি খেয়াল করেন নি , যেখানে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেছেন,[৪] "প্রত্যায় ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঈমান বাড়ে ও কমে।" অতি সূ[illegible]ভাবে গবেষণা করলে বুঝা যায় তাঁর মতটিই ঠিক।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আসহবগণ যতোদিন বেচেঁ ছিলেন ততোদিন পর্যন্ত ইসলামী আকায়েদের অবয়ব অত্যন্ত মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন ছিল। কোন ধরনের জটিলতা এবং অতিচর্চার সাথে আরবদের পরিচয় ছিল না। উমাইয়া শাসনের মাঝামাঝি সময়ে যখন সামরিক শক্তির অবক্ষয় শুরু হলো তখন সভ্যতা ও সামাজিক বিস্তৃতির ব্যাপকতার ফলে বিচিত্র সব কর্মকাণ্ডের উদ্ভব ঘটতে লাগলো। শক্তি ও সম্মান, সাধারণ ও বিশিষ্ট, ইনসাফ ও শক্তি প্রয়োগ ইত্যাদির বিতর্ক চর্চায় এসে গেলো। এসব চর্চায় সূত্রপাত ঘটেছে অনারবদের দ্বারা এবং 'অনারবচ-সংস্কৃতি' প্রভাবিত আরবদের দ্বারা। পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত ঘোলাটে। আরব ও আরবীয় মানসিকতার আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হলো। মুহাদ্দিসীন এবং ফকীহ্ গণ নবউদ্ভুত সব বেদআতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। এই সাংঘর্ষিক প্রেক্ষাপটে ঐসব মহাত্মদের

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ), পৃ.১৮২;

২. حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله، الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء تعالى: ٤٦٣ هـ, পৃ. ১৪০।

৩. شرح العقيدة الطحاوية, পৃ. ২৬১-২৬৩।

৪. إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 150 هـ، الفقه الاكبر, পয়েন্ট নং.২৬।

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদেরকেই সমস্যাগুলোর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক অবস্থানে দাঁড়াতে হলো। ফলে শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার কারণে তাদের অধিকাংশই ভারসাম্য রক্ষাকরতে ব্যর্থ হলো। মুতিযিলাদের বিশ্বাস ছিল যে, "কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার এক অভিনব নতুন কালাম যা রাসূলে করীম (স)- এর নবুয়াতের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে"।[১]

এই দর্শনের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা এমন পর্যায়ে চলে গেলেন যে, কতিপয় মুহাদ্দিসীন কুরআনের শব্দ চয়ন এবং উচ্চরণকেও প্রাচীন বলে দাবি করে বসলেন। ইমাম বুখারীর ওস্তাদগণের অন্যতম ইমাম যুহলী যার সনদে সহীহ্ বুখারীতে অনেক বর্ণনা রয়েছে। তিনি মুতাযিলাহ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর ওপর এতাটা ক্রুদ্ধ হয়েছেলেন যে, তাকে তার দারসের ক্লাশ থেকে বের করে দিযেছিলেন এবং সকল ছাত্রদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, বুখারীর সাথে যার সম্পর্ক থাকবে সে যেন তার দরসে না আসে। ইমাম বুখারী নিজেই মৌখিক কুরআনের আদি বা প্রাচীন হওয়ার মত পোষণ করতেন কিন্তু তার পঠনকে অভিনব বা নতুন বলতেন। ইমাম যুহলীর মত ছিল-না, তাও প্রাচীন। এরকম আরো অনেক প্রসঙ্গে ভারসাম্যহীন আচরণ হয়েছে যার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এইসব বিতর্কে নিজের অবস্থানকে মৌলসত্যের ওপর দাড় করিয়ে রেখেছিলেন, যা বুদ্ধির সাথে বর্ণনার মতো সামঞ্জস্যশীল ছিল। বিতর্কিত মাসায়েলগুলোর অন্যতম ছিল ঈমাম ও আমলের প্রসঙ্গ। মারজীয়াহ্দের বিশ্বাস হলো ঈমান ও আমল দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস এবং ঈমান ও বিশ্বাসের সুস্পষ্ট পূর্ণতা থাকলে আমল না হলেও ক্ষতির কিছু নেই। এক ব্যক্তি আন্ত রিকভাবে যদি আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব এবং নবুয়ত রিসালাতে আস্থা পোষণকারী হয় এবং তার ওপর আরোপিত ফরযগুলো যদি সে আদায় নাও করে-শেষ বিচার দিনে সে পার পেয়ে যাবে। এই মতের প্রথম অংশ যদিও শুদ্ধ ছিল কিন্তু মুহাদ্দিসীন এর কোন বিভাজন করেননি। তারা ঐ মত পোষণকারী দলটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। যেহেতু কুরআনের কিছু আয়াত স্পষ্টতঃ তাদের মতের অনুকূলে ছিল যা তাদের অবস্থানকে আরও শক্ত ভিত্তির ওপর দাড় করিয়ে দিয়েছিল। এটা ছিল একটা ইজ্তিহাদী রায়। ব্যাপারটা যদি এ পর্যন্তই থাকতো তাহলে অবস্থা এতোটা সংকটপূর্ণ হয়েতো হতো না। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য এই যে, সেইসব মহাত্মনগণ এমন কঠিন অবস্থান নিয়েছিলেন যে, যেসব লোক তাদের মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে না তাদেরকে ফাসেক এবং কাফের হিসেবে গণ্য করা হতো।[২] কাজী আবূ ইউসুফ একবার শরীফের আদালতে স্বাক্ষী হয়ে গেলে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, যে লোক এই কথা বলে যে, নামায ঈমানের অংশ নয় তার কোন সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করবো না।[৩]

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ৭৯।
২. হাফেজ ইব্‌ন হাজার (৯০৯-৯৭৪ হি./১৫০৩-১৫৬৬ খৃ.), **ফতহুল বারী**।
৩. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ঈমান ও আমল দু'টি পৃথক জিনিস

আমল ও ঈমানের পার্থক্যের জন্য এর চেয়ে অধিক ভাল দলীল আর কি হতে পারে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে শুধু ঈমানের দা'ওয়াত দেয়া হত, তখন আমল (ফরয কার্য) অবধাযিত হয়নি। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কোরআন শরীফের যে সকল আয়াত থেকে দলীল পেশ করেছেন, সেগুলি থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঈমান ও আমল দুটি পৃথক পৃথক দুটি জিনিস, কেননা এসব আয়াতে 'আমল' শব্দটিকে 'ঈমান' শব্দের সঙ্গে عطف (যুক্ত) করা হয়েছে। আর আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী মুল বস্তুর অংশকে عطف (সংযুক্তি) এর মাধ্যমে উল্লেখ করা হয় না। সুতরাং আমল ও ঈমান পৃথক পৃথক জিনিস। এ সকল নিশ্চিত দলীলসমূহের মোকাবেলায় অপর পক্ষে কিছু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- দেখতেন না 'মতামত' কোন ব্যক্তির বা কোন দলের। তিনি যে কোন বিষয়ের মূলের দিকে দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করতেন। অন্তর্চক্ষু দিয়ে বুঝতে চাইতেন সেই মৌলের মধ্যে কি সত্য নিহিত। সেখানে যে সত্য দেখতে পেতেন, তাকেই তিনি সত্য বলে গ্রহণ করতেন।[১] তার কাছে যখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হলো, তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ্যে বলে দিলেন। ঈমান ও আমল দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস এবং এ দুটোর বিধান বা নীতিও আলাদা আলাদা। লোকেরা তার এই মতামত জানতে পেরে তাকেও 'মারজিয়াহ' বলে আখ্যায়িত করলো। তিনি এ অপবাদ খুশী মনে মেনে নিলেন। মুহাদ্দিসীন এবং ফকীহ্দের মধ্যে যারা তার মত পোষণকারী ছিলেন তাদের সবাইকে অপবাদের ঐ খেতাব উপহার দেয়া হয়েছিল।[২]

মারজিয়াহ যদের বলা হয়

মুহাদ্দিস ইব্ন কুতাইবাহ তার বিখ্যাত দালিল সমৃদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ "আল মা'আরিফ"-এ মারজিয়াহ নামে আখ্যায়িত বেশ কিছু ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিসগণের নাম উল্লেখ করেছেন। যাদের মধ্যে ইবরাহীম তাইমী, আমরূদ ইব্ন মুররাহ, তালক্ আল হাবীব, হামাদ ইব্ন সুলাঈমান, আবদুল আজীজ ইব্ন আবূ দাঊদ, খারেজাহ ইব্ন মাহসাব, আমরূদ ইব্ন কায়েস আল আছর, আবূ মুয়াবিয়াহ আল দরীর, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া, মা'সার ইব্ন কিদাম (রহ) প্রমুখ। অথচ এদের অধিকাংশই হাদীস ও বর্ণনা বিদ্যমান। আমাদের এ যুগের কিছু কিছু সংকীর্ণমনা রয়েছে যারা এ ব্যাপারে একটু দূর্বলতা বোধ করেন যে, ইমাম সাহেব (রাহ.)কে কোনো মুহাদ্দিসীন 'মারজিয়াহ' বলেছেন। ইব্ন কুতাইবার দীর্ঘ তালিকা দেখলে তারা নিজেরাই লজ্জিত হবেন। মুহাদ্দিস 'যুহরী' তার "মীরাযুল ইহতেদাল" -এ মা'ছার ইব্ন কিদাম সম্পর্কে লিখেছে, "মারজিয়াহ হওয়া অনেক বড় বড় আলেমদের ধর্ম এবং এই ধর্মে দীক্ষিতদের[৩]

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.১০৬।
২. আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান**, পৃ. ৯৯; http://www.muslim-canada.org/hanifah.htm.
৩. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

দোষারোপ করা উচিত নয়।" এটা আসলে সেদিকেই ইঙ্গিত করছে যা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর বিশ্বাস ছিল। প্রসঙ্গটি আদৌ এতোটা গুরুত্ব পাওয়ার অধিকারী নয়। কিন্তু এর পরিণতি অত্যন্ত বিশ্রী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এজন্য ইমাম সাহেব (রাহ.) অত্যন্ত খোলামেলাভাবে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমলকে ঈমানের অংশ হিসেবে ধরে নিলে যা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় তা হলো, যে লোক আমলের একনিষ্ঠ অনুশীলনকারী নয় সে আদৌ মুমিন নয়। খারেজীদের যে রকম বিশ্বাস।

তারা তো এমন অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বকেও কাফের মনে করতো, যাদেরকে মুহাদ্দিসীনগণ কাফের মনে করতেন না। কিন্তু এই মনে না করার কারণ ছিল, তারা 'অপরিহার্যতা' সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। অথচ এই অপরিহার্যতা সুনির্দিষ্ট এবং চূড়ান্ত, যাকে অস্বীকার করা যায় না। ইমাম শাফি'ঈর এক বড় পৃষ্ঠপোষক ইমাম রাযী তার গ্রন্থ 'মানাক্বিবুশ্ শাফি'ঈ'তে লিখেছেন যে, লোকেরা ইমাম শাফি'ঈর ওপর একটা আপত্তি তুলেছে যে, তিনি এমন কিছু মত পোষণ করেন যা পরস্পর বিরোধী। কেননা একদিকে তিনি বলছেন যে, ঈমান সত্যায়ন ও কার্যে পরিণতকরণের সমন্বয়কে বলা হয়। আবার পাশাপাশি একথাও বলছেন যে, 'তরকে আমল' অর্থাৎ কর্মে প্রকাশ না করলেও সে মানষটা কাফের হয়ে যায় না। অথচ কোনো যৌগিকের কোনো অংশ যখন থাকবে না তখন সেই যৌগিকও আর যৌগিক হিসেবে থাকবে না। যে কাণে 'মু'তাযিলা' সম্প্রদায় বিশ্বাস করে, 'যেখানে কর্মের প্রকাশ নেই সেখানে বিশ্বাসও নেই অর্থাৎ: আমল নেই তো ঈমানও নেই।

কিন্তু ইমাম শাফি'ঈর পক্ষ থেকে বলা যেতে পারে যে, আসল ঈমান, স্বীকারোক্তি এবং দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে। তারপরে তার অভিব্যক্তি বা কর্মে প্রকাশ। সেতো ঈমানের ফসল এবং অনুশীলন। কিন্তু যেহেতু অনুশীলনীর ওপরেও কখনো কখনো রূপকভাবে আসল জিনিসের প্রয়োগ করা হয়। এজন্য রূপক কর্ম তৎপরতার ওপরেও ঈমানের প্রয়োগ হয়েছে এবং এটাতো স্বীকৃত যে, তৎপরতা ছুটে গেলেও মূলবস্তু হারিয়ে যায় না। কিন্তু এই জবাব " توجيه القول بما لا يرخى له قايله" খোদ ইমাম রাযীকে এর সমর্থন করতে হয়েছে। তাই জবাবের পরে বলছেন যে," فيه ترك لهذا المذهب " অর্থাৎ ঐ জবাবে এই মত বাতিল হয়ে যায়। ইমাম রাযী তার ইমাম ইমাম শাফি'ঈর মত পোষণকারী এবং তার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু যেহেতু নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিষয়-বস্তু নির্বাচনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাই তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, হয় কর্ম তৎপরতাকে বিশ্বাস অনুযায়ী অনুশীলনী দিয়ে হিসেব করা উচিত। না হয় এটাই মেনে নেয়া উচিত যে,যে ব্যক্তি কর্ম প্রকাশে একনিষ্ট নয় সে বিশ্বাসীও নয়।[১]

এই বির্তক প্রসঙ্গে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-র একটি উক্তি রয়েছে। যা যুক্তি প্রদর্শনের ধরণ এবং সত্য উদ্ঘাটনের প্রকৃতি দিয়ে ইমাম সাহেবের (রাহ.)

১. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিচক্ষণতার পরিমাপ করা যেতে পারে এবং আসল প্রসঙ্গের মূল তত্ত্বও খুলে যায়। এই জন্য আমরা এখানে উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি।

উসমান বাত্তী কর্তৃক লিখিত চিঠি ও উত্তর

সেকালের অন্যতম প্রখ্যাত মুহাদ্দিস উসমান বাত্তী ইমাম সাহেব (রাহ.) কে নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে একটি উৎকণ্ঠ চর্চা চলছে দেখে একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো একখানা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি হল,[১] "জনাব লোকেরা আপনাকে 'মারজিয়াহ' বলে অপবাদ দিচ্ছে এবং আরো বলছে যে, আপনি মুমিনদের পথভ্রষ্টতাকে জায়েয বলে অনুমোদন করেন। এইসব কথা আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছে। কথাগুলো কি আদৌ সত্যি, ইতি।"

ছোট্ট এই চিঠির জবাবে ইমাম সাহেব (রাহ.) দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছিলেন। গোটা চিঠির মধ্য থেকে আমরা আমাদের নেহায়াতে প্রাসঙ্গিক কথাগুলোকে নির্বাচন করেছি।

হামদ ও না'তের পরে ওসমান বাত্তীর বন্ধুসুলভ নসীহত ও মঙ্গল কামনার শুকরে আদায় করে লিখছেন, আমি আপনাকে বলছি-রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রেরণের পূর্বে সব মানুষ মুশরিক ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রেরিত হয়ে মানষকে এই কথার দিকে আহ্বান জানালেন যে, আল্লাহকে এক এবং একক মানো এবং রাসূল (সা.) হিসেবে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তাকে স্বীকার করো। এখন যে মানুষেরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করতো এবং শিরকএছড়ে দিত, তাদের জান ও মাল পরস্পরের জন্য হারাম হয়ে যেতো। এভাবে যারা ঈমান এনেছিল শুধুমাত্র তাদের জন্য ফারায়েজ বা ইসলামী বিধি-বিধান এলো। এই বিধি-বিধানের অনুশলীনকে আমল ধরা হয়। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,[২] " الذين امنوا وعملوا الصلحت ومن يؤمن بالله ويعمل صالح" "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে" এ ধরনের আরও আয়াত রয়েছে যাতে প্রমাণ হয় যে, আমল না হলেই ঈমান চলে যায় না। অপরদিকে যদি বিশ্বাস এবং আস্থা না থাকে তাহালে তাকে মুমিন বলা যাবে না । ঈমান ও আমল দু'টি আলাদা জিনিস এবং তা এভাবেও প্রমাণিত যে, বিশ্বাস অনুযায়ী সকল মুসলমান এক কিন্তু আমল-এর ক্ষেত্রে মান ও মর্যাদায় পার্থক্য হয়ে যায়। কেননা দ্বীন ও ধর্ম সবার একই। আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন,[৩]

"شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصى به ابراهيم وموسى

وعيسى ان اقيمو الدين ولا يتفرقو فيه-"

"তোমাদের জন্য সেই দ্বীনকে বৈধ করলাম যা নূহের প্রতি অহী করেছিলাম এবং

১.(سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ),পৃ.১৮৪; আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ৯৮; http://www.muslim-canada.org/hanifah.htm..

২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৫।

৩. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ শুরা, আয়াতঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

যা তোমাকেও অহী করে, পাঠিয়েছি এবং যার অসীয়ত ইবরাহীম মূসা ও ঈসাকে করেছি। আর তো এই যে, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো তার মধ্যে পার্থক্য করো না।"

আপনি জানেন যে, বিশ্বাসে নির্দেশনা হেদায়েত এবং আমলে (কাজে-কর্মে) নির্দেশনা এই দু'টি দুই জিনিস। একটা লোক যে ধর্মীয় বিধি-বিধান জানে না তাকে আপনি মুমিন বলতে বারেন। অর্থাৎ লোকটি নিয়ম-নীতি জানে না বলে সে জাহিল এবং বিশ্বাস অনযায়ী সে মুমিন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে এভাবেই গণ্য করছে, আর এক ব্যক্তি মুমিন এই দু'জনকে কি আপনি সমান ধরবেন। কিন্তু যে তার প্রতি আরোপিত কর্তব্য (আমল) সম্পর্কে অজ্ঞ-আল্লাহ্ তা'আলা তার নির্ধারিত ফারায়েজ সম্পর্কে যেখানে বলেছেন সেখানে বলেছেন যে,[১]

"يبين الله لكم ان تضلوا"

"আল্লাহ্ তা'আলা এজন্যই বলে দিচ্ছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও।"

অন্য এক আয়াতে বলেছেন,[২] " تضل إحدهما فتذكر احدهما الاخرى "

"একজন ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিবে।"

হযরত মূসার (আ.) -এর জবানীতে বলছেন,[৩]

"فعلتها إذا وانا من الضالين"

"আমি যখন কাজটি করেছি তখন আমি বিভ্রান্ত ছিলাম।"

এছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা এই দাবির সপক্ষে অকাট্য দলিল এবং হাদীসসমূহে আরও বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ভাবে এর প্রমান পাওয়া যায়। হযরত 'উমর (রা.) এবং 'আলী (রা.)-কে আমীরুল মুমিনীন বলে সম্বোধন করা হতো, তাহলে তার মানে কি এযে, তারা কেবল সেই লোকদেরই আমীর যারা তাদের ফারায়েজ ও 'আমল অনুশীলনে একনিষ্ঠ। হযরত 'আলী (রা.) (ও. ৪১হি./৬৬১খৃ.) তার সাথে লড়াই এবং বিরোধে লিপ্ত শামের লোকদেরকেও মুমিন বলেছেন। হত্যার চাইতে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে? তাহলে যারা হত্যাকারী হয়েছিল তাদের এবং যারা নিহত হয়েছিল তাদের-এই উভয় পক্ষকেই কি আপনি ন্যায়ের ধারক বলে স্বীকৃতি দেবেন? যদি আপনি তাদের একদল অর্থাৎ হযরত 'আলী (রা.) এবং তার সঙ্গী-সাথীদের সত্য ও ন্যায়ের ধারক বলে স্বীকার করেন তাহলে তার প্রতিপক্ষদেরকে কি বলবেন? গভীরভাবে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবুন, চিন্তা করুন, তারপর ভালো করে বুঝে নিন।[৪]

আমার বক্তব্য হলো-কেবলা অনুসারী যতো মানুষ, তারা সবাই মুমিন। ফারয়েযসমূহ অনুশীলন করে না বলেই কাফের হয়ে যায় না। যে মানষ ঈমানের দাবি

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৫।
২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ শুরা, আয়াতঃ ১৩।
৩. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ শুরা, আয়াতঃ ১৩।
৪. شبلى نعمانى رحمه الله تعالى : سيرة النعمان, পৃ. ৯৯ ; মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ),** পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী সকল কর্তব্য অনুশীলনে একনিষ্ঠ, মুমিন এবং স্থায়ী জীবনে জান্নাতের অধিবাসী। যে লোক ঈমান ও আমল দুটোকেই উপেক্ষা করে, সে কাফের এবং আগুনের অধিবাসী। যে লোক ঈমান রাখে কিন্তু তার দাবি পূরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় সে মুসলিম, তবে গুনাহগার মুসলিম। তার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন- হয় তাকে শাস্তি দেবেন, নয় ক্ষমা করে দেবেন।

এতো সুন্দরভাবে ইমাম সাহেব (রাহ.) বিষয়টাকে যৌক্তিকভাবে নিরীখে প্রমাণ করেছেন যা শ্রেফ অনবদ্য অদ্বিতীয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঈমানের দাওয়াত দেয়া হতো। তখন ফারায়জের অস্তিত্ব ছিল না। ফারায়েজ এবং ঈমানের পারস্পারিক সম্পর্ক এবং সতন্ত্র পরিচয় প্রমাণে এর চাইতে বড় দলিল আর কি হতে পারে?[১]

ইমাম সাহেব (রাহ.) কুরআন মজীদের যেসব আয়তকে দলিল হিসেবে এনেছেন তার আলোকে এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে, এ দুটো দুই জিনিস। কারণ ঐসব আয়াতসমূহে আমলকে ঈমানের সাথে সংযোজন করা হয়েছে, সুতরাং এটাতো অনস্বীকার্য যে, একটি সম্পূর্ণ জিনিসের ওপর কোন সংযোজন হয় না ! আল্লাহপাক বলেন,[২]

" وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا"

"যে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে অত:পর সে যেন সৎ কার্য সম্পাদন করে।"

এ আয়াতে হরফে তা'কীব এসেছে। যা এই বিতর্কের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়। এই অকাট্য দলিলসমূহের বিপরীতে অপর পক্ষও কিছু আয়াত এবং হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু সেসব মূল বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট নয় সবচাইতে বড় দলিল হিসেবে যে হাদীসখানা তারা উপস্থাপন করেন তা হলো "মুমিন মুমিন হয়ে জ্বিনা এবং চুরি করতে পারে না"। রাসূল (সা) -এর এই বাণীকে আমরা আমাদের সমাজে প্রচলিত অতি সাধারণ একটি কথার মধ্য দিয়ে অনুভব করতে পারি। যেমন আমরা বলি, "তোমার মতো ভালো মানুষ এ রকম একটা কাজ করতে পারে না।" এখানে আমরা বোঝাতে চাই-মন্দ একটি কাজ ভালো একজন মানুষের মর্যাদার খেলাফ। ঠিক সেভাবেই জ্বিনা এবং চুরি ঈমানের মর্যাদার খেলাফ। হাদীসে রাসূল (সা)-এর ইঙ্গিতও সেই দিকেই। নইলে হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে একথার উল্লেখ কেমন করে থাকে যে, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্র এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার স্বীকৃতি দেবে সে জান্নাতে যাবে, যদি সে চোর এবং জ্বিনাকারীও হয়।[৩]

ঈমান কম ও বেশি হয় না

আর একটি মাসআলা হলো " الايمان لا يزيد ولا ينقص " "ঈমান বৃদ্ধিও পায়না

১. **আল্লামা শিবলী নু'মানী,** সীরাতে নু'মান, পৃ. ৯৯

২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ ত্বালাক্ব, আয়াতঃ ১১।

৩. **মাওলানা আশরাফ আলী,** ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ), পৃ. ১৪২ ;

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা কমেনা।" অর্থাৎ ঈমান কম অথবা বেশি হতে পারে না, সন্দেহ নেই যে, এ উক্তি ইমাম আ'যমের। কিন্তু লোকেরা এর তাৎপর্য বুঝতে গিয়ে ভুল করেছে। বড় বড় মুহাদ্দিসীন, ইমাম শাফি'ঈর মতাবলম্বী, এমনকি খোদ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতাবলম্বীদের মধ্যেও কেউ কেউ এই ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। ঈমানের কম অথবা বেশি দুইভাবে হতে পারে। তার একটা এই হিসেবে যে, তা 'কথার প্রকৃতি থেকে বোঝা যাবে যার মধ্যে শক্তিশালী এবং দুর্বলতার প্রকাশ সম্ভব।' অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, ঈমান আসলে ইয়াকিনেরই অপর নাম। আমরা আস্থাও বলতে পারি এবং আস্থার স্তরগত পার্থক্য হয়েই থাকে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ্‌কে বললেন : হে আল্লাহ্ ! তুমি মৃতদের কেমন করে জীবিত করো! আল্লাহ্ বললেন:" اولم تومن "এখনো কি তুমি বিশ্বাস করতে পা'রছো না! ইব্রাহীম বললেন, বিশ্বাস তো আমি অবশ্যই করি! কিন্তু " ليطمئن قلبى "আমার অন্তরকে আস্থাপূর্ণ করে নিতে চাই।[১] আল্লাহ্ তা'আলা বহু সংখ্যক আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে,[২] ঈমানের উন্নতি হয় "ازادتهم ايمانا" "তাদের ঈমান বৃদ্ধ পেল" এই আয়তাংশে সুস্পষ্টভাবে তা-ই প্রকাশিত। প্রসঙ্গের এই তাৎপর্যের সাথে ইমাম আবূ হানীফার যেমন কোন মতপার্থক্য নেই তেমনি তখনকার উত্থিত বিতর্কের বিসয়টিও এটা নয়।

ইমাম সাহেবের (রাহ.) দাবির মূল উৎস ভিন্ন। যা মুলত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যারা আমলকে ঈমানের অংশ হিসেবে দাবি করেন তাদের বিশ্বাস, "ঈমান পরিমাণে কম বা বেশি হয়"। যে ব্যক্তি কার্য-কর্তব্যে একনিষ্ঠ, সে বেশি মুমিন। অর্থাৎ তার ঈমানের পরিমাণ বেশি। আর যে গুনাহগার, অর্থাৎ কার্য-কর্তব্যে অবহেলাকারী, সে কম মুমিন, তার ঈমানের পরিমাণ কম। মুহাদ্দিসীনগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে একথারই দাবিদার। এরই ওপরে তারা বিভিন্ন দলিল পেশ করেন।

আল্লামা বিহুতালানী সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন,[৩] "فاعلم أن الا يمان نزيد بالطاعات وينقص بالمعصية"

"আর জেনে রেখো, ঈমান তার বিধি অনুযায়ী অনুশীলন করলে বেড়ে যায় আর গুনাহ করলে কম হযে যায়।" মুহাদ্দিসীনগণ সব জায়গায় একথারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এইভাবে ঈমানের বেশি বা কম হওয়ার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, কর্ম প্রকাশ (আমল) বিশ্বাসের (ঈমান) অংশই নয় তখন আমলের কম-বেশি হওয়াতে ঈমানের কম-বেশি হতেই পারে না। বিপেক্ষ বিবেচনায় এই কথাটিকেই সত্য বলে মনে হয়। হাদীসে এসেছে যে," তোমাদের ওপরে আবূ বকরের যে প্রাধান্য তা অনেক বেশি নামায এবং রোযা

১. আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ১০০ ; মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা** (রহঃ), পৃ. ১৪৩ ;

২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আনফাল, আয়াতঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

পালনকারী হিসেবে নয় বরং যা তার অন্তরে আছে সেজন্যই তার এই শ্রেষ্ঠত্ব। বস্তুত : ইমাম সাহেবের (রাহ.) দাবি এটা নয় যে, ঈমান প্রকৃতিগতভাবে তীব্র অথবা দুর্বল, এ হিসেবে বেশি বা কম হতে পারে না। বরং তার দাবি হলো ঈমান পরিমাণগতভাবে কম বা বেশি হতে পারে না। আমল ঈমানের অংশ নয় এই কথার প্রেক্ষিতেই আমাদের এই দাবি যা ইতিমধ্যে আমরা প্রমাণ করে দেখিয়েছি।

ঈমানের আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলো সবই সমান

সাধারণভাবে ঈমানের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই । অর্থাৎ বিশ্বাসী হিসেবে সব মুসলমান সমান। ঈমানের জন্য যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন তা সবার জন্যই সমান। রাসূল (সা,)-এঁর আসহাব এবং তৎপরবর্তী সব সাধরণ মুসলিম উভয়ই একটি ব্যাপারে একই রকম, তাহলো তারা তওহীদ এবং নব্যুয়তের ওপর বিশ্বাস রাখে। পার্থক্য যা কিছু তা বিশ্বাসের তীব্রতা এবং দুর্বলতার মধ্যে। এই কথাটাই ইমাম ওসমান বত্তী'র চিঠির জবাবে এভাবে লিখেছিলেন, " "دين اهل السماء اولارض واحد
"আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের দ্বীন একটাই।"
একথার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত থেকে দলিল পেশ করেছেন,[১]

"شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا"

"আমরা তোমার জন্য সেই দ্বীনকেই নির্ধারণ করেছি যা নুহের জন্য করেছিলাম।"

বিরোধীরা ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধে খুব জোরেশোরে একটা অপবাদ রটিয়েছিল যে, তিনি মনে করেন তার ঈমান এবং হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ঈমান একই রকম। ইমাম সাহেবের (রাহ.) দিক থেকে এই রকম একটি কথার সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। কিন্তু যদি বলেই থাকেন তো মন্দ কি বলেছেন? আর তাতে ক্ষতিই বা কি? রাসূল (সা.)-এর বংশদরগণের প্রতি তার ভালবাসা এবং তাদের পক্ষে তার মতামত কে অস্বীকার করতে পারে? সবচাইতে অবাক ব্যাপার হলো, এই রকম একটা সুস্পষ্ট বিষয় এতো বড় বড় বিশেষজ্ঞদের বুঝতেই পারলেন না যে, ইমাম সাহেবের (রাহ.) দাবির বিষয় বস্তু কোনটি! "আমাদের ও সাহাবগণের ঈমান একই রকম" এই কথাটাকেই তিনি সহ্য করতে পারেননি। তিনি কিছুতেই বঝতে চাইছেন না যে, আমাদের এবং সাহাবগণের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এমন বহু জিনিস রয়েছে যার প্রকৃতিগতভাবে আমরা একই সমান।[২]

এই ধরনের মাসআলাগুলোতে ইমাম সাহেব (রাহ.) একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত রাখতেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে মত পোষণকারীদের প্রতি তিনি কখনো ফিস্‌ক এবং কুফ্‌র-এর মতো অপবাদ আরোপ করতেন না। এই উদারতা ইমাম সাহেবের (রাহ.) একটি অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যা ইসলামের ইতিহাসে রাসূল (সা.)-এর

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ শুরা, আয়াতঃ ১৩।
২. আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ১০২ ; মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহঃ),** পৃ. ১৪৫ ;

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পরে খুব কমই পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আল্লাহ্‌র দ্বীন-ইসলামকে যতোটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, অন্য কিছুই তার ততোটা ক্ষতি করতে পারেনি। দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার কারণে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যা সত্যের আকারে আজ প্রতিষ্ঠিত, তার বুনিয়াদ সাহাবা কেরামদের যুগেই স্থাপিত হয়েছিল।

গুনাহগারদের অবস্থা

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর অভিমত হলো,[১] "কোন পাপের কারনে আমরা মু'মিন/মুসলমান ব্যক্তিকে কাফির বলবো না, যদিও সে পাপ গুনায়ে কবীরাও হয় ।"কেননা তার মধ্যে মূল ঈমান বিদ্যমান। কারণ তাঁর মতে, অন্তরের বিশ্বাসের নাম হলে ঈমান এবং এতে কোন ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেছেন, আমল না থাকা সত্ত্বেও সে পূর্ণ মু'মিন। তবে সে গুনাহগার মু'মিনের মধ্যে গণ্য।
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,[২]

"خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم"

"তাদের মাঝে ভাল-মন্দ সব আমল বিদ্যমান সম্ভবত : আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করে দিবেন।"

আল্লাম ইব্‌ন আবূদুর বার (রাহ.) লিখেছেন,[৩]

আবূ মাকাতিল (রাহ.) বলছেন, আমি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র,) কে বলতে শুনেছি আমাদের দৃষ্টিতে মানুষের তিনটি পর্যায় রয়েছে :

১. আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.) তাঁরা নি:সন্দেহে জান্নাতী এবং তাঁদের অনুসরণকালীগণ- যাদেরকে তাঁরা জান্নাতী মনে করতেন, তাঁরা জান্নাতী।

২. মুশরিক, যারা অকাট্যভাবে জাহান্নামী;।

৩. সাধারণ মু'মিন, যাদের জান্নাতী কিংবা জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না। আমরা তাদের ব্যাপারে কিছু বলা থেকে বিরত থাকব। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের ক্ষমার আশা পোষণ করছি এবং আযাবের আশংকাও করছি।

এ ব্যাপারে আমরা তাই বলব যা মহান আল্লাহ্‌ স্বয়ং ইরশাদ করেছেন,[৪]

"خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم"

"তাদের মাঝে ভাল-মন্দ আমলের সংমিশ্রণ ঘটেছে, সম্ভাবতঃ আল্লাহ্‌ তাদের তাওবা কবূল করবেন।"

---

১. الفقه الاكبر , إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 150 هـ, পয়েন্ট নং. ১৬।
২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আত তাওবাহ, আয়াতঃ ১০২।
৩. **প্রাগুক্ত ১,** পৃ. ২৩৭।
৪. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আত-তাওবাহ, আয়াতঃ ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় তাদের ফয়সালা আল্লাহর হাতে। আমাদের প্রত্যাশার প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী হল[১]

"ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"

"আল্লাহ কখনো শিরক ক্ষমা করবেন না, তার অপরাপর গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন।"

তবে আশংকার কারণ তাদের পাপ। অবশ্য আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং তাঁরা, যাঁদের ব্যাপারে নবীগণ জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, তাঁরা ব্যতীত কাউকে জান্নাত প্রদান মহান আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়। চাই তিনি যত বড় নামাযী, রোযাদার হোন না কেন।[২]

উপরোক্ত বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে 'আল-ফিকহুল-আকবার'-এর সাথে সাযূজ্যপূর্ণ। তাতে বর্ণিত হয়েছে :[৩]

"ولا نكفر مسلما بذنب وان كان كبيرة إذ لم يستحلها ولا نزيل عنه إسم الإيمان-"

"আমরা কোন পাপের কারণে মুসলমানকে কাফির বলছি না এবং তার থেকে 'ঈমান' শব্দও ছিনিয়ে নিচ্ছি না, চাই তা গুনাহে কবীরাই হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহকে হালাল মনে না করে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি গুনাহকে হালাল মনে করলে তাকে কোন অবস্থাতেই ঈমানদার বলা যাবে না।"

কিবলা অনুযায়ী সবাই মুমিন

ইমাম সাহেবের (রাহ.) এই 'রায়' অনেক চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পরে তিক্ত থেকে তিক্ততর অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যারা দ্বীনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও গণ্য ঐ সমসাময়িককালে জন্ম নিয়েছিলেন। যাদের অনেকের সাথেই ইমাম সাহেবের (রাহ.) সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। খারেজীদের প্রধান কেন্দ্র বসরা ইমাম সাহেবের (রাহ.) নিবাস-শহর থেকে কাছেই ছিল। ওয়াসেল ইব্‌ন আতা ও আমরূদ ইব্‌ন উবায়েদ যিনি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রষ্ঠিাতা, বসরার বাসিন্দা এবং ইমামের সমসাময়িক ছিলেন। জাহাম ইব্‌ন সাফওয়ান, যার নামানুসারে 'জাহ্‌মীয়াহ্'এফরকা বিখ্যাত, ঐ একই সময়ের। ইমাম সাহেব (রাহ.) তাদের প্রত্যেকের সাথেই সাক্ষাত করেছেন এবং মত বিনিময় করেছেন। ঐসব ফেরকাগুলো সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত হয়েছিল তার কিছু ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং মিথ্যা অপবাদ।[৪]

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরা: আন-নিসা, আয়াত: ৪৮।

২. حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله، الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء تعالى: ٤٦٣ هـ, পৃ. ১৬৭।

৩. الفقه الاكبر، إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 150 هـ , পয়েন্ট নং. ১৬।

৪. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

কারো কারো মতামতকে বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। কোনো কোনোটি মূলতই অর্থহীন, নেহায়েত ফালতু কথাবার্তা নিয়ে চর্চা করতো। কিন্তু কুফরীর সীমানায় কেহই পা রাখেনি। এজন্য ইমাম সাহেব (রাহ.) সাদারণভাবে ঘোষণাটি দিয়েছিলেন-"আহলে কেবলা সবাই মুমিন"। তিনি দেখছিলেন, যেসব মাসআলা নিয়ে 'কেয়ামত' রচনা হচ্ছিল, যে সবকে কুফর ও ইসলামের মানদন্ড হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছিল! সেগুলো শুধু কথার বাগড়াম্বর এবং কাল্পনিক প্রবচন ছাড়া আর কিছু নয়। সব চাইতে বড় মাসআলা ছিল قدم قران কুরআনের প্রাচীনতা। যে প্রসঙ্গটিকে তার্কিকরা কালেমায়ে তাওহীদের সমপর্যায়ের বলে বিবেচনা করছে। বড় বড় আলেমদের মূল্যায়ন-অত্যন্ত নাজুক দু'টি পরিস্তিতিতে দুইজন ব্যক্তিত্ব ইসলামকে সংকটমুক্ত রেখেছেন। একজন হযরত আবূ বকর ছিদ্দিক (রা.) তিনি রাসূলে কারীম (সা.)-এর ওফাতের পরে ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদ) উৎখাত করেছেন। আর একজন ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, যিনি মামুনর রশীদের শাসনামলে 'হুদূসে কুরআনের' বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে ছিলেন। একদিক থেকে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর চাইতেও বড় সংকট মুকাবিলাকারী। কেননা হযরত আবূ বকর (রা.) (ও. ১৩ হি./ ৬৩৪ খৃ.) -এর সাথে অনেক হেযোগী ছিল। আর ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল ছিলেন সম্পূর্ণ একা। তাকে সাহায্য করার কেউ ছিল না।[১]

তাক্‌দীর এবং মানুষের কার্যাবলী

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন প্রতিভাবান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি তাক্‌দীর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও চর্চা পরিহার করে চলতেন এবং স্বীয় ভক্ত-অনুরক্ত এবং শিষ্যদেরকে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও বাক বিতন্ডা পরিহার করে চলার উপদেশ দিতেন। ইতোপূর্বে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছিল যে, অদৃশ্যবাদী গোষ্ঠীর নেতা ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ সিমতী বসারাতে যখন তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলো, তখন তিনি তাকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ,[২]

এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। মানুষ কিভাবে তা অনুধাবূন করবে? যখন তা তালাবন্ধ এবং চাবি উধাও। চাবি পাওয়া গেলে সকল রহস্যের দ্বার উম্মোচিত হবে; তাতে কি আছে জানা যাবে। এমতাবস্থা এ উপলব্ধি তখনই সম্ভব যখন আল্লাহর পক্ষ হতে কোন সংবাদদাতা এসে তা খুলে দেবেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত দলীল-প্রমাণ তার গিঠ খুলে দেবে।

কাদরিয়া গোষ্ঠির একটি দল যখন এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা ও বাকবিতন্ডার জন্য তাঁর সমীপে এসেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন :

---

১. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, (দিল্লী :তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬), পৃ. ৮১।

২. حافظ يوسف، ابن عبد البر القرطبى للحنفى رحمه الله، الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء تعالى: ٤٦٣ هـ , পৃ. ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা কি এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত নও যে, তাক্দীরের অনুসন্ধানকারিগণ সূর্যের আলোক রশ্মির প্রতি দৃষ্টিপাতকারিগণের সমতুল্য। সূর্যের তীর্যক রশ্মির দিকে যত বেশি দৃষ্টিপাত করা হবে, তার পেরেশানী ততই বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপ তাক্দীর সম্পর্কে যে, ব্যক্তি যতবেশী গভীর চিন্তা ও অনুসন্ধান করবে, সে ব্যক্তি ততবেশি জটিলতা ও দ্বিধা-দ্বন্ধে পতিত হবে।

কাদরিয়্যাগণ এ উত্তর যথেষ্ট মনে করল না, তারা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- কে 'কাযা ও আদল' - স্বাধীন ইচ্ছা ও ন্যায়নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বাধ্য করল। তাদের বক্তব্য ছিল, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সকল কিছুর ফয়সালা করেছেন, তাঁর ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারা সকল কিছু সম্পন্ন হচ্ছে। অথচ মানুষ যা করছে, তার জন্য তিনি তাদের দায়ী করছেন, তা কিরূপে সিদ্ধ হতে পারে? কাদরিয়্যারগণ এ কথা বলল যে, "সৃষ্টিকূলের মধ্যে কি এ শক্তি আছে যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজ করে"?

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন, না, এমন হতে পারে না। কিন্তু কাযা বা স্বাধীন ইচ্ছা দু'প্রকার। প্রথমত নির্দেশ এবং দ্বিতীয়ত শক্তি। কুফরী কোন কোন মানুষের ক্ষেত্রে নির্ধারিত। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির অধীন। তবে এতে আল্লাহর নির্দেশ নাই। তিনি তা নিষিদ্ধ করেছেন বা করতে বারণ করেছেন। 'আমর বা নির্দেশ ও দু'প্রকার– এক, সৃজনমূলক নির্দেশ (امر الكنونيه), দুই, শরী'আত বিষয়ক নির্দেশ। সৃজনমূলক নির্দেশের মর্ম হলো এই যে, তিনি যা কিছু করতে চান, তা হয়েই থাকে, হতে বাধ্য। আর শরী'আত বিষয়ক নির্দেশের মর্ম হলো এই যে, তিনি যা পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট, তার নির্দেশ তিনি দেন।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর এই বিভাজন অতি উত্তম ও অত্যন্ত সুদৃঢ় ও যুক্তিগ্রাহ্য। তিনি 'কাযা ও কাদর' স্বাধীন ইচ্ছা ও শক্তিকে দু'টি প্রথম বস্তু মনে করেন। 'কাযা' হলো সে সকল শারঈ বিধি-বিধান, যে সব পালনের নির্দেশ আমরা ওহীর মাধ্যমে পেয়েছি।

অর্থাৎ শারঈ নির্দেশ। 'কাদ্র' বা অদৃষ্ট হলো সে সব বিষয়, যার ফয়সালা সৃষ্টির আদিকালে (الازل) নির্ধারিত হয়েছে এবং সে ফয়সালা অনুযায়ী সে সব নিষ্পন্ন হচ্ছে।

সৃষ্টিকূলকে ওহীর মাধ্যমে কর্মে বাধ্য করা হচ্ছে আর আমল বা কার্যাবলী সৃষ্টির আদিকালে নির্ধারিত ক্রমনুসারে নিষ্পন্ন হয়ে চলছে।

এভাবেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে 'আম্র' বা নির্দেশ দু'ভাবে বিভক্ত।

১. সৃজন ও উদ্ভাবনমূলক নির্দেশ। অর্থাৎ বস্তু অস্তিত্বে আসার বিধি-বিধান বা কানূন।

---

১. حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله، الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء تعالى: ٤٦٣ هـ, পৃ. ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

২. বাধ্য করা ও পালন করা নির্দেশ। অর্থাৎ মানুষকে শারঈ বিধি-বিধান পালনে বাধ্য করা।

প্রথমোক্ত নির্দেশের দাবি হলো, কাযাবলী তার নিরিখেই হতে থাকবে আর দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, পরকালীন প্রতিফল-এর বুন্‌য়াদ বা ভিত্তি। তবে এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আর তা হলো এই যে, আনুগত্য ও অনানুগত্য আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে, না বান্দার ইচ্ছায়? যদি আনুগত্য বান্দার ইচ্ছায় হয়ে থাকে; তবে তাও আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে কিংবা না? এবং ইচ্ছা ও নির্দেশের মধ্যে কি বৈপরীত্য রয়েছে? এ বিষয়টি অতি জটিল। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এ জটিলতার যে জবাব দিয়েছেন তাতে মানুষের শক্তির পরিচয় এবং মহান আল্লাহর সুন্দর গুণাবলীর প্রতি পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি রেখেছেন, যা তাঁর পবিত্র সত্তার পূর্ণ শক্তিমত্ত,া সর্বব্যাপী জ্ঞানের জন্য যথোপযুক্ত। তিনি বলেছেন,[১]

"وإنى أقول قولا متوسطا، لاجبرو لا تفويض وتسليط والله تعالى لا يكلف العباد بما لا يطيقون، ولا أراد منهم مالا يعملون ولا عاقبهم بما لم يعملوا لاسئالهم عالم يعملوا ولارضى لهم بالخوض فيما ليس لهم به علم، والله يعلم بما نحن فيه- "

"আমি মধ্যম পন্থার একটি কথা বলব, তাহলো এই যে, ইসলামে জাব্‌র বা বাধ্যবাধকতা নেই, না তাতে চেপে দেওয়া বা কর্তৃত্বদান, না আছে অধিকার হরণ। মহান আল্লাহ বান্দাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দেন না এবং যে কাজ তারা করতে পারবে না, তা তিনি চান না, তারা যা করে নাই, তাতে তিনি তাদের শাস্তি দেন না এবং তারা যা করে নাই, তাতে তিনি তাদের প্রশ্নের সম্মুখীন করবেন না; যা তারা জানে না, তাতে চর্চা করা তিনি পসন্দ করেন না; তিনি আমাদের সকল কার্যাবলী ও কথাবার্তা সম্পর্কে সাম্যক অবগত আছেন।

এই হলো ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর বর্ণনা ও বিবৃতি। যিনি তাক্‌দীর সম্পর্কীয় মাস্‌য়ালার অকূল সমুদ্রে অবগাহন করতে চাননি, যাতে ডুবে যাওয়ার ছিল একান্ত সম্ভাবনা এবং সমুদ্রের উত্তাল তরংগরাজিও যেন তাঁকে জাপটে ধরতে না পারে, ততটুকু দূরত্ব বজায় রাখা। তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাও স্বীকার করেছেন। কারণ তা হলো মানুষের স্বাভাবসিদ্ধ অধিকার। এর সাথে সাথে তিনি মহান আল্লাহর যথোপযুক্ত গুণাবলীকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নাই। আর যখন তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁকে এমন এক কন্টকাকীর্ণ উপত্যকায় নিয়ে যেতে চাচ্ছিল যেখানে পা রাখা তাঁর দৃষ্টিতে ছিল অবৈধ, তখন তিনি তাঁর চারপাশে এমন কিছু বাঁধার প্রাচীর তৈরি করে তাতে নিজকে সুরক্ষিত ও সীমাবদ্ধ করে নিলেন, যার থেকে তিনি আদৌ বের হতে চাইলেন না। আর সেই নিষিদ্ধ উপত্যকা হলো এই যে, যে বিষয়টি তাঁর জ্ঞানের বাইরে, তার[২]

১. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, ২ খ., পৃ. ১০৪।

২. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে কিছু বলা থেকে বিরত থাকা।"

কাদরিয়্যাদের এক প্রতিনিধি দল তাঁকে প্রশ্ন করল, বলুন ত, যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দার কুফরীর ইচ্ছা করেন তখন তিনি কি তা ভাল করলেন না মন্দ করলেন? তিনি বললেন, খারাপ আচরণ সম্বন্ধ সে ব্যক্তির প্রতিই আসবে, যে আদিষ্টের বিরোধিতা করছে, আর আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পবিত্র।

'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে বলতে শুনেছি কাদরিয়্যা গোষ্ঠীর সাথে দু'টি কথা হতে পারে। এক, তুমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চুপ থাকবে দুই, কুফরীর সীমানায় প্রবেশ করবে। তাদের বলতে হবে, এ সব বস্তু, যে সব বিষয়ে তারা বলাবলি করে; অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই কি সে সব সম্বন্ধে মহান আল্লাহ অবহিত ছিলেন, না কি ছিলেন না? যদি সে বলে ছিলেন না, তবে কাফির হয়ে গেল। যদি সে ইতিবাচক জবাব দেয়, তবে তাকে জিজ্ঞাসা কর, সকল কিছু কি সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই আত্মপ্রকাশ করল, অথবা তিনি ইচ্ছা করলেন যে, তাঁর জ্ঞান ব্যতীত তা অস্তিত্ব লাভ করুক? যদি কাদরিয়্যা গোষ্ঠী বলে যে, তিনি তাঁর জ্ঞানানুসারে আত্মপ্রকাশ করতে চান, তবে তারা নিজেরাই স্বীকার করে নিল যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন থেকে ঈমান এবং 'কাফির' থেকে কুফরীর ইচ্ছা করছেন। আর যদি তারা এ পথে অগ্রসর হয় যে, তিনি তার জ্ঞানের বিপরীত আত্মপ্রকাশ চান। তবে তারা স্বীয় প্রতিপালককে আশাবাদী ও অনুতাপকারী সাব্যস্ত করে দিল। কেননা য ব্যক্তি কোন বস্তুর অস্তিত্বের আশাবাদী অথচ সে জানে যে, তা হবে না, অথবা সে চায় যে, তা অস্তিত্ব লাভ না করুক, অথচ তা হবে– এমনটি তার জানা ছিল। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আশাবাদী এবং অনুতাপকারী বলবে, নিঃসন্দেহে সে 'কাফির' হয়ে যাবে।[১]

সারকথা এই যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) 'তাক্দীর' বিষয়ক মাসায়ালায় এক বিশেষ সীমাবদ্ধ আলোচনা করতেন এবং কখনো সেই সীমারেখার বাইরে যেতেন না। তিনি তাক্দীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান রাখতেন। তাঁর আকীদা ছিল সর্ব পরিব্যাপ্ত। মানুষের কোন কর্ম আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত বাস্তবায়িত হতে পারে না। মানুষের আনুগত্য ও পাপের সম্বন্ধ তার (সৃষ্টির) প্রতি। যেহেতু তা প্রকাশ পায় বা বাস্তবায়িত হয় মানুষের মাধ্যমে, সেহেতু তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে এবং হিসাব নেয়া হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা সামান্যতম যুলুমও করেন না। কুরআন সম্মত এই আকীদা পবিত্র কুরআনের সুদৃঢ় (محكم) আয়াতসমূহ থেকে গৃহীত। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)যদি কাদরিয়্যাদের সাথে এ বিষয়ে কথোপকথন করে থাকেন কিংবা বাক-বিতন্ডায় যেয়ে থাকেন, তার কারণ ছিল, তাদের সকল দলীল-প্রমাণ নাকচ, তদের তাকদীর সম্পার্কিত সকল মতবাদ খন্ডন এবং তাদের সকল [২]

---

১. الخطيب : تاريخ بغداد, ১৩ খ. পৃ. ৩৭৪।

২. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মতৎপরতা ও চেষ্টা-তদবীর ব্যর্থ করে দেওয়া। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) জাহমিয়্যা দলেল 'জাবর' মতবাদও সঠিক মনে করতেন না এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও একমত ছিলেন না যে, মানুষের কর্মে তার কোন ইচ্ছাশক্তি থাকে না।

শুধু ইচ্ছার অনুভূতি থাকে মাত্র। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর প্রতিপক্ষ তাঁকে 'জাহামী' বলে মিথ্যা অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। তারা এমনও বলত যে, তিনি 'জাহামী'দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন একং জহামীদের নেতা জাহাম (ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান) -এর সাওয়ারীর লাগাম ধরে চলতেন অর্থাৎ দালালী করতেন (নাউযূবিল্লাহ্)

উপরন্তু এহেন লোকেরা মানসূরের মাঝে মিথ্যার বেসাতী করে বেড়াতো। অথচ বাস্তবতা হলো এই যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) জাহানের কট্টর বিরোধী ও সমালোচক ছিলেন এবং জাহাম কর্তৃক তার ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে উত্থাপিত দলীল - প্রমাণকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে ছাড়তেন। তা ছাড়াও ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন,[১]

"صنفان من شر الناس بخراسان الجهمية والمشبهة"

"খোরাসানে দু'টি চরম নিকৃষ্ট গোষ্ঠীর বাস : জহামিয়্যা ও মুশাবইবহা।"
বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞান-গরিমা থেকে বঞ্চিত হতভাগ্য ব্যক্তিই সর্বদা সত্যপন্থী উলামায়ে কিরামের বিষয়ে এমন আচরণ করেছে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) যদি 'ভাল-মন্দের' তাক্‌দীরে বিশ্বাসী না হতেন তবে কাদরিয়্যা ও মু'তাযিলা বলে তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হতো। আর তিনি তাক্‌দীরে বিশ্বাস করতেন বলে অপবাদ দেওয়া হলো তিনি জাহমী। অথচ তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, আমি জাহাম -এর উপর রুষ্ট। জাহামের সথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। যাক, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত বাস্তবতা এই যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)জাহমী মতবাদ প্রচার ও প্রসারের সকল দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

ইমাম আ'যম (রাহ.) এঁর পবিত্র কুরআন সৃজন মতবাদ

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর যুগে কতিপয় লোক পবিত্র 'কুরআন সৃজন' বিষয়ক আকীদা মানুষের মাঝে প্রচার শুরু করে। তাদের বক্তব্য হলো, পবিত্র কুরআন নবী করীম (সা.) -এর মুজিযা হলেও তা আল্লাহর সৃষ্টি বা মাখলুক।

এই আকীদার প্রতিষ্ঠাতা হলেন- জা'দ ইব্‌ন দিরহাম। যাকে খোরাসানের গভর্নর খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ হত্যা করেন। জাহামিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা জাহাম ইব্‌ন সাফওয়ানও এই আকীদা পোষণ করত।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর গোঁড়া বিরোধী প্রতিপক্ষের দাবি ছিল যে,

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

তিনিও এই আকীদা পোষণ করতেন এবং এ জন্য তাঁকে দু'বার তাওবা করতে হয়েছে। প্রথমবার উমাইয়া খলীফাগণের পক্ষে ইরাকের গভর্নর ইউসুফ ইব্‌ন আম্‌র এবং দ্বিতীয়বার কাযী ইব্‌ন লায়লা তাকে তাওবা করান।

আমরা এ ধরনের অভিযোগ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে চাই এবং অভিযোগের প্রেক্ষাপটে উত্থাপিত প্রমানাদিও গ্রহণযোগ্য নয় বলতে চাই। আমরা এ কথা বলতে বাধ্য যে, যে সকল বর্ণনা সূত্রে এই মহান ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তা আমরা গ্রহণ করব না। কেননা এই অভিযোগ তাঁর এমন সব দুশমন ও প্রতিপক্ষ থেকে বর্ণিত, যারা সদা সর্বদা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করতে সচেষ্ট থাকতেন। উপরন্তু তাদের বক্তব্যের খন্ডনে এমন সব বর্ণনা বিদ্যমান, যে সবের বর্ণনাকারী অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত এবং সকল প্রকার দোষত্রুটি ও অপবাদ থেকে পবিত্র। সুতরাং তাদের বর্ণনা সমূহ গ্রহণযোগ্য। উপরন্তু তঁদের বর্ণনাসমূহ বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার কারণ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ইত্যাদি বিষয়ে যে সতর্কতা অবলম্বন করতেন, তার সাতে এ সকল বর্ণনার সাযুজ্য রয়েছে। কেননা তিনি একমাত্র সে সব বিষয়েই চিন্তা-গবেষণা এবং আলোচনা ও পর্যালোচনা পক্ষপাতি ছিলেন, যে সব বিষয়ে তাঁর পূর্ববর্তী সৎ বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। অথবা পূর্ববর্তীগণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বক্তব্যের প্রতিরোধ এবং মহান পবিত্র দ্বীনের সংরক্ষণ ও বিরোধীদের প্রদমনে প্রয়োজন মাফিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।[1]

সুতরাং আমরা সে বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করতে পারছি না যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি কুরআন সৃষ্ট বলে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এ জন্য তাঁকে তাওবা করতে হয়েছিল। এ বিষয়ে আমরা তাঁর সত্যিকার অবস্থান নির্ণয়ে অপরাপর বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করব। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে দু'টি বর্ণনা বিবৃতি করছি।

১. 'তারীখে বাগদাদে' বর্ণিত হয়েছে : "ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)পবিত্র কুরআন সৃষ্ট, এই আকীদা পোষণ করতেন না।"আরও বর্ণিত হয়েছে :

"ماتكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفرو لا محمد ولا أحمد من أصحابهم فى القران وإنما تكلم فى القران بشر المريسى وابن داؤد فهو لاء شانوا أصحاب أبى حنيفة"

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) ইমাম যুফার (রাহ.), ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) ও ইমাম আহম্মদ (রাহ.) এবং তাঁদের সহচর ও ছাত্রগণ কুরআন সৃষ্ট সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। বিশরুল মুরাইসী ও ইব্‌ন আবূ দাউদ কুরআন সৃষ্ট আকীদা পোষণ করত। তারাই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সহচরগণের বিরুদ্ধে এ অপবাদ প্রচার করে।[2]

২. ইব্‌ন আবদুল বার (রাহ.) আল-ইন্তিকা' (الإنتقاء) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) বলেন, "এক ব্যক্তি শুক্রবার দিন কূফার মসজিদে এল এবং লোকদেরকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা

১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২৪৭।
২. الخطيب : تاريخ بغداد, ১ খ. পৃ. ৩৭৭-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

(রাহ.) তখন মক্কা শরীফে ছিলেন। জনগণের মাঝে বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়ে গেল। আল্লাহর কসম করে বলছি, সে লোকটিকে আমার কাছে মানুষরূপী শয়তান মনে হলো। সে আমাদের পাঠচক্রের কাছে এলো এবং আমাকে প্রশ্ন করতে লাগল। আমরা একে অপরের মুখপানে তাকাতে থাকলাম, কোন উত্তর দিলাম না। শুধু এইটুকু বললাম যে, আমাদের মুহ্তারাম ওস্তাদউপস্থিত নেই, আমরা তাঁর অনুপস্থিতিতে কিছুই বলতে চাই না। আমরা তাঁর বলার আগে কিছুই বলতে চাই না। আমরা তাঁর বলার আগে কিছু বলতে পছন্দ করি না। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)এলেন, আমরা তাঁকে ঘটনাটি শুনালাম এবং বিষয়টি বলার অনুমতি চাইলাম। বিষয়টি আমাদের অন্তরেই ছিল। আমরা তাঁর চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিষয়টি খুবই জটিল হবে। আমরা হয়ত এ বিষয়ে আমাদের অভিমত বলে দিয়েছি।[১] তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জবাব দিয়েছ? জানলাম, আমরা চুপ ছিলাম, কোন জবাব দেই নাই যে, হযরত আপনি নাখোশ হবেন। এ কথা শুনে তাঁর রাগ পড়ে গেল। তিনি বলরেন, মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিফল দান করুন। আমার ওসীয়্যত স্মরণ রাখবে। এ বিষয়ে নিজে কোন অভিমত প্রকাশ করবে না, কারো কাছে কখনো জিজ্ঞেসও করবে না। শুধু এতটুকু বলবে যে, এ হলো কালামুল্লাহ্' মহান আল্লাহর কালাম। এর চেয়ে একটি শব্দও বেশি বলবে না। আমার ধারণা হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহকে ঘোরতর পেরেশানী ও সন্দেহে না ফেলা পর্যন্ত এ বিষয়টির পরিসমাপ্তি হবে না।[২]ওস্তাদ প্রজ্ঞাময় শিক্ষক মুহাম্মাদ আবূ জোহরা তাঁর "তিসয়া" নামক কিতাবে ফিক্হ এবং ইজতিহাদ সম্পর্কে যা আবূ হানীফা (রাহ.) এর কিতাব হতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং যা কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম হিসেবে পাঠদান করা হয়েছে। তিনি আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন," হযরত আবূ হানীফা আলিমদের মধ্যে খুবই উচ্চ স্তরের এবং উচ্চমর্যদা সম্পন্ন আলিম ছিলেন। একজন আলিম যেন বৈশিষ্ট সম্পন্ন হয় তাঁর মধ্যে সেই সব বৈশিষ্ট ও গুণ বিদ্যামান ছিল। তাঁর গবেষণার পরিধি ছিল ব্যাপক এবং সত্যা উদঘাটনের আগ্রহ ছিল প্রবল। তাঁর অন্ত র্নিহিত স্বতস্ফুর্ত আগ্রহ গবেষণা ত্বরান্বিত করতো। তিনি আত্ম নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। কবিত্বের উপর তাঁর প্রগাড় প্রতিভা ছিল। তিনি কখনো আজে বাজে বিরুপ করেননি।

পরিশেষে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থের ৫ নং পয়েন্টের একটি অংশ উল্লেখ করা হল,[৪] " আল কুরআনে আমাদের উচ্চারন সৃষ্ট, তাতে আমাদের লিখন সৃষ্ট, তাতে আমাদের পঠন সৃষ্ট, কিন্তু আল কুরআন সৃষ্ট নয় -শ্বশত। যারা সমালচনা করেছে তারা হয়ত এটি গবেষণা করেনি।

১. الخطيب : تاريخ بغداد, ১ খ. পৃ. ৩৭৭-৭৮।
২. حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله، الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء تعالى, পৃ. ১৬৬।
৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ), পৃ.১০৪;
৪. إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 150 هـ ، الفقه الاكبر , পয়েন্ট নং. ৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিশিষ্ট আলিমগণ কর্তৃক ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জ্ঞান ও মর্যাদার স্বীকৃতি

আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী (রাহ.) (৮৩-১৪৮হি./৭০২-৭৬৫খৃ.)

আবূ ইয়াকুব ইউসুফ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইউসুফ মককী আবূ হাম্‌জা সুমানী থেকে বর্ণনা করেন আমরা ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী (রাহ.) এর কাছে ছিলাম তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাশরীফ আনলেন তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলীকে অনেক গুলো মাস্‌য়ালা জিজ্ঞাসা করেন আর তিনি উত্তর দেন অত:পর আবূ হানীফা (রাহ.) চলে গেলেন তারপর ইমাম আবূ জাফর আমাদের কে বলেন তাঁর চাল-চলন, উঠা-বসা ও তাঁর নির্দশন অতিউত্তম এবং তাঁর 'ইলম ফিক্‌হ অতি উঁচু মানের।[১]

ইমাম মালিক (রাহ.) (৯৩-১৭৯হি./৭১২-৭৯৫খৃ.)

খতীব বাগ্‌দাদী ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেন ইমাম মালিক (রাহ.) কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি কি ইমাম আবূ হানীফাকে দেখেছেন তিনি জবাব দিলেন হাঁ আমি এমন এক ব্যক্তিত্বকে দেখেছি যিনি ঘরের এই স্তম্ভ যুক্তির দ্বারা স্বর্ণের স্তম্ভে পরিণত করে বুঝাতে পারেন ইমাম মালিক (রাহ.) খালিদ ইব্ন মাখলাদকে চিঠি লেখেন আবূ হানীফার কিছু কিতব আমার কাছে পাঠাও তখন তিনি পাঠিয়ে দিলেন ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) ইমাম মালিক (র:) কে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি ওসমান বাত্তী কে দেখেছেন তিনি বললেন হাঁ মাঝারী ধরনে মানুষ ছিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইব্ন শুরবরমাকে দেখেছেন তিনি বললেন হাঁ একজন সাহেবে এল্‌ম ও ভাষা পন্ডিত ছিলেন আমী আরজ করলাম আবূ হানীফাকে দেখেছেন জবাবে বললেন 'সুবহানাল্লাহ' তার চেয়ে বড় ফকীহ আমি কাউকে দেখানি তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে ঘরের স্তম্ভঝকে যুক্তির দ্বারা স্বর্ণের স্তম্ভে পরিণত করে প্রমাণিত করে দিতে পারতেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইমাম মালিকের দরবারে আসলেন তিনি তাকে অনেক সম্মান দিলেন তার যখন তিনি চলে গেলেন ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন তোমরা জান তিনিকে তারা বলল আমরা চিনিনা তখন ইমাম মালিক (রাহ.) বললেন তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা ইরাকী যিনি ঘরের স্তম্ভকে যুক্তি দ্বারা স্বর্ণের স্মম্ভে পরিণত করে দিতে পারেন।[২] আল্লাহ তায়ালা তার পক্ষ থেকে 'ইলম ফিক্‌হ-র জ্ঞান ও পান্ডিত্য দেওয়া হয়েছে একবার ইমাম মালেকের খেদমতে সুফয়ান সাওরী তাশরীফ আনিলেন তখন তাকে ইমাম আবূ হানীফা থেকে নিম্নমানের জায়গায় বসানো হইল যখন সুফয়ান সাওরী চলে গেলেন তখন বললেন তিনি ছিলেন সুফয়ান গাওরী তার পর সুফয়ান সাওরী (রাহ.) এর 'ইল্‌ম কি তার জ্ঞান ও তার পরহেজগারীর বর্ণনা[৩]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৪৭ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৮৬।

২. الخطيب : تاريخ بغداد, (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ. ৩৩৮।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৪৭ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

দিলেন। কাযী আয়ায (রাহ.) 'مدارك' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "একদিন মদীনা শরীফে ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফার মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল। দীর্ঘ সময় তাঁরা 'ইল্মী আলোচনা ও পর্যালোচনাময় নিমগ্ন ছিলেন। তারপর ইমাম মালিক (রাহ.) ঘর্মাক্ত অবস্থায় ওখান থেকে বের হয়ে আসলেন। লায়স ইব্ন সা'দ (রাহ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হলো, আপনি এমন ঘর্মাক্ত হয়ে গেলেন কেন?" ইমাম মালিক (রাহ.) বললেন, আমি আবূ হানীফার সাথে মুনাযারা ও মুনাকাশায় (পরস্পর আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিতর্কে) ঘর্মাক্ত হয়েছি। হে মিসরী (ইব্ন সা'দ)! "নি:সন্দেহে তিনি (আবূ হানীফা) একজন শ্রেষ্ঠতম ফকীহ্ ।"[১]

ইমাম মালিক (রাহ.) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফার গ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন, অর্থাৎ আবূ হানীফার শিষ্যগণ তাঁর থেকে যে সব গ্রন্থ তৈরি করেছেন। এমন কি ইমাম মালিকের নিকট ষাট হাজার ফিক্হী মাসাইল সংগৃহীত ছিল। যেমন ইব্ন আবূল আওয়াম সা'আদী, আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আলী আদ-দামীরী, মুওয়াফফাক ও খাওয়ারিযমী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।[২]

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪হি./৭৬৭-৮১৯খৃ.)

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ফিক্হের ইল্ম অর্জন করতে চায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সান্নিধ্যর মুখাপেক্ষী হবে, ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) আরও বলেন ফিক্হের ব্যাপারে সকলেই আবূ হানীফা (রাহ.) এর পরিবারস্থ লোক। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) আরও বলেন আমি এমন কোন ব্যক্তি কে দেখিনি যিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর চেয়ে বড় ফকীহ হতে পেরেছেন।[৩] তিনি আরো বলেন যে ব্যক্তি আবূ হানীফা (রাহ.) এর কিতাব পড়বে না 'ইলমের মধ্যে তার জ্ঞান ও গভীরতা অর্জন হবে না। তিনি আরও বলেন ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ইলমে ফিক্হ সকলেরর কাছে গ্রহণ যোগ্য ছিল ।[৪]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর যে সব সমালোচনামূলক বক্তব্য সম্বন্ধযুক্ত করা হয়ে থাকে, তা মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কেননা ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) আদৌ ইমাম আবূ হানীফাকে দেখেন নি। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা ১৫০ হি./৭৬৭খৃ.তে ওফাত পান। আর ইমাম শাফি'ঈ ১৫০হি./৭৬৭খৃ.তে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার প্রশ্নই উঠেনা। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ছাত্রদেরকে পেয়েছেন। বিশেষ করে ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসানকে। তাঁর কাছেই ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) ইমাম আবূ হানীফার ফিক্হ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। ইমাম আবূ হানীফার ইজইতহাদী 'ইল্মমর দ্বার তাঁর দ্বারাই শাফি'ঈ

---

১. أبو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى

২. تأنيب الخطيب পৃ. ৩।

৩. تاريخ بغداد : الخطيب , ১৩ খ., পৃ. ৩৪৬।

৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৪৮ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

নিকট উদ্ঘাটিত হয়। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) তিন বছরকাল বাগদাদে অবস্থানের পর প্রস্থানের কালে নিজেই অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে, "আমি মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (রাহ.) হতে এক উটের বোঝার পরিমাণ 'ইল্ম বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" সুতরাং এ কতা কস্মিনকালেও মেনে নেয়া যায় না যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছেন। বরং ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর এ কথা সর্বজন মান্য প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে,[১]

"الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة"

"মুসলিম জাতি 'ইল্মে ফিকহে বা ইজইতহাদে আবূ হানীফার সন্তান।"

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) 'ইল্মে ফিক্হ-এর মূল শিক্ষক আর সবাই তাঁর ছাত্র।

ইমাম আবূ জাফর রাজী (রাহ.)

তিনি বলেন আমি আবূ হানীফা থেকে বড় ফকীহ্ এবং তার চেয়ে বড় পরহেজগার আর কাউকে দেখিনি।[২]

ফুজায়িল ইব্ন আয়াজ (রাহ.)

তিনি বলেন আবূ হানীফা (র:) একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন পরহিযগারীতে ছিল অনন্য একজন দানবীর মালদার ছিলেন কাউকে বঞ্চিত করা হত না দিন রাত 'ইল্ম চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন কথা কম বলতেন চুপচাপ বেশী থাকতেন হালাল হারামের মাসায়ালা আমলে স্পষ্ট দলিল প্রমান দিয়ে প্রমান করতেন রাজা বাদ্শাদের কাছ থেকে দুরত্ব বজায় রাখতেন।[৩]

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.)

আমি আমার পিতা মাতার আগে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) জন্য দোয়া করি। কেননা আমি আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে শুনেছি তিনি পিতা মাতার সাথে তার ওস্তাজ হাম্মাদের জন্য দোয়া করতেন ইয়াহিয়া ইব্ন আকছাম বর্ণনা করেন যখন আবূ ইউসুফ (রাহ.) কাছে মাসায়ালা জিজ্ঞাসা করা হইত তিনি জবাব দিয়ে বলতেন এটা আবূ হানীফা (রাহ.) এর মতামত যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে নিজের এবং আল্লাহ তায়ালার মাঝে রাখবে তার দ্বীনদারী খাটি হয়ে যাবে।[৪]

ইয়াহিয়া ইব্ন আকসাম

তিনি বলেন, আল্লাহতায়ালা আবূ হানীফা কে 'ইল্ম ও আমল ফিক্হ দানশীলতা এবং কুরআনী চরিত্রে সুসজ্জিত করেছেন এবং ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) [৫]

---

১. الخطيب : تاريخ بغداد , ১৩ খ., পৃ. ৩৪৬।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৬১ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০১।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৬১ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০১।

৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৬১ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০১।

৫. Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,(**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P. 163.

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেকার বুযুর্গদের সঠিক উত্তরসূরী ছিলেন আল্লাহর কসম তার মত এই পৃথিবীতে এমন খাঁটি আর কোন উত্তরসূরী দেখি নাই।

ইমাম আ'মাশ

ইমাম আ'মাশ আবূ ইউসুফ (রাহ.) কে বললেন তোমার 'ওস্তাজ আবূ হানীফা (রাহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসুদের রানা ক্রীতদাসীর মুক্তি তার তালাকপ্রাপ্ত হওয়াকে কেন ছেড়ে দিলেন ইমাম আবূ ইউসুফ আরজ করলেন তিনি এই হাদীসের কারনে হযরত বারীরা (রা.) ক্রীতদাসী থেকে মুক্তি হওয়ার পর তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইলে তার পূর্বের স্বামীকে গ্রহণ করা ওনা করার যার ফলে তিনি মুক্তির জিবন গ্রহণ করা ও না করার যার ফলে তিনি মুক্তির জিবন কে গ্রহণ করলেন ইমাম আ'মাশ (রাহ.) বলেন ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন বুদ্ধিমান তিনি ইমাম আবূ হানীফার গবেষণা কে অত্যন্ত পছন্দ করতেন ইমাম আমাশের কাছে একটা মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ইহার সঠিক উত্তর নু'মান ইব্ন সাবেত দিতে পারবেন আমার বিশ্বাস তার এলেমের মধ্যে কর মত দেওয়া হয়েছে।

ফজল ইব্ন মূসা মিনানী

সাবু ইয়াকুব মককী ইয়াহিয়া ইব্ন আদম থেকে বর্ণনা করেন আমি ফজল ইব্ন মুসা সিনালী কে বললাম যে সকল লোকেরা আবূ হানীফা (রাহ.) এর বদনাম করে তাদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন যে এই সকল লোকেরা আবূ হানীফা (রাহ.) এর এলেম কে জানে না এই জন্য তার তার হিংসায় লেগে গেল।

আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াজিদ মুকরী

আবূ হানীফা থেকে বড় কোন ফকীহ আযী দেখি নাই খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াজিদ মুকরী যখন আমাদের কাছে ইমাম আবূ হানীফার হাদীস বয়ান করতেন তখন বলতেন এলেমের বাদশাহদের বাদশাহ বর্ণনা করেন।

ওয়াকীম ইব্ন জাররাহ (রাহ.)

তিনি বলেন আমি আবূ হানীফা থেকে বড় কোন ফকীহ এবং তার থেকে উত্তম কোন নামাযী আমি দেখি নাই।

ইয়াহিয়া ইব্ন মুঈন (রাহ.)

ফকীহ মাত্র চারজন আবূ হানীফা (রাহ.) সুফয়ান সাওরী ইমাম মালিক (রাহ.)

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৬২ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০২।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৬২ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০২।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৬৩ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০২।

৪. Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,(**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P. 163.

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আওযাঈ (রাহ.) (৫০৮-৫৯৭হি./১১১৪-১২০১খৃ.) তিনি বলেন, ই'ল্‌ম ফিক্‌হ-এ আবূ হানীফা (রাহ.) সবচেয়ে বেশী প্রিয়। হযরত সুফয়ান সাওরী আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি ছিলেন হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। 'ইল্‌মে ফিক্‌হ-র বর্ণনা সত্যবাদী আল্লাহর দ্বীন ছিল তার কাছে নিরাপদ। ইয়াহিয়া ইব্‌ন মুঈন কে জিজ্ঞাসা করা হইল আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে তখন তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী শো'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ ইমামুল হাদীস ছিলেন তিনি 'ইল্‌ম আবূ হানীফাকে হাদীস বর্ণনা করার হুকুম করতেন।[১]

ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) (১৩২-১৮৯হি./৭৫০-৮০৫খৃ.)

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান আল শায়বানা বর্ণনা করেন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) যুগের এক অনন্য ইমাম ছিলেন তার 'ইল্‌মের পাহাড় থেকে জ্ঞানের ফোয়ারা নির্গত হতো। যদি তার থেকে দানশীলতা সমবেদনা পরহেজগারীর ফোয়ারা বের হত তাহলে ইল্‌ম এবং ফিক্‌াহ থেকে বের হতো।[২]

ইয়াজিদ ইব্‌ন জুরাই (রাহ.)

খতীব বাগদাদী ইয়াজিদ ইব্‌ন জুরাঈ থেকে বর্ণনা করেন, যখন তার কাছে আবূ হানীফা (রাহ.) আলোচনা হতো তখন তিনি বলতেন দ্রুতগামী বাহন তার ফতোয়াকে দূর দুরান্ত পর্যন্ত পৌছে দেয় ইমাম আবূ হানীফা কাউকে কাফের বলে আখ্যা দিতেন না যতক্ষণ না সে নিজেই ইসলামে দরওয়াজা থেকে বের হয়ে যায় আমানত রক্ষার্থে ছিলেন সকলের উর্ধ্বে।[৩]

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে তাঁর প্রশংসা ও স্মৃতিচর্চা চলতে থাকে। আর এতে এই মহান ফকীহ্ র জীবন চরিত্রের মান-মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর এই প্রশংসাকারিগণ ছিলেন বিভিন্ন চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু সকলেই তাঁর মহান মর্যাদার বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ একমত। এ পর্যায়ে আমরা তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালের কতিপয় ব্যক্তিত্বের মতামত উপস্থাপন করব। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)–এর সমকালীন প্রখ্যাত সূফী সাধক কুদাইল ইব্‌ন আয়ায (রাহ.) বলেন :

"তিনি ছিলেন মহান ফকীহ্ অগাধ সম্পদশালী, অত্যন্ত দানশীল, দিবা-রাত্র জ্ঞান অন্বেষণে আত্মনিয়োজিত, ইবাদত গুযার, চিন্তামগ্ন, কম কথার ব্যক্তিত্ব। যখন হালাল ও হারাম সংক্রান্ত কোন বিষয়ের মাসআলা আসত, তিনি নির্ভয়ে সত্য কথা বলে

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৬৩ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০৩ ।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৬৪ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০৪ ।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৬৪ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

দিতেন। বাদশাহর সম্পদের প্রতি ছিল তাঁর চরম অনীহা ও ঘৃণাবোধ।"[১]

জাফর ইব্ন রাবী (রাহ.)

তিনি বলেন, [২] "আমি পাঁচ বছর তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছি, তাঁর ন্যায় কম কথার লোক আর দেখিনি। যখন 'ফিক্হ' সম্পর্কিত কোন কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন নীরবতা ভেঙ্গে যেত এবং নদীর প্রবাহের মত কথামালার স্রোত বয়ে যেত। তাঁর গলার স্বর ছিল বেশ উচ্চ এবং স্পষ্ট।"

মালীহ্ ইব্ন ওয়াকী (রাহ.)

তিনি বলেন, [৩] "ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং সাহসী ব্যক্তিত্ব। আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই তিনি সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহর রাহে তলোয়ারের আঘাতও সহ্য করে যেতেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন ও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কেননা তিনি অত্যন্ত নেক্কার ব্যক্তি ছিলেন।"

আবূদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রাহ.)

তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে "'ইল্মে-র মূল নির্যাস" বলে ভূষিত করতেন।[৪]

মুহাদ্দিস ইব্ন জুরাইজ (রাহ.)

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর বাল্যকালে তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন যে,[৫] "ইল্ম তথা জ্ঞানে তিনি আশ্চর্য স্থান দখল করবেন।" যখন ইমাম আ'যম বয়স্ক হলেন, তখন তাঁর বিষয়ে জুরাইজের মজলিসে আলোচনা হলে তিনি উচ্চস্বরে বলতেন "তিনি একজন মহান ফকীহ্, তিনি একজন মহান ফকীহ্।"

একজন সমকালীন আলিম বলেন "আবূ হানীফা (রাহ.) হলেন, অতি আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর জ্ঞান থেকে সে ব্যক্তি বিমুখ হতে পারে যে তাঁকে বুঝতে পারেনি, চিনতে পারেনি।"[৬] তাঁর সমকালীন ইমাম আমাশ (রাহ.) বলেন : ان ابا حنيفة لفقيه "নিঃসন্দেহের আবূ হানীফা (রাহ.) একজন মহান ফকীহ্।" ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে প্রশংসামূলক উক্তি অগণিত। আমরা নমুনা হিসেবে গুটি কতেক উক্তির অবতারণা করলাম। তাঁর সমকালীন সকল ব্যক্তিত্ব চাই তিনি তাঁর পক্ষের কি বিপক্ষের, সকলেই তাঁকে 'শ্রেষ্ঠতম ফকীহ্' হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তাঁর এই প্রশংসা অত্যন্ত যুক্তিসংগত। কেননা তিনি 'ইল্মে র গূঢ় রহস্য অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং তার গভীর মর্মমূলে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৭]

---

১. الخطيب : تاريخ بغداد, ১৩ খ., পৃ. ৩৪০।

২. প্রাগুক্ত, ১৩ খ., পৃ. ৩৪০।

৩. ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى ,الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ، (মাকতাবাহ আল খায়রিয়্যাহ, ১৩০৪হি./ ১৮৮৬খৃ.), পৃ. ৩২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৫. ابن حجر الهيتمى الشافعي رحمه الله تعالى ,الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ، পৃ ৩৪।

৬. ابن حجر الهيتمى الشافعي رحمه الله تعالى,الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ، পৃ. ৩৫

৭. حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله، الإنتقاء : ٤٦٣ هـ ,পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন দুক্কাইন

আল-করদরী ইব্‌ন দুক্কাইন এর উদ্ধৃত দিয়ে বর্ণনা করেন-হযরত আবূ হানীফা সৌন্দর্য মন্ডিত এবং আকর্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ অতীব আকর্ষনীয় ছিল। তিনি অত্যাধিক খোদাভীরু লোক ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা এবং আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারবে এমন কোন শক্তি নেই। নির্ভয়ে আমি অনেক কিছু আশা করতাম। তিনি তার সর্তকতা অবলম্বন সংকীর্ণতা করতেন না।[১]

ইমাম আহমদ (রাহ.)

ইমাম আহমদ (রাহ.) হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) কে স্মরণ করতেন এবং তাহাকে স্নেহ করতেন। তার কষ্টের জন্য কান্না করতেন। আবূ হানীফাকে (রাহ.) আঘাত করলে শান্তনা দিতেন।[২]

ইব্‌ন আবদুল বীর এবং আবূ দাউদ আল হিজহতানী

ইব্‌ন আবদুল বীর এবং আবূ দাউদ আল হিজহতানী বলেন-নিশ্চয় হযরত আবূ হানীফা (রাহ.), হযরত মালিক (রা:), হযরত শাফি'ঈ (রা.) ইমাম ছিলেন।[৩]

আল খতীব মুহাম্মাদ

আল খতীব মুহাম্মাদ ইব্‌ন এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-তিনি বলেন আমি বার বার আবূ হানীফা এবং আবূ সুফিয়ানের কাছে আসা যাওয়া করতাম। আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আপনি কোথায় হতে এসেছেন। তিনি উত্তরে বলেন- অবশ্যই আপনি এমন ব্যক্তির নিকট হতে এসেছেন-যতি আলকমা এবং মাসউদ উপস্থিত থাকতো। তাহলে এধরনের লোকের প্রয়োজন হতো না। অর্থাৎ তারাই মাসায়েল বলে দিতেন। তারপর তিনি বলেন আপনি সুফিয়ানের কাছে আসেন। আবূ সুফয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোত্থেকে এসেছেন। আমি উত্তরে বললাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কাছ হতে এসেছি। তখন আবূ সুফয়ান বলেন-আপনি এমন লোকের কাছ হতে এসেছেন-যিনি এ পৃথিবী বাসির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ফিক্‌হ্ জ্ঞান রাখেন।[৪]

কাজী সাইমরী

কাজী সাইমরী বলেন-মুগীরা ইব্‌ন মগন আমাকে বলেন। আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সান্নিধ্য থাকুন। যদি ইব্রাহীম আল নাখ'ঈ জীবিত থাকতেন, তিনি আবূ হানীফা (রাহ.) এর সান্নিধ্যে থাকতেন। আল্লাহর কসম হযরত আবূ হানীফা হালাল এবং হারাম সম্পর্কে সুন্দর ও সাবলীলভাবে বর্ণনা করেন।[৫]

---

১. ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، سليمان الغاوجي، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) পৃ.৯৮।
২. ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، سليمان الغاوجي، পৃ.৯৮।
৩. ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، سليمان الغاوجي، পৃ.৯৯।
৪. ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، سليمان الغاوجي، পৃ.৯৯।
৫. ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، سليمان الغاوجي، পৃ.৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

কর্ম জীবন

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও দাদা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন এবং খজ নামক রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করতেন।[১] তাদের ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) উত্তরাধিকার সূত্রেই এ ব্যবসা পেয়েছিলেন। তিনি কাপড়ের ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে কাপড় বানানো হত। তাঁর ব্যবসা শুধু কূফাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দূর-দূরান্তে তাঁর কাপড়ের ব্যপক চাহিদা ছিল এবং সেখানে শাখা বিক্রয় কেন্দ্র ছিল। তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি এতই বিশ্বস্থ ছিল যে তৎকালীন প্রায় সকল ব্যবসায়ী এবং ধনী ব্যক্তিরা তাঁর নিকট নিশ্চিন্তে আমানত জমা রাখত। ফলে তিনি একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে মানুষ অর্থ জমা রাখত। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ইনতিকালের সময় সেই ব্যংকটিতে ৫ কোটি দিরহাম (স্বর্ণ মূদ্রা) রক্ষিত ছিল।[২] সকলের আমানতে সকলের নাম ও তারিখ লেখা অবস্থায় রাখা ছিল। পরবর্তীতে তাঁর এই আর্থিক হিসাব নিকাশ ও আইনের অভিজ্ঞতা তাঁর ফিক্হ শাস্ত্র আবিস্কারে ব্যপক ভূমিকা রেখেছিল।[৩] জীবনের প্রথমদিকেই ব্যবসার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। 'মানাকিবে আবূ হানীফা' মাক্কীতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) দৈনিক কর্ম তৎপরতার বর্ণনা করে ইউসুফ ইব্ন সিম্তীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, সপ্তাহের এক দিন তিনি গৃহের জরুরী ব্যবস্থা আঞ্জাম দিতে থাকতেন, মসজিদের দরসে ও বাজারে যেতেন না। চাশ্ত হতে দুপুর পর্যন্ত বাজারে বসতেন। জুম'আর দিন তিনি বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন উপাদেয় আহারে আপ্যায়ন করাতেন।[৪]

১২০ হি./৭৩৮খৃ. তাঁর ওস্তাদ ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এর ইনতিকালের পর তিনি তাঁর স্থানে শিক্ষাদান শুরু করেন। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যবসা বন্ধ রাখেন নি বরং তাঁর একজন বিশ্বস্থ বন্ধুর মাধ্যমে শরীকদার ব্যবসা (شريك) করে যান।[৫] এ কথা স্পষ্ট যে, জ্ঞান অর্জনে অংশ গ্রহণ, ফিক্হ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য অনস্বীকার্য। কেননা জীবনীকারগণ ব্যবসায়ী হওয়ার সাথে সাথে তাঁর ইল্ম ফিক্হ-এর অধ্যয়ন, গবেষণার কথাও বর্ণনা করেছেন। আর এটা সম্ভব ছিল তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত ব্যাবসায়ী শরীকদার থাকার কারণেই। যিনি তাঁকে অহরহ হাটে-বাজারে গমনাগমন

---

১. আল ইরাকি'ঈ, **মিরা'ত আল যিনাদ ওয়া 'ইবরাত আল ইয়াকযন, (হায়দরাবাদ :** দাইরাতুল-মারিফ, ১৩৩৭ হি./ ১৯১৮খৃ.), ১ খ., পৃ. ৩১০।

২. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ২খ.,পৃ.২২০।

৩. Edited by M.M. Sharif, **A Historyof Muslim Philosophy**, (**Pakistan** : Pakistan Philosophical Congress, last modified on 2002), Ch.34, P. 675.

৪. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ২খ.,পৃ.১৯৬।

৫. Adil Salahi, **Imam Abu Haneefa, (Impact Magazine,** 2004), P. 5. www.MuslimHeritage.com.

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর যুগে ব্যবহৃত মুদ্রা (দিনার বা স্বর্ণমুদ্রা[১]) যা আব্বাসীয় খিলাফত আমলে প্রচলন হয়েছিল তার তথ্য নিম্নে দেয়া হল। তিনি এই মূল্যবান মূদ্রা ব্যবহার করতেন। প্রতি শুক্রবার তাঁর পিতা মাতার জন্য ২০ দিনার (নিম্নের স্বর্ণমূদ্রা) (প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) গরীবদের দান করতেন।[২]

আমল : আব্বাসীয় খিলাফত,
শাসক : আব্বাসীয় ২য় খলীফা আল মানসুর,
আব্বাসীয় যুগ : ১৩৬-১৫৮ হি./ ৭৫৪-৭৭৫খৃ.,
মুদ্রার নাম : দিনার,
প্রচলন শুরুর তারিখ : ১৪৭হি./ ৭৬৪খৃ.

মুদ্রার পরিচিতঃ

১. **এপিঠঃ** মুদ্রাটির এপিঠে গোলাকারভাবে সূরা আত্তাওবাহ এর ৩৩ নং আয়াত লিখিত আছে। মাঝখানে লিখা রয়েছে আল্লাহ বাদে কেহ মাবুদ নেই এবং আল্লাহর কেহ শরীক নেই, (কালিমা শরীফ)।

২. **অপরপিঠঃ** অপরপিঠে গোলাকার ভাবে লিখা হয়েছে, আল্লাহর নামে দিনারটি ১৪৭ হিজরীতে চালু করা হল, (বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহীম)।

রেফারেন্স : অ্যালবান ১২১, বিএমসি ১ এবং ৯।
মুদ্রার ওজন : ৪.৩ গ্রাম।
ব্যাস : ১৮.৫ মি.মি./ ৯.২৫ সে.মি/ ৩.৬ ইঞ্চি।
ধাতু : স্বর্ণ। (এক দিনারের বর্তমান মূল্য প্রায় ৬,০০০ টাকা)।

---

১. Drachmas Doubloons and Dollars: **The History of Money, Medieval Byzantine and Islamic Empires**, www.numismatics.org/.../cases/case03.G.html; www.edgarlowen.com/a43cw.html; http://www.forumancientcoins.com/historia/coins/j1/j101.htm.

২. http://www.faizaneislam.org/articles/.

Dhaka University Institutional Repository

থেকে রক্ষা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) শুধু ব্যবসায়ীক বিষয়েই অবগত ছিলেন না; বরং তিনি ব্যবসায়ের একজন নেতৃস্থানীয় তত্ত্বাবধায়ক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্যবসায়ীক কাজে তিনি নিজেই অংশগ্রহণ করতেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানার্জনের প্রতি ছিলেন একান্তভাবে আত্মনিবেদিত।

১৪৫ হি./৭৬২খৃ. খলীফা আল মানসূর একটি আর্দশ ইসলামী নগরী,[১] হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) (মৃ. ২৪ হি./ ৬৪৪ খৃ.) এর সপ্তমূখী নগরী যেখানে মদীনা শহরকে রাজধানী এবং শ্যাম (সিরিয়া), মিসর, বাহরাইন, বসরা, কূফা এবং জাজিরা শহর গুলো চারিদিকে মূখ করা ছিল, সেই অনুকরণে বাগদাদ নগরী নির্মাণ কাজ শুরু করে। তৎকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিসীন, মুসলিম বিজ্ঞানী, প্রখ্যাত জ্যার্তিবিজ্ঞানী, জ্যাতিষীদের সমন্বয়ে গোলাকার শহর বাগদাদের নকশাটি[২] করা হয়। প্রায় একলক্ষ্য সেনা সদস্য, নির্মাণ শ্রমিক বিভিন্ন শহর থেকে আনা হয়েছিল।[৩] গোলাকার বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠার সকল কাজের তত্তাবধায়ক হিসেবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে খলীফা নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর তত্তাবধানেই উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি তত্তাবধায়ক হিসেবে কিছু সময় দায়িত্ব পালন করে, পদ থেকে ইস্তাফা দিয়েছিলেন।[৪]

এটি ছিল ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর জীবনের শেষের দিকের ঘটনা তখন তিনি ফিক্হবিদ হিসেবে গোটা মুসলিম বিশ্বে এক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই তাঁকে খলীফা মানসূর তার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্যশ্যে নিয়োগ করেছিল। কিন্তু খলীফা মানসূর পূর্ণ ইসলামী উপায়ে কার্য পরিচালনা করত না। সে প্রাকশ্যে গোপনে নবী (সা.) এর আওলাদগণের সাথে শত্রুতা করত এবং বাগদাদ নগরীর কিছু জমি সে অন্যায়ভাবে মানুষ থেকে নিয়েছিল তাই শেষদিকে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মৃত্যুর পূর্বে বাগদাদের একটি নির্দষ্ট অংশের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, তাঁকে যেন ঐ অংশে কবর দেয়া না হয় কারন সেই জায়দাটি অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার আর্দশ তত্তাবধানেই বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সময় খলীফা মানসূরের ভিতরে অসৎ উদ্যেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন এবং পরবর্ততে তিনি দেশের প্রধান বিচারপতী হতে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। অন্যথায় তাঁকে সম্মুখে রেখে বা সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে খলীফা মানসূর ব্যাপকভাবে অনৈসলামিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেত।

---

১. Edited by M.M. Sharif, **A Historyof Muslim Philosophy,** Ch.34, P. 675.

২. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) **আল বিরুনী কর্তৃক অঙ্কিত নকশাটির** মাধ্যম আধুনিক বাগদাদের নির্মাণকার্য তত্ত্বাবধায়ন (Supervising) করছিলেন, সেই নকশার চিত্রটি অপর পাতায় দেয়া হল।

৩. ইয়াকুবী, **মুশাদিলাত আল নাস ইল জামানিহিম, (কায়রোঃ** মিসর, তা.বি.), পৃ. ৩৩-৩৪; এম এম ভি আবদুল হামিদ সম্পা., **মাসুদী, মুরুজ আল যাব, (বৈরুতঃ** লেবানন, তা.বি.), ৪ খ., পৃ. ৩১৫।

৪. আল তাবারি, **তারীখ আল উমাম ওয়াল মূলক, (কায়রো :** আল মাক্তাবাত আল ইসতিকামাহ, ১৯৩৯), ৬ খ., পৃ. ২৩৮; ইব্ন কাসীর, **আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, (মিসর :** মাক্তাবাত আল সা'আদ) ১০ খ., পৃ.৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫হি./ ৭৬২খৃ. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কিবলামূখী গোলাকার বাগদাদের যে নকশাটি[১] অনুযায়ী নির্মানকার্য কিছুকাল তত্ত্বাবধান করেছিলেন সেটি নিম্নে দেয়া হল।

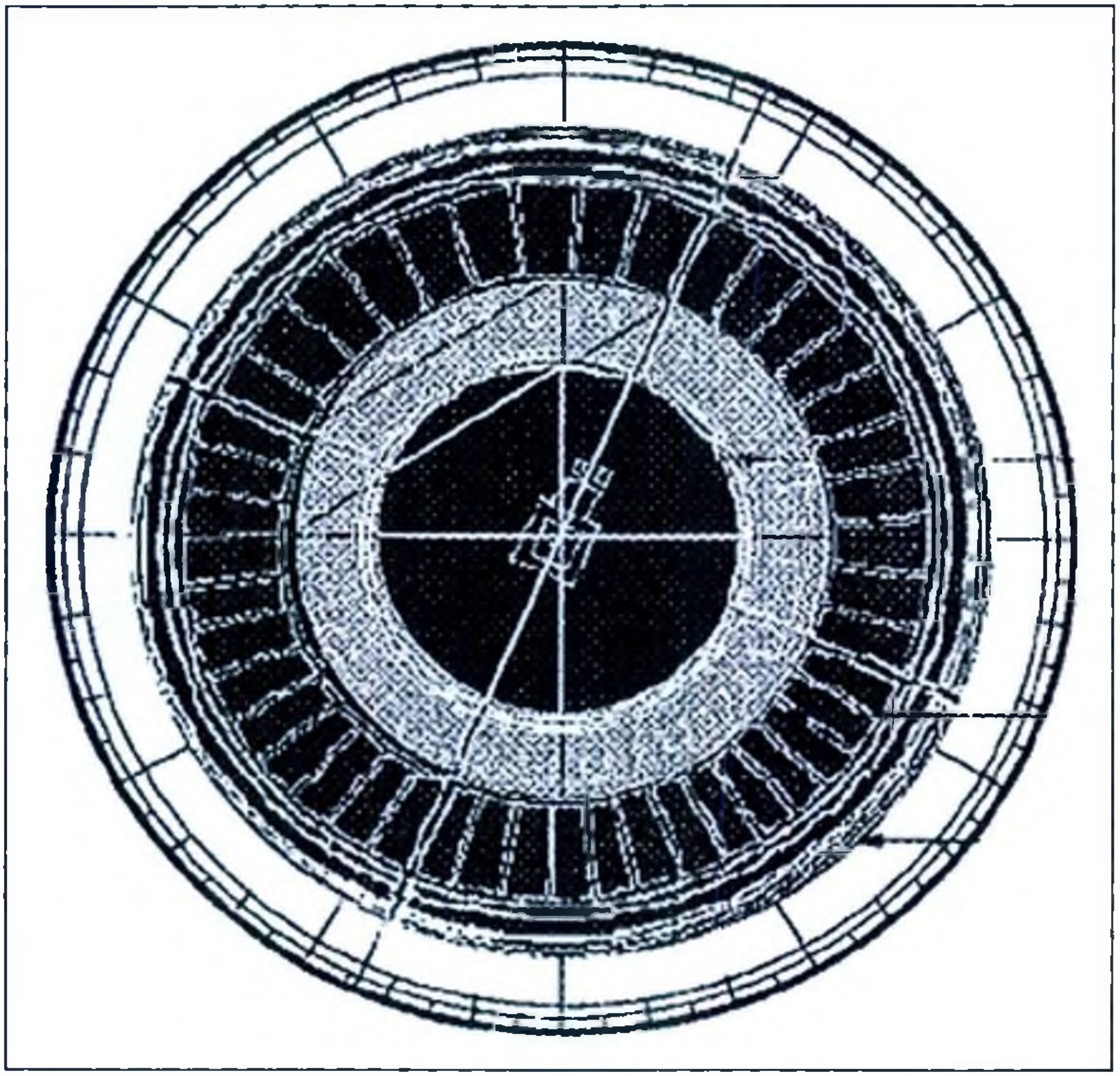

১. Ibrahim Allawi, **Architecture Based on Islamic Theories : Some Evolutionary and Cosmological Aspects to Early Islamic Town Planning,** Ch. 6. P. 66 ; M. E. L. Mallowan, **EARLY MESOPOTAMIA AND IRAN (NEW YORK :** McGRAW-HILL,1969) ; Samuel M. Ronaya, Lecturer, Al-Hikma University, **A SHORT HISTORY of ARCHITECTURE IN IRAQ (3,000 B.C. 1258 AD) (Baghdad)**; **Fairfield University,** Mathematics Department , Fairfield, CT 06430; Otto Neugebauer, **History of Mathematical Astronomy, (Berlin-Heidelberg-New york,** 1973), P. 200-201.http://www.faculty.fairfield.edu/jmac/meso/meso.htm

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ব্যবসায়িক বৈশিষ্ট্য

১. তিনি একজন সহৃদয়বান ধনী ছিলেন। লোভ লালসা কখনও তার উপর প্রবল হতে পারে নি। কারন তিনি ধনী ঘরের সন্তান ছিলেন। দরিদ্রতার কষাঘাত থেকে তিনি ছিলেন সুরক্ষিত।

২. তিনি ছিলেন পরম বিশ্বস্ত ও আমানতদার।

৩. তিনি ছিলেন উচ্চমনের দানশীল ও দাতা। কৃপনতা থেকে তিনি ছিলেণ সর্ম্পূন মুক্ত।

৪. তিনি ছিলেন উঁচুমানের দ্বীনদার, আবিদ, রাত্রি জাগরণকারী, দিনের বেলায় রোযাদার ও রাতে সালাতে দন্ডায়মান ব্যক্তিত্ব এবং মোক্কাম্মেল ওলী। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। বর্ণিত আছে তিনি ৪০ বছর এশার অযূ দিয়ে ফযর নামায পড়েছেন।

তাঁর উপরোক্ত সামগ্রীক গুণাবলী তাঁর ব্যবসায়িক দিকের উপর আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, তিনি একজন অনন্য সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন। অধিকাংশ লোক তাঁকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) (ও. ১৩ হি./৬৩৪ খৃ.) -এর মত ব্যবসায়ী মনে করতেন। মনে হয় তিনি যেন ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর প্রতিচ্ছবি এবং তাঁর অনুসৃত ব্যবসায়িক রীতি নীতিই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্যবসায়িক মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রেও বিক্রয়ের সময়কার আমানতদারীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন।[১]

একবার জনৈক মহিলা একখানা রেশমী কাপড় বিক্রয় করতে এলে তিনি মূল্য জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বলল, একশত দিরহাম। তিনি বললেন, কাপড়টির মূল্য আরও অধিক। মহিলা কাপড়ের মূল্য বাড়াতে বাড়াতে চারশ-এ পৌঁছলে তিনি বললেন, এখনও মূল্য কম। মহিলা বলল, আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন। তিনি বললেন, দরদাম করার জন্য কাউকে ডেকে আনুন। মাহিলা একজন লোক ডেকে আনল। তারপর তিনি উক্ত কাপড়খানা পাঁচশত দিরহাম স্থানীয় মুদ্রায় খরিদ করলেন।[২]

তিনি ক্রেতা হওয়া সত্ত্বেও বিক্রেতার লাভের দিকে কিভাবে দৃষ্টি রেখেছেন। মহিলার অজ্ঞতা থেকে তিনি অবৈধ কোন ফায়দা না উঠিয়ে বরং তাকে সঠিক পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি এমন দরদী বিক্রেতা ছিলেন যে, যখন ক্রেতা দুর্বল হতো, তখন তিনি তার সাথে বন্ধু সুলভ ব্যবহার করতেন এবং পণ্যের সঠিক মূল্য পেলেই নিজের লভ্যাংশ ছেড়ে দিতেন। একবার এক মহিলা এসে বলতে লাগলেন, আমি অতি সাধারণ দুর্বল মানুষ, আমার নিকট এ পরিমাণ মুদ্রা আছে। আপনি আমাকে এ কাপড়খানা প্রকৃত দামে প্রদান করুন এবং লাভ মোটেই নিবেন না। তিনি বললেন, চার দিরহামে নিয়ে নিন। মহিলা বলল, বৃদ্ধাকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। তিনি বললেন, ঠাট্টা

---

১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.), পৃ. ৪৫।

২. الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ، ابن حجر الهيتمى الشافعى رحمه الله تعالى, পৃ. 88।

Dhaka University Institutional Repository

নয়। বাস্তবতা এই যে, আমি এ ধরনের দু'খানা কাপড় খরিদ করেছিলাম। একখানা বিক্রয় করে প্রকৃত খরিদ মূল্য পেয়ে গেছি, বর্তমানে মাত্র চার দিরহাম বাকী আছে। এখন এ কাপড়ের ক্রয় মূল্য হবে মাত্র চার দিরহাম।

একবার ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর একজন বন্ধু এল এবং একটা বিশেষ ধরনের রেশমী কাপড় তালাশ করল। সে এর রং ও গুণাগুণও বলল। তিনি বললেন, অপেক্ষা কর, আমি সংগ্রহ করে দিচ্ছি। একটু পরেই তিনি সে কাপড়খানা পেয়ে গেলেন। তার সে বন্ধু একটু পরে এলে তিনি বললেন, তোমার চাহিদা পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি কাপড়খানা বের করে তাকে দিলেন। বন্ধু বলল, মূল্য কত দিতে হবে? তিনি বললেন, এক দিরহাম। লোকটি বলল, আমার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে, আপনি আমার সাথে তামাশা করছেন? তিনি বললেন, তামাশা নয়। বাস্তবতা এই যে, আমি দু'খানা কাপড় বিশ দিনার এক দিরহাম-এ ক্রয় করেছিলাম। একখানা বিক্রয় করে বিশ দিনার পেয়ে গেছি আর অপর কাপড়খানা মাত্র এক দিরহামে রয়ে গেছে।[১]

একে দান-আশ্রিত আচরণ বলা হোক কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের পর্যায়ের দান বলা হোক, নি:সন্দেহে তা তথাকথিত ব্যবসা-বাণিজ্য নয়। এই অন্য আচরণের দ্বারা একজন মহান ব্যবসায়ীর বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততা, দ্বীনদারী ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় বৈ কি? যে সব কাজকর্মে, লেনদেনে ও ক্রয়-বিক্রয়ে পাপের দূরতম কোন সন্দেহ হতো, তবে তা হতে এই মহান ব্যক্তিত্ব কঠোরভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন। যদি কোন ব্যবসায়ের পণ্যে সামান্যতম পাপের বা পংকিলতার আশংকা রয়েছে বলে তিনি অনুভব করতেন, তবে তা ফকীর ও দু:স্থ লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।[২]

একবার ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদার হাফস ইব্ন আবুদুর রহমানকে বিক্রয়ের জন্য কিছু পণ্য প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, একটি কাপড়ে ত্রুটি রয়েছে, বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে তা অবশ্যই বলে দিতে হবে। হাফস কাপড়খানা বিক্রি করেছিল, কিন্তু কাপড়ের ত্রুটি বলতে ভুলে গিয়েছিল। ক্রেতাও তা অজ্ঞাত ছিল। যখন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তা অবগত হলেন, তখন পণ্যের সব মূল্য প্রায় ৩৫,০০০ দিরহাম গরীব-দু:খীকে দান করে দিয়েছিলেন।[৩]

আল্লাহ্ ভীতি ও হালালের উপর সন্তুষ্টচিত্ত থাকার কারণে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা বিপুলভাবে লাভবান হতেন এবং প্রচুর লাভ করেছিলেন। তদুপরি তিনি এ লভ্যাংশের বিরাট অংশ জ্ঞান অন্বেষণকারী ও জ্ঞানদানকারী মুহাদ্দিস ও শায়খদের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করতেন। 'তারিখে বাগদাদে' উল্লেখ আছে যে, "তিনি বাৎসরিক লাভ্যাংশ একত্র করতেন এবং তা হতে মুহাদ্দিস ও শায়খদের ভরণ-পোষণের ব্যয়, কাপড়-চোপড় এবং সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করতেন। আর অবশিষ্টাংশ[৪]

১. الخطيب : تاريخ بغداد, ১৩ খ., পৃ. ৩৬০।
২. **প্রাগুক্ত ১**, পৃ. ৪৭।
৩. মোল্লা আলী ক্বারী, **আল জাওয়াহির আল মুযি'য়্যাহ,** (হায়দরাবাদ:দাইরাতুল-মা'রিফ, ১৯১৩), ১খ., পৃ.৪৮৮।
৪. الخطيب : تاريخ بغداد, ১৩ খ., পৃ. ৩৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) এঁর বয়স যখন ৫৩ বছর সেই আমলের দিরহাম[১] (রৌপ্য মুদ্রা)। এই দিরহামেরই ৩৫,০০০ দিরহাম তিনি দান করেছিলেন।

আমল : আব্বাসীয় খিলাফত,
শাষক : সাফ্‌ফান,
আব্বাসীয় যুগ : ১৩৩-১৩৭ হি./ ৭৫০-৭৫৪খৃ.,
মুদ্রার নাম : এ. আর. দিরহাম,
প্রচলন শুরুর তারিখ : ১৩৩ হি./ ৭৫১ খৃ., তৎকালীন রাজধানী কূফা থেকে শুরু হয়।

মুদ্রার পরিচিতি:

১. **এপিঠ:** এপিঠে গোলাকার ভাবে লিখা হয়েছে, আল্লাহর নামে দিরহামটি কূফা থেকে ১৩৩ হিজরীতে চালু করা হল, (বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহীম)।

২. **অপরপিঠ:** মূদ্রাটির অপরপিঠে গোলাকারভাবে সূরা আত্‌তাওবাহ এর ৩৩ নং আয়াত লিখিত আছে। মাঝখানে লিখা রয়েছে আল্লাহ বাদে কেহ মাবুদ নেই এবং আল্লাহর কেহ শরীক নেই, (কালিমা শরীফ)।

রেফারেন্স : এ্যালবান ২১১।
মুদ্রার ওজন : ২.৮ গ্রাম।
ব্যাস : ২৪.৩ মি.মি./১২.১৫ সে.মি/ ৪.৭ ইঞ্চি।
ধাতু : রৌপ্য।

---

১. Drachmas Doubloons and Dollars: **The History of Money, Medieval Byzantine and Islamic Empires**, www.numismatics.org/.../cases/case03.G.html; www.edgarlowen.com/a43cw.html http://www.forumancientcoins.com/historia/coins/j1/j112.htm.

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে বলতেন আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনে খরচ করবেন। আর এজন্য শুধু আল্লাহর শোকরগুযারী করবেন। কেননা আমি আপনাদের যা দিলাম, তা আমার পকেট থেকে দেইনি, বরং মহান আল্লাহর দান থেকেই দিয়েছি। মোটকথা তাঁর ব্যবসায়ের লভ্যাংশ উলামায়ে কিরামের ইয্যতের হিফাযত, তাঁদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ এবং 'ইল্মে দ্বীনের অধিকারী লোকদেরকে মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্যই ব্যয় হতো। তিনি তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণকে আভ্যন্তরীনের মত সুন্দর ও অমলিন করার একান্ত প্রয়াসী ছিলেন। এ কারণে তিনি তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে বিশেষ নযর দিতেন। তাঁর ব্যবহৃত একখানা চাদরের মূল্যই হতো চল্লিশ দীনার। তিনি ছিলেন খোশ মেজাজ, সুন্দর চেহারা ও উন্নত ললাটের অধিকারী। আতর ও খুশবু বিপুলভাবে ব্যবহার করতেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.) বলেন যে, "তিনি তাঁর জুতার শুকতলার পর্যন্ত খেয়াল রাখতেন, আর এমন কখনো হয় নাই যে, তাঁর জুতার শুকতলা ছেঁড়া কিংবা ফাটা দেখা গিয়েছে।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর পরিচিত বন্ধু বান্ধবদেরকে পোশাক-আশাক এবং বাহ্যিক বেশ-ভূষা সুন্দর রাখার জন্য উৎসাহ দিতেন। কথিত আছে যে, তিনি একবার তাঁর বন্ধুকে অপরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখলেন।

যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন, তাঁকে একটু বসতে বললেন। যখন অপরাপর লোকজন চলে গেল আর বন্ধুটি একাই রয়ে গেল, তখন তাকে বললেন, জায়নামাযখানা উঠান এবং তার নিচে যা রাখা আছে তা গ্রহণ করুন। বন্ধুটি জায়নামায উঠিয়ে দেখলেন ওখানে একহাজার দিরহাম রয়েছে।

তিনি বললেন, দিরহামগুলো নিন এবং তা দ্বারা নিজের অবস্থার পরিবর্তন করুন। বন্ধুটি বলল, আমি ধনাঢ্য ব্যক্তি, আমার এতে প্রয়োজন নেই। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন, আপনি কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শুনেননি যে,

তিনি ইরশাদ করেছেন, [২]

"إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده."

"মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দার মাঝে তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকাশ দেখতে ভালবাসেন।"

তারপর তিনি বন্ধুটিকে ইবনয়ের সাথে বললেন, নিজের বেশ-ভূষার পরিবর্তন করুন যাতে বন্ধুজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা আপনাকে দেখে কখনো চিন্তিত না হন।[৩]

---

১. الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ، ابن حجر الهيتمى الشافعى رحمه الله تعالى , পৃ. ৬১।
২. মিশকাত, অ. পোশাক পরিচ্ছদ।
৪. الخطيب : تاريخ بغداد, (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ. ৩৬০।

Dhaka University Institutional Repository

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে উন্নত ভাল সংশ্রব ধন্য এবং নিজ ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা রাখে ইতিহাসে আর কাউকে দেখিনি হাফ্স ইব্ন হাম্জা কোরাইশী বর্ণনা করেন কিছু মানুষ আবূ হানীফা (রাহ.) সংশ্রব ধন্য হওয়ার উদ্দ্যেশ্য ছাড়াও আসিত কিন্তু বিদায় কালে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন ফকীর হইলে সাহায্য করতেন অসুস্থ হইলে তার সেবা করতেন উত্তম চরিত্র দ্বারানিজের দিকে আকর্ষন করে নিতেন। ইমাম আবূ ইউসুফ বর্ণনা করেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কাছে কোন আবেদন করিলে পূর্ন করে দিতেন হাছান ইব্ন যিয়াদ বর্ণনা করেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কোন ছাত্রের শরিরে নষ্ট জামা দেখে তাকে বসার আবেদন করিলেন তারপর অন্যান্য লোকেরা চলে গেলে তিনি তাকে বলেন জায় নামাজের নিচে যা কিছু আছে নিয়ে যাও সে জায়নামায উঠিয়ে দেখে তাঁর নিচে এক হাজার দিরহাম ছিল। ইসমাঈল ইব্ন হাম্মদ ইব্ন আবূ হানীফা (রাহ.) বর্ণনা করেন যেদিন হাম্মাদ তার ছেলে সুরায়ে ফাতেহা পুরো করল সেদিন ওস্ত াদেরসমীপে পাঁচ হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) পেশ করলেন এবং অতি নম্রতা ও বিনয়ের সাথে আরয করলেন আল্লাহর কসম যদি আমার কাছে এরচেয়ে বেশী থাকত অবশ্যই তা পেশ করতাম।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) নীতি ছিল তিনি প্রতি বছর বিশেষ মূল্যের সামগ্রী ক্রয় করে কূফা থেকে বাগদাদ ব্যবসার সামগ্রীর সাথে পাঠাতেন ঐ সামগ্রী বিক্রীত টাকা দিয়ে বাগদাদে আবার সামগ্রী খরিদ করে কূফায় বিক্রি করতেন এই আদান প্রদান ও ব্যবসার মধ্যে যে লাভ হত প্রথমে মুহাদ্দিস গণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে তাদের ঘরে পাঠাতেন অত:পর মুলধন ও লভ্যাংশ যা অবশিষ্ট থাকত তাদের মধ্যে সেগুলো অত্যন্ত আনন্দচিত্তে প্রাণ খুলে এই বলে বন্টন করতেন এগুলো আপনারা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করুন এক মাত্র আল্লাহ পাকের প্রশংসা করুন কেননা আমার সম্পদ থেকে আমি আপনাদের কিছু দিচ্ছি না শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ থেকে দিচ্ছি এটি আপনাদের নামে দেওয়া মূলধনের লাভ। যা আল্লাহ পক্ষ থেকে আমার হাতে আপনাদের কাছে পৌছাইতাছি। ওয়াকী ইবুনুল জাবরা বর্ণনা করেন ইমাম সাহেবের সাধারন দস্তুর ছিল চল্লিশ বছর পর্যন্ত। যখন তার চার হাজার দিরহামের বেশী হইত তখন লভ্যংশ কে জয় করে দিতেন মূলধন রেখে দিতেন কেননা 'আলী (রা.) (ও. ৪১ হি. / ৬৬১খৃ.) বলেন চার হাজার দিরহাম এবং তার চেয়ে কম ভরন পোষনের জন্য মানুষের কাছে হাত পাতার ভয় না হলে এক দিরহাম ও সঞ্চয় করে রাখতাম না।[২]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ২৩৮ ; محمد ابن يوسف الصالحي محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دارالعلوم ديوبند), পৃ. ১৯৯।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ২৩৯ ; محمد ابن يوسف الصالحي محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دارالعلوم ديوبند), পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপনা জীবন

ধর্মীয় বিধান প্রণয়নে গবেষণামূলক প্রয়াস অর্থাৎ 'ইজ্‌তিহাদ' করার যোগ্যতা, মান এবং স্বীকৃতি– ওস্তাদ ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) বেঁচে থাকতেই সকল গণের অধিকারী হয়েছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)। বয়সও এমন কিছু কম ছিল না। ওস্তাদের ইনতিকালের সময় চল্লিশের কোঠায় দাঁড়ানো।

ওস্তাদেরজীবদ্দশায় নিজে একটা দরসের আসন খুলে বসবেন, এটা ছিল নীতি ও রীতি বিরুদ্ধ কাজ। সেকালে ওস্তাদ-শিষ্য সম্পর্ক যে শ্রদ্ধা-সম্মান এবং স্নেহ-ভালবাসার ওপর দাঁড়ানো ছিল আজকের দিনে তা বিরল। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নিজের মুখের কথা– "ওস্তাদ হাম্মাম (রাহ.) যতোদিন বেঁচে ছিলেন কখনো তাঁর বাড়ির দিকে আমার পা ছড়িয়ে দেইনি।" ১২০ হি./৭৩৮খৃ.তে হাম্মাদ (রাহ.) ইন্‌তিকাল করেন। যেহেতু ইবরাহীম নাখঈ'র পরে ফিক্‌হ সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তিনিই ছিলেন। তাঁর ওফাতের পর কূফা নগরী আক্ষরিক অর্থেই যেন 'চেরাগহীন' হয়ে গেল। ওস্তাদেরছেলেকে দরসের শূন্য মসনদে বসানো হলো, অভিজ্ঞতা মানানসই মূসা ইব্‌ন কাছীর (রাহ.)-কে সে আসনে বসানো হলো। যদিও ফিক্‌হী বিষয়ের ওপর পূর্ণ দক্ষতা তার ছিল না কিন্তু তবু বড় বড় ওস্তাদগণের সাহচার্য তাকে মোটামুটি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তুলেছিল। দরস-তাদরীস তাকে কেন্দ্র করেই চলছিল, কিন্তু তিনিও যখন হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন গণ্যমান্য সর্বজনের সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর কাছে শূন্য মসনদ অলংকৃত করার প্রস্তাব রাখা হলো।[১]

বাস্তবতার নিরিখে সার্বিক দায়িত্বের আসল রূপ যখন চোখের সামনে ভেসে উঠলো তখন পরিস্কার জানিয়ে দিলেন– "আমি এ দায়িত্বের যোগ্য নই"। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি এমনভাবে ঘিরে দাঁড়ালো যে, অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকল না। রাজি তাকে হতেই হলো। কিন্তু মনের ভয়? তা তো দূর হচ্ছে না! আবূল মুহাসিন লিখেছেন, ঠিক এই সময়ই তিনি স্বপ্ন দেখেন– 'আল্লাহ্‌র রাসূলের কবর খুঁড়ছেন'। ভয়ে শিউরে উঠলেন, বুঝে নিলেন 'এ স্বপ্ন তাঁর অযোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করছে'। ইমাম ইব্‌ন শিরিন (রাহ.) স্বপ্ন-বিশ্লেষণে সর্বজঈমান্য ছিলেন। তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, "একটি মৃত জ্ঞানকে পুনর্জীবিত করার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে"।[২] ভয় কেটে গেল, মন শান্ত হলো। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং প্রশান্ত মন নিয়ে 'দরস' দিতে শুরু করলেন। সকল মুহাদ্দিসীন এবং ঐতিহাসিকগণ স্বপ্নের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) স্বাধীনভাবে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দানের কাজে আত্মনিয়োগ

---

১. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা, (দিল্লী** :তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬), পৃ.৪৩।

২. عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي ; পৃ. ৮২; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان حنيفة النعمان , পৃ.৫৩ ; Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,(**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons), P. 83.

Dhaka University Institutional Repository

১২০ হি./৭৩৮খৃ. ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এঁর ইনতিকালের সময় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বয়স ছিল ৪০ বছর, তাঁর কিছুদিন পরই তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন, নিম্নের দিরহামটি সেই আমলের দিরহাম[১] । যা তিনি ব্যবহার করেছেন।

আমল : উমাইয়্যা খিলাফত,
শাষক : হিশাম,
উমাইয়্যা যুগ : ১০৫-১২৫ হি./ ৭২৪-৭৪৩ খৃ.,
মুদ্রার নাম : দিরহাম,
প্রচলন শুরুর তারিখ : ১২০ হি./ ৭৩৮ খৃ., ওয়াসিত, পশ্চিম বসরা থেকে শুরু হয়।

মুদ্রার পরিচিত:

১. **এপিঠঃ** এপিঠে গোলাকার ভাবে লিখা হয়েছে, আল্লাহর নামে দিরহামটি ওয়াসিত থেকে ১২০ হিজরীতে চালু করা হল, (বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহীম), মাঝখানে লিখা রয়েছে আল্লাহ বাদে কেহ মাবুদ নেই এবং আল্লাহর কেহ শরীক নেই, (কালিমা শরীফ)।

২. **অপরপিঠঃ** মূদ্রাটির অপরপিঠে গোলাকারভাবে সূরা আত্তাওবাহ এর ৩৩ নং আয়াত লিখিত আছে। মাঝখানে সূরা ইখলাস লিখা রয়েছে।

রেফারেন্স : এ্যালবান ১৩৭।
মুদ্রার ওজন : ২.৯ গ্রাম।
ব্যাস : ২৮.২ মি.মি.
ধাতু : বিশেষ ধরনের ধাতু।

---

১. Drachmas Doubloons and Dollars: **The History of Money, Medieval Byzantine and Islamic Empires**, www.numismatics.org/.../cases/case03.G.html; www.edgarlowen.com/a43cw.html http://www.forumancientcoins.com/historia/coins/j1/j111.htm.

Dhaka University Institutional Repository

করলেন। প্রথম প্রথম মরহুম ওস্তাদের প্রাক্তন ছাত্ররাই দরসে অংশ নিতো, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সুনাম সুখ্যাতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, সমগ্র কূফার অন্যান্য সকল 'দরসগাহ্' থেকে ছাত্ররা এসে তাঁর জলসায় ভীড় জমাতে লাগলো।[১] শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হলো যে, সেইসব হালকায়ে দরসের ওস্তাদগণ যেমন মাসআর ইব্‌ন কেদাম, ইমাম আ'মশ প্রমূখ এসে তাঁর আলোচনায় অংশ নিতেন অন্যদেরকেও এখানেই আসার উৎসাহ দিতেন।[২]

শিক্ষকতার পরিধি

শুধুমাত্র স্পেন ছাড়া ইসলামী জগতের এমন কোন অঞ্চল অবশিষ্ট ছিল না যা তার শিষ্যত্বের প্রভাব বা সম্পর্ক থেকে মুক্ত ছিল। গ্রাম-গঞ্জের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় তবে যেসব জেলা বা প্রশাসনিক রাজ্যগুলোর নাম বিশেষভাবে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন তা উদ্ধৃত করা হলো– মক্কা, মদীনা, দামিস্ক, বসরা, ওয়াসে, মুসুল, জাযীরাহ, রাক্কাহ, নসীবাইন, রমলাহ, মিসর, ইয়ামন, ইয়ামামাহ্, বাহরাইন, বাগদাদ, আহওয়াজ, কিরমান, ইস্ফাহান, হালাওয়ান, ইসতেরাবাদ, হামাদান, নাহস্তেওয়ান্দ, রে, কুমাসত, তিবরিস্তান, জুরজান, নিশাপুর, সারখাস্, নিসা, বুখারা, সরমকন্দ, ফিস, ছানআন, তিরমিয, হেরাত, নিহিসতার, আলযাম, খাওয়ারিযিম, সীস্তান, মাদারেস, মাছিছাহ, হামাস, ইত্যাদি।[৩] অর্থাৎ ইসলামী খেলাফতের পরিধি এবং বিস্তৃতি যতোটা ইমাম আবূ হানীফার শিক্ষকতার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি ঠিক ততোটাই।

ধীরে ধীরে সমগ্র ইরাকে তাঁর প্রভাব এতোটা গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, 'খিলাফতে রাজতন্ত্রে'র বিরুদ্ধে যেসব আন্দোলন বা বিদ্রোহের আয়োজন হতো তারা সবাই তাঁর সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করতো। 'তোহ্‌ফা'তে শাহ্ আবদুল আজীজ লিখেছেন– উমাইয়্যা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যায়েদ ইব্‌ন 'আলী যে বিদ্রোহ করেছিলেন তাতে 'ইমাম সাহেব (রাহ.)' শরীক ছিলেন। 'নামায়ে দানেশওয়ারাঁ'র রচয়িতাবৃন্দও এরকমই মনে করেন। কিন্তু আমরা এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। যে সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কিতাবাদি আমাদের সম্মুখে রয়েছে তার কোথাও একথার উল্লেখ নেই। অথচ এরকম কোন ঘটনা যদি সত্যিই হতো তাহলে তা এসব গ্রন্থে অনুল্লেখ থাকার কথা নয়।[৪]

প্রায় ৩০ বছর তিনি 'ইল্‌ম ফিক্‌হ দরস দিয়েছেন। এবং অসংখ্য মেধাবী ও জ্ঞানী ছাত্র তাঁর সহচার্যে ধন্য হয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে ৪০ জন বিশিষ্ট ছাত্রকে নিয়ে তিনি একটি গবেষনা বোর্ড তৈরী করেছিলেন এবং সেই বোর্ডর অক্লান্ত পরিশ্রমের সহযোগীতায় গোটা বিশ্বের জন্য তিনি ফিক্‌হ হানাফী প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৫]

১. Schacht. J., **Abu Hanifa Numan, The Encyclopaedia of Islam, (Leiden** : E.J. Brill, 1978), Vol. 1 P.123.
২. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৪৪।
৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, অ. ৫।
৪. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.),** পৃ. ১২১।
৫. http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifa_an-Nuâ`man.

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও পাঠদান

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ছাত্রদেরকে বর্তমান যুগের ন্যায় গতানুগতিক ভাবে পড়াতেন না, 'ইল্‌মী আলোচনা অনুশীলনের ন্যায় পাঠদান করতেন। যে মাসায়ালাটি আলোচনাধীন হতো, তা তিনি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতেন এবং এ বিষয়ে শারঈ নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন, প্রত্যেক ছাত্রই নিজ নিজ মত উপস্থাপন করতেন। ক্বিয়াসের বিষয়ে ছাত্রগণ তাঁদের পূর্ণ অধিকার পেতেন। সুতরাং ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) (১৩২-১৮৯ হি./৭৫০-৮০৫ খৃ.) থেকে বর্ণিত যে, এ সব ছাত্র ইজতিহাদে তাঁর বিপরীত মতও দিতেন, এমনকি দীর্ঘ সময় আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কে মজলিসে শোরগোল লেগে যেত। সার্বিক দিকের উপর গভীর চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের পর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) নিজের মতামত পেশ করতেন। যা সে 'ইল্‌মী পর্যালোচনা ও অনুশীলনের ফলাফল এবং খুবই বিশ্লেষণমূলক ও সন্তোষজনক হতো। আর তাঁর মতামত এত সুন্দর হতো যে, সবাই তা গ্রহণে বাধ্য হতেন এবং সকলের মনো:পূত হতো। এ ধরনের আলোচনা ও পর্যালোচনা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের জন্যই অত্যন্ত ফলদায়ক প্রশিক্ষণ। এতে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই সমপরিমাণ উপকৃত হতেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কারণে তিনি জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত শিক্ষার্থীই থেকে যান এবং তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং চিন্তাধারা উপর্যুপরি উন্নতির সিঁড়ি পার হয়ে যেতে থাকে। যখন কোন হাদীস তাঁর সামনে আসত, তখনই যে সব আহ্‌কামের সাথে তা সম্পর্কিত হতো, তার ইল্লাত এবং বিভিন্ন দিকের উপর চিন্তা করা হতো এবং তার উপর আলোচনা ও পর্যালোচনা শুরু হয়ে যেত। যে সব মাসআলা ইল্লাতের মূলের সাথে সম্পার্কিত বা সাদৃশ্যপূর্ণ হতো, তাকে মূলের উপর শাখা-প্রশাখা হিসেবে সাব্যস্ত করা হতো। আর এই ছিল ফিক্‌হ'।[১]

তিনি দ্বীনের কোন গবেষণার ব্যাপারে স্বৈরাচারের মনোভাব প্রদর্শন করতেন না। তিনি তাদের কথা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। তা নিয়ে মাসব্যাপী বা আরও বেশী তর্ক বিতর্ক করতেন যতক্ষণ কোন মসালার ব্যাপারে কোন একজনে কথা প্রাধান্য না পেত, ততক্ষণ তা আলোচনা করতেন। তা নিয়ে মাসব্যাপী বা আরও বেশী তর্ক বিতর্ক করতেন যতক্ষণ কোন মসালার ব্যাপারে কোন একজনে কথা প্রাধান্য না পেত, ততক্ষণ তা আলোচনা করতেন। তারপর কাজী আবূ ইউসুফ উছুলে লিপিবদ্ধ করতেন অর্থাৎ মসায়েল বের করার পদ্ধতি হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে স্থান পেত। এই ভাবে সমস্ত বিধিমালা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যখন কোন মসালা সম্পর্কে কোন অভিযোগ বা জটিলতা দেখা দিলে তিনি তাঁর সাথীদের সাথে আলোচনা করতেন। কোন ভুল হলে তাড়াতাড়ি গোনাহের জন্য আল্লাহর নিকট [২]

---

১. ابن حجر الشافعى ,الخيرات الحسان, পৃ.৫৫। سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.৪১-৪২;

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة.١٤٠١هـ) পৃ.৫৬; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة, পৃ.১৯৭; تذكرة النعمان, পৃ.৫৪; Madrasah Arabia Islamia, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man binThabit**, P.59.

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমা চাইতেন এবং নামায পড়তেন। অতপর তাঁর কাছে মাসাআলা আল্লাহর পক্ষহতে অবহিত হতো এবং তিনি বলতেন আমি তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়েছি তিনি আমার প্রতি সদয় হয়েছেন। এই খবর আল-ফজিল ইব্‌ন মায়াজ নামক লোকের নিকট পৌঁছলে, তিনি খুববেশী কাঁদলেন। তারপর বললেন-তা আপনার গোনাহ স্বল্পতার কারণে অন্যথায় আপনাকে অবহিত করতেন না।

শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর আচরণ

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ছাত্র শিক্ষার্থীদেরকে গোঁড়াপন্থী ও অন্ধ অনুকরণপ্রিয় বানাতে আগ্রহী ছিলেন না এবং তাঁদেরকে স্বাধীন মন-মানসিকতাসম্পন্ন তর্কবাগীশ দেখতে চাইতেন। তিনি তিনটি বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন :

১. শিক্ষার্থীদের তিনি আর্থিক সাহায্য দান করতেন। আপতকালীন সময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতেন, সহযোগিতার হস্ত বাড়িয়ে দিতেন। যার বিবাহের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য ছিলনা, তাকে বিয়ে দিয়ে দিতেন এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর সকল প্রকার প্রয়োজন মেটাতেন। এমন একজন শিক্ষার্থী বলেন :

"كان يعنى من علمه وينفق عليه وعلى عياله فاذا تعلم قال لقد وصلت إلى الغنى الأحبر بمعرفه الحلال والحرام"

তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে চাহিদা থেকে মুখাপেক্ষহীন করে দিতেন এবং তার ও তার পরিবার-পরিজনের জন্য সম্পদ ব্যয় করতেন। যখন শিক্ষার্থী জ্ঞান অম্বেষণ সমাপ্ত করত, তখন বলতেন : হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানার কারণে তুমি সম্পদশালী হয়ে গেলে।

২. তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতেন। যদি কারো মাঝে জ্ঞান অর্জনের অনুভূতির সাথে অহংকারের নমুনা দেখতে পেতেন, তবে তা বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে দূরীভূত করতেন এবং তাকে বিশ্বাস করাতেন যে, জ্ঞান অর্জন করতে হলে তোমাকে অপরের মুখাপেক্ষী হতেই হবে।

বর্ণিত আছে যে, তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র কাযী আবূ ইউসুফ (রাহ.) (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.) মনে মনে অনুভভ করলেন যে, এখন তাঁকে পৃথকভাবে নিজের 'হালকায়ে দরস্' প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর একজন সাথীকে বললেন যে, ইউসুফের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর যে, এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

বিষয়টি হল, এক ব্যক্তি কোন এক ধোপাকে দু'দিরহামের বিনিময়ে একখানা কাপড় ধুতে দিল। তারপর সে তার কাপড় ফেরত চাইল। ধোপা অস্বীকার করল।

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ২৩;
محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ.৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

লোকটি আবার এলো এবং কাপড় ফেরত চাইল। ধোপা কাপড় ধোলাই করে তাকে দিয়ে দিল।

এমতাবস্থায় ধোপা কি তার পারিশ্রমিক পেতে পারে? ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেছিলেন, যদি ইমাম আবূ ইউসুফ ইতিবাচক জবাব দেয় যে, সে পারিশ্রমিক পেতে পারে, তবে তুমি বলবে, আপনি ভুল করলেন। আর যদি নেতিবাচক জবাব দেয়, তবে তুমি বলবে, এত সঠিক হলো না।

সে লোকটি ইমাম আবূ ইউসুফের দরসে গেল এবং মাসায়ালাটি জিজ্ঞেস করল। ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) বললেন, হ্যাঁ, তাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। লোকটি বলল, আপনি ভুল করলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, সে পারিশ্রমিক পাবে না।

লোকটি বলল, আপনি এবারও ভুল করলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) মেধাবী ও দুরদর্শী ছিলেন তৎক্ষণাত ব্যাপরটি বুঝে নিলেন যে এর উদ্দেশ্য কি। সাথে সাথে উঠে গিয়ে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর খেদমতে হাযির হলেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ নিজের কৃত কর্মের উপর সতর্ক ও ভীত হলেন সাথে সাথে ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) খিদমতে হাজির হলেন ইমাম সাহেব (রাহ.) তাকে বললেন যে তোমাকে এখানে ধোপার মাসআলা নিয়ে এসেছে ইমাম আবূ ইউসুফ নিজ কর্মের উপর লাজ্জিত হলেন ইমাম আবূ হনীফা (রাহ.) মাসআলার সমাধান দিতে গিয়ে বললেন যে, যদি ধোপা কাপড় ধোয়ার পূর্বে কাপড় দিতে অস্বীকার করে থেকে তবে তো সে ছিনতাইকারী সাভ্যস্ত হবে। আর ছিনতাই করার জন্য পারিশ্রমিক হয় না আর যদি কাপড়টি ধোয়ার পর অস্বীকার করে থাকে তবে সে কাপড় ধোয়ার কারনে পারিশ্রমিক পাবে অত:পর যেহেতু সে নিজেই কাপড় ফেরত নিয়ে এল তাই ছিনতাই করার দোষ দুর হয়ে গেল তার পরিশ্রমী দস্তুর মোতাবেক চালু থাকবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আশ্চর্য হলেন যে ফতুয়ার মজলিশ চালু করে দিল অথচ ইজারার একটা মাসআলা জানেনা।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে অভ্যস্ত ছিলেন, তাতে এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন অবশ্য কর্তব্য ছিল। কেননা পাঠদানের সময়ে পরস্পর আলোচনা ও পর্যালোচনায় দুর্বল চিত্তের মাঝে অহংবোধ সৃষ্টি হওয়ার জোর সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, সেও নিজেকে ওস্তাদের সমকক্ষ বা সমপর্যায়ের ভাবতে শুরু করবে।

সুতরাং প্রয়োজন ছিল যে, এমন ব্যক্তিদেরকে তাদের অসার কল্পনা ও জীবন নষ্টকারী বিষয় পরিহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জ্ঞান আহরণ ও চর্চা পরিপূর্ণ ও সমাপ্ত করার বাস্তব অনুভূতি জাগিয়ে দেয়া এবং তার কাছে স্পষ্ট করে তোলা যে, এখন

---

১. تذكرة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي পৃ. ২৪;
عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي, পৃ.৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত সে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করতে পারেনি।

৩. তিনি শিক্ষার্থীদেরকে উপদেশ দিতেন। বিশেষতঃ তাদেরকে, যারা তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে চাইতেন অথবা যারা বড় হওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন।

আল্লামা মাক্কী (রাহ.) (মৃ. ৫৬৫ হি./১১৭০ খৃ.),এবং ইব্ন বাযাযীর 'মানাকিব'-এ তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ বর্ণিত আছে। যেমন সেই উপদেশসমূহ যা তিনি ইউসুফ ইব্ন খালিদ সিম্তী, নূহ্ ইব্ন আবূ মরিয়ম, কাযী আবূ ইউসুফ (রাহ.) ও অপরাপর ছাত্রদের জন্য লিখেছেন।

মোদ্দাকথা, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ছাত্রদেরকে বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁদের জন্য নিজের মূল্যবান জীবন দানেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি স্বয়ং বলতেন, [১]

"أنتم مسار قلبى وجلاء حزنى"

"তোমরা হলে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি এবং চিন্তামুক্তির কারণ।"

জফর ইব্ন আল-হাজীল (রাহ.) বলেন,[২] "আমি হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর নিকট বিশ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত করেছি। মানুষকে সৎ পরামর্শ প্রদানে তাঁর চেয়ে উত্তম অন্য কাউকে দেখিনি। মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান ও তাঁর চেয়ে বেশী অন্য কাউকে দেখিনি। তিনি তাঁর জীবনকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে খরচ করেছেন। দিনের বেলায় তিনি বিদ্যা, মাসায়েল এবং শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যস্ত থাকতেন। মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তিনি যখন বসা হতে উঠতেন, রোগী দেখতে যেতেন, জানাজা বিদায় দিতেন, গরীবকে সাহায্য করতেন, তাদের কাছে যেতেন, তাদের অভাব পূরণ করতেন, রাত্রে যখন একাকী হতেন আল্লাহর এবাদতে নামাজে এবং কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। মৃত্যু. পর্যন্ত তাঁর এই রীতির প্রচলন ছিল।"

আসিম ইবন ইউসুফ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন,[৩] "কারো প্রতি এমন হক্ব নেই যেমন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর আছে তাঁর ছাত্রদের উপর, যদি একটি মাছিও এসে ছাত্রদের উপর বসতো তিনি তা বুঝতেন।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর শিষ্য ও ছাত্রদের অত্যধিক ভালভাসতেন। একটি মাছিও গায়ে বসলে তিনি টের পেতেন। অর্থাৎ ছাত্রদের সকল বিষয়েই তিনি সদা সজাগ থেকেছেন। আজকালকার জমানায় ছাত্র শিক্ষকের এই মধুর সর্ম্পক নেই তাই সমাজে আর্দশ ছাত্রের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

---

১. محمد ابو زهرة المصرى : ابو حنيفة পৃ. ৭৫-৭৯।

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ) পৃ.৫৬।

৩. تذكرة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان পৃ. ২৯১; পৃ. ৩১৫; Madrasah Arabia Islamia, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit,** P.59.

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বিশিষ্ট কয়েকজন শিষ্যের নাম ও পরিচিতি

ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এর ইনতিকালের পর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর স্থালাভিষিক্ত হয়ে ১২০ হি./৭৩৮ খৃ. তে শিক্ষাদানে ও ফতওয়া রচনায় মনোনিবেশ করেন। তখন ছাত্রদের ভিড় জমতে থাকে।[১] দুর দুরান্ত থেকে লোকজন এসে তাঁর নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত এবং সেগুলোর সমাধান নিয়ে যেত।

হযরত জাফর ইব্‌ন রবী ' (রাহ.) বর্ণনা করেন, "আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর দরবারে পাঁচ বৎসর ছিলাম। তাঁর মত স্বল্পভাষী ব্যক্তি আর দেখিনি, তবে ফিক্‌হ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হলে তাঁর মুখ দিয়ে ঝরনার স্রোতের ন্যায় কলকল রবে যুক্তিপূর্ণ বাণী প্রবাহিত হত। তিনি ক্বিয়াস ও রায়ের ইমাম ছিলেন।" تذكرة الحفاظ কিতাবে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.) বলেন,[২]

"الناس فى الفقه عيال على ابى حنيفة (رحـ) "

"ফিক্‌হ শাস্ত্রে মানুষ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মুখাপেক্ষী।"

মোট কথা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) শুধু তাঁর যুগের নন বরং সর্ব যুগের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি এত প্রসার লাভ করে যে, তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বের সর্ব বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দুর-দূরান্ত হতে বহু সংখ্যক ছাত্র এসে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। ছাত্রদের সাথে তিনি খুব সদ্ব্যবহার করতেন। স্পেন ব্যতীত সারা মুসলিম জাহান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।[৩]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে ইল্‌ম অর্জনকারী ছাত্রদের সংখ্যা কয়েক হাজারেরও অধিক। ইসলামী জগতে বিভিন্ন শহরে তাঁদের সম্পর্ক উদাহরণ স্বরূপ: মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা, দামিস্ক, বসরা, ওয়াসেত, মুসোল, জাজিরা, রামাল্লা, মিসর, ইয়ামেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, বাগদাদ, আহওয়াজ, কিরমান, ইস্পাহান, হোলওয়ান, ইস্তারাবাদ, হামদান, নেহাওন্দ, রাই, দাম্‌গান, তবরস্থান, জুরজান, নিশাপুর, সুরাখ্‌স, নিসা, বুখারা, সমরকন্দ, মরু, তুরমুজ, মাওয়ারায়ে, নাহার, হিরাত, কুহেস্তান, খাওয়ারজেম, লিজিস্তান, মাদায়েন, হেম্‌স, মাছিছা, ইত্যাদি জায়গা সমূহ থেকে তাঁর ছাত্রা দরস নিতে আসত।[৪]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে ইল্‌ম অর্জন কারীদের সংখ্যা গননার বাহিরে। হাফেজ আবূ মুহাম্মাদ হারেছী লেখেন এককভাবে যারা আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন তাদের ছাত্রদের সংখ্যা আরও বেশী যেমন হাকাম ইব্‌ন

১. Encyclopedia Britannica, **Britannica Concise: Abu Hanifah**,
(http://concise.britannica.com/ebc/article-9354445/Abu-Hanifah, 2007)

২. الخطيب : تاريخ بغداد , ১২ খ., পৃ. ৩৪৬।

৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, **আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ৪৯ ।

৪. عقود الجمان فى ; পৃ. ১০৮ محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

উতাইবা, ইব্‌ন আবী লায়লা, ইব্‌ন শুবরুমা, সুফয়ান সাওরী, শুরাইক হাছান ইব্‌ন ছালেহ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সায়ীদ, রাবিয়া ইব্‌ন আবূ আব্দুর রহমান, ইমাম মালিক, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, ইব্‌ন জুরাইজ, ইমাম আওজাঈ, আইয়ুব সুখার্তয়ানী, ইব্‌ন আওন সুলাঈমান, হাইমী হিশাম, দাস্তাওয়াঈ, সায়ীদ ইব্‌ন আবূ আরুবা এবং মা'মার ইব্‌ন রাশেদ থেকে ইল্‌ম হাছিল করেন। আর সমস্ত উম্মতের এককভাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে যা লাভ হয়েছে আর বাকী তিন ইমাম, ইমাম শাফি'ঈ ইমাম মালিক ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল থেকে উম্মতের এইটুকু লাভ হয় নাই।[১]

ঐতিহাসিক আবূ মুহাসীন (রাহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর নয় শত আঠার জন ছাত্রের নামে তালিকা পেশ করেছেন। 'মুয়াজ্জিমুল মুসান্নিফীন' গ্রন্থে ইমাম সাহেবের এমন আটশত আশিজন ছাত্রের নামের উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা তাঁদের যুগের বিখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। 'উকদুল-জুম্মান' গ্রন্থের লেখক উক্ত কিতাবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর আটশত ছাত্রের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বহু সংখ্যক ফকিহ্, মুহাদ্দিস ও কাযী ছিলেন। ইমাম আ'যম (রাহ.)-এঁর ছাত্রদের মধ্যে বহু সংখ্যক কুরআন বিশেষজ্ঞ, ফকীহ্ , মুহাদ্দিস ও বিচারক ছিলেন।[২]

নিম্নে **'উকুদুল জুমান'** ও **'তাযকিরাতুন নু'মান'** গ্রন্থ থেকে ৫৬১ জন প্রসিদ্ধ ছাত্রদের নাম উল্লেখ করা হল, বর্তমান যগের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পরিমান ছাত্র থাকে।

৫৬১ জন প্রসিদ্ধ ছাত্রদের নামের তালিকা

যারা এই তালিকাটি পেশ করেছেন তারা হচ্ছেন, হাফিয আবূ মুহাম্মাদ হারেছী কাজী আবূল কাসেম ইব্‌ন আবূল আওয়াল খতীব বাগদাদী আবূল মুয়াইয়াদ খাওয়া রেজেমী মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ করদারী আবূল হাজ্জাজ মুজ্জী আল্লামা আইনী শায়খ কাসেম হানাদী। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ছাত্রদের মধ্যে যাদের নামের শুরুতে মুহাম্মাদ তাদের নাম দ্বারা বরকত হিসেবে আরম্ভ করা হল,[৩]

(১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান ইব্‌ন সালেহ কুরাইশী উমাভী কূফী (২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান গানাভী (৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ শাইরাহ ইব্রাহিম ইব্‌ন ওসমান আবাসী (৪) আবূ আমর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন আবূ আদী (৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার মুত্তালেবী ইমাম আহলে মাগাজী (৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন বুকায়ের ইব্‌ন আতীক তাইমী কূফী (৭) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ফারেসী (৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল কান্নাদ কূফী (৯) আবূ ইসমাঈল মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম মাদানী (১০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আশয়াস আসাদী শ্যামী (১১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশ্‌র আবদী কূফী (১২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশ্‌র ইব্‌ন বশীর আসলামী কূফী (১৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন

১. عقود الجمان فی ; পৃ. ১০৮ محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند)
مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ১৪৭।
২. **প্রাগুক্ত,** পৃ.১০৯ ; **প্রাগুক্ত,** পৃ.১৪৮ ; আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান,**পৃ.২১০।
৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ১০৯;
পৃ. ১৪৮, محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي :عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان।

Dhaka University Institutional Repository

বুকায়ের কাজী দামেগান (১৪) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন সিয়ার আসলামী কূফী (১৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাজ্জাজ লাখমী কূফী (১৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুজ্‌র ইব্‌ন আব্দুল জাব্বার ইব্‌ন ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজ্‌র কূফী (১৭) আবূ সাববাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাছছান বসরী (১৮) আবূল হাছান মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাছান ইব্‌ন যাবালা মাখজুমী মাদানী (১৯) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাছান ইব্‌ন আতাশ ইয়ামানী সানয়ানী (২০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাছান ইব্‌ন আলাইব্‌ন হোছাইন ইব্‌ন হজরত 'আলী (২১) আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাছান ইব্‌ন ফারকাদ শায়বানী (২২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাছান ইব্‌ন ইমরাত ওয়াসেতী (২৩) আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাছান রুওয়াছী নাহভী (২৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাছান ইব্‌ন আবূ ইয়াজিদ হামদানী কূফী (২৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাছান মুজানী ওয়াছেতী (২৬) আবূ হাশিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাফ্‌ছ (২৭) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হাকাম ইব্‌ন মুখতার ইব্‌ন আবূ উবায়েদ মাকাকী (২৮) আবূ মোয়াবিয়া মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাজেম আদদারীর কূফী (২৯) মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ওয়াহাবী হেম্‌সী (৩০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাত্তাব সাদুছী (৩১) আবূ 'উমর মুহাম্মাদ রাবিয়াহ কিলাবী কূফী (৩২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন জায়েদা ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন শাম তাইমী কূফী (৩৩) আবূ হুমাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন জিবারকান আহওয়াজী (৩৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুবায়েদ ইব্‌ন মুজহাজ দিমাশলী (৩৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ যাকারিয়া মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ বি ইলাকা সা'লাবী কূফী (৩৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন জিয়াদ ইব্‌ন আমর জু'ফী কূফী (৩৭) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ আনাজী (৩৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন জায়েদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হুছাইন ইব্‌ন হযরত 'আলী (৩৯) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন মুহাজ জুবায়দী (৪০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ছাবেক তাইমী কূফী (৪২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়ীদ (৪৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্‌মা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রাহেলী (৪৪) আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন ফার্‌জ বেকানদী (৪৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাঈমান (৪৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাওয়ার ইব্‌ন মুসয়াব কূফী (৪৭) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাওয়ার কাল্‌বী (৪৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুওয়াইদ তাঈ কূফী (৪৯) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুওয়াইদ কাল্‌বী (৫০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন শুজা' ইব্‌ন নাবহান নাবহানী মারুজী (৫১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাবিহ ইব্‌ন সাম্মাম (৫২) আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্‌ত ইব্‌ন হাজ্জাজ আসাদী কূফী (৫৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন তোফায়েল ইব্‌ন মালিক নখরী (৫৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ তালিব সুদুছী কূফী (৫৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাল্‌হা ইব্‌ন মুসরিক কূফী (৫৬) আবূ উব্বাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন উব্বাদ হুনাই (৫৭) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন খারেজা ইব্‌ন নাকে' আনসারী সয়রাফী কূফী (৫৮) আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়ের ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন দিরহাম আসাদীঅ জুবায়রী (৪৯) আবূ আমর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মায়ছারা কুরাইশী মাখজুমী কূফী (৬০) কাজী আবূ আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা[১]

---

১. تذكرة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي پৃ. ১১০;
عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي , পৃ. ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

আনছারী কূফী (৬১) মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুর রহমান কুশযয়রী কূফী (৬২) মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ সুলাঈমান আজরামী কূফী (৬৩) মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়েদ ইব্ন আবূ উমাইয়া তানাফেছী কূফী আল আহদাব (৬৪) মুহাম্মাদ ইব্ন আজাফির সয়রাফী কূফী (৬৫) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন রবী সুলামী কূফী (৬৬) মুহাম্মাদ ইব্ন উমারা ইব্ন কা'ফায়া ইব্ন শুরুমা দাব্বী কূফী (৬৭) মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমর ওয়াফেজী (৬৮) মুহাম্মাদ ইব্ন উমায়ের ইব্ন আবূ গরিফ (৬৯) মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াশ আসাদী কূফী (৭০) মুহাম্মাদ ইব্ন ফুরাত কূফী (৭১) মুহাম্মাদ ইব্ন ফজল ইব্ন আতিয়্যাহ ইব্ন 'উমর আবদী (৭২) আবূ আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ ইব্ন ফোজায়েল ইব্ন গাজওয়ান কূফী (৭৩) মুহাম্মাদ ইব্ন কাশিম বুখারী (৭৪) মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম সাকাফী (৭৫) মুহাম্মাদ ইব্ন মুখতার মারওয়াজী (৭৬) মুহাম্মাদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন ইসমাঈল সুদ্দী (৭৭) আবূ ওয়াহাব মুহাম্মাদ ইব্ন মুজাহিম আমেরী মারওয়াজী (৭৮) মুহাম্মাদ ইব্ন মুজাহিম ইব্ন মুজাহিদ মারওয়াজী (৭৯) মুহাম্মাদ ইব্ন মাকরুক কিনদী কাজী মিসর (৮০) আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন মুজজির ইয়ারবুয়ী (৮১) আবূ সায়াদ মুহাম্মাদ ইব্ন মুয়াছির জু'ফী (৮২) মোহাম্মদ ইব্ন সায়মুল সুককারী (৮৩) মুহাম্মাদ ইব্ন সায়মুন জা'ফরানী কূফী (৮৪) মুহাম্মাদ ইব্ন হাইছাম নখরী কূফী (৮৫) মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াসেল তামীমী কূফী (৮৬) মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াজিদ আনসারী (৮৭) মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াজিদ কালয়ী (৮৮) আবূ লায়লা মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়া'লা সুলামী (৮৯) আবান ইব্ন আরকান আনাজী কূফী (৯০) আবান ইব্ন তাগলিব কূফী (৯১) আবান ইব্ন সালেহ ইব্ন উমায়ের উবায়েদ কুরাইশী (৯২) আবান ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ হাজেম বাজালী কূফী (৯৩) আবান ইব্ন ওসমান ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন জাকারিয়া লুলুবী বাজালী বসরী কূফী (৯৪) আবান ইব্ন আবূ ইয়াশ আবদী বসরী (৯৫) ইব্রাহিম ইব্ন আদহাম আজালী (৯৬) ইয়োহিম ইব্ন আইয়ূব তবরী (৯৭) ইবরাহিম ইব্ন বকর ইব্ন খুনাইছ কূফী (৯৮) ইবরাহিম ইব্ন জাবরাহ ইব্ন সাবীহ (৯৯) ইব্রাহিম ইব্ন জিবারকান তামীমী কূফী (১০০) ইব্রাহিম ইব্ন সা'দ ইব্ন ইবরাহিম ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ জুহরী (১০১) ইবরাহিম ইব্ন সায়ীদ (১০২) ইবরাহিম ইব্ন সামায়া দাববী কু'ফী (১০৩) ইবরাহিম ইব্ন তাহমান খুরাছানী (১০৪) ইবরাহিম ইব্ন আব্দুর রহমান খাওয়ার জেমী (১০৫) ইব্রাহিম ইব্ন ইকরামা মককী (১০৬) ইব্রাহিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হারেছ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন খারেজা ইব্না হুসাইন (১০৭) ইবরাহিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হারেছ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন খারেজা ইব্ন হুসাইন (১০৭) ইবরাহিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মালিক হামদানী (১০৮) ইবরাহিম ইব্ন মুহাম্মাদ সাকাফী কূফী (১০৯) ইব্রাহিম ইব্ন মুখতার তামীমী (১১০) ইবরাহিম ইব্ন মুগীরা মারওয়াজী (১১১) ইব্রাহিম ইব্ন সায়মুন সারওয়াজী (১১২) ইবরাহিম ইব্ন[১]

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ১১১;
محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

সায়মুন কূফী (১১৩) ইবরাহিম ইব্ন নাঈম কাত্তানী কূফী (১১৪) আবূ 'উমর ইবরাহিম বসরী (১১৫) আবয়াজ ইব্ন আজহার ইব্ন সাবাহ তামীমী মিন্‌কারী (১১৬) আবয়াজ ইব্ন আগার তামীমী মিনকারী কূফী (১১৭) আবয়াজ ইব্ন ওরওয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন শু'বা (১১৮) আহমাদ ইব্ন আসাদ ইব্ন 'উমর বাজালী কূফী (১১৯) আহমাদ ইব্ন বিশ্‌র (১২০) আহমাদ ইব্ন বশীর কুরাইশী 'উমরী কূফী (১২১) আহমাদ ইব্ন আবূ তায়্যিবাহ ঈমান ইব্ন সুলাঈমান ইব্ন দিনার দায়েশী জুরজানী (১২২) আহমাদ ইব্ন নছর আতাকী (১২৩) আহওয়াজ ইব্ন হাকীম ইব্ন উমায়ের আনাসী হামদানী হেম্‌সী (১২৪) আখজার ইব্ন হামীম (১২৫) ইদ্রীসইব্ন সাবাহ (১২৬) আজরাক হানজালী বাজী (১২৭) আজহার ইব্ন সায়ীদ দাববী বসরী (১২৮) আজহার ইব্ন কাইসান মারওয়াজী (১২৯) আজহার আশয়ারী (১৩০) আবূ বাতইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন মায়ছারা কুরাইশী (১৩১) ইছহাক ইব্ন ইবরাহিম হানজালা কাজী সমরকন্দ (১৩২) ইছহাক ইব্ন বিশ্‌র ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন সালিম বাজালী (১৩৩) ইছহাক ইব্ন আবূ জু'দ (১৩৪) ইছহাক ইব্ন হাজের ইব্ন সাবিত (১৩৫) ইছহাক ইব্ন খালিদ (১৩৬) ইছহাক ইব্ন দিনার (১৩৭) ইছহাক ইব্ন সুলাঈমান রাজী কূফী (১৩৮) ইছহাক ইব্ন সুলাঈমান ইব্ন ফিরুজ কূফী (১৩৯) ইছহাক ইব্ন সোলায়মান খুরাছানী (১৪০) ইছহাক ইব্ন সোলাঈমান ইব্ন আব্দুল্লাহ আবদী কূফী (১৪১) ইছহাক ইব্ন মালিক হাজরামী শামী (১৪২) ইছাহাক ইব্ন মালিক হামদানী কূফী (১৪৩) ইছহাক ইব্ন মুজাহিদ হানজালী বুখারী (১৪৪) ইছহাক ইব্ন ইউসুফ মাখজুমী (১৪৫) আসাদইব্ন সায়ীদ কূফী (১৪৬) কাজী আবূল মুন্‌জির আসাদ ইব্ন আমর বাজালা (১৪৭) ইস্রাইল ইব্ন যিয়াদ তিরমিজি (১৪৮) ইসরাঈল ইব্ন ইউনুছ ইব্ন ইহহাক সাবীঈ (১৪৯) ইসমাঈল ইব্ন আবান ওয়াররাস আজ্‌দী (১৫০) ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহিম ইব্ন মায়মুন মারওয়াজী (১৫১) ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলাঈমান কোশয়ারী (১৫২) ইসমাঈল ইব্ন খালিদ (১৫৩) ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (১৫৪) ইসমাঈল ইব্ন যিয়াদ কূফী কাজী মোছেল (১৫৫) ইসমাঈল ইব্ন যিয়াদ তিরমিজি (১৫৬) ইসমাঈল ইব্ন শুয়াইব ছামান কূফী (১৫৭) ইমামাঈল ইব্ন আব্দুল করীম ইব্ন মা'কাল ইব্ন নুবাহ (১৫৮) ইসমাঈল ইব্ন আব্দুল মালিক ইব্ন আবূ ছাকির (১৫৯) ইসমাঈল ইব্ন 'উমর ওয়াসেতী (১৬০) ইসমাঈল ইব্ন আইয়াম ইব্ন সুলাইম আনাসী হেম্‌দী (১৬১) ইসমাঈল মালহান (১৬২) ইসমাঈল ইব্ন সায়ীদ (১৬৩) ইসমাঈল ইব্ন মুজালিদ কূফী (১৬৪) ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম ইয়াছার ইয়াশবরী (১৬৫) ইসমাঈল ইব্ন মুছা ফাজারী (১৬৬) ইছমাঈল ইব্ন মুসা ইব্ন মালহান (১৬৭) ইসমাঈল ইব্ন নাছির কূফী (১৬৮) ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহিয়া হেজাজী (১৬৯) ইসমাঈল ইয়াহিয়া সায়রাফী (১৭০) ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন আব্দুল্লাহ[১]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ১১২; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

কুরায়শী মাদানী (১৭১) ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন তাল্‌হা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন হজরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) (১৭২) ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহিয়া মাকরী (১৭৩) ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহিয়া মুহারেবী (১৭৪) ইসমাঈল ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আজরক ওয়াসেতী (১৭৫) ইসমাঈল ইব্‌ন ইউসুফ আশযায়ী কূফী (১৭৬) ইসমাঈল কিছাঈ (১৭৭) ইসমাঈল বিয়ান ছাবেরী (১৭৮) আসওয়াদ ইব্‌ন 'উমর কিলাবী কুফী (১৭৯) উসায়েদ ইব্‌ন উসায়েদ ইব্‌নে শুবরামা হারেছী কূফী (১৮০) উসায়েদ কূফী (১৮১) আশয়াছ ইব্‌ন ইছহাক রাজী (১৮২) আবূ হিশাম আসরাম ইব্‌ন হাওশাব কাজী হামদান (১৮৩) আকছাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুতন মারওয়াজী (১৮৪) ইয়াছ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ সিজিস্তানী (১৮৫) আইয়ুব ইব্‌ন ইব্রাহিম (১৮৬) আইয়ুব ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন মানার তাইমী কূফী (১৮৭) আইয়ুব ইব্‌ন সুওয়াইদ রামালী হিমিয়ারী (১৮৮) আইয়ুব ইব্‌ন শুয়াইব কাজ্জাজ কূফী (১৮৯) আইয়ুব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ কাছছাব কূফী (১৯০) আইয়ুব ইব্‌ন আবূ তামীমা কাইছান সুখতিয়ানী বসরী (১৯১) আইয়ুব ইব্‌ন নুমান আনছারী কূফী (১৯২) আইয়ুব ইব্‌ন হানী ইব্‌ন আইয়ুব জু'ফী কূফী (১৯৩) বুদায়েল ইব্‌ন ওয়ারাকা ইয়ামী (১৯৪) বাহার ইব্‌ন সায়ী আহওয়াজী (১৯৬) বাহ্‌রইব্‌ন কানীজ বসরী (১৯৬) বাছ্‌ছাম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ সয়রাফী আসাদী কূফী (১৯৭) বাশ্‌শ্‌র মাওলা আবূ জাফর মানছুর (১৯৮) বাশশারইব্‌ন দারেন কূফী (১৯৯) বাশ্‌শারইব্‌ন কিরাতা নিশাপুরী (২০০) বিশ্‌র ইব্‌ন আবূ আজহার নিশাপুরী (২০১) বিশ্‌র ইব্‌ন হাবিব আবদী নিশাপুরী (২০৩) বিশ্‌র ইব্‌ন দারে (২০৪) বিশর ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন মুছাইয়ার বাজালী (২০৫) বিশ্‌র ইব্‌ন মুফাজ্জল ইব্‌ন লাহেক রাকাশী বসরী (২০৬) বিশ্‌র ইব্‌ন ইয়াজিদ সুকরী কূফী (২০৭) বিশর ইব্‌ন ইয়াজিদ ইব্‌ন আজহার নিশাপুরী (২০৮) বিশর ইব্‌ন ইয়াছার আহমারী কূফী (২০৯) বশীর ইব্‌ন যিয়াদ খুরাসানী (২১০) বাসীয়া ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন সায়েদ ইব্‌ন কা'ব কানাঈ (২১১) বাককার ইব্‌ন কীরা (২১২) বকর ইব্‌ন খুনাইদু কূফী (২১৩) রুকায়ের ইব্‌ন জাফর জুরজানী (২১৪) বুকায়ের ইব্‌ন হাফদু জুরজানী (২১৫) বুকায়ের ইব্‌ন কোমসী (২১৬) বিলাল ইব্‌ন আবূ বিলাল মারদাস ফাজারী (২১৭) বায়ান ইব্‌ন হুমরান মাদায়েনী (২১৮) তালীদ ইব্‌ন সুলাঈমান মুহারবী কূফী (২১৯) তামতাম ইয়াহিয়া ইব্‌ন কাসিম (২২০) তাওবা খালিল খাইয়াত কূফী (২২১) তাওবা ইব্‌ন সায়াদ সারওয়াজী (২২২) সা'লাবা ইব্‌ন সোহেল তুহাভী কূফী (২২৩) জারুদাইব্‌ন ইয়াজিদ আমেরী নিশাপুরী (২২৪) জারবাহ ইব্‌ন ইয়াজিদ তামীমী কোহাস্তানী (২২৫) জুরাইজান মোয়াবিয়া কূফী (২২৬) জারির ইব্‌ন হাজেম ইব্‌ন জায়েদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আজদী বসরী (২২৭) জারীর ইব্‌ন আব্দুল হামীদ ইব্‌ন কুরত দাব্বী কূফী কাজী রাঈ (২২৮) জাফর ইব্‌ন যিয়াদ আহমার কূফী (২২৯) জাফর ইব্‌ন সোলাঈমান দুবাই বসরী (২৩০) [১]

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ১১৩;
محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

জাফর ইব্ন আওন ইব্ন জাফর ইব্ন আমর ইব্ন হুরাইদু মাখজুমী (২৩১) জাফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন বশীর ইব্ন জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ বাজালী কূফী (২৩২) জাফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হজরত হুছাইন ইব্ন 'আলী (২৩৩) জুনাব ইব্ন নাস্তাস (২৩৪) জানাবী আজরামী (২৩৫) জুনাদা ইব্ন ছিল্ম কূফী (২৩৬) জান্দল ইব্ন ওয়ালিক তাগলাবী কূফী (২৩৭) হাতেম ইব্ন ইসমাঈল কূফী (২৩৮) হাতেম ইব্ন সাহাল (২৩৯) হারেছ ইব্ন আব্দুর রহমান গানাবী (৩৪০) হারেছ ইব্ন ওমায়ের বসরী (২৪১) হারেছ ইব্ন মুসলিম রাজী (২৪২) হারেছ ইব্ন মানছুর ওয়াছেতী (২৪৩) হারেছ ইব্ন নাহবান (২৪৪) হামেদ ইব্ন ইছহাক আবেদ (২৪৫) হিব্বান ইব্ন ইব্রাহিম কিরমানী (২৪৬) হিব্বান ইব্ন সুওনাইদ ইব্ন হালীম সয়রাফী (২৪৭) হিব্বান ইব্ন 'আলী আনাজী কূফী (২৪৮) হুজর ইব্ন আব্দুল জাব্বার ইব্ন ওয়ায়েল হাজরামী (২৪৯) হুজুর ইব্ন ইয়াজিদ (২৫০) হুদাইজ ইব্ন মোয়াবিয়া ইব্ন হুদাইজ (২৫১) হাছছান ইব্ন ইব্রাহিম কিরমানী (২৫২) হাছান ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন রশীদ (২৫৩) হাছান ইব্ন ছাইব্ন সা'লাবী কূফী (২৫৪) হাছান ইব্ন হাছান ইব্ন হামাস নখরী কূফী (২৫৫) হাছান ইব্ন হাছান আতীয়াহ কূফী (২৫৬) হাছান ইব্ন আবূল হাছান বসরী (২৫৭) হাছান ইব্ন হুছাইন ইব্ন জায়েদ ইব্ন 'আলী হাশেমী মাদানী (২৫৮) হাছান ইব্ন রশীদ (২৫৯) হাছান ইব্ন যিয়াদ লোলুয়ী কূফী (২৬০) হাছান ইব্ন যায়েদ ইব্ন হাছান ইব্ন 'আলী হাশেমী মাদানী (২৬১) হাছান ইব্ন সুলাঈমান বসরী (২৬২) হাছান ইব্ন শারাহীল (২৬৩) হাছান ইব্ন সালেহ ইব্ন হাই হামদানী কূফী (২৬৪) হাছান ইব্ন ওলওয়ান ইব্ন কোদাযা কল্বী কূফী (২৬৫) হাছান ইব্ন আমরা বাজালী (২৬৬) হাছান ইব্ন আইওয়াশ ইব্ন সালিম আসাদী কূফী (২৬৭) হাছান ইব্ন ফুয়াত ইব্ন আব্দুর রহমান তামীমী কাজ্জাজ (২৬৮) হাছান ইব্ন মুহাম্মাদ লাইছী বল্খী (২৬৯) হাছান ইব্ন মুসাইয়াব (২৭০) হাছান ইব্ন ওয়াকেদ মারুজী (২৭১) হাছান ইব্ন ইয়াজিদ ইব্ন 'আলী হাশেমী খাওয়ার জেমী (২৭২) হাছান ইব্ন ইউসুফ (২৭৩) হুছাইন ইব্ন হাছান ইব্ন আতীয়্যাহ আওফী কূফী (২৭৪) হুছাইন ইব্ন রশীদ মারুজী (২৭৫) হুছাইন ইব্ন সোলাঈমান বল্খী (২৭৬) হুছাইন ইব্ন 'আলী জু'ফী কুফী (২৭৭) হুছাইন ইব্ন ওয়াকেদ মারুজী (২৭৮) হুছাইন ইব্ন ওলীদ কুরাইশী নিশাপুরী (২৭৯) হুছাইন ইব্ন মুখাবিক ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন ওয়ারকা ইব্ন হুরশী ছালুলী কূফী (২৮০) হাফ্জ ইব্ন হাফ্জা কুরাইশী কূফী (২৮১) হাফ্জ ইব্ন ছাল্ম ফাজারী মমরকন্দী (২৮২) হাফছ ইব্ন সোলাঈমান রাজী (২৮৩) হাফ্জ ইব্ন আব্দুর রহমান বুলখী (২৮৪) হাফ্দু ইব্ন ঈসা কূফী (২৮৫) হাফদু ইব্ন গিয়াস ইব্ন তাল্ক ইব্ন মোয়াবিয়া নখরী কূফী (২৮৬) হাফ্স ইব্ন মাইছারা সানরানী (২৮৭) হাক্কাম ইব্ন সাল্ম রাজী (২৮৮) হাকাম ইব্ন জুন্নাইর ফাজারী কূফী (২৮৯) হামাস ইব্ন আব্দুল্লাহ[১]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ১১৪;
محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

বল্‌খী (২৯০) হামাস ইব্‌ন কাসিম রাজী (২৯১) হামাস ইব্‌ন হিশাম সাকাফী কূফী (২৯২) হাকীম ইব্‌ন জায়েদ মারুজী (২৯৩) হাকীম ইব্‌ন কাসিম কূফী (২৯৪) হাকীম ইব্‌ন মানসুর ওয়াসেতী (২৯৫) হাম্মাদ ইব্‌ন উসামা কূফী (২৯৬) হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হানীফা (রাহ.) (২৯৭) হাম্মাদ ইব্‌ন জাবির খাইয়াত কূফী (২৯৮) হাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ খাইয়াত কুরাইশী বসরী (২৯৯) হাম্মাদ ইব্‌ন দুলাইন মাদারেনী (৩০০) হাম্মাদ ইব্‌ন জায়েদ ইব্‌ন দেরহাম আজদী জুহানী (৩০১) হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সোলাঈমান (৩০২) হাম্মাদ ইব্‌ন সাল্‌মা ইব্‌ন দিনার বস্‌রী (৩০৩) হাম্মাদ শুয়াইব কূফী (৩০৪) হাম্মাদ ইব্‌ন আমর বসরী (৩০৫) হাম্মাদ ইব্‌ন আমর বসরী (৩০৬) হাম্মাদ ইব্‌ন ঈমান জুহানী বসরী (৩০৭) হাম্মাদ ইব্‌ন কীরাত নিশাপুরী (৩০৮) হাম্মাদ ইব্‌ন মুসযিদা তামীমী বসরী (৩০৯) হাম্মাদ ইব্‌ন ওলীদ আজদী কূফী (৩১০) হাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া সোলামী বসরী (৩১১) হাম্‌জাইব্‌ন হারেছ ইব্‌ন উমায়ের আদাবী বসরী (৩১২) হাম্‌যা ইব্‌ন হাবিব জাইয়াত আলকারী তাইমী কূফী (৩১৩) হাম্‌জা ইব্‌ন রাবিয়াহ রামালী (৩১৪) হোমায়েদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান কূফী (৩১৫) হান্নান ইব্‌ন সাদীর সযরাফী (৩১৬) হানজালা ইব্‌ন আবূ (৩১৬) হানজালা ইব্‌ন আবূ সুফয়ান ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন ছাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া মককী (৩১৭) হাইয়ান ইব্‌ন সোলাঈমান (৩১৮) খারেজা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াককাস (৩১৯) খারেজা ইব্‌ন মুসয়াব ইব্‌ন খারেজা দাব্বী খুরাছানা সারাখুসী (৩২০) খাজেম ইব্‌ন ইছহাক ইব্‌ন মুজাহিদ হানজালা নাহবী (৩২১) খাজেম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন খুজাইমা সাদুছী (৩২২) খাকান ইব্‌ন হাজ্জাজ কূফী (৩২৩) খালেদ ইব্‌ন খেদাশ (৩২৪) খালিদ ইব্‌ন সোলাঈমান বলখী (৩২৫) খালিদ ইব্‌ন সোলাঈমান আনসারী (৩২৬) খালিদ ইব্‌ন সাবীহ মারুজী (৩২৭) খালিদ ইব্‌ন আমের ইব্‌ন আব্দাশ আসাদী কূফী (৪২৮) খালিদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইয়াজিদ ওয়াছেতী (৩২৯) খালিদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন বোয়ের সোলামী বসরী (৩৩০) খেদাশ ইব্‌ন হাওশার কূফী (৩৩১) খাল্‌ফ ইব্‌ন আইয়ুব আমেরী বল্‌খী (৩৪৩২) খাল্‌দ ইব্‌ন খলীফা ইব্‌ন সায়েদ আশজায়ী (৩৩৩) খাল্‌ফ ইব্‌ন ইয়াসিন ইব্‌ন মুয়াজ জাইয়্যাত কূফী (৩৩৪) খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া মাকরী কূফী (৩৩৫) খাল্লাদইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাফ্‌ওয়াল সোলামী কূফী (৩৩৬) খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াজিদ কূফী (৩৩৭) খুওয়াইল ইব্‌ন আব্দুল্লাহ সাফার আবূ মুসলিম কূফী (৩৩৮) খোলাইদ ইব্‌ন হাছছান বুখারী (৩০৯) দাউদ ইব্‌ন বাহরাম (৩৪০) দাউদইব্‌ন জাররাহ (৩৪১) দাউদ ইব্‌ন জিবারকান বাক্‌কাশী বসরী (৩৪২) দাউদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আত্তার মককী (৩৪৩) দাউদ ইব্‌নরুশাইদ হাশেমী খাওয়ারে জেমী (৩৪৪) দাউদ ইব্‌ন মুহাববার সাকাফী বসরী (৩৪৫) দাউদ ইব্‌ন নুছাইর তাঈ কূফী (৩৪৬) দাউদইব্‌ন ইহয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুর রহমান (৩৪৭) জাওয়াদ[১]

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ১১৬;
محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন উলবা হারেছী কূফী (৩৪৮) হের কায়শী (৩৪৯) রাবাহ ইব্‌ন ইয়াজিদ কুরাইশী (৩৫০) রবি ইব্‌ন আছেম ফাজারী (৩৫১) রবি ইব্‌ন ইউনুস হাজেব খলীফা মানছুর আব্বাসী (৩৫২) রাবিয়াহ ইব্‌ন আবূ আব্দুর রহমান মাদানী (৩৫৩) রাজীন জুরজানী (৩৫৪) রুশাইদ হাশেমী (৩৫৫) বাকা বা ইব্‌ন মাসকালা আবদী কূফী (৩৫৬) রুকাইন ইব্‌ন রুবী ইব্‌ন উমায়লা ফাজরী কূফী (৩৫৭) রাওয়াদ ইব্‌ন জাররাহ (৩৫৮) রুহ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন আলা ইব্‌ন হাছছান কায়েসী বসরী (৩৫৯) জাফের ইব্‌ন সোলাঈমান আয়াদী (৩৬০) যায়েদা ইব্‌ন কুদাসা সাকাফী কূফী (৩৬১) যোবায়ের ইব্‌ন সায়ীদ ইব্‌ন দাউদ (৩৬২) যোবায়ের ইব্‌ন সায়ী ইব্‌ন সোলাঈমান ইব্‌ন সায়ীদ ইব্‌ন নওদ লরিদ হারেছ ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব হাশেমী মাদানী (৩৬৩) ইমাম যুফার ইব্‌ন হুজাইল আম্বরী (৩৬৪) যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়েদা খালিদ কূফী (৩৬৫) যাকারিয়া ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সাল্‌ত তাইমী কূফী (৩৬৬) যাকারিয়া ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সাল্‌ত তাইমী কূফী (৩৬৭) যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহিয়া কূফী (৩৬৮) জুহাইর ইব্‌ন মোয়াবিয়া ইব্‌ন হুদাইজ জু'ফী কূফী (৩৬৯) জুহাইর ইব্‌ন আবূ হিন্দু (৩৭০) যিয়াদ ইব্‌ন হাছান ইব্‌ন ফুরাত কাজ্জাজ তামীমী কূফী (৩৭১) যিয়াদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন তোফায়েল আমেরী বাক্‌কারী (৩৭২) জায়েদ ইব্‌ন হুবার কূফী (৩৭৩) জায়েদ ইব্‌ন হাছান কোরাইশী কূফী (৩৭৪) ছাবে বারবারী আজ জাহেদ (৩৭৫) ছাবেক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আররাকী (৩৭৬) ছালেম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আলয়ামী (৩৭৭) সালেম ইব্‌ন নূহ ইব্‌ন আতা বসরী (৩৭৮) সিবা ইব্‌ন আলাইব্‌ন আব্দুল্লাহ সা'দী কূফী (৩৭৯) সা'দান ইব্‌ন সায়ীদ কূফী (৩৮০) সা'দান ইব্‌ন ইয়াহিয়া লাখমী (৩৮১) সায়দ ইব্‌ন সায়ীদ জুরজানী (৩৮২) সায়ীদ ইব্‌ন সাল্‌ত কাজী সিরাজ (৩৮৩) সায়ীদ ইব্‌ন আওদুইব্‌ন আইয়ুব আনসারী (৩৮৪) সায়ীদ ইব্‌ন আবূ জাহাম লাখমী কূফী (৩৮৫) সায়ীদ ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন আবূ নিযার মিসরী (৩৮৬) সায়ীদ ইব্‌ন হামীম আব্‌সী কূফী (৩৮৭) সায়ীদ ইব্‌ন খুছাইম কূফী (৩৮৮) সায়ীদ ইব্‌ন খোমাইদু তামী (৩৪৮৯) সায়ীদ ইব্‌ন সালেম আল কাদাহ মককী (৩৯০) সায়ীদ ইব্‌ন সিনান বুরজুমী (৩৯১) সায়ীদ ইব্‌ন সোয়াইদু কূফী (৩৯২) সায়ীদ ইব্‌ন সালাম আত্তার (৩৯৩) সায়ীদ ইব্‌ন সাল্‌ত বাজালী (৩৯৪) সায়ীদ ইব্‌ন আখের দুবাঈ (৩৯৫) সায়ীদ ইব্‌ন আব্দুল আজীজ তানুখী দিমাশকী (৩৯৬) সায়ীদ ইব্‌ন ইমরান সাকনী কূফী (৩৯৭) সায়ীদ ইব্‌ন আখের দাববী বসরী (৩৯৮) সায়ীদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ নাছর ছাকুনী কূফী (৩৯৯) সায়ীদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ছাকাফী (৪০০) সায়ীদ ইব্‌ন মাসরকা কিন্দী কূফী (৪০১) সায়ীদ ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন ইব্‌ন ওয়ারদান (৪০২) সায়ীদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া হিময়ারী ওয়াসেতী (৪০৩) সুফয়ান ইব্‌ন যিয়াদ বাদদাদী (৪০৪) সুফয়ান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যাকারিয়া হাজরানী (৪০৫) সাল্‌মা ইব্‌ন সালেহ ওয়াসেতী (৪০৬) সাল্লাম ইব্‌ন সালিম হানাফী (৪০৭)[১]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة للنعمان পৃ. ১১৭;
محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

সোলাঈমান ইব্‌ন আবূ শায়েখ ওয়াছেতী (৪০৮) সোলাঈমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ সাকাফী (৪০৯) সালীম ইব্‌ন ঈমা কূফী (৪১০) সোহেল ইব্‌ন বসরী (৪১১) সাওয়ার মুসয়াব হামদানী কূফী (৪১২) সাইদ ইব্‌ন 'উমর তাইমী (৪১৩) সাইদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সওরী (৪১৪) শাবাবা ইব্‌ন সাওয়ার মাদায়েনী (৪৫১৫) শুজান ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন কায়েছ কূফী (৪১৬) শু'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ আতীসী বসরী (৪১৭) শুয়াইব ইব্‌ন হারব মাদায়েনী (৪১৮) শায়বা ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইছহাক কোরাইশী কূফী (৪১৯) সালেহ ইব্‌ন বায়ান সাহেলী (৪২০) সালেহ ইব্‌ন 'উমর ওয়াছেবী (৪২১) সাব্বাহ ইব্‌ন মুহারিব তামীমী কূফী (৪২২) সাব্বাহইব্‌ন ইয়াহিয়া মুজানী কূফী (৪২৩) সুফিয়া (৪২৪) সাল্‌ত ইব্‌ন বাহরাম তাইমী (৪২৫) সাল্‌তইব্‌ন হাজ্জাজ আসাদী কূফী (৪২৬) সাল্‌ত ইব্‌নুরম আল (৪২৭) যাহহাক ইব্‌ন হামরা (৪২৮) যাহহাক ইব্‌ন মাখলাদ শাইবানী (৪২৯) যাহহাক ইব্‌ন মুসাফির (৪৩০) জামরা ইব্‌ন হাবিব ইব্‌ন সুহাইব জুরাইদী (৪৩১) জাম্‌রা ইব্‌ন রবিয়াহ কামালী (৪৩২) তরীফ ইব্‌ন ঈসা জাজরী (৪৩৩) তরীফ ইব্‌ন নাজেহ (৪৩৪) তাল্‌হাইব্‌ন ইয়াছ বাগদাদী (৪৩৫) তালহা ইব্‌ন জায়েদ আররাশী (৪৩৬) তালহা ইব্‌ন সানান ইব্‌ন হারেছ (৪৩৭) তাল্‌ক ইব্‌ন গিনান নখরী কূফী (৪৩৮) তুল্লাব বি হাওশাব শাইবানী কূফী (৪৩৯) আছেম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আসাদী (৪৪০) আছেম ইব্‌ন মারজুক ওয়াসেতী (৪৪১) আছেম ইব্‌ন আবূ নাজুদ (৪৪২) আমের ইব্‌ন ফুরাত নাছারী (৪৪৩) উব্বাদ ইব্‌ন সুহাইব বসরী (৪৪৪) উববাদ ইব্‌ন কাছীর সাকাফী বসরী (৪৪৫) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আজলাহ কূফী (৪৪৬) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উছায়েদ আখনাছী (৪৪৭) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বকর সাহ্‌মী (৪৪৮) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন ছামামা হামদানী (৪৪৯) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জিয়াদ কূফী (৪৫০) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাওয়ার আম্বরী (৪৫১) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শুররুমান (৪৫২) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মেহরান কূফী (৪৫৩) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন হাফ্‌ছ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন আছেম ইব্‌ন হজরত 'উমর (রা.) (৪৫৪) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুগীরা বাগদাদী (৪৫৫) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়ের হামদানী (৪৫৬) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াযেদ হারভী (৪৫৭) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ খাওয়ারেজমী (৪৫৮) আবদে বাব্বীহি ইব্‌ন নাফে কেনানী (৪৫৯) আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ য়াশকুরী নাসাঈ (৪৬০) আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী ইব্‌ন হাছছান আম্বরী (৪৬১) আব্দুল সালাম ইব্‌ন হার্‌ব নাহ্‌দী (৪৬২) আব্দুল আজীজ ইব্‌ন আবূ সাল্‌মা আল মাজেশুন (৪৬৩) আব্দুল আজীজ নাহান্দী (৪৬৪) আব্দুল মালিক ইব্‌ন আবূ সোলাঈমান কূফী (৪৬৫) আব্দুল মালিক ইব্‌ন আবূ সোলাঈমান কূফী (৪৬৫) আব্দুল আব্দুল ওয়ারেছ ইব্‌ন সায়ীদ ইব্‌ন জাকওয়ান আম্বরী বসরী (৪৬১) উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন হামিদ হিময়ারী (৪৬৭) উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আয়েশা (৪৬৮) উবাইদুল্লাহ আল খাওয়ারেজেমী (৪৬৯) উবাইদা

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ১১৮;

محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন সায়ীদ ইব্‌ন আবান ইব্‌ন সায়ীদ ইব্‌ন আস কুরাইশী উলভী (৪৭০) ওসমানইব্‌ন ইয়াজিদ ইব্‌ন আজলান বল্‌খী (৪৭১) 'আলী ইব্‌ন জা'দ ইব্‌ন উবায়েদ বাগদাদী (৪৭২) 'আলী ইব্‌ন আববাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুজর কূফী (৪৭৩) 'আলী ইব্‌ন মুজাহিদ ইব্‌ন মুসলিম কাহেলী (৪৭৪) 'আলী ইব্‌ন ইয়াজিদ ইব্‌ন সোলাইম সাদাঈ (৪৭৫) আম্মার ইব্‌ন হাবিব ইব্‌ন হাছছান ইব্‌ন আবূ আশরাহ কূফী (৪৭৬) উমারা সারাখসী (৪৭৭) 'উমর ইব্‌ন আইয়ুব ইব্‌ন মুসেলী (৪৭৮) 'উমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সায়ীদ কূফী (৪৭৯) আমর ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন তাল্‌হা আলকানাদ (৪৮০) 'উমর ইব্‌ন দিনার মককী (৪৮১) আমর ইব্‌ন শুয়াই ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হযরত আমর ইব্‌ন আস (রা.) (৪৮২) আব্‌স ইব্‌ন আজহার শাইবানী (৪৮৩) ঈসা ইব্‌ন মুসা তাইমী বুখারী (৪৮৪) ঈসা ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইছহাক সোবাঈ কূফী (৪৮৫) গাছছান ইব্‌ন গায়লান আসাদী কূফী (৪৮৬) গাউস ইব্‌ন মুবারক আবদী কূফী (৪৮৭) গোরক ইব্‌ন খাজরাম সা'দী (৪৮৮) গায়াস ইব্‌ন ইব্রাহিম নখ্‌রী (৪৮৯) গায়াস ইব্‌ন ইব্রাহিম তামীমী কূফী (৪৯০) ফারজাইব্‌ন বায়ান (৪৯১) ফার্‌জ ইব্‌ন হাছছান ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন বাহলুল (৪৯২) ফারজাবি ফাজালা তানুখী শামী (৪৯৩) ফজল ইব্‌ন দামীন (৪৯৪) ফজল ইব্‌ন সুয়াইক মারুজী (৪৯৫) ফজল ইব্‌ন মুসা সিনাঈ (৪৯৬) ফুজায়েল ইব্‌ন আয়াজ তামীমী (৪৯৭) ফুজায়েল ইব্‌ন গাজওয়ান (৪৯৮) ফিরুজ ইব্‌ন কা'ব মারুজী (৪৯৯) ফয়েজ ইব্‌ন মোহাম্ম আরবাসী (৫০০) কাসিম ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন কাসীর উরানী (৫০১) কাসিম ইব্‌ন মায়ান কা'বী (৫০২) কাতাদা ইব্‌ন দিয়ামা (৫০৩) কায়েছ ইব্‌ন রবীন আসাদী কূফী (৫০৪) কাসীর ইব্‌ন ইসমাঈল কূফী (৫০৫) কাসীর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বাজালা (৫০৬) কাসীর ইব্‌ন হিশাম কালাবী (৫০৭) কেনানা ইব্‌ন জাবালা হারবী (৫০৮) লাবীব ইব্‌ন আব্দুর রহমান হামদানী কূফী (৫০৯) নাইদুইব্‌ন আবূ সুনাইম (৫১০) নাইদুইব্‌ন সা'দইব্‌ন আব্দুর রহমান ফাহমী (৫১১) নাইদু ইব্‌ন নছর (৫১২) মালিক ইব্‌ন আবান বাজালী কূফী (৫১৩) মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল নাহ্‌দী কূফী (৫১৪) ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (৫১৫) মালীক ইব্‌ন সোলাঈমান হারবী (৫১৬) মুজাহিদ ইব্‌ন আমর (৫১৭) আখলাদ ইব্‌ন আমর বুখারী (৫১৮) মারজুবান ইব্‌ন মাছুরা কূফী (৫১৯) মইব্‌ন আওয়াম বসরী (৫২০) মিসাওয়ার ইব্‌ন ওয়ারদান আল ওবারাক কূফী (৫২১) যিছয়ার ইব্‌ন কেদাম কূফী (৫২২) মেছাইয়ার ইব্‌ন শুরাইক তামীমী কূফী (৫২৩) মোয়াবিয়া ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মাইছারা সায়েদী (৫২৪) মা'মার ইব্‌ন রাশেদ আজদী (৫২৫) মোকাতেল ইব্‌ন হাইয়ান বলুখী (৫২৬) মিন্‌দা ইব্‌ন 'আলী মানাজী কূফী (৫২৭) নজর ইব্‌ন শুমায়েল মাজানী (৫২৮) নু'মান ইব্‌ন আব্দুস সালাম কূফী (৫২৯) মুসা ইব্‌ন তারেক ইয়ামানী (৫৩০) মুছাইব্‌ন ইয়াজিদ কিন্দী কূফী (৫৩১) মাইমুন ইব্‌ন সিয়াহ (৫৩২) লাফে ইব্‌ন

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان পৃ. ১১৯; Madrasah Arabia Islamia (South. Africa), **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit,** P. 120.

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ নাঈম মাদানী (৫৩৩) নছর ইব্‌ন হাজেব কুরাইশী মারুজী (৫৩৪) নছর ইব্‌ন তরীফ (৫৩৫) নূহ ইব্‌ন আবূ মরিয়ম (৫৩৬) হারুন ইব্‌ন ইমরান আনসারী মুসেলী (৫৩৭) হারুন ইব্‌ন মুগীয়া ইব্‌ন হাকীস বাজালী (৫৩৮) হেশাম ইব্‌ন মেহরান (৫৩৯) হুশাইমইব্‌ন হেলাল শাইবানী কূফী (৫৪০) অহাইছাম ইব্‌ন আদী তাঈ (৫৪১) ওয়াসেল ইব্‌ন আব্দুল আলা ইব্‌ন হেলাল আসাদী (৫৪১) ওয়াসেল ইব্‌ন রবি' হেলাল আসাদী (৫৪২) ওয়াসেল ইব্‌ন রবি'কূফী (৫৪৩) ওয়াকি' ইব্‌নুল জাররাহ (৫৪৪) ওলীদ ইব্‌ন হাম্মদ (৫৪৫) ওলীদ ইব্‌ন উরভার ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন শু'রা (৫৪৬) ওয়াহাব ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন হাজেম আজদী বসরী (৫৪৭) ইয়াসিন ইব্‌নমোয়াজ যাইয়্যাত কূফী (৫৪৮) ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইছহাক ওয়াসেতী কূফী (৫৪৯) ইয়াহিয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ জায়েদা হামদানী (৫৫০) ইয়াহিয়া ইব্‌ন কাসিম তামতাম (৫৫১) ইয়াহিয়া ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দিরহাম আম্বরী (৬৫২) ইয়াজিদ ইব্‌ন কলিত ইব্‌ন আবূ জা'দ (৫৫৩) ইমাম আবূ ইউসুদ (৫৫৪) ইয়ালী ইব্‌ন হারেছ ইব্‌ন হার্‌ব মুহারেবী কূফী (৫৫৫) ইউসুদ ইব্‌ন মোহারেবী কূফী (৫৫৬) ইউসুফ ইব্‌ন মাইমুন (৫৫৭) ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইছহাক সোবাঈ (৫৫৮) ইউনুছ ইব্‌ন বুকায়ের ইব্‌ন ওয়াসেল শাইরানী (৫৫৯) ইউনূস ইব্‌ন সাবীহ সমরকন্দী (৫৬০) ইউনূছ ইব্‌ন নাফে' মারুজী (৫৬১) ইউনুস ইব্‌ন ইয়াজিদ 'আলী।[১]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন' গ্রন্থ থেকে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের নাম উল্লেখ করা হল,[২]

১. কাযী আবূ ইউসূফ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (মৃ. ১৮৩ হি./৭৯৯খৃ.) ২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান আশ্‌ শায়বানী (মৃ. ১৮৯ হি./৮০৫খৃ.) ৩. যুফার ইব্‌ন হুযায়ল আম্বারী (মৃ. ১৫৮ হি./৭৭৫খৃ.) ৪. হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হানীফা (মৃ. ১৭৬ হি./৭৯২খৃ.) ৫. হাসান ইব্‌ন যিয়াদ (মৃ. ২০৪ হি./৮১৯খৃ.) ৬. আবূ ইসমাত নূহ্‌ ইব্‌ন মরিয়ম আল-জামি (মৃ. ১৭৩ হি.৭৮৯খৃ.) ৭. কাযী আসান ইব্‌ন আমর আবূ মূতী ৮. হাকাম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ বাল্‌খী ৯. ফযল ইব্‌ন মূসা (মৃ. ১৯২ হি.৮০৮খৃ.) ১০. মুগীরা ইব্‌ন মিক্‌সাম ১১. যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়দা ১২. আসাদ ইব্‌ন উমার (মৃ. ১৮৮ হি./৮০৪খৃ.) ১৩. মিস'আর ইব্‌ন কুদাম ১৪. সুফয়ান সাওরী (রাহ.) ১৫. মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল ১৬. ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ সিম্‌তী (মৃ. ১৮৯ হি.৮০৫খৃ.) ১৭. ইউনুস ইব্‌ন ইসহাক ১৮. দাউদ আত-তাঈ (মৃ. ১৬০ হি./৭৭৭খৃ.) ১৯. আফিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ (মৃ. ১৬০ হি./৭৭৭খৃ.) ২০. মিন্দাল ইব্‌ন 'আলী (মৃ. ১৬০ হি./৭৭৭খৃ.) ২১. হাসান ইব্‌ন সালিহ্‌ ২২. আবূ বকর ইব্‌ন আয়্যাশ ২৩. ঈসা ইব্‌ন ইউনুস ২৪. 'আলী ইব্‌ন মুসায়ের (মৃ. ১৮৯ হি./৮০৫খৃ.) ২৫. হাফস ইব্‌ন গিয়াস (মৃ. ১৯৪

---

১. تذكرة النعمان :محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي পৃ. ১২০;
عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان :محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي , পৃ. ১৫৯।

২. ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ২০০৪ইং , পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

হি./৮১০খৃ.) ২৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়িদা (মৃ. ১৮২ হি./৭৯৮খৃ.) ২৭. আবূল আসিম নাবীল (মৃ. ২১২ হি./৮২৭খৃ.) ২৮. জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ ২৯. আমীরুল মু'মিনীন ফীল হাদীস আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (মৃ. ১৮১ হি./৭৯৭খৃ.) ৩০. ওয়াকী ইব্ন জাররাহ্ (মৃ. ১৮৭ হি./৮০৩খৃ.) ৩১. হাব্বান ইব্ন 'আলী (মৃ. ১৭২ হি.) ৩২. আবূ ইসহাক ফাযারী ৩৩. ইয়াযীদ ইব্ন হারুন (মৃ. ২০৬ হি./৮২১খৃ.) ৩৪. আবদুর রাজ্জাক ইব্ন ইব্রাহীম ৩৫. আবদুল রায্যাক ইব্ন হাম্মাদ সা'আনী ৩৬. আবদুর রহমান আল-মুক্রী ৩৭. হায়সাম ইব্ন বাশীর ৩৮. কাসিম ইব্ন মা'আন (মৃ. ১৭৫ হি./৭৯১খৃ.) ৩৯. 'আলী ইব্ন আসিম ৪০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (মৃ. ১৯৮ হি./৮১৪খৃ.) ৪১. ইয়াযীদ ইব্ন রাফি' ৪২.যুবায়র ৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন -ইয়ামান ৪৪. খালিজা ইব্ন মুস'আবূ ৪৫. মুস'আবূ ইব্ন কুদাম ৪৬. রাবীয়া ইব্ন আবদুর রহমান রাঈ আল-মাদানী (রাহ.) প্রমুখ।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বিশিষ্ট কয়েকজন ছাত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে কতিপয় তাঁর বিশেষ সান্নিধ্যে এসে সমবেত হতেন। কিছু দিন তাঁর থেকে ফয়েয হাসিল করে তাঁর চিন্তাধারা, পদ্ধতি ও নীতি আহরণ পূর্বক স্বদেশে ফিরে যেতেন। তাঁদের কতেক আমৃত্যু তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছেন। শিষ্যদের বিস্তারিত গবেষনা নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করা হলো।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) (১১৩-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.)

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) এর পূর্ণ নাম ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন হাবীব আনসারী। তিনি ১১৩ হি./৭৩১খৃ.তে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই পড়া-লেখা সমাপন করেন এবং স্থায়ী নিবাস গড়েন। তিনি বংশসূত্রে ছিলেন আরবীয়। ১৮২ হি./৭৯৮খৃ.তে ওফাতপ্রাপ্ত হন। তিনি বংশসূত্রে আরবীয় ছিলেন। হানাফী ফিক্হ প্রণয়নে তাঁর অবদান সবার উর্ধ্বে।[২] আল্লামা শিবলী ন'মানী (রাহ.) বলেন,[৩] তাঁর মর্যদা এত উচ্চে যে , যদি আলোচনায়র জন্য একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করা হত, তাহলে তাঁর মাহাত্মের অনুমান করা যেত" তাঁর সম্বন্ধে জারীর তাবারী (রাহ.) লিখেছেন,[৪] "কাযী আবূ ইউসুফ (রাহ.) অত্যন্ত উঁচুমানের ফকীহ্ এবং হাফিযে হাদীস ছিলেন। হাদীস হিফযে তাঁর প্রচুর সুখ্যাতি ছিল। তিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট হাযির হতেন এবং পঞ্চাশ বা ষাটটি হাদীস মুখস্ত করে ফেলতেন। তারপর দাঁড়িয়ে মুখস্ত হাদীসগুলো ওস্তাদকে শুনাতেন। হাদীসে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি একাধারে মাহদী, হাদী এবং হারুনুর রশীদ-এর তিন খলীফার প্রধান বিচারক ছিলেন।"

---

১. دكتور مصطفى حسنى السياعى معجم المصنفين : السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى , **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** ২০০৪ইং , পৃ. ১৩১।

২. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** ২০০৪ইং , পৃ. ১৪৮; http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf.

৩. আল্লামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ২২০; http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf.

৪. حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله، الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء تعالى, পৃ. ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন আবূদুল বার (রাহ.) বলেছেন :

"খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ইমাম আবূ ইউসুফ তাঁর রাজ-দরবারে ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।" ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) -ই ফুকাহায়ে– রায়-এর প্রথম ফকীহ্, যিনি নিজের অভিমতকে হাদীস দ্বারা শক্তিশালী ও প্রমাণিত করেছেন, আর এভাবেই তিনি 'আহলুর-রায়' ও 'আহলে হাদীস'-কে একই মঞ্চে একত্রিত করেছিলেন।[১] কেননা তিনি মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে জ্ঞান-গরিমা আহরণ করে ধন্য হয়েছিলেন। এমনকি তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান আশ-শায়বানী (রাহ.) (১৩২-১৮৯হি./৭৫০-৮০৫খৃ.)

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান আশ-শায়বানী (রাহ.) হানাফী মাযহাবের মহান ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় বৈশিষ্ট ও গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান শায়বানী, উপনাম আবূ আবূদুল্লাহ্। যেহেতু তিনি শায়বান গোত্রের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, সেহেতু তাঁকে 'শায়বানী' বলা হতো। তিনি ১৩২ হি./৭৫০খৃ.তে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হি./৮০৫খৃ.তে ওফাত লাভ করেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ওফাতকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠার বছর। এ কারণে দীর্ঘকাল ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ তিনি পাননি। তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) থেকে ফিক্‌হ হানাফীর উপর শিক্ষা সমাপন করেন। তিনি ইমাম সুফয়ান সাওরী (রাহ.) ও ইমাম আওযাঈ (রাহ.) থেকে শিক্ষা-দীক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন। গভীরভাবে ইরাকী ফিক্‌হ অধ্যয়নের পর তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) -এর সান্নিধ্যে হাযির হন এবং তাঁর থেকে একাধারে ফিক্‌হ, হাদীস, ইতিহাস এবং তাঁর চিন্তাধারা ও অভিমত আহরণ করেন। সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) -এর সান্নিধ্যে অবস্থান করেন।[২] তিনি ছিলেন অতি উচ্চমানের সাহিত্যিক। বাগ্মিতায় ছিলেন অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল অতুলনীয় আকর্ষণ-শক্তি। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "তিনি ছিলেন সুনিপূণ ও বাক্যালংকারে পরিপূর্ণ বাগ্মী। তিনি যখন কথা বলতেন, শ্রোতাগণ মনে করতেন যে কুরআন তাঁরই ভাষায় নাযিল হয়েছে।"[২]

ইমাম যুফার ইব্‌ন হুযায়ল (রাহ.) (১০৯-১৫৮হি./৭২৭-৭৭৫খৃ.)

ইমাম যুফার ইব্‌ন হুযায়ল (রাহ.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সান্নিধ্য প্রাপ্তির দিক থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর পূর্বগামী ছিলেন। তিনি ১৫৮হি./৭৭৫খৃ.তে ৪৮ বছর বয়সে ওফাত লাভ করেন।[৩]

---

১. ইব্‌ন আল নাদীম, **আল ফিহরিস্ত**, (মিসর: আল মাসা'য়াত আল রাহমানিয়াহ্, /১৯২৯খৃ.), পৃ.২০৩।
২. কার্ল ব্রোকেলমান, **তারীখ আল আদাব আল আরাবী**, (মিসর: দারুল মাআ'রিফ, ১৯৬২), ৩খ., পৃ. ২৪৬।
৩. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পিতা ছিলেন আরবী এবং মাতা ছিলেন পারসীয়। সুতরাং তাঁর মাঝে দু'রক্ত ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি যুক্তি-তর্ক ক্ষেত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন এবং পরম যুক্তিনির্ভর বক্তব্য প্রদানে অনন্য গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে 'ফিকহুর-রায়' আহরণ করেন এবং উস্তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্যেই কাটান। ক্বিয়াস ও ইজতিহাদে ইমাম যুফার ইব্ন হুযায়ল (রাহ.) ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর চার বিশিষ্ট শিষ্যের তুলনামূলক আলোচনা করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, "বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইমাম মুযানী (রাহ.) |তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্ এবং ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) -এর স্বনামধন্য শিষ্য|-এর সান্নিধ্যে হাযির হল এবং ইরাকবাসীগণের সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করল যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? ইমাম মুযানী (রাহ.) বললেন, তিনি 'ইরাকবাসীদের অবিসংবাদীত নেতা'। আবার সে জিজ্ঞেস করল, ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) সম্পর্কে আপনি কি বলছেন ? তিনি বললেন, 'তিনি সবচেয়ে বেশী হাদীস অনুসরণকারী'। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করল, ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই ? ইমাম মুযানী (রাহ.) বললেন, 'ইসলামী শরী'আতের মাসআলা-মাসাইলের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে সবার শীর্ষে'। সে আবার জিজ্ঞেস করল, ইমাম যুফার (রাহ.) সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে পারলে খুশি হতাম। ইমাম মুযানী (রাহ.) বললেন,[১] 'তিনি ক্বিয়াসের ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব।"

ইমাম যুফার (রাহ.) কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। সম্ভবত এর কারণ তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর 'ওফাতের পর মাত্র আট বছর জীবিত ছিলেন। ইব্ন আবদুল বার (রাহ.) স্বীয় 'আল ইন্তিকা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, 'ইমাম যুফার (রাহ.) বসরার কাযী নিযুক্ত ছিলেন'। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ওফাতের পর ইমাম যুফার (রাহ.) তাঁর ওস্তাদেরপাঠদান মজলিসে স্থলাভিষিক্ত হলেন। তারপর পাঠদানের দায়িত্ব ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) -এর দায়িত্বে অর্পিত হয়।[২]

হাসান ইব্ন যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ.) (১১৬-২০৪হি./৭৩৪-৮১৯খৃ.)

হাসান ইব্ন যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ফিক্হী মতামত ও চিন্তাধারা বর্ণনাকারী ফকীহ্‌গণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (মৃ/২০৪ হি./৮১৯খৃ.)। উলামায়ে কিরামের বর্ণনামতে তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শিষ্য। হানাফী মাযহাবের ফিক্হ-র রাবী হিসেবে সুখ্যাতির ন্যায় তিনি হাদীসের রাবী হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৩] তিনি ছিলেন কূফার একজন খ্যাতনামা ফকীহ।[৪]

---

১. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, ২০০৪ইং, পৃ. ১৫২।
২. محمد أبو زهرة المصري الشافعي رحمه الله تعالى : ابو حنيفة, পৃ. ২২০।
৩. ইব্ন আল নাদীম, **আল ফিহরিস্ত**, পৃ.২০৪।
৪. খায়রুদ্দীন আল যিরকলী, **আল আ'লাম**, (বৈরুত : দার আল ইলমি লিল মালায়িন, ১৯৮০), পৃ. ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল কাত্তান (রাহ.) (১৩০-১৯৭হি./৭৪৮-৮১৩খৃ.)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মুহাদ্দিস ছাত্রগণের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর নাম আসে তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল কাতান। বিষয়ের পরম্পরা তার থেকেই শুরু হয়েছে। আল্লামা জুহরী 'মীজানে ইতেদালে'র ভূমিকায় লিখেছেন, জীবনী বিষয়ের লেখা সর্বপ্রথম ইয়াহইয়া সাঈদ আল কাতান লিখেছেন। তাঁর পরে তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন, 'আলী ইব্ন মাদীনি, ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আমরুদ ইব্ন 'আলী, আল ফালাস, আবূ খাসীমাহ (রহ) প্রমুখ তাঁর ওপরে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। তাদের পরে বর্ণনা পরম্পরায় ব্যক্তিত্বগণের পর্যালোচনা মূলক জীবনী লিখেছেন তাদেরই ছাত্র ইমাম বুখারী (রাহ.) (শাওয়াল, ১৩, ১৯৪-২৪৬ হি./ জুলাই ২০, ৮১০-৮৭০ খৃ.) এবং ইমাম মুসলিম (রহ) (২০২-২৬১ হি./৮১৭-৮৭৫ খৃ.) প্রমুখ।

হাদীস সমগ্রের ওপর তাঁর এতোটা অধিকার ছিল যে, যখন তিনি শ্রেণীকক্ষে বসতেন তখন ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রাহ.) (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খৃ.), 'আলী ইব্ন মাদীনী প্রমুখ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে থেকে তার সাথে হাদীসের আলোচনা করতেন এবং আসরের নামাজের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যতোক্ষণ ওস্তাদ দর্স দিতেন, তারা দাঁড়িয়ে থেকেই তা শুনতেন।[১]

বর্ণনাকারীগণের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ এতোটা উন্নত পর্যায়ের ছিল যে, হাদীসের ইমামগণ সাধারণভাবে বলতেন,[২] "ইয়াহ্ইয়া যাকে ছেড়ে দেবেন আমরাও তাকে ছেড়ে দেবো।"

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বালের (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খৃ.) বিখ্যাত উক্তি[৩] " ما رايت بعنى مثل يحيى بن سعيد " অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়ার মতো আর কাউকে আমি আমার চোখে দেখিনি। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিভা নিয়ে ইমাম আবূ হানীফার দরসগাহে বসতেন এবং তাঁর ছাত্র হতে পারার জন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। সেই সময় পর্যন্ত অনুসরণের নির্দিষ্ট প্রথা চালু হয়নি। কিন্তু তিনি ইমাম আবূ হানীফাকেই (রাহ.) অনুসরণ করতেন।"

আল কাত্তান (রাহ.) নিজে তাঁর ওস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সর্ম্পকে বলেছেন,[৪] 'আমি ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) এঁর মতামতের চেয়ে উত্তম মতামত আর কারো দেখিনি এবং আমি তাঁর অধিকাংশ কথাকে গ্রহণ করেছি এবং স্মরণে রেখেছি।'

---

১. **ফাতহুল মুগীস**, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল -ইসলামিয়্যা, ১৯৯৬), ও জাওয়াহের মুদীয়াহ।
২. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, **তাহযীব আত-তাহযীব**, (হায়দরাবাদ : দা[]নাত্য), ১৩২৫হি.), হাফেয ইব্ন হাজার ইয়াহইয়া ইব্ন আল কাত্তানের জীবনী।
৩. আল্লামা যাহবী, **মিযান আল 'ঈতিদাল ফী নাক্দ আল রিযাল**,(কায়রো:মকতাবাত আল সা'দ,১৯০৭),ভূমিকা।
৪. Dr. Hajj Gibril Haddad, **The Greatness of Abu Hanifa**, (**UK:** Islamic Resources Network, www. Hanafi.co.uk), P.2.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সাহসী রাজনৈতিক মতবাদ এবং ইন্‌তিকাল

সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা মুসলমানদের একটি অপরিহার্য ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য। মুসলমানদের জন্য এটি এমন একটি ফরয যা পবিত্র কুরআনে বারবার হুকুম হয়েছে।

এতদসম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,[১] "হে মু'মিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না-যদি তোমরা সৎ পথে থাক"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর রাজনৈতিক মতবাদ ছিল ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সহিষ্ণুতা, উদারতা ও মানবিকতার একটি সমন্বিত রূপ। তিনি মনে করতেন, পরিস্থিতি অনুধারন করে সৎ কার্যের আদেশ ও অসৎ কার্য হতে নিষেধ করতে হবে, বরং কুরআনের অন্যান্য আয়াত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস ও সাহাবীদের কার্য পদ্ধতিকে সামনে রাখে এই বিষয়ের কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে।[২]

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,[৩] "হে নবী! লোকদেরকে উপদেশ দান করুন যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়।" অতএব বুঝা যায়, যে কোন অবস্থায়ই শক্তি প্রয়োগ অন্যায় হতে বিরত রাখা ফরয নয়। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে,[৪] 'আপনি লোকদেরকে উপদেশ দিন, আপনি শুধু উপদেশদাতা' আপনি কর্মনিয়ন্ত্রক নন"

তাই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অভিমত ব্যক্ত করেন, সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে উক্ত দায়িত্ব পালনার্থে জীবন উৎসর্গের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ সৎ কার্যে আদেশকারী ব্যক্তি যদি নিহত হয়, তখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে প্রেরণায় প্রয়োজন, অন্যের মধ্যে তখন উহাও অবশিষ্ট থাকে না। এই সম্পর্কে আবূ হানীফা (রাহ.) আরও বলেন, সৎ কার্যের আদেশ ও অসৎ কার্য হতে বিরত থাকা এমন একটি ফরয যা সকলকে সমবেতভাবে আদায় করতে হবে এবং এতে এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এটি ফরয হতে পারে না। তা সত্ত্বেও কেউ যদি উক্ত ফরয আদায় করতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তার সম্পর্কে আবূ হানীফা (রাহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি হল, সেই ব্যক্তি যদি মনে করে, বিরোধীদের নিপীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা তার আছে এবং এই সম্বন্ধে সে কারও নিকট কোন অভিযোগ করবে না, তা হলে সে ঐ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, এবং ক্ষেত্রে তাকে মুজাহিদ[৫]

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল মা'য়িদাহ, আয়তঃ ১০৫।
২. **ইসলামী বিশ্বকোষ,** (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৫), পৃ. ৩৬২।
৩. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল আ'লা, আয়তঃ ৯।
৪. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল গাশিয়াহ, আয়তঃ ২১-২২।
৫. **ইসলামী বিশ্বকোষ,** পৃ. ৩৬২।

Dhaka University Institutional Repository

বলা হবে। হানাফী ফাকীহগণ এই মতের সমর্থনে আবূ দাউদ ও তিরমিযীর এই হাদীসটি বর্ণনা করে থাকেন, অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে ইনসাফের বাণী প্রচার করাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আবূ হানীফা (রাহ.) এর অভিমত হল: ১. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী, ২. আল্লাহ তা'আলাই প্রভূ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ অপরিহার্য এবং ৩. আল-কু'রআন সুন্নাহ এর বিধানসমূহ চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে।[১]

খিলাফাত সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল সুস্পষ্ট। খলীফার যোগ্যতা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন,[২] "খলীফা বা সরকার প্রধান হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে তাকে একজন আর্দশ মানুষ হতে হবে। রুঢ় এবং দূর্নীতিগ্রস্থ ব্যাক্তি কখনও খলীফা, বিচারপতী, গর্ভনর, মুফতী (A Pronouncer of Legal Verdict) হতে পারে না।" বিজ্ঞজনদের (আহলুর-রায়) সঙ্গে পরামর্শ ও জনগণের স্বাধীনতা সম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হবেন। শক্তিবলে ক্ষমতা দখল করে পরবর্তী কালে যবরদস্তী করে জনগণের সম্মতি আদায় করাকে তিনি অবৈধ ও অনৈসলামী পন্থা বলে ঘোষণা করেছেন। খলীফা আল-মানসূরের সম্মুখে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তার খিলাফাত সম্পর্কে তিনি নি:সংকোচে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।[৩]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মতে প্রধান বিচারপতী হবেন স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী, যদি খলীফার কোন ভূল বা অন্যায় পাওয়া যা তাহলে প্রধান বিচারপতীকে অবশ্যই আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, এতটুকু ক্ষমতা ও সৎ সাহস প্রধান বিচারপতীর থাকতে হবে।[৪] কিন্তু উমাইয়্যা ও আব্বসীয় যুগে তিনি কোন বিচারপতীকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেখেন নি। তার সকলেই খলীফার হুকুম অনুযায়ী অন্যায় ভাবে রায় দিতে বাধ্য ছিল। তাই ইমাম আবূ হানীফা বরাবরই বিচারপতীর পদকে পছন্দ করতেন না।[৫] কারন অন্যদের মত খলীফাকে খুশি করার জন্য এবং অর্থের লোভে ইসলাম বিরোধী রায় প্রদান তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

---

১. ইফাবা সম্পা., **ইসলামী বিশ্বকোষ,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৫), পৃ. ৩৬২।

২. Edited by M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy,** (**Pakistan :** Pakistan Philosophical Congress, last modified on 2002), V. 1, Ch.34, P. 683.

৩. Edited by M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy**, V. 1, Ch.34, P. 681-683.

৪. আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ২ খ. পৃ. ১০০।

৫. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ২১-২৪।

৬. আবূল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লিকান, মৃ. ৬৮১হি.,**ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান, (কয়রো,** মাক্তাবাত আল নাহদাত আল মিসরিয়া, ১৯৪৮), ৫ খ., পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) উমাইয়্যাদের ঘৃণা করার কারন

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) শিশুকাল থেকেই উমাইয়্যাদের অন্যায় অত্যাচারের কথা জানতেন, তখন খাঁটি মুমিনগণ সকলেই উমাইয়্যাদের নৃশংশ কার্যাকলাপ সম্পর্কে অবহিত ছিল। হযরত 'আলী (রা.) (যিলহজ্জ ১৩, ২০হি.পূ.- রমযান ২১, ৪০হি./ মার্চ ১৭, ৫৯৯- জানুয়ারী ২৮, ৬৬১খৃ.) এঁর শাহাদাত বরণের পর ইসলামী রাজ্য পরিচালনার ন্যায় খিলাফতের হক্ব ছিলেন হজুর (সা.) এঁর কলিজা ইমাম হাসন ইব্ন 'আলী (রা.) (রমযান ১৫, ৩- সফর ২৮, ৫০ হি./মার্চ ১, ৬২৫খৃ.- মার্চ ২৭, ৬৭০ খৃ.) এঁরই। হযরত 'আলী (রা.) শাহদাত বরণের পূর্বেই তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা.) কে ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসেবে খিলাফত দিয়েছিলেন। হযরত 'আলী (রা.) এঁর শাহাদাতের পর তিনি খলীফা ছিলেন।[১]

উমাইয়্যাদের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াওয়ইয়্যা (মুয়াবিয়া) ইব্ন আবূ সুফিয়ান (মুয়াওয়ইয়্যা/মুয়াবিয়া-১) (২১ হি.পূ.-৬০ হি./৬০২-৬৮০খৃ.), ইমাম হাসান (রা.) কে পদত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে[২] এবং ইমাম হাসান (রা.) এঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁকে চিঠি দিয়ে বলে "যদি তিনি যুদ্ধে তাকে পরাজিত করতে পারেন তাহলে ইমাম হাসান (রাহ.) ক্ষমতায় থাকবেন অন্যথায় সে সকল নিরিহ মুসলামানদেরকে হত্যা করতেই থাকবে এবং ক্ষমতায় দখল করবে।" ইমাম হাসান (রা.) এঁর যুদ্ধ বিষয়ে তেমন কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নানাজানের সুন্নাহ ও আল্লাহর কুরআনের হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের জন্য 'সাবাত' নামক এলাকায় শত্রু পক্ষের মুখোমুখি হন। কিন্তু তাঁর একজন কমান্ডার উবাইদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস অনেক সৈন্য নিয়ে মুনাফিকি করে মুয়াওয়ইয়্যার পক্ষে যুদ্ধ করে এবং তখন ইমাম হাসান (রা.) এঁর অনেক সৈন্য নিহত হয়ে যায়। তখন শত্রুরা ইমাম হাসান (রা.) কে অক্রমণ করে। তারপর নবীপ্রেমিক সাহসী কমানন্ডারগণ নিজেদের দেহের মাধ্যমে দূর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে চতুর্দিক থেকে ইমাম হাসান (রা.) ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে রক্ষা করে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে মুয়াওয়ইয়্যা ইমাম হাসান (রা.) কে স্বরযন্ত্র করে তাঁর বাড়ীর চাকরের মাধ্যমে মধূর সাথে বিষপান কারলে সফর ২৮, ৫০ হি./ মার্চ ২৭, ৬৭০ খৃ. তারিখে শাহাদাত করে।[৩] ইমাম হাসন (রা.) এঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর নানাজানের রওজা শরীফের পাশে তাঁকে জেন কবর দেয়া হয়। কিন্তু মুয়াওয়ইয়্যা মদীনায় তার নিযুক্ত গর্ভনরের মাধ্যমে তাঁদেরকে রওজা শরীফের পাশে যেতে দেয়নি। [৪]

---

১. ইব্ন কাসীর, **আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,** (মিসরঃ মাক্তাবাত আল সা'আদ), ৬ খ., পৃ. ২৪৯-২৫০।

২. জালালউদ্দিন সূয়তী, **তারিখ আল খুলাফা,(লাক্ষ্ণৌঃ** ফখরুল মাতাবি, তা.বি.), ১২ খঃ প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০।

৩. Wilferd Madelung, **The Succession to Muhammad (PBUH),** (**Cambridge University Press,** 1997) P. 324-332. http://en.wikipedia.org/wiki/Hasan_ibn_Ali.

৪. মুহাম্মদ ইব্ন খাওয়াইন্দ শাহ, **রাওযাতুস সেফা,** ৩ খ., পৃ, ৭; **তারিখ আবুল ফিদা,** ১ খ., পৃ. ১৮৩; ইবন আসির, **তারিখে কামিল,** ৩ খ., পৃ. ১৮২; Sheikh Abbas Qummi, **Nafasul Mahmoom , (Mumbai, India:** ISLAMIC STUDY CIRCLE), Ch. 5; Wheeler Thackston, **A Millennium of Classical Persian Poetry,** (**Bethesda, Iran:** Iranbooks, 1994), P.79.

Dhaka University Institutional Repository

তারপর ইমাম হুসাইন (রা.) ও পরিবারের সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ইমাম হাসন (রা.) কে 'জান্নাতুল বাক্বী' কবরস্থানে দাফন করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মুয়াওয়ইয়্যার (মুয়াবিয়া) পিতা আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (৫৬০খৃ- ২৯ হি./৬৫০খৃ.) এর পিতা হারব ইবন উমাইয়্যা। এই উমাইয়্যার নাম অনুযায়ীই 'উমাইয়্যাদের খিলাফতের নাম মুয়াওয়ইয়্যার (মুয়াবিয়া) উমাইয়্যা করে। উমাইয়্যার পিতা আবদুসশামস ইবন আবদুমমানাফ। শিয়া সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকগণের মতে,[১] "আবদুসশামসের ওরশজাত সন্তান উমাইয়্যা নয়। রোমানদের নিকট থেকে কাজের জন্য যে ছেলেটিকে তিনি ক্রয় করে এনেছেন সেই হচ্ছে উমাইয়্যা এবং ধীরে ধীরে কুরাইশদের পরিচয়ে বড় হয়।"

তবে বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগে যেটি আবিষ্কার হয়েছে সেটি হল জেনেটিক থিওরী (Genetic Theory)। জেনেটিক থিওরী বলে,[২] " যখন ফর্সা স্বামী ফর্সা স্ত্রী কিন্তু তাদের সন্তান জন্ম নিল কুৎসিত কালো, জেনেটিক থিওরী বলে স্বামী অথবা স্ত্রী তাদের কোন একজনের পূর্বপূরুষের মধ্যে অবশ্যই একজন সন্তানটির মত কুৎসিত ছিল, যদি বহু পূর্বেও থেকে থাকে। ডি এন এ'র (DNA : ডি-অক্সিনিউক্লিক এসিড) মাধ্যমে সেই কুৎসিত লোকটির জিন (Gene) আবার প্রকাশ পেয়েছে।"

এ থিওরীটি উল্লেখ কারার কারন হল বিজ্ঞান যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে 'উমাইয়্যা' সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ের মতামতটি অধিক গ্রহন যোগ্য। যার ফলে হয়ত কোন দুষিত রক্ত থেকে উমাইয়্যার জন্ম, যদিও প্রথম দিকের কাফির আবু সুফিয়ান পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে ইসলামের পক্ষে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল কিন্তু তার ডিএনএ (DNA) মাধ্যমে সুপ্তাবস্থায় উমাইয়্যার পূর্বপূরুষের দুষিত স্বভাব আবূ সুফিয়ানের নাতী ইয়াযিদের এবং তার পরবর্তী কয়েক পূরুষের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্যথায় মহাবিশ্বের মহাস্রষ্টা আল্লাহরাব্বুল 'আলামীনের বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) অতি পবিত্র রক্তের (ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হুসাইন (রা.) সাথে বেয়াদবী করে কিভাবে!

মুয়াওয়ইয়্যার(মুয়াবিয়া) মৃত্যুর পর তার ছেলে রক্তপিপাসু ইয়াযিদ (৬৪৫-৬৮৩খৃ.) ক্ষমতায় আসে সে তার পিতার চেয়ে জঘন্য ছিল। সে যখন নিষ্ঠুর নৃশংস কার্যকলাপের

---

১. Wikipedia, **the encyclopedia,** http://en.wikipedia.org/wiki/Umayya_ibn_Abd_Shams;

২. জেনেটিক থিওরীর সারর্মম লেখা হয়েছে। যার বিস্তারিত নিম্নলিখিত গ্রন্থে রয়েছে।

২.১ J. N. Spuhler : **Genetic Diversity and Human Behavior,** Author(s) of Review: B. J. Williams, **American Anthropologist,** New Series, (**Chicago: American Anthropological Association**), Vol. 71, No. 1 (Feb., 1969), pp. 165-167;

২.২ Steven J. Heine is an associate professor of social psychology at the University of British Columbia in Vancouver, **Genetic research and human behavior,** (**The Bostor Globe news paper**, November 3, 2006);http://www.boston.com/news/globe.

২.৩ Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R (2004). **Molecular Biology of the Gene,** 5th ed., Peason Benjamin Cummings , (**Cold Spring Harbor Laboratory Press**). ISBN 080534635X.

Dhaka University Institutional Repository

পশাপাশি হুজুর (সা.) এঁর সুন্নাহ ও হাদীস শরীফের অপব্যখ্যা ও পরিবর্তন এবং নিরীহ মুসলামনদের উপর অমানবিক অত্যাচার শুরু করল তখন নবী কলিজা ইমাম হুসাইন ইব্‌ন 'আলী (রা.) (শাবন ৩, ৫-মহররম ১০, ৬১হি./ অক্টবর ১০, ৬৮০খৃ.) তাঁর নানাজানের সুন্নাহ কে নরপশুদের হাত থেকে রক্ষা কারর জন্য মদীনা থেকে সৈন্যসহ স্বপরিবারে কূফার উদ্দেশ্যে শাবান ৩, ৬০হি./মে ৯, ৬৮০খৃ রওনা হন। সফরকালে তিনি হজ্বপালন করেন, তারপর যিলহজ্ব ৩, ৬০হি./ সেপ্টম্বর ১০, ৬৮০ খৃ. কূফার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ ত্যগ করেন। তিনি এবং তাঁর সাথীরা মহররম ২, ৬১ হি./ অক্টবর ২, ৬৮০খৃ. কারবালয় পৌছান এবং তাঁকে ইযাযিদের লোকেরা বাধ্য করে পানিহীন উচুনিচু মরুভূমিতে আবস্থান নিতে। তারপর মহররম ৭, ৬১ হি./ অক্টবর ৭, ৬৮০খৃ. ইয়যিদের পক্ষের ইব্‌ন সা'দ ইমাম হুসাইন (রা.) ও তার সাথীদের ফুরাত নদী থেকে পানি নিতে বাধা দেয় এবং পানি বন্ধ করে দেয়। তারপর পিপাসার্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় মহররম ১০, ৬১ হি./ অক্টবর ১০, ৬৮০ খৃ. মাত্র ৭২ জন সৈন্য নিয়ে ইয়াযিদের অশ্বারোহী সৈন্য সহ প্রায় ৪৮,০০০ সৈন্যর সাথে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ শুরু করেন। প্রচন্ড সাহসী ইমাম হুসাইন ইব্‌ন 'আলী (রা.) একাই শত্রুপক্ষের প্রায় ১০০০ সৈন্যকে কতল করেন। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর সাথীদের অধিকাংশই শহীদ হয়ে যান। একে একে তাঁর পরিবারে ৬ মাসের শিশু পযর্ন্ত শহীদ হয়ে যান। অবশেষে ইমাম হুসাইন একা শত্রুদের মুকাবিল করতে করতে শাহদাত বরণ করেন। কিন্তু রক্তপিপাসু ইয়াযিদের লোকেরা ইমাম হুসাইনের (রা.) মাথা মুবারক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। শরীফ দেহটি নিথর হয়ে পরেছিল। আর পরিবারের যারা মহিলা ও শিশু জীবিত ছিল তাঁদেরকে মহররম ১১, ৬১ হি./ অক্টবর ১১, ৬৮০ খৃ. বন্দী করে কূফা নিয়ে জেলখানায় প্রেরণ করা হয়। এ নির্মম সত্য রক্তপিপাসু উমাইয়্যাদের পূর্ব ইতিহাস।[১]

এ প্রসঙ্গে খাযা মঈনুদ্দিন চিশতী আযমিরী (রাহ.) (৫৩৬-৬২৭ হি./১১৪১-১২৩০ খৃ.) বলেন,[২] "ইমাম হুসাইন (রা.) তাঁর শির দিয়েছেন, কিন্তু ইয়াযিদের হাতে নয়, তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তিনি মালিক এবং মলিকদের মালিক। যদিও তিনি ইসলামের জন্য তাঁর শির উৎসর্গ করেছেন কিন্তু ইয়াযিদের নিকট পরাজয় বরণ করেন নি। বাস্তব সত্য হল হযরত হুসাইন (রা.) হলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।"

এ ঘটনা ছিল ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জন্মের মাত্র ২০ বছর পূর্বে উমাইয়্যাদের শাসনামলের। তাই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সহ সকল শিশুই সেই

১. S. Ali Akhtar Rizvi, **The Martyr of Karbala,** (**Karachi. Pakistan**: the Islamic Culture and Research Trust 1984), 1-542, Sheikh Abbas Qummi, **Nafasul Mahmoom** , (**Mumbai, India:** ISLAMIC STUDY CIRCLE), Ch.1-24. ; Shaykh Muhammad Mehdi Shams Al-Din,**The Revolution of Al- Husayn:Its Impact on the Consciousness of Muslim Society,** Muhammadi Trust, 1985), ISBN 0 7103 0178 2, p.1-240; আল্লামা 'আলী নাকী নাকভী,**শাহীদ ই ইনসানিয়াত,(করাচী, পাকিস্তান** : ইসলামিক কালচার এন্ড রিসার্চ ট্রাষ্ট, ১৯৮৪), ১-৫৪২।

২. Wikipedia, **The encyclopedia,** http://en.wikipedia.org/wiki/Husayn_ibn_Ali.

Dhaka University Institutional Repository

বেদনাতুর হৃদয় নিয়ে উমাইয়্যাদেরকে ঘৃনা করে বেড়ে উঠেছেন। সকল নিরীহ জনসাধারন শুধু নিরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে, আর কিছুই করার ছিল না।

উমাইয়্যাদের ক্ষমতা গ্রহণে অস্বীকৃতি ও সত্যের জন্য কূফা থেকে মক্কায় হিযরত

হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের (৭২-১২৬হি./৬৯১-৭৪৩খৃ.) শাসনামলে ইমাম যায়দ ইব্‌ন 'আলী ইবান হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রাহ.) (তিনি যায়দ আশশাহীদ নামে বিখ্যাত) (৭৬-১২২হি./৬৯৫-৭৪০খৃ.) উমাইয়্যাদের সংশোধনের জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।[১] কূফায় উমাইয়্যা গর্ভনরের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি পরাজিত হয়ে ১২২হি./৭৪০খৃ. শহাদত বরণ করেন।[২] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁকে প্রকাশ্য সমর্থন ও আর্থিক সহযোগীতা করেছিলেন।[৩] এরপর একদিন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ও তাঁর সাথী ফকীহ ইব্‌ন মু'তামার (রাহ.) এক স্থানে বসে চুপি চুপি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কথা বলতে বলতে এক পর্যয়ে তাঁরা কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার কারন জিজ্ঞাসা করলে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন,[৪] "আমরা ঐ যুগের কথা স্মরণ করলাম, যে যুগে অসৎ লোক সৎ লোকের উপর প্রাধান্য লাভ করছে এবং এই ঘটনাই আমাদের কান্নাকে বড়িয়ে দিয়েছে"।

ইমাম যায়দ ইব্‌ন আলী হুসায়ন (রাহ.) এঁর ইনতিকালের পর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রতি উমাইয়্যাদের শ্যেন দৃষ্টি নিপাতিত হয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারনে কোন অজুহাত ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস পেল না। অপরদিকে আব্বসীয়দের আন্দোলন তখন প্রবল হতে থাকে। সিরিয়ার শেষ শাসনকর্তা ছিলেন মারওয়ানুল হিমার (১২৭-১৩২ হি./৭৪৪-৭৫০ খৃ.)। সে আমীর ইবন হুভাইরাকে কূফার গর্ভনর নিযুক্ত করে। ইবন হুবাইরা কূফায় এসে অনেক ফকীহকে সরকারী পদ দিয়ে তাদের দলভূক্ত করে। উদ্দেশ্য উমাইয়্যাদের আত্যাচার ঢেকে ফেলা।[৫] জনগণ যেন বুঝে তারা ইসলামের জন্য অনেক কিছু করেছে, বিশিষ্ট আলিমগণকে সম্মান করে, ইসলামী হুকুমতেই দেশ পরিচালনা করে ইত্যাদি।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন তৎকালীন আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং তাঁকে সকল ফকীহগণ বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। ঐ পলিসি অনুযায়ী দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক ও ফকীহ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে ইয়াযীদ ইব্‌ন হুবায়রাহ ১২৭হি./৭৪৫খৃ. তাঁকে স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়।[৬]

---

১. John Bagot Glubb, **The Empire of the Arabs,** (**London:** Hodder and Stoughton, 1963).

২. আবু ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুলাহ্, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** পৃ. ৪৮।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৫. আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** পৃ. ২১-২৪ ; ইব্‌ন খাল্লিকান, মৃ. ৬৮১হি.,**ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান,** ৫ খ., পৃ. ৪১। আবদুল আল বার্, **আল ইনতিকা,** পৃ.১৭১।

৬. Edited by M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy,** (Pakistan) Ch.34, P. 686.

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করে বলে," আমার এই সীলটি আপনি নিন, কোন আদেশ কার্যকর হবে না, যতক্ষণ আপনি এই সীলটি না দিবেন এবং আপনার অনুমতি ছাড়া কোন অর্থ বরাদ্দ করা হবে না"। কিন্তু নবী ভালবাসায় সিক্ত আবূ হানীফা (রাহ.) সরাসরি দায়িত্ব গ্রহনে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেন। নিষ্ঠুর ইয়াযিদ ইবন ওয়ালিদ (সে ইয়াযিদ ৩ নামে পরিচিত) ইমাম 'আযমকে (রাহ.) জেল খানায় বন্দী করে এবং বলে, 'আপনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য'! ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-স্বজন সবাই নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন এবং ভয় দেখায়। কিন্তু নির্ভীক ইমাম 'আযম বলেন, "ইয়াযিদ কোন নির্দোষ ব্যাক্তিকে হত্যার আদেশ দেবে আর আমি তা কার্যকর করার অনুমোদন করে তাতে আমার সীল দিব?" এতো অনেক দূরের ব্যাপার, সে যদি বলে আপনি ওয়াসিত মসজিদের দরজাগুলো গুণে দিন! তাও আমি ঠিক এভাবেই অত্যন্ত ঘৃণার সাথে প্রত্যাখান করবো।" তারপর নিষ্ঠুর ইয়াযিদ তাঁকে কূফার প্রধান বিচারপতী হতে প্রস্তাব করে এবং এই বলে হুমকি দিয়ে ভয় দেখা, যদি এ প্রস্তাব তিনি রাজী না হন তাহলে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হবে। জবাবে ইমাম আ'যম বলেন, "এ দুনিয়ার বেত্রাঘাতের চেয়ে পরকালের বেত্রাঘাত বেশী ভয়ংকর, আমি জনিয়ে দিচ্ছি আমার দেহে প্রাণ থাকতে আমি তার অন্যায় প্রাস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করবো না"। তারপরই ৫০ বছর বয়স্ক ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মাথা মুবারকে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করা হয়, কোন কোন বর্ণনায় বিশটি বলা হয়েছে। এবং তারপর তাঁকে ভয় দেখিয়ে রাজী করানোর জন্য প্রতিদিন দশটি করে এগারো দিন পবিত্র নূরানী দেহে বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু আশেকে রাসূলকে পাহাড়ের মত অটল পায়। জেলখানার একজন লোক নিষ্ঠুর অত্যাচারী ইয়াযিদকে খবর দেয় যে ইমাম আবূ হানীফার অবস্থা আশংকাজনক তিনি মারা যেতে পারেন। সে ইমাম আ'যমের (রাহ.) জনপ্রিয়তা সর্ম্পকে খুব ভালভাবেই জানতো তাই এ খবরে সে ভীত হয়ে তাঁকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়। তারপর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) কূফা ত্যাগ করে মক্কা শরীফে হিযরত করে চলে যান এবং উমাইয়্যাদের পতন হওয়ার পূর্বে কূফাতে ফিরে আসেন নি।[১] উল্লেখ্য ইয়াযিদ মৃত্যুর ৬ মাস পূর্বে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

১৩২ হি./৭৫০খৃ.তে পারসিকদের সহযোগীতায় আব্বাসীয় খিলাফতের সিংহাসনে বসে আবুল আব্বাস সুফফাহ। চার বছর রাজ্য-শাসন করে ১৩৬ হি./৭৫৩ খৃ. তে সে মারা যায়। শাষক হল তার ভাই আবূ জাফর মনসুর (৯৩- ১৫৮ হি./ ৭১২-৭৭৫খৃ.)।[২]

১. আল মাক্কী (মৃ. ৫৬৫ হি./১১৭০ খৃ.), **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, পৃ. ২১-২৪ ; ইব্ন খাল্লিকান (মৃ. ৬৮১হি./১২৮২খৃ.), **ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান**, ৫ খ., পৃ. ৪১। আবদুল আল বার, **আল ইনতিকা**, পৃ.১৭১; M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy**, V. 1, Ch.34, P. 686.

২. আবূ আল হাসান 'আলী ইব্ন আল হুসাইন আল মাসুদী (২৮৩-৩৪৫ হি./৮৯৬-৯৫৬ খৃ.), **মুরায আয যাহাব ওয়া মাআ'দিন আল জাওযাহির, (লন্ডন ও নিউইয়র্ক:** কিজান পাওল, ১৯৮৯), আল মানসুরের জীবনী অংশ, Tr.by. Paul Lunde and Caroline Stone, **The Meadows of Gold and Mines of Gems, (London and New York:** Kegan Paul, 1989), http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mansur.

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা মানসুরের অত্যাচার

আব্বাসীয়রা পারসিকদের সহযোগীতায় উমাইয়্যাদের সিংহাসন থেকে উৎখাত করেই গোটা সাম্রাজ্যের যেখানে যাকে পেয়েছে হত্যা করেছে। এমনকি মৃত উমাইয়্যা খলীফাদের কবরগুলো খুঁড়ে তার ভেতর থেকে হাঁড়গোড় তুলে জ্বালিয়ে ফেলেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সত্যের ন্যয়ের পক্ষে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ হচ্ছিল। সে সব বিদ্রোহ দমন ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় দিকে থাকার উদ্দেশ্যে সাফফাহ ও মনসুর মানব বিবেকের সকল সীমা অতিক্রম করে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে লাগলো যা মানুষকে উমাইয়াদের কারবালার মর্মান্তিক ইতিহাস ও নিরীহ মানুষের উপর নৃশংস নির্যাতনের কথাও স্মরন করিয়ে দেয়। নতুন আশা নতুন আগ্রহ নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের মানুষ নতুন সম্রাটদের দিকে তাকিয়ে ছিল কিন্তু ঐসব নিষ্ঠুর রক্তপাত তাদের সে আশাকে দু:স্বপ্নে পরিণত করে দিলো। ক্ষমতা লোভী মানসুর সবচাইতে বেশি নিষ্ঠুরতা যেটা করেছে, তা হলো আমির আল মু'মিনিন (বিশ্বাসীদের নেতা / Commander of the Faithful), আবূ তুরাব (ভূমির পিতা), হায়দার আল কাররার (তেজী হিংহ), সাফদার (বীরযোদ্ধা), আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ / Lion of Allah) খ্যাত[১] চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা.) এবং নবীকলিজা হযরত মা ফাতেমা (রা.)-এঁর বংশধরদের[২] খুঁজে খুঁজে বের করে নির্যাতন করা। তাঁরা দীর্ঘদিন যাবত দেশকে অন্যায় অত্যাচার থেকে রক্ষা ও পূর্ণ ইসলাম কায়েম করার জন্য তাঁদের ন্যায্য অধিকার খেলাফত গ্রহন করার পরিকল্পনা করে আসছিলেন। তবে সাফ্ফাহ'র মৃত্যু ১৩৬ হি./ ৭৫৩খৃ. পর্যন্ত তাঁদের এ পরিকল্পনার কোন প্রকাশ ঘটেনি। কখন ক্ষমতা নিয়ে যায় শুধু এ সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে মানসুর তাঁদের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করেছিল। যারা নেতৃস্থানীয় তাঁদের উপর নির্যাতনের নিষ্ঠুরতা ছিল নির্মম! মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম সে সময়ের সুন্দরতম পুরুষ অদ্বিতীয় তার তুলনা সে নিজেই। লোকে তাকে দীবাজ (সোনালী রেশম) নাম দিয়েছিল। মনসুর তাকে দাঁড় করিয়ে চারিদিকে দেয়াল তুলে জীবন্ত কবর দিয়েছে। যা একসময় তাঁদেরকে মরণপণ বিদ্রোহে বাধ্য করেছিলো। তাই তাঁদেরই এক মজলুম আওলাদে রাসূল মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রাহ.) যাকে 'নফসে যাকীয়াহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তিনি মাত্র কয়েকজন লোক নিয়ে মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সত্যের পক্ষে সকলে তাঁর নিকট 'বায়াত' গ্রহন করে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর সমর্থন সৃষ্টি হল। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তখন মদীনাতেই ছিলেন তিনি 'নফসে যাকীয়াহ'কে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিলেন।[২]

---

১. Wilferd Madelung, **The Succession to Muhammad,** Cambridge University Press, 1997.; William Montgomery Watt , **Muhammad at Mecca,** Oxford University Press, 1953; William Montgomery Watt , **Muhammad at Medina,** Oxford University Press, 1956.

২. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** পৃ. ৫২।

৩. আলামা শিবলী নু'মানী , **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ৩৯, রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ৫০; সাইয়িদ রঈস আহমদ জাফরী, **সীরাত আয়িম্মা-ই- আরবা'আহ,** (দিল্লী : তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬), পৃ. ৫৫,

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফতের প্রকৃত হক্বদার নফসে যাকিয়াহ (রাহ.) ও ইবরাহীম (রাহ.) এঁর বিদ্রোহ

খিলাফতের আদর্শ হক্বদার আওলাদে রাসূল, শক্তিশালী দু'খানি বাহু, যুদ্ধ কৌশল পারদর্শী, বীর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রাহ.) যাকে, 'নফসে যাকীয়াহ' উপাধি দেয় হয়েছিল, ১৪৫ হি./৭৬২ খৃ. রমযান মাসে সরকারী বাহিনীর সাথে প্রচন্ড লাড়াইয়ে শহীদ হন। এরপর তাঁর ভাই ইবরাহীম খিলাফতের ঝান্ডা উত্তোলন করেন এবং একের পর এক আক্রমন চালাতে থাকেন। ইবরাহীমের শক্তিমত্তায় মনসুর দিশাহারা হয়ে পড়ে।

ইবরাহীম একাধারে জাইয়্যাদ আলেম, বিশাল হৃদয়ের অধিকারী শ্রদ্ধাভাজন জননেতা এবং বীর সেনাপতি। হযরত 'আলী-ফাতেমা (রা)-এর বংশধর। তাঁর খেলাফতের অধিকার ও দাবীর ওপর চারিদিক থেকে শুধু 'লাব্বায়েক' 'লাব্বায়েক' ধ্বনি শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। শুধুমাত্র 'কুফাতেই' কমপক্ষে এক লাখ লোক তার পেছনে জীবন উৎসর্গ করতে প্রসতুত হয়ে গেল। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে বিশিষ্ট ওলামা ও ফকীহ্গণ তার সর্মথনে কাজ করতে লাগলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রথম থেকেই আব্বাসীয়দের ভারসাম্যহীন শাসন ও বে-ইনসাফীর নমুনা দেখে আসছিলেন। সাফ্ফাহ-এর সময় থেকেই তাঁর রায় জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, "এরা খিলাফতের আসনে বসার যোগ্য লোক নয়'। ইবরাহীম ইব্ন মাইমুন একনিষ্ঠ দ্বীনদার এবং বড় আলেম ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) ঘনিষ্ঠ বন্ধদের মধ্যে অন্যতম। সব সময়ই বলতেন, এতো জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে আমরা কি চুপ করে থাকবো? ইমাম সাহেব বলতেন, আমর বিল মা'রূফ নি:সন্দেহে কর্তব্য কাজ কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত উপকরণ পূর্বশর্ত, কিন্তু তিনি তাঁর চেতনায় প্রজ্জলিত আগ্নেয়গিরীকে 'সবরের' নিয়ন্ত্রনে দাবিয়ে রাখতে পারেননি। জালিমদের অন্যতম শিখন্ডি আবূ মুসরিম খোরাসানীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে নিজের খিলাফতের দাবী প্রসঙ্গে অত্যন্ত খোলামেলাভাবে তাঁর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। জালিমের সম্মুখে এসব কথা গোস্তাখী এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হয়। সাথে সাথে উস্কানীদাতার অভিযোগ এনে তাঁকে হত্যার আদেশ দেয়, হত্যা করা হয় নির্মমভাবে এবং তিনি শহীদ হন।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বন্ধুর শাহাদাতের কথা শুনে আকুল হয়ে কাঁদেন। অসহায় খাঁচাবন্দী সিংহের মতো ছটফট করেন। এতো বড় আঘাতের প্রতিঘাত করার মতো শক্তি-সামর্থ্য তাঁর নেই, ঘটনাটি ১৩১হি./৭৪৯খৃ.। ১৪৫ হি./৭৬২খৃ. সালে যখন ইবরাহীম খিলাফতের পাতাকা উত্তোলন করেন তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর প্রতিও জোরালো সমর্থন জানান। নিজে স্বশরীরে এই যুদ্ধে অংশ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু বিশেষ সমস্যার কারণে তা আর হয়ে উঠেনি। বাকী জীবন এই ব্যার্থতার ব্যাথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেননি, শুধু আফসোস করে কাটিয়েছেন।[২]

১. আশরাফ আলী, **ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ৫৫; আলামা শিবলী নু'মানী, **সীরাতে নু'মান**, পৃ. ৪০।
২. আল মুওয়াফ্ফাক আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, পৃ. ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইবরাহীম (রাহ.) এঁর প্রতি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সমর্থন ও সহযোগীতা

ঐতিহাসিকগণের মতে,[১] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রকাশ্যভাবে হযরত ইমাম ইবরাহীম (রাহ.) এর পক্ষে প্রচারকার্য চালাতেন এবং তাঁর সাথে যোগদিয়ে অনৈসলামিক সরকারের মোকাবিলা করার জন্য লোকদের আদেশ করতেন।"

নামায়ে দানেশওয়ারান কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর একটি চিঠি উদ্ধৃত করা হয়েছে যা তিনি ইবরাহীমকে লিখেছিলেন,[২] "আমি আপনার কাছে চার হাজার দিরহাম পাঠালাম। এসময় আমার কাছে যা ছিল। আমার কাছে মানুষের আমানত গচ্ছিত না থাকলে আমি অবশ্যই আপনার সঙ্গে থাকতাম। আপনি যখন বিজীত হবেন তখন শত্রুর সাথে সেই আচরণই করবেন যা আপনার পিতা 'সিফফীনের' পরাজিতদের সাথে করেছিলেন। 'পলাতক ও আহতদের মেরে ফেলো' এ পদ্ধতি আপনি গ্রহণ করবেন না। আপনার পিতা 'উষ্ট্রের যুদ্ধে' (জঙ্গে জামাল) এ পথ খোলা রেখেছিলেন। কেননা প্রতিপক্ষ অত্যন্ত সংঘবদ্ধ এবং সংখ্যায় অনেক।"

স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়া অন্য সব রকমের সহযোগীতা তিনি করেছেন। ইবরাহীম নিজের পরিকল্পনা ভূলে বসরার যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রাহ.) এঁর পুত্র বর্ণনা করেন,[৩] "মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসান ইবন 'আলী (রাহ.) এঁর শাহাদাত বরণের পর তাঁর বিষয়ে আলোচনা করার সময় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর চক্ষুদয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে আমি দেখেছি"

ঐতিহাসিক ইয়াফী (রাহ.) লিখেছেন,[৪] "ইবরাহীম (রাহ.) এর শাহাদাত বরণের পর খলীফা মানসুর বিরুদ্ধবাদীদের নিঃশেষ করার জন্য নিজে কূফা আগমন করে এবং ইবরাহীম (রাহ.) কে সাহায্য করেছে বলে যাকে সন্দেহ হয়েছে হয় তাকে হত্যা করেছে না হয় বন্দী করেছে। সে কূফা এসে ইবরাহীম (রাহ.) পক্ষ আবলম্বন করার কারনে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) কেও হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু তাঁর ব্যপক জনপ্রিয়তা দেখে কূফার কিছু বলতে সাহস পেল না। তবে বাগদাদে গিয়ে তাঁকে হত্যার অজুহাত খুজতে লাগল এবং ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বাগদাদে ডেকে পাঠালো।" মনসুর ভাল করেনই জানত যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অসৎ ধনী ও দূর্নীতিবাজদেরকে পছন্দ করনেন না। এবং সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রকার ভাতা গ্রহণ করেন না।

---

১. আবূ হাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ৫৩; اليافی, পৃ. ৩০০।

২. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ)**, (ঢাকাঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৮), পৃ. ৫৫; سيرة النعمان : شبلی نعمانی رحمه الله تعالی, (এ্যাপেক্স বুকস কনসার্ন, ১৯৭৮) পৃ. ৪০ ; সাইয়িদ রঈস আহমদ জাফরী, **সীরাত আয়িম্মা-ই-আরবা আহ**, (দিল্লী :তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬), পৃ. ৫৫।

৩. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.), পৃ. ৮৪।

৪. **প্রাগুক্ত ১**, পৃ. ৫৪; ইবন আবদিল বার, **আল ইনৃতিকা**. পৃ. ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসীয় ২য় খলীফা মানসুর কর্তৃক প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহনের আহ্বান

উমাইয়্যাদের পতনের পর সকলের আশা ছিল যে হয়ত আব্বাসীয়রা পূর্ণ ইসলামী হুকুমতে দেশে সুশাষন চালু করবে। সেই আশা থেকেই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) খলীফা মানসুরের আনুরোধে বাগদাদ নগরী নিমার্ণের সময় কিছু সময় তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১] কিন্তু তিনি খলীফা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নাম ব্যবহার করে অন্যায় অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করছে বুঝতে পেরে দায়িত্ব থেকে ইস্তাফা দিয়েছিলেন। খলীফা মানসূর তাঁকে বিচারপতি (কাযী) বানাতে চাইল, কিন্তু তিনি রাযী হলেন না। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এ বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন যে, খলীফা মানসূর তাঁকে কৌশলে কাবু করতে চাচ্ছে।

ইতিহাসবেত্তা ইব্ন জারীর (রাহ.) হায়সাম ইব্ন আদী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খলীফা মানসূর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে বিচারপতির পদ ও অধিকার সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব করেন। তিনি তা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। খলীফা মানসূর কসম করলেন যে, তাঁকে অবশ্যই তা করতে হবে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তা অবগত হলেন এবং একটি লাঠি সংগ্রহ করে বাগদাদ নগরী নির্মাণের ইট গণনা করতে শুরু করেন যাতে খলীফার কসম পূর্ণ হয়ে যায়। এভাবেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) খলীফার সকল ইচ্ছা ধুলিস্মাৎ করে দিলেন।[২]

খলীফা মানসূর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে বাগদাদের কাযী পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করলেন। আর তিনিই হবেন আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদের প্রথম বিচারপতী।[৩] খলীফার উদ্দেশ্য ছিল, যদি তিনি এই পদ গ্রহণ করেন, তবে তাঁর আনুগত্য ও ঐকান্তিকতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আর যদি তিনি তাতে সম্মতি না দেন, তবে প্রতিশোধ নেওয়া সহজ হবে এবং এতে দ্বীনি কোন বাধাও থাকবে না। কেননা, যখন তিনি জনগণের দৃষ্টিতে একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি, তখন এই পদবী গ্রহণে অসম্মতি নি:সন্দেহ তাঁর দায়িত্ব পালনে অনীহা বলেই বিবেচিত হবে। সুতরাং তিনি শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। আর তাঁর উপর চাপ প্রয়োগও চলতে থাকবে এ কারণে যে, তিনি যেন এই পদ গ্রহণে বাধ্য হন-যাতে জনকল্যাণ রয়েছে।[৪]

একজন মহান ফকীহ্ হওয়ার কারণেও তাঁর ফাত্ওয়া ও বিচার-ফয়সালা অপরাপর ব্যক্তিত্বের মতামতের উপর প্রাধান্য পাবেই। সুতরাং তাঁকে স্বেচ্ছায় এই পদ গ্রহণ করা উচিত। আর যদি তিনি উক্ত পদবী গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন, তবে এতে

---

১. আল তাবারি, **তারীখ আল উমাম ওয়াল মলূক**, (কায়রো : আল মাক্তাবাত আল ইসতিকামাহ, ১৯৩৯), ৬ খ., পৃ. ২৩৮ ; ইব্ন কাসীর, **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া**, (বৈরূত, লেবানন : দারুল ফিক্‌র আল আরাবী, ১ম সং., ১৩৫১হি./১৯৩২খৃ.) ,১০ খ., পৃ.৯৭।

২-৩. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা, ২ খ. পৃ. ৭২, ১৭৩, ১৭৮** ; Edited by M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy,** (Pakistan) Ch.34, P. 687; এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবু হানীফা (র.)**, পৃ. ৬০।

৪. الخطیب بغدادی تر جمع امام ابو حنیفة, تار یخ بغداد, ১ খ., পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

বুঝা যাবে যে, অপরাপর কাযীদের ফয়সালার (খলীফার ইচ্ছানুযায়ী রায় দেয়া) উপর তিনি যে কঠোর সমালোচনা করছেন তা শুধু ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের উদ্দেশ্যে। নচেৎ সৃষ্টিধর্মী কর্মকান্ড হাতের নাগালে আসামাত্রই তিনি তা গ্রহণ করে নিতেন। উপরন্তু কারণ এই যে, যখন ইরাকী জনগণের দৃষ্টিতে তিনি প্রথম সারির শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ ছিলেন। আর খলীফা তাঁকে প্রথম কাযী মনোনিত করে খুব ভাল কাজ করেছেন। তারপর তিনি যদি তা গ্রহণ নাই করেন, তবে তা গ্রহণের জন্য তাঁকে বাধ্য করা হবে। কেননা এই বাধ্য-বাধকতার উদ্দেশ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা ও যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁর যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদান। আর এ জবরদস্তিকে কেউই অনুচিতও বলতে পারবে না।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে কষ্ট দেওয়া ও তাঁর সুনাম ব্যবহার করাই তার উদ্দেশ্য, তাঁর মত মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের উপর খলীফার এই আশা পূর্ণ হলো না। ইমাম আ'যম (রাহ.) কোন অবস্থাতেই বিচারপতীর এই পদ গ্রহণ করতে রাযী হননি। প্রধান বিচারপতীর মত সম্মানজনক পদ গ্রহণ না করার কারণ ছিল একান্ত ভাবে ন্যায়সঙ্গত। কারণ তখন বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের অধীন ছিল। খলীফা মানসূর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে ডেকে কাযীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন, তিনি তা গ্রহণ করলেন না। খলীফা কসম করে বললেন, আপনাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-ও কসম করে বললেন, আমি কখনো এ পদ গ্রহণ করবো না। খলীফা মানসূর পুনরায় কসম করে বললেন, আপনাকে অবশ্যই তা করতে হবে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-ও আবার কসম করে বললেন, আমি তা করবো না। খলীফার দেহরক্ষী রাবী ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে লক্ষ্য করে বললো : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, আমীরুল মু'মিনীন কসম করছেন ? ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, আমীরুল মু'মিনীন কসমের কাফফারা আদায়ে আমার চেয়েও অধিক ক্ষমতাশালী। উপরন্তু আপনার গভর্নর ও বিশিষ্ট লোকদের সম্মান প্রদর্শন করাও বিশেষ জরুরী, আমার মধ্যে এ ধরণের যোগ্যতাও নেই। খলীফা বললেন, আপনি একজন মিথ্যাবাদী। আপনার মধ্যে সকল যোগ্যতা রয়েছে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, আপনি নিজেই ফয়সালা করে দিলেন। আপনি কিরূপে একজন মিথ্যাবাদীকে বিচারের মত আমানতদারীর দায়িত্ব প্রদান করতে চাচ্ছেন ? তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। খলীফা মানসূর তাঁকে জেলখানায় বন্দী করার নির্দেশ দিলেন।[২]

---

১. محمد أبو زهرة المصرى : أبو حنيفة , পৃ. ৪৭-৪৮।

২. আল মুওয়াফ্ফাক আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ২ খ., পৃ. ৭২, ১৭৩, ১৭৮; আল ইয়াফি'ঈ, **মিরা'ত আল যিনাদ ওয়া 'ইবরাত আল ইয়াকযন,** ১ খ., পৃ. ৩১০ ; এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.),** পৃ. ৬৭; ইবনে খাল্লিকান, মৃ. ৬৮১হি., **ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান,** (কয়রো, মিশর: মাক্তাবাত আল নাহদাত আল মিসরিয়া, ১৯৪৮), ৫ খ., পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফার নির্দেশে তাঁকে কারগারে রাজবন্দী ও পবিত্র দেহে অমানবিক নির্যাতন

প্রধান বিচারপতী হতে মনসুরের অনুরোধ ও চাপ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা বিচারপতী পদ গ্রহনের অনুরোধ প্রাত্যাখ্যান করেন। তখন তাঁকে দ্বিতীয়বার রাজবন্দী করা হয়। এ সময় প্রতিদিন তাঁকে বেত্রাঘাত করা হত। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রধান বিচারপতীর পদ গ্রহণ করতে অসম্মত হলে খলীফা বললেন, এতটুকু করুন যে, কাযী জটিল মাসআলাগুলো বুঝার জন্য আপনার সমীপে পেশ করবে। তিনি তাও গ্রহণ করলেন না। কারন খলীফা আসলে তাঁকে ব্যবহার করে ইসলাম বিরোধী কাজ করবে এবং খলীফা মনসুর আওলাদে রাসূলগণের প্রতি অমানুষিক আচরন করত যা ইতিপূর্বে আমার আলোচনা করেছি। আবশেষে ১৪৬ হি./ ৭৬৩ খৃ./ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ৬৬ বছর বয়সে খলীফা তাঁকে বন্দী করতে ও বেত্রাঘাত করতে নির্দেশ দিল। জেলখানায় তঁকে খাবার ও পানি না দিয়ে কষ্ট দেয়া হয়।[১] কিন্তু নির্ভীক ইমাম আবূ হানীফাকে (রাহ.) হক্বের উপর অটল পায়।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সুনাম তৎকালীন বিশ্বে ছড়িয়ে পরার ফলে দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট দরস নিতে আসতেন। 'ইলম পিপাসুগণ তাঁর ভক্ত ছিলেন। তাই তিনি জেলখানায়ই দরস দিতেন এবং গবেষণা করতেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সুযোগ্য ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ কয়েদখানতেই তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।[২] কিন্তু সরকারি কোন রায় বা মনসুরের শাষনকার্যে কোন ফায়সালা দিতেন না। কারাগারে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর সকল ছাত্রকে 'ইল্ম ফিক্হ দরস দান এবং ছাত্রদের মাধ্যমে ফিক্হ লিপিবদ্ধ করতে থাকেন।

সুলাইমান আল গাওযী কর্তৃক লিখিত "আবূ হানীফা আন নুমান আল ইমাম আ'যম আল ফাকাহা " গ্রন্থে 'দাউদ ইব্ন রাশিদ ওয়াসিতী' যে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে অত্যাচার করার সময় সেখানে উপস্থিত ছিল তার বর্ণনাটি ছিল নিম্নরূপ,[৩]

"“যখন কাযীর দায়িত্ব গ্রহণে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে বাধ্য করার জন্য তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন চলছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাকে দৈনিক ১০টি করে বেত্রাঘাত করা হতো এবং দশ দিনে একশত বেত্রাঘাত করা হয়। এ বেত্রাঘাত মাথায়, চেহরায় এবং সমস্ত শরীরে বেত্রাঘাত করা হতো। তিনি সর্বাবস্থায় ধৈর্ব্য ধারণ করেন, কোন অভিযোগ করেননি। বেত্রাঘাতের সময় তাঁকে বলা হতো, কাযীর দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। তিনি বলতেন, আমি এ পদের যোগ্য নই।"

---

১. আল মুওয়াফ্ফাক আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ২ খ., পৃ. ৭২, ১৭৩, ১৭৮; আল ইয়াফি'ঈ, **মিরা'ত আল যিনাদ ওয়া 'ইবরাত আল ইয়াকযন,** ১ খ., পৃ. ৩১০ ; এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.),** পৃ. ৬৭; ইবনে খাল্লিকান, মৃ. ৬৮১হি., **ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান, (কয়রো, মিশর:** মাক্তাবাত আল নাহদাত আল মিসরিয়া, ১৯৪৮), ৫ খ., পৃ. ৪৬ ; Edited by M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy,** (Pakistan) Ch.34, P. 687.

২. شبلی نعمانی رحمه الله تعالی : سيرة النعمان , পৃ. ৪৩।

৩. (الطبعة, دار القلم: بيروت:لبنان), لائمة الفقهاء ا ابو حنيفة النعمان امام, سليمان الغاوجي, ৯ অ., পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শাহাদাত বরন

১৫০ হি. (রজব) / ৭৬৭ খৃ. (আগষ্ট) ৭০ বছর বয়সী ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নিকট কারাগরে ছাত্রদের উপচেপড়া ভীর ও মানসুরের প্রতি জনসাধারনের বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আশংকায় মানসুরের নির্দেশে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে খাবারে সাথে বিষ প্রয়োগ করা হয়। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বিষক্রিয়া অনুভব করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে সিজদারত অবস্থায় এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে জান্নাতবাসী হন।[১]

কাজী আবূ আবদুল্লাহ হাফিয ইয়াকুব ইব্ন শোয়াইবা হতে বর্ণনা করেন:[২]

" أخبرت ان الامام ابا حنيفة مات وهو ساجد"

"আমার নিকট খবর দেয়া হয়েছে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সিজদারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।"

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর ইন্তিকাল একজন সিদ্দীক ও শহীদের ইন্তিকাল। এ ঘটনা ১৫০ হি./৭৬৭খৃ.র, কারো মতে ১৫১হি./৭৬৮খৃ. অথবা ১৫২ হি./৭৬৯খৃ.র। তবে প্রথমোক্ত সনটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য। প্রকৃতপক্ষে এ মহান ব্যক্তিত্ব, দ্বীনি আখলাক-পছন্দ সূফী সাধক, প্রজ্ঞাবান বীর মুজাহিদ শহীদ হয়েই শান্তি পেলেন। জীবিত অবস্থায় হাজারো বিপদে জর্জরিত হয়েছেন, অত্যাচারীদের থেকে কষ্ট, অপবাদ, অভিযোগ ইত্যাদি কব কিছুই মহানা আল্লাহ , দোযাহানের বাদশাহ ও তাঁর আওলাদগণের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে হাসি মুখে বরণ করেছেন। অজ্ঞমূর্খ লোকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুনেছেন, আমীর ও শাষকদের নির্যাতন সহ্য করেছেন কিন্তু সাহস হারান নি, হতবল হন নি। যদি নাফ্সের জন্য জিহাদ থাকে আর সে জিহাদের জন্য ময়দানও থাকে, তবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এরকম জিহাদের মহান বীর ছিলেন। যুদ্ধের ময়দান ছিল তাঁর দখলে, জিহাদে তিনি প্রচন্ড শক্তিমত্তা ও কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন বটে, কিন্তু আমরণ কাপুরুষের মত পিছু হটে যাননি।

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , ২8 অ.,পৃ. ৩৫৮ ; . (بيروت-لبنان :دار القلم),طبقات الفقهاء,ابو اسحاق الشيرازى ,পৃ. ৮৭ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان , পৃ. ৩২৯ ; Ed.by Madrasah Arabia Islamia,(South Africa.), **A Biography of Imam Abu Hanifah** , P.328. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ২ খ., পৃ. ১৭৩, ১৭৪, ১৮২; আল ইয়াফি'ঈ, **মিরা'ত আল যিনাদ ওয়া 'ইবরাত আল ইয়াকযন, (হায়দরাবাদ :** দাইরাতুল-মারিফ, ১৩৩৭ হি./ ১৯১৮খৃ.), ১ খ., পৃ. ৩১০।

২. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৩৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

জানাযা

মুহূর্তেই গোটা দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে একি হল একি হল। হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে বাগদাদে। চরদিকে শুধু কান্নার শব্দ ভেসে আসে সাধারন নিরীহ মানুষের একটি ব্যাথা, যে দয়ালু মানুষটি তাদের সকলের বিপদে এগিয়ে অসতো, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভয়ে জবাব দিত ও তাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এঁর আওলাদগণকে ভালবাসতো, সাড়ারাত জেগে নামায ও কুরআন করতো সেই দিকপাল আজ নেই!

বাগদাদ শহর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। হাসান ইব্ন 'উমরাহ শহরের প্রধান বিচারপতী ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ছেলের অনুমতিতে তিনি তাঁকে গোসল দিলেন। গোসল করাচ্ছিলেন আর নুরানী দেহ স্পর্শ করে বলছিলেন,[১] " অল্লাহর কসম! আবূ হানীফা! তুমি সবেচেয়ে বড় ফকীহ্, বড় আবেদ, বড় যাহেদ ছিলেন। তোমার মধ্যে সকল গুনের সমাবেশ ঘটেছিল, তুমি তোমার স্থলাভিষিক্ত হতে সবাইকে নিরাশ করে দিয়েছ, কারণ কেই তোমার স্তরে পৌঁছাতে পারবে না।"

গোসল সম্পন্ন হতে হতে মানুষের ঢল নামল। চার দিক থেকে মানুষের উপচেপড়া ভিড়। তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রথম জানাযায় প্রায় ৫০,০০০ হাজার লোক শরীক হন। প্রথম জানাযার ইমামতি করেন তাঁর একমাত্র ছেলে ইমাম হাম্মাদ (রাহ.)। পরপর ছয়টি জানাযা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বাদ আসর তাঁকে তাঁর ওসিয়্যাত অনুযায়ী বাগদাদ নগরীর একটু বাহিরে খিযরান নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর মতে খলীফা মানসুর বাগদাদ নগরী নির্মাণের সময় অন্যায়ভাবে গরীবদের কিছু জায়গা দখল করে নিয়েছিল। তাই তিনি বাগদাদ শহরের বাহিরে কবর দিকে ওসিয়্যাত করে গেছেন।[২] বর্ণিত আছে যে, খলীফা মনসূর বিষয়টি অবহিত হলে বলেছিল,[৩]

"من يعذرني من أبي حنيفة حيا وميتا"

"কে আমাকে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে মুক্ত করবে থেকে মৃত অথবা জীবিত ইমাম আবূ হানীফা থেকে।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জ্ঞান-গরিমা, ধর্মীয় চেতনা এবং নৈতিক মূল্যবোধের একটি রূহানী শক্তি আছে, যার প্রভাব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে কোনক্রমেই কমে নয়। এ কারণে ইরাকের শ্রেষ্ঠতম ফকীহ্ ইমাম আ'যমের জানাযায় পূরো বাগদাদ নগরী লুটে পড়েছিল। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ইসলামী আইন কায়েক করে গেছেন।

---

১. আলামা শিবলী নু'মানী , **সীরাতে নু'মান,** পৃ. ৪৪ ; Maida Malik, **Imam Abu Hanifah - Nu'man ibn Thabit,** (**UK:** Islamic Resources Network.), P.5; Dr. Hajj Gibril Haddad, **The Greatness of Abu Hanifa,** (**UK:** Islamic Resources Network, **www. Hanafi.co.uk**).

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , ২৪ অ.,পৃ. ৩৫৮ ; . (بيروت-لبنان :دار القلم),ابو اسحاق الشيرازى,طبقات الفقهاء, পৃ. ৮৭ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان , পৃ. ৩২৯ ; http://www.haqislam.org/biographies/imam-abu-hanifah.htm;

৩. المناقب لابن البزازى ২ খ., পৃ. ১১ ও المناقب للمكى ২ খ., পৃ. ১৭৩-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

দাফন

ঈমান আবূ হানীফা (রাহ.) ওছিয়ত করেছিলেন, যেন তাঁকে খিযরানের কবরস্থানে দাফন করা হয়। ওছিয়ত মোতাবেক খিযরান কবরস্থানের পূর্ব পাশে তাঁর কবর তৈরী করা হল। ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী লিখেন যে,[১] "দাফনের পরও বিশ দিন পর্যন্ত মানুষ তাঁর জানযার নামায পড়েছিল।" তিনি যে সাধারণ মানুষের অন্তরের গভীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন, এর চেয়ে বড় প্রমান আর কী হতে পারে?

মুসলিম বিশ্বে শোকের ছায়া

সে যুগে ঐ সকল দেশে মাযহাবের বড় বড় ইমাম জীবিত ছিলেন। তাঁদেও কেউ কেউ আবূ হানীফা (রাহ.)এর ওস্তাদ ছিলেন। সকলেই তাঁর মৃত্যুতে আফসোস করেছিলেন এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অনেক বেদনা প্রকাশ করেছিলেন। ইব্ন জুরাইহ্ মক্কায় ছিলেন। তিনি মৃ. সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, " ইন্না লিল্লাহ! অনেক বড় এলেম বিদায় হয়ে গেল। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ , তিনি ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) ওস্তাদ ও বসরার ইমাম ছিলেন, তিনি অত্যন্ত আফসোস করে বললেন,"কূফা এখন অন্ধকার হয়ে গেল।" এ ঘটনার কয়েক দিন পর আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক বাগদাদ পৌঁছালেন। ইমাম সাহেবের (রাহ.) কবরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, " আবূ হানীফা (রাহ.)! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। ইব্রাহীম মারা গেছেন; কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত রেখে গেছেন। হাম্মাদ মারা গেছেন; তিনিও একজন স্থলাভিষিক্ত রেখে গেছেন। কিন্তু আফসো! সাড়া দুনিয়ার কেহ তোমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না।[২]

বাগদাদের সর্বপ্রথম মাদ্রাসা ও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর কবর শরীফ

ইমাম সাহেবের (রাহ.) কবরও মানুষের পরম শ্রদ্ধার স্থানে পরিণত হল এবং আজও তেমনই রয়েছে। 'আলাপ আরসালান সালজূকী' যিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান, উদার ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ ছিলেন, ৪৫৯ হি./১০৬৭ খৃ. তে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কবরের উপর একটি নজরকড়া গম্বুজ এবং পাশে একটি মাদ্রাসা নির্মান করেন। ভবনটি উচ্চতা ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়। বাদশাহ্ আলাপ আরসালানের প্রধান হিসাব নিরীক্ষক আবূ সাঈদ শরফুল মুল্ক এর তত্ত্বাবধায়নেই এ ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাগদাদের সকল আলেম ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তখন আবূ জা'ফর নামক বিখ্যাত কবি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এ ছন্দ আবৃতি করলেন,[৩]

"الم ترى ان العلم كان مبددا * فجمعه هذا المغيب فى اللحد
كذالك كانت هذه الارض ميتة * فانشرها فعل الحميد ابى سعد"

---

১. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ.৫৬।
২. আলামা শিবলী নু'মানী , **সীরাতে নু'মান**, পৃ. ৪৪ ;
মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ)**, পৃ. ৬১।
৩. شبلى نعمانى رحمه الله تعالى : سيرة النعمان , পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমারা কি দেখ নি, 'ইল্‌ম কিভাবে অধঃপতিত হয়ে পড়েছিল? তারপর এ কবরের মহান ব্যক্তিটি এর পুনর্বিন্যাস করেছেন। এ মাটিও সেভাবে মৃত হয়ে পড়েছিল, আবূ সাঈদের প্রশংসনীয় উদ্যম তাতে আবার প্রাণ সঞ্চার করে দিয়েছে।"

এ মাদ্রাসাটি 'মাশহাদে আবূ হানীফা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং অনেক বড় বড় খ্যাতিমান আলেম সেখানে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁদের আধিকাংশের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় " আল-জাওয়াহিরুল মুযিইয়্যাহ্ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ্" কিতাবে পাওয়া যায়। খলীফা মুকতাদির বিল্লাহর শাষনামলে তার রাজ দরবারের বিখ্যাত হাকীম ছিলেন ইব্‌ন জাযালাহা তিনি ৪৯৩ হি./১১০০খৃ. তে তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারের সকল কিতাব এই মাদ্রাসায় দান করেন।

খিবরান এ অবস্থিত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর কবর শরীফের দূর্লভ চিত্র

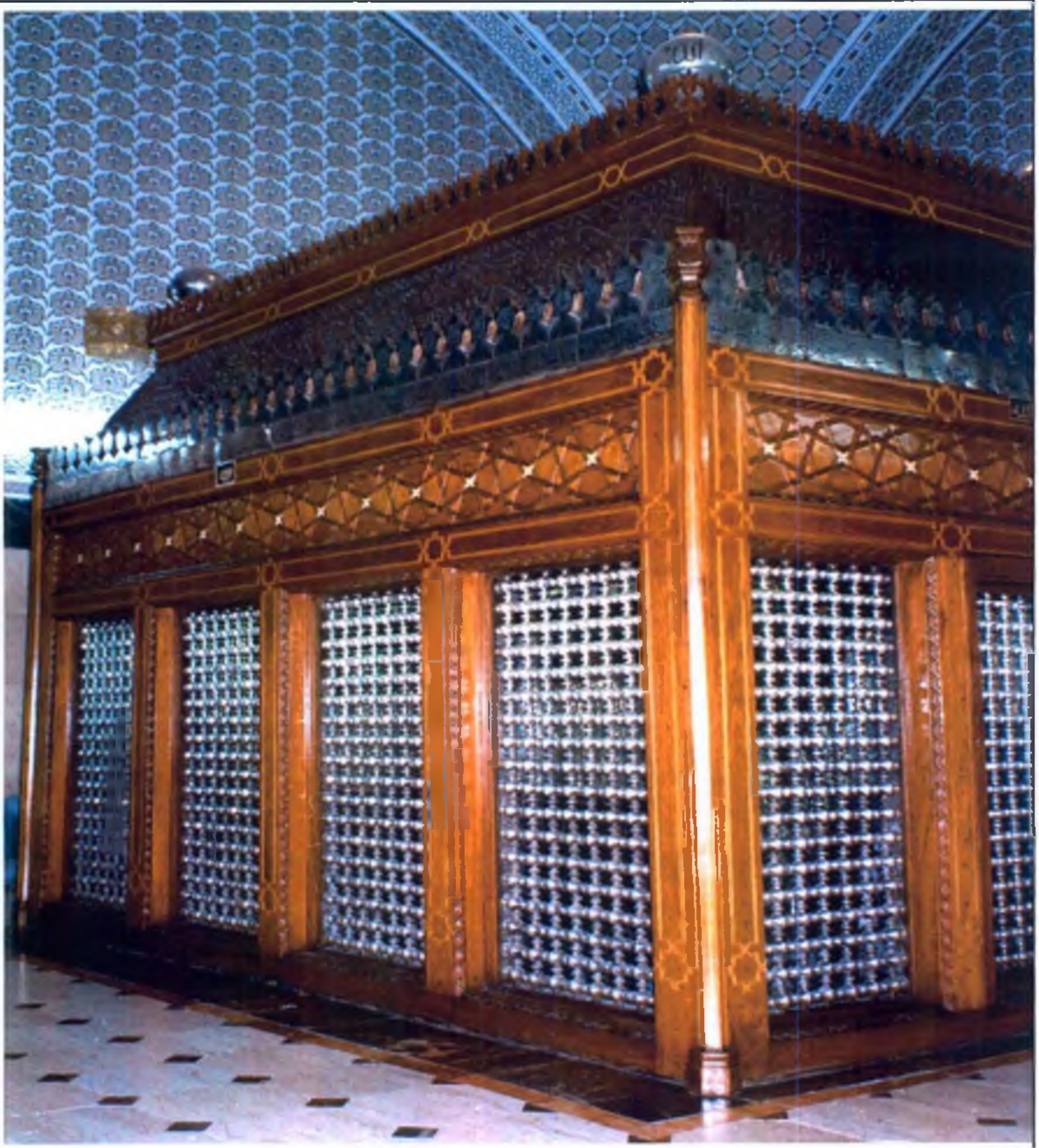

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সন্তানাদি

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সন্তানাদির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে বিশ্বস্ত সূত্রমতে মৃত্যুর সময় হাম্মাদ নামে পুত্রটি ছাড়া তাঁর আর কোন সন্তানাদি ছিল না। হাম্মাদ অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন আলিম ছিলেন। শৈশব থেকেই অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। শৈশব তিনি যখন সূরা ফাতেহা খতম করেন, তখন তাঁর বুযুর্গ পিতা এ উপলক্ষে শিক্ষককে পাঁচশ রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। বড় হওয়ার পর স্বয়ং তাঁর পিতা আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। তিনি 'এল্‌ম অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গ পরহেযগারীতেও পিতার যোগ্য উত্তরসুরী ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) যখন ইন্‌তিকাল করেন, তখন তারগৃহে মানুষের অনেক অর্থ–সামগ্রী আমানতস্বরূপ রক্ষিথ ছিল। হাম্মাদ সেগুলি শহরের বিচারকের কাছে পেশ করলেন এবং যাদের আমানত তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বললেন। বিচারক বললেন, " এগুলি এখন আপনারকাছে রাখলেই অধিক হেফাযতে থাকবে।" তিনি বললেন, "প্রথমে সেগুলি আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, যেন আমার পিতা দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান।" মোটকথা, তিনি আমানতের সকল আসবাবপত্র বিচারকের নিকট অর্পন করে দেয়ার পর অত্মপ্রকাশ করলেন। সারা জীবন তিনি কারো চাকরি করেননি তৎকালীন সরকারের সঙ্গেও তিনি কোন সম্পর্ক স্থাপন করেননি। তিনি যিলকদ, ১৭৬ হি.র / মার্চ, ৭৯৩ খৃ. মাসে ইন্‌তিকাল করেন।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর পুত্র হাম্মাদ মুত্যুর সময় চার পুত্র রেখে যান তাদের নাম 'উমর, ইসমাঈল, আবূ হাইয়ান ও ওসমান। ইসমাঈল 'ইল্‌ম ও বুযুর্গীয় ক্ষেত্রে অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। ফলে খলীফা মামূনুররশীদ তাঁকে বসরায় বিচারকের পদে নিয়োজিত করেন। তিনি বিচার কার্যের দায়িত্ব খুবই আমানতদারী ও ইনসাফের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। যখন তিনি বসরা থেকে বিদায় হচ্ছিলেন, তখন শহরের সকল অধিবাসী তাঁর পিছনে পিছনে ছুটছিলেন এবং তাঁর জান-মালের হেফাযতের জন্য দো'আ করছিলেন।[২] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর রূহানী আওলাদ, সেতো আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। সারা বিশ্বে তাঁর রূহানী সন্তান সাত কোটির কম হবে না। এ আনুমানিক পরিসংখ্যানটি লেখকের যুগ তথা অষ্টাদশ শতাব্দীর। আর দৈহিক সন্তানও অনেক রয়েছে। এ উপমহাদেশে এমন অনেকগুলো বংশ বিদ্যমান, যাদরে বংশধারা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যায়। আর এভাবেই তাঁর ইল্‌ম ও বযুর্গীর ধারা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। বর্তমানে তাঁর রূহানী সন্তানের সংখ্যা প্রায় ১২৫ কোটি। বিশ্বের মোট মুসলমানের প্রায় অর্ধেক।

---

১ شبلی نعمانی رحمه الله تعالی : سیرة النعمان , পৃ. ১২।

২. ইব্‌ন খাল্লাকানকৃত 'হাম্মাদ' এর শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অধ্যাত্মিক মহাসাধনার স্বীকৃতি

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রাহ.)

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রাহ.) আবূ হানীফা (রাহ.) এর ব্যাপারে বলেন, [১] "তিনি বিদ্যার বুযুর্গী, খোদাভীরু এবং আখিরতের কাজের ব্যাপার এতো বেশী ত্যাগী ছিলেন- কেহ তাঁকে চিনতে পারেন নি।"

আবূ ইয়াহিয়া

আল-হারেছী আবূ ইয়াহিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-আবূ ইয়াহিয়া বলেন, [২]"আবূ হানীফা (রাহ.) এর সময়কালে যতো লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি, কিন্তু আবূ হানীফা (রাহ.) এর চেয়ে বেশী খোদাভীরু ভাল এবং তার সমতুল্য অন্য কাউকে দেখিনি।"

ইসহাক ইব্‌ন বহলুল

ইসহাক ইব্‌ন বহলুল বলেন-আমি ইব্‌ন আইননা, সুফয়ান সাওরীকে (৯৫-১৬১ হি./৭১৪-৭৭৮ খৃ.) বলতে শুনেছি, "আমাদের চোখে আবূ হানীফা (রাহ.) এর মতো উত্তম লোক দেখিনি।" হেমাদ ইব্‌ন যায়েদ বলেন-আমাকে আবূ আইয়ুব বলেন-যদি ইরাকের আলিম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাক্ষাত হয়, উনাকে আমার সালাম বলবেন। হেমাদ বলেন-তাঁকে আবূ আইয়ুবের মহব্বতের কারণেই মহব্বদ করি।"[৩]

আবূ ওলীদ

আল মোকেজ আবূ ওলীদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন-শোবা ইব্‌ন হাজ্জাজ আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রশংসা করতেন। আবূ হানীফা (রাহ.) এর জন্যে অত্যধিক দোয়া করতনে। তিনি যখনই আল্লাহর দরবারে হয়ত উঠাতেন আবূ হানীফা (রাহ.) এর জন্যে দোয়া করতেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাজ বলেন-আমি কুফায় যাওয়ার জন্যে ইচ্ছা করলাম। আমি শোবকে বল্লাম-আপনার কোন ভাইদের কাছে আমার জন্য একটা চিঠি লিখে দিন। তিনি বলেন- আচ্ছা যে কোন এক ব্যক্তির কাছে লিখব। তিনি আবূ হানীফা (রাহ.) এর কাছে চিঠি লিখে দিলেন। আমি শোবের চিঠি খানা হযরত আবূ হানীফাকে দিলাম। হযরত আবূ হানীফা শোবের চিঠি আগ্রহ সহকারে শ্রবন করলেন এবং অতীব গুরুত্ব দিলেন। শোব যখনই হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর কথা বলতেন, তখনই খুবই প্রশংসা করতেন। প্রত্যেক বৎসর তার জন্যে হাদিয়া বা উপঢৌকন পাঠাতেন। হযরত আবূ হানীফা ও তাহাকে খুব ভাল জানতেন।[৪]

হাদবা ইব্‌ন আবদুল ওহাব

হাদবা ইব্‌ন আবদুল ওহাব বলেন-আমাদের কাছে শকীক আল বলহী তাশরিফ

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء،(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.১০০।

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ. ১০০।

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء،(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.১০০।

৪. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

আনলেন। আমরা তার মজলিশে উপস্থিত হলাম। তিনি খুব বেশীভাবে হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রশংসা করতে লাগলেন। আমরা তাহাকে বল্লাম-আপনি এতোবেশী কেন তার প্রশংসা করতেছেন। যা দ্বারা আমাদের উপকার হবে আমরা তারই কথা বলব। শকীক বলেন-আফসোস: আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রশংসা নয় শুধু, তার ভাল কাজের আলোচনা করি। তোমরা যদি হযরত আবূ হানীফাকে দেখতে, অবশ্যই তার মজলিশে বসে বিমোহিত হয়ে যেতে। এই ধরনের কথা বলো না।[১]

জনৈক কবি

তিনি বলেন,[২]

১) অমি সাক্ষ্য দিই যে, মানুষের মধ্যে বিদ্যা এবং পরহেজগারীত্ব নু'মানকে কেহ্ অতিক্রম করতে পারেনি।

২) আমি তার প্রশংসা করি, তিনি মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। এবং তিনি ইসলাম ধর্মের ইমাম।

৩) হেজাজবাসী, ইরাকবাসী এবং সিরিয়াবাসী তার প্রশংসা পঞ্চমুখ।

৪) জগতবাসী সকলেই তার প্রশংসা করেন।

৫) পরহেজগারীর জন্যে এবং বিদ্যার জন্যে আবূ হানীফা সুবেদীত ছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ (রা:) বলেন-নারীরা মনে করেন আবূ হানীফা (রাহ.) এর চেয়ে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী কোন পুরুষ নেই।

ইব্‌ন শিবরমা

ইব্‌ন শিবরমা বলেন-আমি হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাথে প্রায় মিলিত হতাম, একদা আমি তাহাকে দেখলাম-তিনি হযরত সমকালীন বন্ধু বান্ধবকে হাদীস বর্ণনা করতেছেন। একদা আমার প্রয়োজনে আমি তার কাছে গেলাম। দেখলাম অনেক লোকের সমাবেশ, যারা তাহাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেছেন। আমি এই ভাবে অপেক্ষা করলাম, যেন তিনি আমাকে জানতেন না পারেন? কিছুক্ষণ পর দেখলাম ইরাচ্ছানী নামক এক ব্যক্তি আসল এবং বল্ল -হে আবূ হানীফা! আমি আপনার থেকে কিছু বিষয়ে জানার ইচ্ছে করেছি। যা আমার কাছে খুবই গুরুত্ব বহন করে এবং অস্থির করে তোলে। হযরত আবূ হানীফা বলেন-উহা কী? লোকটি বলল- আমার পিতা ছাড়া আর অন্য কেহ নেই। তাহাকে শাদী করালে তিনিস ত্যাগ করবেন। তার জন্য দাসী নিয়োগ করলে তাহাকে আযাদ করে দেন। তাই আমি অপরাগ। একটি দাসী খরিদ কর। তারপর ঐ দাসীকে তার সাথে বিয়ে করে দাও। সে যদি তালাক দেয়, মালিকত্ব তোমারই থাকবে। যদি আযাদ করে দেয়, তিনি এমন কিছু আযাদ করবেন যার মালিক তিনি নন। ইব্‌ন শবরমা বলেন-আমি বুঝতে পারলাম-এই[৩]

১.لائمة الفقهاء । امام النعمان ابو حنيفة ,سليمان الغاوجي,পৃ.১০১ ।

২.لائمة الفقهاء । امام النعمان ابو حنيفة ,سليمان الغاوجي,পৃ. ১০১ ।

৩.(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ).لائمة الفقهاء । امام النعمان ابو حنيفة ,سليمان الغاوجي,পৃ.১০৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাক্তি ফকীহ। সেইদিন হতে আমি আমি তার প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছু বলিনি।

ইব্রাহীম ইব্‌ন আল আশাত

ইব্রাহীম ইব্‌ন আল আশাত বলেন-আমি আল ফজীল ইব্‌ন আয়াজ এর সাথে ছিলাম। তার নিকট একজন লোক আসল এবং বলল-আমি ইব্‌ন মোবারক, প্রয়োজনে এসেছি। আল ফজীল ইব্‌ন আউয়াজ বলেন- অনুগ্রহ পূর্বক অপেক্ষা করুন। এই ব্যক্তি তাহাকে বলেন-তিনি আবূ হানীফাকে নিয়ে তর্ক করতেছে। ফফিল জবাব দেন, সে যদি না জানত আবূ হানীফা তার চেয়ে ভাল, তা'হলে সে তর্ক করতোনা। অর্থাৎ সে জানে যে আবূ হানীফা তার চেয়ে ভাল, তাই সে তর্ক করতেছে। ফজীল আরও বলেন-আবদুল্লাহ যা পছন্দ করেছে আমি ও তাহা পছন্দ করি। ঐ লোক আমার বলেন-আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি আবূ হানীফাকে পছন্দ করেন।ফজিল বলেন-সুফয়ান ও আবূ হানীফাকে সম্মান করেন। অতপর সেই লোক লজ্জিত হলেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। নজর ইব্‌ন শমীল বলেন-আপনারা কখনো আমাদেরকে আবূ হানীফা সম্পর্কে কোন কিছু বলতে দেখবেন না। হ্যাঁ ক্রোধে কিছু বললেও যা বাস্তব তাহা বলা।[১]

'আলী ইব্‌ন ইসহাক

'আলী ইব্‌ন ইসহাক বলেন-আমি শরীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ হতে শুনেছি-তিনি বলেন মানুষের চলার পথে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন আবূ হানীফাকে ভুল হওয়া থেকে রক্ষা করেন।[২]

মুহাম্মাদ আবূ জোহরা

ওস্তাদ প্রজ্ঞাময় শিক্ষক মুহাম্মাদ আবূ জোহরা তাঁর "তিসয়া" নামক কিতাবে ফিক্‌হ এবং এজতেহাদ সম্পর্কে যা আবূ হানীফা (রাহ.) এর কিতাব হতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং যা কায়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম হিসেবে পাঠদান করা হয়েছে। তিনি আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন-হযরত আবূ হানীফা আলিমদের মধ্যে খুবই উচ্চ স্তরের এবং উচ্চমর্যদা সম্পন্ন আলিম ছিলেন। একজন আলিম যেন বৈশিষ্ট সম্পন্ন হয় তার মধ্যে সেই সব বৈশিষ্ট ও গুণ বিদ্যামান ছিল। তার গবেষণার পরিধি ছিল ব্যাপক এবং সত্যা উদঘাটনের আগ্রহ ছিল প্রবল। তার অন্তর্নিহিত স্বতস্ফুর্ত আগ্রহ গবেষণা ত্বরান্বিত করতো।[৩]

(১) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আবূ হানীফা (রাহ.) আত্ম নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। কবিত্বের উপর তার প্রগাড় প্রতিভা ছিল। তিনি কখনো আজে বাজে বিরুপ করেননি।

সত্য হতে তিনি কখনো দূরে সরে যাননি। একদা একটা সামালা নিয়ে তর্ক-বির্তক

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.১০৩ ।

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.১০৪ ।

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ), পৃ.১০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

যা নিয়ে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। লোকটি বলল-এই ফতোয়ার হাছান অশুদ্ধ করেছেন। আবূ হানীফা রাগান্বিত হয়ে লোকটিকে বলেন-হে জারজ সন্তান! তুমি বলতেছে হানাস আশুদ্ধ করেছেন। তারপর লোকটি বলেন-খোদার কছম হাছান অশুদ্ধ করেছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মসউদ সঠিক করেছেন। আবূ হাফিনা বলতেন-আমাদের এমন যদি সংর্কীণ না হয়ে প্রশস্ত হতো অর্থাৎ আমাদের উচিত মানুষের দূর্নাম না করা।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় ইহাতে প্রশান্তি আসেনা, প্রশস্ত করে না, অনুভুতি জাগ্রত হয় না। অনুভুতি চেতনা খুবই দুর্বল। বরং কবিত্ব এবং কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে তারা প্রভাম্বিত হয়। কিছু সংখ্যাক বির্তকবাদী লোক তাহাকে বলতেন হে নতুন সৃষ্টিকারী, হে অবিশ্বাসী। তৎউত্তরে তিনি বলেন-আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ক্ষমা করুন। আমার বির্তক সম্পর্কে আল্লাহ জানেন। অবশ্যই আমি যখন থেকে তাহাকে চিনতে পেরেছি তখন তার সাথে কাউকে তুলনা করিনি। আমি শুধু আল্লাহরই ক্ষমার প্রত্যাশী। আমি শুধু আল্লাহকেই ভয় করি। শাস্তির কথা স্মরণ হলে তিনি কেঁদে দিতেন। তাহাকে এক ব্যক্তির বলেন-আপনি যা বলব তাহা আমাকে বুঝিয়ে দিন। তিনি বলেন-মুর্খ লোক আমার ব্যাপারে যা বলে তাহা আমাকে সমাধান দিতে হয়। পক্ষান্তরে বিদ্যান লোক আমার ব্যাপারে যা বলে তাহা আমাকে প্রেরণ যোগা এবং আমাকে সৃজনশীল কর তোলে। তবে, আলিমদের দূর্নাম তারা মনে রাখে বেশী।

হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) প্রশান্তি অনুভব করতেন না বরং মনের দিক দিয়ে তিনি প্রশান্তি লাভ করতেন। তিনি খোদাভীরুর প্রতিমূর্তি ছিলেন। আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক এতো বেশী গভীর ছিলো যে, আল্লাহর ধ্যানের মগ্নহলে তার অনুভূতি শক্তিও লোপ পেত। তিনি দৃঢ় চিত্ত, আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি ছিলেন। তার ধৈর্য্য ও সহ্যগুন ছিল অসীম। তিনি দৃঢ় এবং নির্ভীক ছিলেন। একবার তার কক্ষে ছাদ হতে একটি সর্প পড়েছিল, ভয়ে সকলে দূরে সরে কিন্তু নির্ভয়ে তিনি জায়গা থেকে সর্পের দিকে অগ্রসর হলেন।[১]

২) তিনি স্বাধীনভাবে গবেষণা করতেন, তার গবেষণা পদ্ধতিতে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তার ওস্তাদ হাম্মদ ইব্‌ন আবূ সোলাইমানেরও কোন দখল ছিল না। তিনি প্রত্যেকটি বিষয় ভাল করে পর্যালোচনা করতেন। তার গবেষণা বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রতিকূল ছিল না। তার গবেষণা কিতাব, সুন্নাহ ভিত্তিক ছিল। তার সময়ে তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামদের সাথে সাক্ষাত করেন। যেমন যায়িদ ইব্‌ন 'আলী, মুহাম্মাদ আল বাকির (রাহ.), জাফর সাদিক (রাহ.), আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসান।

সাইদ ইব্‌ন আবূ আরুবা বলেন-একদা আমি কুফায় আসলাম এবং আবূ হনিফার মজলিশে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল হযরত আবূ হানীফা ওসমান ইব্‌ন আফফানকে আন্তরিকতা দেখাতেন। তাই আমি আবূ হানীফাকে বল্লাম আল্লহ্[২]

১.(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ),سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.১০৫।

২.سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

আপনাকে করুনা করুন। আমি শুনেছি এই শহরে আপনি ছাড়া অন্য কেহ ওসমান ইব্ন আফফানকে করুনা বা দোয় করেননি। তিনি স্বাধীনভাবে গবেষণা করতেন। আম এবং খাছের কোন বালাই ছিল না। মোহব্বত বা ক্রোধ তাহাকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

(৩) তিনি গভীরভাবে মাসায়ালের গবেষণা করতেন। তিনি বাহ্যিক বিষয় এবং শুধু দলিলের উপর শেষে এবং কি প্রকাশ ভঙ্গির উপর নির্ভর করতে না। বরং সবদিক নিয়েই গবেষা করতেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে এলমে কালাম এর দিক ঝুঁকে পড়েন। তিনি প্রতিটি বিষয়ের কারন, প্রকৃতি নিয়েই গবেষণা করতেন।

(৪) হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) এর উপস্থিত বাকপটুতা ছিল প্রবল, তার চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ ও সংর্কীণ ছিল না। যে কোন বির্তকে তিনি সততা ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতেন। তিনি এমন দলিল পেশ করতেন যা তাহাকে সাহার্য করে। তিনি এমন পন্থা অবলম্বন করতেন যেন সহজে সমস্যা সমাধান হয়। তিনি দূর্লভ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন।[১]

সুলাইমান আল আওযি

সুলাইমান আল আওযি তার 'আবূ হানীফাতা আল নু'মান আল ইমাম আল আ'যম আল ফুকাহা' গ্রন্থে বলেন, আবূ হানীফা (রাহ.) এর তিনটি বির্তকের কথা উল্লেখ করতেছি-যার মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হবে যে, তিনি কতই না সুন্দরভাবে সমাধান ছিলেন।

প্রথমত: একজন মৃত্যুবরণ করল এবং মৃত্যু মুখে আবূ হানীফাকে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুবরণ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট বা ওসিয়্যাত করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে হযরত আবূ হানীফা উপস্থিত ছিলেন না। ইহা ইব্ন শবরমার নিকট উত্থাপন করা হলো। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) প্রমাণ চাইলেন। ঐ ব্যক্তি মারা গছে আমাকে ওসিয়্যাত করে গেছে-তার কি প্রমান আছে? তখন ইব্ন শবরমা বলেন- হে আবূ হানীফা! আপনি স্বাক্ষীদের হতে তারা যে সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে এ ব্যাপারে শপথ নিন। আবূ হানীফা বলেন আমার উপর বলেন-হে আবূ হানীফা আপনাকে ক্বিয়াস গোমরাহ করে ফেলেছে? আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন-ইব্ন শবরমা আপনি অন্ধ সম্পর্কে কী বলেন? ইব্ন শবরমা বলেন-অন্ধত্ব সম্পর্কে দুইজন লোক সাক্ষী দেবে।

দ্বিতীয়ত: জাহাক ইব্ন কাইসার খারেজী, যিনি উমাইয়্যা শাসন আমলে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কুফায় মসজিদে প্রবেশ করে বলেন-আপনি তাওবা করুন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) উত্তরে বলেন-কিসের থেকে তাওবা করব। তখন জাহাক বললেন যে, আপনার তাহকীম মাসায়ালা বিষয় থাকে। তখন আবূ হানীফা উত্তর করলেন, আমাকে হত্যা করবে, না দন্ড দিবে, না কি আমার সাথে বহাস করবে? জাহাক[২]

১.(الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) بيروت:لبنان :دار القلم, سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.১০৭।

২.(الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) بيروت:لبنان :دار القلم, سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ.১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

বললেন বিতর্ক করব। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন-যদি কোন বিষয়ে আমার মতবিরোধ করি, তা তোমার এবং আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। জাহাক বললেন-যাকে ইচ্ছা আপনি তাকে শালিস হিসেবে নির্ধারণ করুন। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) জাহাকের সমর্থকদের মধ্যে থেকে একজনকে বললেন-বসুন, আমাদের মতভেদ আপনি সিদ্ধান্ত দিবেন। তারপর জাহাকের জানাইয়া বলবেন যে, আপনি কি এতে রাজি? জাহাক বললেন-হ্যাঁ! তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন-আপনি আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাসয়ালা গ্রহণ করলেন।

তৃতীয়ত: বর্ণিত আছে যে, কূফাতে এমন একজন লোক ছিল, যে হযরত ওসমান (রা.) কে ইহুদী বলত। তখনকার আলিমগণ তা সহ্য করতে পারেনি। যা ইহুদীর কথাকে অন্যভাবে গ্রহণ করত। এমন সময় হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আসলেন এবং বললেন-আমি একটি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন-কার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন? তখন হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) বলিলেন-তোমার মেয়ের। ছেলেটি ধনি, দানশীল, কোরনের হাফেজ, রাত্র জেগে নামায আদায় করেন এবং আল্লাহর ভয়ে কন্দন করেন। তখন সে বলিল-হ্যাঁ আবূ হানীফা! আমি রাজি! হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন-বর এর মধ্যে একটি খুঁত আছে। লোকটি জিজ্ঞসা করল-উহা কি? তখন হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন-ছেলেটি ইহুদী। তখন লোকটি অবা বললেন? ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন-তাহলে বিয়ে দিবে না। লোকটি বললেন-না দিব না। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) লোকটিকে বললেন যে, নবী করীম (সা.) তার এক মেয়েকে সেই ইহুদীর নিকট বিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি হলেন হযরত ওসমান বি আফ্ফার (রা.)। যাকে লোকটি ইহুদী মনে করত। তখন লোকটি তাওবা করলেন।[১]

চতুর্থত: এমনি ভাবে বহু বিষয় ছিল তাঁর বির্তক ও সূক্ষ্ম রহস্য প্রকাশে বিদ্যামান আছে। হযরত আবূজাফর মনসুর তার বিষয়ে বলতেন-আপনি সূক্ষ্ম তত্ত্ববীদ ও অন্তর দৃষ্টি শক্তির কারণে বহু দ্বন্দ্ব দুর হয়েছে। তাই যারা জ্ঞান অন্বেশণে ও শিখতে এবং সত্য প্রকাশে আকাঙ্খিত ছিলেন, তাদেরকে তিনি শিক্ষা দিতেন এবং তাঁরা সহজে তা গ্রহণ করতেন।[২]

পঞ্চমত: সত্য অন্বেষনে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অতি সরল ছিলেন। এই গুনের কারণে তিনি উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন এবং তাঁর অন্তর ও দৃষ্টি জ্ঞান দ্বারা আলোকিত হয়েছেন। যেই অন্তর স্বার্থ ও কলবের তাড়না এবং লোভ হতে মুক্ত, আল্লাহ তার অন্তরে মারফেতের নূর ঢেলে দেন। অতএব তার উপলব্ধি, জ্ঞান ও চিন্তা সঠিক হয়।[৩]

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ), পৃ. ১০৮।
২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ. ১০৮।
৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ), পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

সত্য অন্বেষনে জ্ঞান অন্বেষণ করা সহজ নয়। কিন্তু যাতে রিপুর প্রাধান্য থাকে তা ধ্বংস করে এবং যে কলবে তাড়না আছে তা জ্ঞান সন্ধানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সকল ক্বলবের তাড়না হতে মুক্ত ছিলেন। তিনি সত্য অন্বেষণে আগ্রহী ছিলেন। ফিকাহ্ শাস্ত্র বা দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণকারীর মনের মধ্যে কু-চিন্তা বিদ্যামান থাকলে সে তা থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি তার কলবকে সত্যের দিকে ধাবিত করেছেন এবং সে পথ প্রদর্শনে তিনি জয়ী না পরাভূত তা তিনি দেখাতেন না। বরং তিনি প্রবল জ্ঞান প্রদর্শন করতেন যা সত্যের দিকে ধাবিত করতে তাই বলতেন। দ্বন্দ্বেও ও বির্তকে শত্রুকে পরাভুত করতেন। তার সরলতা এমন ছিল যে, তার যে কোন মত ব্যক্ত করলে ওটাই একমাত্র সত্য এবং এতে কোন সন্দেহ থাকতা না। তিনি বলতেন যে, এটিই আমার মতামত। আমার সাধ্য মতে এটি উত্তম, যিনি আমার চেয়ে উত্তম মতামত উপস্থাপন করতে পারেন। তা আমার চেয়েও সঠিক হতে পারে।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে বলা হল-আপনি যে সত্য ফতুয়া দেন তাতে কোন সন্দেহ নেই কি? ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) উত্তরে বলেন-ঐ ফতুয়া যে ভুল ছিল তা আমার জানা নেই। আর্থাৎ আমার গবেষণা মূলক সিদ্ধান্ত, আদেশ ও মতামত। ইমাম জুফার (রাহ.) বলেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ ও মো: ইব্ন হাসান আমাদের সাথে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমার ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাথে মতবিরোধ করতেন এবং আমরা তার থাকে যা শুনতাম তা লিখে ফেলতাম। একদা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হযরত আবূ ইউসুফ-কে বললেন হে ইউসুফ! একদা তোমার প্রতি আক্ষেপ, আমার থেকে যা শুনতেছে তা লিপিবদ্ধ করো না। কারণ আজ আমি যেমত পোষন করতেছি, তা আগামীকাল ত্যাগও করতে পারি এবং যে মতামত আগামী কাল পোষণ করি, তা হয়তো তারপরের আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মাসায়েগুলো, হযরত আবূ হানীফা এবং তাঁর সাথীদের সর্বসম্মতিক্রমে লিখতেন। যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) যে সব মাসায়ালা লিপিবদ্ধ করতেন, তা অতি সর্তকতার সাথে যাছাই করেও সর্ব সম্মত মতামত পাইলে লিখতেন। সত্যের সন্ধানে তার মতামত ত্যাগ করা তা তাঁর সরলতার প্রামাণ বহন করে। বিতর্কে কোন কথা সত্য না হলে তা বিপরীত বিষয় গ্রহণ করা হত। এভাবে সাহাবীদের ফতুয়াও তদ্রুপ।[২]

ইমাম জহির ইব্‌ন মাবিয়া হতে বর্ণিত, বলেন-কৃতদাসের নিরাপত্তা দানের বিষয়ে হানিফাকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলতেন-যদি কৃতদাস জেহাদে অংশ গ্রহণ না করে তাহরে তার নিরাপত্তা দান গ্রহণযোগ্য নয়। তখন জহীর ইব্‌ন মাবিয়া বলেন যে, আশিমুল আহওয়াল ফাজিল ইয়াজিদুল রেফাশী থেকে বর্ণনা করেন, আমরা শত্রুর অবরোধ করতমা। অতপর কোন তীরের মধ্যে নিরপত্তা লিখিত কোন তীর নিক্ষেপ [৩]

১.سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) ,পৃ.১০৯।
২.سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) ,পৃ.১১০।
৩.سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) ,পৃ.১১০।

Dhaka University Institutional Repository

করা হলে তারা বলতেনন, তোমরা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়াছ, অথচ সে কৃতদাস। তখন তারা বলেন-আল্লাহর কছম! আমরা তোমাদের মধ্যে দাস ও স্বাধীন বুঝিনা। অতপর আমরা হযরত ওমরের নিকট এ সম্বন্ধে লিখলাম। উত্তরে ওমর বললেন-কৃতদাসের নিরাপত্তা বৈধ কর। তখন হযরত ইমাম আবূ হানীফা চুপ হলে এবং দশ বছর পর্যন্ত কুফা ত্যাগ করলেন। অতপর ইমাম আবূ হানীফা কুফায় ফিরে আসলেন। তারপর হযরত ইমাম আবূ হানীফা নিকট আমি উপস্থিত হয়ে কৃতদাসের নিরাপত্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আসিম-এর মতামতটাই প্রকাশ করলেন এবং শিয়া মতামত ত্যাগ করলেন। তাতে বুঝলাম যে, তিনি যা শুনেন তা অনুসরন করেন। আরও বলা হল যে, আপনি কি নবী বিরোধীতা করেন? উত্তরে তিনি বললেন-যে নবীর বিরোধীতা করে তার প্রতি আল্লাহর লানৎ বা গজব বর্শিত হয়। আল্লাহ আমাদিগকে সম্মানিত করুন ও মুক্তি দান করুন। আবূ হানীফা (রাহ.) এর ধর্মীয় শাস্ত্র ও ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ সরলতা বিদ্যামান যারা স্বীয় মতবাদে অটল তাদের মত তিনি নয়। সত্যের প্রতি ছিল তার আন্তরিকতা এবং অসত্য হতে তাকে বিরত রাখতেন। যদিও তার জ্ঞানের জগত অতি প্রশস্ত ছিল। তার মতের বিরুদ্ধে মত সমূহ সম্বন্ধে তার অন্তর সহনশীল ছিল। যাদের চিন্তার জগতে বিরোধী চিন্তার প্রতি সহনশীলতা নাই, তারা অন্যের মত সইতে পারেনা বা যাদের ধমনী দূর্বর ও চিন্তার প্রশস্থতা কম তারাই এই প্রকৃতির হয়। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এরূপ ছিলেন না। যে নিজের ও নিজের ধমনীর শিরাসমূহ আয়ত্বে রাখতে পারে এবং সত্য অন্বেষণে সরলতার পক্ষপাতিত্ব এবং আল্লাহর প্রতি সর্তক, সে সর্বদা নিজেকে ভুলে আছেন মনে করেন। এই গুনাবলীই সমূহ সম্পুর্ণ ভাবে অতিরিক্ত গুনাবলী হিসেবে সত্য প্রকাশে সকল গুনাবলীর অন্তরভূক্ত। কারো জন্য ইহা আল্লাহর দান বিওস্তাদ। এই গুনাবলী অন্যের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, শক্তি, প্রভাব এবং আকর্ষণ স্থাপনে আত্বিক শক্তি বিওস্তাদ। তাঁর অনেক ছাত্র, কিন্তু তাদের উপর তাঁর মতামত কখনো চাপিয়ে দেননি বা বাধ্যগত করেননি। বরং তাদেরকে তাদের যোগ্যলোক-এর মতামত সম্বন্ধে অবিহিত করতেন। দাম্ভিক হিসেবে বির্তক করতেন না। তিনি যে মতের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেন তাতে সকলেই চুপ হয়ে যেত এবং তার অনুগত হত। অনেকে তার মতের উপর সদাসর্বদা স্থিত থাকতেন। তার সময় সময়কালীন ব্যক্তি মসরীয় ইব্ন কুদাম তার সহচর ও তার পরিষদের অনেক প্রশংসা করতেন এবং বলতেন যে, তারা চাশতের নামায আদায় করেই তাদের প্রয়োজনে বের হতে। পরে একত্র হতেন ও বসে বিভিন্ন বিষয় ও তর্কে মনযোগ দিতেন। পরে অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার উচ্চ বাচ্য করতেন। এই উচ্চ-বাচ্য নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর এই সকল গুলাবলী কিছু কিচু প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্য ও কিছু কিছু অর্জিত। তিনি তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন বা গর্বিত ছিলেন এবং তা তিনি[১]

১। পৃ.১১১,سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء،(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ).১

Dhaka University Institutional Repository

নিজের যোগ্যতায় অর্জন করেছেন। উহা তার ব্যক্তিত্বের চাবি কাঠি এবং উহা পূর্ণ আধ্যাত্মিক হিসেবে তাকে উপকৃত করেছেন। উহা তাহাকেও তার সমকালীন লোকের ও তার বয়োবৃদ্ধের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতেন। নতুন নতুন চিন্তা ও মতামত প্রকাশে ঐ লোকদের খাদ্য যোগাইত এবং উৎকর্ষ সাধন করত, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্ভব নয়। এই গুনাবলীর কারনে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সমকালীন সকলের মধ্যে উন্নত ছিলেন ও তাঁর প্রতি ঈর্ষাকারীদের থেকে উর্ধ্বে উপনিত করেছেন।[১]

কাযী আবূ আব্দুল্লাহ আস সামীরী

কাযী আবূ আব্দুল্লাহ আস সামীরী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যুদ্ধবিদ্যার সম্পর্কে জানতে চায় সে তা মদীনায় পাবে। যে ব্যক্তি হজ্জ সংক্রান্ত কিছু জানতে চায় সে মক্কায় যাবে। আর যে ব্যক্তি হজ্ব সংক্রান্ত কিছু জানতে চায় সে মক্কায় যাবে। আর যে ব্যক্তি ফিকহ শাস্ত্র শিখতে চায় সে কূফায় যাবে অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কাছে যাবে। কেননা তিনি তাঁর সাথীদের সাথে এ নিয়ে সাবনময় আলোচনা করতে থাকেন।[২]

ক্বাযী আবূল কাসিম ইবন কা'যাস

ক্বাযী আবূল কাসিম ইব্ন কা'যাস হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: যখন কোন ব্যাপারে রাসূল্লাহ (সা.) এর নিকট থেকে কোন হাদীস পাওয়া না যায় তখন আমরা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এক বাণীকেই হাদীস হিসেবে গ্রহণ করি।[৩]

হযরত দিরাব ইব্ন ছারদ

আল খাতীব হযরত দিরাব ইব্ন ছারদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: ইয়াযী ইব্ন হারুনকে প্রশ্ন করা হল: আবূ হানীফা ও সুফইয়ান (রাহ.) এর মধ্যে কে বড় ফিকহবীদ? তিনি বললেন: সুফইয়ান রেওয়াতে হদীসের ব্যাপারে অধিক হিফযকারী আর আবূ হানীফা (রাহ.) ফিকহের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী।[৪]

'আলী ইব্ন 'আছিম (রাহ.)

হযরত 'আলী ইব্ন 'আছিম (রাহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,[৫] "যদি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর বিবেক সারা দুনিয়ার অর্ধেক মানুষের সাথে তুলনা বা ওজন করা হয় তবে ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) বিবেকই ভারী হবে।"

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ), পৃ.১২০।
২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৮৮।
৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৮৯।
৪. الخطيب : تاريخ بغداد, (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ. ৩৪২।
৫. Ed.by Madrasah Arabia Islamia,(South Africa.), **A Biography of Imam Abu Hanifah** , P.217.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের যুগশ্রেষ্ঠ আল্লাহর ওলী ছিলেন

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ১০০ বার মহান আল্লাহকে দেখা সংক্রান্ত বর্ণনা

ইমাম আল্লামা ওরায়া যাহিদ আব্দুল্লাহ আশ শারীফ 'উমর ইব্ন হাসান ইব্ন আব্দুল্লাহ আশ শারীফ আল হুসনী আশ শাফি'ঈ তাঁর কিতাব 'মুজমা'য়ুল আহবাব' এ বর্ণনা করেন,[১]

আমি বেশ কিছু কিতাবে দেখেছি নিশ্চয় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলছেন, [২] আমি আমার মহান রব পরাক্রমশালী প্রভুকে স্বপ্নে নিরানব্বই বার দেখেছি। অতপর আমি মনে মনে আশ পোষণ করলাম : আমি যদি মহান আল্লাহকে পূর্ণ একশত বার দেখতাম অর্থাৎ মহান আল্লাহকে পূর্ণ একশত বার দেখতাম অর্থাৎ আরেকবার দেখতাম তবে আমি তাঁকে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতাম যে, আপনার সৃষ্টিরা কোন আমলের মাধ্যমে কিয়ামতের আযাব হতে পরিত্রাণ লাভ করবে? ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন : অত:পর আমি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালাকে পুণরায় দেখলাম; এবং আমি তাঁকে বললাম : হে প্রতিপালক! তুমি মহাপরাক্রমশালী, সর্বত্র তোমার প্রশংসা ও আমি তোমার পবিত্র নামসমূহের বর্ণনা করি, তোমার সৃষ্ট জীবরা অর্থাৎ জ্বিন ও ইনসান কোন আমলের মাধ্যমে কিয়ামতের আযাব থেকে স্বস্তি পাবে? তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বললেন : যে সকাল বিকাল এ দোয়া পাঠ করবে :

"سبحان الله الأبد الأبد، سبحان الله الواحد الاحد، سبحان الله السفرد الصمد، سبحان الله رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق، ولم ينس احد، سبحان من خلق الارض فأحصاهم عدد، سبحان من لم يتجد، ذوجة ولا ولد، سبحان الله الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد"

সে ব্যক্তি আমার আযাব থেকে মুক্তি লাভ করবে।

ইমাম বুখারী (রাহ.) সহিহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন রাসূল (সা.) বলেছেন, নবুওয়েরত মুবাশেশরাত শুধু অবশিষ্ট আছে সাহাবায়ে কিরামা বলেন ইয়া রাসূল্লাহ মোবাশেশরাত কি জিনিষ হুজুর (সা.) বললেন 'মুসলমানদের সত্য স্বপ্ন'।

খাওয়ারেজমী থেকে বর্ণিত,[৩] ইমাম সাহেব (রাহ.) রমজান মাসে স্বপ্ন দেখলেন ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) রাসূল (সা.) পবিত্র কবর খনন করলেন লোকেরাও এই দৃশ্য দেখতেছে কিন্তু কেও বা বাধা দিচ্ছে না তারপর কবরের কিছু গুড়ো মাটি খোলা আকাশের দিকে ডানে বামে সামনে পিছনে উড়িয়ে দিলেন। আমার এই স্বপ্নে ভয়ের সন্ঞার হল অত:পর স্বপ্নের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যদাতা আলিম বসরার ইব্ন সীরিনের

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان
محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي ; ৩৫৬ .পৃ ,.অ ২৫ , (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان)
الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند) পৃ. ৩৩৪।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ৩৬৬ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند) পৃ. ৩৩৪।

৩. Ed.by Madrasah Arabia Islamia,(**South Africa**.), **A Biography of Imam Abu Hanifah** , P.334.

Dhaka University Institutional Repository

(রাহ.) কাছে পরিচয় দেওয়া বার্তা বর্ণনা করলেন, ইব্ন সীরিন বলেন যে ব্যক্তিকে তুমি কবর খনন করতে দেখেছে সে এক মহত লোক তুমি বল সে ফকীহ্ না আলিম আমি বললাম তিনি একজন ফকীহ্ ইব্ন সীরিন বললেন এই স্বপ্ন দর্শণকারী ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর ইল্ম-র খেতমত ও প্রচার এমন ভাবে করবে যে তাঁর পূর্বে কেউ এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন নি এবং তাঁর নাম মাশরিক ও মাগরিব (পূর্ব পশ্চিমে) সারা বিশ্বে যে দিকে সে মাটি উড়িয়েছে প্রসিদ্ধ লাভ করবে এরপর বললেন এই স্বপ্ন সম্ভবত আবূ হানীফা (রাহ.) দেখেছেন।

তাঁর 'ইল্ম ও ছাত্রদের মর্যাদা

হিয়াজ কাত্তাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে স্বপ্ন দেখলেন যে ইমাম সাহেবের (রাহ.) সাথে একটি পতাকা এবং তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমি আরজ করলাম আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? তিনি বললেন ছাত্রদের অপেক্ষায় তাদের সাথে আমি যাব। কথাটি শুনে আমিও দাড়ালাম অল্প সময়ে বিরাট একটি জামাত হয়ে গেল তারপর এমন শানে চললেন যে ইল্ম তাঁর সাথে রয়েছে, আর আমার তাঁর পিছনে। এই স্বপ্ন ইমাম সাহেবের (রাহ.) খেদমতে আরজ করলে তিনি কাঁদলেন এবং বললেন আল্লাহ অমাদেরকে মঙ্গল দান কর।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর 'ইল্ম-র স্বীকৃতি

আযহার ইব্ন কাইসান বর্ণনা করেন আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর 'ইল্ম-র প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিলনা একদিন আমি স্বপ্নে রাসূল (সা.) কে দেখেছি তাঁর পিছনে আরও দুইজন লোক ছিল আমাকে বলা হল সামনে রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাথে আবূ বকর (রা.) ও 'উমর (রা.) আমি আরজ করিলাম কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। তাঁরা জিজ্ঞাস করার অনুমতি দিলেন এবং বললেন উচ্চ শব্দে বলবেনা, তখন আমি আবূ হানীফা (রাহ.) এর ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম তাঁরা বললেন সে হযরত খিযির (আ:) থেকে 'ইল্ম অর্জন করেছেন।[২]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মর্যাদা

হাম্মানা বলেন আমি স্বপ্নে দেখি আসমান থেকে তিনটি নক্ষত্র পড়ে গেল, তারপর ইমাম সাহেব (রাহ.) ইন্তিকাল করলেন তারপর মিসআর ইব্ন কোদাম এবং তারপর সুফয়ান সাওরী এই স্বপ্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মোফাতেল এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি কাঁদলেন এবং বললেন আলিমগন আসমানের নক্ষত্র। [৩]

পয়গম্বরগণের সাক্ষাত লাভ ও হাউজে কাউসারের পানি পান

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) বর্ণনা করেন, আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, "যে রাত্রে[৪]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ৩৩৫।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ.৩৭২।

৩. Ed.by Madrasah Arabia Islamia,(South Africa.), **A Biography of Imam Abu Hanifah** , P.335.

৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ৩৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

নওফল ইবন হায়া এর মৃত্যু হল ঐ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি কিয়ামত কায়েম হয়েছে এবং সমস্ত মাখলুক দন্ডায়মান রাসূল (সা.) হাউজে কাউসারে দাঁড়িয়ে আছেন ডান বামে অনেক 'ওলামা মাশয়ারেখ যাদের চেহারা ঝকঝক করছে তাঁদের মধ্যে থেকে শায়খকে রাসূল (সা.) এঁর ডানদিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলাম চোখ গুলো মিলানো নিজ চেহারা রাসূল (সা.) বুকের উপর রাখাছিল আমি ও সেখানে বসে গেলাম যে আমি আমার প্রতিবেশী নওফললকে দেখব। এদিক সেদিক দেখছিলাম হঠাৎ হাওজের সামনে দৃষ্টি পড়ল তার সামনে দুটি পেয়ালা ভর্তি ছিল যখন নওফল আমাকে দেখল তখন মাথায় ইশারা দিল এবং মুচকি হাসলেন আমি সালাম করলাম সে সালামের জবাব দিলেন আমি বললাম একটি পেয়ালা আমাকে দিয়ে দিন, সে বলল ঠিক আছে আমি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেসা করে নেই আর হুজুর (সা.) ও ইশারা দিয়ে একটি পেয়ালা আমাকে দিয়ে দিলেন আমি নিজেও পান করলাম সব সাথীদেরকেও পান করালাম কিন্তু আল্লাহর কসম ঐ পাত্র থেকে একটু পানিও কমেনী। ঐ পানী দুধ থেকে বেশী সাদা বরফ থেকে ঠান্ডা মুধুর চেয়ে মিষ্টি ছিল আমি জিজ্ঞাসা করিলাম রাসূল (সা.) ডান পার্শকে? বললে ইব্রাহিম (আঃ) যে তার কাছে সে কে বললেন আবূ বক্কর (রা.) এই ভাবে আমি সতের জন বুযর্গকে জিজ্ঞাসা করি ঘুম থেকে জেগে দেখি আঙ্গুলী সতেরতম গিরার উপর আছে।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আল্লাহর ধ্যান, খেয়াল (মুরাকাবা) ও ভয়

আল খাতীব আসাদ ইব্ন আমর (রাহ.) হাত বর্ণনা করেন,[১] তিনি বলেন, "রাত্রিতে আল্লাহর ভয়ে আবূ হানীফা (রাহ.) ক্রন্দন করতেন আর তা তাঁর প্রতিবেশীরা শুনে তাঁর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে পরত।"

হযরত ওয়াকীয় ইব্নুল জারবাহ হতে আল-খতীব বর্ণনা করেন,[২] তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন মহান আমানতার। আল্লাহ তাঁর সারা অন্তর জুড়ে থাকতেন। আর সব কিছুর চেয়ে তাঁর রবের সন্তুষ্টিই বেশী প্রধান্য পেত। তিনি আল্লাহর রাস্তায় তরবারী নিলে অবশ্যই তা বহন করতেন অর্থাৎ জিহাদে অবতীর্ণ হতেন। মহান আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুক। তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন যেমন তিনি তাঁর নেককার বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি অবশ্যই নেককার বান্দাদের মধ্যে অন্যতম।

ইয়াহইয়া ইব্ন মু'য়ীন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,[৩] আমি ইয়াহইয়া ইব্ন সায়ীদ আল কাত্তান হতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমরা আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাথে মজলিসে বসেছি, তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন কথা শুনেছি। |আল্লাহর কসম!| যখনই আমি তাঁর দিকে তাকিয়েছি তাঁর চেহারা দেখে এটা বুঝেছি যে তিনি অবশ্যই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত।

---

১. تاريخ بغداد : الخطيب , (মিসরঃ মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ., ৩৫৪।
২. تاريخ بغداد : الخطيب , (মিসরঃ মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ., ৩৫৭।
৩. تاريخ بغداد : الخطيب , (মিসরঃ মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ., ২২৪;

Dhaka University Institutional Repository

ক্বাযী আবূ আব্দুল্লাহ আছ ছায়মেরী বকর আল আবিদ হতে বর্ণনা করেন,[১] তিনি বলেন: আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে রাত্রিতে নামায পড়তে দেখলাম, তিনি ক্রন্দন করছিলেন, তিনি দু'য়া করছিলেন এবং বলছিলেন, হে আমার রব! আপনার বান্দাকে পুনরুত্থানের দিন দয়া করবেন, আপনার শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন, আমার অপরাধগুলো ক্ষমা করবেন যে দিন সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠিত হবে। |অর্থাৎ পাপ-পূণ্য নিরূপণের দিন।|

হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) যখন রাস্তায় চলাচল করতেন তখন তিনি মহিলাদের চিনতেন না। |অর্থাৎ মহিলাদের দিকে তাকাতেন না, কেননা তিনি আল্লাহকে আধিক ভয় করতেন।|[২] হযরত আবূ মুহাম্মদ আল হারিছ বাকীর ইব্ন মারূফ থেকে বর্ণনা করেন,[৩] তিনি বলেন: আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে বললাম: অধিকাংশ মানুষ আপনাকে নিয়ে মন্দ কথাবার্তা বলে, অথচ আপনি কাউকে নিয়ে কোন কথা বলেন না। তখন তিনি বললেন: "এটা মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।"

হযরত আবূ মুহাম্মদ আল হারিছী তাঁর নিকট হতে আরও বর্ণনা করেন যে,[৪] "আমি বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মতদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর চেয়ে |কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী| অধিক সুন্দর জীবন যাপন করতে অন্য কোন লোককে দেখি না।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর এগারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে ইমাম আ'যম করেছে

এক

নিশ্চয়ই তিনি সাহাবা (রা.) এর এক বিশাল দলের যমানায় জন্মগ্রহণ করেছেন, আর এতে কোন দ্বিমত নেই। আর তিনি হলেন ঐ যুগের অধিবাসী যে যুগের উত্তমতা ও ন্যায়পরায়নতার গুনে গুণান্বিত হওয়াটা স্বয়ং রাসূল (সা.) সাক্ষী দিয়েছেন। শাইখাইন তিরমিযী ও ইব্ন মাযাহ হযরত দুজনই মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। শাইখাইন আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী হযরত ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তাবারানী, হাকিম জিয়া তার সহীহ গ্রন্থে জা'দাতা ইব্ন হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) বলেন, "সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষেরা তারপর আমার পরের যুগের মানুষেরা, তারপর তার পরের যুগের মানুষেরা সর্বত্তোম।" ইমাম মুসলিম (রাহ.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে তাবোরানী হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা) হতে বর্ণনা করেন " নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) বলেন, 'এ' যুগের মানুষরাই সর্বত্তোম যে যুগে আমি আছি,

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২২৫।
২. Ed.by Madrasah Arabia Islamia,(South Africa.), **A Biography of Imam Abu Hanifah** , P.199.
৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২৩১।
৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان, পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ সাহাবীদের যুগ এরপর তৃতীয় যুগ অর্থাৎ তাবি'ঈনদের যুগ।

ইমাম আবূ মুয়ারিদ (রাহ.) একটি কবিতাংশ উল্লেখ করেছেন,[১] নু'মান ইব্ন সাবিত (রাহ.) এর মাযহাব অতিক্রান্ত হয়েছে, আর তা কতই না উত্তম মাযহাব, যেমন চাঁদ আলো বিকিরনের দিক থেকে নক্ষত্রের মধ্যে সর্বত্তোম, তিনি উত্তম যুগে ফিক্হ রচনা করেছেন পরহেযগারী অবলম্বন করে,আর তার মাযহাব সর্বোত্তম মাযহাব এতে কোন সন্দেহ নেই।

দুই

নিশ্চয়ই তিনি সাহাবীকে দেখেছেন এবং তাদের মুখের বাণী শুনেছেন। আর এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) বলেছেন,[২]

সুসংবাদ তাদের জন্য যারা আমাকে দেখেছে। আর তাদের জন্যও সুসংবাদ যারা, আমাকে যারা দেখেছে তাদের দেখেছে, আর তাদের জন্য ও যারা দেখেছে তাদেরকে যারা আমাকে দেখেছে।

তাবারানী হুসাইন ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন য়ুকবাতা আলজুহনা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,

যে মুসলমান আমাকে দেখেছে সে কোন দিন দোযখে প্রবেশ করবে না আর আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে যারা দেখবে তারাও দোযখে প্রবেশ করবে না।

তিন

নিশ্চয় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইতিহাস করতেন ও ফতোয়া দিতেন তাবি'ঈনদের যমানায়।[৩]

ইমাম আবূ মুহাম্মদ হারিছি হুসাইন ইব্ন মা'রুফকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন আমার নিকট হাদীস বলেছেন আবূ বকর তিনি বলেন আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইব্ন মু'য়ায়িন তিনি বলেন আমি 'আলী ইব্ন মুসহার (রা.) হতে শুনেছি তিনি বলেছেন: আয়েশা (রা.) কূফা থেকে ছোট একটি দল নিয়ে হজ্জে বের হল আর আমিও সে দলে ছিলাম। যখন তিনি ক্বাদিনিয়া নামক জায়গায় পৌছলেন তখন তাঁকে চিন্তিত দেখা গেল, অত:পর তিনি এ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাস করলেন অর্থাৎ জানতে চাইলেন এবং বললেন: আমাদের কাফেলায় কি তনালী ইব্ন মুসাহির রয়েছেন? তাঁর সাহাবী বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন তাকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে আস। অত:পর আমাকে ডাকা হল। আর আমি আবূ হানীফা (রাহ.) এর দ্বীনি মজলিস সম্পর্কে পরিচিত ছিলাম। অত:পর আমিশ আমাকে বললেন: মিশরে অর্থাৎ কূফায় ফিরে যাও এবং হজ্জের বিধানবলী আবূ হানীফার (রাহ.) নিকট থেকে আমার জন্য [৪]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৭৯।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان, পৃ. ১৪৩।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৮১।

৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

লিখে নিয়ে আসেন! অত:পর আমি ফিরে গেলাম এবং হজ্জের বিধান সম্পর্কে আবূ হানীফা (রাহ.) কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বিস্তারিত বিধানবলী লিখে ছিলেন আর তা নিয়ে আমি আ'মাশ (রা.) এর কাছে ফিরে আসলাম। বাশীর ইব্‌ন ওয়ালিদ হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ ইউসুফ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমার সাথে আ'মাশ (রা.) দেখা হল। তিনি বললেন: তোমার এ সাথী (আবূ হানীফা) (রাহ.) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন! তখন আমি বললাম: তাঁর দ্বিমতের প্রমাণ দিন? তিনি বললেন: হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.) দাসীর বিক্রয় হওয়াকে তালাকের সামিল বলেছেন অথচ তোমার সাথী বলেন যে, দাসীর বিক্রয় হওয়া তালাকের সামিল নয়। অত:পর আমি বললাম: কিন্তু আপনি বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে দাসীর বিক্রয় হওয়াটা তার তালাক সাব্যস্ত করে নি। তখন আ'মাশ (রা.) বললেন কোথায় আমি তোমার নিকট এমন বর্ণনা করেছি? তখন আমি তাকে বললাম! আপনি বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম থেকে তিনি আসওয়াদ থেকে এবং তিনি হযরত 'আয়শা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই নবী (সা.) বুরাইরা নামক দাসীকে এখতিয়ার বা ইচ্ছা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।' কিন্তু দাসীর বিক্রয় হওয়াটা যদি তার তালাকের সামিলই হয় তাহলে এখানে ইচ্ছা স্বাধীনতা দেয়ার অর্থটা কি হয়। কেননা এটা স্পষ্ট যে হযরত আয়েশা (রা.) তাকে ক্রয় করেছিলেন! তখন আ'মাশ (রা.) বললেন: হে ইয়াকুব এ কথা দ্বারা কি এটাই বুঝায়? তখন ইমাম আবূ ইউসুফ কে বললেন: হ্যাঁ, এটা দ্বারা একথাই বুঝায়।[১] আবূ মুহাম্মাদ ও আবূল কাসেম ইব্‌ন কায়াস (রাহ.) বর্ণনা করেন আবূ বকর ইব্‌ন আয়াশ (রাহ.:) হতে। তিনি বলেন: আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে বলতে শুনেছি আমি এক নৌকায় ইমাম মায়বী (রাহ.) এর সাথী হলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন,[২] হযরত আয়ামা'শ (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বলেন: নিশ্চয় আবূ হানীফা অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর জ্ঞানের অধিকারী বিশেষ করে ফিক্‌হ-র সুস্থ বিষয় এবং গোপন জ্ঞানে বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী। হযরত জারীর (রা.) হতে বর্ণিত,[৩] তিনি বলেন, কাযী আবূল কাসেম ইব্‌ন কায়াস হযরত 'আলী ইব্‌ন মুসাহির হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আয়মা'শ কে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন: তোমরা হজের বিধানের ব্যাপারে মাসয়ালা মাসায়েল ইমাম আবূ হানীফার কাছ থেকে লিখে নাও। কেননা আমি এমন লোক দেখি না যে হজ্জের ফরয ওয়াজিব সুন্নত ও নফল এর ব্যাপারে আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বেশী জ্ঞানী।

চার

বড় বড় ইমামগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ। হযরত আবূ মুহাম্মদ আল হারিসী বলেন: বড় বড় ইমামগণ তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন, যদিও তা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের

---

১. Ed.by Madrasah Arabia Islamia,(South Africa.), **A Biography of Imam Abu Hanifah** , P.145.

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৮২।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان, পৃ. ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করার শোভনীয় হয় না, তারপর অনেক আকাবিরে কিরাম তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন: যেমন তার ওস্তাদ ইব্‌ন দীনার ও অন্যান্য ইমামগণ।[১]

পাঁচ

অবশ্যই তিনি শুধু মাত্র চার হাজার তাবি'ঈ ওস্তাদগনের নিকট হতে জ্ঞান আহরণ করেছেন। খাতীব ও আবূ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন খসরু হযরত রাবীয়া ইব্‌ন খসরু হযরত রাবীয়া ইব্‌ন ইউনুস হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমীরুল মুমিনীন আবূ জাফর আল-মানসূর এর দরবারে একদা আবূ হানীফা (রাহ.) উপস্থিত হলেন আর তার সাথে ছিল ইসা ইব্‌ন মুসা। ঈসা ইব্‌ন মূসা খলীফা মানসূরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই ব্যক্তি বর্তমান দুনিয়ার আলিম ব্যক্তি। তখন খলীফা মানসূর বললেন: হে নু'মান! তুমি কাদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরন করেছ? ইমাম আ'যম (রাহ:) তাঁর উত্তরে বললেন: আমি জ্ঞান অর্জন করেছি হযরত 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) এর সাথীদের নিকট থেকে হযরত 'আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আকাশ (রা.) এর সাথীদের নিকট থেকে। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর সময় তার চেয়ে বেশী জ্ঞানী এ দুনিয়ার বুকে ছিল না। তখন খলীফা মানসূর বললেন: চমৎকার! চমৎকার! তুমি যে কোন বিধায় নিজের উপর আস্থাশীল থাকতে পার।[২]

ছয়

অবশ্যই ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) মতামতের সাথে তাঁর সাহাবীদের মতামত যেভাবে ঐক্যমত হয়েছে তার পরে কোন ইমামের সাথীদের সাথে অনূরূপ একমত হয় নি। আর যে সমস্ত সাহাবীরা অর্থাৎ তাঁর ছাত্ররা তার সাথে ঐক্যমত করেছেন তাদের নামসূহ উকুদুল জুমান গ্রন্থে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।[৩] হযরত খতীব ইব্‌ন কারামাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,[৪] আমরা একদা ওয়াকী'য়া ইব্‌ন জারাহ এর সাথে ছিলাম তখন এক ব্যক্তি বলল: আবূ হানীফা ভুল করেছেন! তখন তিনি বললেন! কিভাবে আবূ হানীফা ভুলকে নির্ধারণ করতে পারেন অথচ তার সাথে ছিল ক্বিয়াস ও ইজহিতাদে পারদর্শী আবূ ইউসুফ যুফার ও মুহাম্মদ (রাহ.) এর মত ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাথে আরও ছিলেন হাদীস শরীফ মুখস্ত করেন (হিফজুল হাদীস) ও এর নিগূঢ় অর্থ ও তত্ত্ব বের করলে পারঙ্গম ব্যক্তিত্ব ইয়াহইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবী যায়িদাহ, হাফয ইব্‌ন গায়াছ, হাব্বান ও মুনদিল ইব্‌ন 'আলী (রাহ.) এর মত ব্যক্তিত্ত্বগণ। অনুরূপ আরও ছিলেন ভাষা ও আরবীতে দক্ষ ব্যক্তিত্ব কাসিম ইব্‌ন মুঈন ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) এর মত ব্যক্তিত্ব। অনুরূপ আরও ছিলেন ও পরহেযগার ব্যক্তিদ্বয় দাউদ ইব্‌ন নাছীর আত-তা'ঈ ও কুযাইল ইব্‌ন আয়াস (রা.)

---

১. تذكرة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي, পৃ. ১৪৭।
২. عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي, পৃ. ১৮৩।
৩. Ed.by Madrasah Arabia Islamia,(South Africa.), **A Biography of Imam Abu Hanifah** , P.146.
৪. عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي, পৃ. ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়াত্যাগী এর মত ব্যক্তিত্ব। যার এ রকম সঙ্গি সাথী রয়েছে তিনি ভুল করতে পারেন না। যদি কখনও ভুল এর কাছাকাছি যেতেন তবুও তিনি সত্যের দিকে ফিরে আসতেন। এরপর ওয়াকীয়া বলেন: যে ব্যক্তি এরূপ বলবে সে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

সাত

তিনিই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করেন এবং তা অধ্যায়ে অধ্যায়ে সাজান। আর মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.) তাঁর মুয়াত্তা কিতাব এ ধারাবাহিকতায় রচনা করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর পূর্বে কেউ এরকম বদরন নি। কেননা সাহাবী (রা.) ও তাবি'ঈগণ (রাহ.) মুখস্ত করলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন। অত:পর যখন আবূ হানীফা (রাহ.) দেখলেন জ্ঞান সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে তখন তিনি এটা বিকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে ভয় করলেন ফলে তিনি তা ধারাবাহিক অধ্যায় আকারে এবং কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন। ধারাবাহিকতা শুরু করলেন তারাত তথা পবিত্রতা অধ্যায় দিয়ে অতপর নামায, রোযা তারপর অন্যান্য ইবাদত, পারস্পারিক মেলামেশা এবং শেষ করলেন মিরাস এর অধ্যায় দিয়ে। কেননা এ অধ্যায়টি হল মানুষের শেষ অবস্থা। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কিতাবুল ফারায়িয ও 'কিতাবুল শুরুতি' রচনা করেন।[১]

আট

শুধুমাত্র ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মাযহাবই বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে. অন্য কোন মাযহাব এত বিস্তৃত পায় নি। যেমন: হিন্দুস্থান, সিন্থ, রোম, মা ওরায়ান নাহার এর দেশ এবং আনারব দেশগুলোতে এ মাযহাব বিজয় লাভ করেছে।[২]

নয়

নিশ্চয় তিনি আলিম ব্যক্তিদের ও অন্যান্য ব্যক্তিদের খাওয়াতেন এবং নিজের উপার্জিত সম্পদ থেকে তাদের জন্য ব্যয় করতেন। আর তিনি কখন উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না।[৩]

দশ

তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন নির্যাতিত হয়ে কারাবন্দী অবস্থায় উত্তপ্ত জায়গায় আর তিনি তখন সিজদারত ছিলেন।[৪]

এগার

তাঁর অধিক ইবাদত ও তাকওয়া ছিল ধারাবাহিক আর তা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর অধিক হজ্জ ও 'উমরাহ করাটাও প্রসিদ্ধ ছিল।[৫]

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৮৪।
২. Ed.by Madrasah Arabia Islamia,(South Africa.), **A Biography of Imam Abu Hanifah** , P.147.
৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৮৫।
৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان, পৃ. ১৪৯।
৫. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আ'যম (সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম) উপাধি লাভ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ইমাম আযম উপাধিটি ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কবর শরীফ যিয়ারত করার সময় উচ্চ স্বরে কান্না করে বলেছিলেন, "হে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আপনি ইমাম আ'যম "। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) আরো বলেছেন,[১] "মানব জাতি 'ইল্‌মে ফিক্‌হ' ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মুখাপেক্ষী।" তিনি বলেন,[২] " যে ব্যাক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কিতাব পড়বে না, সে 'ইলম-র গভীরে পৌঁছাবে না এবং জ্ঞানও তার অর্জিত হতে পারে না।"

আল্লামা মাক্কী (রাহ.) স্বীয় 'মানাকিব' গ্রন্থে বলেন, [৩] "ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-ই সর্বপ্রথম 'ইল্‌মে ফিক্‌হ সংকলন করেন।" তিনি আরও বলেন, "ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) স্বীয় ফিক্‌হী চিন্তাধারা পরস্পর ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। মজলিসে শূরার সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে তিনি নিজের একান্ত মতে কিছুই করেন নি।"

মুসলিম জাতির জন্য অপার রহমত হিসেবে মহান আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কাজটি সম্পন্ন করে ফিক্‌হকে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য যুগোপযোগী করে গড়ে তুলেন। বাইশ বছর অক্লান্ত সাধনা-গবেষণার ফলে 'ইল্‌ম ফিক্‌হ হানাফী'-তে ৮৩ হাজার মাসআলা সন্নিবেশিত হলো, তারপরও মাসআলার সংখ্যা বাড়তে থাকল। অবশেষে ফিক্‌হ্ হানাফীর স্যখ্যা ৫লক্ষে পৌঁছল। আল্লামা খাওয়ারেযমী(রাহ.) স্বীয় " جامع المسائل " গ্রন্থে বলেন, "নিশ্চিতভাবে বর্ণিত যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর (উদ্ভাবিত ও লিপিবদ্ধকৃত) মাসআলার সংখ্যা ৫ লক্ষে গিয়ে পৌছে। তাঁর ও তাঁর ছাত্রগণের গ্রন্থরাজিই এ সাক্ষ্য দেয়।"[৪]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) 'ইল্‌ম-এ-ফিক্‌হ্' লিপিবদ্ধ করে সারা বিশ্বময় সুখ্যাতি লাভ করলেন এবং 'ইমামে আ'যম' উপাধিতে ভূষিত হলেন।[৫] শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ 'ফিক্‌হ্' গণমানুষের সার্বিক চাহিদা পূরণ করে মানুষের ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক, কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত তথা জীবনের সকল

---

১. الخطيب : تاريخ بغداد , (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১২ খ., পৃ. ৩৪৬।

২. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা, (হায়দরাবাদ :** দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.), পৃ. ১২৩।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ১৮৭।

৪. আল্লামা খাওয়ারেযমী (রাহ.), جامع المسائل , পৃ. ৩৫।

৫. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে অনন্য খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। মুহাম্মাদ আবূ যাহর মিসরী তার গ্রন্থে বলেন, [১] "যৌবনের প্রথমদিকেই উলামায়ে কিরামের সান্নিধ্যে আসেন। ইলমের বিভিন্ন শাখায় গভীরভাবে বিচরণ করেন। অবশেষে ইলমে হাদীস ও ফিকহে গভীর প্রজ্ঞা লাভ করে ইরাকের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ এবং সারা বিশ্বে 'ইমামে আ'যম' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।"

আল্লামা শিবলী নু'নামী তাঁর সিরাতে নু'মান গ্রন্থের ভূমিকার শেষে বলেছেন,[২] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সকল মুসলমানদের জন্য একজন অনুকরণীয় শ্রেষ্ঠ ইমাম।"

ইব্রাহীম হাবরী বলেন,[৩] "আমি একবার ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, এত সূ[] মাসআলাসমূহ আপনার নিকট কোথা থেকে এসেছে, তিনি উত্তর করলেন, আমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ছাত্র ইমাম ইবন হাসান এর কিতাব থেকে।"

প্রতিটি কাজের স্বীকৃতি সাধারনত মানুষ তার ইনতিকালের পরেই পায়। ইমাম আবূ হানীকা (রাহ.) এর ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। তাঁর জীবনাবশনের পরে ধীরে সকলে তাঁর জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে অবগত হতে পরেছিল। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে আনেক সমালোচনাও শুনতে হয়েছে, কিন্তু তিনি কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে শুধু তাঁর মহাস্রষ্টার কাজ করে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে হাসি মুখে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। ইমাম আ'যম বা শ্রেষ্ঠ ইমাম উপাধি তাঁর ইনতিকালের পরেই দেয়া হয়েছে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে কেহ ইমাম আ'যম বলে সম্মোধন করেছেন ইতিহাস থেকে এমন প্রামাণ পাওয়া যা না। তবে তাঁর মর্যাদা ছিল বিশ্বব্যাপী। তখন শুধু মাত্র তাঁর বিশেষ কিছু ছাত্রই তাঁর পূর্নাঙ্গ জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে জানতে স্বক্ষম হয়েছিলেন।

যখন তাঁর সকল জ্ঞাণ ও গবেষণাগুলো লিপিবদ্ধ হল তখন পরবর্তীকালের জ্ঞানী মহল তাঁর জ্ঞান থেকে জ্ঞান আহরন করে বুঝতে পেছিলেন তিনি কত বড় ইমাম ছিলেন। সামজে জ্ঞানী মানুষেরাই জ্ঞানী মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে, তাই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর শ্রেষ্ঠ ইমাম স্বীকৃতিটিও আরো একজন জ্ঞানী ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) সর্বপ্রথম দিয়ে নিজেকে ধন্য করেছেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এবং কেয়ামত পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে সকল ধর্ম নিবিশেষে ইমাম আ'যম উপাধিতে সম্মোধন করছে এবং করবে।

---

১. أبوحنيفة : محمدأبوزهرةالمصرى : السنةومكانتها فى التشيع الاسلامى الصان ও الخيرات , পৃ. ৬৫।
২. আল্লামা শিবলী নু'নামী, **সিরাতে নু'মান,** ভূমিকা অংশ; http://www.muslim-canada.org/hanifah.htm.
৩. الخطيب : تاريخ بغداد , ২ খ., পৃ. ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

চর্তুথ পরিচ্ছেদ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জীবদ্দশায় কয়েকটি সংগ্রাম

আমাদের মধ্যে অনেকেই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মেহনত বা শ্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ইমামদের পূর্ববর্তী লোক আবার অনেকেই পরবর্তী লোক। কেননা তা ঘটেছিল ইসলামী স্বর্ণযুগে। তৎকালে মুসলিম শাসকগণ ছিলেন তাঁরা ইসলামী শরীয়তের আলোকে রায় প্রদান এবং বিচার সম্পন্ন করতেন। যদিও তাদর মনের মধ্যেও প্রবৃত্তির দৃষ্টি কোন হতে দেয়া রায়ে ত্রুটি ছিল। মুসলিম উম্মাহের মধ্যে অধিকাংশই ইসলাম এবং ইসলামী বিধি বিধান ছাড়া অন্য কিছু জানতেন না। তাদের মধ্যে অনেকেই বিপদের ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ইমাম আ'যম (রাহ.)ও একজন। ইমাম আ'যম (রাহ.) উপর নির্যাতনের যাত্রা এতো অধীক ছিল যে, তাকে মারধর করা হয়েছিল, কয়েদ করা হয়েছিল, এমনকি হত্যার ধমক দেওয়া হয়েছিল। তিনি শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করে অমর হয়ে আছেন কৃতীর অমর সিঁড়ি বেয়ে পৌছেছেন মহত্বের শৃঙ্গে। এ হচ্ছে অধিকাংশ বিখ্যাত লোকের কথা।

প্রথম সংগ্রাম

১২৭ হি./৭৪৫ খৃ. খলীফা মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল উমরী শাসনাকাল ছিল। যখন খারেজীরা কূফা দখল করেছিলেন দেহাক ইব্‌ন কাইছ শিবানীয় নেতৃত্বে। দোহাক একদল লোক নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নিকট গিয়ে বলেন- আপনি আপনার ফিক্‌হ রচনা হতে ফিরে আসুন। তাকে তিনি বললেন- আমি কেন তওবা করব বা ফিরে আসব? দেহাক বলেন- আপনাকে কে অনুমতি দিয়েছেন 'আলী এবং মুয়াবিয়া সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করার? তাকে ইমাম সাহেব বলেন আপনি কি আমার সাথে বিতর্ক করতে পারবেন। দেহাক বলেন হ্যাঁ এতে ইমাম সাহেব বলেন- যখন আমরা বিরোধ করি, তখন আমাদের মধ্যে কে এ বিরোধ করেন? তিনি বলেন- ঐ ব্যক্তি। তাকে ইমাম সাহেব বলেন আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী নির্দেশ বা মতবাদ প্রদান কালে কি আপনি সন্তুষ্ট হবে দেহাক বলে হ্যাঁ। ইমাম সাহেব দেহাককে বলেন আমি ঐ মতবাদ প্রদান করতে চাই যে, সব লোক আপনাকে পরিত্যাগ করুক।[১]

মুহাদ্দিস ফকীহ্ 'আলী আল-কারী বলেন- হুলবের রওয়াত সম্পর্কে দু'বার তওবা করেন। তবে, ঐ লোক খারেজী ছিল। যারা 'আলীকে অস্বীকার করে এবং অন্যান্য সাহাবীদেরকে অস্বীকার করেন এবং তাদেরকে হত্যা করে। ইব্‌ন ইসহাক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর হতে বর্ণনা করেন বনী তমীম গোত্র হতে একজন লোক আসলেন। যাঁকে জু আল হইছরা বলা হতো। তিনি রাসুল (সা.) এঁর নিকট আসলেন এবং সেই সময় তিনি হুনাইন যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের মাল মানুষকে দিতে ছিলেন।[২]

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء،(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة،١٤٠١هـ). পৃ.২৫৩।

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء،(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة،١٤٠١هـ). পৃ.২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর সেই লোক বলেন আমি দেখছি আপনি আজকে কিছুই করেন নি। উত্তরে হুজুর (সা.) বলেন- কিভাবে দেখলেন? সেই লোক বলেন আমি আপনাকে দেখতেছি আপনি ন্যায় করতেছেন না। এতে নবী করিম (সা.) রাগান্বিত হলেন এবং বলেন- তোমার জন্য আফসোস! আমার নিকট ইনসাফ না পেলে এমন কে আছেন যার নিকট ইনসাফ পাওয়া যাবে? ‘উমর ইব্ন আল খাত্তাব বলেন- ও আমার প্রিয় নবী আমি কি তাকে হত্যা করব না? রাসুল (সা.) বলেন- তাকে ছেড়ে দাও। কারণ সে পৃথক হয়ে গেছে। সে দ্বীন সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করুক। এমনকি, তারা তাদের অবস্থান থেকে হতে বের হয়ে আসুক যেইভাবে তীর নিক্ষেপ করলে বের হয়ে যায়।

দ্বিতীয় সংগ্রাম

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নিকট খারেজী সম্প্রদায়ের নিকট একদল বার্তাবাহক আসলেন। তারা বিশ্বস্তার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁরা তাকে বলেন- মসজিদের দরজায় দু'টি জানাজা আনা হয়েছে। এ দু'টোর মধ্যে একটা হচ্ছে মাদকাসক্ত লোকের জানাজা এমন কি মদ পান করেই মারা যায় এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মহিলার জানাজা, জোনাকারী সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ইমাম সাহেব বলেন- দুজনের কি ধর্ম? এরা কি ইহুদি ছিল? তারা জবাব দিল না। ইমাম সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি নাসারা ছিল (খৃষ্টান)? উত্তর দেয়া হলো না। তা হলে এরা কোন ধর্মের ছিল? ইমাম সাহেব আবারো বললেন তাহলে তারা কোন ধর্মের ছিল? তারা উত্তর দিলেন তাদের ধর্ম ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ও রাসুলুল্লাহ। আমাকে এ সাক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করুন। এ সাক্ষ্যকে ঈমান বলা যায়- তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা পঞ্চমাংশ তারা বলেন। ঈমানতো তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা পঞ্চমাংশ এ রকম হয়না। তিনি বলেন তাদের ঈমানের মাত্রা কতটুকু? তারা বলেন- পূর্ণ ঈমান। তিনি বলেন- তোমাদের প্রশ্ন কোন জাতী সম্পর্কে অথচ তোমরাতো স্বীকার করতেছ এ দুইজন মুমীন ছিল।[১]

ইমাম সাহেব বলেন- তোমরা যদি অস্বীকার কর, তা হলে হযরত ইব্রাহিম (আ:) কি বলেছিলেন ঐ সম্প্রদায় সম্পর্কে যারা অধিক অপরাধ করেছিল। (বলেছিলেন যে আমার অনুসরন করবে, কে আমারই লোক, পক্ষান্তরে যে আমার অবাধ্য হবে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান)। এ দু'জন লোক সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে ঈসা (আ:) এ সম্প্রদায় যারা অধিক অপরাধ করেছে, তাদের সম্পর্কে কি বলেন- (আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তারা আপনারই বান্দা, আর আপনি যদি ক্ষমা করেন, তাতে বিচিত্রের কিছুই নেই, যেহেতু আপনি দয়াশীল ও ন্যায়রায়ন)। আমি তাদের সম্পর্কে বলি আল্লাহর নবী নূহ (আ:) কি বলেন- যখন তারা বলেন- আমরা আপনার সন্তুষ্টির জন্য ঈমান আনব এবং মর্যাদাহীন লোকদের[২]

---

১. (سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة) ৯ অ., পৃ. ২৫৫।
২. (سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة) ৯ অ., পৃ. ২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

মতো অনুসরন করব। তিনি বলেন- তারা কি করতো, সেই ব্যাপারে আমি জ্ঞাত নই। তাদের মনের খবর আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। তা যদি তারা জানতো। আমি মুমীনদের বিরুদ্ধে নই এবং আমি বলতেছি নূহ (আ:) কি বলেছিলেন- (এবং আমি বলতেছিনা ঐ সব লোকদের সম্পর্কে যাদেরকে তোমরা বাহ্যিক চোখে দেখতেছ যে, তারা অতিরিক্ত করতেছে, আল্লাহ্ তায়ালা জানেন তাদের অন্তরের খবর আমি অত্যাচরীদেরকে অনুমতি দিয়ে থাকি)। যখন খারেজী সম্প্রদায় এ কথা শুনলেন অস্ত্র ফেলে দিলেন। যদি ইমাম সাহেব তাদেরকে প্রথম বিষয়ে উত্তর দিতেন তারা মুমিন হয়েও তাদেরকে হত্যা করা হতো। কারণ তারা গোনাহের কারণে মুমিনকে কাফের করেন।

তৃতীয় সংগ্রাম

১৩০ হি./৭৪৮ খৃ.। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বয়স ৫০ বৎসর। বনী উমাইয়্যা নতুন কিছু বিষয়ে সংযোজন করে। ওমর ইব্ন হুবাইর তখন কুফার আমীর ছিলেন। আল মুয়াফফাক আল মাক্কী সনদসহ বর্ণনা করে বলেন- ইব্ন হুবাইরা বনি ওমাইর সময় কূফার গর্ভণর ছিলেন। তখন ইরাকে ঝগড়া বিবাদ এবং অন্যায় প্রকাশ পায়। ইরাকের ফিক্হবিদগণ এ ব্যাপারে একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে ইব্ন আবূ লাইলা, ইব্ন শবরমা, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দও ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তাদের কার্য দ্বারাই দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাদেরকে আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল উদ্দেশ্য তাঁর দ্বারা কিতাবের কার্যাদি সম্পন্ন করা। বলা হল বায়তুল মাল হতে কিছুই বের করা হবে না আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অনুমতি ব্যতিত। আবূ হানীফা এ কাজ হতে বিরত থাকলেন। এতে ইব্ন হুবিয়া আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বিরুদ্ধাচারণ করলেন এবং আবূ হানীফাকে বলা হল যদি এ দায়িত্ব কবুল করা না হয়, তাকে প্রহার করা হবে। হযরত আবূ হানীফাকে ঐ সব ফিক্হবিদগণ বলেন আমরা আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলতেছি আপনি নিজকে নিজে ধ্বংস করতেছেন। আমরা আপনার ভাই। আমাদের এ কাজের জন্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে।[১]

এ ব্যাপারে আমাদের বলার কিছুই নেই। আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন- আমাকে কি আপনারা মসজিদের শত্রু বানাবেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করব না। তিনি কি ভাবে ইচ্ছে পোষণ করলেন যে, একজন লোককে হত্যা করার ব্যাপারে আমাদের বলার কিছুই নেই। আবূ হানীফা বলেন- আমাকে কি আপনারা মসজিদের শত্রু বানাবেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করব না। তিনি কি ভাবে ইচ্ছে পোষন করলেন যে, একজন লোককে হত্যা করার ব্যাপারে কিভাবে লেখা যায়। এ ধরণের কিতাবের বা[২]

১.(الطبعة, دار القلم: بيروت:لبنان). ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, سليمان الغاوجي, ৯ অ., পৃ. ২৫৬।
২. (الطبعة, دار القلم: بيروت:لبنان). ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, سليمان الغاوجي, ৯ অ., পৃ. ২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

চিঠির উপর কি আমি সীল করব? আল্লাহর কসম আমি কখনো ওখানে প্রবেশ করব না। ইব্ন আবূ লাইলা বলেন- আপনাদের মালিককে ছেড়ে দিন। তিনি একজন বিপদ আনায়নকারী, তাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে এবং মারধর করতে পারে। প্রহারকারী ইব্ন হুবিরার নিকট আসলেন এবং তাকে বলেন ব্যক্তিটি মৃত। এতে ইব্ন হুবিয়া বলেন- তাকে বলেন ইয়েমেন হতে বের হয়ে যেতে। তাকে প্রশ্ন করা হলো তিনি বলেন- যদি আমাকে প্রশ্নকরা হয় এবং যা কিছুই করা হউক না কেন আমি করব না। তারপর প্রহারকারী ইব্ন হুবিয়াসহ একত্রিত হয়। তারপর বলেন- এ কয়েদীর জন্যে কি কোন উপদেশ প্রদানকারী নেই এবং ইব্ন হুবিয়া নির্দেশ দেন যে, তাঁকে তাঁর পথে ছেড়ে দিন। অতপর হযরত আবূ হানীফা একটি জানোয়ারে সওয়ার হয়ে মক্কায় হিযরত করে চলে গেলেন। তিনি মক্কায় অবস্থান করতে লাগলেন। আব্বাসীর খেলাফতের যাত্রা শুরু হল। অতপর আবূ হানীফা কূফায় চলে আসলেন। আবূ জাফর মনসুরের শাসন কালে ইমাম (রাহ.) কে দৈনিক ১০টি করে বেত্রাঘাত করা হতো এবং দশ দিনে একশত বেত্রাঘাত করা হয়। এ বেত্রাঘাত মাথায়, চেহরায় এবং সমস্ত শরীরে বেত্রাঘাত করা হতো। তিনি সর্বাবস্থায় দৈর্য্য ধারণ করেন, কোন অভিযোগ করেননি। এমন কি, যখন তাঁর চেহরায় বেত্রাঘাতের নিদর্শন প্রকাশ হলো, খুবই চিন্তিত হলেন। তাঁর ভয় হলো যদি তাঁর আম্মা দেখেন ইহাই তাকে আরো চিন্তি ত করে তুললো। সত্যিই তাই হলো তাঁর আম্মা দেখেন যা তাকে আরো চিন্তিত করে তুললো। সত্যিই তাই হলো তাঁর আম্মা দেখে ফেললেন। তাঁর এতে খুবই দু:খ পেলেন এবং তাঁর আম্মাজান তাঁকে বলেন- যদি বিদ্যা তোমাকে এ রকম কষ্টে পৌঁছায়, তা হলে তা ত্যাগ কর। তিনি তাঁর আম্মাজানকে বলেন মা আপনি যদি বিদ্যার দ্বারা দুনিয়া হাসিল করতে চান, আমি তথায় পৌছব, আর আপনি যদি বিদ্যার দ্বারা আল্লাহ্ তালাকে জানতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি দু:খ কষ্ট বরণ করে নিতে দ্বিধাবোধ করি না।[১] সামেরী সনদ সহ ইয়াহিয়া ইব্ন আকছম ইব্ন দাউদকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- ইব্ন হুবিয়া ইমাম সাহেবকে কূফায় বিচারপতীর দায়িত্ব প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম (রাহ.) তা প্রত্যাখান করেন। এতে ইব্ন হুবিয়া তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং বলেন- যদি এ দায়িত্ব গ্রহণ করা না হয় তা হলে তাকে লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় অবশ্যই অবশ্যই প্রহার করা হবে এবং কায়েদ করা হবে। এতে ইমামও অসন্তোষ্ট হয়ে বললেন- এ দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে না। অতপর তাকে বলা হলো আপনি যদি গ্রহণ না করেন তা হলে আপনাকে মারা হবে। উত্তরে তিনি বলেন- আমাকে দুনিয়াতে প্রহার করা হবে তাতে আমার ভয় নেই। কিন্তু পরকালে যে আমাকে লৌহা দিয়ে মারা হবে তাতেই আমার ভয়। আল্লাহর কছম আমাকে মেরে ফেললেও আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করব না।[২]

---

১. (الطبعة, دار القلم: لبنان:بيروت), لائمة الفقهاء امام ا ابو حنيفة النعمان ,سليمان الغاوجي, ৯ অ., পৃ. ২৫৭।
২. (الطبعة, دار القلم: لبنان:بيروت), لائمة الفقهاء امام ا ابو حنيفة النعمان ,سليمان الغاوجي, ৯ অ., পৃ. ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ সংগ্রাম

ইমাম (রাহ.) মানুষের সান্নিধ্যে থাকতেন এবং তাদেরকে সাধারণত রায় প্রদান করতেন। সুতরাং তিনি আবূ জাফর আল মনসুর এবং মোহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ কি করেছেন তা নিয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। একটি ব্যাপারে তিনি মদীনা মনোয়ারায় আবূ জাফরের বিরুদ্ধে এবং ইরাকে আবূ জাফরের ভাই ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন। তখন ১৪৫ হি./ ৭৬২খৃ. সন ছিল। ইমাম (রা.) সত্য বলা থেকে নিশ্চুপ থাকতেন না। তা নিয়ে আলোচনা করতেন, পর্যবেক্ষরণ করতেন বা সভায় তা পেশ করতেন। আল খতীব জাফর (রাহ.) এর বরাত দিয়ে বলেন- তিনি বলেন- আবূ হানীফা ইব্রাহিম সম্পর্কে শক্তভাবে বলেন- আমি তাকে বললাম- আল্লাহর কসম তাকে গলায় রশি দেওয়া ছাড়া তাকে অন্য কোন গ্রহণ করা যায় না। ইমাম আবূ (রাহ.) কূফায় বিচারকের সমালোচনা করতেন, যখন তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে হতো। সুতরাং কাজীর রায় যে ক্রটিপূর্ণ তা শুরুতেই প্রকাশ হয়ে গেল। এভাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা জন্ম নিতে আরম্ভ করলো। এ সব কথা আমীরদের কাছে বলতে লাগলো। এমন কি কূফার কাজী আবূ লাইলা বাস্তব পক্ষে অভিযোগ করলো। আমীর আসলেন এবং তাকে ফতোয়া না দেয়ার জন্যে নিষেধ করলেন। এভাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাথে হিংসা পরায়ন করা হলো। [১]

কিছু কিছু লোক ভুলে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর রায়ের সমালোচনা করত। আল খতীব সনদ সহ উল্লেখ করেন যে, আবূল আব্বাস আল তুহী হতে রেওয়ায়েত করেন আবূ হানীফা (রাহ.) এর রায়ের বিরুদ্ধে বলার কারণ হচ্ছে এবং আবূ হানীফা সেই কারণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আবূ হানীফা আবূ জাফরের কাছে গেলেন তথায় অনেক লোকের সমাবেশ ছিল। আল তোহু বলেন আজ আবূ হানীফাকে হত্যা করব। ভাবলো তিনি তা কবুল করবেন। তাকে বলা হলো- হে আবূ হানীফা! আমীরুল মোমীন নির্দেশ প্রদান করছে যে, আমাদের মধ্য হতে একজনের গর্দন নেয়ার জন্যে, কিন্তু জানা যায়নি কে সেই হতভাগা ব্যক্তি। তার গর্দান কী হয়েছে? ইমাম বলেন- হে আব্বাস! আমীরুল মোমেনীন যা নির্দেশ দিচ্ছে তা কী সত্য না বাতিল? ইব্ন আব্বাস বলেন সত্য! তিনি বলেন সত্য বাস্তবায়ন কর। যেইভাবে করা যায় আমার থেকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। তারপর আবূ হানীফা বলেন তাঁর নিকটতম কে আছে? যার কথা থেকে আমি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। সম্ভবত: ঐসব কারনসমূহ আবূ জাফর আল মনসূরের নিকট পেশ করা হলো যেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাথে মোকাবিলা করে। তা প্রথমে রাষ্ট্রের মধ্যে ঘোষণা করা হল। খিলাফতের বড় বড় আলিমগণ হতে একদল তাঁর পথ অনুসরন করত: তাঁরা জিম্মাদরী নিলেন। যদি প্রত্যাখান করা হয়। যেন তা হতে মুক্তি পায়। আবূ জাফরের এ পথ ছাড়া অন্য[২]

---

১. (الطبعة, دار القلم: لبنان:بيروت)، الفقهاء لائمة ا امام النعمان حنيفة ابو ,سليمان الغاوجي, ৯ অ., পৃ. ২৫৮।
২. (الطبعة, دار القلم: لبنان:بيروت)، الفقهاء لائمة ا امام النعمان حنيفة ابو ,سليمان الغاوجي, ৯ অ., পৃ. ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

কোন পথ ছিল না। আল্লাহই ভাল জানেন। কারণ ইমাম সাহেব (রাহ.) দুনিয়া অন্বেষণকারী ও পদের জন্য লালায়িত ছিলেন না। তিনি দ্বীন এবং তাঁর নিজের ব্যাপারে কারও চাটুকারীতা করতেন না। ইমাম আবূ (রাহ.) অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি জানতেন কেন তাঁর ব্যাপারে শত্রুতামী করা হচ্ছে। তাকে সত্য কথা বলা থেকে কেহ বিরত রাখতে পারেননি। যদিও তাকে পৃথক করা হবে এ ধরনের ভীতিও প্রকাশ করা হতো। ইবন বজাজী তাঁর মানাকিব কিতাবে বলেন যোগাযোগকারীরা মনসুরের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। আল মনসূর তাদের উপর শর্ত আরোপ করে। মনসূর তাদেরকে নির্বাসন করতে বলে এবং তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়। আবূ জাফর আল মনসুর ফিক্হবিদগণকে একত্রিত করেন যাদের মধ্যে আবূ হানীফা (রাহ.) ছিল। তারপর বলে- রাসুল (সা.) কি সঠিক নন। তিনি বলেন- মুমিনদের উপর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আহলে মোচেল মুমীনদের উপর শর্ত আরোপ করে বলেছে তারা যেন আমার কাছে না আসে। এ জন্যে তারা আমার এক কর্মচারীর কাছে গেছে। আমারই কারণে তাদের রক্ত হালাল করা হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা হালাল বলা হচ্ছে। তখন এক ব্যাক্তি বলেন- আপনার হাততো তাদের নিকট আবদ্ধ, যা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য , আপনি ক্ষমা করলে, আপনি ক্ষমাকারীদের মধ্য হতে একজন, আর আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দিতে চান তাহলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া যাবে। আবূ হানীফাকে বলা হয় হে ওস্তাদ আপনি কি বলেন? আমার নবুয়তের খেলাফতের ও বায়ত আমানের বিপরীত। ইমাম সাহেব বলেন- আপনারা এমন লোকের উপর শর্ত আরোপ করেছেন যাদের উপর আপনাদের কোন মালিকত্ব নেই। আমি তাদের উপর শর্ত আরোপ করেছি, আমার উপর নয়। কারণ মুসলিমের রক্ত হালাল হয় না তিনটির মধ্য হতে যে কোন একটি কারণ ছাড়া।[১]

শেখ মুহাম্মাদ আবূ জাহরা (রাহ.) বলেন- ১৪৫ হি./ ৭৬২ খৃ. আবূ জাফর আবূ হানীফাকে ডাকলেন, তাকে প্রধান বিচারপতী পদে অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তাঁকে পুনরায় বলা হলো কাজী হওয়ার জন্যে এবং জিজ্ঞাসা করা হলো তাঁর কি অসুবিধে ফতোয়া প্রদান করতে। তখনও তিনি রাজী হলেন না। তাঁর উপর অন্যায় শাস্তি প্রবর্তিত হলো। তাকে মারা হলো, কয়েদ করা হলো । এটি ইতিবৃত্তের সার কথা।

---

১. (الطبعة, دار القلم: بيروت:لبنان).سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, ৯ অ., পৃ. ২৫৯।
২. (الطبعة, دار القلم: بيروت:لبنان).سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, ৯ অ., পৃ. ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিক্হ-র (Jurisprudence) সংজ্ঞা ও পরিচিতি

" فقه " এর শাব্দিক অর্থ: " الفقه حقيقة الشق والفتح والفقيه العالم الذى يشق الاحكام يفتش عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها- "

অর্থাৎ" فقه "এর শাব্দিক অর্থ হলো, উন্মোচন করা, স্পষ্টকরা, খোলা। একারণেই যে শর'ঈ বিধানকে (Divine Law) স্পষ্ট করে তার রহস্যকে উদঘটনা করে এবং জটিল মাসাঈলের সুষ্ঠু সমাধান করে তাকে ফকীহ (Jurists) বলে।[১]

" فقه- " الفقه لغة العلم بالشئ ثم خص بالعلم الشريعة " এর অভিধানিক অর্থ হলো যে কোন বস্তু বা বিষয় জানা, অবগত হওয়ার পরবর্তিতে এটা 'ইল্ম শরী'আতের সাথে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।" فقه الشئ فقها "বাবে" سمع "হতে বুঝা, অবগত হওয়া।
" فقه فقاهة " বাবে" كرم "হতে জানা, ফকীহ হওয়া।[২]

"علم فقه" "এর পারিভাষিক অর্থ বা সংজ্ঞা: শর'ঈর সংজ্ঞায়নে সামান্য মত পার্থক্য দখা যায়।

(ক)

"الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية"

অর্থাৎ যে শাস্ত্রের মাধ্যমে আদিল্লায়ে মুফাস্সালা (তথ্য কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াস) হতে শাখাগত শর'ঈ বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায় তাকে 'ইল্ম ফিক্হ বলে।[৩]

(খ)

"هو علم باحث عن الاحكام الرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الادلة التفصيلية "

(গ) কারো কারো মতে" الفقه مجموعة الاحكام المشروعة فى الاسلام "অর্থাৎ ইসলামে বিধিবদ্ধ বিধান সমষ্টির নাম 'ইল্ম ফিক্হ ।

(ঘ) আল্লাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহ.) বলেন," الفقه معقول من منقول " অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ হতে বিবেক বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ইলম ফিক্হ বলে।

সারকথা এই যে, ইল্মে ফিক্হ হলো মানব জাতির বিধিবদ্ধ জীবন- যাপন পদ্ধতি, রীতি নীতি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাবলীর সমষ্টির নাম। ইসলাম যে, মহৎ জীবনধারার

---

১. জামালউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন মানযূর, **লিসানুল আরব,** (**মাক্কাতুল মুকাররামাঃ** আল- মাকতাবাতুত তিজারিয়্যা, ১৯৯০; **ইরানঃ** নশরি কিতাব আল হাওযাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.), ১৩ খ., পৃ. ৫২২; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার), পৃ.৭।

২. মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী অনু., **তাফ্হীমুল কুদুরী শরহে আল্ মুখতাসারুল কুদুরী,** মূলঃ আবুল হুসাইন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল কুদূরী, (**বাংলাবাজার, ঢাকা :** আল আকসা লাইব্রেরী, ২০০৩ইং), পৃ. ৯।

৩. মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.), **শামী,** (**দেওবন্দঃ** মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা), ১ খ., পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

ঐশী রীতি নীতি এসেছে তথা সামগ্রিকজীবনের মহা উৎকর্ষতার সিলেবাস প্রাপ্ত হয়েছে তারই নাম ইলম ফিক্হ। হাদীস ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। আর এর প্রধান উৎস হল, পবিত্র কুরআন মাজীদ। হাদীস কুরআন মাজীদেরই ব্যাখ্যা। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ। আর হাদীস এর থেকে বিচ্ছুরিত আলো। কুরআন ইসলাম নামক বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড। আর হাদীস হল, এ কাণ্ডের শাখা ও প্রশাখা। কুরআন ইসলাম নামক দেহের হৃৎপিণ্ড। আর হাদীস এ হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। কুরআন মাজীদে মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। আর হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছ। পাঁচশ' আয়াত থেকে শরী'আতের বিভিন্ন মাসাইল উদ্ভাবিত হয়েছে। এমনিভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে তিন হাজার হাদীস থেকে ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন হুকুম আহ্কাম ও বিধি-বিধান।[১] প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ভাবিত ইসলামী আইন-কানূন ও বিধি-বিধানের এক সুবিন্যস্ত শাস্ত্রের নামই হল, ফিক্হ।[২]

দুধের মধ্যে যেমন মাখন মিশে থাকে তেমনি, কুরআন ও সুন্নার মধ্যেও ফিক্হ মিশে ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দ্বারা ফিক্হ শাস্ত্রের (Science of Jurisprudence) স্বতন্ত্র সত্তা সকলের সামনে তুলে ধরেন ।[৩]

ফিক্হ (فقه) শব্দটি আরবী। এটি " باب كرم ও باب سمع " এই দুই বাব হতে ব্যবহৃত হয়। " باب سمع " থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে জানা, জ্ঞাত হওয়া বা অবহিত হওয়া। যেমন বলা হয়" فقه فقها أى علم علما " আর " باب كرم " থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে ফকীহ্ হওয়া। যেমন বলা হয়" قد فقه فقاهة وهو فقيه من قوم فقهاء"।[৪]

ইমাম গাযালী (রাহ.) ফিক্হ-র পরিভাষিক অর্থের ইংগিতে বলেছেন, ফিক্হ হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান, উপলব্ধি, গভীল চিন্তা-ভাবনা ও দীনের ব্যাপারে গভীর ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি।[৫] বাস্তাব এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বানুসন্ধানী 'আলিমগণ 'ফকীহ' শব্দের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলেছেন,[৬]

"الفقه العالم الذى يشق الاحكام ويفتش عن حقائقها ويفتح ما اشتغلق منها"

"ফকীহ হচ্ছেন এমন 'আলিম, যিনি (চিন্তা-ভাবনা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে)

---

১. **নুরুল আনোয়ার,** (**দিল্লীঃ** সাঈদ কোম্পানী কুতুবখানায়ে রাশীদিয়া), পৃ. ৫।

২. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ১৯।

৩. ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, **আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ৬।

৪. জামালউদ্দীন, **লিসানুল আরব,** ১৩ খণ্ড, পৃ. ৫২২,।

৫. আবূ হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল গাযালী, মৃঃ ৫০৫ হি., **ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন,** (**কায়রোঃ** মাকতাবাহ লাযনা নাশল আল থাকাফা আল ইসলামিয়া, ১৯৩৭) ১ খ., পৃ. ২৪; M.Bousquet, **Ihya'' ouloum ed-din ou vivification de la foi,** (**Paris:** Max Besson, 1951); tr. by Shaykh Abdal- Hakim Murad, **The Revival of the Religious Sciences**,(**Cambridge:**The Islamic Texts Society,1995),P. 277.

৬. আবদুলমান্নান তালিব অনু.,**ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস**:মুহাম্মদ তাকীআমীনী,(**ঢাকা:**ইফাবা,).পৃ.১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আইনের উন্মোচন করেন এবং তা প্রকৃত তাৎপর্য (حقيقة) গুলো অনুসন্ধান করেন এবং অবোধগম্য ও জটিল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করেন।

প্রখ্যাত অভিধান বিশারদ আল্লামা আবূল ফযল জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাররাম ইব্ন মনযূর আফরীকী আল-মিসরী (রাহ.) বলেন,[১]

"الفقه العلم بالشيء والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر انواع العلم"

"ফিক্হ শব্দের (আভিধানিক) অর্থ হল, কোন কিছু সম্বন্ধে জানা ও বুঝা। পরে অন্যান্য 'ইল্ম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর শর'ঈ 'ইল্ম-র শ্রেষ্ঠত্ব, ফযীলত ও মাহাত্মের কারণে এর ব্যবহার শারঈ 'ইল্ম-র ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে হতে থাকে।"

শায়খ মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন হাসকাফী (রাহ.) 'দুররুল মুখ্তার' কিতাবে উল্লেখ করেন যে,

"فالفقه لغة العلم بالشيء ثم خص بعلم الشريعة وفقه بالكسر فقها علم وفقه بالضم فقاهة صار فقيها-"

"ফিক্হ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, কোন কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া ও জানা। পরে তা শারঈ বিষয়াদি জানার সাথে খাস হয়ে যায়। এ শব্দটি " باب سمع " থেকে ব্যবহৃত হলে এর " مصدر " (ক্রিয়ামূল) হবে " افقه "। অর্থ সে জেনেছে বা জ্ঞাত হয়েছে। আর " باب كرم "থেকে ব্যবহৃত হলে এর " مصدر "হবে " فقه فقاهة "অর্থ সে ফকীহ্ হয়েছে।"[২]

আল্লামা ইব্ন নুজায়ম (রাহ.) ও তৎপ্রণীত 'আল-বাহরুর রায়িক' গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩]

আল্লামা রশীদ রিযা মিস্রী (রাহ.) তৎপ্রণীত তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ শব্দটি কুরআন মজীদের বিশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে উনিশ স্থানে তা গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম 'ইল্মে র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪]

ঈরিভাষায় ফিক্হ কাকে বলা হয় এ সম্বন্ধে উলামায়ে কিরামের একাধিক অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। উসূলবিদ (اصولين) উলামায়ে কিরামের মতে :[৫]

"العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية"

"শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে শরী'আতের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্হ বলে।" এ সংজ্ঞায় বিস্তারিত প্রমাণাদি বলে কুরআন , হাদীস, ইজ্মা, ক্বিয়াস তথা শরী'আতের দলীল চতুষ্ঠয়কে বুঝানো হয়েছে।

---

১. জামালউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন মানযূর, **লিসানুল আরব,** ১৩ খ., পৃ. ৫২২।
২. **রাদ্দুল মুহতার আলাদ্দুররিল মুখতার,** (দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা), ১ খ., পৃ. ১১৮।
৩. **আল্ বাহরুর রায়িক,** (কোয়েটা, পাকিস্তানঃ মাকতাবায়ে রাশীদিয়্যা), ১ খ., পৃ. ৩।
৪. **ফাতাওয়া ও মাসাইল,** (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), ১ খ., পৃ. ৩।
৫. **রাদ্দুল মুহতার,** (দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা), ১ খ., পৃ. ১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হবিদ (فقهاء) উলামায়ে কিরামের মতে " حفظ الفروع "অর্থাৎ শরী'আতের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হুকুম আহ্‌কামের সংরক্ষণ করাকে ফিক্‌হ বলা হয়।[১] বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইব্‌ন খালদুও ফিক্‌হ একই রকম মতামত দিয়েছেন।[২]

সুফী সাধকদের মতে " الجمع بين العلم والعمل "- অর্থাৎ 'ইল্‌ম ও আমলের সমষ্টির নাম ফিক্‌হ।

এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (রাহ.) (২১-১১৯হি./৬৪২-৭৩৭খৃ.) বলেন ,[৩]
"الفقيه الزاهدى فى الدنيا الراغب فى الاخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه"
"যে ব্যক্তি পরকালমুখী কিন্তু ইহকাল বিমূখ, স্বীয় দ্বীনের প্রতি বসীরত সম্পন্ন অর্থাৎ সতর্ক দ্রষ্টা বা প্রত্যয়ী এবং স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে সদা নিয়োজিত এমন ব্যক্তিকে ফাকীহ্ বলা হয়।"

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.) ফিক্‌হর সংজ্ঞায় বলেন,[৪]

"الفقه العلم بالاحكام الشريعة العملية المكتسب من ادلتها التفصلية "

"শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হয়।"

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খৃ.) - এর মতে,[৫]
"معرفة النفس ما لها وما عليها "
"নফ্‌স ও আত্মার জন্য যে সব বিষয় কল্যাণকর এবং যে সব বিষয় কল্যাণকর নয় তা সহ নফ্‌স সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হয়।"

এ সংজ্ঞায় " اعتقادات " তথা আকীদা বিশ্বাস, " وجدانيات " তথা আখ্‌লাক ও তাসাওউফ এবং " عمليات "- তথা সালাত, সাওম, বেচা-কেনা ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জ্ঞানের প্রতিটি শাখা 'স্বতন্ত্র' রূপ পরিগ্রহ করে তখন আকইদ সম্পর্কিত 'ইল্‌মের নাম হয় ''ইল্‌মুল কালাম'। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত 'ইল্‌মে র নাম হয় ''ইল্‌মুত্ তাসাউফ' এবং আমলী জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নাম হয় ''ইল্‌মুল ফিক্‌হ'।

---

১. **রাদ্দুল মুহতার,** (**দেওবন্দ:** মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা), ১ খ., পৃ. ১- ১১৯।
২. Levy, Reuben (1957). **The Social Structure of Islam.** (**UK: Cambridge University Press.** ISBN 978-0521091824), P. 150; Wikipedia, **the encyclopedia** http://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh.
৩. **রাদ্দুল মুহতার,** (**দেওবন্দ:** মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা), ১ খ., পৃ. ১২৩।
৪. **আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,** (**পাকিস্তান:** আল মাকতাবাতুল হাক্কানিয়্যা), ১ খ., পৃ. ১৬, ।
৫. **প্রাগুক্ত,** ১ খ., পৃ. ১৫- ১৬,; **কাওয়াইদুল ফিক্‌হ,** (**দেওবন্দ:** আশরাফী বুক ডিপো) পৃ. ৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ফিক্হ- এর আলোচ্য বিষয় হল, মুকাল্লাফ তথা বালিগ ও জ্ঞানবান মানুষের কর্ম ও আমল। অর্থাৎ যেহেতু বালিগ-জ্ঞানবান ও মুকাল্লাফ মানুষের কর্মের স্তর ও ক্ষেত্র নিয়ে এ ইল্মে র মধ্যে আলোচনা করা হয় এবং তা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুস্তাহসান, মুবাহ্, জায়িয, নাজায়িয, হালাল-হারাম, মাকরূহ তাহরীমা ও মাকরূহ তানযীহী ইত্যাদি থেকে কোনটির অন্তর্ভূক্ত তা নির্দেশ করা হয়; তাই মুকাল্লাফ মানুষের কর্ম ও আমলই এই ইল্মে র বিষয়বস্তু। আর এই ইল্মে র লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল, " الفوز بسعادة الدارين " অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে কামিয়াবী ও সফলতা অর্জন করা।[১]

কুরআন-হাদীস এবং ফিক্হর পারস্পরিক সম্পর্ক

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, ফিক্হ কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্ন কিছু নয়। বরং কুরআন ও হাদীসের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে উদ্ভাবিত আমলী শরী'আতের বিধি-বিধানের নামই হচ্ছে ' ফিক্হ'।[২] পিতা-মাতার সাথে সন্তানের যে সম্পর্ক কুরআন ও হাদীসের সাথেও ফিক্হ-র ঠিক তদ্রূপই সম্পর্ক। উসূল ও ফুরূ' (اصول وفروع) - এর মাঝে পারস্পরিক যে সম্পর্ক কুরআন এবং হাদীসের সাথে ফিক্হ-র সেই একই সম্পর্ক। কুরআন ও হাদীস হল, শরী'আতের আসল (اصل) বা মূল। আর ফিক্হ হল, এর শাখা-প্রশাখা মাত্র। কুরআন ও হাদীস হল, ফিক্হ-র আদিল্লায়ে তাফসীলিয়্যা (ادلة تفصيلية) আর ফিক্হ হল, এর থেকে উদ্ভাবিত আমলী শরী'আতের বাস্তব বিধি-বিধান। ইলাহী হিদায়েত ও নবী শরী'আতের বাস্তবরূপ হল, এই ফিক্হ। ফিক্হ কুরআন ও হাদীসেরই বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা।

ফিক্হ ব্যতিরেকে কুরআন ও হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা এবং তা বাস্তবায়িত করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। মাসাইলে গায়রে মানসূসা (مسائل غير منصوصه) এর মধ্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে ফিক্হ-র আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আলিমগণ ফিক্হ-র যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তাতেও এ কথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা বলেছেন,[৩]

"الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية-"

"শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকেই ফিক্হ বলা হয়।"

---

১. আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ১ খ., পৃ. ১৭; আল-বাহরুর রাইক, (কোয়েটা, পাকিস্তান: মাকতাবায়ে রাশীদিয়্যা), ১ খ., পৃ. ৭;

২. Levy, Reuben (1957). **The Social Structure of Islam.** (UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0521091824), P. 150; Wikipedia, **the encyclopedia** http://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh.

৩. ইফাবা গবেষণা বিভাগ, **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই ফিক্‌হকে কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্ন কিছু ভাবার আদৌ কোন অবকাশ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দুধের মধ্যে যেমন মাখন মিশে থাকে, তেমনি কুরআন ও হাদীসের মধ্যেও ফিক্‌হ মিলে ছিল। সুনিপুণ কারিগর যেমন তার সাধনা ও মেহতের দ্বারা মাখন ও দুধের অস্তিত্ব সকলকে বুঝিয়ে দেয় তেমনিভাবে ফকীহ্‌ গণও কুরআন ও হাদীসে যে সব বিধি-বিধান অন্তর্নিহিত ছিল দীর্ঘ সাধনা ও গবেষণা করে সেগুলো তাঁরা উম্মাতের সামনে বিধিবদ্ধ আকারে ফিক্‌হ-র নামে পেশ করেছেন। যেমন অণু-পরমাণুতে এটমিক শক্তি পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত ছিলাম না। অবশেষে বিজ্ঞানীরা গবেষণার পর আমাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করেছেন যে, এতে এটমিক শক্তি (Atomic Energy) রয়েছে। অতএব বিজ্ঞানীদের গবেষণা যেমন নতুন কিছু সৃষ্টির নয়, এমনিভাবে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উদ্ভাবনও কুরআন -হাদীসের বিপরীত আলাদা নতুন কিছুর জন্ম দেওয়া নয়। মূলত কুরআন ও হাদীসেরই সহজ রূপায়ন হল, এই ফিক্‌হ। কাজেই দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, ফিক্‌হ-র উপর আমল করা প্রকারান্তরে কুরআন ও হাদীসের উপরই আমল করা। এ কারণেই ফিক্‌হ হাসিল করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বহু তাকীদ করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,[১]

"وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى
يحذرون الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم"

"মুমিনদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সমীচীন নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বের হয় না, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে ফিক্‌হ হাসিল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে-যাতে তারা সতর্ক হয়"।

উপরোক্ত আয়াতে " ليتفقهوا فى الدين " (যাতে তারা দীন সম্বন্ধে ফিক্‌হ হাসিল করতে পারে) বলে ফিক্‌হ হাসিলে প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এতে এ কথার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে যে, ফিক্‌হ হাসিল করা ব্যতিরেকে দ্বীনের উপর চলা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ফিক্‌হ যদি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত কিছু হতো, তাহলে পবিত্র কুরআন মজীদে ফিক্‌হ হাসিলের জন্য তাকীদ করা হতো না।

আল্লামা রশীদ রিযা মিস্‌রী (রাহ.) বলেন, ' ফিক্‌হ' শব্দটি কুরআন মজীদে সর্বমোট বিশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে উনিশ স্থানে তা গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম ইল্‌মে র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহপাক বলেন,[২]

"قال رب اشرح لى صدرى ويسرلى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى"

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সুরাঃ আততাওবাহ, আয়াতঃ ১২২।

২. **আল কুরআনুল কারীম,** সুরাঃ ত্বা-হা, আয়াতঃ ২৫-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

"মূসা বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে"।

যাদের অন্তরাত্মায় ফিক্‌হ-র যোগ্যতা নেই, অনুধাবন শক্তি নেই এবং নয় যারা গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম 'ইল্‌মে র অধিকারী তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখপূর্বক কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[১]

"ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون-"

"আমি তো বহু জিন্ন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তাদ্বারা তারা ফিক্‌হ হাসিল করে না অর্থাৎ উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তদ্বা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তদ্বারা তারা শ্রবণ করে না; তারা পশুর ন্যায় বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল"।

আরো ইরশাদ হয়েছে,[২] " لو كانوا يفقهون "

"আহা, যদি তারা ফিক্‌হ-র অধিকারী হতো অর্থাৎ বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতো"।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মুবারক যবান থেকেও ফিক্‌হ-র গুরুত্ব এবং ফযীলত সম্বন্ধে বহু হাদীস বিবৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,[৩]

"من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين"

"মহান আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান তাকে দ্বীনের ফিক্‌হ তথা গভীর জ্ঞান দান করেন"।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন,[৪]

"الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا"

"সোনা-রূপার খনিরাজির ন্যায় মানুষও খনি তুল্য। তাদের মধ্যে জাহিলিয়্যাত যুগে যারা উত্তম ছিল, ইসলামী যুগেও তারা উত্তম বলে বিবেচিত হবে, যদি তারা ফিক্‌হ তথা দ্বীনের গভীর জ্ঞান হাসিল করে থাকে।

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন :

"ان الناس لكم تبع وان رجالا يأتونكم من اقطار الارض يتفقهون فى الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا"

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাহ. আল আ'রাফ, আয়াতঃ ১৭৯।
২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাহ. আততাওবাহ, আয়াতঃ ৮১।
৩. **মিশকাত,** (**দেওবন্দঃ** মি'রাজ বুক ডিপো), পৃ. ৩২,।
৪. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

"(আমার পর) লোকজন তোমাদের অনুসারী হবে। আর দিক-দিগন্ত হতে লোকজন দ্বীনের বিষয়ে ফিক্হ হাসিল করার জন্য তোমাদের নিকট আসবে। যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দিবে"।[১]

আরো ইরশাদ করেন :

" فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد "

"একজন ফাকীহ্ (ফিক্হবিদ) শয়তানের জন্য হাজার আবিদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষাও ভয়ংকর।[২]

অপর এক হাদীসে আরো বর্ণিত রয়েছে:

"ما عبد الله عز وجل بشئ افضل من فقه فى الدين ولفقيه واحد اشد على الشيطان الفقه من الف عابد ولكل شئ عماد هذا الدين"

"বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার যত ইবাদত করে তন্মধ্যে ফিক্হ ফিদ্দীন তথা দীনি বিষয়ে ফিক্হ ও গভীর 'ইল্ম হাসিল করাই হল সর্বোত্তম ইবাদত। একজন ফকীহ্ শয়তানের জন্য হাজার আবিদ অপেক্ষাও ভয়ংকর। আর প্রত্যেক জিনিষেরই একটি স্ত স্ত রয়েছে। দীন ইসলামের স্তম্ভ হল, ফিক্হ"।[৩]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্নুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট দু'টি মজলিসের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন। (একটি ছিল দু'আর আর অপরটি হল ফিক্হ-র) তখন তিনি বললেন, উভয় মজলিসই ভাল কাজে আছে। তবে এত দু'য়ের একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম। এই যে দলটি (যারা দু'আয় মশগুল আছে) তারা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকছে এবং তার দিকে ধ্যাননিবিষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে তা পূর্ণ না করে তাদেরকে এর থেকে নিবৃত্তও রাখতে পারেন। কিন্তু এই যে (অপর) দলটি তারা ফিক্হ বা 'ইল্ম শিক্ষা করছে এবং মূর্খ ও জাহিল লোকদেরকে তা শিক্ষা দিচ্ছে, তারা (ঐ দলের তুলনায়) উত্তম দল। আর আমিও মু'আল্লিম তথা শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। এই বলে তিনি তাঁদের মাঝে বসে গেলেন।[৪]

এক হাদীসে আছে :

"مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة"

---

১. **মিশকাত**, (দেওবন্দ: মি'রাজ বুক ডিপো), পৃ. ৩৪।

২. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৩৪।

৩. **আওয়ারিফুল মা'আরিফ**, ১ খ., পৃ. ২২৫; **আসারুল ফিকহিল ইসলামী**, (লাহোর: দারুল মা'আরিফ), ১ খ., পৃ. ৮৩, ।

৪. **মিশকাত**, (দেওবন্দ: মি'রাজ বুক ডিপো), পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

"ফিক্হী মজলিস অর্থাৎ ফিক্হ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কিছু সময় বসা ষাট বছর নফল ইবাদত করার চেয়েও উত্তম"।[১]

হযরত 'উমর (রা.) (৩৯ হি.পূ.- মহররম ১, ২৪হি./ ৫৮৪- নভেম্বর ৭, ৬৪৪খৃ.) বলেন, [২]

"تفقهوا قبل ان تسودوا "

"তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগেই ফিক্হ হাসিল করে নাও।

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) (মৃ.৬৮হি./৬৮৭খৃ.)- এঁর জন্য দু'আ করে বলেছেন,[৩]

"اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاويل"

"হে আল্লাহ! আপনি তাকে দ্বীনের ফিক্হ দান করুন এবং তাকে কুরআনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত 'ইল্ম দান করুন"।

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) মহান আল্লাহর বাণী " كونوا ربانيين "-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : " كونوا حكماء علماء فقهاء " অর্থাৎ তোমরা বিজ্ঞ, আলিম ও ফকীহ্ হও।[৪]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ফিক্হ কুরআন ও হাদীসের বিপরীত কিছু নয়। বরং তা এমন একটি বিষয় যা শিক্ষার প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ রয়েছে। কাজেই 'ইল্ম ফিক্হ কুরআন ও হাদীস থেকে ভিন্নতর ও বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খৃ.) ই 'ইল্ম ফিক্হ লিপিবদ্ধ করে গোটা মানব জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দান করে হাদীস শরীফের উপর পূংখ্যানুপূংখ আমল করে গেছেন। পরবর্তীতে ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রাহ.) (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ খৃ.) , ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আল শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বাল (রাহ.) (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খৃ.) প্রমূখ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আবিষ্কৃত পথ অনুসরণ করে মুসলিম জাতির মহাকল্যানে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

---

১. মু'জামুল কাবীর তাবারানী, **আসারুল ফিকহিল ইসলামী,** ১ খ., পৃ. ৮৬।

২. **সহীহ বুখারী,** (ভারত : মুখতার এণ্ড কোম্পানী), ১ খ., পৃ. ১৭, ।

৩. **সহীহ্ বুখারী,** ১ খ.; **মুসনাদে আহমাদ,** ১ খ. পৃ. ৩২৮; **তরজুমানুস সুন্নাহ্,** ৪ খ., পৃ. ২৫৮; **আসারুল ফিকহিল ইসলামী,** ১ খ., পৃ. ৮৭, (লাহোর: দারুল মা'আরিফ)।

৪. **সহীহ্ বুখারী,** (ভারত: মুখতার এণ্ড কোম্পানী), ১ খ. পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ-র প্রয়োজনীয়তা

ফিক্‌হ আকবারের বিষয়াদির বর্ণনান্তে-মানবজীবনে যে ফিক্‌হ-র অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা আরম্ভ করা হচ্ছে: কারণ ঈমানের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে যা কিছুই অবতীর্ণ হয়েছে, সবকিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন- আল্লাহর একত্ব, সৃষ্টিজীবের সৃষ্টির মধ্যে ভিন্নতর আসমান ও জমিন সমূহের এবং দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে সব কিছুর উপর আল্লাহরই রাজত্ব এবং মালিকত্ব। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছে এবং মুক্ত ভাবে যা ইচ্ছে তা করতে পারেন, এই ভাবে যা কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে শরিয়তের দৃষ্টিতে ঈমান বা বিশ্বাস। রাসূলুল্লাহর পবিত্র বাণী, কর্ম এবং সম্মতিতে বিশ্বাস স্থাপন করা, ফেরেশতাদেরকে বিশ্বাস করা, আল্লাহ প্রেরিত কিতাব সমূহকে বিশ্বাস করা, সমস্ত নবী এবং রাসূলদেরকে বিশ্বাস করা, ওস্তাদ দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা- যেই দিন সব কিছু ন্যায় ভিত্তিক হিসাব নিকাশ করা হবে। তারপর বেহেশত এবং দোজখের এবং আল্লাহর রায় সমস্ত জীবনের উপর যথাযথ বাস্তবায়ন করা হবে, এ সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান সঠিক হবে না, যতক্ষণ না নি:সন্দেহে যথাযথভাবে অন্তকরণ করা না হয়। ঈমান শূন্য ব্যক্তির কোন ভাল বা কল্যাণমূলক কাজেই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। কারন ভাল কাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমান শূণ্য ব্যক্তির ভাল কাজ যেন সমুদ্রের মাঝে বালি দিয়ে ঘর বাঁধা। সেই ভাবে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন-তাদের ভাল কাজ হাশর ময়দানে উপস্থাপন করা হবে বটে কিন্তু সেই কাজ সমূহ ধূলি কনার ন্যায় এলো-মোলোভাবে উড়তে থাকবে। যে কোন ভাল কাজই হোক না কেন যেমন সততা, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজন এর সাথে ভাল সম্পর্কই থাকুক না কেন, যদি ঈমান না থাকে, তা'হলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এতে আশ্চর্য্য বা বিস্ময় হওয়ার কিছুই নেই কারণ আল্লাহর দরবারে ভাল কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, ঈমান, আর ঈমান হচ্ছে মূল ভিত্তি, ভিত্তি না হলে কি করে দালান দাঁড়াতে পারে?[1]

ফিক্‌হ শাস্ত্র মানুষের অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। ফিক্‌হ শব্দের অর্থ হচ্ছে কুরআন শরীফ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস শরীফের আলোকে কর্মময় জীবন উপলব্ধি করা এবং আলোচনা করা। তা এবাদতের ক্ষেত্রে হউক বা পরিবারের ক্ষেত্রে হউক। আর্থিক বা সামাজিক হউক, সম্পর্ক মুসলমানাদের মধ্যে হউক বা মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে হউক এবং নির্দেশাবালী যা দরিদ্র মৃত ব্যক্তির কল্যাণের লক্ষে জীবিতদের উপর প্রদান করা হয়েছে। সব বিষয়ে ব্যাপক

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة), ১ অ. পৃ. ১৫।
২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, ১ অ. পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করা হচ্ছে। শাব্দিক অর্থ-সর্বদা আল্লাহর স্মরণ কণ্ঠনালাতে রাখা কিন্তু এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হযরত আতা (রা.) পূর্ববর্তী আলোচনায় বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ইল্‌মের মজলিশ যেখানে হালাল এবং হারাম, ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। হযরত উমর (রা.) চরিত্র ছিল-যখন তিনি কোন লোককে বাজারে দেখতেন সে বেচা-কেনা করতেছে অথচ বেচা-কেনার নির্দেশাবলী তার জানা নেই, তখন হযরত উমর (রা.) তাকে মসজিদে নিয়ে আসতেন এবং তাকে শরিয়তের বিধানাবলী শিক্ষা দিতেন। যেই লোকের হারাম এবং হালাল সম্পর্কে জ্ঞান নেই, সেই রকম লোক হারামে নিমজ্জিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সে হারাম এবং হালালের সীমানা সম্পর্কে জানে না । হারাম এবং হালালের বিধানাবলী শরীয়তের আলোকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। যা মনগড়া নফসের এবং বুদ্ধির ভিত্তিতে সংগ্রহ বা সংকলন করা হয়নি। সুতরাং ফিকাহের জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু হারামের সাথে মিশে যাওয়ার সম্ভবনা প্রবল। যা মানুষকে ধ্বংস দেয়, "আল্লাহ হারামা থেকে রক্ষা করুন"! হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, হালাল এবং হারাম উভয় কুরআন এবং হাদীসের আলোকে পরিস্কার ভাবে যার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন এবং হাদীসের 'মহকমাত' অর্থাৎ পরিস্কার ভাবে যার বর্ণনা আছে, কিন্তু ব্যাখ্যা বা বর্ণনার প্রয়োজন হয় এমন শব্দ/বাক্যও রয়েছে, যা ইসলামের পরিভাষায় "মসতবেহাত" বলা হয়। যেই মসতবেহাতের সঠিক অর্থ 'অধিকাংশ লোকেই জানে না'। অত:পর সন্দেহ প্রবণ হয়ে গুনাহের ভয় দেখিয়ে একদল লোক ভাল কাজ করা থেকে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে অপর দল আয়াতে মসতবেহাত নিয়ে আলোচনা বা আমল করতে গিয়ে স্বল্প জ্ঞান হেতু অধিকতর হারামে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। যেমন উকিল তার ওকালতির কলা-কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে হারামের মধ্যে ডুবে যাওয়ার সম্ভবনা অধিক। বিদ্ধান ব্যক্তি এবং ফিক্‌হবীদদের কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা করেন না। অনেক সময় দেখা যায়, সুদখোর আজান্তে সুদ খায়, অনেকেই মুহরম মেয়েকে নিকাহ করে যা জিনায় পর্যবসিত হচ্ছে অথচ, সে জানেনা, অনেকেই সামাজিক কার্যাদি সম্পন্ন করতে গিয়ে হারাম উপায়ে মাল-দৌলত অর্জন করতেছে। যেমন কেহ অছিয়ত বা উইলের কাজ বা উত্তরিধারী বা ওয়ারিশদের কাজ এর সমাধান করতে গিয়ে এতিমদের প্রাপ্য বা হক খেয়ে বসতেছে, যা তাদেরকে দোজখে নিয়ে যাচ্ছে, যা তাদের সম্পূর্ণ অজান্তে হচ্ছে। যেহেতু তাদের কাছে ফিক্‌হ-র জ্ঞান নেই।[১]

ইসলামে ফিক্‌হ-র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কুরআন ও সুন্নাহর পরই ফিক্‌হ-র স্থান। শামী গ্রন্থের ভূমিকা অংশে উল্লেখ আছে যে,[২]

"ان الامة الاسلامية لا حياة لها بدون الفقه اذ هو مالم الحلال والحرام"

"ফিক্‌হ হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর জীবন, ফিক্‌হ ব্যতীত এ উম্মাতের জীবন বেঁচে থাকতে

১.(الطبعة, دار القلم: بيروت:لبنان),لائمة الفقهاء | امام ابو حنيفة النعمان ,سليمان الغاوجي, ১ অ. পৃ. ১৭।

২. শামী, (দেওবন্দ, ভারত : মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা), ১ খ., পৃ. ২২,।

Dhaka University Institutional Repository

পারে না। কেননা হালাল-হারাম বর্ণনার সুউচ্চ আলামত তথা মিনার হচ্ছে এই ফিক্হ"।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রাহ.) বলেছেন, কুরআন বুঝা হাদীস বুঝার উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে হাদীস বুঝাও ফিক্হ বুঝার উপর নির্ভরশীল। এ কারণে ওহী নাযিলের কালেই কুরআন মজীদে ফিক্হ হাসিলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,[১]

" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"

"তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বহির্গত হ না যাতে তারা দীন সম্বন্ধে ফিক্হ হাসিল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে; যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়"।

উপরোক্ত আয়াতে এক দল মানুষকে দীনি বিষয়ে ফিক্হ হাসিল করার জন্য বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে। সে হিসেবেই রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় ফিক্হী মজলিস করতেন এবং তাদেরকে ফিক্হ-র তালীম দিতেন। ফিক্হী মজলিসের ফযীলত বর্ণনা করে তিনি বলেন : [২]

"مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة"

"ফিক্হ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কিছু সময় বসা ষাট বছর নফল ইবাদত করার চেয়েও উত্তম"।

মসজিদে নববী থেকে তালীম প্রাপ্ত হয়ে সাহাবীগণও ফিক্হ চর্চা এবং ইজ্তিহাদ করেছেন। হাদীসের কিতাবে এর বহু নযীর বিদ্যমান রয়েছে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আহ্যাবের দিন (যুদ্ধ সমাপ্তির পর কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে) নবী করীম (সা.) বলেছেন, বনী কুরায়যার মহল্লায় না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌছার পূর্বে সালাত আদায় করব না।

আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখানেই সালাত আদায় করব, কেননা নবী করীম (সা.) এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় সালাতের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী করীম (সা.) এর নিকট উথাপিত হলে তিনি তাঁদের কোন দলকেই তিরস্কার করেন নি"।[৩]

---

১. **আল-কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আত তাওবাহ, আয়াতঃ ১২২।

২. তাবারনী মু'জামুল কাবীর; **আসারুল ফিক্হুল ইসলামী,** (লাহোরঃ দারুর মা'আরিফ), পৃ. ৮৬; ইফাবা গবেষণা, **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** ২০০৪ইং , পৃ. ৩০।

৩. **সহীহু বুখারী,** (দেওবন্দ, ভারত : মুখাতার এণ্ড কোম্পানী), ২ খ., পৃ. ৫৯১, ।

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, একদল সাহাবী لا يصلين احد العصر الا فى بنى قريظة হাদীসের শব্দের উপর আমল করেছেন। আর অপর একদল সাহাবী উক্ত হুকম থেকে এর علت (কারণ) বের করে এ কথা বলেছেন যে, নবী (সা.) এর উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হল, দ্রুত বনী কুরায়যায় পৌঁছে যাওয়া যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, রাস্তায় আসরের সালাতের সময় হলেও এখানে সালাত আদায় করা যাবে না। তাই তাঁরা রাস্তায়ই সালাত আদায় করে নিয়েছেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) কে ইয়ামেনের গভর্নর করে সেখানে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: " بما تقضى يا معاذ "- "হে মু'আয! তুমি কিসের ভিত্তিতে বিবাদ বিসম্বদের ফয়সালা করবে"? জবাবে তিনি বলেছেন: " بكتاب الله " "কুরআন মজীদের দ্বারা"। নবী করীম (সা.) বললেন : " فان لم تجد " "যদি সে ফয়সালাটি কুরআন মাজীদে না পাও তহালে"? জবাবে তিনি বললেন, " بسنة رسول الله " "তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নাহর আলোকে ফয়সালা করব"। নবী করীম (সা.) পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, " فان لم تجد " "যদি তাতেও তা না পাও তাহলে"? জবাবে তিনি বললেন, " اجتهد برائى " "তখন আমি আমার রায় এবং ফিক্হ এর দ্বারা ইজ্তিহাদ করব"। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে কোনরূপে তিরস্কার না করে বললেন:

"الحمد لله الذى وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله"

"সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের রাসূল তার প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দিয়েছেন যে ব্যাপারে রাসূল সন্তুষ্ট আছেন"।[১]

এতেও সাহাবায়ে কিরামের ফিক্হ চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একবার দুইজন সাহাবী সফরে বের হলেন। পথিমধ্যে সালাতের সময় হল।

তখন তাদের নিকট কোন পানিই ছিল না। তাই তাঁরা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। অত:পর নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকতেই তাঁরা পানিও পেয়ে গেলেন। তখন তাঁদের একজন উযূ করে সালাত দোহরিয়ে নিলেন। কিন্তু অপরজন উযূও করলেন না এবং সালাতও দোহরালেন না। অত:পর সফল শেষে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আসলেন এবং ঘটনা সবিস্তানে তাঁকে জানালেন। সব কথা শুনে তিনি "যে ব্যক্তি উযূ ও সালাত কিছুই দোহরায় নি তাঁকে বললেন : " اصبت السنة واجزاتك صلوتك " "তুমি সুন্নাহ মোতাবিক কাজ করেছো এবং তোমার আদায়কৃত নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট"।

---

১. মুসনাদে আহমাদ, নুরুল আনওয়ার, (দেওবন্দ, ভারত: আল-মাত্বাউল আশরাফী), পৃ. ২২৪, ।

Dhaka University Institutional Repository

আর যে ব্যক্তি উযূ করে তার সালাত দোহরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁকে তিনি বললেন :" لك الاجر مرتين " "তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব"।[১] এক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফিক্হ প্রয়োগ করে যে সাহাবী ইজ্তিহাদ করেছেন তিনি তাঁকেও কোনরূপ তিরস্কার করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে সব সাহাবী ফিক্হ-র ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি ও বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত 'উমর (রা.), হযরত আ'য়িশা (রা.) (ও. ৫৭ হি,/ ৬৭৭খৃ.), হযরত 'উসমান (রা.) (৩৫ হি.পূ.- মহররম ১৮, ৩৬ হি/৫৮০-জুলাই ১৭, ৬৫৬খৃ.), হযরত 'আলী (রা.) (যিলহজ্জ ১৩, ২০হি.পূ.- রমযান ২১, ৪০হি./ মার্চ ১৭, ৫৯৯- জানুয়ারী ২৮, ৬৬১খৃ.), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) (৩৩হি./৬৫৪খৃ.) , হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.), হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.), হযরত আবূ মূসা আ'শআরী (রা.), হযরত উবায় ইব্ন কাব (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) (মৃ.৬৮হি./৬৮৭খৃ.)। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যামানায় ফিক্হ ছিল, ফিক্হ-র চর্চাও ছিল, কিন্তু 'ইল্মে ফিক্হ এর বর্তমান রূপ তখন বিদ্যমান ছিল না। তাছাড়া ইসলামী আহ্কামের প্রকারভেদ তথা ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ের কোন বিতর্কও তখন হতো না। বরং তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা.) কেই অনুসরণ করে চলতেন। কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে নবী করীম (সা.) তা সমাধান করে দিতেন বা কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তা নিরসন করে দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের জীবনে সুসংহত অবয়বে স্বতন্ত্রভাবে কোন ফিক্হ শাস্ত্র প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় নি এবং প্রণীতও হয় নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালের পর ইসলাম যখন দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিভিন্ন তাহযীব তামাদ্দুনের মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে, ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহু নিত্য নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এ সব সমস্যার সমাধান কল্পে কুরআন ও হাদীসের উপর গবেষণা করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। সে প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করে আমলী শরী'আতের যে সব বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয় তা-ই হচ্ছে ফিক্হ।[২]

এ ছাড়াও আরো এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা ফিক্হ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে তীব্রতর করে তুলছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হল :

১. কুরআন ও হাদীসে মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিধি-বিধান এত নেই। উদারহণ স্বরূপ বলা যায় যে কুরআন ও হাদীসে নামাযের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যদি কারো নামাযে ভুল হয় অথবা কোন আমল ছুটে যায় তাহলে এ কথা বলার কোন উপায় নেই যে, তার উক্ত আমলের পর্যায়টি কী? তার নামায সহীহ্ হয়েছে কি হয় নি এবং কিভাবে এর প্রতিকার করতে হবে। এ জাতীয় বিষয়ের স্পষ্ট সমাধান কুরআন ও হাদীসে নেই, অথচ এ ধরনের সমস্যার সমাধানও আবশ্যক।

---

১. সুনানু আবূ দাউদ, (কলিকাতা, ভারত : দারুল ইশাআত ইসলামিয়্যা), ১ খ., পৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

২. কুরআন মজীদের কোন কোন স্থানে বাহ্যত বিপরীতমুখী দুই রকমের আয়াত রয়েছে। যেমন সূরা বাকারাহয় উল্লেখ রয়েছে,[১]

"والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا"

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় (ইদ্দতে) থাকবে"।

আবার সূরা তালাক্বের এক আয়াতে উল্লেখ আছে,[২]

"واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن"

"আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথমোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, যে মহিলার স্বামী মারা যাবে তার ইদ্দতকাল হবে চার মাস দশ দিন। চাই সে গর্ভবতী হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দতকাল হল সন্তান প্রসব হওয়ার সময় পর্যন্ত। ফলে উপরোক্ত আয়াত দু'টো থেকে কোন স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এতদুভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা একান্ত জরুরী। কেননা আল্লাহ্‌র কালামে বৈপরীত্ব থাকতে পারে না।

৩. অনুরূপভাবে এক আয়াতে রয়েছে,[৩] " فاقرءوا ما تيسر من القران " "কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ করবে"।

আর অপর আয়াতে রয়েছে যে,[৪]

"واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون"

"যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়"।

এই দুই আয়াতের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায়, নামাযে ইমাম এবং মুক্তাদী সকলকেই কিরা'আত পড়তে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের তিলাওয়াত কালে মুক্তাদী চুপ করে শুনবে। নিজে কুরআন তিলাওয়াত করবে না। এই দুই আয়াতের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা অপরিহার্য।

৪. কখনো কখনো কুরআন এবং হাদীসের হুকুমের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি পরীলক্ষিত হয়।

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল-বাকারাহ, আয়াতঃ ২৩৪।

২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আত-তালাক্ব, আয়াতঃ ৪।

৩. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল মুয্‌যাম্মিল, আয়াতঃ ২০।

৪. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আ'রাফ, আয়াতঃ ২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন কুরআন মজীদের রয়েছে,[১]

"فاقرءوا ما تيسر من القران"

"কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমার জন্য সহজ হয় পাঠ করবে"।

অথচ হাদীস শরীফে রয়েছে,[২]

"لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"

"সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার সালাত হয়নি"।

কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সালাতে ফাতিহা পড়া জরুরী নয়। কুরআন মজীদের যে কোন স্থান থেকে তিলাওয়াত করলেই নামায হয়ে যাবে। অথচ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ফাতিহা পাঠ করতেই হবে। সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাতই হবে না। এই দুই নসের (نص) মধ্যেও বাহ্যত অসঙ্গতি দেখা যায়। অতদুভয় নসের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক।

৫. এমনিভাবে দুই হাদীসের মধ্যেও বাহ্যত অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন এক হাদীসে আছে,[৩]

"لا صلوة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب"

"সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করল না তার সালাত হয় নি"।

আর অপর হাদীসে আছে,[৪]

"من كان له امام فقراءة الامام قراءة"

"সালাতে যার ইমাম রয়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করছে, ইমামের কিরা'আতই তার জন্য কিরা'আত অর্থাৎ তাকে আর ভিন্নবাবে কিরা'আত পড়তে হবে না"।

এই দুই হাদীসের মধ্যেও বাহ্যত বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতদুভয়ের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক।

৬. কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফে একাধিক অর্থবোধক শব্দও বহু ব্যবহৃত হয়েছে যা সামঞ্জস্য বিধানের দাবী রাখে। অন্যথায় আয়াত এবং হাদীসের উপর আমল করাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,[৫]

"والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء"

---

১. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল মুয্যাম্মিল, আয়াতঃ ২০।
২. **মিশকাত,** (দেওবন্দঃ মি'রাজ বুক ডিপো), পৃ. ৭৮,
৩. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৭৮।
৪. **সুনান ইব্ন মাজা,** (দেওবন্দ, ভারত : আশরাফী বুক ডিপো), পৃ. ৬১।
৫. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ আল-বাকারাহ, আয়াতঃ ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

"তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী তিন কুরূ (قروء) পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে"।

আভিধানিক অর্থে কুরূ (قروء) শব্দটি ঋতু (حيض) এবং পবিত্রতা (طهر) উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এ শব্দটি এখানে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রশ্নের সমাধান অবশ্যই অপরিহার্য।

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,[১]

"من لم يذر المخابرة فليوذن بحر من الله ورسوله"

"যে ব্যক্তি জমি বর্গা দেওয়া থেকে বিরত থাকে না সে যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকে"।

"مخابرة " অর্থ জমি বর্গা দেওয়া। জমি বর্গা দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কোন পদ্ধতি নিষিদ্ধ এখানে এর স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। অথচ হাদীসের উপর আমল করতে হলে এর স্পষ্ট বর্ণনা আবশ্যক।

৭. স্থান-কাল ও অবস্থায় পরিবর্তনের ফলে নতুন সমস্যার উদ্ভব হওয়া। ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তাই এ জাতীয় উদ্ভূত সমস্যার সমাধানও অত্যাবশ্যক।

৮. আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কিত সমুদয় জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান না থাকা। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ্ হতে সরাসরি মাস'আলা বের করে তদনুসারে আমল করতে হলে আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন মজীদের শানে নুযূল এবং হাদীসের শানে উরূদ জানতে হবে। জানতে হবে কোনটি খাস কোনটি আম, কোনটি মুজমাল, কোনটি মুফাস্সাল, কোনটি মুহ্কাম, কোনটি মুতাশাবিহ; কোনটি নাসিখ এবং কোনটি মানসূখ ইত্যাকার বিষয়াদি। অন্যথায় মাস'আলা উদ্ভাবন (استنباط) করা সম্ভব হবে না।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুই আয়াত, দুই হাদীস কিংবা এক আয়াত ও এক হাদীসের মধ্যে পরিলক্ষিত বাহ্যিক অসঙ্গতি নিরসন করা এবং সৃষ্ট ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধান অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দিলে ফকীহ্ গণ ইসলামী আইন শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে প্রণয়ন করেন ইসলামী আইন শাস্ত্রের এক মহামূল্যবান ভাণ্ডার যা আজ "ইল্মে ফিক্হ' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরী'আতে ফিক্হ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা যেমন অনস্বীকার্য তেমনিভাবে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য ফিক্হ অনুসরনের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর ফকীহ্ গণ এ ব্যাপারে একমত যে, দৈনন্দিন জীবনে আমলের জন্য 'প্রয়োজনীয় ফিক্হ' শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং 'ইল্মে ফিকহে বুৎপত্তি অর্জন করা ফরযে কিফায়া।[২]

---

১. সুনানু আবূ দাউদ, (ঢাকা : কুতুবখানায়ে রাশীদিয়া), পৃ. ৪৮৩।
২. আসারুত্ তাশরী, (লাহোর, পাকিস্তান: দারুল মা'আরিফ)।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ শাস্ত্রের (Science of Jurisprudence) ক্রমবিকাশ

ইসলামী ফিক্‌হ-র মূল উৎস হল, পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস। এই দুই উৎস মূলের ভিত্তিতে কাল পরিক্রমায় উদ্ভাবিত সমস্যাবলীর যে সমাধান ইজ্‌মা ও ক্বিয়াসের মাধ্যমে করা হয়েছে তাও ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে স্বীকৃত। প্রণিধানযোগ্য যে, ইসলামে ফিক্‌হর সূচনা এবং ফিক্‌হ-র চর্চা ওহী নাযিলের সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছে। তবে হি. দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এসে তা পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। পরবর্তীকালেও এর ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে।

যুগ-যমানার ভিত্তিতে ফিক্‌হ-র এ ক্রমবিকাশের ধারাকে আমরা ছয়টি যুগে ভাগ করা হয়[১]।

১. প্রথম যুগ : রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুবারক যুগ (তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে দশম হিজারী সন পর্যন্ত)।

২. দ্বিতীয় যুগ : কিবারে (كبار) সাহাবায়ে কিরামের যুগ। এই যুগ খোলাফায়ে রাশিদীরে সমাপ্তি লগ্নে এসে শেষ হয়েছে।

৩. তৃতীয় যুগ : সিগারে (صغار) সাহাবা ও তাবি'ঈনে কিরামের যুগ। এই যুগ খুলাফায়ে রাশিদ্বীনের সমাপ্তিকালের পর থেকে শুরু হয়ে হি. প্রথম শতকের শেষ সময় পর্যন্ত অথবা হি. দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

৪. চতুর্থ যুগ : ফিক্‌হ সংকলন, সম্পাদন ও ইজতিহাদের যুগ এবং 'ইল্‌মে ফিক্‌হ স্বতন্ত্র এক 'ইল্‌ম রূপ পরিগ্রহ করার যুগ। এ যুগেই ঐ সমস্ত মহান ফুকাহায়ে কিরাম এ ধরা পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদের অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য কীর্তি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। এ যুগে তাঁদের স্বনামধন্য শিষ্যবৃন্দও এ পৃথিবীতে এসে ফিক্‌হ জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক অনন্য খিদ্‌মত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ যুগ হি. তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত। অথবা চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫. পঞ্চম যুগ : ফিক্‌হ সংকলনের ও সম্পাদনের পূর্ণাঙ্গতার ও তাকলীদের যুগ এবং 'ইল্‌মে ফিক্‌হ মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ। আইম্মায়ে মুজ্‌তাহিদীন কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে যে সব মাস'আলা মাসাইলের উদ্ভাবন করেছিলেন এ যুগে এসে সে সব মাসাইলের তাহ্‌কীক (تحقيق) ও তাফতীশ (تفتيش) এর ব্যাপারে মুনাযারা এবং বাহাস বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। সর্বোপরি এ যুগেই সংকলিত হয়েছিল ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু গ্রন্থরাজি। আব্বাসী খিলাফতের যবনিকাপাত হওয়া এবং বাগদাদে তাতারিদের লোমহর্ষক আক্রমণ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এ যুগের বিস্তৃতি। অবশ্য এ সময়ের পরও মিসরে এ যুগের কিছুটা বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়।

---

১. **তারীখে ফিক্‌হ ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা),পৃ.১৬-১৭,।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ষষ্ঠ যুগ : খালিস তাক্‌লীদের যুগ। সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগের সূচনা হয়। মূলত এ যুগে ইজ্‌তিহাদ করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন লোক না থাকার কারণেইজ্‌তিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট লোক সকলেরই ইমামগণের তাক্‌লীদ করতে হয়। এ অবস্থা এখনও অব্যাহত রয়েছে।[১]

ফিক্‌হ-র বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি

বিবর্তনমূলক ক্রমোনানতির বিবেচনায় ইসলামী ফিক্‌হ-র চারটি যুগ চিহ্নিত করা যায়:[২]

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনকাল তথা ১০ হি./৬৩২খৃ. পর্যন্ত ফিক্‌হ-র প্রথম যুগ।

২. সাহাবা (রা.)-এর আমল তথা ৪১ হি./৬৬১খৃ. পর্যন্ত ফিক্‌হ-র দ্বিতীয় যুগ।

৩. বয়োকনিষ্ঠ সাহাবা (রা.) ও তাবেঈগণের আমল তথা হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল ৮১৩ খৃ. পর্যন্ত তৃতীয় যুগ।

৪. দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে চতুর্থ হিজরী শতকের প্রায় মধ্যভাগ ৮১৬-১০৪০খৃ. পর্যন্ত চতুর্থ যুগ।

প্রথম যুগ

জীবনের মৌল শক্তি ও গুণাবলীর বিকাশ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে ফিক্‌হ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্কিত ছিল। আইন প্রণয়ন বিচার-ফায়সালা ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। তাঁর প্রদত্ত ফায়সালা ও আইন কানুনগুলো আলোচিত এবং অনুসৃত হত অব্যশই, কিন্তু যথারীতি সংকলিত হয়নি। তৎকালীন জীবন যাত্রার প্রয়োজন জীমিত হবার কারণে এর তেমন প্রয়োজনও ছিল না।[৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আমল ছিল মানব জীবনের মৌল শক্তি ও গুণাবলীকে বিকশিত করার এবং ইসলামী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যুগ। এজন্য শরী'আতের শিক্ষা দান, গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রতিই ছিল সবার দৃষ্টি। তদুপরি তাদের উপর ন্যস্ত ছিল কাঠোর জিহাদের দায়িত্ব-সংযমের জিহাদ, প্রচারের জিহাদ, আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত জিহাদ। অন্যপক্ষে তখন লেখাপড়ার চর্চাও ছিল সীমিত-সাহাবা (রা.) কুরআন মজীদের আয়াতের অনুলিপি রাখতে, হাদীস লিখে রাখতে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বারণ করেছিলেন। একটি সৎ, সরল ও অনাড়ম্বর সমাজ জীবনের যে সব প্রশ্ন ও কল্যাণকর ব্যবস্থা হতে পার, সেগুলির বিশ্লেষণের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। এবং সাহাবা (রা.)-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই শিক্ষা বাস্তবায়নের মধ্যে।

---

১. শায়খ মুহাম্মাদ খিযরী বেগ মিসরী, **তারীখু তাশরীইল ইসলামী, (মিসর :**প্রফেসর জামি'আ মিসরিয়্যা); **তারীখে ফিক্‌হ ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তান:** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা),পৃ.১৬-১৭,।

২. আবদুল মান্নান তালিব অনু., **ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস,** মূল: মুহাম্মদ তাকী আমীনী, (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪ইং). পৃ. ৩৩।

৩. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.) এঁর যুগে ফিক্‌হ-র উৎস

হযরত (সা.)-এঁর যুগে ফিক্‌হ-র মাত্র দুটি উৎস ছিল।[১]

১. আল কুরআনুল কারীম,

২. রাসূল (সা.) এঁর ব্যাখ্যা,

কুরআনে মূলনীতি ও শাসনতান্ত্রিক বিধান ছাড়া একটি সংসমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও সমস্যাবলী ও আলোচিত হয়েছে। যখন যেসব প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেই অনুযায়ী কুরআনী বিধানও নাযিল হয়েছে। এই সাথে বিপদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যও বিধান এসেছে। যখন যেসব ওহী নাযিল হয়েছে, হযরত (সা.) তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন-বাচনিক। খুব জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনও তখন দেখা দেয়নি।

রাসূল (সা.) ও সাহাবীয়ে কিরামের (রা.) পবিত্র কাজের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এঁর কাজগুলি ছিল নিম্নরূপ:[২]

১. আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষা দেওয়া।

২. আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা দান। হিকমত শিক্ষাও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. উম্মতের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। এজন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারিত ছিল না। প্রদত্ত বিধি-বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে সাফল্য অর্জিত হতো। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর সাহচর্য এতই প্রভাবশীল ছিল যে, তাঁর অনুকরণের সমাজ জীবন সমস্ত কাঠোমোই পুরোপুরি বদলে যেতো।

৪. সমষ্টিগত জীবনের এমন প্রশিক্ষণ দান করা, যাতে জীবন পথের প্রতিটি মোড় ও প্রতিটি অবস্থান অতিক্রম করে,ইসলামী কার্যক্রম অনবরত এগিয়ে যেতে পারে।

৫. এমন একটি জামা'আত গঠন করা, যাতে নুবুওয়াতের অবসানের পর নবুয়াতের দায়িত্ব নুবুয়াতেরই নকশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দুনিয়া থেকে ঠিক তখনই বিদায় নিলে, যখন ইসলামের বুনিয়াদ সব দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে বলে, তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন।এক দিকে তিনি ইসলামী আইনের ভবিষ্যত সংকলনের প্রয়োজনে মিটবার পক্ষে পূর্ণ একটি কাঠামো তৈরি করে দেন এবং অন্যদিকে আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তিদের জন্যে কার্যকর পন্থা করে যান।

অন্যপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর কর্ম ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে তাঁরা যে কুরআন তা'লিম পেতেন তা মুখস্থ করা, বুঝা ও আমল করা। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাচনিক ও কর্মমূলক ব্যাখ্যাসমূহ নিজেদের জীবনে সংযোজিত করতেন। এ ছাড়া আত্মশুদ্ধি ও চারিত্র সংশোধনমূলক বিশেষ হিদায়াতসমূহকে তাঁরা মনেপ্রাণে অনুধাবন করতেন।

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী সম্পা., **উলূমুল ফিক্‌হ স্মারক গ্রন্থ,** (ঢাকা : শেখ জনূরুদ্দীন (রাহ.) দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরীপাড়া মাদরাসা), পৃ. ২৯।

২. আবদুল মান্নান তালিব অনু., **ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস,** মূলঃ মুহাম্মদ তাকী আমীনী, পৃ. ৩৪।

৩. **প্রাগুক্ত,** পৃ.৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় যুগ

রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব

বহুসংখ্যক বিজয় ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ধারার মুখোমুখি হবার কারণে এই যুগে নতুন নতুন বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী দেখা দেয়। অবস্থা ও যুগের দাবির প্রেক্ষিতে সমস্যাবলী সমাধানের নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথম যুগের যে বিধান-সমষ্টি মনের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত এবং বাস্তবে কার্যকর ছিল, সমকালীন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তার সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিল এবং তারা সেই সম্প্রসারণ এমনভাবে করলো যাতে অন্য কোন উৎস থেকে আলো ধার করার প্রয়োজন হল না।[1]

ফিক্‌হী মাসআলায় মতবিরোধ

কতিপয় ব্যাপারে এ যুগে সাহাবা কিরামের (রা.) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, করণ:

কুরআন মজীদের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ, যাতে বিধান দানেও মতপার্থক্য ঘটে। কয়েকটি অবস্থায় কুরআনের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য দেখা দিত :

ক. দ্ব্যর্থ বোধক আরবী শব্দের ব্যবহার, যেমন قرء (তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের 'ইদ্দত (عدة) সম্পর্কে ব্যবহৃত) । শব্দটিকে কোন কোন সাহাবী (হায়য حيض) অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং অন্যেরা একে গ্রহন করেছে তুহ্‌র (طهر পরিচ্ছন্ন অবস্থার) অর্থে।[2]

খ. আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াতের প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলে যথা: যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দত যে আয়াতে চারমাস দশ দিন বলা হয়েছে, সে আয়াতটির অর্থ ব্যাপক। ফলে গর্ভবতী নারীর স্বামীর মৃত্যুতেও ইদ্দতের একই বিধান বলে অনুমতি হয়। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী নারী সম্পর্কিত আয়াতের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার ইদ্দত নির্দেশ করা হয়েছে। গর্ভবতী নারীর স্বামী মারা গেলে সে কোন্ আয়াতের আওতাধীন হবে? তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন হবে? না সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত? কোনো কোনো সাহাবী প্রথম আয়াতটি অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন, কেউ দিয়েছেন দ্বিতীয় আয়তটি অনুযায়ী।

গ. স্থান ও কাল নির্ধারণের ব্যাপারে মতবিরোধ। অন্য সাহাবীদের সাথে হযরত 'উমর (রা.)-এর অধিকাংশ মতবিরোধ এই কারণেই হয়েছে।

২. কোন হাদীসে সম্পর্কে কতিপয় সাহাবীর অনবহিত থাকার কারণে ফতোয়ার বিভিন্নতা। সাধরণভাবে হাদীস হযরত (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-দের জানা ছিল, কিংবা এ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর 'আমল লোকদের সামনে ছিল। আবার কতিপয় হাদীস সম্বন্ধে বহু সাহাবী অনবহিত ছিলেন এবং এ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলও ছিল অল্প কয়েকজন সহাবীর জ্ঞাত, সন্যেরা ছিলেন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ

---

১. আবদুল মান্নান তালিব অনু., **ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস,** মূলঃ মুহাম্মদ তাকী আমীনী, পৃ. ৩৬।

২. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

অনবহিত। কারণ সাধারণভাবে হাদীস বর্ণনা করার রেওয়াজ তখন ছিল না। গ্রন্থাকারে হাদীস লিপিবদ্ধও ছিল না।

৩. কোন হাদীস যে সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সে সূত্রটি নির্ভরযোগ্য কি-না, এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের কাণে ফতোয়ার মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেয়।

৪. 'রায়' দানের ব্যাপারে মতবিরোধ। সাহাবীগণ (রা.) 'রায়' প্রদান করার ক্ষেত্রে "মাসালিহ" (مصالح জনকল্যাণ), দীনের মূলনীতি ও ফিক্‌হ-র প্রাণ তথঅ হিকমত-এ সবই দৃষ্টিপথে রেখেছিলেন। তাঁদের আমলে ফিক্‌হ-র নিয়ম-কানুন রচিত বা বিধিবদ্ধ হয়েছিল না। বিধান দানের ব্যাপারে استحسان (যুক্তি গ্রাহ্য না হলেও জনকল্যাণের বিবেচনা) এবং استصلاح (অবস্থা দৃষ্টে কল্যাণকামিতা)-এর নীতি গ্রহণের প্রমান সাহাবা (রা.)-এর আমলেও পাওয়া যায়। যদিও তাঁরা শীরয়তের বিভিন্ন বিধঅনের স্থান-কাল নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং নবুওয়াতের প্রকৃতির সাথে পরিচিতির মাধ্যমে শরী'আতের ব্যবস্থাকে হৃদয়ংগম করেছিলেন; তবুও সকল সাহাবা একই দৃষ্টিকোণ থেকে 'মাসালিহা' তাথা সার্বিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেবেন এমন কথা বলা যায় না। দৃষ্টিভংগীতে পার্থক্য দেখা দিত, ফলে ফতোয়ার মধ্যেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হত। ফিক্‌হ ছিল ঘটনা ভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী, তাই মতবিরোধ ছিল সীমাবদ্ধ। অন্যপক্ষে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিশ্চিয়তা অর্জন করার পর যে সমস্যার সমাধঅন করা হতো তার মধ্যে মতবিরোধেল অবকাশই থাকতো না।

এই যুগের সর্বাপেক্ষা ফকীহ এবং গভীর জ্ঞানীদের নাম নিচে দেয়া হলো:[১]

হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.), হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.), হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.), হযরত উবাই ইব্‌ন কা'আব (রা.) এবং হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.)।

মুসলিম জামা'আতে হক্ক ও বাতিলের বিভক্তি

এ যুগে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম জামা'আতের তিনটি ভাগে বিভক্তি ফিক্‌হ-র ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। দলগুলো হচ্ছে:[২]

১. প্রথম সম্প্রদায়, যাদের বিশ্বাস, হযরত (সা.)-এঁর পর হযরত 'আলী (রা.) ছিলেন খিলাফতের বৈধ অধিকারী এবং খিলাফত অবশ্যই আহলে বায়ত (اهل بيت নবী পরিবারের সদস্য)-দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। শিআ হিসেবে পরিচিত।
২. দ্বিতীয় সম্প্রদায়, যারা হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) ও ম'আবিয়া এ তিন জনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। খারীজী হিসেবে পরিচিত।
৩. তৃতীয় সম্প্রদায়, যারা ম'আবিয়ার দখল করা খিলাফত মেনে নিয়েছিল।

---

১. আবদুল মান্নান তালিব অনু., **ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস**, মূলঃ মুহাম্মদ তাকী আমীনী, পৃ. ৩৭।
২. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

মতবিরোধ রাজনৈতিক বা যে ধরনেরনই হোক না কেন, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বপক্ষীয়দের রেওয়ায়েত ও 'রায়' অধিকতর গুরুত্ব পেতে থাকলো, ফলে ফতোয়ায় বিভিন্নতা দেখা দিল।

তৃতীয় যুগ

ফিক্হ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ও ভিত্তিস্থাপন

এ যুগটি মু'আবিয়া-ইয়াযিদের অপশাসনামলে ৪১ হি./ ৬৬১ খৃ. সন থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ফিক্হ-র সংকলন, বিন্যাস ও লিপিবদ্ধ করার সমস্ত মালমসলা এ যুগের তৈরী হয়। এজন্য একে ফিক্হ-র বিন্যাস ও গ্রন্থনার ভিত্তি যুগ বলাই সংগত।

এ যুগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ফিক্হ-র উপরও প্রভাব বিস্তার করে,[১]

১. ফেরকাবাজির দরুন প্রত্যেক ফেরকার প্রবণতা হল, কোন কোন পর্যায়ে দলীয় লোকদের রেওয়ায়েত ও রায়কে অগ্রাধিকার দান করা।

২. কেন্দ্রর প্রতি আগের মতো আকর্ষণ না থাকার কারণে এবং এই সাথে ইসলামী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তাগিদে 'ওলামা ও ফকীহগণ বিভিন্ন বিজিত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তথায় বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের শিক্ষায় তবেঈদের একটি নুতন প্রজন্ম যোগ্যতার মাপকাঠিতে সাহাবীদের যোগ্য স্থলাভিষিক্ত প্রমাণিত হয়। তাঁদের মধ্যে কোনো তাবেঈ যথাযথই বিধান উদ্ভাবন ও ফতোয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সাহীবীগণের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

৩. হাদীস বর্ণনা ও শ্রবণ শিক্ষারীতি ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে থাকে। সাহাবীদের যুগে এ কাজটি কতকটা সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিধানগুলো তখন লোকদের সামনে বাস্তব কর্মরূপে মূর্ত ছিল, তাই হাদীস বর্ণনা তেমন প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু এখন রাসূল (সা.)-এর কথা, তকাজ ও জীবনধারা, যা সাহাবীগণ নিজেদের জীবনে চিত্রায়িত করে রেখেছিলেন, শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে যত ব্যাপকভাবে সম্ভব প্রচলিত করাই ছিল শরী'আতের কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার একমাত্র পথ। কাজেই সাহাবীগণ নিজেদের জ্ঞান সমস্ত হাদীস এবং নিজেদের পবিত্র জীবন ধারা তাবেঈদের হাতে সমর্পণ করেন। রাসূল (সা.)-এর অন্তর্ধানের পর তাঁদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সমাধান দিতে হয়েছিল তথঅ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মুসলিম মিল্লাত যে সব আকীদা এবং অনুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সাহাবা (রা.) সে সবই তাবেঈদের সামনে তুলে ধরেন।

৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আজমী (عجمى - অনারব) লোকদের একটি

---

১. **তারীখে ফিক্হ ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তান:** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা),পৃ.১৭৫; মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী সম্পা., **উলূমুল ফিক্হ স্মারক গ্রন্থ,** (ঢাকা : শেখ জনূরুদ্দীন (রাহ.) দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরীপাড়া মাদরাসা), পৃ. ৩৭-৩৮ ; আবদুল মান্নান তালিব অনু., **ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস,** মূল: মুহাম্মদ তাকী আমীনী, পৃ. ৩৮-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিরাট দল তৈরি হয়। তাঁরা ইসলামী বিশ্বের সমস্ত শহরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। যোগ্যতার দিক দিয়ে তারা আরবদের চাইতে কম ছিলেন না। বরং কোনো কোনো ঐতিহাজিকের মতে ফিক্‌হ ও হাদীসের ক্ষেত্রে আজমীদে অবদান ছিল আরবদের চাইতে বিশি। যদি বেশি না-ও হয়, তুল্য অবদানে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। এভাবে শরী'আত ব্যবস্থা অনুধঅবন, বিশ্লেষণ ও নতুন আঙ্গিকে চিন্তা করার যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় অনারব দেশের জন্য।

৫. 'রায়' ও হাদীস প্রয়োগের সীমারেখা নির্ধারণে মতভেদ দেখা দেয়। এর ফলে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি দল এমন সব হাদীসের ভিত্তিকে ফতোয়া দিতো, যেগুলি তাদের গোচরীভূত ছিল এবং যেগুলির সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর ছিল। এজন্য তাদের ফতোয়া দানের গণ্ডী ছিল তুলনামূলকভাবে সংকীর্ন ও সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় দলটি শরী'আতকে বুদ্ধি ও নীতি ভিত্তিকে মানদণ্ডে বুঝাতে চেষ্টা করতো এবং কোনো ক্ষেত্রে হাদীস না পাওয়া গেলে তারা 'রায়' এর আশ্রয় গ্রহণ করতো। এজন্য ফতোয়া দানেন ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি পরিসর প্রথমোক্ত দলটির তুলনায় ব্যাপকতর। হিজাযাবাসীগণের প্রবণতা ছিল প্রথমোক্ত দলটিকে অগ্রাধিকার দানের দিকে এবং তাদের কেন্দ্র ছিল মদীনা। আর দ্বিতীয় দলটির প্রতি অনুরক্ত ছিল ইরাকবাসীরা এবং তাদের কেন্দ্র ছিল কূফা। একথা সুস্পষ্ট, হিজাযবাসীদে পক্ষে হাদীসের সন্ধান করা যতটা সহজ ছিল ইরাকবাসীদের ততটা ছিল না। তবে সাহবীগণ বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন ছিল না, যাতে হাদীস ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর। এছাড়া প্রথম দলটির তুলনায় দ্বিতীয় দলটি তমদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার অধিকতর বৈচিত্র্য জনিত অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল অনেক বেশি। এখানে বাইরের প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। বিভিন্ন তমদ্দুন ও মতবাদের ধারক এখানে বেশি ছিল। এ কারণে দু'দলের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য হওয়া ছিল অনিবার্য। ফলে তাদের ফতোয়া ও ফায়সালার মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।[১]

ক্বিয়াস, ইসতিহ্‌সান ও ইসতিসলাহের ব্যাপক ব্যবহার

এ যুগে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ক্বিয়াস, ইস্‌তিহ্‌সান ও ইস্‌তিসালাহের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে। ফকীহগণের ওপর নতুন নতুন প্রশ্নের চাপ পড়ে অনেক বিশি। ফলে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। হাদীসপন্থী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এর কঠোর প্রবিাদ করেন। এমনকি তাঁরা ক্বিয়াসকে নাজয়িয গণ্য করেন। কিন্তু তাঁরা যদি ক্বিয়াসপন্থীদের মতো সমপর্যায়ে জীবনের সমস্যাদির মুখোমুখি হতেন তাহলে মতবিরোধের মধ্যে অনেকটা পার্থক্র দেখা দিতো। একারণে মতবিরোধের কঠোরতা বেশি দিন অব্যাহত থাকতে পারেনি। বরং কিছু দিন পরে তাদের শিষ্যদের মধ্যে পারস্পর ইল্‌ম চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে লাভবান হবার ধারবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়।[২]

---

১. আবদুল মান্নান তালিব অনু., **ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস**, মূলঃ মুহাম্মদ তাকী আমীনী, পৃ. ৩৯; মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী সম্পা., **উলূমুল ফিক্‌হ স্মারক গ্রন্থ**, পৃ. ৪০ ;

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্চেদ

যুগে যুগে রাষ্ট্রপরিচালনায় ফিক্‌হবিদগণের ভূমিকা

রাষ্ট্র পরিচালনায় ফিক্‌হবিদগণের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। প্রতিটি যুগেই তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনায় রাষ্ট্রপ্রধানদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁদের সঠিক দিকনির্দেশনা ছাড়া রাষ্ট্রশাষন করা খুবই দুরহ ব্যাপর ছিল। যদিও বর্তমান কালে রাষ্ট্রপরিচালনায় ফিক্‌হবিদগণের বিশেষ কোন ভূমিকা লক্ষ্য কারা যায় না কিন্তু এই রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি শুরুই করেছিলেন ফিক্‌হবিদগণ। আর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ্ঠ। নিম্নে বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রপরিচালনায় ফিক্‌হবিদগণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তুলে ধরা হল।

মহানবী (সা.) এঁর যুগে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

৬১০ খৃ. মহানবী (সা.) নবুয়্যাত[১] লাভ করেন। অত:পর তিনি ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করে ৬২২ খৃ. মদীনায় হিযরত করেন। মূলত শর'ঈ বিধি-বিধান সম্বলিত আল-কুরআনের আয়াতসমূহ তাঁর মাদানী যুগে নাযিল হয়। এ যুগে যেসব বিষয়ে কোন বিধান নাযিল হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) নিজেই সমধান দেন। এ যুগে ইবাদাত (العبادات), মু'আমালাত (المعاملات) ও হুদূদ (الحدود) বিষয়ে বিস্তারিত বিধান নাযিল হয়। আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন। মহানবী (সা.) এঁর মদীনা হিজরাতের পর 'মদীনা সনদ' এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। অত:পর এর প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের নিমিত্তে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। গ্রীকগণ কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের লধিকারী ছিল না। ফলে তারা আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় তা অনুভব করে নি। কিন্তু রোমানগণ কিছু আইন প্রণয়ন করেন। মুসলমানগণ বিশাল রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় মুসলিম ফিক্‌হবিদগণ সুসংবদ্ধ আইন প্রণয়ন করেন।[২] আল-কুরআনে আহকাম বিষয়ক আয়াত সংখ্যা শতাধিক। ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণ এসব বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আল-কুরআন হতে মাসায়িল ইস্তিম্বাত করেন। অনেক ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) নিজেই ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেন। ফলে মহানবী (সা.) এর যুগে 'রায়' কিংবা 'কিয়াসের' প্রয়োজন পড়েনি। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন অনুভূত হলে মহানবী (সা.) বিশিষ্ট সাহাবী ও ইয়েমেনের কাযী মু'আয ইবন জাবালকে 'রায়' প্রয়োগপ্রূর্বক ইজতিহাদের অনুমতি প্রদান করেন যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এ যুগে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। মহানবী (সা.) স্বয়ং উভয় বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রয়োজনবোধে তিনি ফকীহ্ সাহাবীদের[৩]

---

১. النبوة : نزل جبريل (عليه السلام) بالوحي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في غار حراء في شهر رمضان، نبوءة : نزلت الرسالة على محمد (صلى الله عليه ,وقد استمر نزول الوحي على رسول الله قرابة ثلاثة وعشرين عاما. وسلم) وهو في سن الأربعين، وقد جرت سنة الله في أرضه ورحمته بعباده أن يرسل إليهم رسولا يوضح لهم طريقه المستقيم إذا ضلوه ويهديهم سواء السبيل, http://dictionary.al-islam.com/, P. 5.

২. আহমাদ আমীন, **ফজর আল-ইসলাম,** (বৈরুত: দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৭৫), পৃ. ২৩৬।

৩. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, **ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা,** (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪ইং), পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। এ যুগে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারপতি নিয়োগ করেন।

খুলাফা আল-রাশিদূন[১] যুগে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :

১১ হি./ ৬৩২খৃ মহানবী (সা.) এঁর ওফাতের সাথে সাথে ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে মুসলিম বিজয়ের ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইরাক ও পারস্যে পারস্য সভ্যতা এবং মিসর ও সিরিয়ায় রোমান সভ্যতার প্রভাব ছিল। এসব অঞ্চলের আইন-কানুন, সামাজিক আচার-আচরণ, রাজস্ব ব্যবস্থা এবং দন্ডবিধি প্রভৃতি পরিপূর্ন ছিল না বিধায় সেগুলোর পরিবর্তে ইসলামী আইন প্রবর্তন ফিক্হশাস্ত্রবিবদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ আল-কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি ইজতিহাদ, ক্বিয়াস ও রায়-এর আশ্রয় নেন যাতে মহানবী (সা.) এর স্বীকৃতি ছিল।[২]

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) (হি.পূ. ৩৮- জমাদিউল আখের ২২, ১৩ হি./ ৫৮৩-আগষ্ট ২৩, ৬৩৪ খৃ.)[৩] এঁর খিলাফতকালে (১১-১৩হি./ ৬৩২-৬৩৪ খৃ.) মুরতাদ সমস্যা, যাকাত অস্বীকারকারী সমস্যা ও আল-কুরআন সংকলন সমস্যা প্রভৃতির উদ্ভব হলে তিনি 'ইজতিহাদ' ও 'রায়' প্রয়োগ পূর্বক এসব সমস্যার সমাধান দেন। 'উমর (রা.) প্রমুখ ফকীহ সাহাবী কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করলেও তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। মুনকিরীনে যাকাতের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলে হযরত 'উমর (রা.) মহানবী (সা.) এঁর হাদীস উদ্ধৃত করে তাঁর বিরোধিতা করেন। হযরত আবূ বকর (রা.) স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থেকে হযরত 'উমর (রা.) কে পক্ষে আনতে সক্ষম হন।[৪] পিতার মৃত্যুর পর ভাই ও দাদা জীবিত থাকলে কে উত্তরাধিকারী হবেন সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বিধান নেই। এ নিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) ও ফিক্হশাস্ত্রবিদদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। হযরত আবূ বকর (রা.) ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) এর মতে এমতাবস্থায় ভাই উত্তরাধিকারী হবে না। কিন্তু হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.), 'উমর (রা.) ও 'আলী (রা.)-এঁর মতে ভাই হবে।[৫]

---

১. الخلفاء الراشدون (11-40 هـ) : هم الخلفاء الأربعة الأولون، أعلام الأمة ورموزها، قادة الدعوة وحراسها، تولوا أمور الدولة الإسلامية عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم على التوالي: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب., Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Islamic Affairs, Endowments, **Da'wah and Guidance**, http://dictionary.al-islam.com/,

২. খতীব আল-তিবরযী, **মিশকাত আল-মাসাবীহ,** (দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, ১৩৭৫ হি.), পৃ. ৩২৪-২৫।

৩. أبو بكر الصديق (51 ق هـ-13 هـ/573-634 م) : (عبد الله بن عثمان بن عامر). أول من آمن بالرسول من الرجال وأول الخلفاء الراشدين (11-13 هـ/632-634 م)، صحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، واحتمل الشدائد، وبذل المال واستمر معه طوال إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها، بويع الخلافة : انتخب أبو بكر بالخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حارب أهل الردة والممتنعين عن الزكاة. الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بذلك أول الخلفاء الراشدين., Kingdom of Saudi Arabia, **Ministry of Islamic Affairs**, Endowments, Da'wah and Guidance, http://al-islam.com/,

৪. عن أبى هريرة قال لما توفى النبى(ص) واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمربن الخطاب لا بى بكر كيف تقاتل الناس .... فقال أبو بربكر والله لاقا تلن من فرق بين الصلاة والزكاة قال عمر فوالله ماهو الاارايت ان الله شرح صدر أبى بكر- **সহীহ আল বুখারী** (দেওবন্দ:কুতুবখানা রহীমিয়্যাহ,১৩৯৩হি.)১খ.,পৃ.১১৮।

৫. আহমাদ আমীন, **ফজর আল-ইসলাম,** (বৈরূত: দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৭৫) পৃ. ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব বিষয়টি অমীমাংসীত থেকে যায়। একই সময় গণীমতলব্ধ সম্পদ বন্টন বিষয়ে খলীফা ও ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। উমরের মতে মুহাজির ও আনসারগণ গণীমতের অংশ লাভে সমান হতে পারেন না। কারণ ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং ত্যাগ ও কুরবানীতে মুহাজিরদের অবদান বেশি। হযরত আবূ বকর (রা.) এর মতে ইসলাম গ্রহণে উভয় সমান মর্যাদাসম্পন্ন। এর উপর ভিত্তি করে হযরত আবূ বকর (রা.) এর খিলাফতকালে মুহাজির ও আনসার উভয়কে গণীমতের সমান অংশে প্রদান করা হলেও হযরত 'উমর (রা.) এর খিলাফতকালে তাঁদের মর্যাদার তারতম্যানুসারে তা বন্টন করা হয়।[১] আবূ বকর (রা.) শত ব্যস্ততার মাঝেও বিবদমান বিষয়ে ফয়সালা করতেন। প্রয়োজনে তিনি ফিক্‌হবিদদের সহযোগিতা নিতে। কোন বিষয়ে ফয়সালা দানের প্রয়োজন হলে প্রথমে তিনি আল-কুরআন, অত:পর মহানবী (সা.) এর সুন্নাহয় ফয়সালা তালাশ করে সে অনুযায়ী রায় ঘোষণা করতেন। কিন্তু আল-কুরআন সুন্নাহয় কোন ফয়সালা না পেলে তিনি মুসলিম মিল্লাতের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করে তাঁদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে ফয়সালা দিতেন।[২] জনৈক চোর একাধিকবার চুরি করলে তার হস্তপদ কর্তন করা হয়। পুনরায় সে চুরিতে ধরা পড়লে আবূ বকর (রা.) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার অপরাধের শাস্তিও ঘোষণা করেন।[৩]

হযরত 'উমর (রা.)[৪]-এর শাসনামলে (১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৪ খৃ.) তিনি আল-কুরআন, সুন্নাহ এবং আবূ বকর (রা.) কর্তৃক অনুসৃত রীতি অনুসরণ করেন। তিনি যোগ্য ফকীহ সাহাবী, বিশেষত হযরত আলী (রা.), যায়দ (রা.) প্রমুখের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। অনেক সময় তিনি মদীনার ফিকহশাস্ত্রবিদদের ডেকে সর্বসম্মত 'রায়' গ্রহণ পূর্বক ফয়সালা করতেন। অনেক সময় তিনি মদীনার ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের ডেকে সর্বসম্মত 'রায়' গ্রহণ পূর্বক ফয়সালা করতেন। তাঁর খিলাফতকালে সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করলে প্রশাসনিক সুবিধার্তে তিনি সকল অঞ্চলে আমিল নিয়োগ করেন। তিনি শুরায়হকে (মৃ. ৭৮ হি./ ৬৯৭ খৃ.) কূফায় এবং কা'ব ইব্‌ন সুরকে বাসরায় কাযী নিয়োগ করেন।[৫] তাঁর খিলাফতকালে ইরাকে সর্বপ্রথম কাযী নিযুক্ত হন সালমান

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

২. জালালউদ্দিন আল-সুয়ূতী, **মিফতাহ ফিল ইহতিজাজ বিস-সুন্নাহ,** (**মদীনা** : মারকায আল-শউন আল-দা'ওয়াহ, আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.), পৃ. ৬০, ইব্‌নল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ , **আ'লাম আল-মুয়াক্কি'ঈন 'আন রাব্বিল আলামীন,'** (বৈরুত: দারুল জিল), ১ খ., পৃ. ৫১।

৩. আল-সুয়ূতী : **তারীখ আল-খুলাফা,** (**লক্ষ্ণৌ** : ফখরুল মাতাবি), পৃ. ৭১।

8. عمر بن الخطاب (40 ق هـ23/584-644 م) : ثاني الخلفاء الراشدين (13 هـ/634 م)، أسلم قبل الهجرة بخمس سنين وبويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، ولاه أبو بكر القضاء في عهده فكان أول قاض في الإسلام، يضرب بعدله المثل، وهو أول من بدأ التأريخ بسنة الهجرة النبوية، أول من دون الدواوين في الإسلام، اتخذ بيت مال للمسلمين، في أيامه تم فتح الشام والعراق وافتتحت القدس والمدائن ومصر والجزيرة وخراسان وسجستان وقبرص., Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Da'wah and Guidance, http://dictionary.al-islam.com/, P. 2.

৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আল-তাবারী, **তারীখ আল-উমাম ওয়াল মুলুক,** (**কায়রো**: মাকতাবাতুল ইসতিকামাহ, ১৯৩৯), ৩ খ. পৃ. ৩০৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইবন রাবী'আহ আল-বাহিলী। পরবর্তীতে ইনি কাদিসিয়্যাহ ও মাদায়িনে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। হযরত 'উমর (রা.) তাঁকে বরখাস্ত করে শুরাহবীলকে নিয়োগ করেন। তাঁর পদচ্যুতির পর বাররাহ আল-কিন্দীকে নিয়োগ করেন। শুরায়হ ইব্নল হারিস আল-কিন্দী দীর্ঘদিন এই পদে বহাল থাকেন। যিয়াদ তাঁর স্থলে মাসরূক ইব্নল হারিস আল-কিন্দী দীর্ঘদিন এই পদে বহাল থাকেন। যিয়াদ তাঁর স্থলে মাসরূক ইব্নল আজাদাকে কাযী নিয়োগ করে তাঁকে বসরা থেকে বের করে দিলেও পরবর্তীতে তাঁকে আবার পুনর্বহাল করেন।[১] হযরত 'উমর (রা.) যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহনের জন্য শুরায়হকে নির্দেশ দেন। তাঁর খিলাফতকালে দু'জন মিলে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। হযরত 'উমর (রা.) ফয়সালা দেন যে, এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে দু'জনকে হত্যা করা যাবে না।[২] এ ব্যাপারে 'আলী (রা.) তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন :একাধিক ব্যক্তি একটি উট চুরি করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিলে তাদের প্রতেকেরই হাত কাটা যাবে। এতে 'উমর (রা.) স্বীয় মত প্রত্যাহার করে হযরত 'আলী (রা.) এর ফয়সালা গ্রহণ করেন এবং বলেনঃ যদি কোন লোককে হত্যা করার ক্ষেত্রে সা'আর প্রতিটি লোক অংশগ্রহণ করে, তবে আমি এজন্য তাদের প্রত্যেকের হাত কর্তন করবো।[৩] যুদ্ধে অধিকৃত ভূমি বন্টন প্রশ্নে 'উমর (রা.) এর সাথে ফকীহ সাহাবীদের দ্বিমত হয়। ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের পর বিলাল (রা.) কতিপয় সঙ্গী-সাথী নিয়ে বিজিত অঞ্চলেরর ভূ-সম্পত্তি বিজয়ী সৈনিকদের মাঝে বন্টন করার দাবি জানান। হযরত 'উমর (রা.) বলেনঃ উক্ত সম্পত্তি বন্টনযোগ্য নয়। প্রমাণ হিসেবে তিনি আল-কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন : এই সম্পদে ভবিষ্যত বংশধরদের ও অধিকার রয়েছে।[৪] তাছাড়া অসহায় এবং বিধবাদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যও এই সম্পদের প্রয়োজন। কিন্তু তাঁরা 'উমর (রা.) এর উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে একম হতে পারেননি। ফলে 'উমর (রা.) এ বিষয়ে ফকীহ সাহাবীদের পরামর্শ চান। মুহাজির সাহাবীদের মধ্য হতে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ উক্ত সম্পদ বন্টনের পক্ষে মত দেন। কিন্তু উসমান (রা.), আলী (রা.), তালহা (রা.), আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) প্রমুখ ফকীহ সাহাবী 'উমর (রা.) এর সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করেন। তিনি আনসারদের মধ্যে হতে ১০ জন ফকীহ সাহাবীর মতামত চাইলে তাঁরাও 'উমর (রা.) এঁর সাথে একমত হন। ফলে 'উমর (রা.) বিজিত অঞ্চলের উপর জিয্য়া (الجزية) কর আরোপ করেন এবং কূফা ও ইরাকের কর আদায়ের জন্য উসমান ইব্ন হানীফ (রা.)[৫]

১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বাহ, **উয়ূন আল-আখবার,** (মিসরঃ আল মুয়াস্সাসাহ আল মিসরিয়্যাহ আল আম্মাহ, ১৯৬৩), ১ খ., পৃ. ৬১।

২. ড. আ.ক.ম. **আবদুল কাদের, ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্হ চর্চা,** পৃ. ১৮৯।

৩. لو اشتمع اهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا **ইব্ন কায়্যিম,আ'লাম আলমুয়াক্কি'ঈন,** ১খ.,পৃ.২৫৬।

৪. والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخو اننا الذين سبقونا با لايمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رووف الرحيم -

৫. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম আবু ইউসুফ, **কিতাব আল-খারাজ,** (কায়রো : আল-মাকতাবাহ আল-সালাফিয়্যাহ, ১৩৯৬ হি.), পৃ. ২৫-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

কে নিয়োগ করেন। হযরত উসমান (রা.) (৩৫ হি.পূ.- মহররম ১৮, ৩৬ হি/৫৮০-জুলাই ১৭, ৬৫৬খৃ.)[১] এঁর শাসনামলে (২৪-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৬ খৃ.) প্রথম ছয় বছর শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়। এ সময় ইসলামের ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করে। উসমান (রা.) ইতোপূর্বে নিযুক্ত কাযীদেরকে স্ব-স্ব পদে বহাল রাখেন এবং নতুন নতুন অঞ্চলে কাযী ও আমির নিয়োগ করেন। আবুদ্ দারদা (রা.) ছিলেন তাঁর নিযুক্ত কাযীদের অন্যতম।[২] তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) কে কাযী নিয়োগ করতে চাইলে ইব্ন 'উমর মহানবী (সা.) এর হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন : ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকগণ আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না[৩] এবং প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত আলী (রা.)[৪] (যিলহজ্জ ১৩, ২০হি.পূ.- রমযান ২১, ৪০হি./ মার্চ ১৭, ৫৯৯- জানুয়ারী ২৮, ৬৬১খৃ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ। মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় ও প্রথম তিন খলীফার শাসনামলে তিনি ফিক্হ চর্চায় অনন্য অবদান রাখেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়ালী ও কাযী নিয়োগ করেন। আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলী (মৃ. ৬৯ হি./৬৮৯ খৃ.), উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, কুম ইব্নল আব্বাস ও আবূ আয়্যূব আল- আনসারী প্রমুখকে তিনি বসরা, বাহরায়ন, মক্কা, মদীনা প্রভৃতি অঞ্চলেরর কাযী ও ওয়ালী নিয়োগ করেন।[৫] হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর ফাত্ওয়াকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করতেন। হযরত আবূ বকর (রা.) এঁর শাসনামলে মক্কার কোন কোন অঞ্চলে পুরুষ কর্তৃক পুরুষ বিবাহের পূর্বপুরুষের-কু-রীতি সম্পর্কে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ খলীফাকে পত্রদ্বারা অবহিত করলে তিনি 'আলী (রা.)- এর ফাত্ওয়া অনুযায়ী উক্ত কাজে জড়িত লোকদেরকে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।[৬] তিনি তৎকালীন বিশ্বের রাজধানী কূফা নগরীকে 'ইলমের খনিতে পরিনত করেছিলেন।

১. عثمان بن عفان (47 ق هـ 35 هـ/577-656 م) : ثالث الخلفاء الراشدين (23 هـ/644 م) قرشي أموي، ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل، كان غنيا شريفا في الجاهلية، تزوج برقية ثم بأم كلثوم ابنتي النبي لذلك سمي بذي النورين، جمع القرآن، من أعظم أعماله تجهيز جيش العسرة في السنة التاسعة للهجرة وكان النبي قد غزا فيه تبوك، صارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب، فافتتحت في أيامه أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وإفريقية وقبرص، وأتم جمع القرآن، وهو أول من زاد في المسجد الحرام ومسجد الرسول، واتخذ نظام الشرطة والقضاء, Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Islamic Affairs, **Endowments, Da'wah and Guidance,** http://dictionary.al-islam.com/, P. 2.

২. আল-তাবারী : **তারীখ আল-উমাম ওয়াল মুলুক**, ৩ খ., পৃ. ৪৪০।

৩. يقول عبد الله بن همر سمعت رسول الله(ص) يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحرى انيتقلب منه كفافا - খতীব আল তিবরযী, **মিশকাত আল-মাসাবীহ**, পৃ. ৩২৫।

৪. علي بن أبي طالب (23 ق هـ 40 هـ/600-661 م) : رابع الخلفاء الراشدين (35-40 هـ/656-661 م)، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وصهره، من أبطال بدر وأحد وخيبر والخندق وحنين، بويع له بعد مقتل عثمان، كان من أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء. قاد معركة الجمل وصفين والنهروان., Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Islamic Affairs, **Endowments, Da'wah and Guidance,** http://dictionary.al-islam.com/, P. 2.

৫. আল তারাবী :**তারীখ আল- উমাম ওয়াল মুলুক,** ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১১৯।

৬. كتب خالدبن الوليد الى أبى بكر: انه وجدفى بعض نواحى العرب رجلاينكح كماتنكح المرأة فاستشارأبو بكر أصحاب سول الله(ص) وفيهم على وكان اشدهم قولا فقال: ايهذا الذنب لم يعص به امةمن الامم الا واحدة فصنع الله فيهم ما قد عثم - ارى انيحرقوا بالنار فكتب ابو بكر الى خالد ان يحرقوا فحر قوهم - তাহা জাবির আল উলওয়ানী, **উসূল আল-ফিকহ আল-ইসলামী,** (ই.এস.এ.: আল-মুয়াত্তা লিল আলমী লিল ফিকর আল-ইসলামী, ১৯৯৫), পৃ.২৫।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফায়ে রাশিদীন যুগে হযরত আবূ বকর (রা.) অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'উমর (রা.) এর উপর বিচার ফয়সালার দায়িত্ব অর্পণ করতেন ইনি ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক বিবদমান বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করতেন।[১] 'উমর (রা.) এর খিলাফতকালে কোন আমিল কিংবা কাযী কোন বিষয়ে ফয়সালাদানে ব্যর্থ হলে বিষয়টি খলীফাকে লিখে জানাতেন। খলীফা হজ্জের মৌসুমে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে ডেকে মক্কায় বিচারকার্য আঞ্জাম দিতেন। এ যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানকারী ফকীহ সাহাবীগণ স্ব-স্ব এলাকায় উদ্ভূত সমস্যাবলী ও অমীমাংসিত বিষয়াদি সমাধানকল্পে ফাত্ওয়া দিতেন।[২] এক্ষেত্রে তাঁরা আঞ্চলিক প্রথা ও কানুনকে সামনে রাখতেন। মদীনায় আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.), মক্কায় আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.), কূফায় আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)এবং মিশরে উবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনিল আস (রা.) ফিকহ ও ফাত্ওয়াচর্চা করেন। অনেক সময় তাঁরা শাসকবৃন্দের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.) অসুস্থ অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেন। এর কিছুদিন পর তিনি মারা যান। ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর উসমান (রা.) উক্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন।[৩] এই মাসয়ালায় তিনি 'আলী (রা.) মত অনুসরণ করেন।[৪] অনেক সময় খলীফা কোন বিষয়ে সমাধানে আসতে না পারলে ফকীহ সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন। জনৈক মহিলা নানী হিসেবে উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে আবূ বকর (রা.) এর নিকট মামলা দায়ের করলে তিনি বললেন :আল-কুরআন ও সুন্নাহর বিধা অনুযায়ী তুমি কোন সম্পদ পাবে না। তবুও আমি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবো। অত:পর তিনি ফকীহ সাহাবীদের নিকট বিষয়টি জিজ্ঞেস করেন। মুগীরাহ ইব্ন শু'বা বলেন : আমার উপস্থিতিতে মহানবী (সা.) নানীকে অংশ প্রদান করেছেন। আবূ বকর (রা.) বলেন: এ সময় তোমার সাথে আর কেউ উপস্থিত ছিল কি? মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ আল-আনসারী দাঁড়িয়ে বলেন : আমি এ সময় উপস্থিত ছিলাম। অত:পর আবূ বকর (রা.) উক্ত মহিলাকে অংশ প্রদান করেন।[৫]

---

১. **আল-মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক,** (দেওবন্দ : ইয়াসির নদীন এন্ড কোং), পৃ. ৩০০।

২. مالك انه بلغه انه كتب الى عمر بن الخطاب من العراق ان رجلاقال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر الى علمله ان مره ان يوافينى بمكةفى الموسم فبينا عمر يطوف بالبيت اذ لقيه الر جل فسلم عليه فقال عمر: من انت فقال انا الرجل الذى امرت ان اجلب عليك فقال عمر: ماردت .... اردت بذلك الفر اق فقال عمر بن الخطات - هوما اردت - **আল-মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক,** পৃ. ২০০।

৩. مالك انه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول بلغنى ان امرأة عبد الر حمن بن عرف سألته ان يطلقها ....فطلقها البتة او تطليقة لم يكن بقى عليها من الطلاق شئ غير ها وعبد الرحمن بن عوف يرمئذ مريضفوثها عثمان بن عفان بعد انقضاء هدنها - **প্রাগুক্ত,** পৃ. ২০৮।

8. مالك عن يحى بن سعيد عن محمد بن يحى بن حبان قال: كانت عندجبان امرأتان هاشمية ولنصارية فطلق الانصارية وهى توضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فا ختصما الى عثمان بن عفان فقضى لها بالمير اث فلامت الها شمية عثمان ـ فقال هذا عمل ابن عمك ولشار علينا بهذا على بن أبى طالب - **প্রাগুক্ত,** পৃ. ২০৮।

৫. عن قبيصة بن ذريب انه قال جائت الجدة الى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر مالك فى كتاب الله شئ وما علمت لك فى سنةرسول الله(ص) شيئا فارجعى حتى اسأل الناس ـ فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله(ص) اعطاها السدس فقال ابوبكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الانصارى فقال مثل ماقال المغيرة فانفذه لها أبو بكر الصديق - **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফায়ে রাশিদীন যুগে খলীফাদের সাথে ফিকহবিদদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁরা ছিলেন পারস্পরিক সহযোগী ও পপিূরক শক্তি খলীফাগণ নির্বাহী দায়িত্বের পাশাপাশি কাযী ও ফকীহর দায়িত্ব পালন করতেন। খলীফা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে কাযী নিয়োগ করতেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়ালীগণ খলীফারঅনুমোদনক্রমে কাযী নিয়োগ করতেন। কাযী ফিক্হশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলেও অনেক ক্ষেত্রে আইনের ব্যাখ্যার জন্য তাঁকে ফিক্হাশাস্ত্রবিদদের মুখাপেক্ষী হতে হতো। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাঁরা ফিক্হশাস্ত্রবিদদের মতামত গ্রহণ করতেন।[১]

উমাইয়্যা যুগ-শাসক ও ফিকহ্বিদগণ

উমাইয়্যা যুগে[২] (৪১-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খৃ.) দেশ জুড়ে প্রচন্ড বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। এ সময় ফকীহ সাহাবীগণ বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বসবাস শুরু করলে তাঁদেরকে কেন্দ্র করে ফিক্হ ও ফাত্ওয়াচর্চা শুরু হয। বিভিন্ন অঞ্চলেরর সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিধান ও প্রশাসনিক কাঠামোর কোন্টি ইসলামসম্মত আর কোনটি ইসলামসম্মত নয়, তা জানার জন্য সংশ্লিষ্ট মহল ফকীহদের দ্বারস্থ হয়। ইতোপূর্বে মিসর ও সিরিয়া রোমান আইন দ্বারা পরিচালিত হলেও ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে এখানকার শাসকবৃন্দ ও আইনবেত্তাগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।[২] এ যুগে অধিকাংশ ফকীহ শাসকবৃন্দের অন্যায় অত্যাচাওে জনগন অতিষ্ঠ ছিল। মিসরের শাসনকর্তা হাওসারাহ ইব্ন সুহায়ল অসুস্থ হয়ে পড়লে কাযী ইয়াযীদ ইব্ন আবী হানী (মৃ. ১২৮ হি./ ৭৪৬ খৃ.) তাঁকে দেখতে গেলে হাওসারাহ জিজ্ঞেস করেন। ছারপোকার রক্ত নিয়ে সালাত আদায় করা যাবে কিনা? কাযী জবাব দেন : যে প্রতিদিন কারণে-অকারণে মানুষ খুন করে, তাকে আমি এ ফাতওয়া দেব না।[৩] এ যুগে কাযী, আমির ও খলীফাগণ ফকীহদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ফাত্ওয়া জানতে চাইতেন। ফয়সালাদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁদের মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হতো। অবশ্য এ যুগে ইসলামী নীতিমালাবিরোধী বিধান কার্যকর করা হয়। আর এ সূচনা করে ক্ষমতালোভী মু'আবিয়া (২০হিপূ.-৬০হি. /৬০২-৬৮০খৃ.)।[৩] একদা তার নিকট কয়েকজন চোর ধরে আনা হলে সে একে একে সকলের হাত কর্তন করা শুরু করেন। সর্বশেষ ব্যক্তি একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি

---

১. জুরজী যায়দান, **তারীখ আল-তামাতদ্দ আল-ইসলামী,** (**বৈরুত :** দারুল মাকতাবাতিল হায়াত ১৯৬৭), ৪ খ., পৃ. ৪৭৯।

২. الخلفاء الأمويون (40-132 هـ/661-750 م) : هم سلالة الخلفاء المسلمين من بني أمية. أولهم معاوية بن أبي سفيان وآخرهم مروان الثاني. كانت عاصمتهم دمشق. تغلب عليهم العباسيون فانتقلوا إلى الأندلس وحكموا في قرطبة 138-422 هـ/756- 1031 م . أولهم عبد الرحمن الداخل. قضى عليهم ملوك الطوائف. http://dictionary.al-islam.com/, P. 2.

৩. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, **ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্হ চর্চা,** পৃ. ১৯২।

৪. মুহাম্মদ খুদারী বেক, **তারীখ আল-তাশরী' আল-ইসলামী,** (**বৈরুত :** দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫), পৃ. ১৬৪।

৫. আবুল হাসান আলী আল-মাওয়ার্দী, **আল-আহকাম আল-সুলতানিয়্যাহ ওয়াল ওয়্যালাত আল- দীনিয়্যাহ,** (**মিসর :** আল-মাকতাবাতুল মাহমূদিয়্যাহ আল- তিজারিয়্যাহ), পৃ. ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবৃত্তি করে তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে।[১] মু'আবিয়া বলে: আমি তো তোমার সকল সাথীর হাত কেটে ফেলেছি। এখন আমি কি করে তোমার হাত না কেটে ছেড়ে দোবা? এমতাবস্থায় চোর ব্যক্তিটির মা বললো : আপনি একে আপনার গুনাহের মধ্যে শামিল করে নিন, যা হতে তাওবা করে নিলে চলবে। এমতাবস্থায় তিনি হাত না কেটে চোরটিকে ছেড়ে দেয়।[২] এভাবে শাষকারর নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলতো। ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোন অমুসলিম কোন মুসলিমের ওয়ারিশ হতে পারে না। অপরদিকে কোন মুসলিম কোন অমুসলিমের ওয়ারিশ হতে পারে না। অন্যায় ভাবে ক্ষমতায় আসা মু'আবিয়া এই রীতি ভঙ্গ করে মুসলিমকে অমুসলিমের ওয়ারিশ ঘোষণা করে। অত:পর তার বংশধর উমাইয়্যা শাষকরা তা অনুসরণ করে। 'উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয (রাহ.) এঁর শাসনামলে পুনরায় ইসলামী নীতিমালার অনুসরণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে হিশাম আবর মু'আবিয়ার অনুসৃত নীতিমালা অনুসরণ করে যা সর্বশেষ উমাইয়্যা খলীফা পর্যন্ত চালু ছিল।[৩] ইমাম শা'বী (রাহ.) বর্ণনা করেন,[৪] "হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আবদুর রহমান ইব্‌ন উবায়দ আল-তামীমীকে ইরাকে পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। ... আবদুর রহমান লোকজনকে ঋণ অনাদায়ের কারণে বন্দী করতো, সিঁদেল চোরের পেট সিঁদ কাটার যন্ত্র দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিত, কাফন চোরকে জীবিত দাফন করে ফেলতো, কাউকে চোর বলে সন্দেহ হলে তিনশ বেত্রাঘাত করতো।" উপরোক্ত উদাহরণসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উমাইয়্যা যুগে এসব দন্ডাদেশ ও বিধান বাস্তবায়নে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি।

অধিকাংশ উমাইয়্যা শষাকই পূর্বপুরুষের নীতি অনুযায়ী অন্যায় অত্যাচার করছে। এদের মাঝে কেবল 'উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয (রাহ.) ই ইসলামী আইন কার্যকর করার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। ফলে উমাইয়্যা খলীফাদের হাতে ইসলামী আইনের বিকাশ খুব একটা হয় নি, বরং অধিকাংশ উমাইয়্যা খলীফাদের অধিনস্ত কর্মকর্তারা বিভিন্ন প্রকার ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা বিরোধী কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিল। মিসরের রাজস্ব কর্মকর্তা (عامل الخراج) উসামা ইব্‌ন যায়দ আল-তানূখী দুর্নীতি, অত্যাচার ও ইসলাম বিরোধী নীতিমালা বাস্তবায়নের অপরাধে 'উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয (রাহ.) তাকে বরখাস্ত করেন।[৫]

---

১. পংক্তিগুলো হলো:

يمين أمير المؤمنين اعيذها - تعفوك ان تلقى مكانا يشينها

يدى كانت الحسناء لوتم سترها - ولاتعدم الحسناء عيبا يبينها

فلاخير فى الدنيا ومانت حبيبة - اذا ما سمالى فارقتها يمينها -

২. আল-মাওয়ার্দী , **আল আহকাম আল-সুলতানিয়্যাহ,** পৃ. ২১৯, ইব্‌ন কাসির , **আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ফি আল তারিখ,** ৮ খ., পৃ. ১৩৬।

৩. ইব্‌ন কাসির , **আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,**৮ম খন্ড, পৃ. ১৩৯।

৪. ইব্‌ন কুতায়াবাহ, **উয়ুন আল-আখবার,** ১ম খন্ড, পৃ. ১৬

৫. وكان غاشا ظلوما معتديا فى العقوبات بغير ما انزل الله ويقطع الايدى فى خلاف مايؤمربه -

- রশীদ আখতার বাদবী, **'উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয,** (লাহোর : আহসান ব্রাদার্স, ১৯৫৮), পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

খলীফা হযরত 'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (রাহ.) এঁর ইনতিকালেন পর বণী উমাইয়্যাদের অত্যাচার পুনরায় বেড়ে গেল। সৎ কাযে আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করার মত পরিবেশ আর রইল না।[১] ১২০ হি./ ৭৩৮ খৃ. ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এর ইন্‌তিকালের পর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে অসংখ্য ছাত্রগণকে 'ইলম ফিক্‌হ দরস দেন। শিক্ষাদান ও ফাতওয়া রচনার কাজে মশগুল থাকায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অসাধারন জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সারাদেশেই তাঁর প্রভাব ছিল। বিশেষ করে ইরাকে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা ছিল নযীরবিহীন।[২]

হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফতকালে ইমাম যায়দ ইব্‌ন 'আলী ইবান হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রাহ.) উমাইয়্যাদের সংশোধনের জন্য প্রবল আন্দোলক গড়ে তুলেছিলেন। কূফায় উমাইয়্যা গর্ভনরের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি পরাজিত হয়ে ১২২হি./৭৪০খৃ. শহীদ হন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁকে আর্থিক ও মৌখিক সমর্থন দিয়েছিলেন। এরপর একদিন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ও তাঁর সাথী ফকীহ ইব্‌ন মু'তামার (রাহ.) এক স্থানে বসে চুপি চুপি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কথা বলতে বলতে এক পর্যয়ে তাঁরা কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার কারন জিজ্ঞাসা করলে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন,[৩] "আমরা ঐ যুগের কথা স্মরণ করলাম, যে যুগে অসৎ লোক সৎ লোকের উপর প্রাধান্য লাভ করছে এবং এই ঘটনাই আমাদের কান্নাকে বড়িয়ে দিয়েছে।"

ইমাম যায়দ ইব্‌ন 'আলী ইবান হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রাহ.) এঁর ইনতিকালের পর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রতি উমাইয়্যাদের শ্যেন দৃষ্টি নিপাতিত হয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারনে কোন অজুহাত ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস পেল না। অপরদিকে আব্বসীয়দের আন্দোলন তখন প্রবল হতে থাকে। সিরিয়ার শেষ শাসনকর্তা ছিলেন মারওয়ানুল হিমার (১২৭-১৩২ হি./৭৪৪-৭৫০ খৃ.)। সে আমীর ইবন হুভাইরাকে কূফার গর্ভনর নিযুক্ত করে। ইবন হুবাইরা কূফায় এসে অনেক ফকীহকে সরকারী পদ দিয়ে তাদের দলভূক্ত করে। উদ্দেশ্য উমাইয়্যাদের আত্যাচার ঢেকে ফেলা।[৪]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন তৎকালীন আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং তাঁকে সকল ফকীহগণ বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। ঐ পলিসি অনুযায়ী দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক ও ফকীহ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে ইয়াযীদ ইব্‌ন হুবায়রাহ ১৩০হি./৭৪৮খৃ. তাঁকে স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়।[৫]

---

১. আবু ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুলাহ্, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ৪৮।

২. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৫০।

৩. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৫১।

৪. আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, পৃ. ২১-২৪ ; ইব্‌ন খাল্লিকান, মৃ. ৬৮১হি.,**ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান**, ৫ খ., পৃ. ৪১। আবদুল আল বার্, **আল ইনতিকা**, পৃ.১৭১।

৫. Edited by M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy**, (Pakistan) Ch.34, P. 686.

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় ইব্‌ন আবী লায়লা, ইব্‌ন শুবরুমাহ, দাউদ ইব্‌ন হিন্দ প্রমুখ প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা এই প্রস্তাবে সম্মত হননি কারন তিনি বুঝতে পেরেছিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করে বিভিন্ন অন্যায় অনুমতি আদায় এবং অর্থমন্ত্রী করে অন্যায় ভাবে চাপের মুখে তাঁকে দিয়ে অর্থ খরচ করানো ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বরাবরই উমাইয়্যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে ইয়াযীদ তার অত্যাচারী স্বভাব বশত: তাঁকে বন্দী করে তাঁর দৈহিক নির্যাতন চালায়। বন্দীদশা হতে মুক্ত হয়ে তিনি মক্কা ও মদীনায় চলে যান এবং সেখানে তিনি দুই বছর ছিলেন। পরবর্তীতে উমাইয়্যাদেও পতনের পর আব্বাসীয় খলীফা আল-মানসূরের শাসনামলে কূফা ফিরে আসেন।[১] এ প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

উমাইয়্যা শাষক ওয়ালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ও তৎপরবর্তী উমাইয়্যা খলীফাগণ নৃশংশ অত্যাচারী ও ইসলাম বহি:ভূত কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল।[২]

এ যুগে স্বতন্ত্র মাযহাব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যপকভাবে অনুভব হয়। একেতো উমাইয়্যাদের কুৎসিত বহি:প্রকাশ তার উপর তখন পর্যন্ত বিভিন্ন মাসআলার সঠিক ব্যখ্যা না থাকা নতুন নতুন জটিল সমস্যার সমাধান সহজেই না পেয়ে মানুষের ঈমানী শক্তিও নরবরে হচ্ছিল। বিভিন্ন নতুন দেশে নতুন মুসলিমদের বিধর্মী পূর্বপূরুষ ও প্রতিবেশীদের সমালোচনায়ও পরতে হচ্ছিল। এ সময় ফিক্‌হ রচনা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। তাই ১২৪ হি./৭৪২খৃ. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে সেরা ৪০ জন ছাত্রকে নিয়ে ফিক্‌হ বোর্ড গঠন করে 'ইল্‌ম ফিক্‌হ রচনা শুরু করেন। তিনি কিছু লেখা সম্পন্ন হলেই তিনি তা সমগ্র দেশে পাঠিয়ে দিতেন।

প্রাথমিক আব্বাসী যুগ[৩]: শাসকবৃন্দ ও ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণ

প্রথম আব্বাসী খলীফা আবুল আব্বাস আল-সাফফাহ্‌ (১৩২-১৩৭হি./৭৫০-৭৫৪ খৃ.) ১৩২ হি./ ৭৫০ খৃ. কূফার মসজিদে বসে নিজেকে খলীফা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে দীনের ধারক ও বাহক বলে ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি জনগণের নিকট আল-কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং শূরাভিত্তিক শাসন পরিচালনারও প্রতিশ্রুতি

---

১. আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** পৃ. ২১-২৪ ; ইব্‌ন খাল্লিকান, মৃ. ৬৮১হি.,**ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান,** ৫ খ., পৃ. ৪১। আবদুল আল বার্‌, **আল ইনতিকা,** পৃ.১৭১ ; Edited by M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy, (Pakistan)** Ch.34, P. 686..

২. ইব্‌ন কাসীর : **আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ফি আল তারিখ,** ১০ম খন্ড, পৃ. ১১৪।

৩. الخلفاء العباسيون (132-656 هـ/750-1259 م) : سلالة تولت الخلافة بعد الأمويين، ينتمون إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. اندلعت الثورة العباسية في خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني بعد نصف قرن من الدعاية السرية 130 هـ/748 م. بلغت الإمبراطورية الإسلامية في عهدهم أوج عزها. أول خلفائهم أبو العباس السفاح. خلفه أبو جعفر المنصور فقضى على الثورات ووطد أركان الدولة وبنى العاصمة بغداد فشهدت نهضة علمية وحضارية وأدبية امتدت في القرون الوسطى. ثم بدأت الدولة تأخذ في الضعف والانحلال وبدأت تنشأ دويلات صغيرة منها الطولونيون والإخشيديون والفاطميون. قضى المغول على الخلافة العباسية. وقتل هولاكو آخر خلفائهم المستعصم, Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Islamic Affairs, **Endowments, Da'wah and Guidance,** http://dictionary.al-islam.com/, P. 2.

Dhaka University Institutional Repository

দেন।[১] কিন্তু অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর শাসনকাল অতিবাহিত হয়। আবূ জা'ফর আল-মানসূরের শাসানামলে (১৩৭-১৫৯ হি./ ৭৫৪-৭৫৫ খৃ.) সাম্রাজ্যে সকলে শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসার আশা করে। আব্বসীয়রা পারসিকদের সহযোগীতায় ক্ষতমতায় এসে প্রথম থেকেই তাঁরা ইসলামী নীতিমালার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখায়। কিন্তু পরবর্তীতে ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের তারা নিজেদের সুবিধা মত ব্যবহার করতো। যা ইমাম আবূ হানীফা প্রথম থেকেই অনুধাবন করেছিলেন।

কূফায় মসজিদে আল-সাফ্‌ফাহ্‌র খিলাফতের বায়'আত অনুষ্ঠানের সময় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মক্কা অবস্থান করছিলেন। উমাইয়্যাদের নৃশংশ নির্যাতন ভোগ করায় ইমাম আবূ হানীফার আব্বাসীদেরকে সমর্থন দান করা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি খিলাফতের প্রকৃত হক্বদার মদীনায় আব্বাসী বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আওলাদে রাসূল মুহাম্মদ নাফসু যাকিয়্যার সহোদর ইবরাহীমকে আর্থিক সহযোগিতা দান করেন এবং বিজয়-পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দান পূর্বক পত্র দেন।[২] ইমাম মালিকও আল-মানসূর কর্তৃক জবরদস্তিমূলক বায়'আত গ্রহণকে শরী'আত বিরোধী বলে ফাতওয়া দেন। ফলে মদীনার অধিবাসীগণ নাফসু যাকিয়্যার হাতে বায়'আত হয়। ফলে এ সময় ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সাথে সাথে ইমাম মালিক শাসকবৃন্দ কর্তৃক নির্যাতিত হন।

আব্বাসী খলীফাগণ দ্বীন (ধর্ম) ও সিয়াসতকে (রাজনীতি) একীভূত করার চেষ্টা করেন এবং ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদেরকে এ কাজে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেন। আব্বাসী খিলাফতের প্রথম হতেই সুফয়ান আল-সাওরী (মৃ. ১৬১ হি./৭৭৮ খৃ.), শুরাইক ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-নাখঈ (মৃ. ১৭৭ হি./৭৯৩ খৃ.) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদির রহমান ইবনি আবী লায়লা (মৃ. ১৪৮ হি./৭৬৫ খৃ.) প্রমূখ ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ আব্বাসী প্রশাসনকে ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা চালান। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইন্‌তিকালের পর তাঁর প্রখ্যাত শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (মৃ. ১৮২ হি./৭৯৮ খৃ.), আল-মাহদী (১৫৯-১৬৭ হি./ ৭৭৫-৭৮৫ খৃ.) ও আল-হাদীর (১৬৯-১৭০ হি./ ৭৮৫-৭৮৬ খৃ.) শাসনামলে কাযী এবং হারুন-অর-রশীদের শাসনামলে (মৃ. ১৭০-১৯৪হি./ ৭৮৬-৮০৯ খৃ. কাযীউল কুযাত (قاضی القضاة) প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাঁর মাধ্যমে হানাফী মাযহাব রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এরপরই দেশে সুশাষন ফিরে আসে। আবূ হানীফার (রাহ.) বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নল হাসান আল-শায়বানী[৩]

---

১. ইব্‌ন কাসীর : **আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ ফি আল তারিখ,** ১০ম খন্ড, পৃ. ৪০-৪১।

২. পত্রখানি নিম্নরূপ:

امابعد قانى قد جهزت اليك لربعة الاف درهم رلم يكن عندر غيرها - ولو لا امانات عندى للحقت بك - فاذا لقيت القوم وظفرت بهم فافعل منا فعل ابوكما فعل ابوك فى اهل صفين - اقتل مدبر هم واجهز على جريحهم ولا تفعل كما فعل ابوك فى اهل الجمل فان القوم لهم فئة - সাইয়্যিদ রঈস আহমদ জাফরী, **সীরাত আয়িম্মা-ই-আরবা আহ,** (দিল্লী : তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬), পৃ. ৫৫।

৩. ইব্‌ন খাল্লিকান : **ওফায়াতুল আ'য়ান,** ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

(মৃ. ১৮৯ হি./৮০৫ খৃ.) হারুন অর-রশীদের দরবারে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন তিনি বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে খলীফা শোক জ্ঞাপন করেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শিষ্যদের কদর সবচেয়ে বেশী ছিল এবং বিভিন্ন দেশে তাঁদেরকেই বিচারপতী নিয়োগ করা হত।

খলীফা হারুন-অর-রশীদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ইমাম আবূ ইউসুফের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।[১] একদা স্ত্রী যুবায়দার সাথে মতবিরোধের এক পর্যায়ে রাগান্বিত হয়ে খলীফা শপথ করে স্ত্রীকে বলেন যে, আগামী রাত থেকে খলীফার সাম্রাজ্যের বাইরে কাটাতে হবে। নতুবা সে তালাকপ্রাপ্তা বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে খলীফা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর এ বিষয়ে ফকীহদের ফাত্ওয়া জানতে চান। কিন্তু কেউই সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারেনি। কিন্তু ইমাম আবূ ইফসুফ (রাহ.) (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.) ফাত্ওয়া দেন যে, যুবায়দাকে একরাত মসজিদে কাটাতে হবে। কারণ মসজিদ খলীফার সাম্রাজ্যের বাইরে। প্রমাণ হিসেবে তিনি " ان المسا جدلله "শীর্ষক আল-কুরআনের আয়াতটি উপস্থাপন করেন।[২]

প্রাথমিক আব্বাসী যুগে শাসকবৃন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করতেন বলে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এবং তাঁর সাথে সুফয়ান আল-সাওরী (৯৫-১৬১ হি./৭১৪-৭৭৮ খৃ.), যুফার ইব্‌নল হুযায়ল, হায়াত ইব্‌ন শুরায়হ, মিস'আর ইব্‌ন মিকদাম, সুলায়মান ইব্‌ন মু'তামির, ওয়াকী, লাইস ইব্‌ন সা'দ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওহাব ও আবূ খুযায়মাহ প্রমূখ ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ কাযীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফকে (রাহ.) (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.) এক পত্রে লিখেন : "খলীফাদের দরবারে যাতায়াত যত কম হয়, ততই মঙ্গল। তাঁদেরকে এড়িয়ে চলাই উত্তম"। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তাঁদের দরবারে না যাওয়া উচিত। শাসকবৃন্দ তোমাদেরকে কাযী নিয়োগ করতে চাইলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করবেঃ তিনি তোমাদের ইজতিহাদ পদ্ধতির সাথে পরিচিত কিনা? শাসকবৃন্দের চাপের মুখে কখনো নিজের 'রায়'- এর বিপরীত কাজ করবে না। তোমরা যে পদের যোগ্য নও, কখনো সে পদ গ্রহণ করবে না।[৩]

উপরোক্ত আলোচনা যা ফুটে উঠেছে তা হ'ল ১৫০হি./৭৬৭খৃ. সত্যের জন্য ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) শাহাদাত বরণের মাধ্যমে আব্বাসীয় খিলাফতে ইসলামের সুবাতাস বইতে শুরু করে। যার সুফল বিশ্বের সকল মানুষ আজও ভোগ করছে। কিন্তু অত্যাচারী খলীফার কাছে যদি তিনি পরাজয় স্বীকার করতেন তাহলে গত ১৩৪০ বছর বিশ্বের পরিবেশ সুষ্ঠভাবে শান্তির ধর্ম ইসলামকে কাছে পেত না।

১. ইব্‌ন খাল্লিকান : **ওফায়াতুল আ'য়ান,** ২য় খন্ড, পৃ. ১২৬-২২৭।

২. আবদুল হালীম আল-জুন্দী, **আবূ হানীফা,** (মিসরঃ দায়রাতুল মা'আরিফ, ১৯৮৩) পৃ. ১০৬।

৩. সাইয়েদ রাইস আহমদ জা'ফরী, **সীরাতু আয়িম্মা-ই-আরবা'আহ,** পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ হানাফী : উৎপত্তি ও বিকাশ

মুসলিম বিশ্বে যে চারটি মাযহাব প্রচলিত আছে এর মধ্যে হানাফী মাযহাব বা ফিক্‌হ হানাফী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু'মান ইব্‌ন সাবিত (রাহ.) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। তাঁর নামানুসারে এ মাযহাবের নামকরণ করা হয় 'হানাফী মাযহাব' বা 'ফিক্‌হ হানাফী'। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের নিকট এ মাযহাবই সর্বাধিক সমাদৃত। এ মাযহাব অধিকভাবে প্রসার লাভ করার কারণ হল, এ মাযহাবের প্রবক্তা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন, মুজ্‌তাহিদ কুল শিরোমণি। সর্বোপরি বহু মুজ্‌তাহিদ নিজে মাযহাব প্রবর্তন না করে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মাযহাবের অনুসরণ করেছেন, এটিও এ মাযহাবের প্রসার ও প্রচারের অন্যতম কারণ।[২] উল্লেখ্য যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর পূর্ববর্তী যুগে 'ফিক্‌হ' কোন স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্র হিসেবে ছিল না।

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.) বলেছেন :

"الناس كلهم عيال ابى حنيفة فى الفقه" "সমগ্র মানব জাতি ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সন্তান তুল্য।[৩]

আল্লামা মুওয়াফ্‌ফাক (موفق) (রাহ.) (মৃ. ৫৬৫ হি./১১৭০ খৃ.) বলেন :

"وابو حنيفة رحمه الله اول من دون علم هذه الشريعة لم يسبقه احد ممن قبله"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ই সর্বপ্রথম এই শরী'আতের 'ইল্‌ম তথা 'ইল্‌মে ফিক্‌হ সংকলন করেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহ্‌দের কেউ তাকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়নি"।

আল্লামা সুয়ূতী (রাহ.) (রজব, ৮৪৯- জমাদিউল আউয়াল ৯১১হি./১৪৪৫-১৫০৫খৃ.), বলেন,

"انه اول من دون علم الشريعة وربيها ابوابا ثم تبعه ملك بن انس ولم يسبق ابا حنيفة احد"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) - ই সর্বপ্রথম এই 'ইল্‌মে শরী'আত তথা 'ইল্‌মে ফিক্‌হ সংকলন এবং তা অধ্যায় হিসেবে বিন্যস্ত করেন।[৩] তারপর এ পথে তার অনুসরণ করেন ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রাহ.)। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) - কে কেউ এ বিষয়ে পেছনে ফেলতে পারে নি"।[৪]

---

২. **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪ইং), পৃ. ৩০।

৩. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.), ২ খ., পৃ. ১৩৬।

৪. حافظ عبد الرحمن السيوطى الشافعى رحمه الله تعالى ٩١١ هـ ،تبييض الصحيفة فى مناقب الامام ابى حنيفة, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইব্ন্ হাজ্র মাক্কী (রাহ.) (৯০৯-৯৭৪ হি./১৫০৩-১৫৬৬ খৃ.) বলেন:[১]

"انه اول من دون علم الفقه ورتبه ابوابا وكتب على نحو ما هو عليه اليوم"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) -ই সর্বপ্রথম 'ইল্মে ফিক্হ সংকলন করেন এবং একে অধ্যায় হিসেবে বিন্যস্ত করেন। আর বর্তমানে ফিক্হ যেভাবে আছে তিনিই এভাবে তা লেখার ব্যবস্থা করেন"।

ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমূহ সমস্যার সমাধান কল্পে দীর্ঘ বাইশ বছরকাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাধনা করেন এবং তাঁর সুযোগ্য ও বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে চল্লিশ সদস্যের একটি 'ফিক্হী বোর্ড' গঠন করে কুরআন , হাদীস, ইজ্মায়ে সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাব এবং ক্বিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয় ভিত্তিকভাবে ফিক্হ র এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলেন যা "ইল্মে ফিক্হ' নামে পরিচিত ও সুবিদিত।

ইমাম তাহাভী মিস্রী (রাহ.) মুত্তাসিল সনদে আসাদ ইব্ন ফুরাত (ইমাম মালিক (রাহ.)- এর ছাত্র) (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর ফিক্হী বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ। তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল, শায়খ আব্দুল কাদির কুরাইশী (রাহ.) তাঁদের নাম " الجواهر المضيئه "গ্রন্থে এভাবে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন।

১. ইমাম যুফার (রাহ.) (মৃ. ১৫৮ হি./ ৭৭৫ খৃ.),

২. ইমাম মালিক ইব্ন মিগওয়াল (রাহ.) (মৃ. ১৫৯ হি./ ৭৭৬ খৃ.),

৩. ইমাম মালিক ইব্ন নাযীর তা'ঈ (রাহ.) (মৃ. ১৬০ হি./ ৭৭৭ খৃ.),

৪. ইমাম মিন্দাল ইব্ন 'আলী (রাহ.) (মৃ. ১৬৮ হি./ ৭৮৫ খৃ.),

৫. ইমাম নযর ইব্ন আব্দুল করীম (রাহ.) (মৃ. ১৬৯ হি./ ৭৮৬ খৃ.),

৬. ইমাম আমার ইব্ন মায়মূন (রাহ.) (মৃ. ১৭১ হি./ ৭৮৭ খৃ.),

৭. ইমাম হিব্বান ইব্ন 'আলী (রাহ.) (মৃ. ১৭২ হি./ ৭৮৮ খৃ.),

৮. ইমাম আবূ ইস্মা (রাহ.) (মৃ. ১৭৩ হি./ ৭৮৯ খৃ.),

৯. ইমাম যুহায়র ইব্ন মু'আবিয়া (রাহ.) (মৃ. ১৭৩ হি./ ৭৮৯ খৃ.),

১০. ইমাম কাসিম ইব্ন মা'আন (রাহ.) (মৃ. ১৭৫ হি./ খৃ. ৭৯১ খৃ.),

---

১. ابن حجر الهيثمى الشافعى رحمه الله تعالى ,الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ، (মাকতাবাহ আল খায়রিয়্যাহ, ১৩০৪হি./ ১৮৮৬), পৃ. ২৮; আসারুত তাশরী, পৃ. ২২৪।

Dhaka University Institutional Repository

১১. ইমাম হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফা (রাহ.) (মৃ. ১৭৬ হি./ ৭৯২ খৃ.),
১২. ইমাম সায়্যাজ ইব্ন বিস্তাস (রাহ.) (মৃ. ১৭৭ হি./ ৭৯৩ খৃ.),
১৩. ইমাম শরীক ইব্ন ইয়াযীদ (রাহ.) (মৃ. ১৭৮ হি./ ৭৯৪ খৃ.),
১৪. ইমাম আফিয়া ইব্ন ইয়াযীদ (রাহ.) (মৃ. ১৮০ হি./ ৭৯৬ খৃ.),
১৫. ইমাম আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবরাক (রাহ.) (মৃ. ১৮১ হি./ ৯৯৭ খৃ.),
১৬. ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) (মৃ. ১৮২ হি./ ৭৯৮ খৃ.),
১৭. ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন নূহ্ (রাহ.) (মৃ. ১৮৩ হি./ ৭৯৯ খৃ.),
১৮. ইমাম হায়সাম ইব্ন বাশীর (রাহ.) (মৃ. ১৮৩ হি. ৭৯৯ খৃ.),
১৯. ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যাহ (রাহ.) (মৃ. ১৮৪ হি./ ৮০০ খৃ.),
২০. ইমাম ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায (রাহ.) (মৃ. ১৮৭ হি./ ৮০৩ খৃ.),
২১. ইমাম আসাদ ইব্ন 'উমর (রাহ.) (মৃ. ১৮৮ হি./ ৮০৪ খৃ.),
২২. ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (রাহ.) (মৃ. ১৮৯ হি./ ৮০৫ খৃ.),
২৩. ইমাম 'আলী ইব্ন মুসহির (রাহ.) (মৃ. ১৮১ হি./ ৭৯৭ খৃ.),
২৪. ইমাম ইউসুফ ইব্ন খালিদ (রাহ.) (মৃ. ১৮৯ হি./ ৮০৫ খৃ.),
২৫. ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইদ্রীস (রাহ.) (মৃ. ১৯২ হি./ ৮০৮ খৃ.),
২৬. ইমাম ফযল ইব্ন মূসা (রাহ.) (মৃ. ১৯২ হি./ ৮০৮খৃ.),
২৭. ইমাম 'আলী ইব্ন যিবরান (রাহ.) (মৃ. ১৯২ হি./ ৮০৮ খৃ.),
২৮. ইমাম হাফ্স ইব্ন গিয়াস (রাহ.) (মৃ. ১৯৭ হি./ ৮১৩ খৃ.),
২৯. ইমাম ওয়াকী ইব্ন জাররাহ্ (রাহ.) (মৃ. ১৯৭ হি./ ৮১৩ খৃ.),
৩০. ইমাম হিশাম ইব্ন গিয়াস (রাহ.) (মৃ. ১৯৪ হি./ ৮১০ খৃ.),
৩১. ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান(রাহ.) (মৃ. ১৯৮ হি./ ৮১৪ খৃ.),
৩২. ইমাম শু'আয়ব ইব্ন আব্দুর রহমান (রাহ.) (মৃ. ১৯৮ হি./ ৮১৪ খৃ.),
৩৩. ইমাম আবূ হাফস ইব্ন আব্দুর রহমান(রাহ.) (মৃ. ১৯৯ হি./ ৮১৫ খৃ.),
৩৪. ইমাম আবূ মুতী বাল্খী (রাহ.) (মৃ. ১৯৯ হি./ ৮১৫ খৃ.),
৩৫. ইমাম খালিদ ইব্ন সুলায়মান (রাহ.) (মৃ. ১৯৯ হি./ ৮১৫ খৃ.),
৩৬. ইমাম আব্দুল হামীদ (রাহ.) (মৃ. ২০৩ হি./ ৮১৯ খৃ.),
৩৭. ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (রাহ.) (মৃ. ২০৪ হি./ ৮২০ খৃ.),
৩৮. ইমাম আবূ আসিম নাবীল(রাহ.) (মৃ. ২১২ হি./ ৮২৭ খৃ.),[১]

১. আসারুল ফিক্হিল ইসলামী, পৃ. ২০৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. ইমাম হাম্মাদ ইব্ন দলীল(রাহ.) (মৃ. ২১৫ হি./ ৮৩০ খৃ.),

৪০. ইমাম মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম(রাহ.) (মৃ. ২১৫ হি./ ৮৩০ খৃ.)।

তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, ইমাম আবূ ইফসুফ (রাহ.), ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.), ইমাম যুফার (রাহ.), ইমাম দাউদ তা'ঈ (রাহ.), ইমাম আসাদ ইব্ন 'উমর (রাহ.), ইমাম ইউসুফ ইব্ন খালিদ তামীমী (রাহ.) এবং ইমাম ইয়াহ্ইয়া (রাহ.)। লেখার দায়িত্ব ছিল হযরত ইয়াহ্ইয়া (রাহ.)-এর উপর। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত এ খিদ্মত আঞ্জাম দিয়েছেন।[১]

এ মজলিসে সর্বসম্মতভাবে যা সিদ্ধান্ত হত তাই লিপিবদ্ধ করা হত। তাঁদের মধ্য থেকে একজনও যদি ভিন্ন মত পোষণ করতেন তাহলে তিন দিন পর্যন্ত সে বিষয়ের উপর আলোচনা হত। এরপর ঐকমত্যে পৌছলে তা লিপিবদ্ধ করা হত। কাজেই বলা যায় যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- এঁর প্রতিষ্ঠিত এ ফিক্হী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে যে সব ফিক্হী মাসাইল লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা বিশেষ গবেষণার ফসল। এ ছিল মুলত এক مشورانى فقه (গবেষণাভিত্তিক রচিত ও সংকলিত ফিক্হ) যদিও সদরে মজলিস (صدر مجلس)- এর দিকে সম্বোধন করে আমরা এর তাক্লীদ করাকেও তাকলীদে শাখ্সী হিসেবে অভিহিত করে থাকি।[২]

এ সম্পর্কে সাদরুল আইম্মা আল্লামা মুওয়াফ্ফাক মাক্কী (রাহ.) (মৃ. ৫৬৫ হি./১১৭০ খৃ.), বলেন,[৩]

"فوضع ابو حنيفة رحمة الله مذهبه شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه فى الدين ومبالغة فى النصيحة لله ورسوله والمؤمنين فكان يلقى مسئلة مسئلة ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا او اكثر من ذالك حتى سيتقرا احد الاقوال فيها ثم يثبتها ابو يوسف فى الاصول حتى اثبت الاصول كلها-"

"আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর মাযহাব তথা ফিক্হী চিন্তাধারা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। দীনি বিষয়ে ইজ্তিহাদ করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ্ রাসূল এবং মু'মিনদের কল্যাণ কামণার্থেই তিনি এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। ফিক্হী বোর্ডের সামনে তিনি এক একটি মাস'আলা করে পেশ করতেন, সদস্যদের মতামত ও প্রমাণাদি শুনতেন এবং সবশেষে নিজের দলীল এবং যুক্তিসমূহ পেশ করতেন। এভাবে এক এক মাস'আলার উপর মাসব্যাপী বা এর চেয়েও বেশী সময় পর্যন্ত তিনি বোর্ড সদস্যগণ একমত হলে ইমাম আবূ ইফসুফ (রাহ.) তা কপিতে লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে ফিক্হ -হানাফী লিপিবদ্ধ হয়"।

---

১. **আসারুল ফিক্হিল ইসলামী,** (লাহোর, পাকিস্তান : দারুল মা'আরিফ), পৃ. ২১০, ।

২. شبلى نعمانى رحمه الله تعالى : سيرة النعمان, পৃ. ১৬৪।

৩. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ২ খ., পৃ.৩৩; আসারুল ফিকহিল ইসরামী, (লাহোর, পাকিস্তান : দারুল মা'আরিফ), ১ খ. ।

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্হী মাস্'আলা লিপিবদ্ধ করনে অনুসৃত নীতি, কি ছিল, এ সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন,[১]

"اذا جاءنا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم نأخذبه واذا جاءنا من الصحابة
يتخيرنا واذا جائنا عن التابعين زاحمناهم-"

"নবী করীম (সা.) এর কোন হাদীস আমাদের নিকট পৌছলে আমরা তা গ্রহণ করে সে মুতাবিক ফয়সালা করি। যদি আমাদের কাছে সাহাবায়ে কিরামের রিওয়ায়েত পৌছে তবে আমরা এ সব বর্ণনা পৌছলে আমরা এসব বর্ণনা সমূহের মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করে থাকি। আর আমাদের কাছে তাবি'ঈনে কিরামের বর্ণনা পৌছলে আমরা এর মুকাবিলায় নিজেদের অভিমত পেশ করি অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা ইজ্তিহাদের পথ অবলম্বন করি"।

তিনি আরো বলেন,[২]

"اخذ بكتاب الله فمالم اجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار الصحاح عنه
التى فشت فى ايدى الثقات فان لم اجد فبقول اصحابه اخذ بقول من شئت وادع قول من
كما اجتهدوا- شئت واما اذا انتهى الامر الى ابراهيم والشعبى والحسن والعطاء فاجتد"

"আমি কিতাবুল্লাহ্ তথা কুরআন মজীদ থেকে দলীল প্রমাণ গ্রহণ করতাম। কুরআন মজীদে দলীল-প্রমাণ না পেলে রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর হাদীস এবং সহীহ্ আসার- যা নির্ভরযোগ্য রাবীর সূত্রে মানুষের কাছে পৌছেছে সে মুতাবিক ফয়সালা করতাম। এতেও না পেলে সাহাবীগণের যে কোন একজনের অভিমত অনুসারে ফয়সালা করতাম। বিষয়টি ইব্রাহীমে নাখ্ঈ, শা'বী, হাসান বাস্রী ও আতা (রাহ.) পর্যন্ত গিয়ে পৌছলে তাঁরা যেমন ইজ্তিহাদ করেছেন তখন আমিও তাঁদের অনুরূপ ইজ্তিহাদ করি"।

এতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর নিজের ও নিজের আসাতিযায়ে কিরামের রায়ের উপর সর্বদাই হাদীস এবং আসারে সাহাবাকে অগ্রাধিকার দিতেন। হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দ্বীনের কোন বিষয়ে নিজের রায় প্রকাশ করা এবং সে মতে ফাতাওয়া দেওয়া তিনি জায়িয মনে করতেন না।

ইমাম আ'যম (রাহ.) বলতেন :

"لم تزل الناس فى صلاح مادام فيهم من يطلب، الحديث فاذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا"
"যতদিন পর্যন্ত এ উম্মাতের মধ্যে হাদীস অন্বেষণকারী লোক বাকী থাকবে ততদিন

---

১. আল্লামা ইব্ন আবদুল বার, **আল-ইন্তিকা,** পৃ. ১৪১।

২. আল যাহবী, **মানাকিব আল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া সাহ্বাইহী,** (মিসর : দার আল কুতুব আল মিসরী, ১৯৪৬), পৃ. ২; **আসারুল ফিকহিল ইসলামী,** ১ খ., পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত এ উম্মাতের মধ্যে সালাহ্ ও কল্যাণ অব্যাহত থাকবে। আর যখন লোকেরা হাদীস বিহীন 'ইল্‌ম অন্বেষণে লিপ্ত হবে তখন এ উম্মাত ধ্বংস হয়ে যাবে"।[১]

তিনি আরো বলতেন :

"وياكم والقول فى دين الله بالراى وعليكم بالسنة فمن خرج عنها ضل"

"দ্বীনি বিষয়ে তোমরা নিজেদের রায় অনুপাতে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। সর্বদা সুন্নাহ্ তথা হাদীসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। যে এর থেকে বাইরে চলে যাবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে"।[২]

দুর্বল সনদেও যদি কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে এটিও রায়ের ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়া অপেক্ষা উত্তম। একদা খলীফা আবূ জাফর মনসূরের নিকট কোন এক ব্যক্তি এ মর্মে অভিযোগ করল যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হাদীসের কোন পরওয়া করেন না। খলীফা এ সম্পর্কে ইমাম আ'যম (রাহ.)- কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বললেন, হে আপনি ভুল শুনেছেন। আমি কখনো এমন করি না। আমি সর্বাগ্রে কুরআনের উপর আমল করি। এরপর হাদীসের উপর আমল করি। এরপর আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাহ.)- এর ফাতাওয়ার উপর এরপর অপরাপর সাহাবীগণের ফাতাওয়ার উপর আমল করি। যদি কোন এক মাস'আলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের একাধিক অভিমত থাকে, তবে অনন্যোপায় হয়ে এক্ষেত্রে আমি ক্বিয়াস করি এবং তাঁদের কোন একজনের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি"।[৩]

যে ব্যক্তি বলে যে, ইমাম আবূ হানীফা ক্বিয়াসকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন, তার জবাবে আল্লামা শা'রানী (রাহ.) বলেন, "এ জাতীয় কথা এমন ব্যক্তিই বলতে পারে যে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) -এর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, দীনি ব্যাপারে বে-পরোয়া এবং কথাবর্তায় অসতর্ক। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে অনবহিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,[৪] :

"ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا"

"নিশ্চয়ই কান, চক্ষু এবং অন্ত:করণ, এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে"।

এ জাতীয় সতর্কবাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি অন্যায় অভিযোগ করা থেকে বিরত না থাকে তবে আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, তার হৃদয়-আত্মা অন্ধ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া আর কিছু নয়।[৫]

---

১. আল্লামা শা'রানী, **মীযানুল কুবরা,** ১ খ., পৃ. ৫১।

২. **প্রাগুক্ত,** ১ খ., পৃ. ৫০; **আসারুল ফিকহিল ইসলামী,** (পাকিস্তান : দারুল মা'আরিফ), ১ খ., পৃ. ১২৩।

৩. **প্রাগুক্ত ১,** ১ম খ., পৃ. ৫০।

৪. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৩৬ ।

৫. **প্রাগুক্ত ১,** ১ খ., পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, আল্লামা শা'রানী (রাহ.) হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলিম নন। বরং তিনি হচ্ছেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী আলিম। তারপরও যা হক্ব এবং সত্য, তিনি অকুণ্ঠচিত্তে তাই বলে গেছেন। 'মীযানুল কুবরা' নামক তদীয় গ্রন্থের এক স্থানে তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্বন্ধে লিখেন : "একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর খিদমতে এসে বললেন, আমাকে হাদীস থেকে আলাদা করে দিন। এ কথা শুনে তিনি লোকটিকে খুব শাসালেন এবং বললেন, হাদীস না থাকলে আমাদের কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদের কিছুই বুঝতে পারত না।

অত:পর ইমাম আ'যম (রাহ.) ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, বানরের গোশত সম্পর্কে তোমার কি রায়? এর হালাল-হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমার কি রায়? এর হালাল-হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআন মজীদে কোন বিধান আছে কী? লোকটি একেবারে খামোশ হয়ে গেল। পরক্ষণে সে লোকটি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) - কে জিজ্ঞাসা কররেন, এ ব্যাপারে আপনার রায় কী? জবাবে তিনি বললেন, বানর চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভূক্ত নয়। কাজেই তা হালাল হতে পারে না"।[১]

বাইশ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার ফলে এ ফিক্‌হী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ৮৩ হাজার মাস'আলা সংকলিত ও সন্নিবেশিত হয়। এরপরও মাস'আলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অবশেষে ফিক্‌হ হানাফীতে মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লাখে গিয়ে পৌঁছে।

আল্লামা খাওয়ারেযমী (রাহ.) স্বীয় 'জামিউল মাসাইল' (جامع المسائل) গ্রন্থে বলেন:

"قد قيل بلغت مسائل ابى حنيفة خمسماة الف مسئلة وكتبه وكتب اصحابه تدل على ذالك"

"বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) -এর (লিপিবদ্ধকৃত) মাসাইলের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের গ্রন্থরাজি এ (বক্তব্যের) প্রমাণ বহন করে"।

'ফিহরিস্ত ইবন নাদীম' গ্রন্থে ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রাহ.) (১১৮-১৮১হি./- ৭৩৬-৭৯৭খৃ.) বলেন,[২]

"সহিফার আলোকে যবূর কিতাবের আয়াতগুলো যেরূপ যাচাই করা হয়েছে, তেমনি শহর ও শহরবাসীগণ হাদীসের জ্ঞানে ও অনুসরণের ব্যাপারে এবং ফিক্‌হশাস্ত্রে ইমামুল মুসলিমীন হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) কে যাচই করে দেখলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁর সমকক্ষ কেহ নেই, কূফাতেও নেই।"

---

১. আল্লামা শা'রানী, **মীযানুল কুব্‌রা** , ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

২. ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, **আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিক্হ হানাফীর বৈশিষ্ট্য

ফিক্হ হানাফীর অনেক বৈশিষ্ট হতে কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হল:

১. হানাফী ফিক্হ-র রিওয়ায়েতের সাথে দিরায়েত তথা যুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে।

১. হানাফী ফিক্হ অপরাপর ফিক্হর তুলনায় সরল এবং সহজে পালনযোগ্য।

২. হানাফী ফিক্হ বাস্তব জীবন ব্যবস্থার অংশ অত্যন্ত ব্যাপক, সুদৃঢ় এবং নিময়মান্ত্রিক।

৩. তাহ্যীব, তমুদ্দুন বা কৃষ্টি কালচারের জন্য যা যা প্রয়োজন তা অন্যান্য ফিক্হ-র তুলনায় এতে অনেক বেশী।

৪. হানাফী ফিক্হ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও বিচার কার্যপরিচালনা করা অত্যন্ত সহজ। কারণ এতে প্রজা সাধারণ বিশেষত অমুসলিম প্রজাদের দাবী ও চাহিদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৫. কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে আহরিত মাসআলা মাসাইল হানাফী ফিক্হ অত্যন্ত সুদৃঢ় ও যুক্তিসম্মত।

৬. হানাফী ফিক্হ কুরআন ও হাদীস এবং একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে এমন সমন্বয় করা হয়েছে- যার ফলে হাদীস এবং কুরআনের কোন আয়াতই আমলের আওতা বহি:র্ভূত থাকেনি।[১]

ফিক্হ হানাফীর দলীল

ফিক্হ হানাফীর মূল দলীল হচ্ছে সাতটি।[২] ১. কিতাবুল্লাহ (কুরআন মজীদ); ২. সুন্নহ (হাদীস), ৩. সাহাবায়ে কিরামের অভিমত। ৪. সাহাবায়ে কিরামের অভিমত। ৫. ইজ্মা,৬. ক্বিয়াস, ৭. ইস্তিহ্সান, ও ৮. উরফ, এসব দলীলের ভিত্তিতেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) - মাস'আলা-মাসাইল ইস্তিহাদ তথা উদ্ভাবন করেছেন।

১. কিতাবুল্লাহ

আল কুরআন মজীদ। ইসলামী ফিক্হ-র মূল উৎস হল, এই কুরআন মজীদ। কুরআন ইসলামী শরী'আতের প্রদীপ স্তম্ভ যা কিয়ামত পর্যন্ত দীপ্তিমান থাকবে।[৩] এতে মহান আল্লাহপাক সকল প্রকার জ্ঞানের সামগ্রিক বর্ণনা বান্দাতে দান করেছেন। মহাবিশ্বের সকল জ্ঞানের উৎস হচ্ছে এই কুরআন শরীফ। যা বিশ্বের একমাত্র মহাজ্ঞান ভান্ডার। বিশ্বের সকল ধর্মের মানুবই কুরআন শরীফ নিয়ে গবেষাণা করে। ফার্সী, উর্দূ, হিন্দী, চাইনিজ, ইংরেজী ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ ও বাংলাসহ বিশ্বর অধিকাংশ ভাষায় আল কুরআনুল কারীম অনুবাদ করা হয়েছে।

---

১. আসারুল ফিক্হিল ইসলামী, ১ খ., পৃ. ২৩৬-২৩৮।

২. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পৃ. ৭২।

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ) পৃ.১৭।

Dhaka University Institutional Repository

২. সুন্নাহ্

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এঁর হাদীস। সুন্নত হচ্ছে তাঁর মুখসৃত বানী, কর্ম, সম্মতি, সহমর্মীতা, নীতিগত ভাবে ও জন্মগতভাবে তাঁর গুনরাজী।[১]। মূলত ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হল এই হাদীস। কুরআন যেমনিভাবে শরী'আতের প্রমাণ্য দলীল হাদীসও ঠিক তেমনিভাবে শরী'আতের প্রমান্য দলীল। হাদীস কুরআন মজীদেরই ব্যাখ্যা। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীতে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যায় যে সব কথা বলেছেন এবং যেসব কাজ করছেন মূলত একেই হাদীস বলা হয়। হাদীস ছাড়া কুরআন বুঝা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। যারা হাদীস মানে না তারা মুলত ইসলামকেই মানে না।

৩. আকওয়ালি সাহাবা কিরাম

ফিক্হ হানাফীর তৃতীয় মূল উৎস হল সাহাবায়ে কিরামের অভিমত ও তাঁদের ফাতাওয়া। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) মাসাইল ইসতিম্বাত ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যও গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব মনে করতেন। যখন তিনি কোন বিষয়ে ইজ্তিহাদ করতেন এবং সে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের কোন বক্তব্য পেতেন, তখন তিনি তাঁদের মধ্য হতে যে কারো বক্তব্য গ্রহণ করতেন। তাঁদের বক্তব্য পেতেন, তখন তিনি তাঁদের মধ্য হতে যে কারো বক্তব্য গ্রহণ করতেন। তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যাওয়া অবস্থায় অন্য কারো বক্তব্য তিনি গ্রহণ করতেন না। অবশ্য সাহাবায়ে কিরামের মতামত না পাওয়া অবস্থায় তিনি ইজ্তিহাদ করতেন। তাবি'ঈগণের তাক্লীদ করতেন না।

৪. ইজ্মা

মুসলিম উম্মাহর মুজ্তাহিদীনে কিরামের শরীআতের কোন হুকমের ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়া। ড. আবূ যুহরা ইজ্মার সংজ্ঞায় বলেন: [২]

"هو اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامية فى عصر الحكم فى امر من الامور"

"কোন এক কালে উম্মাতে ইসলামিয়্যার মুজ্তাহিদগণের মধ্যে কোন শারঈ বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার নাম ইজমা"। আল্লামা মোল্লা জিউন (রাহ.) বলেন-

"هو فى اللغة الاتفاق وفى الشريعة اتفاق المختهدين صالحين من امة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر واحد على امر قولى او فعلى"

"ইজমার আভিধানিক অর্থ একমত হওয়া। শরী'আতের পরিভাষায় "একই যুগের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা.) এর উম্মাতের নেক্কার মুজ্তাহিদগণের উক্তি কর্মজাতীয় কোন বিষয়ের উপর ঐকমত্য হওয়াকে ইজ্মা বলা হয়"।[৩]

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) ,পৃ.১৭।

২. শামী, ১ খ, পৃ. ৩৪-৩৫,; শায়খ আবূ যুহরা , আবূ হানীফার জীবন ও ফিক্হ, পৃ. ২৭০-২৭১।

৩. নূরুল আনওয়ার বাবুল ইজ্মা, (বাংলা বাজার, ঢাকা :কাসিমিয়া লাইব্রেরী), পৃ. ২২৩, ।

Dhaka University Institutional Repository

ইজ্‌মার উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বিদ্‌'আতী এবং প্রাপ্ত ফিরকাসমূহের লোকদের ঐকমত্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা হানাফী ফকীহ্‌গণের মতে এ জাতীয় লোকদের ইজ্‌মা গ্রহণযোগ্য নয়। মোট কথা ইজ্‌মা শরী'আতের প্রমাণ্য দলীল। হানাফী মাযহাবের উসূলে ফিক্‌হবিদগণ বলেছেন : ইজমা কাতঈ বা অকাট্য দলীল হিসেবে গণ্য। আর কেউ কেউ বলেছেন, ইজ্‌মা যন্নী দলীল হিসেবে গণ্য। আল্লামা ফাখরুল ইসলাম(রাহ.) বলেন :

"الاجماع ثلث مراتب- اعلاها اجماع الصحابة وجعله كالحديث المتواتر والادلة القطعية يوجب قطعا لانهم هم الذين شاهدوا وعاينوا والثانى اجماع من بعدهم فى فصل غير شبهة- مجتهد فيه فيكون كالحديث المشهور المستفيض والثالث فى فضل مجتهد فيه فانه فى هذه الحال يكون كخبر الاحاد يعتبر ظنيا فقط تكون فيه"

ইজ্‌মার তিনটি স্তর রয়েছে :

১. সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইজ্‌মা হল, সাহাবায়ে কিরামের ইজ্‌মা। এটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস এবং অকাট্য দলীল হিসেবে গণ্য। এর দ্বারা কাতঈ ও অকাট্য 'ইল্‌ম হাসিল হয়। কেননা তাঁরা নবী করীম (সা.) কে দেখেছেন এবং তাঁরাই হলেন, শরী'আতের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী।

১. তাবি'ঈগণের ইজ্‌মা, যা গায়রে ইজ্‌তিহাদী বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জাতীয় ইজমা মাশহুর হাদীসের পর্যায়ভূক্ত।

২. তৃতীয় পর্যায়ের ইজমা হল, যা কোন ইজ্‌তিহাদী বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জাতীয় ইজ্‌মা-খবরে ওয়াহিদের ন্যায় যন্নী হিসেবে গণ্য। এতে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে"।[১]

উপরোক্ত শ্রেণী বিন্যাস সে অবস্থাতেই প্রযোজ্য হবে যদি ইজমা মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আসে। যদি ইজমার বিষয়টি খবরে, ওয়াহিদের ন্যায় পৌঁছে থাকে তবে এর দ্বারা ইয়াকীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা যায় না। যদিও তা সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকুক না কেন। কেননা সাহাবায়ে কিরারে ইজমা যদিও কাতঈ ও অকাট্য দলীল। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ার কারণে তা খবরে ওয়াহিদের ন্যায় যন্নীই হবে। উল্লেখ্য যে, ইজমা সর্বাবস্থায় ক্বিয়াসের উপর অগ্রাধিকার যাবে। আল্লামা ফাখরুল ইসলাম বাযদূবী (রাহ.) বলেন,[২]

"من انكر الاجماع فقط ابطل دينه لان مرار اصول الدين كلها ومرجعها الى اجماع المسلمين"

"যে ব্যক্তি ইজমা অস্বীকার করল সে দ্বীনকে নি:শেষ করে দিল। কেননা দ্বীনের সকল পর্যায়ের উসূল তথা মুলনীতি মুসলমানদের ইজমার উপরই নির্ভরশীল"।

---

১. الامام محمد ابو زهرة أبو حنيه حياته وعسره اراءه وفقهه, (মিসর: দারুল ফিকর-আল-আরবী), পৃ. ২৮১।

২. নূরুল আনওয়ার বাবুল ইজ্‌মা, পৃ. ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ক্বিয়াস

ক্বিয়াস ইসলামী শরী'আতের প্রমাণ্য দলীল। আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকল ইমামই ক্বিয়াসকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বস্তুত-ক্বিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ হল অনুমান করা, সমন্বিত করা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় " تقدير الفرع بالاصل فى الحكم والعلة " "মুল বিষয়ের সাথে হুকুম ও ইল্লাতের মধ্যে কোন শাখা বিষয়কে তুলনা করাকে ক্বিয়াস বলা হয়"। বস্তুত যে বিষয় সম্পর্ক কুরআন , সুন্নাহ্ ও ইজমার মধ্যে স্পষ্ট কোন বিধান নেই যে জাতীয় বিষয়কে কুরআন , সুন্নাহ ও ইজমাতে বর্ণিত কোন বিষয়ের হুকুমের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মিলিয়ে বিধান উদ্ভাবন করাকে ক্বিয়াস বলা হয়। ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে ক্বিয়াসের মর্যাদা কুরআন , হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মাতের পরেই। ক্বিয়াসের এ মর্যাদার কারণ অতি স্পষ্ট।[১] কেননা কুরআন , সুন্নাহ্ এবং ইজমায়ে সাহাবার দ্বারা ক্বিয়াসের হুজ্জিয়্যাত প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) - এর নীতি ছিল, তিনি যখন কুরআন , সুন্নাহ্ এবং সাহাবায়ে কিরামের ফাতাওয়াতে কোন সমাধান না পেতেন, তখন তিনি ইজ্‌তিহাদ করতেন এবং সংঘটিত সমস্যার উপর সামগ্রিকভাবে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে কখনো ক্বিয়াস এবং কখনো ইস্‌তিহ্‌সানের উপর আমল করতেন। এ কারণে কোন কোন আলিম বলেছেন, ক্বিয়াস মুলত নুসূসেরই তাফসীর বা ব্যাখ্যা। কাজেই "ক্বিয়াস নুসূস বহি:র্ভূত বা এর বিপরীত কোন কিছু" এ কথা বলা ঠিক নয়। ক্বিয়াস শরীয়াতের বিরোধ সৃষ্টি করে না বরং শরীয়তের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে।[২]

৬. ইস্‌তিহ্‌সান

উসূলে ফিক্‌হ র পরিভাষায় ইস্‌তিহ্‌সান' শব্দটি এমন দলীলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যা কিয়াসে জলী (প্রকাশ্য ক্বিয়াস) এর মুকাবিলায় আসে। অর্থাৎ কিয়াসে জলীকে ছেড়ে কিয়াসে খফী (অপ্রকাশ্য ক্বিয়াস) অবলম্বন করাকেই 'ইস্‌তিহ্‌সান' বলা যায়। কেননা কিয়াসে জলী বা যাহিরী ক্বিয়াস অনেক সময় এমন একটি বিষয়কে চায় যা নস, (কুরআন -হাদীস) ইজ্‌মা এবং উরফের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় উসূলবিদগণের মতে কিয়াসে জলীকে বাদ দেয়া পছন্দনীয়, তাই একে ইস্‌তিহ্‌সান' বলা হয়। ইস্‌তিহ্‌সান অর্থ কোন বস্তু বা বিষয় সুন্দর, উত্তম, এবং ভাল হওয়া।[৩] উসূলে ফিক্‌হ র পরিভাষায় সাধারণত ইস্‌তিহ্‌সান বলতে কিয়াসে খফী আর ক্বিয়াস বলতে কিয়াসে জলীকে বুঝানো হয়ে থাকে। মূলত ইস্‌তিহ্‌সান কুরআন , সুন্নাহ্, ইজ্‌মা ও উরফ বিরোধী কোন কিছু না। বরং ক্ষেত্র বিশেষ ক্বিয়াসকে পরিহার করে এসবের উপর আমল করার নামই হল 'ইস্‌তিহ্‌সান'।

---

১. **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইফা বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১০২।

২. لائمة الفقهاء، امام ابو حنيفة النعمان, سليمان الغاوجي, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة۱٤۰۱هـ) পৃ.১৮।

৩. لائمة الفقهاء، امام ابو حنيفة النعمان, سليمان الغاوجي, পৃ.১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৭. উরফ

আরফ হচ্ছে বুদ্ধি ও জ্ঞানের আলোকে যা মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা পায়।[১] হানাফী ফিক্‌হ 'উরফ' শরী'আতের সহকারী উৎস হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস কুরআন , সুন্নাহ্ ইজ্‌মা ও ক্বিয়াস দ্বারা মানুষের সমস্যার সমাধান করা গেলেই সে অবস্থায় ইস্‌তিহ্‌সান অথবা উরফ দ্বারা মানুষের সমস্যার সমাধান করা হতো। এ বিষয়ে সাহল ইব্‌ন মুযাহিম (রাহ.) বলেন :

"كلام ابى حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر فى معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلت عليه امورهم يمضى الامور على القياس فاذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان مادام يمضى له فاذا لم يمض له فاذا لم يمض له رجع الى ما يتعامل به المسلمون-"

"ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) - এর বক্তব্যের মূল কথা হল, নির্ভরযোগ্য বস্তু গ্রহণ করা, দোষযুক্ত বস্তু পরিহার করা এবং মানুষের কাযক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ক্বিয়াসের উপর অবিচল থাকত এবং তাদের মু'আমালা যথাযথভাবে পরিচালিত হত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ক্বিয়াসের মাধ্যমেই ফয়সালা করতেন। যখন তিনি ক্বিয়াসের মধ্যে কোন অসুবিধা লক্ষ্য করতেন তখন মানুষের কার্যাবলীকে ইস্‌তিহ্‌সানের আলোকে সমাধা করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোন অসুবিধা না দেখতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা এভাবেই চলত। আর কোন অসুবিধা দেখা দিলে মুসলমানদের আচার-আচরণ তথা সামাজিক প্রথার দিকে ফিরে আসতেন"।[২]

উপরোক্ত উদ্বৃতি থেকে দু'টি বিষয় প্রতীয়মান হয় :

১. ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) যখন কোন বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও ইজমার দলীল না পেতেন তখন তিনি মানুষের বিভিন্ন বিষয়কে ক্বিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সানের আলোকে সমাধান করতেন। আর শেষোক্ত বিষয় দু'টোর মধ্যে যেটি মানুষের জন্য অধিকতর কল্যাণকর বিবেচিত হত এবং যেটি শরী'আতের উদ্দেশ্যাবলীর অধিকতর নিকটবর্তী হত তিনি সেটিই গ্রহণ করতেন।

২. কোন বিষয়ে ক্বিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সান দ্বারা মানুষের সমস্যার সমাধান করা না গেলে সেক্ষেত্রে তিনি মানুষের কার্যাবলীর প্রতি নযর করতেন। কার্যাবলী অর্থ সে উরফ যা মানুষের মধ্যে ব্যাপকহারে প্রচলিত। তিনি উরফের উপর তখনই আমল করতেন যখন কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজ্‌মায়ে উম্মাহের কোনটিতেই শারঈ দলীল না পেতেন এবং না সে বিষয়ে ক্বিয়াস ও ইস্‌তিস্‌হানের নীতি অবলম্বনের কোন অবকাশ ছিল।

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة-١٤٠١هـ) পৃ.১২০।

২. শামী, (দেওবন্দ, ভারত : মাকতাবায়ে যাকারিয়া), ১ খ., পৃ. ৩৫; أبو حنيفة حياته وعصره آراءه وفقهه দারুল ফিক্‌র আর-আরবী, পৃ. ২৮৫-৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

এহেন অবস্থায় কোনটিতেই সমস্যার সমাধান না পেয়েই কেবল তিনি উরফ এর নীতি অবলম্বন করতেন। উল্লেখ্য যে, উরফ দুই প্রকার :

১. উরফে সহীহ্ যা নস-এর পরিপন্থী নয়।

২. উরফে ফাসিদ- যা নস- এর পরিপন্থী।[১]

মোদ্দাকথা হচ্ছে, উরফ শরী'আতের সহকারী উৎস। সমস্যার সমাধানে কোন দলীল না পাওয়া গেলেই কেবল ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) উরফ এর নীতি অবলম্বন করতেন।

ফিক্হ হানাফী ও হাদীস শরীফ

উপরে যে সব দলীলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোই হল, ফিক্হ হানাফীর দলীল, তন্মধ্যে চারটি হল, বুনয়াদী দলীল। আর বাকী তিনটি হল, সহকারী দলীল বা সহকারী উৎস, এসবের উপর ভিত্তি করেই ফিক্হ হানাফী রচিত ও সম্পাদিত হয়েছে। ফিক্হ হানাফীর কোন কথাই উপরোক্ত দলীল সমূহের বাইরে নয়। বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসের বাইরে নয়। তা সত্ত্বেও কতেক লোক এ কথা প্রমাণ করার অহেতুক চেষ্টা করেছেন যে, মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীসের উপর খুব কমই নির্ভর করেছেন তাঁদের বক্তব্য হল, তিনি ক্বিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের এ বক্তব্য যথার্থ কিনা তা জানতে হলে আমাদেরকে যাচাই করে দেখতে হবে যে, আসলেই কি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীসের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন, না কি প্রতিকূল? যদি তিনি কতেক হাদীসের ব্যাপারে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে থাকেন তাহলে তা কি কুরআন মজীদ এবং সুন্নাতে মাশহুরার দলীলের ভিত্তিতে, না কি ইব্না দলীলেই এরূপ করতেন? এ বিষয়গুলো জানার পরই আমরা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ভূমিকা এবং তাঁর অবস্থান যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

বস্তুত যারা বলেন, "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ক্বিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন" তাঁদের এ বক্তব্য একেবারেই অবাস্তব। এ জাতীয় অহেতুক ভিত্তিহীন অভিযোগ খণ্ডন করে স্বয়ং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেছেন,[২]

"كذب والله وافترى علينا من يقول اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص الى القياس-"

"যে ব্যক্তি বলে, আমরা ক্বিয়াসকে নস্ (কুরআন -হাদীস) এর উপর প্রাধান্য দেই, আল্লাহর কসম! সে আমাদের উপর মিথ্যা অভিযোগ এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। (আমরা বলব) নস্ থাকা অবস্থায়ও কি ক্বিয়াসের প্রয়োজন আছে"? এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি ক্বিয়াসকে সে স্থানই দিয়েছেন যা এর প্রাপ্য। তিনি বলেছেন, ক্বিয়াসের

---

১. **শামী,** (দেওবন্দ, **ভারত :** মাকতাবায়ে যাকারিয়া), ১ খ., পৃ. ৩৫-৩৬ ।

২. আল্লামা শা'রানী, **আল-মীযান,** ১ খ, পৃ. ৫১; আবূ যুহরা, **ইমাম আবূ হানীফা জীবন ও ফিক্হ,** পৃ. ২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন তো তখন যখন নস্ পাওয়া যাবে না। যখন নস্ পাওয়া যাবে তখন ক্বিয়াসের প্রয়োজন নেই।

এমনকি তিনি বলেছেন ,[১]

"نحن نقيس الا عند الضرورة الشديدة"

"আমরা একান্ত প্রয়োজনে নিরূপায় হয়েই কেবল ক্বিয়াস করে থাকি"।

কেননা আমরা বিভিন্ন মাস'আলা দলীল কিতাব, সুন্নাহ্ ও সাহাবীগণের ফাতওয়ায় অনুসন্ধান করি। সেখানে অনুসন্ধানের পরও কোন দলীল খুঁজে না পেলে তখনই আমরা গায়রে মান্সূস (الغير المنصوص) নির্দেশনাবিহীন। বিষয়কে মানসূস (منصوص নির্দেশনাযুক্ত) বিষয়ের উপর ক্বিয়াস করি।[২]

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন ,[৩]

"انا ناخذ اولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم باقضية الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه فان اختلفوا بين المسئلتين حتى يتضح المعنى-" قسنا حكما على حكم بجامع العلة

"আমরা প্রথম কিতাবুল্লাহ্ তথা কুরআন মজীদ দ্বারা দলীল গ্রহণ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর হাদীস দ্বারা। তারপরে সাহাবায়ে কিরামের ফয়সালা দ্বারা। সাহাবায়ে কিরাম যে বিষয়ে সর্বসম্মত, আমরা এর উপর আমল করি। যদি তাঁদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হয়ে যায় তখন আমরা সামগ্রিক ইল্লাতের ভিত্তিতে এক হুকমকে অন্য হুকুমের উপর ক্বিয়াস করি যাবৎ না নসের অর্থ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়"।

তাঁর থেকে আরো উল্লেখ রয়েছে :

"انا نعمل اولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باحاديث ابى بكرا وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم"

"আমরা প্রথমে কুরআন মজীদের উপর আমল করি। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর সুন্নাতের উপর, এরপর আবূ বকর, 'উমর, উসমান ও 'আলী (রাহ.)-এর আসার তথা বক্তব্যের উপর"।

তিনি আরো বলতেন,[৪]

"ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين بابى وامى وليس لنا مخالفته وما جاء عن اصحابه تخيرنا وما خاء عن غيرهم فهم رجال نحن رجال-"

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।
২. আল্লামা শা'রানী , আল-মীযান, ১ খ, পৃ. ৫১।
৩. আল্লামা শা'রানী, আল-মীযান, ১ খ., পৃ. ৫১।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

"যা কিছু রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত তা আমরা মাথার মুকুট ও চোখের জ্যোতি হিসেবে ইত্‌নাবাক্যে, গৃহীত এতে আমার মত বিরোধের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক। আর যা কিছু তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত এর থেকে আমরা আমাদের সাধ্য মতে যাঁর বক্তব্য ইচ্ছা গ্রহণ করে থাকি। আর যা কিছু তাঁদের ছাড়া অন্য কারো (তাবি'ঈ) থেকে বর্ণিত সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, তারাও পুরুষ আমরা ও পুরুষ। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তাঁদের ন্যায় ইজ্‌তিহাদ করি"।

বর্ণিত আছে যে, একদা খলীফা আবূ জা'ফর মানসূর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) -কে এ মর্মে পত্র দিয়েছিলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি ক্বিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

ইমাম আ'যম (রাহ.)- এর জবাবে লিখেছিলেন,[১]

"হে আমীরুল মুমিনীন!) এ সত্যিকার বক্তব্য তা নয় যা আপনি শুনেছেন, আমি তো প্রথমেই কুরআন মজীদের উপর আমল করে থাকি। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীসের আমল করি। তারপর হযরত আবূ বকর, 'উমর, উসমান এবং 'আলী (রা.)- এর ফাতাওয়ার উপল আমল করি। এরপর অবশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের ফাতাওয়ার উপর আমল করি। যদি কোন মাস'আলায় সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য হয়ে যায় তখন আমি ক্বিয়াস করি। খালিক ও মাখলূকের মধ্যে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই"।[২]

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ক্বিয়াসকে হাদীসের প্রাধান্য দেওয়া কখনই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) - এর নীতি হতে পারে না। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তো দূরের কথা কোন ফকীহ্‌ ই এ নীতি অবলম্বন করতে পারেন না।

আর এ কারণে তিনি متعارض (বাহ্যত সাংঘর্ষিক) দুই হাদীসের ক্ষেত্রে تطبيق (সামঞ্জস্য বিধান করা) ترجيح (অগ্রাধিকার প্রদান), نسخ (রহিত করণ) বা تساقط (বাদ দেওয়া) নীতি অবলম্বন করেছেন।[২] সর্বোপরি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীসকে একত্রিত করে এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টাও তিনি করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাস'আলা তুলে ধরা হল।

"مسئلة رفع اليدين"- তাকবীরে তাহরীমার সময় رفع يدين করা অর্থাৎ উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করা সুন্নাত। এ বিষয়ে ইমাম চতুষ্ঠয়ের সকলেই একমত। এছাড়া রুকূতে যাওয়া এবং রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করার সময় رفع يدين করার ইমাম

---

১. আল্লামা শা'রানী, **আল-মীযান** , ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২;আবূ যুহরা, **ইমাম আবূ হানীফা জীবন ও ফিক্‌হ,** পৃ. ২৩৭।
২. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) -এর মতে সুন্নাত নয়। এ বিষয়টি একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন-

"عن علقمة قال قال ابن مسعود رضى الله عنه الا اصلى بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع الا فى اول مرة-"

"আলকামাহ (রাহ.) (মৃ. ৬২হি./ ৬৮২খৃ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) (৩৩হি./৬৫৪খৃ.) বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.) কিভাবে সালাত আদায় করতেন, আমি কি তোমাদেরকে সেভাবে সালাত আদায় করে দেখাব? অত:পর তিনি সালাত আদায় করলেন। কিন্তু তাকবীর তাহরীমার সময় ছাড়া আর অন্য কোন সময় তিনি তার উভয় হাত উত্তোলন করেন নি"।[১]

ইমাম তিরমিযী (রাহ.) (২০৯- রজব ১৩, ২৭৯ হি./ ৮২৪- অক্টবর ৯, ৮৯২ খৃ.) হাদীসটিতে হাসান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন হাযম যাহিরী তৎপ্রণীত 'আল-মুহাল্লা' (المحلى) গ্রন্থে একে সহীহ্ বলে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা আহ্মাদ শাকির (রাহ.) তিরমিযীতে উল্লেখ করেছেন, [২]

"وهذا الحديث صحيح صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وما قالوا فى تعليله ليس بعله"

"হাদীসটি সহীহ্। আল্লামা ইব্ন হাযম যাহিরী (রাহ.) এবং অপরাপর হুফফাযে হাদীস এটিকে সহীহ্ বলে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আর যারা এই হাদীসের উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন তাদের এ আপত্তি মূলত কোন আপত্তিই নয়"।

"عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتح الصلوة فرفع يديه الى فريب من اذنيه ثم لا يعود-"

"হযরত বারা ইব্ন আযিব (রাহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত কারেন কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাতেন। এরপর তিনি আর কখনো হাত উত্তোলন করতেন না"।[৩]

আল্লামা মারদীনী (রাহ.) "আল-জাওহারুন নাকী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি হুবহু এই শব্দেই আল-কামিল (الكامل لابن عدى) তে উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রাহ.) نبل الفرقدين গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবং উক্ত হাদীসের ব্যাপারে যত ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, এক এক করে তিনি এই সবকটিরই জবাব দিয়েছেন।[৪]

"عن عباد بن زبير رضى الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه فى اول الصلوة ثم لم يرفعها فى شىء حتى يفرغ"

---

১. **জামি'উ তিরমিযী, (দিল্লী, ভারত :** কুতুব খানায়ে রাশীদিয়া), ১ খ., পৃ. ৩৫।

২. আহমাদ শাকির, **শারহে তিরমিযী,** ২ খ., পৃ. ৪১, শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী , **আদিল্লায়ে কামিলা** পৃ. ২৮।

৩. **আবূ দাউদ** , (ভারত: মাকতাবায়ে ইশা'আতুল ইসলাম), ১ খ., পৃ. ১০৯, ।

৪. মাওলানা তকী উসমানী , **দারসে তিরমিযী,** (দেওবন্দ: আনওয়ার বুক ট্রেডার্স), ২ খ., পৃ. ৩২-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

"আব্বাদ ইব্ন যুবায়র (রাহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সালাত শুরু করতেন, তখন তিনি সালাতের শুরুতে একবার উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর সালাত শেষ না করা পর্যন্ত তিনি আর কোথাও তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন না"।[১]

হাফিজ ইব্ন হাজার আসকালানী (রাহ.) (৯০৯-৯৭৪ হি./১৫০৩-১৫৬৬ খৃ.) " الدراية فى تخريج أحاديث الهداية " গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর বলেছেন : " لينظر فى اسناده " (হাদীসটির সনদ দেখা উচিত)।

আল্লামা কাশ্মিরী (রাহ.) বলেন, আমি হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী (রাহ.)-এর নির্দেশ পালনার্থে হাদীসটির সনদ তন্ন তন্ন করে যাচাই করে দেখেছি যে, এর প্রত্যেক রাবীই সিকাহ ও নির্ভরযোগ্য।

তবে আব্বাদ ইব্ন যুবায়র (রাহ.) হলেন তাবি'ঈ। এই হিসেবে হাদীসটি মুরসাল হাদীস হিসেবে পরিগণিত হয়। আর মুরসাল হাদীস জমহুর মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে হুজ্জত (দলীল হিসেবে স্বীকৃত)।

"عن جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى اراكم رافعى ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا فى الصلواة"

"হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রাহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, কি হল যে আমি তোমাদেরকে আক্রমণকারী ঘোড়ার ন্যায় বাহু উত্তোলিত অস্থির অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তোমরা সালাতে ধীরস্থির থাকবে"।[২]

হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ্ কিন্তু হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী (রাহ.) "তালখীসুল হাবীর" গ্রন্থে এ মর্মে আপত্তি করেছেন যে,

"من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم"

"রুকূতে যাওয়ার সময় " رفع يدين " নিষিদ্ধ হওয়ার উপর যারা জাবির ইব্ন সামুরা (রা.)- এর এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে তাদের 'ইল্মে র সাথে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না"। বস্তুত ইব্ন হাজার(রাহ.)- এর আপত্তির সারমর্ম হচ্ছে, এ হাদীসের সম্পর্ক " رفع يدين عند السلام " এর সাথে, রুকূর সাথে নয়। এ আপত্তির জবাবে আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লা'ঈ (রাহ.) "নাসবুর রায়া" (نصب الرية) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। তন্মধ্য হতে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আল-কিব্তিয়্যা (রাহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি কেবলমাত্র رفع يدين عند السلام এর সাথে সম্পর্কিত। আর বাকীগুলোর মধ্যে যে رفع يدين

---

১. বায়হাকী, নাসবুর রায়া আলা তাখরীজিল আহাদীসিল হিদায়া, ১ খ., পৃ. ৪০৪।
২. সহীহ্ মুসলিম, (দেওবন্দ, ভারত : আশরাফী বুক ডিপো), ১ খ., পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

এর কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে " عام " অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক। এর মধ্যে সর্বপ্রকার "رفع يديدن " শামিল, কাজেই আল্লামা ইব্‌ন হাজার (রাহ.) এর আপত্তি যথার্থ নয়"।[১] এই ভাবে রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করলে " رفع يدين " করা সুন্নাত নয়। এ ব্যাপারে আরো বহু হাদীস এবং আসারে সাহাবা রয়েছে। সর্বোপরি উপরোক্ত অবস্থাতে " رفع يدين " না করার বর্ণনাগুলো কুরআন মজীদের আয়াত " وقوموا لله قنتين " আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা ইব্‌নীতভাবে দাঁড়াবে। যা আল-কুরআন সূরা বাকারা আয়াত ২৩৮ দ্বারা সমর্থিত।

এমনিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়েতে কোনরূপ " اضطراب ও اختلاف " নেই এবং এই ব্যাপারে তাঁর থেকে দুই রকমের আমলও বর্ণিত নেই। অর্থাৎ তাঁর থেকে শুধুমাত্র " رفع يدين "না করাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যারা" رفع يدين "এর রিওয়ায়েত করেছেন তাঁদের রিওয়ায়েতের মধ্যে" اختلاف" ও বৈপরিত্য রয়েছে স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা.) থেকে। একদিকে" رفع يدين "এর রিওয়ায়েত রয়েছে, অপরদিকে এর বিপরীতে তাঁর নিজের আমল রয়েছে। অনুরূপভাবে মদীনা ও কূফাবাসী সমস্ত সাহাবা ও তাবি'ঈদের আমলও" رفع يدين "না করার উপর। অধিকন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)- এর সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণিত, এর বর্ণনার অন্তর্ভূক্ত থাকে "مسلسل بالفقهاء "বলা হয়। অতএব, এ হাদীসটি অপরাপর হাদীসের তুলনায় অগ্রগণ্য হবে। রাবীর ফিক্‌হী বুৎপত্তির ভিত্তিতে তাঁর বর্ণিত হাদীস অপরাপর বর্ণনার তুলনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকো এ কথাটি নিম্নোক্ত ঘটনা থেকেও প্রতীয়মান হয়।

সুফয়ান ইব্‌ন উরায়না (রাহ.) বলেন, একদা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা ও ইমাম আওয়াঈ (রাহ.) মক্কা শরীফের দারুল খায়্যাতীন-এ মিলিত হলেন, এ সময় ইমাম আওয়াঈ (রাহ.) ইমাম হতে মাথা উত্তোলনকালে" رفع يدين "করেন না? জবাবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হতে মাথা উত্তোলনকালে উভয় হাত উঠানোর বিষয়টি সহীহ্ সনদে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রামাণিত নয়, এ কারনে আমি তা করি না। ইমাম অওযাঈ (রা.) বলেন,[২] এটি কেমন করে হতে পারে?"

"وقد حدثنى الزهرى عن سالم ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع"

"অথচ আমাকে যুহরী (রাহ.) বলেছেন, তিনি সালিম (রাহ.) থেকে, সালিম (রাহ.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাত উঠাতেন"।

---

১. দরসে তিরমিযী, ২ খ., পৃ. ৩৬।

২. শায়খ আবূ যুহরা, ইমাম আবূ হানীফার জীবন ও ফিক্‌হ, (মিসর:দারুল ফিকর আল-আরবী), পৃ. ২৪৪-২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

তখন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন :

"حديثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاة ولا يعود الى شئ من ذالك"

"আমাকে হাম্মাদ (রাহ.) বর্ণনা করেছেন, তিনি ইব্‌রাহীম (রাহ.) থেকে, ইব্‌রাহীম (রাহ.) আলকামা ও আসওয়াদ (রাহ.) থেকে এবং তাঁরা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শুধুমাত্র নামায শুরু করার সময় হাত উঠাতেন। তাছাড়া নামাযের মাঝখানে আর হাত উঠাতেন না"।

তখন ইমাম আওয়াঈ (রাহ.) বললেন :

"احدثك عن الزهرى عن سالم عن ابيه وتقول حدثنا حماد عن ابراهيم"

"আমি আপনাকে যুহরী (রাহ.)-এর সূত্রে সালিম (রাহ.) থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা.) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা শুনাচ্ছি আর আপনি আমাকে হাম্মাদ (রাহ.)-এর সূত্রে ইব্‌রাহীম (রাহ.)- এর বর্ণনা শুনাচ্ছেন"। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) জবাবে বললেন, হাম্মাদ (রাহ.) যুহরী (রাহ.)-এর তুলনায় বড় ফকীহ্ ছিলেন। ইব্‌রাহীম (রাহ.) সালিম (রাহ.)-এর তুলনায় বড় ফকীহ্ ছিলেন। আর আলকামা (রাহ.), ইব্‌ন 'উমর (রা.) থেকে কোন অংশেই কম নন। যদিও ইব্‌ন 'উমর (রা.) সাহাবী ছিলেন। আর আসওয়াদ (রাহ.) তো অনেক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন"। অপর বর্ণনায় আছে :

"ابراهيم افقه من سالم ولو لا فضل الصحبة لقلت ان علقمة افقه من عبد الله بن عمر وعبد الله هو عبد الله"

"ইব্‌রাহীম (রাহ.) সালিম (রাহ.)- এর তুলনায় বড় ফকীহ্ ছিলেন। যদি সুহবত তথা সাহচার্যের ফযীলত না থাকত তবে আমি বলতাম, আলকামা (রাহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা.) (মৃ.৭৩হি./ ৬৯২খৃ.) থেকেও বড় আলিম ও ফকীহ্ ছিলেন। আর আব্দুল্লাহ্ তো হলেন, আব্দুল্লাহই"।

আব্দুল্লাহ দ্বারা বুঝানো হয়েছিল আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) (৩৩হি./৬৫৪খৃ.)-কে অর্থাৎ উপরোক্ত রাবীগণের মধ্যে কেউই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)- এর সমকক্ষ নন। উপরোক্ত বিতর্ক থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, দুই বর্ণনার মধ্যে বিরোধকালে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাবীর ফিক্‌হী জ্ঞানকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন। অর্থাৎ যে রাবী ফিক্‌হ র ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হতেন তাঁকেই প্রাধান্য দিতেন। এর কারণ ছিল, হানাফী ফকীহ্ গণের মতে যিনি ফকীহ্ রাবী হিফযও যবতের দিক থেকে অধিকতর শক্তিমান। সুতরাং ফকীহ্ রাবীগণের রিওয়ায়েত অপরাপর রাবী রিওয়ায়েতের তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।[১]

---

১. ابو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى,(মিসর: দারুল ফিকর-আল-আরবী, ১৪১২হি./ ১৯৯১খৃ.), পৃ. ২৪৪-২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিক্হ হানাফীর পরিভাষা ও চর্চা

ইসলামের বিধান মতে মানুষের কাজগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। ১. মাশরূ (المشروع) অর্থাৎ শরী'আত সম্মত ও শরী'আত অনুমোদিত। ২. গায়রে মাশরূ (غير المشروع) অর্থাৎ শরী'আত পরিপন্থী কাজ। শরী'আত সম্মত এবং শরী'আত অনুমোদিত কার্যাবলী আবার সাত প্রকার। ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নাত, ৪. হারাম, ৫. মাকরূহ তাহরীমী, ৬. মাকরূহ তানযীহী, ৭. মুবাহ্।

১. ফরয- অর্থ অবশ্য পালনীয়। আল্লাহ্ তা'আলার আলংঘনীয় আদেশ- যা দলীলে কাতঈ অর্থাৎ অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যাতে সন্দেহের কোনরূপ অবকাশ নেই। যেমন ইসলামের পাঁচ রুক্ন- যা কুরআন মজীদের অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। কেউ যদি এ হুকুমকে অস্বীকার করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। আর তরক করলে ফাসিক বলে গণ্য হবে।

ফরয দুই প্রকার।

১. ফরযে আইন- যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

২. ফরযে কিফায়া- যা আদায় করা সকল মুসলমানের উপর ফরয নয়। বরং সমাজের কিছু লোক আদায় করলে তা সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউই যদি আদায় না করে তবে সকলেই গুনাহগার বলে গণ্য হবে। যেমন জানাযার নামায- উল্লেখ্য যে, ফরযে কিফায়ার ক্ষেত্রেও আদায়ের আগে সমাজের সকল মুসলমানই এর জন্য مسئول (জিম্মাদার), কিন্তু সমাজের কিছু লোক তা আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকেই তা আদায় হয়ে যায়।

২. ওয়াজিব- ওয়াজিবও ফরযের ন্যায় অবশ্য পালনীয়। তবে আকীদাগত দিক থেকে ওয়াজিব এবং ফরযের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা ফরয প্রমাণিত হয়েছে দলীলে কাতঈ তথা অকাট্য দলীল দ্বারা আর ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে দলীলে যন্নী দ্বারা যাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যেমন-সাদাকাতুল ফিত্র, বিতরের নামায এবং দুই ঈদের নামায ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি ওয়াজিবকে অস্বীকার করে তবে সে কাফির হবে না।

৩. সুন্নাত- ফরয বা ওয়াজিব ব্যতীত দ্বীনের যে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে করেছেন, করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বা অনুমোদন করেছেন শরী'আতের পরিভাষায় একে সুন্নাত বলা হয়। এছাড়া খুলাফায়ে রাশিদীন দ্বীনের যে সকল আমল প্রবর্তন করেছেন সেগুলোকেও রাসূলুল্লাহ (সা.) সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং তা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

---

১. **আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,** (পাকিস্তান : আল্- মাকতাবাতুল হাক্কানিয়্যা), ১ খ., পৃ. ৫১-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে,[১]

"فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ"

"তোমাদের জন্য অপরিহার্য হল, আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদ্বীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা"।

সুন্নাত দুই প্রকার।

১. সুন্নাতে মু'আক্কাদা, ২. সুন্নাতে গায়রে মু'আক্কাদা।

১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা- যে সব কাজ নবী করীম (সা) ইবাদত হিসেবে নিয়মিতভাবে পালন করেছেন। তবে ওযরবশত কখনো ছেড়েও দিয়েছেন। আমলের দিক থেকে সুন্নাতে মু'আক্কাদা ওয়াজিবের কাছাকাছি। ইব্না কারণে তা বর্জন করা বা বর্জনের অভ্যাস করে নেওয়া জায়িয নয়।

২. সুন্নাতে গায়রে মু'আক্কাদা- যে সকল কাজ নবী করীম (সা) অভ্যাসগতভাবে নিয়মিত করেছেন এবং ইব্না কারণে কখনো ছেড়েও দিয়েছেন। এ কাজ যারা করবেন তারা সওয়াবের অধিকারী হবেন। কিন্তু না করলে কোন গুনাহ হবে না।[২]

৪. মুস্তাহাব- যে সব কাজ করার জন্য রাসূল (সা) কখনো কখনো লোকদেরকে উৎসাহিত করেছেন। মুস্তাহাব কাজ আদায় করলে সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে কিন্তু না করলে কোন গুনাহ হবে না। ফকীহ্‌দের পরিভাষায় মুস্তাহাবকে নফল (نفل) মানদূব (مندوب) এবং তাতাওউ' (تطوع) ও বলা হয়।

৫. হারাম- যে সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত- যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, মদ পান, চুরি ও যিনা ইত্যাদি। ইব্না ওযরে কেউ হারাম কাজ করলে সে ফাসিক বলে গণ্য হবে এবং কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর কেউ যদি তা অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

৬. মাকরূহ তাহ্‌রীমী- যে কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং দলীলে যন্নী দ্বারা প্রমাণিত। ইব্না ওযরে এসব কাজ করা গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৭. মাকরূহ তানযীহী- যে কাজের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি শরী'আতে দৃঢ়তার সাথে প্রমাণিত নয় এবং যা বর্জন করলে সাওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু করলে শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে না। বরং অনুচিত কাজ করেছে বলে বিবেচিত হবে।

৮. মুবাহ্- যে কাজ করাতে কোন সাওয়াব নেই এবং করাতেও কোন গুনাহ নেই। ইচ্ছা করলে তা করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারে।[৩]

---

১. মিশকাত, (ভারত :মি'রাজ বুক), পৃ. ৩০।

২. ফাতাওয়া ও মাসাইল, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ১ খ., পৃ. ৩৩-৩৪।

৩. আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, (পাকিস্তান : আল্- মাকতাবাতুল হাক্কানিয়্যা), ১ খ., পৃ. ৫১-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

শর্ত ও রুক্‌ন

"ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجا عن حقيقته "

"কোন বস্তুর অস্তিত্ব যার উপর নির্ভরশীল এবং যেটি ঐ বস্তুর হাকীকত থেকে খারিজ, একে শর্ত বলা হয়। আর যদি সে জিনিষটি ঐ বস্তুর হাকীকতের অন্তর্ভূক্ত হয় তবে এক রুক্‌ন বলা হয়"। যেমন উযূ নামাযের জন্য রুক্‌ন কিন্তু রুকূ সিজদা করা নামাযের শর্ত"।

সহীহ্, ফাসিদ ও বাতিল

"هو ما استوفى اركانه وشروطه الشرعية"

"যে কাজে শরী'আত কর্তৃক আরোপিত শর্ত ও শরী'আত অনুমোদিত রুকনসমূহ সমভিব্যাহারে পাওয়া যায় তাকে সহীহ্ বলা হয়। আর যার মধ্যে এসব কিছু পাওয়া যাবে না সেটি সহীহ্ বলে গণ্য হবে না। যদি মূল বিষয় বা 'মূল আকদে' কোন ক্রটি থাকে তবে একে বাতিল বলা হয়। আর যদি গুণাগুণ বা وصف এর মধ্যে কোন ক্রটি থাকে তবে একে ফাসিদ বলা হয়। কোন আমল নির্ধারিত সময়ের ভেতর সম্পাদন করাকে আদায় (اداء) বলা হয়, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সম্পাদন করাকে কাযা (قضاء) বলা হয়, আর সময়ের ভেতর পুন: সম্পাদন করাকে দুহরানো (اعاده) বলা হয়"।[২]

ফিক্‌হ হানাফীর সনদ

প্রাচীন যুগের আলিমগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দল ছিলেন হাফিযে হাদীস। তাঁরা রসূলুল্লাহ (সা.) কে মুখস্থ ও সংরক্ষণ করতেন। দ্বিতীয় দল ছিলেন ফকীহ। ফতওয়া দান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁরা মাসআলা বা সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদ বা গবেষণা করতেন এবং হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদির নীতি নির্ধারণ করতেন।

প্রবীণতম সাহাবা কিরাম (রা.) হাদীস রেওয়ায়েতের ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত আবূ বকর (রা.) অতি অল্প সংখ্যক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। কোন রাবী হাদীস রেওয়ায়েত করিলে হযরত ওমর (রা.) সেই রেওয়ায়েতের উপর সাক্ষ্য তলব করতেন। হযরত আলী (রা.) রাবী (বর্ণনাকারী) হতে হলফ নিতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর হাদীসের রেওয়য়েত অনেক বাড়ে যায়। কিন্তু ইজতিহাদ ও মাসআলা বা সমস্যা সমাধানের ধারা ও পদ্ধতি প্রথম খলীফা হতে শুরু করে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে একই ছিল[২]। মুফতী সাহাবী ও তাবিয়ীগণ প্রয়োজন মাফিক মাসআলার সমাধান করতেন।

"اعلام الموقعين" "গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিখ্যাত তাবিয়ী হযরত মাসরূক (রাহ.) বলেন,

---

১. আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ১ খ., পৃ. ৫৫-৫৬।

২. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি সাহাবা কিরাম (রা.)-এর সংশ্রবে ছিলাম। যে ছয়জন সাহাবী তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধির কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হতেন, তাঁরা হচ্ছেন-হযরত ওমর ফারুক (রা.), হযরত 'আলী (রা.), হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা.), হযরত যায়িদ ইব্ন সাবেত (রা.), হযরত আবূ দারদা (রা.) ও হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) । আর এই ছয়জনের কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হতেন হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.)।" [১]

হযরত আলকামাহ (রাহ.), হযরত আসওয়াদ (রাহ.), হযরত আমর ইব্ন শারজীল (রাহ.)-এঁর মত বড় বড় তাবিয়ীগণ কুফায় ইলমে দ্বীন প্রচার করেন। তাঁরা সকলেই হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.)- এর ছাত্র ছিলেন। এই তব্কা বা স্তরের পরবর্তী স্তরে ছিলেন তাঁহাদের ছাত্র হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খৃ), হযরত শা'বী (রাহ.) (মৃ. ১০৪ হি./৭২২ খৃ) , হযরত ইব্ন জুবাইর (রাহ.) ও অন্যনাগণ। তাঁহাদের পরবর্তী স্তরে ছিলেন হযরত হম্মাদ ইব্ন আবী সুলাঈমান (রাহ.) (মৃ. ১২০ হি./৭৩৮ খৃ.) হযরত সুলাঈমান ইব্ন মু'তামার (রাহ.), হযরত সুলাঈমান আ'মাশ (রাহ.) এবং হযরত মুসা' আর ইব্ন কুদ্দাম (রাহ.) প্রমুখ। তার পরের স্তরে ছিলেন ইমাম আবূ আবদুর রহমান ইব্ন আবী লাইলা (রাহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবী লাইলা (রাহ.) ও ইমাম সুফয়ান সাওরী (রাহ.) (৯৫-১৬১ হি./৭১৪-৭৭৮ খৃ.)। তাঁদের পরের স্তরে ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ছাত্রগণ; যেমন-ইমাম হাফ্স ইব্ন গিয়াস (রাহ.), ইমাম অকী' (রাহ.), ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.), ইমাম যুফার (রাহ.), ইমাম হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফা (রাহ.), ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (রাহ.), ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) ও অন্যান্য ছাত্র। এইভাবে ক্রমান্বয়ে হানাফী মযহাবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সংক্ষেপে হানাফী মযহাবের ধারা নিম্নরূপঃ[২]

রসূলুল্লাহ (সা.)

হযরত 'আলী (রা.)	হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা.)
আলকুমাহ (রাহ.), আসওয়াদ (রাহ.), আমর ইব্ন শারজীল (রাহ.),	মাসরূক (রাহ.), শা'বী (রাহ.), শারীহ (রাহ.),
ইব্রাহীম নাখয়ী (রাহ.)	
হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান (রাহ.)	
ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)	

প্রবীণতম সাহাবিগণ ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রচার ও বিস্তারের প্রচেষ্টাকে পবিত্র কুরআনের পরই স্থান দিতেন। খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগেই ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রচলনের প্রচেষ্টা পূর্ণতা লাভ করেছেল এবং পুরুষ পরস্পরায় তা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর নিকট

১. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ৭৪

২. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছিয়েছিল। অর্থাৎ সাহাবা কিরামের সমষ্টিগত জ্ঞান যা তাবিয়ীদের অন্তরে অন্তরে রক্ষিত হয়ে আসছিল, উহাই সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে ফিক্হ হানাফী নাম ধারণ করল। নিঃসন্দেহে এই ফিক্হ সৎ আমলকরীদের জন্য একটি মূলধন এবং দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

ফিক্হ হানাফীর চর্চা

যে মহান 'ফিক্হ'-এর মাধ্যমে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি পেলেন এবং যা তাঁর অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য কীর্তি হিসেবে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান দিয়ে আসছে, তা কি ? ইসলামে 'ফিক্হ' নতুন কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুবারক যুগেও 'ফিক্হ' ছিল। সাহাবা কিরাম (রাহ.) -এর সোনালী যুগেও কুরআন ও হাদীসের সাথে ফিক্হ-র চর্চা হতো। সাহাবা কিরাম (রাহ.) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ইসলামী আইনের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস দ্বারাই করতেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানুষের জীবনের সমস্যাবলীর শরী'আত সম্মত সমাধানই হলো মূলত 'ফিক্হ' বা ইসলামী আইন-কানুন। সাহাবা কিরামের যুগেও এ ফিক্হ ছিল। তবে তা 'ইল্ম আকারে লিপিবদ্ধ ছিল না। কিন্তু ফিক্হ-এর চর্চা ছিল। অনেক সাহাবী ফিক্হ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, যাঁরা ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রসিদ্ধ ইসলামী শহর যেমন– মক্কা, মদীনা, কূফা, বস্রা, ইয়ামান, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতিতে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি ফিক্হ-এর চর্চারও প্রসার ঘটে। কিন্তু কুরআন ছাড়া তখনও কোন 'ইল্ম গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার রেওয়াজ হয়নি বা ছিল না।[১]

সাহাবা কিরামের যুগেই ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটল। বিশাল জনপদ ইসলামী হুকুমতের অধীনে আসল। নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে তাঁদের পরিচয় ও সংমিশ্রণের ফলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যা ও বিষয়ের সূত্রপাত হল। বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম (রাহ.) -গণ সম্মিলিতভাবে এবং এককভাবে এ সব সমস্যার সমাধানে কুরআন হাদীস থেকে সমাধান খুঁজে বের করতে থাকেন এবং যে সব সমাধান কুরআন -হাদীসে না পেতেন, তা ঐকমত্যের (ইজমার) ভিত্তিতে সমাধান করতেন। সাহাবা কিরামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাবি'ঈগণের এক বিরাট বিশেষজ্ঞ আলিম দল তৈরী হলেন।[২] সাহাবা কিরামের পর এল তাবি'ঈ ও তাবে-তাবি'ঈগণের সোনালী যুগ। গণ-মানুষের সমস্যা আরও ব্যাপক হতে থাকল। সুতরাং যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরি এবং সাহাবা কিরামের ফাত্ওয়ায় না পাওয়া যেত, এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সাহাবা কিরাম কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজ্তিহাদের মাধ্যমে

---

১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২৫৬।

২. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগতভাবে যে অভিমত দিয়েছেন, একে ক্বিয়াসের ভিত্তি ধরে তাবি'ঈগণ যুগের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন। মুসলমানদের মাঝে এ সময়ে ঈমানী, আমলী ও আখ্লাকী বিষয়েও মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মুসলিম জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরল। ভ্রান্ত ফিরকাবাজীর ময়দান প্রশস্ত হল, জাল হাদীসের প্রচলন শুরু হল। তদুপরি যুগ-জিজ্ঞাসাও ব্যাপকতা লাভ করল। এদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা পূর্বে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিমে স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হল। দারুল খিলাফত তখন কূফা তথা বাগদাদ। দারুল খিলাফতের কারণে সেখানে বিভিন্ন মত ও পথের এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির বাহক- মানুষের মিলন ঘটল। ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যা এত অধিক পরিমাণে উদ্ভুত হচ্ছিল যে, একটি সু বিন্যস্ত আইন-কানূন ও বিধি-বিধান ব্যতীত উদ্ভুত সীমাহীন সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান কঠিন হয়ে পড়ল। এমন কি ফিক্হী বিধিবদ্ধ আইনের অভাবে বিচার বিভাগের কাযীগণের সিদ্ধান্ত ও আদেশ-নিষেধেও ভ্রান্তি দেখা দিতে শুরু করল। এ হেন পরিস্থিতিতেই 'ইমামুল আইম্মা' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলিম ব্যক্তিত্ব ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ইসলামী আইন তথা বিধি-বিধানকে লিপিবদ্ধ ও বিধিবদ্ধ করা একান্ত জরুরী মনে করলেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। সত্য, সঠিক এবং বাস্তবতা এই যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এসে ইরাকী ফিক্হকে শক্তিশালী করলেন এবং তাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিলেন। উপরন্তু তিনি যা কিছু পেলেন তাতে সীমাবদ্ধ থাকলেন না। বরং তাঁর পূর্বসূরীগণ যে পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তিনি সে পথে চলতে চলতে এর শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেন। একথা সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে যে, ইব্রাহীম নাখ্ঈ (রাহ.) (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খৃ) -এর চিন্তা-চেতনা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ফিক্হী চিন্তা-চেতনা সৃষ্টিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং তা তাঁর ফিক্হী যোগ্যতা ও পান্ডিত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।[১] ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সুদীর্ঘ বাইশ বছরকাল তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের নিয়ে ৪০ সদস্যের একটি বোর্ড গঠন যা ''ইল্ম-এ-ফিক্হ' নামে একটি স্বতন্ত্র ''ইল্ম'-এর রূপ পরিগ্রহ করে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ফিক্হী বোর্ডের সদস্যগণের অধিকাংশই কোন না কোন বিশেষ ইল্মে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ মহান কাজ ১৪৪ হি.র পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর পূর্ববর্তী যুগে 'ফিক্হ' কোন স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত ''ইল্ম' ছিল না।

এ কারণেই ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেছেন,[২]
"মানব জাতি 'ইল্মে ফিক্হ' ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এ সন্তান।"

---

১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ২৫৭।

২. تذكرة الحفاظ، محمد ابن محمد شمس الدين الذهبى رحمه الله تعالى, (বৈরুত, লেবানন : দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরারী, ১৩৭৬ হি./১৯৫৬খৃ.), পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা মাক্কী (রাহ.) স্বীয় 'মানাকিব' গ্রন্থে বলেন,[১] " ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-ই সর্বপ্রথম ''ইল্‌মে ফিক্‌হ' সংকলন করেন।" তিনি আরও বলেন,

" ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) স্বীয় ফিক্‌হী চিন্তাধারা পরস্পর ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। মজলিসে শূরার সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে তিনি নিজের একান্ত মতে কিছুই করেন নি।"

'ফিক্‌হী' মাসআলা লিপিবদ্ধকরণে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর অনুসৃত নীতি ছিল, তিনি প্রথমেই মাসআলার সমাধান পবিত্র কুরআনে অনুসন্ধান করতেন। কুরআন মজিদের আহকামের আয়াতসমূহের ইবারাতুন্ নস্, দালালাতুন্ নস্, ইশারাতুন্ নস্, ইক্‌তিযাউন্ নস্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, স্পষ্ট, সুপ্ত, ইশারা-ইংগিত যে কোনভাবেই সমাধান না পাওয়া গেলে হাদীসে রাসূল (সা.)-এ সমাধান অনুসন্ধান করতেন। হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত নিখুঁত ও কঠোর পরীক্ষা- নিরীক্ষা ব্যতীত গ্রহণ করতেন না (এ নীতি সকল ফকীহ্ মুজ্‌তাহিদেরই ছিল)। হাদীসে রাসূলে সমাধান না পাওয়া গেলে আসারে সাহাবা ও ফাত্‌ওয়ায়ে সাহাবা অনুসন্ধান করতেন এবং নির্দ্বিধায় যে কোন সাহাবার মত গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে সমাধান ব্যর্থ হলে তাবি'ঈগণের মতামত অনুসন্ধান করতেন। সমাধান না পেলে ইজমার প্রতি মনোনিবেশ করতেন। এখানে ব্যর্থ হলে ক্বিয়াস তথা কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা সমাধানকৃত হুকুমের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক উপমানের হুকুম উপমেয়ের উপর আরোপ করতেন এবং ইস্‌তিহ্‌সান দ্বারা মাসআলার সমাধান করতেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর পূর্বে বিচারকার্য ও ফাত্‌ওয়াদানের রীতি-নীতি ছিল এই যে, ঘটনা ঘটলে তার সমাধান নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা হতো। কিন্তু ইমাম আ'যম (রাহ.) সমস্যার উদ্ভব হওয়ার পূর্বেই তার সমাধানের লক্ষ্যে– যে সকল সমস্যার সাথে মানুষ বিজড়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তার সমাধানও লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য এ কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ। 'উম্মতে মুসলিমার' জন্য অপার রহমত হিসেবে মহান আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এ কাজটি সম্পন্ন করে ফিক্‌হকে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য যুগোপযোগী করে গড়ে তুলেন। বাইশ বছর অক্লান্ত সাধনা-গবেষণার ফলে ''ইল্‌ম ফিক্‌হ হানাফী'-তে ৮৩ হাজার মাসআলা সন্নিবেশিত হলো, তারপরও মাসআলার সংখ্যা বাড়তে থাকল। অবশেষে ফিক্‌হ হানাফীর স্যখ্যা ৫ লক্ষে পৌঁছল। আল্লামা খাওয়ারেযমী (রাহ.) স্বীয় গ্রন্থে বলেন,[৩] "নিশ্চিতভাবে বর্ণিত যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর (উদ্ভাবিত ও লিপিবদ্ধকৃত) মাসআলার সংখ্যা ৫ লক্ষে গিয়ে পৌঁছে। তাঁর ও তাঁর ছাত্রগণের গ্রন্থরাজিই এ সাক্ষ্য দেয়।"

১. الموفق المكى رح - مناقب الامام أبى حنيفة, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.),
২. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.), পৃ. ২৫৭।
৩. جامع المسائل , পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ উৎপত্তি কাল থেকে এ পর্যন্ত ফাতওয়া কেন্দ্রসমূহ ও ফকীহগণের পরিচিতি

নবুওয়ত যুগের পর থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন মাসআলা প্রদানের জন্য মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন ফাতওয়া কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সকল কেন্দ্রসমূহে যে সকল মুফ্‌তীয়ানে কিরাম ফাত্‌ওয়া সংকলন ও প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন পর্যায়ক্রমে তাঁদের আলোচনা তুলে ধরা হল।

ফিক্‌হচর্চার বিভিন্ন যুগ

মহানবী (সা.)- এর যুগ হতে দ্বিতীয় হিজরীশতক পর্যন্ত ফিকহ চর্চার চারটি যুগ অতিবাহিত হয়। তা হল,[১]

১. নবুওয়াত যুগ (عصر النبوة)
২. সাহাবায়ে কিরামের যুগ (عصر الصحابة)
৩. তাবি'ঈন যুগ (عصر التابعين)
৪. ইজতিহাদ যুগ (عصر الاجتهاد)

নবুওয়াত যুগ (عصر النبوة)

এই যুগ মক্কী (مكى) ও মাদানী (المدنى) এই দুই ভাগে বিভক্ত। এ যুগে মহানবী (সা.) দীনি সমস্যার সমাধানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওহীর উপর নির্ভর করতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজে ইজতিহাদ করে ফাতওয়া দিতেন। ফলে এ যুগে আল-কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত ফিকহচর্চায় অন্য কোন উৎসের দ্বারস্থ হয়ে হয়নি।[১]

মক্কী যুগে মহানবী (সা.) এর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআনের অধিকাংশ আয়াত তাওহীদ (التوحيد), রিসালাত (الرسالة) ও আখিরাত (الاخرة) বিষয়ে নাযিল হয়। মাদানী যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ব্যক্তিগত (Personal), পারিবারিক (Family) ও সামাজিক (Social) বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। ফলে এ যুগে বিবাহ (النكاح), তালাক (الطلاق), মীরাস (الميراث), মুআমালাত (المعايلات) , ক্রয়-বিক্রয় (البيوع), হুদূদ (الحدود), দীয়্যাত (الديات) প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন শুরু হয়।[২] এ সময়ে অবতীর্ণ আল-কুরআনের আয়াতসমূহে ফিকহশাস্ত্রের অনেক উপাদান ও বিধান বিদ্যমান। মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় তাঁকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ওহীর প্রতীক্ষায় থাকতেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন আয়াত নাযিল হলে তিনি সে মোতাবিক জবাব দিতেন। নতুবা নিজেই ইজতিহাদ করে জবাব দিতেন। অনেক সময় তিনি ইলহামের ভিত্তিতেও জবাব দিতেন।[৩]

---

১. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, **ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা**,(ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪ইং), পৃ. ১১৩।
২. **আল-মওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ**, (কুয়েতঃ ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুউন আল ইসলামিয়্যাহ), ১ খ., পৃ.২৩।
৩. আবদুল ওহাব খাল্লাফ, **খুলাসাতু তারীখ আল-তাশরী আল-ইসলামী**, (কুয়েতঃদারুল কলম, ১৯৮৬), পৃ.১০।
৪. **প্রগুক্ত**, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে মহানবী (সা.)- এর সুন্নাহ ফিকহচর্চার অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেক সময় মহানবী (সা.) আরবে প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ী মত প্রকাশ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে হিসাযে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু নিয়ম ও পরিভাষা প্রচলিত হয়। এ ছাড়াও জমি-জমা, চুক্তিপত্র সম্পাদন, দন্ডবিধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাক-ইসলামী যুগে অথাৎ পূববর্তী নবীগণের মাধ্যমে যেসব প্রথা ও নিয়ম প্রচলিত ছিল, মহানবী (সা.) সেগুলোর অবিকৃত বিধানগুলি কিছু কিছু বহাল রাখেন এবং বিকৃতবিধানের ক্ষেত্রে সংশোধন ও সংযোজন করেন।[১] এভাবে নবুওয়াত যুগে আল-কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি আরবে প্রচলিত রীতি ও প্রথা (العرفوالعادات) ফিকহচর্চার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

ফিকহশাস্ত্র প্রবর্তনে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় : ১. عدم الحرج (বিধান অনুসরণে অসুবিধার সম্মুখীন না করা),[২] ২. فليل التكاليف (কষ্ট লাঘব করা)[৩] এবং ৩. التدريج (বিধান নাযিলে ক্রমধারা অনুসরণ)[৪]।

আল-কুরআনের বিধানসমূহের ন্যায় মহানবী (সা.) এর হাদীসেও অনুরূপ ধারা পরিলক্ষিত হয়। এতে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা এবং মহানবী (সা.)-এর ইজতিহাদী চিন্তাধারার বহি:প্রকাশ বিদ্যমান। যথা আল-কুরআনে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।[৫] পক্ষান্তরে মহানবী (সা.) কতিপয় নির্ধারিত পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক গ্রহণকে সুদ বলে অভিহিত করেছেন।[৬]

---

১. Schacht, J.: **An Introduction to Islamic Law,** (**Oxford**: 1964), P. 6-7.

২. আল কুরানুল কারীমে আল্লাহপাক বলেন,

ক. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر , **আল-কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল বাকারাহ, আয়াত:১৮৫।

খ. ومايريد الله ليجعل عليكم من حرج , **আল-কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল মা'য়িদাহ, আয়াত: ৫।

গ. وما جعل عليكم فى الدين من حرج , **আল-কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল হাজ্জ, আয়াত: ৭৮।

৩. আল্লাহপাক আরো বলেন:

يايها الذين المنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسوئكم وان تسألوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم ـ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ـ, **আল-কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল মা'য়িদাহ, আয়াত: ১০১-১০২।

৪. মদ, জুয়া ইত্যাদি হারাম হওয়া সম্পর্কিত বিধান সম্পর্কে যে সব আয়াত নাযিল হয় তা নিম্নরূপ:

ক. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما আল-কুরআন, ২:২১৯।

খ. يايها الذين امنوا لا تقر بوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ـ , **আল-কুরআনুল কারীম,** সূরা: আন-নিসা, আয়াত: ৪৩।

গ. يايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فا جتنبوه لعلكم تفلحون ـ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاءفى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون , **আল-কুরআনুল কারীম,** সূরা: আল মা'য়িদাহ, আয়াত: ৯০-৯১।

৫. يايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا لضعافا مضا عفة ,**আল-কুরআনুল কারীম,** সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৩০।

৬. عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله (ص) الذهب بالذهب والفضة با لفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زادوا ستزاد فقد ربى الاخذ والعطى فيه سواء ـ , ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আল তিবরিযী , **মিশকাত আল-মাসাবীহ** (**দিল্লী**: আল মাকতাবাহ আল রশীদিয়্যাহ, ১৩৭৫ হি.) পৃ. ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা.) এর যুগে আল-কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় আল-কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখার অনুমতি ছিল না।[১] অবশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি 'আলী (রা.), আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা.) প্রমুখ সাহাবীকে হাদীস লিখার অনুমতি দেন। এ যুগে সাহাবীগণ সরাসরি আল-কুরআন ও সুন্নাহ হতে জীবন চলার পথ খুঁজে পেতেন বলে 'ফিকহ' একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে বিকাশ লাভ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে যায় এবং উদ্ভূত সমস্যাবলীতে তাঁর (সা.) কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে আল-কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে।[২] এ যুগে অনুসৃত নীতিমালা পরবর্তীতে ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশে অনন্য অবদান রাখে। অবশ্য এ যুগে কোন ফিকহী পরিভাষা সৃষ্টি হয়নি। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ এ যুগে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল: (ক) আকাঈদ. (খ) আখলাক ও (গ) মুআমালাত তথা ব্যবহারিক। শেষোক্ত বিষয়টি পরবর্তীতে 'ফিকহশাস্ত্র' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৩]

সাহাবায়ে কিরাম যুগ (عصر اصحابة)

মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর হতে প্রথম হিজরী শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়টি 'সাহাবায়ে কিরামের যুগ' হিসেবে পরিচিত।[৪] যেসব মাসয়ালায় আল-কুরআন ও সুন্নাহয় কোন সুস্পষ্ট বিধান নেই, এ যুগে সেসব ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ সময় সাহবীদের ফাতওয়াসমূহ ফিকহ চর্চার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেক সময় সাহাবীগণ আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'রায়' প্রয়োগ করে ফাতওয়া দিতেন।[৫] এ যুগে সংঘটিত বা উদ্ভূত হয়নি এমন বিষয়ে সাহাবীগণ ফাতওয়া দিতেন না। ফলে এ যুগে প্রদত্ত ফাতওয়ার সংখ্যা অনেক কম। সাহাবা যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবপক বিস্তৃতি ঘটে। এ সময় মুসলমানদের সাথে অপরাপর জাতির ঘনিষ্টতা সৃষ্টি হয় এবং নতুন নতুন সমস্যাবলীর সাথে তারা পরিচিত হয়। নতুন নতুন অঞ্চলে উদ্ভূত এসব সমস্যার সমাধানকল্পে শরঈ বিধান জানা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে সাহাবীগণ এইসব সমস্যার সমাধান পেশ করেন।

সাহাবা যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইজমা (الاجماع) শরীআতের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

---

১. মহানবী (সা.) বলেন : لاتكتبوا عنى غير القر ان ومن كتب عنى فليمحه ,সহীহ আল-মুসলিম, (দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, ১৩৭৬ হি.) ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৪।

২. বখতিয়ার হুসাইন সিদ্দিকী, আহদি নববী আওর উসকে বা'দকে দাওরমেঁ মুসলমানুঁকা নেযামে তা'আলীম, ফিকর ওয়া নযর, (ইসলামাবাদ : ইদারায়ী তাহকীকাতি ইসলামী, অক্টোবর ১৯৭৯) প ১৪।

৩. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্হ চর্চা,(ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪ইং), পৃ. ১১৫।

৪. হাফিয ইমাদউদ্দীন ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়া আন-নিহায়াহ, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮২), ৯ খ., পৃ. ১৯০; ইবন হাজার আল-আসকালীন, তাহযীব আল-তাহযীব, (লাহোর: নশর আল- সুন্নাহ), ৫ খ., পৃ. ৭২।

৫. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, খুলাসাতু তারীখ আল- তাশরী আল ইসলামী, (কুয়েত: দারুল কলম, ১৯৮৬), পৃ- ৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে খলীফাগণ অনেক ক্ষেত্রে ফকীহ সাহাবীদের নিকট উদ্ভূত সমস্যাবলী পেশ করতেন। সকলেরর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ফয়সালা হলে তা ইজমা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতো। এ যুগে ফিকহচর্চায় ইজতিহাদের (الاجتهاد) পাশাপাশি ক্বিয়াস (القياس) ও ইসতিসলাহ (الاستصلاح) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১] উমর (রা.) কাযী শুরাইহকে লিখেন যে, আল-কুরআন ও সুন্নাহর পর আহলি। ইলমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (الاجماع) গ্রহণ কর। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ইজতিহাদ (الاجتهاد) কিংবা ক্বিয়াস (القياس) কর।[২] সাহাবা যুগে আল-কুরআন সম্পূর্ণরূপে এবং হাদীস আংশিকভাবে সংকলন করা হয়। তাছাড়া এ যুগে সাহাবীদের ইজতিহাদী মতামত ও ফাতওয়াসমূহ লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সাহাবীগণ ইজতিহাদ ও ফাতওয়াদানে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। এজন্য তাঁদের ফাতওয়াসমূহ বহুধারায় বিভক্ত ছিল। অবশ্য তাঁরা অযথা পারস্পরিক বিতর্কে জড়িত না হয়ে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেন।[৩] এ যুগে ইজতিহাদের আওতা ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মজলিসে শূরায় অনুমোদিত হতো বিধায় আইন প্রণয়ন প্রশ্নে সাহাবীদের মাঝে মৌলিক মতভেদ দেখা দেয়নি। সুতরাং বলা যায়, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলামী আইন ছিল একক ও বিরোধমুক্ত। কিন্তু উমায়্যা যুগে সমাজের চাহিদা এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামী আইনে কিছুটা বিভক্তির সূচনা ঘটে। উমায়্যা যুগের প্রথমার্ধে কাযীগণ বিচার-ফয়সালায় পরিপূর্ণরূপে ইসলামী আইন অনুসরণ করলেও খলীফাগণ শাসন ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে ইসলামী আইনের পূর্ন অনুসরণ করতে সক্ষম হননি। অপরদিকে এ সময়ে যেসব সাহাবী জীবিত ছিলেন, তাঁরাও রাজনৈতিক শক্তি এবং ইসলামী আইনের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হননি। ফলে তাঁরা শাসন ক্ষমতা হতে দূরে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফিকহ ও ফাতওয়া চর্চা অভ্যাহত রাখেন।[৪]

সাহাবা যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে সাহাবীদের সর্বসমম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তেমন একটা ছিল না। উমর (রা.) ও উসমান (রা.)-এর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিধি অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। এ সময় অনেক সাহাবী মদীনা ছেড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এদেরকে মদীনায় একত্রিত করে ধর্মীয় সমস্যাদির সমাধান চাওয়া খলীফার পক্ষে দুরূহ কাজ ছিল। বস্তুত যেই সাহাবী যেখানে গিয়ে বসবাস করেন, সেখানে তাঁর ফিকহী চিন্তাধারার প্রসার ঘটে। সাহাবীগণ আল-কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণিত বিধানসমূহের ব্যাখ্যায় আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপটও সামনে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

২. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ , **আলাম আল-মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন,** (বৈরুত: দারুল জিল), ১ খ., পৃ. ৬১-৬২।

৩. عنعائشة زوج النبى(ص) انها امرت انيمر عليها بسعدبن ابى وقاص فى المسجد خين مات اتدعو له - فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة: مااسرع الناس ما صلى رسول الله(ص) على سهيل بن بيضاء الافى المسجد - **আল-মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক,** (দেওবন্দ: ইয়াসির নদীম এণ্ড কোং, তা. বি.) পৃ. ৭৯-৮০।

৪. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, **ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্হ চর্চা,** পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাখতেন। সাহাবীগণ দূর-দূরান্তে অবস্থানের ফলে এবং দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে তাঁদের ইজতিহাদ ও রায় বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। মুসলমানদের রাজনৈতিক বিভক্তির প্রভাব ফিকহচর্চার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রত্যেক দল ও সম্প্রদায় স্ব-স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত আলিম ও ফকীহদের ফাতওয়াসমূহকে অগ্রাধিকা দিত।

মহানবী (সা.) এর যুগে অনেক সাহাবী মহানবী (সা.) এঁর কাছ থেকে ফাতওয়াদানের অনুমতি লাভ করেন। এইসব সাহাবী মহানবী (সা.) এঁর কাছ থেকে ফাতওয়াদান পদ্ধতিও শিক্ষা গ্রহণ করেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে এইসব সাহাবী দীনি মাসয়ালার ফাতওয়া দিতেন। এঁদের সংখ্যা ছিল দেড় শতাধিক।[১] ফাতওয়াদানের যোগ্যতা এবং ফাতওয়ার বিবেচনায় এদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়।

১. অধিক ফাতওয়াদানকারী সাহাবী (المكثرون)
২. মধ্যম সংখ্যক ফাতওয়াদানকারী সাহাবী (المتوسطون)
৩. অল্প সংখ্যক ফাতওয়াদানকারী সাহাবী (المقلون)।[২]

অধিক ফাতওয়াদানকারী সাহাবী (المكثرون) :

যেসব সাহাবী অধিক সংখ্যক মাসয়ালার ফাতওয়াদান করেছেন, তাঁরা হলেন:[৩]

১. 'উমর ইব্নল খাত্তাব (রা.) (মৃ ২৩ হি. ৬৪৪ খৃ.)
২. আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) (মৃ. ৪০ হি./৬৬১ খৃ.)
৩. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫৩ খৃ.)
৪. যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) (মৃ. ৪৫ হি./৬৬৫ খৃ.)
৫. 'আয়িশা উম্মুল মু'মিনীন (রা.) (মৃ. ৫৭ হি./৬৭৭খৃ.)
৬. আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৭ খৃ.)
৭. আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) (মৃ. ৭৪ হি./৬৯৩ খৃ.)

মধ্যম সংখ্যক ফাতওয়াদানকারী সাহাবী (المتوسون)

যেসব সাহাবী মধ্যম সংখ্যক ফাতওয়াদান করেন তাঁরা হলেন:[৪]

১. আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) (মৃ. ১৩ হি./ ৬৩৪ খৃ.),
২. মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) (মৃ. ১৮ হি./৬৩৯ খৃ.),
৩. আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫২ খৃ.)

---

১. ইব্নল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ , **আলাম আল-মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন,** ১ খ., পৃ-১০।

২. প্রাগুক্ত, ১ খ., পৃ.১১; ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, **ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্হ চর্চা,** পৃ.১১৮।

৩. ইযায উদ্দিন ইবন আসির , **ইসদুল গাহাবাহ ফী মাআরিফাত সাহাবা,** (বৈরূতঃ দারুল কুতুর আল ইলমিয়্যাহ, ১৪৫১হি./১৯৯৪খৃ.); Iqra Islamic Publications , **THE SAHĀBA WHO WERE FUQAHĀ (JURISTS),** (http://www.iqra.net/ articles/muslims/index.php) ; ইব্নল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ : **আলাম আল-মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন,** ১ খ., পৃ-১২;

৪. প্রাগুক্ত,১খ.,পৃ.১২;আবু ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,**(ঢাকা:ইফাবা, ১৯৮২),পৃ.২৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪. উবাদাহ ইব্নস সামিত (রা.) (মৃ. ৩৫হি./৬৫৫ খ্রি.)
৫. উসমান ইব্ন আফফান (রা.) (মৃ৩৫ হি./৬৫৬ খৃ.)
৬. সালমান ফারসী (রা.) (মৃ. ৩৬ হি./৬৫৬ খৃ.)
৭. তালহা (রা.) (মৃ. ৩৬ হি./৬৫৬ খৃ.)
৮. যুবায়র ইব্নল আওয়াম (রা.) (মৃ.৩৬ হি. ৬৫৬ খৃ.)
৯. আবূ বাকরাহ নুফাই ইব্নল হারিস (রা.) (মৃ. ৫১ হি./৬৭১ খৃ.)
১০. ইমরান ইব্নল হুসায়ন (রা.) (মৃ. ৫২ হি./৬৭২ খৃ.)
১১. আবূ মূসা আল- আশআরী (রা.) (মৃ. ৪৪ হি./৬৬৫ খৃ.)
১২. সা'দ ইব্ন আবী ওক্কাস (রা.) (মৃ. ৫৫ হি. ৬৭৪ খৃ.)
১৩. আবূ হুরায়রা (রা.) (মৃ. ৫৮ হি./৬৭৭ খৃ.)
১৪. মুআবিয়া ইব্ন আবী সুফয়ান (রা.) (মৃ.৬০ হি./৬৮০ খৃ.)
১৫. উম্মু সালমা (রা.) (মৃ. ৫৯ হি./৬৭৯ খৃ.)
১৬. আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনিল আস (রা.) (মৃ. ৬৫ হি./৬৮৪ খৃ.)
১৭. আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র (রা.) (মৃ. ৭৩ হি./৬৯২ খৃ.)
১৮. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) (মৃ. ৭৪ হি./ ৬৯৩ খৃ.)
১৯. জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) (মৃ. ৭৪৫ হি./ ৬৯৩ খৃ.)
২০. আনাস ইব্ন মালিক (রা.) (মৃ. ৯৩ হি./৭১১ খৃ.)।

অল্প সংখ্যক ফাতওয়াদানকারী সাহাবী (المقلون)

দু'-একটি কিংবা কয়েকটি ফাতওয়া বর্ণিত হয়েছে এমন সাহাবায়েকিরামগণ হলেন :[১]

১. আবু দারদা (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫২ খৃ.),
২. আবুল ইয়াসার কা'ব ইব্ন আমর (রা.) (মৃ. ৫৫ হি./৬৭৫ খৃ.),
৩. আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াসার (রা.) (মৃ. ৮৮ হি./৭০৭ খৃ.),
৪. আবূ সালমাহ ইব্ন আবদির রহমান আল-মাখযূমী (রা.) (মৃ. ৯৪হি./৭১৩খৃ.),
৫. আবূ উবায়দাহ ইব্নল জাররাহ (রা.),
৬. সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা.) (মৃ. ৫১ হি./৬৭১ খৃ.),
৭. হাসান ইব্ন আলী (রা.) (মৃ. ৪৯ হি./৬৬৯ খৃ.),
৮. হুসায়ন ইব্ন আলী (রা.) (মৃ. ৬১ হি./৬৮০ খৃ.),
৯. নুমান ইব্ন বশীর (রা.),
১০. উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) (মৃ. ২২ হি./৬৪৩ খৃ.),
১১. আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) (মৃ. ৫২ হি./৬৭২ খৃ.),
১২. আবূ তালহা আল-আনসারী (রা.) (মৃ. ৩৪ হি./৬৫৪ খৃ.),
১৩. আবূ যর আল-গিফারী (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫৩ খৃ.),
১৪. উম্মু আতিয়্যাহ নাসীবাহ ইব্নতি হারিস (রা.),
১৫. সাফিয়্যাহ উম্মুল মু'মিনীন (রা.) (মৃ. ৫০ হি./৬৭০ খৃ.),

১. প্রাগুক্ত, ১ খ., পৃ. ১৩; আবু ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুলাহ, **ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. হাফসাহ উম্মুল মু'মিনীন (রা.) (মৃ. ৪১ হি./৬৬১ খৃ.),
১৭. উম্মু হাবীবাহ উম্মুল মু'মিনীন (রা.) (মৃ. ৪৪ হি./৬৪৪ খৃ.),
১৮. উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) (মৃ. ৫৪ হি./৬৭৩ খৃ.),
১৯. বারা ইব্ন আযিব (রা.) (মৃ. ৭২ হি./৬৯২ খৃ.),
২০. আবূ 'উমর কুরযাহ ইব্ন কা'ব (রা.),
২১. আবূ বাকরাহ নুফাই ইব্নল হারিস (রা.) (মৃ. ৫১ হি./৬৭১ খৃ.),
২২. মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা.) (মৃ. ৩০ হি./৬৫১ খৃ.),
২৩. আবুস সানাবিল (রা.),
২৪. বিশর ইব্ন আমর আল-আবদী (রা.),
২৫. নায়লা ইব্নতি কায়িফ (রা.),
২৬. আবূ মাহযূরাহ (রা.) (মৃ. ৫৯ হি./৬৭৯ খৃ.),
২৭. আবূ শুরায়হ আল-কা'বী (রা.),
২৮. আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রা.),
২৯. আসমা ইব্নতু আবী বকর (রা.) (মৃ. ৭৩ হি./৬৯২ খৃ.),
৩০. উম্মু শুরায়ক (রা.),
৩১. খাওলা ইব্নতে খুয়ারত (রা.),
৩২. উসায়দ ইব্নল হুযায়র (রা.), (মৃ. ২০ হি./ ৬৪১ খৃ.),
৩৩. দাহ্হাক ইব্ন কায়স (রা.),
৩৪. হাবীব ইব্ন মাসলামাহ (রা.),
৩৫. আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা.),
৩৬. হুযায়ফাহ ইব্নল ইয়ামান (রা.) (মৃ. ৩৬ হি./৬৫৭ খৃ.),
৩৭. সামামাহ ইব্ন আসাল (রা.),
৩৮. আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.), (মৃ. ৩৭হি./৬৫৮ হি.),
৩৯. আমর ইব্নল আস (রা.) (মৃ. ৪৩ হি./৬৬৪ খৃ.),
৪০. আবুল গাদিয়াহ আল-সালমী (রা.),
৪১. দাহ্হাক ইব্ন খলীফা আল-যাযিনী (রা.),
৪২. হাকাম ইব্ন আমর আল-গিফারী (রা.),
৪৩. ওয়ারিসাহ ইব্ন মা'বাদ আল-আসাদী (রা.),[১]
৪৪. আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা.),
৪৫. আউফ ইব্ন মালিক আল-আশজাঈ (রা.) (মৃ. ৭৩ হি./৬৯২ খৃ.),
৪৬. আদী ইব্ন হাতিম (রা.) (মৃ. ৬৭ হি./৬৮৬ খৃ.),
৪৭. আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রা.) (মৃ. ৮৬ হি./৭০৫ খৃ.),
৪৮. আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা.) (মৃ. ৪৩ হি./৬৩৩ খৃ.),

১. **প্রাগুক্ত,** ১ খ., পৃ. ১৫; ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, **ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্হ চর্চা,** পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. আমর ইব্‌ন আবাসাহ (রা.),
৫০. আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ (রা.) (মৃ. ১৩ হি./৬৩৪ খৃ.),
৫১. উসমান ইব্‌ন আবিল আস (রা.),
৫২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজাস (রা.),
৫৩. আকীল ইব্‌ন আবী তালিব (রা.),
৫৪. আয়িয ইব্‌ন আমর (রা.),
৫৫. আবূ কাতাদাহ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাআম্মার (রা.),
৫৬. আবুত তুফায়ল আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (রা.) (মৃ. ১০০ হি./৭১৯ খৃ.),
৫৭. উমাই ইব্‌ন সালাহ (রা.),
৫৮. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী বকর (রা.),
৫৯. আবদুল রহমান ইব্‌ন আবী বকর (রা.) (মৃ. ৫৩ হি./৬৭২ খৃ.),
৬০. আতিকাহ ইব্‌ন যায়দ ইবনি আমর (রা.),
৬১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আউফ আল-যুহরী (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫৩ খৃ.),
৬২. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আদী ইবনিল খিয়ার (রা.) (মৃ. ৮৩ হি./৭০২ খৃ.),
৬৩. সা'দ ইব্‌ন উবাহাদ (রা.) (মৃ. ১৫ হি./৬৩৬ খৃ.),
৬৪. কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা.),
৬৫. আবদুল রহমান ইব্‌ন সাহল (রা.),
৬৬. সামুরাহ ইব্‌ন জুনদুর (রা.) (মৃ. ৬১ হি./৬৮০ খৃ.),
৬৭. সাহল ইব্‌ন সা' আল-সায়িদী (রা.) (মৃ. ৯১ হি./৭১০ খৃ.),
৬৮. আমর ইব্‌ন মুকরিন (রা.),
৬৯. সুয়ায়দ ইব্‌ন মুকরিন (রা.),
৭০. মুআবিয়া ইব্‌নল হাকাম (রা.),
৭১. সাহলাহ ইব্‌ন সুহায়ল (রা.),
৭২. আবূ হুযায়ফাহ ইব্‌ন উতবাহ (রা.),
৭৩. সালমাহ ইব্‌নল আকওয়া' (রা.) (মৃ. ৭৪ হি./৬৯৩ খৃ.),
৭৪. যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৭ খৃ.),
৭৫. জারীর ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-বাজালী (রা.) (মৃ. ৩৪ হি./৬৭৪ খৃ.),[১]
৭৬. জারীর ইব্‌ন সালমাহ (রা.),
৭৭. জুয়ায়রিয়্যাহ উম্মুল মু'মিনীন (রা.) (মৃ. ৫৬ হি./৬৭৫ খৃ.),
৭৮. হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) (মৃ. ৫৪ হি./৬৭৪ খৃ.),
৭৯. কাদামাহ ইব্‌ন মাযউন (রা.),
৮০. উসমান ইব্‌ন মাযউন (রা.),
৮১. মায়মূনাহ উম্মুল মু'মিনীন (রা.) (মৃ. ৩৯ হি./৬৫৯ খৃ.),

১. **প্রাগুক্ত**, ১ খ., পৃ. ১৭; আবু ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

৮২. মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস (রা.),
৮৩. আবূ উমামাহ আল- বাহিলী (রা.) (মৃ. ৮৬ হি./৭০৫ খৃ.),
৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামাহ (রা.) (মৃ. ৪৬ হি./৫৬৬ খৃ.),
৮৫. খাব্‌বাব ইব্‌নল আরাত (রা.) (মৃ. ৩৭ হি./৬৫৮ খৃ.),
৮৬. খালিদ ইব্‌নল ওয়ালিদ (রা.) (মৃ. ২১ হি./৬৪২ খৃ.),
৮৭. দামরাহ ইব্‌নল ফায়দ (রা.),
৮৮. তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা.),
৮৯. যাহির ইব্‌ন রাফি' (রা.),
৯০. রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) (মৃ. ৭৩ হি./৬৯২ খৃ.),
৯১. ফাতিমা ইব্‌নত রাসূল্লিাহ (রা.) (মৃ. ১১ হি./৬৩২ খৃ.),
৯২. ফাতিমা ইব্‌নতু কায়স (রা.),
৯৩. হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) (মৃ. ৫৪ হি./৬৭৪ খৃ.),
৯৪. হিশাম ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.),
৯৫. শুরাহবীল ইব্‌নস সামত (রা.),
৯৬. দিহ্‌ইয়্যা ইবুন খলীফা আল-কালবী (রা.),
৯৭. সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌নস শাম্মাস (রা.),
৯৮. সাওবান মাওলা রাসূলিল্লাহ (রা.),
৯৯. মুগীরাহ ইব্‌ন শু'বা (রা.) (মৃ. ৫০ হি./৬৭০ খৃ.),
১০০. বুরায়দাহ ইব্‌নল খুসাইব আল-আসলামী (রা.),
১০১. রুয়ায়ফা' ইব্‌ন সাবিত (রা.),
১০২. আবূ উসায়দ আল সায়িদী (রা.) (মৃ. ৬০ হি./৬৮০ খৃ.),
১০৩. আবূ মুহাম্মদ মাসউদ ইব্‌ন আউস আল-আনসারী (রা.),
১০৪. যয়নব ইব্‌নতু জাহ্‌শ (রা.) (মৃ. ২০ হি./৭৪১ খৃ.),
১০৫. উত্‌বাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.),
১০৬. বিলাল ইব্‌ন রাবাহ (রা.) (মৃ. ২০ হি./৬৪০ খৃ.),
১০৭. উরউয়া ইব্‌নল হারিস (রা.),[১]
১০৮. সিয়াহ ইব্‌ন রূহ (রা.),
১০৯. আবূ সাঈদ ইব্‌নল মুআল্লা (রা.),
১১০. আব্বাস ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব (রা.) (মৃ. ৩২ হি./৬৫৩ খৃ.),
১১১. বিশর ইব্‌নল আরতাত (রা.),
১১২. সুহায়ব ইব্‌ন সিনান আল-রুমী (রা.) (মৃ. ৩৮ হি./৬৫৯ খৃ.),
১১৩. উম্মি আয়মান (রা.) (মৃ. ১১ হি./৬৩২ খৃ.),
১১৪. তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা.) (মৃ. ৮৩ হি./৭০২ খৃ.),

১. প্রাগুক্ত, ১ খ., পৃ. ১৯; ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা, পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

১১৫. মিকদাম ইব্‌ন মাদীকারাব (রা.) (মৃ. ৮৬ হি./৭০৫ খৃ.),

১১৬. আবুল ইয়াকযান আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির (রা.) (মৃ. ৫৯ হি./৬৭৯ খৃ.),

সাহাবা যুগে মুসলিম সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে সাহাবাগণ মু'আল্লিম, মুবাল্লিগ, কারী, ওয়ালী, কাযী ও সেনাপতি হিসেবে এসব অঞ্চলে গিয়ে পরবর্তীতে তাঁরা সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁদেরকে কেন্দ্র করে ফিক্‌হচর্চা ও ফাত্ওয়াদানের কেন্দ্র গড়ে উঠায় এ যুগে আরব-অনারব সর্বত্র ফিক্‌হর্চা ব্যাপক আকার ধারণ করে।

তৎকালীণ ফাতওয়ার প্রসিদ্ধ সপ্তকেন্দ্র এবং মুফতী সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈগণ

۞ মদীনা মুনাওয়ারা

রাসূলুল্লাহ (সা.) এঁর যুগ হতে ৩৫ হি./ ৬৫৫খৃ. পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতকাল পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারাই ছিল মুসলিম জাহানের ফাতওয়া প্রদানের বিশিষ্ট কেন্দ্র।[১] এ সময় খলীফাতকুল মুসলিমীন ওমীরুল মুমিনীন সহ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত 'আয়িশা (রা.) হযরত আবদুল্লহ্ ইবন মাস'উদ (রা.) হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা.) হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হযরত উবায় ইবন কাব (রা.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমর (রা.) হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) হযরত আবূ দারদা (রা.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম। ডক্টর আল্লামা খালিদ মাহমূদ বলেন, কম বেশী সমস্ত সাহাবাই ফকীহ্ ছিলেন। তবে উচ্চ মানের ফকীহ তাদের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের অধিক ছিল না। হাফয ইবন কায়্যিম (রা.) এর মতে ফাত্ওয়া প্রদানকরী সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা একশত ত্রিশ থেকে কিছু বেশী ছিল ।[২] আল্লামা খিযদী বেগ (রা.) এর মতে তৎকালিন যুগে মদীনা মুনওওয়ারায় যে সব মনষ ফাতওয়া প্রদানের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন:[৩]

১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) (৯ হিপূ.- ৫৭ হি./ ৬১৩-৬৭৭ খৃ.)

হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) এর কন্যা এবং নবী করীম (সা.) এর সর্ব কনিষ্ঠা জীবন সঙ্গিনী। হিযরতের দুবছর পূর্বে নবী করীম (সা.) এঁর সাথে তিনি পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন তখন তিনি সাত বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন। নয় বছর বয়সে তাকে স্বামীর বাড়ীতে তুলে দেওয়া হয়। নবী করীম (সা.) এর ইন্‌তিককালের সময় তার বয়স হয়েছিল আঠার বছর । সর্বমোট তিনি নয় বছর নবী করীম (সা.) এর মুবারক সুহবতের দ্বারা ধন্য হয়েছিলেন।[৪]

---

১. ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, আবু ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.৩৩।

২. আসারুল ফিকহিল ইসলামী, (লাহোর, পাকিস্তান : দারুল মা'আরিফ), ১ খ., পৃ. ২০৩-২৪৪।

৩. ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৪৭।

৪. তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আতা ইবন আবূ রাবাহ্ (রাহ.) বলেন হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের ফকীহ ছিলেন এবং তার রায়কে সকলের রায়ের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। হযরত উরওয়া (রা.) বলেন হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসুল্লাহ্ (সা.) এর পারিবারিক জীবন সহ ফিক্হ-র সকল অধ্যায়েই তার থেকে কিছু না কিছু হাদীস অবশ্যই পাওয়া যায়। 'আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) এঁর শরণাপন্ন হতেন। বহু সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মাধ্যে হযরত 'আয়িশা (রা.) এঁর ভাগিনা উরওয়া ইবন যুবায়র এবং তার ভাতিজা কাসিম ইবন মুহাম্মাদ (রা.) তাঁর থেকে রিওয়ায়েত করেছেন সবচেয়ে বেশী । ৫৭ হি./ ৬৭৭খৃ. সনে তিনি এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

২. হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.) (মৃ.৭৩ হি. / ৬৯২ খৃ.)

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমর (রা.) স্বীয় পিতা হযরত 'উমর (রা.) এঁর সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কম বয়স্ক হওয়ার কারণে বদরে এবং ওহুদে শরীক হতে না পারলেও পরবর্তীতে তিনি খন্দক, মূতা ও ইয়ারমূক ইত্যাদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে মিসর এবং আফ্রিকা বিজয় অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন । জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নাতের অনুসরন করে চলতেন। রাসুল্লাহ (সা.) যে স্থানে সালাত আদায় করেছেন তিনি ও সেখানে সালাদ আদায় করেছেন যেখানে তিনি অবতরণ করেছেন তিনিও সেখানে অবতরণ করেছেন। এমনকি যেস্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উসতিনজা করেছেন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বে ও সেখানে তিনি কিছুক্ষন বসে থেকে পরে উঠে চলে এসেছেন । পরে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরনেন নিমিত্তেই আমি এরূপ করেছি। তিনি একজন উচু পর্যায়ের ইমাম এবং মুফতী ছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফাতওয়া প্রদান করতেন। কতিপয় সাহবী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তার সমাহেবজাদা সালম এবং আযাদকৃত গোলাম নাফি (রা.) ই তার থেকে অধিক পরিমানে রিওয়ায়েত করেছেন। তিনি ৭৩ হি./৬৯২ খৃ. সনে ইন্তিকাল করেছেন ।[১]

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) (মৃ. ৫৭ হি./ ৬৭৭খৃ.)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর নাম আবদুর রহমান এবং তার পিতার নাম ছিল সাখর তিনি ছিলেন দাওস বংশীয় মানুষ। তিনি খায়বার বিচয়ের পর সপ্তম হি. সনে মদীনায় এসে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন থেকে নিয়ে নবী করীম (সা.) এর ওফাত পর্যন্ত তিনি ছায়ার মতই নবী করীম (সা.) কে অনুসরণ করে চলেন । এর কারণেই সর্বাধিক হাদীস বর্ননা করার সৌভাগ্য তার অর্জিত হয়।

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১১২: মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২২; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৪৮।

২. **প্রগুক্ত**, পৃ. ১১২; ২২; ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

তার থেকে অনেকেই হাদীস বর্ননা করেছেন তন্মাধ্যে তার জামাতা হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এবং তার আযাদকৃত গোলাম হযরত আরাজ (রা.) ই তার থেকে সর্বাধিক হাদসি বর্ণনা করেছেন । তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ্ ও আবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন ইব্নয়ের এক বাস্তব প্রতীক ব্যক্তিত্ব । তিনি ৫৭ হি. সনে এ পৃথীবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। উপরোক্ত এই মহান তিনি ব্যক্তিত্বই তৎকালীন যুগে মদীনা মুনাওওরায় সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হাদীস ও ফাতওয়া বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন । মদীনাবাসীদের ইলম তাদের উপর্ নির্ভরশীল এবং তাদের থেকেই বড় বড় তাবঈনে কিরাম দীনেরন তালীম হাসিল করেছেন।

মদীনা মুনাওয়ারায় ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল তাবিঈ কিরাম বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদরে মধ্যে অন্যতম হলেন:

৪. হযরত সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব মাখযুমী (রা.) (মৃ. ৯৪হি./ ৭১৩ খৃ.)

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.) হযরত 'উমর (রা.) এর দু বছর পর জন্মগ্রহণ করেছেন । তিনি বড় বড় সাহাবা থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী একজন উচ্চমানের ফকীহ্ তাবিঈ ছিলেন । হযরত ইবন 'উমর (রা.) বলেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বড় বড় মুফতীগণের আন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হযরত কাতাদা এবং আলী ইবন মাদীনী (রা.) বলেন: তাবিঈগনের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসায়িবের তুলনায় অধিক বড় আলিম এবঙ কফকীহ আমী আর কাউকে পাইনি। তিনি রাজা বাদশাহদের দেওয়া হাদিয়া কখনো গ্রহণ করতেন না। দীনি বিষয়ে হযরত হাসান বাসরী (রা.) কোন সমস্যায় পড়লে পত্রের মাধ্যরেম তিনি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়িবের নিকট এর সমাধান তলব করতেন। এক বর্ণনা মতে ৯৪ হি./ ৭১৩খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

৫. হযরত 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র আসাদী (রা.) (মৃ. ৯৪ হি./ ৭১৩ খৃ.)

উরওয়া ইবন যুবায়র (রা.) হযরত উসমান গণী (রা.) এর খিলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি বহু সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন এবং নিজ খালা হযরত আয়েশা সিদ্দীতা (রনা) থেকে ফিক্হ-র ইলম হাসিল করেছেন। বস্তুত তিনি হাদীসের হাফিয হওয়ার পাশাপাশি একজন ঐতিহাসিক ও ছিলেন। হিশাম এবং আবূয যিনাদ (রা.) সহ মদীনার অপরাপর আলিমগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । ইমাম যুহরী (রা.) বলেন আমি তাকে জ্ঞানের এমন সাগর হিসেবে পেয়েছি যার জ্ঞান পানি কখনো শুকায় নি। তিনিও হি. ৯৪/ ৭১৩খৃ. সনে ইন্তিকাল করেছেন ।[২]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১১৩:
মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২২;
ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৪৯।

২. **প্রগুক্ত**, পৃ, ১১৩; ২২; ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬. আবূ বকর ইবন আবদুর রহমান ইবন হারিস ইবন হিশাম মাখযুমী (রা.) (মৃ. ৯৪ হি./৭১৩ খৃ.)

হযরত 'উমর (রা.) এর খিলফতকালে তার জন্ম । তিনি নিজ পিতা এবং অফরাপর সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীস রিওয়ায়ত করেছেন । আর তাির থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন কিরাম থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। আর তার থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন ইমাম যুহরী (রা.) ও সিগারে তাবিঈনের অনেক । তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আল্লাহ্ ভীরু, দানশীল এবং উচ্চ পর্যায়ের একজন ফকীহ ছিলেন । তাকে রাহিবে কুরায়শ বলা হত। তিনি ৯৪ হি./ ৭১৩খৃ. সনে ইন্তিকাল করেছেন [১]

৭. হযরত 'আলী ইবন হুসায়ন ইবন আবী তালিব হাশিমী (রা.) (মৃ. ৯৪ হি./৭১৩ খৃ.)

তিনি অধিক ইবাদতগুযার ছিলেন বিধায় তাঁকে যায়নুল আবিদীন (ইবাদত কারীদের শোভা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[২]

৮. হযরত উবায়দুল্লাহ ইব্ন আতবাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) (মৃ. ৯৮ হি./ ৭১৭ খৃ.)

তিনি হযরত আয়েশা হযরত আবূ হুরায়রা, এবঙ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) এর বিশিষ্ট শিষ্য । তাদের থেকেই তিনি হাদীস এবং ফিক্হ হাসি করেছেন । তিনি হাদীস ও ফিক্হ-র ইমাম হওয়ার পাশাপাশ একজন কবিও ছিলেন । ইমাম যুহরী (রাহ.) বলেন হযরত উবায়দুল্লাহ (রা.) 'ইল্মের এক সাগর ছিলেন। তিনি ৯৮ হি. ৭১৭খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।[৩]

৯. হযরত সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রাহ.) (মৃ. ১০৬ হি./৭২৪ খৃ.)

তিনি নিজ পিতা আবদুল্লাহ ইবন 'উমর, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.) এর শিষ্য ছিলেন। তাদের থেকেই তিনি হাদীসের ইলম হাসিল করেছেন ইবনুল মুসায়্যিব (রা.) বলেন দুনিয়া বিমুখতা এবং তাক্ওয়া ও পরহেযগালর ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে তার সমতুল্য কেউ ছিল না । তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন । ১০৬ হি./৭২৪ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪]

১০. হযরত সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রাহ.) (মৃ.১০৭ হি./ ৭২৫ খৃ.)

তিনি হযরত মায়মূনা হযরত আয়েশা হযরত আবূ হুরায়রা হযরত ইবন আব্বাস

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১১৩: মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২২; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৪৯।

২. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১১৪।

৩. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২২।

৪. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

এবং হযরত যায়িদ ইবন সাবিদত (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। হাসান ইবন মুহাম্মাদ; আল হানাফিয়্যা (রা.) বলেন আমার মতে তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.) এর নিকট কেউ ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করতে আসলে তিনি বলতেন সুলায়মান ইবন ইয়াসারের কাছে যাও। তিনি ১০৭ হি./ ৭২৫ খৃ. সনে ইতাকাল করেন।[১]

১১. হযরত কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর (রাহ.) (মৃ. ১০৬ হি./ ৭২৪ খৃ.)

তিনি স্বীয় ফুফু হযরত 'আয়েশা (রা.), হযরত ইবন আব্বাস (রা.), হযরত ইবন 'উমর (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। মুলত তার তারবিয়াতদ করেছেন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হযরত ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রা.) বলেন আমি মদীনর মধ্যে এমন কোন লোক পাইনি যাকে হযরত কাসিম (রাহ.) এর তুলনায় বড় ফকীহ এবং হাদীস বিশারদ আমি আর কাউকে দেখিনি। ইবন উয়ায়না (রা.) বলেন কাসিম (রা.) সে যগের সবচেয়ে বড় আীম ছিলেন । ইবন সাঈদ (রা.) বলেন কাসিম (রা.) বলেন আমার শক্তি থাকলে আমি কাসিম (রা.) একজন উচু মানের ফকীহ এবং যাহিদ লোক ছিলেন । হযরত 'উমর ইবন আবদুল আযীয (রা.) বলেন আমার শক্তি থাকলে আমি কাসিম (রা.) কে মুসলিম জহানের খলীফা নিযুক্ত করতাম। তিনি ১০৬ হি./ ৭২৪ খৃ. সনে ইন্তিকাল করেছেন।[২]

১২. হযরত ইমাম বাকির মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী (রাহ.) (মৃ.) ১১৪ হি./ ৭৩৩ খৃ.)

তিনি "আহলে বায়াত" অর্থাৎ রাসূল (সা.) এঁর পরিবারবর্গের অন্যতম ইমাম এবং ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাহ.), হযরত জাবির (রা.), হযরত ইব্ন 'উমর (রা.) (মৃ.৭৩হি./ ৬৯২খৃ.) প্রমুখের ছাত্র ছিলেন। এবং ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর থেকে দু বছর (৭৩০-৭৩২খৃ.) দরস নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ১১৪ হি./ ৭৩৩খৃ. সনে ইন্তিকাল করেছেন।[৩]

১৩. হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক (রাহ.) (৮৩-১৪৮হি./৭০২-৭৬৫খৃ.)

তিনি বাল্যকালে তাঁর দাদা 'আলী ইবন হুসাইয়ন (রাহ.) এবং পরবর্তীতে তাঁর পিতা ইমাম বাকির মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী (রাহ.) থেকে 'ইলম ফিক্হ অর্জন করেছেন। তিনি ৮৩ হি./৭০২ খৃ. জন্মগ্রহন করেন এবং ১৪৮হি./৭৬৫খৃ. ইন্তিকাল করেন। হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.), মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মালিক ইব্ন আনাস, জাফরী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর ছেলে মূসা আল কাজিম,[৪]

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১১৫: মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৩; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫০।

২. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১১৬।

৩. **আবূ ছাইদ,**ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, পৃ. ৩৫ ; http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Baqir.

৪. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৩৫ ; http://en.wikipedia.org/wiki/Ja'far_al-Sadiq.

Dhaka University Institutional Repository

মুতাজিলাত মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াছিল ইবন আতা, ও আল কিমিয়া কিতাবের লিখক মুসলিম বিজ্ঞানী আধুনিক ক্যামিস্ট্রির জনক জাবির ইব্‌ন হাইয়ান প্রমূখ ইমাম জাফর সাদিক (রাহ.) এঁর শিষ্য ছিলেন।

১৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (রাহ.) (৫০-১২৪ হি./৬৭০-৭৪২ খৃ.)

পঞ্চাশ হি. সনে তার জন্ম। তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অণ্যতম ছিলেন । তিনি খুবই উদার এবং অমায়িক মানুষ ছিলেন । তিনি ছিলেন সত্য প্রকাশে অকুতভয়। তিনি আবদুল্লহ ইবন 'উমর আনাস ইবন মালিক এবং সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রা.) এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন । তার সম্পর্কে হযরত 'উমর ইবন আবদুল আযীয ইমাম মালিক, লায়স ইবন সাদ এবং হযরত রাবী আ মনীষী উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ১২৪ হি./ ৭৪২ খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[১]

১৫. আবুয যিনাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাকওয়ান (রাহ.) (মৃ. ১৩১ হি./ ৭৪৯ খৃ.)

তিনি হাসান ইবন মালিক এবং বহু তাবি'ঈনে কিরামের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন তিন হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ এবং নেতৃস্থানীয ফকীহ ছিলেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.) বলেন আমার তে রবী আ (রা.) এর তুলনায় আবূয যিনাদ (রাহ.) বড় ধরনের ফকীহ ছিলেন হযরত সুফয়ান সাওরী (রাহ.) (রা.) আবূ যিনাদ (রা.) কে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস বলতেন। ১৩১ হি./ ৭৪৯ খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[২]

১৬. হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী (রা.) (মৃ. ১৪৩ হি./ ৭৬২খৃ.)

তিনি হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) সহ বহু তাবিঈ কিরামের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান (রা.) বলেন আমার মতে তিনি ইমাম যুহরী (রা.) থেকে ও উত্তম ছিলেন । তিনি ও ১৪৩ হি./ ৭৬০খৃ. ইন্‌তিকাল করেন।[৩]

১৭. হযরত রাবী'আ ইব্‌ন আবু আবদুর রহমান (রাহ.) (মৃ. ১৩৬ হি./ ৭৫৪খৃ.)

তিনি হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) ও বহু তাবি'ঈ কিরাম থেকে হাদীসের 'ইলম হাসিল করেছেন। তিনি হাফিযুল হাদীস হওয়ার পাশাপশী ফকীহ্ এবং মুজতাহিদও ছিলেন। ইয়াহইয় ইবন সাঈদ এবং কাযী সিওয়ার ইবন আবদুল্লাহ্ এবং [৪]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১১৭:
মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৩;
ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫০।

২. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১১৭।

৩. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৩।

৪. **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন সীরীন (রা.) তার প্রজ্ঞা ইলম এবং দানশীলতার প্রশংসা করেছেন। ১৩৬ হি./ ৭৫৪ খৃ. সনে তিন ইন্তিকাল করেন।

মক্কা মুকাররমা

মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) কিছু দিনে জন্য হযরত মু'আয (রা.)- কে সেখানকার মুআল্লিম ও মুফতী নিয়োগ করেছিলেন। মক্কা মুকাররমায় তিনি ছাড়াও আরো পাঁচজন মুফতী ফাতওয়া প্রাদানের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে একজন সাহাবী আর বাকী চারজন হচ্ছেন তাবি'ঈ।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) (মৃ.৬৮হি./৬৮৭খৃ.)

তিনি হিজরতের দু বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তার জন্য দু'আ করেছেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রাঈসুল মাফাসসিরীন বানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন হযরত ইবন আব্বাস (রা.) একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ছিলেন। তিনি যদি আমার মত বয়সী হতেন তবে তার সমতুল কেউ ছিল না। মা'মার (রা.) বলেন ইবন আব্বাস (রা.) হযরত 'উমর আলী এবং হযরত উবায় ইবন কা'ব (রা.) থেকে ইলম হাসিল করেছেন । তাফসীল এবং ফিক্হ-র ক্ষেত্রে মক্কাবাসী লোকদের ইলমের প্রধান হলেন হযরত ইবন আব্বাস (রা.) । তিনি ৬৮ হি./৬৮৭ খৃ. সনে ইনতিকালে করেন।[১]

২. মুজাহিদ ইবন জুবায়র (রাহ.) (মৃ. ১০৩ হি./ ৭২২ খৃ.)

হযরত মুজাহিদ (রাহ.) ছিলেন একজন বিখ্যাত তাফসীরবিদ । তিনি সাদ, হযরত আয়েশা (রা.) (ও. ৫৭ হি,/ ৬৭৭খৃ.), হযরত আবূ হুরায়রা (মৃ. ৫৯ হি./৬৭৮ খৃ.) এবং হযরত ইবন আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীসের ইলম হাসিল করেছেন। তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এঁর সুহবতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ছিলেন এবং তার নিকট থেকে কুরআন মজীদের ইলম হাসিল করেছেন। তিনি নিজেই বলেন আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এর নিকট তিনবার কুরআন মজীদ খতম করেছি প্রতিটি আয়াতের তিলাওয়াত শেষে আমি তাকে এর মর্ম শানে নুযুল এবং এ আয়াতটি কোন বিষয়ে নাযিল হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করতাম। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন তাফসীর বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন । মুজাহিদ (রা.) বলেন হযরত ইবন 'উমর (রা.) অনেক সময় আমার সওয়ারীর রিকাব টেনে ধরে আমাকে তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি ১০৩ হি./৭২২ খৃ. তে ইন্তিকাল করেন।[২]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২১৮; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৪; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫১।

২. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩. হযরত ইকরামা (রাহ.) (মৃ. ১০৭ হি./ ৭২৫ খৃ.)

তিনি হযরত ইবন (রা.) এঁর আযাদকৃত গোলাম এবং শিষ্য ছিলেন। তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রা.) ছাড়া হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর নিকট থেকে ও ইলমে হাসিল করেছেন। বিশেষভাবে তিনি ফিক্হ হাসিল করেছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) এঁর নিকট থেকে হযরত সাঈদ ইবন জুবায়র (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল আপনার থেকে ও বড় আলীম আছেন এবং তিনি হলেন হযরত ইকরাম (রাহ.) । তিনি ১০৭ হি./ ৭২৭খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।[১]

৪. হযরত আতা ইবন আবূ রাবাহ (রাহ.) (মৃ. ১১৪ হি./৭৩২ খৃ.)

হযরত 'উমর (রা.) এঁর খিলাফতকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আয়েশা আবূ গুরায়রা এবং হযরত ইবন আব্বস (রা.) থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তার মাথার চুল ছিল কিছুটা কোকড়ানো । তিনি অত্যন্ত বাগ্মী এবং পণ্ডিত লোক ছিলেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন আমি আতা (রাহ.) থেকে উত্তম কোন মানুষ আর দেখিনি। তিনি সাধারণত নিরব থাকতেন। যখন কথা বলতেন তখন মনে হত যেন তাকে গায়েবীভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা হচ্ছে। তিনি ১১৪ হি./৭৩২খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন ।[২]

৫. আবূ যুবায়র মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম (রাহ.) (মৃ. ১২৭ হি./৭৪৫ খৃ.)

তিনি হযরত ইবন আব্বাস (রা.) (মৃ.৬৮হি./৬৮৭খৃ.), ইব্ন 'উমর (রা.) (মৃ.৭৩হি./ ৬৯২খৃ.)এবং সাঈদ ইবন জুবায়র (রাহ.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি একজন ধীমানও বিদগ্ধ আলিম ছিলেন। হযরত আতা (রাহ.) বলেন, আমরা হযরত জাবির (রা.)-এর নিকট যাতায়াত করতাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। আমরা তা মুয়াকারা ও আলোচনা করতাম। হাদীস হিফ্য করার ক্ষেত্রে আবূয্ যুবায়রই আমাদের মধ্যে অগ্রগন্য ছিলেন। ১২৭ হি./৭৪৫ খৃ. সনে তিনি এ নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।[৩]

⊙ কূফা (ইরাক)

১৩ হি./ ৬৩৪ খৃ. দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা.) (৩৯ হি.পূ.- মহররম ১, ২৪হি./ ৫৮৪- নভেম্বর ৭, ৬৪৪খৃ.),-এর নির্দেশে ইরাক এলাকায় কূফা ও বাসরা নামে দু'টি নতুন শহরের গোড়া পওনা করা হয়েছিল। সাহাবায়ে কিয়ামের এক জামা'আত এই নতুন শহরে বসবাস আরম্ভ করলে খলীফা হযরত 'উমর (রা.) ফকীহুল উম্মাত [৪]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২১৮।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৪।
৩. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫২।
৪. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২১৯:
মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৫;
ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) কে কূফার মু'আল্লিম, মুফ্তী এবং প্রশাসক নিয়োগ করনে। সেখানে তাঁর দশ বছর ১৭-২৭ হি./ ৬৩৮-৬৪০ খৃ. অবস্থান কালে স্থানীয় জ্ঞান পিপাসু প্রায় ৪ হাজার সাথী তাঁর সান্নিধ্যে এসে জ্ঞান পিপাসা নিবারণের মহাসুযোগ লাভ করেন। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) -এর শাসন আমলে (৩৫-৪১ হি./ ৬৫৭-৬৬১ খৃ.) ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল কূফা। হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ-এঁর যুগ থেকে ফকীহ্ সাহাবাগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) এই দুই বরেন্য ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের শিক্ষা ধারার মাধ্যমে এখানে ইলমে দীনের চর্চা ব্যাপক প্রসাল লাভ করে। ফলে কূফা ইলম নগরী রূপ পরিগুহ করে। এরই ফলশ্রুতিতে এখানকার বহু মুজতাহিদদ এবং তাবিঈনে কিরাম বিশ্বাব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবদান রেখে খ্যাতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল:

১. হযরত আলকামাহ ইব্ন কায়স নাখ'ঈ (রাহ.) (মৃ. ৬২হি./ ৬৮২খৃ.)

তিনি নবী করীম এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত 'উমর, উসমান ইব্ন মাসউদ ও আলী (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ফিক্হ-র ইলম হাসিল করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) এঁর নিকট থেকে। আচার-আচারণে তিনি তাঁর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) (৩৩হি./৬৫৪খৃ.) বলেন, আমি যা জানি এবং আমি যা পাড়ি তা আলকামাও জানে এবং সেও তা পড়ে। ইমাম যুহরী (রাহ.)-এর মতে, তিনি একজন উচ্চস্তরের ফকীহ্ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। তিনি পরকালমুখী এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন। তিনি ৬২ হি./৬৮২ খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।[১]

২. হযরত মাসরূক ইব্ন আজদা হামদানী (রাহ.) (মৃ. ৬৩ হি./৬৮৩ খৃ)

তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ছিলেন, আমর ইব্ন মা'দীকারাব (রাহ.)-এর ভাতিজা। হযরত 'উমর আলী এবং ইব্ন মাসউদ (রা.) (৩৩হি./৬৫৪খৃ.) এঁর থেকে তিনি ইল্ম হাসিল করেছেন। প্রখ্যাত বিচারক কাযী শুরায়হ (রাহ.) তাঁর সাথে পরামর্শ করে ফতওয়া দিতেন এবং তিনি তাঁর তুলনায়ও অধিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৬৩ হি./৬৮৩ খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।[২]

৩. হযরত উবায়দা ইব্ন আমর সালমানী (রাহ.) (মৃ. ৯২ হি./৭১১খৃ.)

তিনি ইয়ামান বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত আলী ও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর নিকট থেকে তিনি 'ইল্ম হাসিল করেছেন। হযরত শা'বী (রা.) (মৃ. ১০৪ হি./৭২২ খৃ)-এঁর মতে বিচার বিষয়ে তিনি কযী শুরাহ (রাহ.)-এর সমকক্ষ ছিলেন। ৯২ হি./৭১১খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২১৯।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৫।
৩. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ নাখ'ঈ (রা.) (মৃ. ৯৫ হি./ ৭১৪খৃ.)

তিনি হযরত আলকামা (রা.)-এর ভাতিজা এবং কূফার বিশিষ্ঠ আলিম ছিলেন। তিনি হযরত মু'আয এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদদ (রা.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। ৯৫ হি./ ৭১৪খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

৫. হযরত শুরায়হ ইব্ন হারিস কিন্দী (রাহ.) (মৃ. ৭৮ হি. ৬৯৭খৃ.)

নবী যুগে তাঁর জন্ম। তিনি হযরত 'উমর (রা.) 'আলী (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। দ্বিতীয় খলীফার যুগে তিনি কাযী পদে নিযুক্ত হন। অব্যাহতভাতবে ষাট বছর পর্যন্ত তিনি কাযীর পদে বহাল থেকে এ গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ইন্তিকালের এক বছর আগে এ পদ থেকে ইস্তাফা দেন। অবশেষে ৭৮ হি./ ৬৯৭খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করনে।[২]

৬. হযরত ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীন নাখঈ (রাহ.) (মৃ. ৯৫ হি./ ৭১৪খৃ.)

তিনি ইরাকের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ছিলেন। তিনি আলকামা, মাসরূক, আসওয়াদ এবং হযরত আবূদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। ফকীহ্ হাম্মাদ ইব্ন আবূ সালামার তিনি ওস্তাদছিলেন। হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) বলতেন, ইবরাহীম নাখঈ (রাহ.) বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তোমরা আমার নিকট ফাতওয়ার জন্য আসছ! আমি তো তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ইলমী কথাই বলি না। তিনি ৯৫ হি./৭১৪খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।[৩]

৭. হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রাহ.) (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খৃ.)

তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.)-এর শাগর্দি ছিলেন। হজ্জের সময় লোকেরা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) কে মাস'আলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে কি সাঈদ ইব্ন জুবায়র নেই? তিনি তাঁর সামনে কাউকে অন্যের গীবত করতে দিতেন না। ৯৫ হি./৭১৪ খৃ. সনে হাজ্জার ইব্ন ইউসুফ তাঁকে শহীদ করে দেয়।[৪]

৮. হযরত আমর ইব্ন শুরাহবীল শা'বী (রাহ.) (মৃ. ১০৪ হি./৭২২ খৃ.)

তাবিঈগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ফকীহ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাখতকালে তাঁর জন্ম। তিনি হযরত আলী, আবূ হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা এবং ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সম্মানিত উসতাদ ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কূফার কাযী[৫]

---

১. **তারীখে ফিক্হে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তানঃ** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২১৯।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকাঃইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৫।
৩. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫৪।
৪. **তারীখে ফিক্হে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তানঃ** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২২০।
৫. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

(বিচারক) ছিলেন। মাকহুল এবং আবূ হুসায়ন (রাহ.) বলেন, শা'বী (রাহ.)-এর তুলনায় বড় আলিম এবং ফকীহ্ আমি আর কাউকে দেখিনি। ইব্ন আবূ লায়লা (রাহ.) বলেন, শা'বী (রাহ.) সর্বদা হাদীসের অনুসরণ করে চলতেন এবং তিনি একজন খোজমিযাজ মানুষ ছিলেন। ১০৪ হি./৭২২ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

বাস্রা

সাবরায় অবস্থানকারী যে সব সাহবী ও তাবি'ঈ ফাতাওয়ার কাজে বিশেষ অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনিষীবৃন্দ হলেন অন্যতম।

১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক আন্সারী (রা.) (মৃ. ৯৩ হি./৭১২ খৃ.)

হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এঁর খাদিম ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ এর সুহবতে অবস্থান করে তাঁর থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করে ধন্য হয়েছেন। তিনি হযরত আবূ বকর, 'উমর, উসমান ও আলী (রা.)-এর থেকে 'ইল্ম হাসিল করেছেন। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ১৩ বছর বয়সে তাঁর থেকে সরাসরি ৩ টি হাদীস লাভ করে তাবি'ঈ হন। ইমাম বুখারী (রাহ.) আশিটি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম সত্তর খানা হাদীস তাঁর সূত্রে নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর সম্মিলিতভাবে তাঁরা উভয়েই তাঁর থেকে একশত আটাশ খানা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ৯৩ হি./৭১২ খৃ. সনে তিনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।[১]

২. হযরত আবূল আলিম রাফী ইব্ন মিহরান (রাহ.) (মৃ. ৯০ হি./৭০৯ খৃ.)

তিনি ছিলেন হযরত 'উমর, ইব্ন মাসউদ এবং আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) (ও. ৫৭ হি,/ ৬৭৭খৃ.)-এঁর বিশিষ্ট শিষ্য। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) (মৃ.৬৮হি./৬৮৭খৃ.) আমাকে উঁচুস্থানে বসাতেন। আর কুরায়ম লোকেরা বসতেন এর থেকে কিছুটা তুলনামূলক নিচু স্থানে। ৯০ হি./৭০৯ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২]

৩. হযরত হাসান ইব্ন আবূল হাসান বসরী (রাহ.) (২১-১১০হি./৬৪২-৭২৮ খৃ.)

মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি ললিত হয়েছেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এঁর খিলাফতকালে (২৪-৩৫ হি./৬৪৫-৬৫৬ খৃ.) তিনি পূর্ণ কুরআন মজীদ হিফয্ সমাপ্ত করেন। অত:পর ইল্ম ও আমলের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি একজন বড় ধরনের মুজাহিদ ছিলেন। বহু সাহাবী থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইব্ন সাঈদ (রাহ.) বলেন, তিনি একজন উচ্চস্তরের আবিদ, আলিম এবং বাগ্মী ছিলেন। বাতিলের বিরুদ্ধে এবং হকের পক্ষে তিনি ছিলেন চির সোচ্চার। অত্যন্ত সুন্দর চেহারার অধিকার ছিলেন তিনি। তিনি হক্ব কথা বলতে কারোরই তোয়াক্কা করতেন না। ১১০ হি./ ৭২৮ খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি খুব বড় সূফীসাধক ছিলেন।[৩]

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২২২।
২. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫৫।
৩. Reinhart Dozy, **Essai sur l'histoire de l'islamisme**, (**Leiden and Paris,** 1879), P. 201.

Dhaka University Institutional Repository

৪. হযরত আবূশ শা'সা জাবির যায়িদ (রাহ.) (মৃ. ৯৩ হি./৭১২ খৃ.)

তিনি ছিলেন বাসরার বিশিষ্ট ফকীহ্ এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বিশেষ শিষ্য। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, তোমাদের মাঝে জাবির ইব্ন যায়িদ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তোমরা কেন আমার নিকট ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা কর? আম্র ইব্ন দীনার (রাহ.) বলেন, ফাতওয়ার বিষয়র জাবির ইব্ন যায়িদের তূলনায় অধিক জ্ঞানী আমি তার কাউকে দেখিনি। তিনি ৯৩ হি./৭১২খৃ. সনে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।[১]

৫. মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রাহ.) (৩৩- ১১০ হি./ ৬৫৪-৭২৮ খৃ.)

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফত কালের দুই বছর বাকী থাকতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন 'উমর এবং আনাস (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ ফকীহ্ এবং ইমাম ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) 'ইল্ম হাসিল সংক্রান্ত ব্যাখা করেছিলেন। পরহেযগারীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বেনজীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সমকালীন অনেকেই তার ফিক্হ এবং পরহেযগারীর বিষয়ে ভূরশী প্রশংসা করেছেন। হযরত হাসান বাসরী (রাহ.)-এর ইন্তিকালের একশত দিন পর ১১০ হি./ ৭২৮ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২]

৬. হযরত কাতাদা ইব্ন দা'আমা আল-দূসী (রাহ.) (মৃ. ১১৮ হি./৭৩৬ খৃ.)

তিনি হযরতর আনাস (রা.) (মৃ.৯৩ হি./ ৭১৩ খৃ.) এবং সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রাহ.) এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন। কিন্তু তাঁর মেধা ছিল খুবই প্রখর। তফসীর বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.) (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খৃ.) বলেন, তাফসীরের ক্ষেত্রে কাতাদার তুলনায় অধিক প্রজ্ঞাবান আর কারো লেখা আমি আমি পাইনি। ফিক্হ ও মেধার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিশেষ খ্যাতির অধিকার। আরবী ভাষা তত্ত্ব এবং মানুষের বংশধারা সম্পর্কে তিনি বিশেষ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ১১৮ হি./৭৩৬খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩]

۞ শাম (সিরিয়া)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা.) তাঁর খিলাফত কালে (১৩-২৪ হি./৬৩৪-৬৪৫ খৃ.) হযরত মূ'আয (রা.), উবাদাহ ইব্ন সামিত এবং হযরত আবূ দারদা (রা.) কে সিরিয়ার মু'আল্লিম ও মুফ্তী হিসেবে নিয়োগ দান করেছিলেন। পরবর্তীতে যে সকল তাবি'ঈ এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২২৩।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৬।
৩. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

১. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন গানাম আম'আরী (রাহ.) (মৃ. ৭৮ হি./৬৯৭খৃ.)

তিনি ছিলেন হযরত 'উমর এবং হযরত মু'আয (রা.)-এঁর শিষ্য। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা.) তাঁকে সিরিয়া পাঠিয়েছিলেন সেখানকার লোকদেরকে ফিক্হ-র তালীম দেওয়ার জন্য। তাঁর থেকে সিরিয়াবাসী তাবি'ঈ কিয়াম ফিক্হ হাসিল করেছেন। ৭৮ হি./৬৯৭খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

২. হযরত আবু হইরীস খাওলানী (রাহ.) (মৃ. ৮০ হি./৬৯৯খৃ.)

তিনি হযরত ম'আয ইব্ন জাবাল (রা.) এবং আরো সাহাবী থেকে 'ইল্ম হাসিল করেছেন। তিনি একজন সুবক্তা এবং সিরিয়ার বিচারকও ছিলেন। ৮০ হি./৬৯৯খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২]

৩. হযরত কাবীসা ইব্ন যুওয়াইব (রাহ.)

তিনি হযরত আবূ বকর ও হযরত 'উমর ফারূক (রা.) থেকে ইলম হাসিল করেছেন। ইমাম যুহরী (রাহ.) বলেন, কাবীসা (রাহ.) এ উম্মাতের উল্লেখযোগ্য আলিমদের অন্যতম ছিলেন। শা'বী (রাহ.) বলেন, কাবীসা (রাহ.) এ উম্মাতের উল্লেখযোগ্য আলিমদের অন্যতম ছিলেন। শা'বী (রাহ.) বলেন, কাবীসা (রাহ.) যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.)-এর বিচার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সমূহের সর্বাধিক সংরক্ষক ছিলেন।[৩]

৪. হযরত মাকহুল ইব্ন আবূ মুসলিম (রাহ.) (মৃ. ১১৩ হি./৭৩১ খৃ.)

তিনি সিরিয়ার একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। ইমাম যুহরী (রাহ.) (৫৮-১২৪ হি./৬৭৮-৭৪২ খৃ.) বলেন তিনি এ উম্মাতের তিনজন জন আলিমের অন্যতম ছিলেন। আবূ হাতিম (রাহ.) বলেন সিরিয়াতে মাকহুলের তুলনায় বড় ফকীহ তৎকালে আর কেউ ছিল না। ১১৩ হি./৭৩৩খৃ. সনে তার ইন্তিকাল হয়।[৪]

৫. হযরত রেজা ইব্ন হায়ওয়া (রাহ.) (মৃ. ১১২ হি./৭৩০ খৃ.)

তিনি হযরত মু'আবিয়া আবদুল্লাহ ইবন 'উমর এবং হযরত জাবির (রা.) থেকে হাদীস শ্রবন করেছেন। তিনি সিরিয়ার শায়খ এবং হুকুমতের রুকনে আযীম অর্থাৎ মৃদম্খদূল্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত আতা (রাহ.) বলেন রাজার তুলনায় বড় ফকীহ সিরিয়াতে আমি আর কাউকে দেখিনি। মাকহুল (রাহ.) বলেন রাজা সিরিয়া বাসীদের নেতা ছিলেন। তিনি ১১২ হি./৭৩২খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।[৫]

---

১. **তারীখে ফিক্হে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২২৪।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৭।
৩. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫৬।
৪. **তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তান:** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২২৫।
৫. ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, **আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬. হযরত 'উমর ইবন্ আবদুল আযীয (রাহ.) (৬২-১০২ হি./৬৮২-৭২১ খৃ.)

তিনি উমাউয়্যা যুগের একমাত্র আদর্শ খলীফা, মদীনা মুনাওয়ায় তার জন্ম এবং লালিত পালিত হয়েছেন তিনি মিসরে । আনাস ইবন মালিক (রাহ.) এবং বহু তাবিঈর নিকটি থেকে তিনি 'ইল্ম হাসিল করেছেন। তিনি একজন উচ্চমানের ইমাম ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত ইবাদত গুযার দীনি ব্যাবপারে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। ন্যায়পরায়নতায় তিনি হযরত 'উমর (রা.) এঁর ও তাকওয়া পরহেযগারীর ক্ষেত্রে তিনি ইমাম যুহরী (রাহ.) এর অনুরূপ ছিলেন। কারণেই তাকে 'উমরে সানী বলা হয়। তিনি হযরত 'উমর (রা.) এঁর ছেলে আসিম ইবন 'উমর (রা.) এঁর নাতী। তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীস সংকলনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১০২ হি./৭২১ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

মিসর

মিসরে আগত সাহাবীগণের মধ্যে প্রধান ফকীহ ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইব্ন আ'স (রা.) । আর তাবি'ঈদের মধ্যে দুইজন সেখানে ফকীহ্ হিসেবে অর্জন করেন। তাদের বিবরণ নিম্নে হলঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা.) (মৃ. ৬৫ হি./৬৮৫ খৃ.)

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি একজন উচ্চস্তরের আবিদ এবং কুরআন তিলাওয়াতেকারী সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেছেন । হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি আমার থেকেও অধিক হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞাত থেকে বহু ইলম হাসিল করেছেন। তিনি হাদীস লিখতেন । কিন্তু আমি লিখতাম না। মিসরাবাসী লোকেরা তাঁর থেকে বহু 'ইল্ম হাসিল করেছেন। তিনি ৬৫ হি./৬৮৫ খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।[২]

২. হযরত আবুল খায়র মুরশিদ ইব্ন আবদুল্লাহ (রাহ.) (মৃ. ৯০ হি./৭০৯ খৃ.)

তিনি হযরত আবূ আইউব আনসারী আবূ বাসরা এবং আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আ'স (রা.) এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। তিনি মিসরের খ্যাতিমান মুফতীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ৯০ হি./৭০৯ খৃ. সনে তিনি এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।[৩]

৩. হযরত ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (রাহ.) (মৃ. ১২৮ হি./৭৪৬ খৃ.)

তিনি মিসরের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। খলীফা 'উমর ইবন আবদুল আযীয (রাহ.) তাকে মিসরের প্রধান মুফতী নিয়োগ করেছিলেন। তিনি একজন ধীমান সহনশীল ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ফকীহ ছিরেন। হযরত লায়স ইবন সা'দ (রাহ.)

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** পৃ. ২২৬; http://en.wikipedia.org/wiki/Umar_II

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৮।

৩. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন ইয়াযীদ আমাদের আলিম এবং আমাদের নেতা ছিলেন। তার মাধ্যমেই মিসরে 'ইল্‌মের চর্চা আরম্ভ করেন। তিনি সত্যকথা বলতে কারো তোয়াক্কা করতেন না। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে মিসরের গভর্নর তাকে দেখার জন্য আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, মশার রক্ত লাগলে নামায পড়া সম্পর্কে আপনার ফাতওয়া কি? জবাবে তিনি বললেন প্রত্যহ হাজার মানুষকে খুন করে এম মানুষকে আমি ফাতওয়া দেই না। ১২৮ হি./৭৪৬ খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

ইয়ামান

১. হযরত তাউস ইবন কায়সান (রাহ.) (মৃ. ১০৬ হি./৭২৪খৃ.)

তিনি ইয়ামানের বিখ্যাত মুফতী ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত যায়িত ইবন সাবিদ আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) (ও. ৫৭ হি,/ ৬৭৭খৃ.) এবং আবূ হুরায়রা (রা.) এর বিশিষ্ট শিষ্য। অমর ইবন দীনার (রা.) বলেন আমি তাউসের মত বড় আলিম আর কাউকে দেখিনি। তিনি ইয়মান বাসীদের শায়খ ও ফকীহ ছিলেন । তিনি বহুবার হজ্জব্রত পালন করেছেন এবং হজ্জের সফরেই ১০৬ হি./৭২৪খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[১]

২. হযররত ওয়াহাব মুনাবিবহ (রাহ.) (মৃ. ১১৪ হি./৭৩২ খৃ.)

তিনি ছিলেন ইমামানের বিখ্যাত আলিম ও বিচারক । তিনি হযরত ইবন 'উমর ইব্‌ন আব্বাস এবং জাবির (রা.) এঁর শিষ্য ছিলেন । ১১৪ হি./৭৩২ খৃ. সনে তিনি পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[২]

৩. হযরত ইয়াইয়া ইব্‌ন কাসীর (রাহ.) (মৃ. ১২৯ হি./৭৪৭ খৃ.)

তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ কাতাদা (রা.) এবং তাবি'ঈনে কিয়াম থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন । মুবা (রাহ.) বলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম যুহরী (রাহ.) থেকেও অগ্রগামী ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রাহ.) বলেন যদি কোন হাদীসেমর ক্ষেত্রে যুহরীর সাথে তার মতবিধে হয় তবে ইয়াহইয়া (রাহ.) এর কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। ১২৯ হি./৭৪৭ খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল কেরেন।[৩]

উল্লেখ্য যে, উপরে যে সব সাহাবী তাবি'ঈনে কিরামের আলোচনা করা হয়েছে তারা তাঁদের নিজ নিজ যুগ এক দিকে যেমন ফাতওয়া প্রদানের কাজ করতেন, অপরদিকে তারা হাদীস ও রিওয়ায়েত করতেন। আবার যারা ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করতেন তারাও কোন নির্দিষ্ট ফিক্‌হ-র অনুসরন করতেন না। অর্থাৎ তৎকালে তাকলীদে সাখসীর উপর আমলে করার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। বরং তৎকালীণ যুগে তাকলীদে মতুলাকের উপরই আমল প্রচলিত ছিল।

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ২২৮।

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকাঃইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৮।

৩. **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ সংকলন সম্পাদনা ও ইজতিহাদ যুগের ফিক্‌হবিদগণ

এ যুগেই ঐ সমস্ত মহান ফুকাহায়ে কিরাম এ ধরা পৃষ্টে আবির্ভূত হয়েছেন যাদের অবস্মিরনীয় ও অনবদ্যকীর্তি যুগ যুগ দরে স্মরনীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। এ যুগের তাদের স্বনামধন্য শিষ্যবৃন্দও পৃথিবীতে এস ফিকহ জগড়তে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ যুগ হি. তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত অথবা চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

এ যুগেই ইমাম আযম ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তার সহযোগী সহকর্মী ও শিষ্যগণের সহায়তায় ফিক্‌হ-র নিয়মতান্ত্রিক সংকলন শুরু করেন এবং তিনি বেচে থাকতেই এর সম্পাদনাও পূর্নাঙ্গ করেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ইমামগণও নিয়মিতভাবে ইলমে ফিক্‌হ গ্রন্থকারে রচনা ও প্রকাশ করেন এবং মুসলিম ইমামূহ ব্যাপক ভাবে তা অনুসরন করতে থাকে। বিচারক এবং কাযূগন ঐ ফিক্‌হ-র অনুসরন মুকদ্দমার ফয়সালা দিতে থাকেন। মুসলিম জনতা ইমামগণের তাকলীদ করতে থাকনে। অবশ্য ইজতিহাদ প্রক্রিয়া ও তখন নিজ গতিতে চলতে থাকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণের শিষ্যবৃন্দ তাদের নিজ নিজ উস্তাদগণের সম্পাদিত ফিক্‌হ-র প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হন। তাদের অভিমতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে নতুন নতুন মাস আলার জবাবদিতে থাকেন। উসূলে ফিকহ ও এ যুগে বিধিব্ধ হতে থাকে । এ যুগের ফুকাহায়ে কিরাম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খৃ.)

প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে ৮০ হি./৬৯৯ খৃ. সনে কূফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত ফকীহ হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলায়মান (রাহ.) এঁর নিকট ফিকহ এর 'ইল্‌ম হাসিল করেন। এবং হাদীসের 'ইলম হাসিল করেন আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ নাফী (রাহ.) সহ অসংখ্য তাবি'ঈনে কিরাম থেকে। উদ্ভাবনী মনন এবং অসাধারন আইন প্রণয়ন প্রতিবার অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ফিক্‌হ শাস্ত্রে সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব । তাঁর পূর্ববর্তী যুগে ফিক্‌হ কোন স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্ররূপে ছিলে না। মাসআলা বা ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নের জবাব দান বা ফাতওয়া প্রদানের কোন সঠিক ও বিধিবদ্ধ নিয়ম তৎকালে ছিল না। সর্বোপরি তৎকালে এমন বহু মাসআলা এবং সমস্যাও দেখা দিল যার কোন সমাধান কুরআন, হাদীস এবং সাহবায়ে কিরামের বানীতে মানবজ্ঞানে স্পষ্ট ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে ইমাম আবূ আযম হানীফা (রাহ.) ইসলামী ফিক্‌হ [১]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩০১; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.২৯; **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬০; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** পৃ.৪৪; **Wikipedia, the encyclopedia,** http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifa.

Dhaka University Institutional Repository

বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীতা তীব্রভাবে অনুভব করেন। সেই প্রেক্ষিতে তাঁর ৪০ জন ছাত্রকে নিয়ে ফিক্‌হ বোর্ড গঠন করেন। এখান থেকেই শুরু হয় ইসলামী ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদানার প্রক্রিয়া। ফিক্‌হী মাসআলা সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অনুসৃত নীতি ছিল তিনি প্রথমেই মাসআলার সমধান পবিত্র কুরআনে অনুসন্ধান করতেন তারপর হাদিসের মধ্যে। হাদীসের মধ্যে এর সমাধান না পাওয়া গেলে ইজমার সাহাবা এবং ফাতাওয়ায়ে সাহবা অনুসন্ধান করতেন তাতেও না পাওয়া গেলে তিনি ইজতিহাদ করতেন। তিনি বরবরই আওলাদে রাসূল গণের প্রতি দূর্বল ছিলেন এবং নির্ভীক ভাবে খলীফাদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের সমালোচানা করতেন। ফলে তাঁকে উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় উভয় যগেই একাধিক বার রাজবন্দী হয়ে শারীরিক নিযাতন ভোগ করতে হয়েছে। উমাইয়্যাদের যুগে ১৩০ হি./ ৭৪৮ খৃ. ৫০ বছর তাঁকে কূফা থেকে মক্কা শরীফে হিযরত করতে হয়েছিল। অবশেষে এ মহান ফকীহকে ১৫০ হি./৭৬৭ খৃ. আব্বাসীয় খলীফা মানসুরের নির্দেশে কারাগরে খাবারের সাথে বিষপানে শাহাদাত করা হয়।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর যমানায় কূফার কয়েক জন ফকীহ

১. হযরত সুফয়ান/সুফইয়ান সাওরী (রাহ.) (৯৫-১৬১ হি./৭১৪-৭৭৮ খৃ.)

তিনি ইমামুল মুহাদদ্দিসীণ ছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত মুজাহিদ ইমাম গণের একজন যাদের উপর মানুষ তাকলীদ করেছেন । সুফয়ান ইবন উয়ানা (রাহ.) বলেন হালাল হারাম বিষয়ে সুফয়ান সাওরী (রাহ.) থেকে অধিক জ্ঞানী আমি কাউকে দেখিনি। ৯৫ হি./৭১৪খৃ. সনে তার জন্ম এবং ১৬১ হি./৭৭৮খৃ. সনে তিনি ইনতকিাল করেন।[১]

২. শরীক ইবুন আবদুল্লাহ নাখ'ঈ (রাহ.) (৯৫-১৭৭ হি./৭১৫-৭৯৩ খৃ.)

তিনি ৯৫ হি./৭১৪ খৃ. সনে বুখারাতে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি একজন ধীমানও সুচতুর ফকীহ ছিলেন । খলীফা মাহদীর যমানার তাকে কূফার বিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল।[২] তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন। তিনি সর্বদা সঠিক ফয়সাল্‌ দিতেন । ১৭৭ হি./৭৯৩ খৃ. কূফায়ই তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন লাইলা (৭৪-১৪৮হি./৬৩৯-৭৬৫খৃ.)

৭৪ হি./৬৯৩খৃ. সনে তার জন্ম। উমাইয়্যাদের যমানায় সর্বপ্রথম তাকে বিচারক নিয়োগ করা হয়। এরপর আব্বাসীয় যমানায় ও পুনরায় তাকে ফকীহ এবং মুফতী পদে নিয়োগ দান করা হয। সর্বাসাকূল্যে তিত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকেছেন।[৩] তাকে অনেক সময় শাষকদের সুবিধামত রায় প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। ১৪৮হি./৭৬৫খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** পৃ. ২৯৯; http://en.wikipedia.org/wiki/Sufyan_al-Thawri

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** পৃ.৩০।

৩. **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়েকজন

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শিষ্যদের মধ্যে যারা তাঁর নিকট থেকে ফিক্হ-র তালীম হাসিল করেছেন এবং ইজ্তিহাদ ও মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যারা বিপুল পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

১. ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (রাহ.) (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.)

১১০ হি./৭৩১ খৃ. সনে তাঁর জন্ম। পদার্পন করার পর তিনি হাদীস শ্রবণও হাদীস বর্ণনার কাজে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্তনিয়োগ করেন। তিনি হিশাম ইবন উরওয়া, আবূ ইসহাক এবং অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং এতে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহিয়া ইব্ন মাঈন (রাহ.) বলেন, ফকীহগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) সর্বাধি হাদীস জানতেন এবং তিনি একজন বিশুদ্ধ রেওয়াতেকারীও ছিলেন। হাদীস অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি ইব্ন আবূ লায়লা (রাহ.) এর নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে 'ইলম ফিক্হ-র বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং 'ইলমী মদদগার অর্থ্যাৎ শিক্ষা সহকারীরূপে পরিণত হন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মতানুসারে কিতাব রচনা করেন এবং ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ফিক্হ সারা বিশ্বে প্রচার করেন। খলীফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে সমগ্র আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের তিনি প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ফিক্হ হানাফী বাস্তবায়ন করেন। ১৮২ হি./৭৯৮খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

২. ইমাম যুফার ইব্ন হুযায়ল আল-কুফী (রাহ.) (১১০-১৫৮ হি./ ৭৩০-৭৭৭ খৃ.)

ইমাম যুফার ইব্ন হুযায়ল আল-কুফী (রাহ.) ১১০হি/৭৩০খৃ. কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাদীস অধ্যায়ন করেন। অত:পর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এবং ফিক্হ-র অনুশীলন করে শেষ পর্যন্ত ক্বিয়াসের ইমাম হওয়ার গৌবর অর্জন করেন। তিনি দুনিযার ঝামেলা হতে মুক্ত থেকে সারা জীবন জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান দানে অবিাহিত করেন। ১৫৮ হি./৭৭৭খৃ. তার ইন্তিকাল হয়।[২]

৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান শায়বানী (রাহ.) (১৩২-১৮৯ হি./৭৫০-৮০৫খৃ.)

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান ইব্ন ফারাকাদ শায়বানী (রাহ.) ১৩২ হি./৭৫০খৃ. সনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি লেখাপড়া আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। অত:পর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) যখন বাগদাদে মনসুরের কারাগারে তখন তিনি তার নিকট থেকে ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ শুর করেন। ইমাম[৩]

---

১. John Esposito, **The Oxford Dictionary of Islam,** (**Oxford University Press**, 2003); তারীখে ফিকহে ইসলামী, পৃ. ৩০০; http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf.

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** পৃ.৩০।

৩. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হানীফা (রাহ.) এর ইনতিকালের পর তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) এর নিকট মু'আত্তা অধ্যায়ন করেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) খুব মেধাবী প্রতিভাবান এবং বিচক্ষণ ফকীহ ছিলেন। মাস'আলার বিশ্লেষণে তার অসাধারন দক্ষতা ছিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) এর সময়েই তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, মাসআলার ব্যাপারে দলে দলে লোক তার শরণাপন্ন হতো। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মাযহাবের শিক্ষাধারা বেশীর ভাগই ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) এর দ্বারা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খলীফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে তিনিও কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । ১৮৯ হি./ ৮০৫ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪. ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ.) (মৃ. ২০৪ হি./ ৮২০ খৃ.)

ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ কূফী (রাহ.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর নিকট ফিকহ শিক্ষা আরম্ভ করে তা সমাপ্ত করেন সাহিবাইনের নিকটে। তিনি ফিক্হ হানাফীর উপর বহু কিতাব লিখেছেন। কিয়াসে তিনি দক্ষ ছিলেন। তিনি কিছুকাল কাযীরপদেও অর্ঠিষ্ঠিত ছিলেন এবং ২০৪ হি./৮২০ খৃ. ইন্তিকাল করেন। ফিক্হ হানাফী ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর এই চার ছাত্রর মাধ্যমেই দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে।[1]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর 'ইল্ম ফিক্হ তাঁর এই চার শিষ্যের মাধ্যমেই গোটা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শিষ্যদের ঐ সমস্ত শিষ্যগণ যারা স্বীয় ওস্তাদগণের নীতি ও নির্দেশনা মুতাবিক কিতাব প্রণয়ন করেছেন এবং ফিকহে হানাফীর প্রচার প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. ইব্রাহীম ইবন রুস্তম মিরওবারী (রাহ.) (মৃ. ২১১ হি./ ৮২৬খৃ.)

তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) নিকট থেকে ফিক্হ-র ইলম হাসিল করেছেন এবং হাদীস শ্রবণ করেছেন ইমাম মালিক (রাহ.) এর নিকট থেকে । তিনিই নাওয়াদির ইমাম মুহাম্মাদ অর্থ্যাৎ ইমাম মুহাম্মাদ এর বিরল বর্ণনাসমূহ সংকলন করেছেন। তিনি ২১১ হি./৮২৬ খৃ. ইন্তিকাল করেন।[2]

২. আহম্মদ ইব্ন হাফস (রাহ.)

তিনি আবূ হাফস কাবীর বুখারী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) এর নিকট ফিক্হ হাসিল করেন এবং তাঁর কিতাব সমূহের তিনিই রাবী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) কর্তৃক প্রণীত মাবসূত গ্রন্থটি তার হাতে লিখিত।

---

১. তারীখে ফিকহে ইসলামী, পৃ. ৩০২।

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., আশরাফুল হিদায়া, পৃ.৩১।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাশীর ইবন গিয়াস মুরীসী (রাহ.)

তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) নিকট থেকে ফিকহে ইলম হাসিল করেছেন। তিনি বহু কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তিনি ২২৮ হি./৮৪৩খৃ. ইন্তিকাল করেন।[১]

৪. বিশর ইব্‌ন ওয়ালীদ কিন্দী (রাহ.)

তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ছাত্র এবং তাঁর কিতাবসমূহের রাবী ছিলেন। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর যমানায় তিনি বাগদাদের কাযী ছিলেন ২৩৮ হি./৮৫২খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।[২]

৫. ঈসা ইব্‌ন আবান ইব্‌ন সাদাকা (রাহ.)

তিনি ইমাম মুহাম্মাদ এবং হাসান ইব্‌ন যিয়াদ (রাহ.) এর শিষ্য ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। ২২১ হি./৮৩৬খৃ. ইন্তিকাল করেন।[৩]

৬. মুহাম্মাদ ইবেন সিআ'আ তামীমী (রাহ.)

তিনি লায়স ইব্‌ন সাদ, ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)এর নিকট থেকে হাদীসের ইলম হাসিল করেছেন এবং ফিক্‌হ হাসিল করেছেন ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম হাসান ইব্‌ন যিয়া (রাহ.)থেকে। খলীফা মামুনুর রশীদের যুগে তিনি বাগদাদের কাযী ছিলেন। তিনি ২৩৩ হি./৮৪৮ খৃ. ইন্তিকাল করেন।[৪]

৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন শু'জা সালজী (রাহ.)

তিনি হাসান ইব্‌ন যিয়াদ (রাহ.) এর শিষ্য এবং বিখ্যাত ফকীহও ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি একজন পরহেযগার আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাসহীহুল, আসার, কিতাবুল নাওয়াদির, কিতাবুল মুয়ারাবা ইত্যাদি গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। ২৬৭ হি./৮৮১ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫]

৮. আবূ সুলায়মান মুসা ইব্‌ন সুলায়মান জুযজানী (রাহ.)

তিনি ফিক্‌হ হাসিল করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) এর নিকট থেকে। তিনি ছিলেন মাসাইলে উসূল এবং আমালী প্রণেতা। ২০০ হি./ ৮১৬খৃ. পরে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৬]

---

১. তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩০৩।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., আশরাফুল হিদায়া, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ. ৩১।
৩. ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬৩।
৪. তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩০৫।
৫. ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬৩।
৬. তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯. হিলাল ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন মুসলিম বাসরী (রাহ.)

তিনি ইমাম যুফার এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) এর শাগরিত এবং অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ফকীহ ছিলেন। তিনি ওয়াকফের বিধান ও শর্ত মোতাবেক ও শর্ত' শিরোনামে একটি কিতাব প্রণয়ন করেছেন। ২৪৫ হি./৮৫৯ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

১০. আবূ জাফর আহমাদ ইব্ন ইমরান (রাহ.)

তিনি ইব্ন সিমা'আ (রাহ.) এর শিষ্য এবং ইমাম আবূ জাফর তাহাভী (রাহ.) এর ওস্তাদছিলেন । ২৮০ হি./৮৯৩ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।[২]

১১. আহমাদ ইব্ন 'উমর আল-খাসসাফ (রাহ.)

তিনি নিজ পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তার পিতা হাসান ইব্ন যিয়াদ (রাহ.) এর ছাত্র ছিলেন। তিনি কিতাবুল খারাজ, কিতাবুল হিয়াল, কিতাবুল ওয়াসায়া, কিতাবুল শুরুত, কিতাবুল ওয়াকফ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি অংক শাস্ত্র ও ফারাইযের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ৩৬১ হি./৯৭২ খৃ. ইন্তিকাল করেন।[৩]

১২. বাককার ইব্ন কুতায়বা ইব্ন আসাদ (রাহ.)

তিনি মিসরের কাযী এবং হিলালুর রায় এর ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন উচ্চস্তরের ফকীহ ছিলেন। তিনি বহুকিতাবের প্রণেতা।২৯০হি./৯০৩খৃ.সনে তার ইন্তিকাল হয়।[৪]

১৩. ইমাম আবূ হাযিম আবূদল হামীদ ইব্ন আযীয (রাহ.)

তিনি ঈসা ও শায়খ হিলালের ছাত্র এবং কূফার কাযী ছিলেন। তিনি কিতাবুল মুহাযির, কিতাব আদাবিল কাযী এবং কিতাবুল ফারাইয প্রণয়ন করেন এবং ২৯২ হি./৯০৫ খৃ. ইন্তিকাল করেন।[৫]

১৪. আবূ সাঈদ আহামাদ ইব্ন হুমায়ন বারদাঈ (রাহ.)

তিনি ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফা (রাহ.) এবং আবূ আলী দাকার (রাহ.) এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ৩১৭ হি./৯২৯ খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।[৬]

১৫. শায়খ আবূ আলী দাক্কাক (রাহ.)

তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) এর ছাত্র মূসা ইব্ন নসর (রাহ.) এর শিষ্য ছিলেন,[৭]

---

১. তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩০৬।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., আশরাফুল হিদায়া, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ. ৩২।
৩. ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬৩।
৪. তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩০৭।
৫. ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬৪।
৬. তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩০৮।
৭. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., আশরাফুল হিদায়া, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৩১৭ হি./৯২৯ খৃ. সনে পরলোকগমন করেন।

১৬. ইমাম আবূ জাফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (রাহ.)

ইবন সালমা আযদী তাহাভী (রাহ.)। তিনি ২৩০ হি./৮৪৫ খৃ. সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.) এর ছাত্র ইমাম মুযানী (রাহ.) এঁর মামা ছিলেন। প্রথমে তিনি মামার নিকট ফিকহে শাফি'ঈ শিক্ষা করেন। অত:পর হানাফী মতবাদ গ্রহণ করেন এবং আবূ জাফর আহমদ ইবন আবূ ইমরান ও আবূ হাযিম (রাহ.) এর নিকট ফিকহ অধ্যয়ন করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন উচ্চস্তরের ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীস ও ফিক্হ-র উপর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যা হানাফী মাযহাবের প্রসারে বেশ সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তিনি ৩২১ হি./৯৩৩খৃ. ইন্তিকাল করেন।[১]

উপরের যে সব ইমাম ও মুজতাহিদীনে কিয়ামের কথা বলা হয়েছে তাঁদের ছাড়াও ঐ যুগে আরো বহু ফকীহ এবং মুজতাহিদীনে কিরাম এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হাম্বল ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের অবদান বিশেষভবে উল্লেখ্যযোগ্য।

ইমাম মালিক ইবন আনাস (রাহ.) (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ খৃ.)

তিনি ৯৩ হি./৭১২ খৃ. সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনাতেই তিনি 'ইল্ম হাসিল করেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবন হুরমুয (রাহ.) এর নিকট থেকে প্রথমে হাদীসের ইলম হাসিল করেন। অত:পর ইমাম যুহরী, নাফি ইবন যাকওয়ান এবং ইয়াহিয়াহ ইবন সাঈদ (রাহ.) এর নিকট থেকেও তিনি হাদীস শ্রবন করেন। হিজাযের ফকীহ ও ফকীহ রাবীআতুর রায় (রাহ.) এর নিকট থেকে তিনি ফিকহে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অত:পর হাদীস ও ফিক্হ-র রাবীআতুর রায় (রাহ.) এর নিকট থেকে তিনি ফিকহে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অত:পর হাদীস ও ফিক্হ-র ক্ষেত্রে যারা শায়েখ ছিলেন তাদের নির্দেশেও তাদের অনুমতিতে তিনি হাদীসে রিওয়ায়েত করা এবং ফাতওয়া প্রদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেন, সত্তর জন ওস্তাদ যোগ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত আমি ফতওয়া প্রদানের এই আসনে উপবিষ্ট হইনি।[২]

ইমাম মালিক (রাহ.) হাদীসের সর্বস্বীকৃতি ইমাম ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (১১৮-১৮১হি./- ৭৩৬-৭৯৭খৃ.), ইমাম আবূ ইউসুফ (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.), ইমাম মুহাম্মাদ (১৩২-১৮৯ হি./৭৫০-৮০৫খৃ.) এবং আরো অনেকে ইমাম মালিক (রাহ.) এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) ও ইমাম মালিক (রাহ.) এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছেন। ইমাম মালিক (রাহ.) এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সংকলনের নাম হল, আল-মুআত্তা। বহু মুজতাহিদ, ফকীহ ফকীহ, মুহাদ্দিস, আমীর এবং সুফী এ কিতাব থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** পৃ. ৩০৮।

২. **প্রাগুক্ত** পৃ. ৩১; Wikipedia, **the encyclopedia,** http://en.wikipedia.org/wiki/Imam_Malik.

হচ্ছেন। ফিক্হ সংকলন এবং ফতওয়া দানের ক্ষেত্রে ইমাম মালিম (রাহ.) এর মূলনীতি ছিল, প্রথমে তিনি কুরআন মাজীদের উপর অত:পর রাসূল (রা.) এর সমস্ত হাদীস যেগুলোকে তিনি বিশুদ্ধ মনে করতেন, সেগুলোর উপর নির্ভর করতেন । তার মতে হিজাযের প্রবীনতম ও শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণই ছিলেন শুদ্ধাশুদ্ধির মাপকাঠি। মদীনাবাসীর আমল এবং তাঁদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথাকেও তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। মদীনাবাসীগণ আমল করেননি বলে তিনি অনেক বিশুদ্ধ হাদীসও গ্রণহ করেননি। ইমাম মালিক (রাহ.) এর মতে মদীনাবাসীদের আমল ও ফিক্হ শাস্ত্রের অন্যতম উৎস। মদীনাবাসীর আমল এবং ইজমার পরেরই ক্বিয়াসের স্থান। কিন্তু হানাফী মাযহাবের মত তার মাযহাবে ক্বিয়াসের আধিক্য নেই। অবশ্য হানাফী মাযহাবের ইসতিহসানের মত মালিকি মাযহাবে তথা ইসতিসলাহ এর উপর আমল করা হয়। ইসতিসলাহ এর মর্ম হল, এমন মুসলাহাত (কল্যাণ) যা দ্বারা শরী'আত সম্মত এমন উদ্দেশ্যের হিফাযত করা হয় যা শরী'আত সম্মত হওয়া কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সমষ্টিগত হুকুম দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। তবে শরীআত সম্মত হওয়া কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সমষ্টিগত হুকমু দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। তবে এর অনুকুলে শরীআতে সরাসরি কোন প্রমাণ নেই। যেমন বাতুলতার ব্যাপারেও কোন প্রমাণ নেই। বরং কোরআন সুন্নাহ ও ইজমার সমষ্টিগত হুকুমের দ্বারা এর শরীযত সম্মত হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। ইমাম মালিক (রাহ.) এর মতে এসতেসলাহ এর উপর আমল করা জায়িয। অবশ্য যদি কোন জায়গায় এর বিপক্ষে শরীয়তের কোন নস (কুরআন বা হাদীস) বা ক্বিয়াস যদি কোন জায়গায় এর বিপক্ষে শরীয়তের কোন নস (কুরআন ও হাদীস) বা ক্বিয়াস বলে প্রমাণিত হয় তবেই এর উপর আমল করার বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে যাবে। ইমাম গাযাবলী (রাহ.)তার মুসতাসফা নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মোদ্দাকথা হল, ইমাম মালিক এর মতে, ফিকহ শাস্ত্রের উৎস হল, কুরআন, হাদীস, মদীনাবাসীদের, আমল, ক্বিয়াস এবং ইসতিসলাহ।[১]

ইমাম মালিক (রাহ.) এর শিক্ষা মজলিস ছিল খুব শান-শওকতের। তিনি খুব সুন্দর পরিপাটি পোশাক পরিধান করে, আতর সুরমা লাগিয়ে খুব জাকজমকর্পূণ আসনে বসে শিক্ষাদান করেতেন। হাদীসে নববী ও কুরআন মজীদের প্রতি সম্মান প্রদশর্নের মানসেই তিনি এরুপ করতেন। তিনি আজীবনই মদিনা ছিলেন, অন্য কোন শহরে যাননি। মসজিদে নববীতে ও ফিক্হ শিক্ষা করতেন। বিশেষভাবে মিসর ও আফ্রিকা বাসীগণ তার নিকট থেকে ফিক্হ শিক্ষা করার জন্য আসতেন এবং শিক্ষা সমাপনান্তে নিজ নিজ দেশে গিয়ে তা প্রচার করেন। মদীনায় ইমাম মালিক (রাহ.) এর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন আবূ মারওয়ান আবদুল মলিক ইব্ন আবূদল আযীয ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ সালামা মাজিশুন। তিনি কোরাইশ বংশের বনী তাযিম গোত্রের আযাদকৃত

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১; Wikipedia, **the encyclopedia,** http://en.wikipedia.org/wiki/Imam_Malik.

Dhaka University Institutional Repository

দাস ছিলেন। অনেকেই তার নিকট থেকে ফিক্‌হ মালিকী শিক্ষা করেছেন। ১৭৯ হি./ ৭৯৫ খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

ইমাম মালিক (রাহ.) এঁর মিসরীয় ছাত্রদের পরিচয় :

১. আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন মুসলিম কুরাশী (রাহ.)

তিনি লায়স ইব্‌ন সাদ, সুফয়ান ইবেন উয়ায়না, সুফয়ান সাওরী (রাহ.) (রাহ.) ও অন্যান্য ব্যক্তি বর্গের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ১৪৮ হি./৭৬৫খৃ. ইমাম মালিক (রাহ.) এর শিক্ষাগারে যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘ ৩১ বছর পর্যন্ত তার সুহবতে থাকেন। অর্থ্যাৎ ইমাম মালিক (রাহ.) এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তার সাথেই থাকেন। ইমাম মালিক (রাহ.) তাকে ফকীহে মিসর উপাধি দিয়েছিলেন। হাদীস ও মালিকী মাযহাবের জ্ঞানে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৭ হি./৮১৩খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[১]

২. আবূ আব্দুল্লাহ আবূদর রহমান ইব্‌ন কাসিম আতাকী (রাহ.)

তিনি ইমাম মালিক লায়স ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন মাজিশুন এবং মুসলিম ইব্‌ন খালিদ (রাহ.) প্রমুখ মনিষীদের নিকট থেকে হাদীস প্রবণ করেছেন। ১৫৮ হি./৭৭৫খৃ. মদীনায় এসে তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। অত:পর মিসরে গিয়ে ফিরে এসে সেখানে মালিকী মাযহাব প্রচার করেন। ১৯১ হি./৮০৭খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[২]

৩. আশহাব ইব্‌ন আবদুল আযীয আল কায়সী আল আমেরী আল জাদী (রাহ.)

তিনি ইমাম লাইস ইব্‌ন সাদ এবং ইমাম মালিক (রাহ.) এর নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষা হাসিল করেন। আর ফিক্‌হ হাসিল করেন তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) এবং মাদীনা মিসরী মাশাইখে কিরামের নিকট থেকে। ইবনুল কাসিম (রাহ.) এর পর তিনিই মিসরের ফকীহগনের নেতৃত্ব প্রাপ্ত হন। ২০৪ হি./৮২০খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[৩]

৪. আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন আযান (রাহ.)

তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) এর মাযহাবের মহাক্কিক ফকীহ ছিলেন। আশহাব ও এর পর মিসরে মালিকী মাযহাবের ইমাম নিয়োজিত হোন। তিনি ইমাম মালিক, লাইস ইব্‌ন সাদ, ইব্‌ন উয়ায়না, এবং ইব্‌ন লাহীআ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) এর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ইমাম [৪]

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তানঃ** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩১২।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া, (ঢাকা:**ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ. ৩৩।
৩. **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬৬।
৪. **তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তানঃ** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩১৩।

Dhaka University Institutional Repository

শাফি'ঈ (রাহ.) মিসরে তার নিকটই অবস্থান করনেত। ২২৪ হি./৮৩৯ খৃ. তিনি মিসরে ইন্তিকাল করেন।

৫. আসবাগ ইব্ন ফারাজ উমুভী (রাহ.)

তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) এর ইনতিকালের দিন মদীনায় এসে পৌঁছে গেছেন এবং ইমাম মালিক (রাহ.) এর ছাত্র ইব্ন কাসিম ইব্ন ওয়াহাব এবং আশহাব (রাহ.) প্রমুখের নিকট থেকে ফিকহ হাসিল করেন। তাবে ইব্ন ওয়াহাব এর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তার ওস্তাদ আশহাব (রাহ.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি আপনার পাশ্ববর্তী হিসেবে জানেনীশ হিসেবে কাকে রেখে যাচ্ছেন। জবাবে তিনি বলেছেন, আসাবাগ ইব্ন ফারাজকে রেখে যাচ্ছি। ইব্ন মুঈন (রাহ.) বলেন, তৎকালীন যুগে ইমাম মালিক (রাহ.) এর রায় এবং মতামত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন আসবাগ ইব্ন ফারাজ। কেননা তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) এর একটি মাসআলা তন্য তন্য করতেন।[১]

৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (রাহ.)

তিনি স্বীয় পিতার নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। তারপর তিনি ইব্ন ওয়াহাব, আশহাব, ইব্ন কাসিম (রাহ.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম শাফিই (রাহ.) এর সুহবতেও দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন। তিনি মিসরের সর্বজন স্বীকৃত ফকীহ ছিলেন। ২৬৮ হি./৮৮২ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।[২]

৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম যিয়াদ ইসকান্দারী (রাহ.)

তিনি ইব্ন মাজিশুন ও ইব্ন আবদুল হাকাম (রাহ.) থেকে ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি মিসরের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। ১৮০ হি./৭৯৬ খৃ. তার জন্ম এবং ২৬৯ হি./৮৮৩ খৃ. তিনি দামেশকে ইন্তিকাল করেন।[৩]

❂ স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় ইমাম মালিক (রাহ.) এঁর নিম্নোল্লেখিত ছাত্রগণ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন :

১. আবূ আবূদুল্লাহ যিয়াদ ইব্ন আবদুর রহমান কুরতবী (রাহ.)

শাবতুন তার উপাধি ছিল। তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) এর নিকট মু'আত্তার কিতাবটি সরাসরি অধ্যয়ন করেছেন। এ ছাড়াও লাইস ইব্ন সাদ এবং ইব্ন উয়ায়না (রাহ.) এর নিকট থেকেও তিনি হাদীস শ্রবন করেছেন। মালিকী মাযহাবেরর উপর তিনিই সর্বপ্রথম কিতাব রচনা করেছেন। ২১৩ হি./৮২৮ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩১৪।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ. ৩৪।
৩. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬৭।
৪. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

২. ঈসা ইব্‌ন দীনার উন্দোলসী (রাহ.)

তিনি স্পেন হতে মদীনায় এসে মালিক এবং ইব্‌ন কাসিম (রাহ.) এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। তিনি কর্ডোভার সবচেয়ে বড় মুফতী ছিলেন। পাচ্য অঞ্চলের সমস্ত ফাতওয়ার জবাব তিনিই দিতেন। ২১২ হি./৮২৭ খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[১]

৩. ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন কাসীর লায়স (রাহ.)

তিনি প্রথমে যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল রহমান (রাহ.) এর নিকট ইমাম মালিক (রাহ.) এর মু'আত্তা কিতাবটি পাঠ করেন। অত:পর মদীনো এসে পুনরায় তিনি এ কিতাবটি সরাসরিভাবে ইমাম মালিক (রাহ.) নিকট অধ্যয়ন করেন। এ বছরই ইমাম মালিক (রাহ.) ইন্‌তিকাল করেন। ফলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অত:পর আবার সফরে যান এবং ইব্‌ন কাসিম (রাহ.) এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। তার রেওয়ায়েতেই বিখ্যাত। স্পেনে তিনিই ছিলেন মালিকি মাযহাবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ২৩৪ হি./৮৪৯ খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[২]

৪. আবদুল মালিক ইব্‌ন হাবীব সুলায়মান সুলামী (রাহ.)

তিনি স্পেনে বিদ্যা শিক্ষা করেন। অত:পর ২০৮ হি./৮২৩ খৃ. আরো ইল্‌ম হাসিলের উদ্দেশ্যে সফরে বের হোন এবং ইমাম মালিক (রাহ.) এর ছাত্র ইব্‌ন মাজিশুন, মুতাররিফ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম এবং আসাদ আমীর আবদুর রহমান ইবনুল হাকাম তাকে কর্ডোভার মুফতী নিয়োগ করেন। তিনি মালিকী মাযহাবের হাফিজ ছিলেন। কিতাবে ওয়াধিয়া ফি সুনানে ওয়া ফিয়াহ তার বিখ্যাত সংকলন। ২৩৮ হি./৮৫২ খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[৩]

৫. আবুল হাসান আলী ইব্‌ন যিয়াদ তিউনিসিয়া

তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) এর নিকট থেকে মু'আত্তা শ্রবণ করেছেন। হাদীস শ্রবন করেছেন তিনি লায়েস ইব্‌ন সাদ, সুফয়ান সাওরী (রাহ.) সহ আরো খ্যাতনামা কতিপয় ফকীহ ও মুহাদ্দিসের নিকট থেকে। তৎকালীন যুগে আফ্রিকাতে তার সপর্যায়ের কোন ফকীহ ছিল না। ১৮৩ হি./ ৭৫৫ খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[৪]

৬. আসাদ ইব্‌ন ফুরাত (রাহ.)

প্রথমে তিনি তিউনিসিয়ায় আলী ইব্‌ন যিয়াদের নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। অত:পর মদীনায় এসে ইমাম মলিক (রাহ.) এর নিকট মুতা কিতাবটি সরাসরি অধ্যয়ন করেন। অত:পর তিনি ইরাক সফর করে ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩১৭।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ. ৩৪।
৩. **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬৮।
৪. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আসাদ, ইব্‌ন 'উমর এবং ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এর অন্যান্য ছাত্রদের নিকট ফিকহে হানাফী শিক্ষা করেন। তিনি তিউনিসের কাযীও ছিলেন। ২১৩হি./ ৮২৪ খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[১]

৭. আবদুস সালাম ইব্‌ন সাঈদ আততানূনূখী (রাহ.)

তাঁর উপাধি ছিল সাহনুন। তিনি প্রথমে মিসর গিয়ে মালিক (রাহ.) এর ছাত্র ইব্‌ন কাসিম, ইব্‌ন ওয়াহাব ও অন্যান্যদের নিকট ফিকহ শিক্ষা করেন। সেখান থেকে মদীনায় গিয়ে মদীনায় আলিমদের নিকট হাদীস ও ফিকহ্ অধ্যয়ন করেন। অত:পর ১৯১ হি./৮০৭ খৃ. আফ্রিকা প্রত্যাবর্তন করেন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি আফ্রিকার বিচারপতী নিযুক্ত হন। একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ্ হওয়ার পাশাপাশি তার মধ্যে আরো বহু গুনাবলীর সমন্বয় হয়েছিল যা অন্যদের মাঝে খুজে পাওয়া দুস্কর ছিল। যেমন তাকওয়াহ ও পরহেযগারী অকোতভয় সত্যভাষী, পানাহারে অনাড়ম্বরতা, দানশীলতা ও বদান্যতা এবং রাজা বাদশাহের পক্ষ থেকে দেওয়া উপঢৌকন কুবল না করা ইত্যাদি। তার ওস্তাদ ইব্‌ন কাসিম (রাহ.) বলতেন, আফ্রিকাতে সাহনুনের অনুরুপ আর কেউ নেই। ২৪০ হি./৮৫৪ খৃ. তার ইনতিকার হয়।[২]

◉ পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ ইরাকে ফিক্‌হ প্রচার করেন ইমাম মালিক (রাহ.)-এঁর ছাত্রগণ। তাঁদের মধ্যে নিম্নেল্লেখিত দু'জন ফকীহ্ ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধঃ

১. আহমদ ইব্‌ন মাযাল ইব্‌ন গীলান (রাহ.)

তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ্, দার্শনিক, তার্কিজক ও বাগ্মী আলিম ছিলেন। পাশাপাশি তিনি একজন দীনদার ইবাদতগুযার ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাজিশুন এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামার অন্যতম শিষ্য ছিলেন। প্রাচ্য অঞ্চল তাঁর মাম্যমেই মালিকী মাযহারের সম্প্রসারণ হয়েছিল।[৩]

২. কাযী আবূ ইসহাক (রাহ.)

তিনির ইব্‌ন মাযান (রাহ.)-এর নিকট থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্র এবং ইব্‌ন মাদীনী (রাহ.)-এর নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। আবূ বকর ইবনুল খতীব (রাহ.) বলেন, কাযী আবূ ইসাহাক সর্ববিষয়ে পারদর্শী একজন ফকীহ্ ছিলেন। তিনিই এতদঞ্চলে মালিকী মাযহাবের ব্যাখ্যাকার ছিলেন্ তাঁদের পক্ষ হয়ে তিনি বহু বাহাস ও মনাযারা করেছেন। হাদীস ও ফিক্‌হ-র উপর তিনি বেশ কিছু কিতাবও রচনা করেছেন। মালিকী মাযহাবের লোকেরা ইরাকে কাযী আবূ ইসাহাক (রাহ.)-এর নিকট থেকেই ফিক্‌হ শিক্ষা করেছেন। ইমাম মালিক (রা.)-এর পর কাযী আবূ ইসহাক[৪]

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তানঃ** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩১৮।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া, (ঢাকা:**ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ. ৩৫।
৩. **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৬৯।
৪. **তারীখে ফিকহে ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তানঃ** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৩১৯।

Dhaka University Institutional Repository

(রাহ.)-এর অনুরূপ এত বড় আলিম, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস আর পয়দা হয়নি। তিনি প্রথমে মাদাইন এবং নাহরাওয়াতের বিচারক হয়েছিলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি প্রধান বিচারপতির আসনও অলংকৃত করেন। সর্বমোট তিনি বত্রিশ অথবা পঞ্চশ বছর ও দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ২০০ হি./৮১৬ খৃ. তাঁর জন্ম এবং ২৮২ হি./৮৯৫ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আল শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.)

তিনি আসকালান প্রদেশের গাযাহ নামক স্থানে ১৫০ হি./৭৬৭ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা মারা যান। অত:পর তাঁর মাতাই তাঁকে লালন-পালন করেন। দশ বছর বয়সে তিনি কুরআন মজীদ মুখস্থ করেন। এরপর তিনি মক্কায় পৌঁছে সেখানকার শায়খ মুসলিম ইব্ন খালিদ যান্জী (রাহ.)-তাঁকে ফাতওয়া দানের অনুমতি প্রদান করেন। অত:পর তিন স্বীয় উস্তাদের অনমতিক্রমে তাঁর দেওয়া একখানা পত্র নিয়ে ইমাম মালিক (রাহ.) এবং সেখানকার মাশাইখে কিরামের উদ্দেশ্য গমন করেন। মদীনা পৌঁছে তিনি ইমাম মালিক (রাহ.)-এর নিকট মু'আত্তা মালিক অধ্যয়ন করেন এবং তা মুখস্থ করে তাঁকে শুনান। এতে ইমাম মালিক (রাহ.) বিস্ময়াভিভূত হোন এবং তাঁকে খুব কাছে টেনে নেন। এ ছাড়াও আরো ৮১ জন ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসের নিকট তিনি ফিক্হ ও হাদীস শিক্ষা করেন। খলীফা হারুনুর রশীদের খিলাফতকালে তিনিনাজরান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। কিন্তু সৈয়দ বংশের অর্থাৎ হযরত 'আলী (রা.)-এঁর বংশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অত:পর রাবী ইব্ন ফযল এর সুপারিশক্রমে তিনি মুক্তি পেয়ে স্বপদে পুন:বহাল হন। কিন্তু বেশী দিন তাঁর এ চাকুরী অব্যাহত থাকেনি। অত:পর তিনি ইরাক চলে যান।

ইরাক গিয়ে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (রাহ.) (১৩২-১৮৯ হি./৭৫০-৮০৫খৃ.)-এর নিকট ফিকহে হানাফী শিক্ষা করেন। এইভাবে তিনি বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় মক্কায় আগত মিসরী স্পেনীয় ও আফ্রিকার আলিমগেণের সাথে তিন ভাবের আদান-প্রদান করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অত:পর ১৯৫ হি./৮১১খৃ. পুনরায় তিনি ইরাক সফর করেন এবং দু'বছর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে জ্ঞান পিপাসু লোকদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করেন। এ সময় তিনি যেসব ফাতওয়া প্রদান করেছেন এগুলোকে তার "পুরাতন অভিমত" বলা হয়। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর ইরাকে অবস্থান কালে তাঁর মাযহাবের বেশ প্রসারতা ঘটে। অত:পর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৮ হি./ ৮১৪ খৃ. তৃতীয়বার তিনি ইরাক গমন করেন এবং সেখানে কয়েক মাস অবস্থানের পর মিসর চলে যান।[১]

---

১. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৩২২; Ruthven Malise, **Islam in the World,**(**London:** Granta Books London, 2006), 3 ed. ch. 4;

Dhaka University Institutional Repository

মিসরে মালিকী মাযহাবের অধিক প্রচলন ছিল। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) মিসরী আলিমদের সামনে তাঁর মাযহাব পেশ করেন। এ সময় তাঁর ইজতিহাদ চিন্তাধারায় কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন তিনি পূর্বের মতামতে কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে ফাত্ওয়া প্রদান করেন এবং এ হিসেবে কিছু কিতাবও রচনা করেন। একেই ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর "নতুন অভিমত" বলা হয়। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) নিজেই তাঁর মাযহাবের প্রচার কার্য চালিয়ে যান। পরে তাঁর ছাত্র-শিষ্যরাও এ প্রচার কার্যে যোগদান করেন। ফলে মিসরে তাঁর মাযহাব খুবই গ্রহণীয় হয়। তিনি ১৯৮ হি./৮১৪খৃ. হতে মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় বছর মিসরেই অবস্থান করেন এবং এখানেই ২০৪ হি./৮১৯ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) তাঁর মাযহাবের বুনিয়াদী উসূল তৎপ্রণীতত পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর বুনিয়াদী মূলনীতি ছিল এই যে প্রথমে তিনি কুরআন মজীদের যাহিরী অর্থকে দলীল হিসাব গ্রহণ করতেন। কিন্তু যদি কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত হত যে, এখানেকুরআনের যাহিরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়, তাহলে তিনি এটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন না। অত:পর তিনি হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করতেন। যে কোন অঞ্চলআলিমই এই হাদীস বর্ণনা করুনা কেন তিনি তাকে কোন বাছ-বিচার করতেন না। শুধু সনদ এবং রাবী হওয়ার শর্ত আরোপ করতেন। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) ইমাম মালিক (রাহ.)-এর ন্যায় হাদীসের মর্যানুযায়ী কেউ আমল করেছে বলে প্রমাণ থাকার শর্ত এবং ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ন্যায় বর্ণনাটি প্রসিদ্ধসূত্রে বর্নিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেন নি। তিনি কুরআন ও হাদীসকে একই নযরে দেখতেন এবং উভয়ের আনুগত্যই সমভাবে ওয়াজিব মনে কুরআন ও হাদীসের পর তিনি ইজ্মার উপর আমল করতেন। কুরআন, হাদীস ও ইজ্মার দ্বারা কোন মাস'আলার সমাধান না হলে তিনি তা ক্বিয়াস দ্বারা সমাধান করতেন। তবে ক্বিয়াসের জন্য তিনি এই শর্ত আরোপ করতেন যে এর জন্য নির্দিষ্ট কোন নীতি থাকতে হবে। তিনি হানাফীদেরএবং মালিকীদের এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে তিনি এইগুলোর কাছাকাছি দলীলের উপর আমল করতেন।[১]

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এঁর প্রথম যুগের ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র যারা তাঁর ফিক্‌হ-র প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ইরাকী ছাত্রের পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হল:

১. আবূ সাওর ইবরাহীম ইবন খালিদ ইবন ইয়ামান কালবী আল-বাগদাদী (রাহ.)

প্রথমে হানাফী মাযহাবের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মাযহাব গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই একটি স্বতন্ত্র ফিক্‌হ প্রবর্তন[২]

---

১. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৩২৪; Ira Lapidus, **A History of Islamic Societies,** (Cambridge University Press, 2002) P. 86; http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Idris_ash-Shafi%60i.

২. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ৩২৫।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ঐ ফিক্হ-র কিছু অনুসারীও ছিল। কিন্তু পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি ২৪০ হি./৮৫৪ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

২. ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.)

তিনি প্রথমে শাফি'ঈ ফিক্হ শিক্ষা করেন। পরে নিজেই একটি স্বতন্ত্র ফিক্হ প্রবর্তন করেন। তাঁর এই মাযহাবের নামই হল, হাম্বলী মাযহাব।[১]

৩. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ আয্ যাফরানী আল-বাগদাদী (রাহ.)

তিনি ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মাযহাবে কাদীমের (পুরাতন) সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ২৬০ হি./৮৭৪ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।[২]

৪. আবূ আলী হুসায়ন ইব্ন আলী আল-কারাবাসী (রাহ.)

তিনি প্রথমে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ফিকহে শাফি'ঈ (রাহ.)-এর অনুসারী হয়ে যান। ২৪৫ হি./ ৪৫৯ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩]

৫. আহমাদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন আবদুল আযীয আল-বাগদাদী (রাহ.)

তিনি প্রথম বাগদাদে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মাযহাবের কাদীমের ভক্ত ছিলেন। পরে তিনি যাহিরী মাযহাব গ্রহণ করেন।[৪]

৬. আবূ উসমান ইব্ন সাঈদ আনমাতী (রাহ.)

তিনি ইমাম মুযানী, ইমাম রাবী এবং ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর অন্যান্য ছাত্রদের নিকট থেকে ফিক্হ শিক্ষা করেছেন। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের উপর বহু কিতাব রচনা করেছেন। ২৮৮ হি./৯০১ খৃ. তাঁর ইন্তিকাল হয়।[৫]

৭. আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন আবূ আহমাদ তাবারানী (রাহ.)

তিনি যাফরানী এবং আনমাতী প্রমুখ শাফি'ঈ ফকীহগণের ছাত্র ছিলেন। শাফি'ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে তিনি উক্ত মাযহাবের পক্ষে বহু মুনাযারা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা চারশতের কাছাকাছি। ৩০৬ হি./৯১৮ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।[৬]

---

১. তারীখে ফিকহে ইসলামী, পৃ. ৩২৬।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., আশরাফুল হিদায়া, পৃ. ৩৭।
৩. ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৭১।
৪. তারীখে ফিকহে ইসলামী, পৃ. ৩২৭।
৫. ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৭১।
৬. তারীখে ফিকহে ইসলামী, পৃ. ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮. আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন আবু আহমাদ তাবারানী (রাহ.)

তিনি ইব্‌ন আস উপাধিতে মশহুর ছিলেন। ইব্‌ন সুরায়জ (রাহ.)-এর নিকট তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। তলখীন, মিফতাহ, আদাবুল কাযী এবং উসূলূল ফিক্‌হ ইত্যাদি গ্রন্থাবলী তাঁর রচিত। ৩৩৫ হি./৯৪৭ খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[১]

মিসরে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এঁর নিকট যাঁরা ফিক্‌হ হাসিল করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

১. ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইআ মিস্‌রী (রাহ.)

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) এর মিসরী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক প্রধান এবং ফাতওয়াদানের ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর একজন বিশ্বাস্ত সহচর ছিলেন। মৃ.কালে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে যান। তিনিই ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর ফিক্‌হকে দেশের কানায় কানায় ছড়িয়ে দেন। তাঁকে বন্দী করা হয় এবং ৩৩১ হি./৯৪৩ খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[২]

২. আবূ ইবরাহীম ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহইয়া মুযানী (রাহ.)

১৯১ হি./৮০৭ খৃ. ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) মিসরে আগমন করলে তিনি তাঁর নিকট থেকে ফিক্‌হ শিক্ষার পূর্ণতা অর্জন করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) তাঁকে "হামীয়ে মাযহাব" উপাধি দিয়ে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত গ্রন্থাপলীর উপরই শাফি'ঈ মাযহাব নির্ভরশীল। খুরাসান, ইরাক এবং সিরিয়ার আলিমগণ তাঁর থেকেই ফিকহে শাফি'ঈ শিক্ষা করেছেন। ২৬৪ হি./৮৭৮ খৃ. তাঁর ইন্‌তিকাল হয়।[৩]

৩. রাবী ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল জাব্বার মুরাদী (রাহ.)

তিনি ১৭৪ হি./৭৯০ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম মুরাদী ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর খিদমতে দীর্ঘ দিন ছিলেন এবং তাঁর থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি তার কিতাবের রাবীও ছিলেন। শাফি'ঈ মতাবলম্বীগণ ইমাম রাবী (রাহ.)-এর রিওয়ায়েতকে ইমাম মুযানীর রিওয়ায়েতের উপর প্রধান্য দিয়ে থাকেন। তিনি ২৭০ হি./৮৮৪ খৃ. ইন্‌তিকাল করেন।[৪]

৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আত্‌ তুজায়বী (রাহ.)

তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ ছিণে। ইব্‌ন ওয়াহব (রাহ.)-এর নিকট তিনি হাদীস এবং ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর নিকট তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা করেছেন। তিনি [৫]

১. তারীখে ফিকহে ইসলামী, পৃ. ৩২৮।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., আশরাফুল হিদায়া, পৃ. ৩৭।
৩. ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৭২।
৪. তারীখে ফিকহে ইসলামী, পৃ. ৩২৮।
৫. ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

শাফি'ঈ মাযহাবের উপর বহু গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। ২৪৩ হি./৮৫৭ খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

৫. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা সাদাফী আল-মিসরী (রাহ.)

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মিসরী ছাত্রদের মধ্যে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ফকীহ্ ছিলেন। ২৬৪ হি./৮৭৮ খৃ. তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[১]

৬. আবূ বক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাদ্দাদ (রাহ.)

ইমাম মুযানী (রাহ.)-এর ইনতিকালের দিন তাঁর জন্ম হয়। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর ছাত্রদের নিকট তিনি ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। তিনি হাফিযে কুরআন হিসেবে অদ্বিতীয় ফিকহে ইমামন আরবী অভিধান শাস্ত্রের সমুদ্র এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বে-নজীর। ইলমী বিষয়ে তিনি মিসরের অলংকার ছিলেন এবং আইন-আদালতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ফকীহ্ ও বিচারক। ৩৪৫ হি./৯৫৬খৃ. ইন্‌তিকাল করেন।[২]

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রাহ.) (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খৃ.)

ফিক্‌হ জগতের চতুর্থ নক্ষত্র হলেন ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রাহ.)। তিনি ১৬৪ হি./৭৮০ খৃ. বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। অত:পর মা তাকে লালান-পালন করেন। তিনি হুমায়ম এবং সুফয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (রাহ.) প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইয়ামানের প্রথ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবদুর রাযযাক (রাহ.)-এর নিকট থেকেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) ইরাক গেলে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রাহ.) তাঁর থেকে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর বাগদাদের ছাত্রদের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন (রাহ.) বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। শিক্ষা সিমাপ্তির পর তিনি শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এসময়ই তিনি ফিক্‌হ গবেষণায় নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করেন। যদিও ফকীহ্ অপেক্ষা মুহাদ্দিসগণের মধ্যেই তাঁকে গণ্য করা হতো বেশী। তথাপিও তিনি নিজস্ব ফিক্‌হ মুতাবিক ফাতওয়া দিতে শুরু করেন। মুসনাদে আহমাদ তাঁর অমর কীর্তি যাতে ৪৩ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত রয়েছে। ফিক্‌হ রচনায় ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রাহ.) ছিলেন অত্যন্ত সহজ ও সরল। কুরআন ও সহীহ্ সনদের হাদীসের উপর আমল করাই ছিল তাঁর নীতি। তিনি খবরে ওয়াহিদ এর উপরও আমল করতেন যদি তা সহীহ্ সনদে প্রমাণিত হতো। হানাফী ও শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের ন্যায় তিনি দিরায়েত,পর্যালোচনা ভাবার্থ গ্রহণ এবং ক্বিয়াস থেকে বিরত থাকতে যথাসাম্য চেষ্ঠা করতেন। মালিকীদের মত মদীনাবাসীদের [৩]

---

১. তারীখে ফিকহে ইসলামী, পৃ. ৩২৯।

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., আশরাফুল হিদায়া, পৃ. ৩৭।

৩. ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

আমলকে তিনি প্রমান্য দলীল মনে করতেন না। মারফূ অথবা মাওকূফ উভয় অবস্থায়ই সহীহ্ হাদীসকে তিনি আমলযোগ্য মনে করতেন। এ কারণের তাঁর মাযহাবে একই মাস'আলায় একাধিক হুকম পাওয়া যায়। একান্ত বাধ্য হলে তিনি ক্বিয়াস দ্বারা মাস'আলার সমাধান করতেন। মোদ্দাকথা হচ্ছে, ইমাম চতুষ্ঠয়ের সকলের নিকটই ইজ্মা ও ক্বিয়াস শরী'আতের প্রমাণ দলীল হিসেবে গণ্য।

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.)-এঁর ছাত্র যারা তাঁর থেকে ফিক্হ হাম্বলী রিওয়ায়েত করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ

১. আবূ বক্র আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানী ওরফে আসরাম (রাহ.)

তিনি হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ফিকহে্ হাম্মলীর উপর কিতাবুস সুনান নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং তিনি প্রতিটি মাস'আলা হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ২৭৩ হি./খৃ.৮৮৬ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

২. ইসাহাক ইব্ন ইবরাহীম ওরফে ইব্ন রাহওয়াহ (রাহ.)

তিনিও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.)-এর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ও ফিকহে হাম্বলীর উপর কিতাবুল সুনান নামে কিতাব রচনা করেছেন। ২৩৮ হি./৮৫২খৃ. তাঁর ইন্তিকাল করেন।[২]

৩. আহমাদ ইব্ন হাজ্জায মিরওয়াযী (রাহ.)

তিনিও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.)-এর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন উচ্চস্তরের ফকীহ্ ও বিচক্ষণ আলিম ছিলেন।[৩]

৪. আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.)

তিনি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রাহ.)-এর সুযোগ্য পুত্র এবং ধরনের একজন ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ২৯০ হি./৯০৩ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪]

উল্লেখ্য যে, উপরে যে সব ফুকাহায়ে কিরামের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে তঁদের সকলেই কিতাবাদি রচনা করে বা করিয়ে ফিক্হ-র ক্রমবিকাশের ধারাকে-অব্যাহত রেখেছেন।

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, পৃ. ৩২৯।

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, পৃ. ৩৮।

৩. **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ৭৪।

৪. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, পৃ. ৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতা ও তাক্লীদের যুগের ফিক্হবিদগণ

৪০০-৭০০হি./১০১০-১৩০১খৃ. সময়টুকু হচ্ছে ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার যুগ এবং তাক্লীদের যুগ সর্বোপরি এ যুগ হচ্ছে 'ইল্ম ফিকহ্ মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ। এ সময়ে ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 'ওলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশিষ্ট ইমামগণের তাক্লীদ করতে থাকেন। এবং তাদের ফিক্হী মতাদর্শের ভিত্তিতে কিতাব লিখতে শুরু করেন। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে যে সব মাসআল-মানাইলের উদ্ভাবন করেছিলেন-এ সময়ে এসে সে সব মাসাইলের তাহকীক, তাফতীশ, তথা বিশ্লেষণ পর্যালোচানা ও সমর্থনে পক্ষে-বিপক্ষে মুনাযারা এবং বাহাস-বিতর্কের সূচনা হয়। অবশেষে প্রধান চর ইমাম তথা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.), ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.), ইমাম মালিক (রাহ.) এবং ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.)-এর তাকলীদ করার উপর মুসলিম উম্মাহ নির্ভরশীল হয়ে যায়। হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রহ.) বলেন, "মাযহাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে এ চরটির মধ্য সীমিত থাকার উপযোগীতা ও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এর ব্যতিক্রম হলে সমূহ বিশৃংখলা ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে"।এর কয়েকটি কারণ নিম্ন উল্লেখ করা হল:[১]

১. মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ইজমায় উপনীত হয়েছেন যে, শরিআতের পরিচিতি লাভের জন্য পূর্বসূরি। সালফি সালিহীনের অনুসরণ করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠত এর চার মাযহাবের মধ্যে যেহেতু পূর্বসূরি আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের গবেষণা লব্ধ ব্যাখ্যা ও অভিমত বিশুদ্ধভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে তাই এর অনুসরণ অপরিহার্য।

২. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, বৃহত্তম মুসলিম জামা'আতের অনুসরণ করবে। যেহেতু পূর্বেকার অন্যান্য মাযহাবের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয়ে মাযহাব কেবলমাত্র চারটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং মুসলিম বিশ্ব এরই অনুসরণ করছে তাই এখন আর এর ব্যতিক্রম করার কোন অবকাশ নেই।

৩. তথা 'উত্তম যুগ' থেকে যেহেতু সময়ের ব্যবধান দীর্ঘতর হয়ে গেছে। আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার চরম অভাব দেখা দিয়েছে এবং কার মধ্যে ইজতিহাদের শর্তাবলী বিদ্যমান আছে তা যাচাই করে দেখাও অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, কাজেই স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ এই চার মাযহাবের অনুসরণ করাই অপরিহার্য।[১]

উল্লেখ্য যে, এই যুগে ইজতিহাদ বা স্বাধীন মত প্রকাশ করা যদিও প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং 'ওলামায়ে কিরাম ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গ সকলেই কোন না কোন নির্দিষ্ট

---

১. **ফাতাওয়া ও মাসাইল,** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ.৩১; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৩৯; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),পৃ. ৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইমামের মুকাল্লিদ হয়ে যায়, তথাপিও এই যুগের ফকীহগনের মধ্যে এমন কিছু বিশিষ্ট্য ছিল যা পরবর্তীকালের 'ওলামায়ে কিরামের মধ্যে বিদ্যমান নেই। যেমন:[১]

১. ফিকহ্ সংকলন ও সম্পাদনের যুগে ইমামগণ শরী'আতের এমন অনেক হুকুম আহকাম, ইস্তিম্বাত করেছেন, যেগুলোর কারণ ও উদ্দেশ্য তারা বর্ণনা করেন নি। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে এ যুগে এমন কিছু ফকীহ্ এর আবির্ভাব হয় যারা তাঁদের ইমামগণের সেই সমূদয় আহকামের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এ ধরনের ফুকাহায়ে কিরামকে 'আসহাবু তাখরীজ' বলা হয় অর্থাৎ শার'ঈ হুকুম আহকামের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা পর্যালোচনা করে তা নির্ণয় করা।

২. মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম ও তাঁদের ছাত্রদের বিভিন্নমুখী রায়সমূহের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কিছু আলিমও এ যুগের আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদেরকে 'আসহাবে তারজীহ' বলা হয়।

৩. আসহাবে তাখরীজ এবং তারজীহ্ ফকীহগণ ব্যতীত সে যুগে এমন আলিম এবং ফকীহ বিদ্যমান ছিলেন যাঁরা ও অর্থাৎ আঙ্গিকভাবে এবং সামগ্রিকভাবে নিজ নিজ মাযহাবের তায়ীদ ও সহায়তা করেছেন সহায়তা করার মানে হচ্ছে তারঁ নিজ মাযহাবের ইমামের উচ্চশিক্ষা, গভীর জ্ঞান, পরহেযগারী, আল্লাহ ভীরুতা, সত্যবাদীতা, ইজতিহাদের দক্ষতা, মাস'আলা ইস্তিম্বাত করার নিপুণতা, কুরআন-সুন্নাহর আনুগত্য ইত্যাদি খুব জোরে শোরে প্রচার করেছেন। আর তায়ীদের অর্থ হল, তাঁরা নিজ ইমামের মাযহাব ও মাস'আলার সমর্থনে পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, মুনাযারা ও বিতর্ক করেছেন এবং এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

এ যুগের হানাফী মাযহাবের কয়েকজন ফুকাহায়ে কিরাম এই মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:[২]

১. ইমাম আবূল হাসান উবায়দুল্লাহ ইব্ন হাসান কারখী (রাহ.) (মৃ.২৪০হি./৮৫৪খৃ.)
২. আবূ বকর আহমদ ইব্ন আলী আর রাজী আল-জাসসাস (রাহ.) (মৃ. ৩৭০হি./৯৮১খৃ.)
৩. আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাল্খী ওরফে ছোট আবূ হানীফা (মৃ.৩৬২হি./৯৭৩খৃ.),

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৪০০; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৩৯; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৭৫।

২. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৪০১; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৩৯; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আবুল লায়স নাসর ইব্ন মুহাম্মাদ সামারকান্দী (রাহ.) (মৃ. ৩৭৩হি./৯৮৩ খৃ.),
৫. আবূ আবদুল্লাহ ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মাদ জুরজানী (রাহ.) (মৃ. ৩৯৮হি./১০০৮খৃ.),
৬. আবুল হাসান আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ কুদূরী (রাহ.) (মৃ. ৪২৮হি./১০৩৭খৃ.),
৭. আবূ যায়িদ আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর আদদারুসী সামারকান্দী (রাহ.) (মৃ. ৪৩০হি./১০৩৯খৃ.),
৮. আবূ আবদুল্লাহ হুসায়ন ইব্ন আলী আয্‌যামীরী (রাহ.) (মৃ. ৪৩৬হি./১০৪৫খৃ.),
৯. আবূ বকর খাহারযাদা মুহাম্মাদ ইব্ন হুসায়ন আল বুখারী (রাহ.) (মৃ.৪৩২/১০৪১খৃ.),
১০. শামসুল আইম্মাহ আবদুল আযীয ইব্ন আহমাদ হালওয়ালী আল-বুখারী (রাহ.) (মৃ. ৪৪৮হি./১০৫৬খৃ.),
১১. শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ সারাখসী (রাহ.) (মৃ.৫৯০হি./১১৯৪খৃ.),
১২. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আলী দামগানী (রাহ.) (৪০০-৪৭৮হি./১০১০-১০৮৫খৃ.),
১৩. আলী ইব্ন মুহাম্মাদ বাযদূরবী (রাহ.) (মৃ.৪৮০হি./১০৮৭খৃ.),
১৪. শামসুল আইম্মা বকর ইব্ন মুহাম্মাদ যুরনজী (রাহ.) (৪২৭-৫১৩হি./১০৩৬-১১১৮খৃ.)
১৫. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈল সাফফার (রাহ.) (মৃ. ৫৭৪হি./১১৭৮খৃ.),
১৬. তাহির ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবদুর রাশীদ আল বুখারী (রাহ.) (মৃ.৫৪৩হি./১১৪৮খৃ.),
১৭. যহীরুদ্দীন আবদুর রাশীদ ইব্ন আবূ হানীফা ইব্ন আবদুর রায্‌যাক আল-ওয়াল্‌জী (রাহ.) (মৃ. ৫৪০হি./১১৪৫খৃ.),
১৮. আবূ বকর ইব্ন মাসউদ ইব্ন আহমদ কাসানী (রাহ.) (মৃ. ৫৮৭হি./১১৯১খৃ.),
১৯. ফাখরুদ্দীন হাসান ইব্ন মানসূর আল-উযজন্দী ওরফে কাযীখান (রাহ.) (মৃ. ৫৯২হি./১১৯৬খৃ.),
২০. আলী ইব্ন আবূ বাকর ইব্ন আবদুল জলীল ফারগানী আল-মারগিনানী সাহেবে হিদায়া (রাহ.) (মৃ. ৫৯৩হি./১১৯৭খৃ.)।[১]

এ যুগের মালিকী, মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম যারা তাঁদের মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন লাবাবা উন্দোলুসী (রাহ.) (মৃ. ৩৩৬হি./৯৪৮খৃ.),
২. আবূ বকর ইব্ন আলা আল-কুশায়রী (রাহ.) (মৃ. ৩৪৪হি./৯৫৫খৃ.),[২]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৪০৩; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকাঃইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪০; **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৭৬।
২. আবূ ছাঈদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আবূ ইসহাক মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম ইব্ন শাবান আল-আনাসী (রাহ.) (মৃ. ৩৫৫হি./৯৬৬খৃ.),
৪. মুহাম্মাদ ইব্ন হারিস ইব্ন আসাদ আল-খুলানী (রাহ.) (মৃ. ৩৬১হি./৯৭২খৃ.),
৫. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-মু'আয়াত্তী আল-উন্দোলুসী (রাহ.) (মৃ. ৩৬৭হি./৯৭৮খৃ.),
৬. ইউসুফ ইব্ন 'উমর ইব্ন আবদুল বার (রাহ.) (মৃ. ৩৮০হি./৯৯০খৃ.),
৭. আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ যায়িদ আবদুর রহমান নাকরী আল-কীরওয়ালী (রাহ.) (মৃ. ৩৮৬হি./৯৯৬খৃ.),
৮. আবূ সাঈদ খালাফ ইব্ন আবূল কাসিম আযদী ওরফে বরাদাঈ (রাহ.),
৯. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আবহুরী (রাহ.) (মৃ. ৩৯৫হি./১০০৫খৃ.),
১০. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ওরফে আবূ যিমনীন আল-বীরী (রাহ.) (মৃ. ৩৯৯হি./১০০৯খৃ.),
১১. আবূল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন খালাফ আল মু'আফিরী ওরফে ইব্ন কারিমী (রাহ.) (মৃ. ৪০৩হি./১০১৩খৃ.),
১২. কাযী আবদুল ওয়াহাব ইব্ন নাসর বাগদাদী মালিকী (রাহ.) (মৃ.৪২২হি./১০৩১খৃ.),
১৩. আবূল কাসিম আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ হাযরামী ওরফে লাবীদী (রাহ.) (মৃ.৪৪০হি./১০৪৮খৃ.),
১৪. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস সায়কালী (রাহ.) (মৃ. ৪৬১হি./১০৬৯খৃ.),
১৫. আবূল ওয়ালীদ সুলায়মান ইব্ন খালাফ আল-বাজী (রাহ.) (মৃ.৪৯৪হি./১১০১খৃ.),
১৬. আবূল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মাদ রিবঈ ওরফে লাখমী (রাহ.) (মৃ.৪৯৮হি./১১০৫খৃ.),
১৭. আবূল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন রুশদ কুরতুরী (রাহ.) (মৃ. ৪২০হি./১০২৯খৃ.),
১৮. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন 'উমর তামীমী, মাযরী সায়কালী (রাহ.) (মৃ. ৫৩৬/১১৪২খৃ.),
১৯. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ওরফে ইব্ন‌ুল আবরী আল-মু'আফিরী আল আশবীলী (রাহ.) (মৃ. ৫৪৩হি./১১৪৮খৃ.),[১]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৪০৭; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকাঃইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪০; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৭৭; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ,**ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

২০. কাযী আবূল ফযল আয়ায ইব্‌ন মুসা ইব্‌ন আয়ায ইয়াহসীবী আস সাবতী (রাহ.) (মৃ. ৫৪১হি./১১৪৬),

২১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাক্কী আল আওফী (রাহ.) (মৃ. ৫৪১হি./১১৪৬খৃ.),

২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন রূশদ মালিকী (রাহ.) (মৃ. ৫৯৫হি./১১৯৯খৃ.),

২৩. আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাজম ইব্‌ন শাম, জুযামী আস সাদী (রাহ.) (মৃ. ৬১০হি./১২১৩খৃ.),

এ পরবর্তী যুগের শাফি'ঈ মাযহাবের ফুকাহায়ে কিয়াম করা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট আবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

১. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন আহমাদ মিরওয়াযী (রাহ.) (মৃ.৩৪০হি./৯৫১খৃ.),

২. আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আবূল কাযী খাওয়ারিযমী (রাহ.) (মৃ. ৩৪০হি./৯৫১খৃ.),

৩. আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক আয যাবঈ নিশাপূরী (রাহ.) (মৃ. ৩৪৩হি./ ৯৫৪খৃ.),

৪. আবূ আলী ওসায়ন ইব্‌ন হুসায়ন ওরফে ইব্‌ন আবূ হুরায়রা (রাহ.) (মৃ.৩৪৫হি./৯৫৬খৃ.),

৫. আবুস সায়িব উতবা উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (রাহ.) (মৃ. ৩৫০হি./৯৬১খৃ.),

৬. কাযী আবূ হামিদ আহমাদ ইব্‌ন বিল্ মিরওয়াযী (রাহ.) (মৃ.৩৬২হি./৯৭৩খৃ.),

৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (রাহ.) (মৃ. ৩৬৫হি./৯৭৬খৃ.),

৮. আবূ সাহল মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান সালূকী (রাহ.) (মৃ. ৩৬৯হি./৯৮০খৃ.),

৯. আবূল কাসিম আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ দারিকী (রাহ.) (মৃ.৩৬৫হি./৯৭৬খৃ.),

১০. আবূল কাসিম আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন হুসায়ন আয যামীরী (রাহ.) (মৃ.৩৮৬হি./৯৯৬খৃ.),

১১. আবূ আলী হুসায়ন ইব্‌ন শু'আয়র সানজী (রাহ.) (মৃ.৪০৩হি./১০১৩খৃ.),

১২. আবূ হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইসফারাঈনী (রাহ.) (মৃ.৪০৮হি./১০১৭খৃ.),

১৩. আবূল হাসান আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ যাবেরী ওরফে ইব্‌নুল মুহামিলী (রাহ.) (মৃ. ৪১৫হি./১০২৪খৃ.),

১৪. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ (রাহ.) (মৃ. ৪১৭হি./১০২৬খৃ.),[১]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৪১০; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪১; **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৭৮; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইসফায়াঈনী (রাহ.) (মৃ. ৪১৮হি./ ১০২৭খৃ.),
১৬. আবূত্ তায়্যিব তাহির ইব্‌ন আবদুল্লাহ তাবারী (রাহ.) (মৃ. ৪৫০হি./১০৫৮খৃ.),
১৭. আবূ আসিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ হিরুভী, ইবাদী (রাহ.) (মৃ.৪৫৮হি./ ১০৬৬খৃ.),
১৮. আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ মাযরাবী (রাহ.) (মৃ. ৪৫০হি./১০৫৮খৃ.),
১৯. আবুল কাসিম আবদুর রাহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ফারওরানী আল-মিরওয়াযী (রাহ.) (মৃ. ৪৬১হি./১০৬৯খৃ.),
২০. আবূ আবদুল্লাহ কাযী হুসায়ন মিরওয়াযী (রাহ.) (মৃ. ৪৬২হি./১০৭০খৃ.),
২১. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন আলী ফিরুযাবাদী শীরাযী (রাহ.) (মৃ. ৪৭৬হি./ ১০৮৩খৃ.),
২২. আবূ নাসর আবদুস সায়্যিদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ওরফে ইব্‌ন সাব্বাগ (রাহ.) (মৃ.৪৭৭হি./১০৮৪খৃ.),
২৩. আবূ সা'দ আবদুর রহমান ইব্‌ন মামূন মুতাওয়াল্লী (রাহ.) (মৃ.৪৮৮হি./ ১০৯৫খৃ.),
২৪. আবূল মা'আলী আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ জুওয়ায়নী ওরফে ইমামুল হারামাইন (রাহ.) (মৃ. ৪৭৮হি./১০৮৫খৃ.),
২৫. আবূল মাহাসিন আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন ইসমাঈল রূয়ানী (রাহ.) (মৃ.৫০২হি./১১০৯খৃ.),
২৬. হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ গাযালী (রাহ.) (মৃ. ৫০৫হি./১১০১খৃ.),
২৭. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্‌ন মানসুর ইব্‌ন মুসলিম ইরাকী (রাহ.) (মৃ. ৫৯৬হি./১২০০খৃ.),
২৮. আবূ সা'দ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ তামীমী, আল মুসিলী (রাহ.)
২৯. আবূল কাসিম আবদুল করীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ কাযবীনী আর রাফিঈ (রাহ.) (মৃ. ৬২৩হি./১২২৬খৃ.),
৩০. মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন শারফ ইব্‌ন মিররী আন নববী (রাহ.) (মৃ. ৬৭৬হি./১২৭৭খৃ.),[১]

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী**, (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৪১৩; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪১; **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৭৮; আবূ হাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

এই পরবর্তী যুগে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ফুকাহায়ে কিরাম যাঁরা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

১. শায়খুল ইসলাম আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ হিরুবী আল-আনসারী (রাহ.) (মৃ. ৪৮১হি./১০৮৮খৃ.),

২. হাফিয শামসুদ্দীন আবূল ফরাহ্ আবদুর রহমান ইব্ন আলী আল-বাগদাদী (রাহ.) (মৃ. ৫৯৭হি./১২০১খৃ.),[১]

খালিস তাকলীদের যুগ

হি. সপ্তম শতকের প্রারম্ভ (১৩০১ খৃ.) থেকে এই যুগের সূচনা হয়। মূলত এ যুগে ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতাম্পপন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে 'ওলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ মানুষ সকলকেই ইমামগণের তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমন কি মাস'আলার ব্যাখ্যঅ এবং অনুশীলনেরও এখন খুব বেশী প্রয়োজ হয় না। কেননা চতুর্থ ও পঞ্চম যুগের ফকীহগণে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকহ্ শাস্ত্র বা ইসলামী আইন শাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। আমাদের চোখে সমস্যা যত নতুন বলেই দৃষ্টি হোক না কেন সমস্ত সমস্যারই সমাধান ফুকাহায়ে কিরামের রচিত কিতাবসমূহে রয়েছে। হয়তো সেই বিশেষ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা ঐ সমস্যার সমাধানের মূলনীতি সেখানে উল্লেখ রয়েছে।

সে যুগের কিতাবসমূহ এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা উদ্ভব হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এখনো তা সংঘটিত হয়নি। সেসব কিতাবে এত খুটিনাটি সমস্যার সমাধানও রয়েছে যা এখনো অলীক এবং কল্পনা বলে মনে হয়। কিন্তু কালের বিবর্তনে হয়তো কোন সময় সে সব সমস্যারও উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবসমূহেই পাওয়া যাবে। নুতন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না। বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মুজিয়া না শান যা মূলত: "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এঁর সংরক্ষক" (১৫-৯) ঘোষণার-ই বাস্তব প্রতিফলন। অতএব এখন ইজতিহাদ করার অর্থ হল, জ্ঞাত জিনিষকে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ[২]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ৪১৫; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪২; ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ.৭৮ ; **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৪১।

২. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১১৯; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪২; **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ.৭৯ ; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

সে যুগের কিতাবসূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই, তবে অবশ্যই ইজতিহাদ করতে হবে এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। তবে তা মাযহাব চতুষ্ঠয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতে করতে হবে। এতে কারো কোন মতভেদ নেই। মোদ্দকথা হল, ইসলামে যেমনিভাবে ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ নয় এমনিভাবে বল্গাহীন ইজতিহাদেরও এতে কোন সুযোগ নেই। এই যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে পৌছেছিলেন। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমার্ধের দিকে। যেমন হানাফী মাযহাবে আল্লামা কামাল ইব্ন হুমাম (রাহ.), আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (রাহ.) এবং আল্লামা কামাল ইব্ন পাশা (রাহ.) প্রমুখ, মালিকী মাযহাবে আল্লামা ইব্ন দাকীকূল ঈদ (রাহ.), প্রমুখ, শাফি'ঈ মাযহাবে আল্লামা ইয্যুদ্দীন আবদুস সালাম (রাহ.), শায়খ তাকী উদ্দীন সুবুকী (রাহ.), আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রাহ.) (রজব,৮৪৯-জমাদিউলআউয়াল ৯১১হি./১৪৪৫-১৫০৫খৃ.), শায়খ জালালুদ্দীন মুহাল্লী (রাহ.) প্রমুখ এবং হাম্বলী মাযহাবের আল্লাম ইব্ন তায়মিয়া (রাহ.) ও আল্লামা ইব্ন কায়্যিম (রাহ.) প্রমুখ। তাঁরা নিজ নিজ ইমামের মূলনীতি অনুসারে কিতাবাদি রচনা করে ফিক্হ-র ক্রম বিকাশের এ ধারাকে অব্যাহত রেখছেন।

এ যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশে ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশে ফুকাহায়ে কিরাম বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁরা ফিক্হ-র দরস দিয়ে, মাসাইলের মজলিস করে এবং এর উপর কিতাব লিখে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা থেকে মুসলিম সমাজ চিরকাল উপকৃত হতে থাকবে। নিম্নে তাদের মধ্য থেকে কতিপয় বিশেষ বিশেষ মুফতী এবং ফকীহ এর পরিচয় তুলে ধরা হল :[১]

১. **শায়খ নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রাহ.) (৬৩৫-রবিউল আখের ১৮, ৭২৫ হি./ ১২৩৮-এপ্রিল ১৩২৫খৃ.) :** তিনি প্রখ্যাত সুফী সাধক বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন।

২. **শায়খ ইয়াহইয়া মুনীরী (রাহ.) :** তিনি একজন বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ৭৭২ হি./১৩৭১খৃ. ইন্তিকাল করেন।

৩. **শায়খ ইমামুদ্দীন দেহলবী (রাহ.) :** তৎকালীন যুগে এ মহান সাধক ও একজন খ্যাতনামা ফকীহ ছিলেন। তিনি ৭৮০হি./১৩৭৮ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

৪. **শায়খ আলম ইব্ন আলায়ী আন্দরপতি (রাহ.) :** আমীর তাতার খানের নির্দেশে এবং তাঁর সায়তায় তিনি 'ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়্যা' গ্রন্থখানি সংকলন করেন উপমহাদেশে এ কিতাবখানাই হল, সর্বপ্রথম রচিত ফিক্হ গ্রন্থ। তিনি ৭৮৬ হি./১৩৮৪খৃ. ইন্তিকাল করেন।

৫. **শায়খ আবল ফাতাহ রুকন ইব্ন হুসসাম নাগারী (রাহ.) :** ফাতাওয়ায়ে হাম্মাদিয়া গ্রন্থখানা হল, তার অমর অবদান।

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১২০; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪২; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪), পৃ.৭৯ ; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

৬. **শায়খ ইসমাঈল ইবন্ মুহাম্মাদ মুলতানী (রাহ.)** : তিনি একজন খ্যাতনামা বুযর্গ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি ৭৯৫ হি./১৩৯৩ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

৭. **মাওলানা ইফতিখার উদ্দীন গিলানী (রাহ.)** : তিনি একজন বিশিষ্ট ফকীঁহ ছিলেন।

৮. **মাওলানা হাদ্দাদ জৌনপুরী (রাহ.)** : এ মহান বুযর্গ উচ্চমানের আবরী ভাষাবিদ ও ফকীহ ছিলেন। তিনি 'শারহে হিদায়া' নামে হিদায়া কিতাবের একখানা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। এছাড়াও উসূলে বাযদূবীর একখানা শরাহ রচনা করে তিনি অমর অবদান রেখে গেছেন। তিনি ৯২৩ হি./১৫১৭খৃ. ইন্তিকাল করেন।

৯. **সিরাজ উদ্দীন 'উমর ইবন্ ইসহাক হিন্দী (রাহ.)** : তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন। তিনি মনামে হিদায়ার একখানা মূল্যবান ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তিনি তা পুরা করে যেতে পারেন নি। তিনি ৭৭৩ হি./১৩৭২খৃ. ইন্তিকাল করেন।

১০. **বারকলী মুহীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন্ পীর 'আলী (রাহ.)** : তিনি তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া নামক একখানা অমূল্য গ্রন্থ মুসলিম সমাজকে উপহার দিয়েছেন। ৯৮২ হি./ ১৫৭৪ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

১১. **মাওলানা হামিদ ইবন্ মুহাম্মাদ কুনূবী (রাহ.)** : তিনি খ্যাতনামা একজন ফকীহ ছিলেন। 'ফাতাওয়ায়ে হামিদিয়া' নামক গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান। ৯৮৫ হি./১৫৭৭ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

১২. **কাযী আবুল ফাতাহ বিলগিরামী (রাহ.)** : তিনি একজন ফকীহ এবং বিলগিরামের প্রধান বিচারপতী ছিলেন। ১০০১ হি,/১৫০৩ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

১৩. **হযরত শাহ বাকী বিল্লাহ (রাহ.)** : তিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহ.)। এর পীর সাহেব ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস এবং ফকীহও ছিলেন। তিনি ১০১২ হি./১৬০৩ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

১৪. **হযরত মুজাদ্দিদে আলফ সানী (রাহ.)** : এ মহান বুযর্গ একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং ফকীহ ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। তিনি ১০৩৪ হি./ ১৬২৩ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

১৫. **মুহাম্মাদ সাঈদ ইবন্ মুজাদ্দিদে আলফ-সানী (রাহ.)** : তিনি একজন মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। হাশিয়ায়ে মিশকাত তাঁর অমর অবদান। তিনি ১০৭০ হি./ ১৬৬০ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

১৬. **শায়খুল হিন্দ মাওলনা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.)** : তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ১০৫২হি./১৬৪২খৃ. বা ১০৫৮হি./১৬৪৮খৃ. হি. তে ইন্তিকাল করেন।[১]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১২১; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকাঃইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪৩; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৮১ ; আবু ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. **বাদশাহ আলমগীর (রাহ.) :** তিনি মোগল সাম্রাজ্যের একজন পরহেযগার দীনদার আলিম বাদশাহ ছিলেন। তিনি সাতশ ফকীহ আলিমের সমন্বয়ে একটি ফাতওয়া বোর্ড গঠন করে তাঁদের মাধ্যমে সারঈ বিধানের একটি সংকলন বের করেন যা 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' নামে খ্যাত। তিনি তাঁর শাসন আমলে সমাপ্ত রাজকীয় কাজে এ গ্রন্থখানিকে অনুসরণ করে চলতেন এবং সর্বক্ষেত্রে এর অনুসরণের নির্দেশ দিতেন। তিনি ১১১৯ হি./১৭০৭খৃ. ইন্তিকাল করেন।

১৮. **মোল্লা নিযামুদ্দীন বুরহানপুরী (রাহ.) :** বাদশাহ আলমগীর (রাহ.) সাত শত আলিমের সমন্বয়ে যে ফাতওয়া বোর্ড গঠন করেছিলেন এর প্রধান ছিলেন এ মহান ফকীহ। তিনি ১১০৩ হি./১৬৯২ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

১৯. **শায়খ মোল্লা জিউন (রাহ.) :** তিনি একজন উচ্চ স্তরের হানাফী ফকীহ ছিলেন। তিনি "নূরুল আনওয়ার" নামে উসূলে ফিকহ্ বিষয়ের "আল-মানার" কিতাবখানির শরাহ রচনা করেছনে। এমহান বুযর্গের আরেকটি অমর কীর্তি হল, 'তাফসীরুল আহমাদিয়া ফী আয়াতিশ শরী'আ' যা এ দেশে তাফসীরে আহমাদী নামে খ্যাত। তিনি ১১৩০ হি./১৭১৮ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

২০. **মোল্লা মুহিববুল্লাহ বিহারী (রাহ.) :** তিনি একজন উসূলবিদ ফকীহ্ আলিম ছিলেন। হানাফী ফিক্হ-র উসূলের উপর প্রণীত" مسلم الثبوت "কিতাবখানি তাঁর অমর কীর্তি। তিনি ১১১৯ হি./১৭০৭ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

২১. **মোল্লা ইসামুদ্দীন (রাহ.) :** তিনি একজন খ্যাতনামা ফকীহ ছিলেন। শারহে বিকায়ার টিকা তাঁর একটি ফিকহী অবদান। তিনি ৯০০ হি./১৪৯৫ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

২২. **মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী (রাহ.) :** দরসে নিযামিয়ার প্রবর্তক এই ফকীহ " مسلم الثبوت " এর একখানা শরাহে প্রণয়ন করেছেন। তিনি ১১৬১ হি./ ১৭৪৮ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

২৩. **মুহাম্মাদ বাশীরুদ্দীন ইব্ন কারীমুদ্দীন উসমানী কনৌজী (রাহ.) :** তিনিও " كشف المبهم مما فى المسلم " নামে " مسلم الثبوت " এর একখানা শারহ লিখেছেন।

২৪. **বাহরুল উলূম মাওলানা আবদুল আলী ইব্ন নিযামুদ্দীন ইব্ন কুতবুদ্দীন (রাহ.):** তিনি " مسلم الثبوت " গ্রন্থের ব্যাখ্যায় একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করে উম্মাতকে উপহার দিয়েছেন।

২৫. **ইমামুল হিন্দ হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) :** এ মহান বুযর্গ একজন দার্শনিক, ফকীহ, মুফতী ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ইজতিহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন[১]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (**করাচী, পাকিস্তান:** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১২২; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪৪; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৮১ ; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া সত্ত্বেও তিনি হানাফী ফিক্হ-র অনুসারী ছিলেন। তাঁর প্রণীত আল মুসাওওয়া শারহে মু'আত্তা (আরবী), আল-মুসাফফা (ফার্সী), ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ, আল-ইনসাফ ফী বয়ানে আসবাবিল ইখতিলাফ এবং আল-হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। তাঁর জন্ম ১১১৪হি. /১৭০২খৃ. এবং তিনি ১১৭৬ হি./১৭৬৩খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

২৬. **শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) :** তিনি একজন সেরা মুখতী ছিলেন, "ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়্যা" তাঁর অমর অবদান। ১২৩৯ হি./১৮২৪খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

২৭. **কাযী (বিচারপতি) সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহ.) :** এ মহান বুযর্গ একজন মুফাসসির, ফকীহ ও সূফী সাধক ছিলেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রের উপর মাবসূত এবং মালাবুদ্দা মিনহু নামে দুখানা মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। ১২২৫ হি./১৮১০খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

২৮. **মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌভী (রাহ.) :** তিনি এ উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত মফতী ও ফকীহ ছিলেন। তাঁর প্রণীত 'উমদাতুর রি'আয়া আলা শারহিল বিকায়া' তাঁর ফকীহ হওয়ার উজ্জ্বল সাক্ষর বহন করে। এ ছাড়াও তিনি 'মুজমুআয়ে ফাতাওয়া ও ফাওয়ায়িদে বাহিয়্যা' গ্রন্থদ্বসহ আরো বহু কিতাব রচনা করেছেন। তিনি ১৩০৪ হি./১৮৮৭খৃ. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

২৯. **মাওলানা ওয়াহীদুয যামান ইব্ন মাসীহুয যামান লাখনৌবী ফারুকী (রাহ.):** তিনি একজন ফকীহ আলিম ছিলেন। তিনি 'নূরুল আলা শরহিল বিকায়া' গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। তিনি ১৩০৭ হি./১৮৯০খৃ. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

৩০. **আবূ মুহাম্মাদ আবদুল হক ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন খাজা শামসুদ্দীন দেহলবী (রাহ.) :** 'আন নামী শারহে হুসামী' নামক গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান।

৩১. **শাহ আহলুল্লাহ দেহলভী (রাহ.) :** তিনি একজন বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত ফিক্হ-র কিতাব 'কানযুদ দাকাইক' এর ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করে অমর অবদান রেখে গেছেন।

৩২. **মাওলানা মুহাম্মাদ আহসান ইব্ন লুতফে আলী (রাহ.) :** তিনি একজন খ্যাতনামা ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি কানযুদ দাকাইক, ইকদুল জীদ এবং আল-ইনসাফ ফী সাবাবিল ইখতিলাফ ইত্যাদি গ্রন্থের উর্দূ অনুদাব করেছেন। তিনি ১৩১২ হি./১৮৯৫ খৃ. সনে ইন্‌তিকাল করেন।[১]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১২৩; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪৪; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৮২ ; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. **মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রাহ.)** : তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ এবং তাসাওউফ শাস্ত্রে পূর্ণ কালামত ও বিশেষ বৃৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। "মিফতাহুল জান্নাত" সহ তিনি বহু কিতাব রচনা করেছেন। তিনি ১২৯০ হি. ১৮৭৩ খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।

৩৪. **মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রাহ.) (১২৪৪-১৩২৩ হি./১৮২৬-১৯০৫ খৃ.)** : হাদীস, তাফসীর ফিক্হ ও তাসাওউফ শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া তাঁর অমর অবদান।

৩৫. **মুফতী আবদুল্লাহ টুনকী বিহারী (রাহ.)** : তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় সদরুল মুদাররিসীন ছিলেন। ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। ফকীহ পদটি তাঁর কর্মময় জীবনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

৩৬. **মুফতী আযীযুর রহমান (রাহ.)** : তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী ও ফকীহ ছিলেন। তিনি আজীবন ফাতওয়া প্রদানের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। 'ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ' তাঁর অমন অবদান।

৩৭. **শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রাহ.)** : তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, মুফ্তী ও ফকীহ ছিলেন। 'ঈযাহুল আদিল্লা ফিক্হ' শাস্ত্রে তাঁর অমর অবাদন।

৩৮. **মাওলানা ই'যায আলী (রাহ.)** : তিনি এজন খ্যাতনামা ও মুফ্তী ছিলেন। হাশিয়ায়ে 'নূরুল ঈযাহ্' (আরবী), হাশিয়ায়ে নূরুল ঈযাহ (ফার্সী), হাশিয়ায়ে নিকায়া এবং হাশিয়ায়ে কান্‌যুদ দাকাইক ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান। ১৩৭৪ হি./১৯৫৫ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩৯. **মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ্ (রাহ.)** : তিনি দিল্লীর "মুফ্তীয়ে আ'যম" হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর ফাতওয়া ইরান, আফগান, তুরস্ক, মিসর, আরব ও আফ্রিকায় 'ওলামায়ে কিরামের সমর্থন লাভ করেছে। তাঁর রচিত তালীমুল ইসলাম এবং কিফায়াতুল মুফ্তী কিতাবসমূহ উপমহাদেশে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এ মহান বুযর্গ ১৩৩৩ হি./১৯১৫ খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।

৪০. **মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহ.)** : বেহেশ্তী জেওর এবং ইমাদাদুল ফাতাওয়া ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান। ১৩৬২ হি./১৯৪৩ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪১. **মুফতী নিযামুদ্দীন (রাহ.)** : তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফ্তী ছিলেন। তাঁর রচিত 'ফাতাওয়ায়ে নিযামিয়া' আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধানে এক অমূল্য গ্রন্থ।[১]

---

১. **তারীখে ফিকহে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তানঃ দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১২৪; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকাঃইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪৫; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৮৩ ; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪২. **মুফ্তী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (রাহ.) :** তাঁর রচিত 'ফাতাওয়ায়ে আহ্মাদিয়া' ফিকহ্ শাস্ত্রে এক অমূল্য অবদান।

৪৩. **মুফ্তী আবদুল শাকূর লাখনৌভী (রাহ.) :** তিনি 'ইলমুল ফিক্হ' নামে গ্রন্থ রচনা করে ফিক্হ্ শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

৪৪. **মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী (রাহ.) :** এ মহান ব্যক্তিত্ব একজন খ্যাতনামা ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। জাওয়াহিরুল ফিক্হ, মাসাইলে আহলে হাদীস এবং ইসলাম কা নিযামে আরযী ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান।

৪৫. **মাওলানা ইউসুফ ইব্নুনৌরী (রাহ.) :** তিনি হলেন সর্বজন পরিচিত একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফকীহ। 'মা' আরিফুস সুনাম' গ্রন্থখানা তাঁর অমর অবদান।

৪৬. **মাওলানা শাববীর আহ্মদ উসমানী (রাহ.) :** তিনি একজন বুৎপত্তি সম্পন্ন ধীমান গবেষক আলিম। 'ই'লাউস সুনাম' গ্রন্থখানি তাঁর অমর অবদান।

৪৮. **মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক (রাহ.) :** তিনি এক খ্যাতিমান বুযর্গ ছিলেন, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ফিক্হ ও ফাতাওয়া শাস্ত্রের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করা কর হয়েছে। তিনি নিজে 'আদিল্লাতুল মুহাম্মদিয়্যা এবং তালীমুল ইসলাম' ইত্যাদি গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন।[১]

এছাড়াও আরো বহু মনীষী এ উপমহাদেশে ফিক্হ ও ফাতাওয়ার ময়দানে বিরাট অবদান রেছেছেন। অনুরূপভাবে ভারত উপমহাদেশে ফিক্হ ও ফাতাওয়ার ময়দানে বিরাট অবদান রেখেছেন। অনুরূপভাবে ভারত উপমহাদেশের বাইরেও এই তাক্লীদের যুগে বহুজন বহুভাবে ইলমে ফিক্হর ক্রমবিকাশের ময়দানে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। এ পর্যায়ে আরব, মিসর, ইরাক ইত্যাদি মুসলিম দেশসমূহের উলামায়ে কিরামের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে দরস দানের মাধ্যমে এবং কিতাব রচনা করে এ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন ও দিচ্ছেন।

এমনিভাবে বোর্ড গঠন করেও 'ওলামায়ে কিরাম এ গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। এ ক্ষেত্রে "আন্তর্জাতিক ফিক্হ একাডেমীর" ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁরা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন ফিক্হী বিষয়ে সেমিনার সেম্পুজিয়াম করে ফিক্হর ক্রম-বিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলছেন। বিশেষ করে আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে সে সব সমস্যা নতুন করে উদ্ভাবিত হচ্ছে তারা এর সমাধানে সদা সচেষ্ট।

গোটা মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানী, গুণী ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে এ একাডিমী গঠিত। এর মূল কেন্দ্র হচ্ছে সউদী আরবে। তাক্লীদের এই যুগে ফিক্হ-র ক্রম-বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখার বিষয়ে বাংলাদেশী মুফ্তী ও ফুকাহায়ে কিরমের

---

১. **তারীখে ফিক্হে ইসলামী,** (করাচী, পাকিস্তান: দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা), পৃ. ১২৪; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪৪; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৮৩ ; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

অবদানকেও খাটো করে দেখা যায় না।

নিম্নে বাংলাদেশের বিখ্যাত কতিপয় মুফ্তী এবং ফকীহ এঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল। যাঁরা ফিক্‌হ-র দরস দিয়ে, মাসাইলের মজলিস করে এবং এর উপর কিতাব লিখে অমূল্য অবদান রেখেছেন।

১. **শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (রাহ.) :** সমকালীন যুগে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কোন আলিম ছিল না। তিনি বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁও পরগণায় একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করে সেখান থেকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ধারা চালু করেন। ৭০০ হি./১৩০১ খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন এবং সোনারগাঁয়েই তাঁকে দাফন করা হয়।

২. **মাওলানা হাজী শরীয়াত উল্লাহ্ (রাহ.) :** তিনি হাদীস, তাফসীর এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মানুষের প্রতি আল্লাহ্ যে সব হুকুম আহ্‌কাম তথা ফারাইয নির্ধারণ করে দিয়েছেন মানুষ যে এর উপর যথাযথভাবে আমল করে সে লক্ষ্যে তিনি 'ফারাইযী আন্দোলন' নামে একটি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন্ তাঁর এ আন্দোলনের ধারাটি ফিক্‌হ শাস্ত্রের ভিত্তিতেই প্রবাহমান ছিল যা এর নাম রণ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। তিনি বুযুর্গ ১২৫৬হি./১৮৩৯খৃ. ইন্‌তিকাল করেন।

৩. **মাওলানা নিছার উদ্দীন আহমাদ (রাহ.):** এ মহান বুযর্গ ইলমে শরী'আত ও ইমলে মা'রিফাতের ক্ষেত্রে এক বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে তরীকুল ইসলাম, ফাতাওয়ায়ে সিদ্দীকিয়্যা এবং মাযহাব ও তাক্‌লীদ নামে মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করেন। তিনি দারুস সুন্নাহ ছারছীনা আলিয়া মাদ্‌রাসার বিজ্ঞ 'ওলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে একটি 'দরুল ইফ্‌তা' কায়েম করে সমাজে ফাতওয়া ফারাযি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি ১৩৩৩হি./ ১৯১৫ খৃ. ইন্‌তিকাল করেন।

৪. **মাওলানা হাফিয আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.) :** তিনি একজন উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি আল-ফাতাওয়াল ইয়ামানিয়্যা ফিল আহকামিস্ সামানিয়্যা, মুফীদুল মুফ্‌তী এবং আন্ নাওয়াদিরুল মুনীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা ইত্যাদি গ্রন্থাদি রচনা করে অমর অবদান রেখে গেছেন। ১৩২০হি./ ১৯০২ খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

৫. **মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মাদ ফয়যুল্লাহ (রাহ.) :** তিনি একজন বিখ্যাত মুফ্‌তী ছিলেন। মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসার প্রধান মুফতী ছিলেন। আমৃ. তিনি ফাতওয়া প্রদানের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ফিকহ্ শাস্ত্রের উপর তিনি বহু গ্রন্থাদি প্রণায়ন করেছেন। ১১৭০হি./১৭৫৭ খৃ. সনে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।[১]

---

১. **ফাতওয়া ও মাসাঈল,** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ১৫১; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকা:ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ.৪৬ ; **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. **মুফ্তী দীন মুহাম্মাদ খান (রাহ.):** তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মুফ্তী ছিলেন। ফাতওয়া ফারাইয প্রদানে কাজে তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ। আজীবন তিনি এ কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। ১৩৯৩হি./ ১৯৭৩ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।

৭. **মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রাহ.) :** তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হ শাস্ত্রে একজন বুৎপত্তি সম্পন্ন ইলম ছিলেন। তিনি বেহেশতী জেওরসহ বহু ফিকহী কিতাবের বঙ্গানুবাদ করেছেন। এসব তাঁর অমর কীর্তি। এ মহান বুযর্গ ১৩৫৯হি./ ১৯৪০ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

৮. **সাইয়েদ মুফ্তী মুহাম্মাদ আমীনুল ইহ্সান মুজাদ্দিদী বরকতী (রাহ.) :** তিনি একজন বিখ্যাত মুফ্তী ও ফকীহ ছিলেন। কাওয়াইদুল ফিক্হ, আদাবুল মুফ্তী , হাদিয়্যাতুল মুসাল্লীন, তারীখে ইলমে ফিক্হ, মালা বুদ্দা লিল ফিক্হ, তরীকায়ে হজ্জ ইত্যাদি গ্রন্থাদি তাঁর অমর অবদান। এ মহান বুযর্গ বিশ হাজার ফতাওয়ার এশটি সংকলনও রেখে গেছেন, যার নাম হচ্ছে "ফাতাওয়ায়ে বরকতিয়্যা"। তবে এখনো তা প্রকাশিত হয়নি। ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৯. **মুফ্তি আবদুল মুঈয (রাহ.) :** তিনি লালবাগ জামিয়ার প্রধান মুফ্তি ছিলেন। আজীবন তিনি ফাতওয়া প্রদানের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ১৪০৩হি./১৯৮৩ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।

১০. **মাওলানা আবদুর রহমান (রাহ.) :** তিনি একজন মুফ্তী ও ফকীহ্ ছিলেন। ফাতওয়া-ফারাইয প্রদান করাই তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ঈমান শিক্ষা ও তালাকের মাসাইল নামে দু'খানা কিতাব লিখে তিনি ফিক্হ শাস্ত্রে অমর অবদান রেখে যান। ১৩৮৭হি./১৯৬৭ খৃ. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১১. **মুফ্তী আবদুল ওয়াহিদ (রাহ.) :** তিনি বালিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার প্রধান মুফ্তী ছিলেন। আজীবন তিনি ফাতওয়া ফারাইয়ের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। ১৪১৫হি./১৯৯৪খৃ. /১৪০১ বাংলা সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১২. **মুফ্তী মুহাম্মাদ আলী (রাহ.) :** তিনি বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ মুফ্তী ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসায় প্রধান মুফ্তীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

১৩. **মুফ্তী মোবারক উল্লাহ (রাহ.):** তিনি একজন মুহাক্কিক আলিম ও মুফতী ছিলেন। পটুয়াখালী মোকামিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রধান মুফ্তীর দায়িত্ব পালন করেন। [১]

১৩. **মুফ্তী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম (রাহ.) :** তিনি একজন মুহাদ্দিস ও মুফ্তী ছিলেন। বিভিন্ন মাদ্রাসায় তিনি প্রধান মুফ্তীর দায়িত্ব পালন করেন। ৩৭০০ ফাতওয়ার এক বিরাট পাণ্ডুলিপি ফিক্হ শাস্ত্র তাঁর অমর কীর্তি।

১৪. **মুফ্তী বিলায়েত হুসাইন (রাহ.) :** তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুফ্তী ছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুহাদ্দিস ও মুফ্তী পদে নিয়োজিত থেকে হাসীসও ফিক্হ চর্চায় ময়দানে

---

১. **ফাতওয়া ও মাসাঈল**, পৃ. ১৫৩; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, পৃ.৪৬ ; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অমর অবদান রেখে গেছেন।

২৬. **মুফ্তী নূরুল হক (রাহ.) :** তিনি জিরী মাদরাসার প্রধান মুফতী ছিলেন ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর দেশ জোড়া খ্যাতি ছিল। তিনি ১৪০৭হি./ ১৯৮৭খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।[১]

২৭. **শায়খ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ এসহাক (রাহ.) :** তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ এবং তাসাওউফ শাস্ত্রে পূর্ণ কামালাত ও বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট সূফী সাধক ছিলেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও তাসাওউফ শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি ফিক্হ শাস্ত্রে বিশেষ আবদান রেখেছেন।

২৮. **শায়খ মাওলানা মুহাম্মাদ আবুহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রাহ.) :** তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ এবং তাসাওউফ শাস্ত্রে পূর্ণ কামালাত ও বিশেষ বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি মাসাআলার সূক্ষ্ম ব্যখ্যা প্রদান এবং তাকওয়া ও পরহেযগারির ব্যবহারিক তালিম প্রদান করতেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও তাসাওউফ শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি ফিক্হ শাস্ত্রে বিশেষ আবদান রেখেছেন। পাশাপাশি তিনি "الحلم العجيم" 'আল হুলমুল আ'যীম' নামক কিতাব রচনা করে হাদীস শরীফের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের একজন সূফী সাধক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি ১৭সফর ১৪২১হি./ ২১ মে ২০০০খৃ. ইন্তিকাল করেন।

২৯. **মাওলানা শাহ আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ আলী ইব্ন কুতুবে বাঙ্গাল শাহ আবু মুজাফ্ফর মোহাম্মাদ গোলাম আকবর রঘুনাথপুরী (রাহ.) :** তিনি ১২৬৯ হি./ ১৮৫৩ খৃ. জন্মগ্রহন করেন। তিনি বাহজাতুল ঈমান, ওসীলাতুল ফালা ফি হুকুমে তারেকুস সালাত, নাইমুল মারাম ফী হুকমে মালিল হারাম, র'দ্দুল মুবতাদিয়ীন বারকুন লীদ দাললীন ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১০ই যিলহজ্জ ১৩২৩ হি. এই প্রখ্যাত ফকীহ ও সূফী ইন্তিকাল করেন।

৩০. **মুফতী কেফায়েত উল্লাহ :** তিনি দেওবন্দের মুফতী ছিলেন। তিনি ১৩৭২ হি./ ১৯৫২ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

৩১. **মুফতী ফজলুল হক আমিনী :** তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ফকীহ।

৩২. **মুফতী নুর হোসেন কাসেমী।**

৩৩. **মুফতী আবদুর রহীম :** তিনি বর্তমান কালে বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন হানাফী ফকীহ। তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রে পূর্ণ কামালাত ও বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেছেন।

উপরোল্লেখিত বিশিষ্ট ফুকাহায়েকিরাম ও মনীষীগণ ছাড়াও আরো বহু মনীষী ছিলেন, যারা 'ইল্ম ফিক্হ প্রচারে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তথ্যের অভাবে আমারা তাঁদের পরিচিতি তুলে ধরতে পারিনি।

---

১. **ফাতওয়া ও মাসাঈল,** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ১৫৫; মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** পৃ.৪৭ ; **ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

চর্তুথ পরিচ্ছেদ

বিশ্বে হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতি

হানাফী মাযহাব হচ্ছে বয়োজোষ্ঠ মাযহাব। হানাফী মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছিল কূফা নগরীতে।[১] ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর ওফাতের পর আলিমগণ বাগদাদে এর গঠন ও চর্চা করেন। অত:পর এর ব্যাপক প্রচার হলো এবং তা অধিকংশ ইসলামী দুনিয়ায় প্রসার লাভ করে। মিসর, সিরিয়া, রূম, ইরাক এবং 'মাওয়ারউন নাহার' (ইরাকের উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহ) পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করল।

তারপর আরবীয় রাজ্যসমূহ পেরিয়ে মধ্য এশিয়া, তুরস্ক, হিন্দুস্থান ও চীনে পৌছল। সেখানে কোন মাযহাব তার সাথে সংঘর্ষে এলো না। অর্থাৎ বিনা বাধায় সেখানে হানাফী মাযহাব বিস্তৃতি লাভ করল এবং আজও এসব রাষ্ট্রে হানাফী মাযহাব একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে আছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও চীনের মুসলমানগণ আজও ইবাদত এবং সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় বিষয়ে হানাফী মাযহাবের মূলনীতির উপর আমল করে চলেছেন।

হানাফী মাযহাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ ছিল এ মাযহাবের মধ্যমণি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছাত্রবৃন্দ। তাঁর ছাত্র সংখ্যাও ছিল অনেক। অধ্যয়ন শেষে ছাত্রগণ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সেখানে আলিম সৃষ্টি করেন, কিতাব লিখেন এবং স্বীয় ওস্তাদেরমাযহাবের উন্নতি সাধন করেন।[২]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর প্রথম সারির শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) যখন খলীফা হারুনুর রশিদ-এর খিলাফতকালে প্রধান বিচারপতীর পদে আসীন হলেন, তখন হানাফী মাযহাব রাষ্ট্রীয় মাযহাব হিসেবে মর্যাদা পেল। যার ফলে এর প্রচার ও প্রসারে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আব্বসীয় ২য় খলীফা মানসূরের অত্যাচার ও বিষপনে শাহাদাত বরণের পর পরর্বতী আব্বাসীয় খলীফগণ বিশেষ করে হারুন আর রশীদ থেকে সকলেই পর্বপুরুষের ইচ্ছকৃত অপরাধের ব্যপারে অনুশুচিত ছিল। ফলে তারা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মহাজ্ঞান অনুধাবন করতে স্বক্ষম হয়েছিল এবং তাঁর প্রিয় ছাত্রদেরকেই বিচারপতী নিয়োগ কার হতো। তাই আব্বাসীয়দের প্রভাব-প্রতিপত্তি অবশ্যই যতটুকু ছিল, তাতেই হানাফী মাযহাব উপকৃত হয়। তাছাড়া অন্যান্য মাযাব তখনও জন্ম লাভ করেনি। সুতরাং আব্বাসীয় খলীফাগণ হানাফী মাযহাবকে সহায়তা ও আনকূল্য দিতে থাকেন। বাগদাদবাসীগণেরও স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল হানাফী মাযহাবের প্রতি প্রবল। তাঁরাও খলীফাকে এর সহায়তা প্রদানে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধুব্ধ করতেন। শাফি'ঈ মাযহাব বাগদাদে বিস্তার লাভ করতে থাকলেও হানাফী মাযহাবের উপর বিজয় লাভ করতে পারে নি ; বরং হানাফী মাযহাবই সর্বত্র বিজয়ী থাকে।

---

১. Wikipedia, **the encyclopedia,** http://en.wikipedia.org/wiki/Hanafi

২. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.),** (ঢাকা: ইফাবা), পৃ. ৫৫০।

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসীয় খিলাফতের যুগেই যে সব স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের উত্থান হয়েছিল, তারাও হানাফী মাযহাবকে সম্মানের চোখে দেখতেন। যেমন সেলজুক ও আলে-বুইয়া। এর কারণ এই ছিল যে, তাঁদের আচরিত ইসলামী সংস্কৃতি হানাফী মাযহাবের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক দিকে হানাফী মাযহাবের প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের কারণ ছিল সারা ইসলামী শহরে হানাফী মাযহারেব বিচারপতী নিয়োগ। কিন্তু এই রাজনৈতিক প্রভাব ও আনুকূল্য ছাড়াও অপরাপর কারণেও হানাফী মাযহাব গণমানুষের মধ্যে পছন্দনীয় মাযহাব হিসেবে প্রসিদ্ধি ও ব্যাপকতা লাভ করে। যেমন গণমানুষের হানাফী মাযহাবের প্রতি ভালবাসা ও গভীর আগ্রহ। হানাফী আলিমগণের সেই সার্থক সেই সার্থক সুন্দর কার্যকরী প্রচেষ্টা যা তাঁরা এই মাযহাবকে গণমানুষের একান্ত আপন হিসেবে গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করেছিলেন। সেই সব মুনাযারা ও মুবাহাসা,যা হানাফী ফকীহ্ এবং অন্যান্য মাযহাবের ফকীহ্গণের মাঝে অনুষ্ঠিত হতো। হানাফী ফিকহে জন ও গণমানুষের স্বাভাবিক গভীর মিল। সুতরাং যখন রাজনৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন আলিমগণের কর্মতৎপরতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই থেকে যায়, যাঁরা বিভিন্ন শহর ও বন্দরে হানাফী মাযহাবকে জীবন্ত শক্তি হিসেবে ধরে রাখেন। আলিমগণের এই প্রচেষ্টা একই ধারায় চলেনি। যে সব শহরে আলিমগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল প্রবল, সেখানে এই মাযহাব ব্যাপক প্রসারতা ও সমৃদ্ধি লাভ করে এবং যেখানে আলিমগণ ছিলেন দুর্বল, সেখানে স্বাভাবিকভাবে এ মাযহাবও দুর্বল হয়ে পড়ে।[১]

ফিক্হ হানাফীর বিকাশ সম্বন্ধে আলিমগণ বলেন,[২] এ মাযহাবের উসূল ও নীতিমালা অত্যধিক ব্যাপক। মাসাইলের সংখ্যাও প্রচুর। সব বিষয়ের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাস'আলার সমাধান এতে রয়েছে।[২] ফিক্হ হানাফীতে এমন সহজভাবে মাস'আলা মাসাইল প্রণয়ন করা হয়েছে- যা মানুষের সামর্থ ও সাধ্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলা ফিকহে হানাফীকে এমনভাবে কবুল করেছেন যে, একে তিনি গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের নিকট সমাদৃত করে দিয়েছেন।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) বলেন,[৩]

"واهل الروم وما وراء النهر والهند حنفيون"

"রোম, মা-ওয়ারাউন্ নাহার (মেসোপটেমিয়া) এবং পাক-ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমান সকলেই হানাফী"।

ইমামুল হিন্দু হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) লিখেন,[৪]

---

১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)**, পৃ. ৫৫৫; http://en.wikipedia.org/wiki/Hanafi.

২. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৯৫।

৩. وتحصيل التعرف فى الفقه والتصرف **আসারুল ফিক্হিল ইসলামী**, (লাহোর, পাকিস্তান : দারুল মা'আরিফ), ১ খ, পৃ. ২১২।

৪. كلمات طيبات , (মুরাদাবাদ : মাকতুব নং ১১), ১৩০৮ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

"در جميع عبلدان وجميع اقاليم بادشاهان حنفى اند وقضاة اكثر ومدرسان واكثر عوام حنفى"

"দেশ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার রাজা-বাদশাহগণ ছিলেন হানাফী ও কাযী তথা বিচারপতিগণ হানাফী, শিক্ষকবৃন্দ হানাফী, এমনকি অধিকাংশ জনসাধারণও ছিল হানাফী"। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) এঁর এ বানী থেকেই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছাত্রদের সংখ্যা খুব সহজেই অনুমান করা যায়। এ সম্পর্কে আমারা তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১৭০ হি./৭৮৭খৃ. সনে খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আ'যম (রাহ.)- এর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-কে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করলে হানাফী ফিক্‌হ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং তাতে ফিকহে হানাফীর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। কেননা ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-এর প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর আব্বাসী খিলাফতের অধীনে যত বিচারপতি ছিল সকলেই তাঁর নির্দেশ মুতাবিক বিচারকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এমনিভাবে নতুন বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকেই নির্বাচন করেছিলেন যাঁরা ফিক্‌হ-র ক্ষেত্রে একই ফিক্‌হ-র অনুসারী ছিলেন। ফলে ফিকহে হানাফী অল্প কিছু দিনের মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যে গোটা অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লামা ইব্‌ন হাযম উন্দুলুসী (রাহ.) বলেন,[১]

"مذهبان انتشر فى بدء امرهما بالرياسة الحنفى بالمشرق والمالكى بالاندلس "

"ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সহায়তার দু'টি মাযহাব গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য অঞ্চলে হানাফী মাযহাব, আর উন্দুলুসে-স্পেনে মালিকী মাযহাব"।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) 'ইল্‌ম আহরন করেন এবং খরচ করেন আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে। তিনি বিশুদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। শুধু আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যেই ফিক্‌হ-র তবলীগ করেন এবং প্রত্যেক জায়গায় মানুষের নিকট 'ইল্‌ম পৌঁছায়। আমরা অবলোকন করি যে, কিভাবে আল্লাহ তাঁর আয়ূ এবং আমলের মধ্যে বরকত দিয়েছেন। বিদ্যা অনুরাগী ফিক্‌হর অনুরাগীদের লক্ষ্য ছিল হযরত ছিল হযরত আবূ হানীফা (রাহ.)। তারা তাঁর নিকট হতে বিদ্যায় ভরপুর হয়ে এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের সম্ভার নিয়ে তাদেরই শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং মানুষকে 'ইল্‌ম শিক্ষা দিতেন এবং মানুষকে ফিক্‌হ্ সম্পর্কে বুঝতেন। এভাবে তাঁর মাযাবের প্রসার ঘটে।

কূফা হতে পুরো ইরাক এবং পারস্যে (ইরান), আফগান, পাকিস্তান, ভারত, চীন, জাপান, তুর্কীস্থান, সিরিয়া, মিসর, মরক্কো, স্পেন, উত্তর হতে দক্ষিণ ইউরোপ, পোল্যান্ড, রুসনিয়া, বুলগেরিয়া অস্ট্রেলিয়া, তুর্কী, গ্রীস, যুগোশ্লোভিয়া, জাপানের মুসলমানদের নিকট পৌঁছে।[২] যাতে তারা সঠিক অবস্থা অনুযায়ী চলতে পারে।

---

১. وفيات الاعيان ২ খ, পৃ ২১৬।

২.(سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١ه),পৃ.২8৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল-মুতী, আল কাদের, আল কায়েম, আল মুকূফা এরা সকলে ইলমে উসুলের প্রবক্তা ছিলেন। আহলে নজরের কাছ হতে মাসায়েল নিতেন এবং আবূ হানীফা (রাহ.) এর মাযহাবে অনুসারে ফতোয়া প্রদান করতেন। এভাবে আলে সফার, আলে স্বক্তকীন, আলে ছলজুক যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বাদশাহ্ ছিলেন এবং পৃথিবীর সুলতান ছিলেন- তারা আবূ হানীফা (রাহ.) এর মাযহাবের উপর ছিলেন, ইহাতে তারা প্রশান্তি পেতেন, তাঁকেই আমাদের এ কাল পর্যন্ত অনুসরন করা হচ্ছে।[১]

যে সকল শহর সমূহ তৎকালে ফিক্‌হ হানাফীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে

কূফা, কূফার কর্মচারীবৃন্দ, বসরা এবং এর বাসিন্দা, আইয়াজ এবং প্রতিবেশী, পুরো বাগদাদ, সিরাজনগরের অধিকাংশ বাসিন্দা, কেরমান এবং মকরানের সমস্ত বাসিন্দা হরাছান এবং তুর্কীস্থানের বাসিন্দা তুর্কী শহরের সিমান্ত এলাকা, সিন্ধু, ভারত, রোম, দরুনদর, বুলগেরিয়া, কাশঘর, গুজ, সজস্তান, জনজ, হাবসা, ইয়েমেনের অধিকাংশ লোক, দামিস্ক বাসিন্দা, হোরান শহর ও বাসিন্দা, খলিল পর্বত, সুসার মাঠ, অধিকাংশ ইরাকবাসী, ইউনীন শহর বিদেশীদের মধ্যে তুর্কমানের বাসিন্দা বেশী, আজর বাজাইনের কিছু বাসিন্দা, রবিয়া শহরতলী, আল্লাহ্ তায়ালা এ উল্লেখিত জায়গার বাসিন্দাকে আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্যে সঠিক পদ্ধতি সমূহ পরিস্কার করে দিয়েছেন।[২] হারুনুর রশীদের শাসনকালে আব্বাসীয়রা খিলাফতে এ মাযহাব প্রচলিত হয়। আল লাইছ এবং ছলাজকা এবং গজনীতে এ মাযহাব প্রবর্তিত হয়। ওসমানিয়া শাসন যার স্মৃতি ইউরোপিয়দের অন্তরে বিরাজমান এবং যেখানে ইসলামের রায় সম্মানের সাথে গৃহিত। মিসরীয়, সিরিয়া, জর্দান, ইরাকী, লেবানন এবং অন্যান্য দেশে ফতুয়া সংক্রান্ত বিষয়ে এবং শরীয়তের বিষয়ে এ মাযহাব গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এ মাযহাব আল্লাহ্ তায়ালার মেহেরবাণীতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রচলিত হয়। ওস্তাদ আবদুল ওহাব আল হাফেজ (রাহ.) বলেন-সিরিয়ার সাত শত বৎসর পর্যন্ত হানাফী মাযহাবের রায় অনুসারে ফতোয়া প্রদান করা হতো। আল-মুওয়াফফাক আল মক্কী প্রমাণসহ ইয়াহিয়া ইব্‌ন আদম হতে বর্ণনা করে তিনি বলেন- হযরত আবূ হানীফা ফিক্‌হ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই ফিক্‌হ কোন উদ্দেশ্য থাকলে এভাবে তার উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি তার শত্রুদের হিংসা ও ঘৃনা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধি পেত না।[২]

ফকীহ মুহাদ্দিস মাসুদ ইব্‌ন সাইবা আল তালীম নামক কিতাবে বলেন এবং ফকীহ মুহাদ্দিস ওস্তাদ আবদুর রশীদ নু'মানী বলেন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মতলবের পরিবারের খোলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা এ মাযহাব অনুসরন করতেন। তার নীতিমালার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তার দেয়া মাসালা অনুযায়ী আমল করতেন।

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة للفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ), পৃ.২৪৮।
২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة للفقهاء, পৃ.২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

তার সাথীদেরকে সাহায্য করেন। তারা হলেন- আল মনসুর, আল ওয়াছেক, আল মোতায়েক্কেল, আল মোতেদ, আল মোকতেদর। তবে উল্লেখিত স্থান সমূহের কিছু সংখ্যক লোক হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) বিরুদ্ধাচারণ করেছিল দিলামকে হত্যা করাতে। দিলামকে হত্যা করার পর লোক তাদেরকে অভিশাপ দিয়ে বলেন- তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা রহমত থেকে দূরে রাখুন। এ সব স্থানে ফিক্হ্ বিস্তার লাভ করে। তাদের মধ্যে দ্বীনের প্রসারতা লাভ করে। দিলাম কাফের ছিল। ইমাম শাফি'ঈর মাযহাব প্রকাশ হয়েছিল। আল্লামা ইব্ন আবেদীন বলেন- আব্বাসীয়া শাসন আমলে অধিকাংশ জাকী এবং মাশায়েখ ছিলেন হানাফী মাযহাব অনুসারী। যেইভাবে ইতিহাস হতে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের শাসন কাল ছিল পাঁচ শত বৎসর। বাদশাহ্ ছলজুকীন এবং তাদের পর হুয়ারজমীন সকলেই হানাফী ছিলেন। আমাদের সময়ের বাদশাগন আল ওসমান হানফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি দান করুন। তাদের শাসনকাল ৯০০খৃ. হতে আমাদের এ সময় পর্যন্ত চলছে। তাদের রায় এবং তাদের অন্যান্য কার্যাদী হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সম্পন্ন করা হতো।[১] ওস্তাদ মুহাম্মাদ আবূ জোহরা বলেন- অধিকতর হানাফী মাযহাব আর্মিনিয়া বাসিন্দার মধ্যে আজবাইজান, তিবরীজ, আহলে রাই, আহ-ওয়াজ বাসিন্দার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। প্রথমে পারস্য প্রদেশে অধিকাংশ লোক হানাফী মাযহাব অনুসারী ছিল। অতপর এ সব জায়গায় শিয়া মাযহাবের আধিপত্য লাভ করে। ভারতবর্ষে হানাফী মাযহাবের প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে শাফি'ঈ মাযহাবের প্রচলন হয়। তাদের সংখ্যা দশ লাখ বা কাছাকাছি সংখ্যার চেয়ে বেশী হবে না, অবশিষ্ট লোকেরা হানাফী মাযহাবের। চীনের মুসলিম তাদের সংখ্যা চল্লিশ মিলিয়ন অতিক্রম করবে। এভাবে হানাফী মাযহাবের লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুরূপভাবে আমরা দেখি এ মাযহাবের বিস্তৃতি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে। অনেক অনেক লোক এ পথের অনুসারী এবং পথের দিশারী। যদি এ লাইনে সদন বা ডিগ্রী দেয়া হতো, 'ওলামা সমাজ এর নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবহিত হয়ে সঠিক আহকামের বিস্তৃতি লাভ করতো। ফিকহ হানাফী বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হওয়ার পেছনে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অপরদিকে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর ছাত্র ছিল অনেক। তাঁরা বিভিন্ন দেশ তথা ইরাক, বল্খ, খুরাসান, সমরকন্দ, বুখারা, রায়, সিরাজ, তুসি, জানজান, ইস্তিরাবাদ, বুস্তাম, কারগানা, খাওয়ারেযম, ভারত ইত্যাদি স্থানসমূহে ছড়িয়ে পড়েন।[২] তাঁরা সর্বত্র ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এঁর মাযহাব প্রচার করেন। নিজেরা এর উপর আমল করেন, লোকদেরকে এর প্রতি দাওয়াত দেন, এর উপর কিতাব রচনা করেন এবং অপরাপর মাযহাবের অনুসারীদের সাথে নিজেদের মাযহাবের যৌক্তিকতা তুলে ধরা মুনাযারা ও মুবাহাসা করেন। এতেই মৌলিকভাবে ফিকহে হানাফী বিশ্বব্যাপী সামগ্রীকতা লাভ করে।

১.سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء,(بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة۱٤٠۱هـ), পৃ.২৪৯।
২.প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

বাসরায় ফিক্‌হ হানাফীর প্রচার

বাসরায় উসমান বাত্তী (রাহ.) ছিলেন প্রখ্যাত ফকীহ্ ও মুফ্‌তী। ইমাম যুফার (রাহ.)-এর পূর্বে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর একজন ছাত্র খালিদ সিম্‌তি (রাহ.) শিক্ষা সমাপনের পর বাসরায় ফিরে যান। তিনি দরসের মজলিস কায়েম করে সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এঁর মাযহাব প্রচার করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর মজলিসে যখন তিনি উসমান বাত্তীর মতের খিলাফ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এঁর মত বর্ণনা করতেন তখন উসমান বাত্তীর ছাত্ররা তাঁকে শুধু গালমন্দই নয় বরং প্রহার করতেও উদ্যত হতো। তাই খালিদ সিমতী (রাহ.) সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর মাযহাব প্রচার করতে ব্যর্থ হন। এরপর ইমাম যুফার (রাহ.) বসরায় গমন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, তিনি নিজে নিজে মজলিস কায়েম না করে প্রথমে উসমান বাত্তীর দরসে বসতে আরম্ভ করেন। উসমান বাত্তী কোন ব্যাপারে মাস'আলা বললে তিনি বলতেন : এ ব্যাপারে আরো একটি সুন্দর এবং যুক্তিপূর্ণ অভিমত রয়েছে। উসমান বাত্তী (রাহ.) জানতে চাইলে তিনি তা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর উসূল ও নীতিমালা অনুসারে বর্ণনা করতেন। শক্তিশালী প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তির কারণে উসমান বাত্তী (রাহ.) তা মেনে নিতে বাধ্য হতেন। ইমাম যুফার (রাহ.) যখন বুঝতে পারতেন যে, মজলিসের সকল ছাত্র তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তখন তিনি বলতেন, এটিই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর অভিমত। তা শুনে মসলিসে অংশগ্রহণকারীরা বলে উঠত, যিনিই বলুক না কোন এটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য অভিমত। এ কৌশল অবলম্বনে ধীরে ধীরে মজলিসের সকল ছাত্র ইমাম যুফার (রাহ.)-এর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এবং বাত্তীর দরস বর্জন করে ইমাম যুফারের দরসে ভীর জমাতে থাকেন। এভাবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর মাযহাবের প্রসার ঘটে।[১]

পশ্চিমা দেশে হানাফী মাযহাবের প্রচার

পশ্চিমা দেশ তথা আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে তারাবলুস, তিউনিস এবং আল জাযাইরে প্রাথমিক পর্যায়ে, হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য ছিল না। কিন্তু যখন আসাদ ইব্‌ন ফুরাত সেখানকার বিচারপতি নিযুক্ত হন তখন তিনি হানাফী মাযহাবের প্রচারে ব্রতী হন এবং তাঁর মাধ্যমে আফ্রিকা অঞ্চলে ফিক্‌হ হানাফীর বিপুল প্রসার ঘটে। হি. চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত উন্দুলুসে ও প্রচীন কাল থেকে ফিকহে হানাফীর প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটি ইব্‌ন ফারহূনের অভিমত। আল্লামা মাক্‌দিসী (রাহ.)-এর মতে জায়রা অধিবাসীরা সকলেই হানাফী মাযহারেব অনুসারী ছিলেন।[১]

আল্লামা মাক্‌সিদী (রাহ.) পাশ্চাত্য দেশীয় কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন

---

১. লামহাতুন নযর ফী সিরাতিল ইমাম যুফার (রাহ.); **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৪), পৃ. ৯৭।

২. **আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামী,** (লাহোর, পাকিস্তান : দারুল মা'আরিফ), ১ খ., পৃ. ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

যে, তোমাদের দেশে হানাফী মাযহাবের প্রসার ঘটল কিভাবে? তোমরা তো কখনো ইরাক সফরে যাওনি? জবাবে তিনি বললেন, মালিকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ ওয়াহাব ইব্ন ওয়াহাব (রাহ.) যখন ইমাম মালিক (রাহ.)-এর নিকট থেকে ইল্ম হাসিল করে দেশে ফিরে আসেন তখন আসাদ ইবনু ফুরাত (রাহ.) স্বীয় ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁর নিকট থেকে "ইল্ম হাসিল করতে লজ্জাবোধ করেন। তাই তিনি নিকট থেকে ইল্ম হাসিল না করে সরাসরি-ইমাম মালিক (রাহ.)-এর দরবারে চলে যান। তখন ইমাম মালিক (রাহ.) বেশ অসুস্থ ছিলেন। আসাদ ইব্ন ফুরাত বেশ কিছুদিন তাঁর দরবারে থাকার পর তিনি তাঁকে বললেন, ওয়াহাব ইব্ন ওয়াহাব এর নিকট আমি আমার ইল্ম আমানত রেখেছি, তুমি তাঁর নিকট চলে যাও। তাহলে তোমাকে সফরে এ কষ্টও সহ্য করার প্রয়োজন হবে না। শায়খের এ কথা মেনে নেওয়া তাঁর জন্য খুবই কঠিন ছিল। তাই তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইমাম মালিক (রাহ.) এর ন্যায় ইলমের অধিকারী আর কোন আলিম আছে কী? জবাবে লোকেরা বললেন, হ্যাঁ, কূফাতে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর একজন নওজোয়ান ছাত্র আছে- তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান। তিনি একজন উচ্চ মানের ফকীহ্। তুমি তাঁর কাছে যেতে পার। অত:পর আসাদ ইব্ন ফুরাত ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর দরবারে বেশ বুৎপত্তি হাসিল হল, তখন ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে এসে তিনি ফিক্হ-র দরস দিতে আরম্ভ করলে অসংখ্য মানুষ তাঁর থেকে ফিক্হ শিখতে শুরু করেন। এভাবেই আফ্রিকায় হানাফী ফিক্হ-র প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। [১]

মিসরে ফিক্হ হানাফী

খলীফা মাহদীর যামানায় মিসরে হানাফী ফিক্হ-র সূচনা হয়। যতদিন পর্যন্ত মিসরে আব্বাসী খলীফাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত সেখানে হানাফী ফিক্হ-র প্রাধান্য ছিল। তবে প্রাচ্য অঞ্চলে ফিকহ হানাফীর যতটা প্রচার ছিল মিসরে এর ততটা প্রচার ছিল না এবং এ অঞ্চলে ফিকহে হানাফী ততটা সামগ্রীকতাও লাভ করতে পারেনি। আল্লামা খালিদ মাহমুদের মতে সুলতান নূরুদ্দীন (রাহ.) একজন হানাফী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ক্ষমতার মসনদে বসার পর "মানাকিবে ইমাম আবূ হানীফা" এর উপর কিতাব প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর মাধ্যমে সিরিয়ায় ফিকহে হানাফীর প্রসার ঘটে। অত:পর তাঁর মাধ্যমে মিসরেও এ মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটে। এমনিভাবে এ মাযহাব মিসরীয় লোকদের নিকট সমাদৃত হতে থাকে। সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী (রাহ.)-এর মাধ্যমেও ফিকহে হানাফীর সম্প্রসারণ ঘটে। তিনি কাহেরাতে "মাদ্রাসায়ে সিউফিয়্যা" নামে একটি হানাফী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসার মাধ্যমে ফিকহে হানাফী ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[২] পরবর্তীতে তুরস্কের উসমানী খলীফাগণ যখন মিসর দখল করে নেন তখন তারা দেশের সমস্ত

---

২. **আসারুল ফিক্হিল ইসলামী**, (লাহোর, পাকিস্তান : দারুল মা'আরিফ), ১ খ., পৃ. ২৩২।

৩. الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية, ২ খ, পৃ. ২৪; **আসারুল ফিক্হিল ইসলামী**, (লাহোর), ১ খ, পৃ. ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আদালতে হানাফী ফকীহদের থেকেই বিচারক নির্বাচিত ও মনোনীত করেন। এতে ছাত্রদের মধ্যে হানাফী ফিক্‌হ হাসিল করার আগ্রহ দরুণভাবে বৃদ্ধি পায়। এভাবেও মিসরে ফিক্‌হ হানাফীর সম্প্রসারণ ঘটে। তখন হানাফী ফিক্‌হ অনুসারেই সমস্ত ফাতাওয়া ও ফয়সালা প্রদান করা হতো। এভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হানাফী মাযহাব মিসরে একটি জাতীয় মাযহাবের রূপপরিগ্রহ করে।[১]

সিরিয়াতে ফিক্‌হ হানাফী

সিরিয়াতে প্রথম থেকেই হানাফী মাযহাবের প্রধান্য ছিল। এখানকার অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই এ মাযহাবের অনুসারী ছিল এখানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলেও ফিক্‌হ হানাফীর প্রচার ও প্রসারে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি।[২]

প্রাচ্য দেশে ফিক্‌হ হানাফী

প্রাচ্য দেশ তথা ইরাক, খুরাসান, সীসতান এবং মা-ওয়ারাউন নাহারে (মেসোপটেমিয়া) ফিক্‌হ হানাফীর প্রধান্য ছিল। এখানকার কিছু কিছু অধিবাসী শাফি'ঈ মাযহাবেরও অনুসারী ছিল। সজিদে এবং আমীর-'উমরাদের দরবারে হানাফী এবং শাফি'ঈ মাযহাবের ক্ষুদ্রজ্ঞানী অনুসারীদের মাঝে কখনো কখনো মুনাযারার মজলিসও সংঘটিত হতো। এ পথ ধরে ফিক্‌হ-র বিষয়টি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনি করে এ মাযহাবী সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মধ্যে চরম স্থবিরতা এনে দেয়-যার ফলে মানসিক প্রশস্ততা কমে যায়।[৩]

রাশিয়া ও পারস্যে ফিক্‌হ হানাফী

আরমানিয়া, আজরবায়জান, তিরবীয় এবং আহওয়ায অঞ্চলে হানাফী মযহাবের প্রধান্য ছিল। এমনিভাবে পারস্য দেশে প্রথমে ফিকহে হানাফীর প্রধান্য ছিল। পরে সেখানে শী'আ ইসনা আশারিয়্যা সম্প্রদায়ের প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শায়খ আবূ যুহরা (রাহ.) বলেন, ইরানে প্রথমে হানাফী ফিক্‌হ-র প্রাধান্য ছিল। পরে সেখানে ইসনা আশারিয়্যাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয।[৪]

পাক-ভারত উপমহাদেশে ফিক্‌হ হানাফীর প্রচার

পাক-ভারতের, অধিকাংশ অধিবাসী হানাফী।[৫] মূলত মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসিম-এর সিন্ধু বিজয়ের পর থেকেই পাক-ভারত ও বাংলাদেশে অর্থাৎ উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের গোড়া পত্তন হয়। এর পর থেকে এদেশে যত মুবাল্লিগ ও আওলিয়ায়ে কিরামের আগমন ঘটেছে তাঁরা সকলেই ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। গযনীর শিহাব

---

১. **আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামী,** (লাহোর, পাকিস্তান : দারুল মা'আরিফ), ১ খ, পৃ. ২৩৫।
২. **আসারুল ফিক্‌হিল ইসলামী,** পৃ. ২৩৬
৩. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ২৩৬।
৪. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ২৩৭।
৫. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ২৩৮; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরীর অভিযানের পর ভারতে ইসলামের পাতা উড্ডীনের সাথে মুবাল্লিগ ও সুফী-সাধকগণ ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সাথে সাথে হানাফী মাযহাবের উন্নতি ও সমৃদ্ধিও হতে থাকে। মুঘল আমল থেকে উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। বিশেষত মুঘল সম্রাটগণ অধিকাংশই ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ঐ সময়েই হানাফী মাযহাবের বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' প্রণয়ন করা হয়।[১] এ সময়ের পূর্ববর্তীতে সালজুকী ও গযনবী আমলে 'কিতাবুত তাকরীদ' রচিত হয়েছিল। এ ছাড়াও 'ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়্যা' সে কালের একখানি প্রসিদ্ধ হানাফী গ্রন্থ। উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের প্রচার ও প্রসার এবং স্থায়ীত্ব প্রদানে এ দেশের উলামায়ে কিরামের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা ফিকহে হানাফী, তাফসীর, হাদীস ও উসূলের উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন অগণিত মাদ্রাসা।

বিশ্বের অন্যান্য দেশে হানাফী ফিক্হ

বর্তমানকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে পাক ভারত উপমহাদেশ ছাড়া জাপান, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, ভিয়েতনাম, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনেইতে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য না থাকলেও প্রচুর সংখ্যক মুসলিম হানাফী মাযহাবের অনুসারী। এছাড়া শ্রীলংকা ও মালদ্বীপেও অনেক হানাফী মাযহাবের অনুসারী রয়েছে।

প্রখ্যাত গবেষক আলিম আল্লামা আহ্মাদ তাইসুর স্বীয় " نظرة تاريخية فى المذاهب الأربعة إنتشارها " গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "তিউনিস লিবিয়া, প্রভৃতি এলাকায় হানাফী মাযহাবের প্রাধ্যন্য বিদ্যমান। মিসরে শাফি'ঈ ও মালিকী মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যাও কম নয়। সুদানে মালিকী মাযহাবের লোকদের সংখ্যা অনেক। তবে হানাফী ও মালিকী মাযহাবের অনুসারীও রয়েছে। ইরাকে হানাফী মাযহাব অধিক প্রচলিত। তবে শাফি'ঈ, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীও রয়েছে। তুরস্ক, আলবেনিয়া, সাইপ্রাস, বলকান এলাকায় হানাফী মাযহাবের আধিক্য বিদ্যমান। কুর্দিস্তান ও আরমেনিয়ায় শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী বেশী। সেখানে হানাফী মাযহাবের অনুসারীও রয়েছে অনেক। পশ্চিম তুর্কীস্তান তথা বুখারা, তাসখন্দ, উজবেকিস্তান, তর্কমানিয়া, কাযাকিস্তান ও আজারবাইজান ইত্যাদি দেশের অধিবাসীগণ হানাফী। তবে কিছু সংখ্যক শাফি'ঈও রয়েছে। কাওকায শহরে হানাফীদের প্রভাব অধিক।[২] তবে কিছু সংখ্যক অনুসারী কিছু রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশে হানাফী মাযহাব প্রচলিত। সেসব দেশে অন্যান্য মাযহাবের সংখ্যা নগণ্য। মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, জাভা, সুমাত্রা, পূর্ব ভারতের দ্বীপসমূহ এবং ফিলিপাইন এলাকায় শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী বেশী তবে হানাফীও রয়েছে। থাইল্যান্ডের অধিকাংশ মুসলমানই শাফি'ঈ

---

১. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ১৯৮।

২. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু সংখ্যক হানাফীও রয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ মুসলমান শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী, তবে হানাফীও রয়েছে। ব্রাজিলের মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী রয়েছে। তবে হানাফী মাযহাবের সংখ্যা বেশী।[১] কানাডাসহ গোটা ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে সকল মাযহাবের অনুসারী বিদ্যমান। তবে যুক্তরাজ্যে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের সংখ্যা অধিক। হিজাযে শাফি'ঈ ও হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য, তবে গ্রাম এলাকায় আহনাফের সাথে মালিকীও রয়েছে। নাজদের অধিবাসীরা সকলেই হাম্বলী। হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কা ও মদীনায় মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের প্রাধান্য রয়েছে। তবে শাফি'ঈ ও হানাফীও রয়েছে কিছু সংখ্যক। আদ্ন, ইয়ামান, হাজরামাউত এলাকায় শাফি'ঈ অনুসারী বেশী। তবে হানাফীও রয়েছে। ওমানে শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বেশী। সামান্য সংখ্যক হানাফীও রয়েছে। কাতার ও বাহরাইনে মালিকী মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রচলিত। হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীও বিদ্যমান আছে। কুয়েতে মালিকী মাযহাবের প্রভাব খুব বেশী। মূলত গোটা দক্ষিণ পশ্চিম এলাকায় মালিকী ও শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের প্রভাব খুব বেশী। ঐ সব অঞ্চলে হানাফী মাযহাবের অনুসারী খুবই কম।

ফিক্হ হানাফী সারা বিশ্বে যে গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা লাভ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ বিষয়ে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কিরমানী শাফি'ঈ (রাহ.) স্বীয় বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থে বলেন : [২]

"فلو لم يكن لله سر خفى فيه لما جمع له شطر الإسلام وما ينقاد به على تقليده حتى عبد الله بفقهه وعمل برائه إلى يومنا ... وفيه أول دليل على صحته"

"ফিকহে হানাফীতে যদি মহান আল্লাহর গোপন রহস্য নিহিত না থাকত; তাহলে ইসলামের অর্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল সমাবেশ তাতে ঘটত না এবং এত বিপুল সংখ্য লোক তাঁর অনুসরণ করত না, এমন কি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (রাহ.) তাঁর ফিকহ গ্রহণ করত না এবং আজ পর্যন্ত মানুষ তাঁর ফিক্হ ও রায়ের উপর আমল করে আসছে... এটাই তাঁর বিশুদ্ধতার প্রধান প্রমাণ।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রাহ.) বলেন,

الحنفية ثلثى المؤمنين

"বর্তমান দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ মুসলিম হানাফী মাযহাবের অনুসারী।"

উপরোক্ত অভিমতটি দশম হিজরী শতাব্দীর। এর পর আরো কয়েকটি শতাব্দী অতীত হয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যাও বেড়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের প্রায় অর্ধেকই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও অনুগামী অর্থাৎ প্রায় ১১৩ কোটি মানুষ।

---

১. ফাতাওয়া ও মাসাইল, ১ খ.: المغنى পৃ. ৮০।
২. ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) (ইফাবা) ১ খ., পৃ. ১০; مرقات, ২ খ. পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ও হানাফী ফিক্‌হ

বাংলাদেশের মোট জন সংখ্যার প্রায় ৮৭ ভাগ মুসলমান এর মধ্যে ৯৮ ভাগই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। এখানকার মানুষর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শন করে। বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন জাতি। অসংখ্য অলীগণ বাংলার জমিনে ইসলাম প্রচারে এসেছেন এবং বাংলার জমিনেই শুয়ে আছেন তাই তাঁদের বিশেষ ফায়েযে বাংলাদেশবাসী আল্লাহর ওলীগণকে ভালবাসে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অনেক বুদ্ধিমত্তার গল্প বাংলাদেশের মায়েরা তাদের সন্তানকে শিশুকাল থেকেই শুনায় তাই তাদের ভিতরে শিশুকাল থেকেই হানাফী ফিক্‌হ-ও সুবাতাস বইতে থাকে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ফিক্‌হ হানাফী সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে হানাফী ফিক্‌হ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত সংখ্যাক গ্রন্থ রয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হানাফী মাযহাবের বেশ কিছু দূর্লভ গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেছে যার মাধ্যমে হানাফী মাযহাব অনুসারী বিপুল সংখ্যক মুসলমান উপকৃত হচ্ছেন। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের আরো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন গ্রন্থ রয়েছে। তবে গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অনুবাদের আভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় 'ইল্‌ম ফিক্‌হ সর্ম্পকে উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া মাদ্রাসার গ্রন্থাগারগুলোতে আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষায় পর্যপ্ত গ্রন্থ সংগ্রহ আছে। বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদগণের তত্ত্বাবধানে সেখানে শিক্ষা দেয়া হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে সংবিধানের বিভিন্ন আইন বিশেষ করে তৃতীয় বিভাগের ২৮ ও ৪১ নং ধারাগুলো[১] হানাফী মাযহাব আইনানুরূপ করা হয়েছে। যে কারনে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বাগদাদে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহন করেন নি সেটি হল বিচারবিভাগের স্বাধীনতা অর্থাৎ বিচারপতি খলীফা বা সরকারের সকল প্রকার চাপ থেকে মুক্ত থাকবেন। আজ প্রায় ১২৪০ বছর পর বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মত বাংলাদেশের সংবিধানে বিচারপতির স্বাধীনতার বিষয়টিও (১১৬ক ধারা) ফিক্‌হ হানাফীর অনুরূপ করা হয়েছে। সংবিধানে উল্লেখ আছে,[২] "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যাক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন।"

এভাবে সকল মুসলিম দেশ এবং বেশ কিছু অমুসলিম দেশে ফিক্‌হ হানাফীর প্রচলন রয়েছে, যদিও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পালিত হচ্ছে কিন্তু এ আইনের (Jurisprudence) মূল আবিষ্কারক ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)।

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান**, (ঢাকাঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০০ইং), পৃ. ৮, ১২।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান**, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিক্হ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর অবদান

মুসলিম আইনের অগ্রগতি ও জয়যাত্রায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল হয়ে রয়েছে। হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবূ হানীফাকে (রাহ.) মুসলিম আইন বিজ্ঞানের প্রথম পথ-প্রর্দশক হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুসলিম আইনের বিকাশ সাধনে হাদীস সংগ্রহকরন এর সঠিক প্রয়োগ আইনের বিচারনীতি প্রতিষ্ঠাকরন এবং সাদৃশ্য ঘটনা হতে অবরোহনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কীয় বিধানাবলী তাঁর অবদানের স্বাক্ষর বহন করে। 'ব্যক্তিগত রায়ের সমর্থক' (Upholder of Private Judgment) হিসেবে তাঁর নাম মুসলিম আইন বিজ্ঞানের ইতিহাসে চির অম্লান ও অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। অসামান্য বিচারবুদ্ধি ও তীক্ষ্ম যুক্তির অধিকারী ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন। ইরাকের শ্রেষ্ঠ আইনবিদগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ৭০ বৎসরের জীবনে ইসলামের ফিক্হশাস্ত্রের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) একজন প্রখ্যাত ফকীহ এবং তিনি বিশ্ববিখ্যাত ফিক্হবিদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একজন ফিক্হবিদ। আল-কুরআনুল কারীম পৃথিবীতে আসার প্রায় ১৫শত বছর পর বিশ্বের বিজ্ঞানীগণ পবিত্র আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীস শরীফ সমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুব সহজে দিচ্ছে এবং প্রতি নিয়তই বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা ইসলামের ছায়াতলে আসছে তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে সে সকল তথ্য প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১০২ হি./ ৭২১ খৃ. তে প্রায় সকল সাহাবায়ে কিরামের ইন্তিকাল, বিজ্ঞান আজকের মত এত পরিপূর্ণতা না পাওয়া এবং মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার কারনে কুরআন মজীদ এবং হাদীস শরীফের কিছু কিছু তথ্য নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। তখন সমাজের বিভিন্ন মতাদর্শ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা পবিত্র কুরআন এবং হাদীস শরীফের বিভিন্ন দুর্বল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করা শুরু করেছিল। খাঁটি মুসলমানগণের ভিতরেও দ্বিধাদ্বন্দ প্রকাশ পাচ্ছিল ঠিক তখন এক মহা নবীপ্রেমিক মহাগবেষক সমস্ত অপব্যখ্যার বিরুদ্ধে জ্ঞান নামক অস্ত্র দিয়ে রুখে দাড়ালেন এবং নিজের জীবনের সকল সুখ শান্তি ত্যাগ করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কুরআন মজীদ এবং হাদীস শরীফের প্রায় সকল তথ্যের শক্তিশালী ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং সকল অপশক্তিকে বিতারিত করেন, তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)। কাজেই তাঁর অবদান আমাদের জীবনের প্রতিটি মূহুর্তের সাথেই গভীর ভাবে জড়িত।

এই জগৎশ্রেষ্ঠ মহামনীষী ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ফিক্হশাস্ত্রে মহা অবদানের শাখাসমূহ নিম্ন লিখিত বিষয় গুলোতে প্রস্ফুটিত হয়,

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্হশাস্ত্রে (Science of jurisprudence) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদানসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

১. মহা আইন বিজ্ঞান (আল ফিক্হুল আকবার)

(The Supreme jurisprudence.)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর স্বহস্তে লিখিত 'আল ফিক্হুল আকবার' এক যুগান্তকারী আবিস্কার। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস স্থাপনের বিস্তারিত আইন আবিস্কার করা হয়েছে এখানে। পাশাপাশি মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ, আল্লাহর ক্ষমতা, আল্লাহর কথা, আল্লাহর বর্ণনা করা, আল্লাহর শক্তি, আল্লাহর যে পরিমান ইবাদত করা প্রয়োজন বান্দা সে পরিমান ইবাদত করার ক্ষমতা রাখে না, ইত্যাদি সকল বিষয়ের অতি উচ্চ জ্ঞান (Supreme Science of All Master Sciences), নবীগণের মর্যাদা, নবীগণের মু'জিযা ও ওলীগণের কারামত, মুমিন ও কাফিরের পরিচয়, ঈমানের প্রকারভেদ, যে কোন সূক্ষ্মবিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সহ ৪৯ টি মহাআইন আবিস্কার করে বিশ্বের জ্ঞানের দুয়ার উম্মুক্ত করে দিয়েছেন।

২. ইসলামী অর্থনৈতিক আইনবিজ্ঞান (ফিক্হ আল মু'আমালাত)

(Islamic economic jurisprudence.)

এ বিভাগে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অর্থনীতির সকল বিষয় আবিস্কার করেছেন। ব্যবসায় বানিজ্যের বিস্তারিত নিয়ম (Business Method Patents) (মূলধন, শ্রমিক, আয় ব্যায় ইত্যাদি সকল বিষয়), ছেলে-মেয়ে , স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন, সম্পত্তি বৃদ্ধি করা (Natural capital, i.e. producing land), যাকাত, অর্থসঞ্চয়, সুদবিহীন ইসলামিক ব্যাংকিং (Islamic banking), মাল মওজুদ/ষ্টক (Islamic stocks) ইত্যাদি সকল বিষয়ের আইন সন্নিবেশিত করেছেন।[২] তাঁর আবিস্কৃত আইনের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ব্যবসার বিভিন্ন বিস্তারিত নিয়ম তৈরী করে।

৩. ইসলামী রাজনৈতিক আইনবিজ্ঞান

(Islamic political jurisprudence.)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইসলামী রাজনৈতিক আইনবিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগের সুস্পষ্ট আইন প্রনয়ণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী/খলীফা নিয়োগ, বিচারপতি নিয়োগ ও যোগ্যতা, রাষ্ট্রপরিচালনা, রাজস্ব আয় ও ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে সূক্ষ্ম নীতিমালা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আবিস্কার করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ইন্তিকালের

---

১. Michael Bonner, **"Poverty and Economics in the Qur'an"**, (Journal of Interdisciplinary History, Winter, 2005), xxxv:3, P. 391–406; Tr.by. Hamid Algar, Proffessor of Persian and Islamic Studies, **Imam Abu Hanifah, Alfiqh Al Akbar**, (**University of california**, Berkeley) Schirazi, Asghar, **Constitution of Iran,** (1997), P.170; Muhammad Nijatullah Siddiqui, **Muslim Economic Thinking**, (**Leicester, UK** : Islamic Foundation); Angelo M. Venardos, **Islamic Banking & Finance in South-East Asia: Its Development & Future, (Singapore** : World Scientific Publishing); Behdad, Sohrab and Farhad Nomani, eds., **Islam and the Everyday World: Public Policy Dilemmas,** (Routledge, 2006, ISBN 0-415-36823-5)

Dhaka University Institutional Repository

পর আব্বাসীয় যুগে খলীফা হারুন আর রাশীদের শাষনামলে ১৭০-১৯৪ হি./ ৭৮৬-৮০৯খৃ. তাঁর ছাত্র ইমাম আবূ ইউসূফ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ হন। তিনি রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কর্তৃক আবিস্কৃত আইন বিজ্ঞান প্রয়োগ করেছিলেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ছাত্রগণকেই বিচারপতি নিয়োগ করা হতো। মূলতঃ তাঁর শিষ্যগণ সকলেই তাঁর জ্ঞানের প্রতিবিম্ব ছিল। ফলে আব্বাসীয় খিলাফত ১৩২-৬৫৬ হি./ ৭৫০-১২৫৯খৃ. পুরোটিই ফিক্হ হানাফীতে শাষিত হয়েছে। তখন গোটা বিশ্ব সর্বদিকে ব্যপক উন্নতি লাভ করেছে উল্লেখ্য তখন ভিক্ষা দেয়ার মত কোন লোক খুজে পাওয়া যেতো না। রাষ্ট্র যখন ফিক্হ হানাফীতে পরিচালিত তখন সে রাষ্ট্রের সমাজ ও পরিবার সমূহ সকল ক্ষেত্রেই ফিক্হ হানাফী অনুযায়ী পরিচালিত হতো। ফলে ইসলামের পরিপূর্ণ সুবাতাস সকলেই ভোগ করেছে। যার ফলে আব্বাসীয় যুগে গোটা বিশ্বই জ্ঞানের খনিতে পরিনত হয়েছিল এবং বড় বড় মনীষী, আধ্যাত্মিক মহাসাধক, হক্কানী পীর ও মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ জন্ম লাভ করেছেন এবং তাঁদের প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মাধ্যমে জ্ঞানের অসংখ্য শাখা প্রশাখা আবিস্কৃত হয়েছে। সে যুগের কয়েকজন মহামনীষীর জন্ম ও মৃত্যু সাল সহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো যারা পরোক্ষ ভাবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান।

যে যুগে ফিক্হ হানাফীর মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য শাষিত হয়েছে সে যুগে শ্রেষ্ঠ ইমামগণ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আল শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.),
- ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বাল (রাহ.) (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খৃ.),
- ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী (রাহ.) (শাওয়াল, ১৩, ১৯৪-২৪৬ হি./ জুলাই ২০, ৮১০-৮৭০ খৃ.),
- ইমাম তিরমিযী (রাহ.) (২০৯- রজব ১৩, ২৭৯ হি./ ৮২৪- অক্টবর ৯, ৮৯২ খৃ.)
- ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইব্ন হায্যায আল নিশাপুরী (রাহ.) (২০২-২৬১ হি./৮১৭-৮৭৫ খৃ.),
- ইমাম আবূ দাউদ (রাহ.) (২০২- শুক্রবার,শাওয়াল ১৬, ২৭৫ হি./৮২৫-ফেব্রুয়ারী ২১, ৮৮৯ খৃ.),
- ইমাম নাসা'ঈ (রাহ.) (২১৪-৩০৩ হি../৮২৯-৯২৫ খৃ.) ,
- ইমাম ইব্ন মাযা (রাহ.) (২০৯-২২ রমযান, ২৭৩ হি./৮২৪- ফেব্রয়ারী ২০-৮৮৭ খৃ.)।

১. John Esposito, **The Oxford Dictionary of Islam,** (**Oxford University Press,** 2003) **The Influence of Islamic Thought on Maimonides**, Stanford Encyclopedia of Philosophy, June 30 2005; Henry Corbin, **History of Islamic Philosophy** (**London:** Kegan Paul 1993; original French 1964).

Dhaka University Institutional Repository

যে যুগে ফিক্হ হানাফীর মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য শাষিত হয়েছে সে যুগে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ওলীগণ

- জুননুন মিসরী (রাহ.) (১৮০-২৪৫ হি./৭৯৬-৮৫৯ খৃ.) ,
- বায়েজিদ বোস্তামী (রাহ.) (১৮৮-২৬০ হি./৮০৪-৮৭৪খৃ.),
- জুনাইদ বোগদাদী (রাহ.) (২১৫-২৯৭ হি./ ৮৩০-৯১০ খৃ.),
- আল গাযালী (রাহ.) (৪৫০-৫০৫হি./১০৫৮-১১১১খৃ.),
- হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) (রমযান ৮, ৪৭০- রবিউল আউয়াল ৮, ৫৬১/ মার্চ ২৫, ১০৭৮-মার্চ ১২, ১১৬৬খৃ.),
- ওসমান হারুনী (রাহ.) (৫২৬-৬১৭হি./১১৩২-১২৩০খৃ.) ,
- খাযা মঈনুদ্দিন চিশতী (রাহ.) (৫৩৬- রজব ৬, ৬২৭হি./ ১১৪২-মে ২১-১২৩০ খৃ.),
- কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রাহ.) (৫৬৯-রবিউল আউয়াল ১৪, ৬৩৩ হি./১১৭৪-নভেম্বর ২৭, ১২৩৫খৃ.),
- শামসুত তিবরিজ (রাহ.) (মৃ. ৬৪৬ হি./১২৪৮খৃ.),
- জালাল উদ্দিন রুমী (রাহ.) (রবিউল আউআল ৬, ৬০৪- জমাদিউল আখের ৬৭২ হি./সেপ্টেম্বর ৩০, ১২০৭- ডিসেম্বর ১৭, ১২৭৩ খৃ.),
- মানুসুর হাল্লায (রাহ.) (২৪৪-যিলক্বদ ১৪, ৩০৯ হি./ ৮৫৮- মার্চ ১৬, ৯২২খৃ.),
- খাযা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রাহ.) (৬৩৫-রবিউল আখের ১৮, ৭২৫ হি./ ১২৩৮-এপ্রিল ১৩২৫খৃ.)।

যে যুগে ফিক্হ হানাফীর মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য শাষিত হয়েছে সে যুগের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও লেখকগণ

- আল মুয়াফ্ফিক আল মাক্কী (মৃ. ৫৬৫ হি./১১৭০ খৃ.),
- ইব্ন আল যাওয়া'ঈ (৫০৮-৫৯৭হি./১১১৪-১২০১খৃ.),
- আল খাতিব আল বাগদাদী (৩৯২-৪৩৬হি./১০০২-১০৭১খৃ.),
- আল সাম'আনী (মৃ. ৩০১হি./৯১৪খৃ.),
- ইব্ন খাল্লিকান (মৃ. ৬৮১হি./১২৮২খৃ.),
- ইব্ন সা'দ আল দারাকুতনি, (৩০৬-৩৮৫হি./৯১৮-৯৮৫খৃ.),

---

১. John Esposito, **The Oxford Dictionary of Islam,** Oxford University Press 2003; tr. A.J. Arberry, **Dho'l-Nun al-Mesri, from Muslim Saints and Mystics,** (**London:** Routledge & Kegan Paul 1983); Louis Massignon. **"Perspective Transhistorique sur la vie de Hallaj"**, in: Parole donnée. Paris 1983: Seuil; p. 73-97; Idries Sha,. **The Sufis. W.H. Allen: London.** 1964; http://en.wikipedia.org/wiki/Moinuddin_Chishti;http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Qadir_Gilani **The Influence of Islamic Thought on Maimonides**, Stanford Encyclopedia of Philosophy, June 30 2005; R.M. Frank, **Al-Ghazali and the Ash'arite School, Duke University Press**, London 1994

Dhaka University Institutional Repository

- আবূ নু'মান আল ইসফাহানী (রজব ৩৩৪হি.-মহররম ২০, ৪৩০হি./),
- ইবন আবদুল বার (৩৬৮-৪৬৩হি./৯৭৮-১০৭১খৃ.),
- আবদুল গনি আল মাকদিসী (মৃ. ৬০০হি./১২০৪খৃ.)।

যে যুগে ফিক্হ হানাফীর মাধ্যমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য শাসিত হয়েছে সে যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ

- মূসা আল খাওয়ারিযমী (১৬৪-২৩৬ হি./৭৮০-৮৫০খৃ.)
- আল কিন্দী (১৮৫-২৫৯হি./৮০১-৮৭৩খৃ.)
- আল ফারাবী (২৫৮-৩৪৯হি./৮৭২-৯৫০খৃ.)
- আবুল কাশেম (৩২৪-৪০৪ হি./৯৩৬-১০১৩খৃ.)
- আল বিরুনী (যিলহজ্ব ১৪, ৩৬২-রবিউল আউয়াল ১৩, ৪৩০হি./ সেপ্টেম্বর ১৫, ৯৭৩-ডিসেম্বর ১৩, ১০৩৮খৃ.)
- ইবন সিনা (৩৭০-৪২৮ হি./৯৮০-১০৩৭খৃ.)
- ইবন রুশ্‌দ (৫২০-সফর ৮, ৫৯৫হি./১১২৬-ডিসেম্বর ১০, ১১৯৮খৃ.)
- ইবন আল হাইসাম (৩৫৪-৪৩০হি./৯৬৫-১০৩৯খৃ.)
- ইবন নাফিস (৬১০-৭৯০হি./১২১৩-১৩৮৮খৃ.)

ইতিহাসে যে যুগকে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সে যুগটি শাসিত হয়েছে কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিক্হ হানাফীর মাধ্যমে। কাজেই সে শাসন ফিরিয়ে আনা গেলে আবার স্বর্ণযুগ ফিরে আসাটা খুবই স্বাভাবিক।

৪. <u>ইসলামী বৈবাহিক আইনবিজ্ঞান</u>

(Islamic marital jurisprudence.)

এখানে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বিবাহের সকল বিষয়ের বিভিন্ন সূক্ষ্মনীতিমালা, কাকে বিবাহ করা যাবে, বিবাহর দেন মহর, স্বামী-স্ত্রী, শশুর-শাশুরী, অন্যান্য সকলের কর্তব্য, সন্তান লালন পালন, বিবাহ বিচ্ছেদ ইতাদি বিষয় সন্নিবেশিত করেছেন।

৫. <u>ইসলামী অপরাধ ও অপরাধী সংক্রান্ত আইনবিজ্ঞান (ফিক্হ আল 'ওকুবাত)</u>

(Islamic criminal jurisprudence.)

এখানে অপরাধ ও অপরাধীর বিস্তারিত আইন (অসদাচরন থেকে হত্যা পর্যন্ত সকল

---

১. Toomer, Gerald (1970–1990). "Al-Khwārizmī, Abu Jafar Muḥammad ibn Mūsā". **Dictionary of Scientific Biography 7**. Ed. Charles Coulston Gillispie. (**New York:** Charles Scribner's Sons. ISBN 0-684-16962-2.) P. 358–365; Cas Lek Cesk (1980). **"The father of medicine, Avicenna, in our science and culture: Abu Ali ibn Sina (980-1037)"**, Becka J. **119** (1), P. 17-23; Henry Corbin, **History of Islamic Philosophy** (**London:** Kegan Paul 1993; original French 1964); Von Dehsen, Christian D.; Scott L. Harris. **Philosophers and Religious Leaders**. Greenwood Press, P.19.ISBN 1-5735-6152-5 ; http://en.wikipedia.org/wiki/Avicenna George N. Atiyeh, **Al-Kindi: Philosopher of the Arabs,** (**Rawalpinidi:** Islamic Research Insitiure, 1966), p. 85

২. Javed Ahmed Ghamidi, **Mizan, Chapter:The Social Law of Islam,** Al-Mawrid http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_marital_jurisprudence.

৩. Guy Bechor, **Between Vision and Reality: Law in the Arab World,** P. 105-110

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ের) সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এবং প্রতিটি অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে সূক্ষ্মদৃষ্টিভঙ্গি দেয়া হয়েছে।

৬. ইসলামী আদব আইনবিজ্ঞান (ফিকহ আল আদাব)

(Islamic etiquettical jurisprudence.)

এখানে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আচার ব্যবহার, ভদ্রতা প্রদর্শন, যোগ্যতানুযায়ী সম্মান করা (manners, courtesy, respect) ছোটদের স্নেহ ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিধান সন্নিবেশিত করেছেন।

৭. ইসলামী ইবাদত বিষয়ক আইনবিজ্ঞান

(Islamic theological jurisprudence.)

এখানে ইবাদতের বিভিন্ন বিষয়, নামায, রোজা, হাজ্ব ইত্যাদি বিষয়ের নিয়ম কানুন ও আইন সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৮. ইসলামী পবিত্রতা আইনবিজ্ঞান (ফিকহ আল তাহারাত)

(Islamic hygienical jurisprudence.)

এখানে পাক পবিত্রতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা (cleanliness) অযু গোসল, হালাল হারাম, ইস্তেঞ্জা, ব্যক্তিত্ব্য বিকাশ (Personal grooming), চুল দাড়ির গোফের সুন্দর্য, সুগন্ধি ব্যবহার, ইত্যাদি সকল বিষয়ের নিয়ম অবিস্কার করা হয়েছে।

৯. ইসলামী সামরিক আইনবিজ্ঞান

(Islamic military jurisprudence.)

এখানে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) দেশকে রক্ষায় সামরিকবাহিনীর আইন সন্নিবেশিত করেছেন। যুদ্ধের আইন (laws of war), যুদ্ধে বিজয় লাভ করলে পরাজিত বাহিনীর সৈন্যদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে, যুদ্ধবন্দীরে সাথে ব্যবহার, পুরুষ ও নারী সৈন্যদের বিস্তারিত আইন, যুদ্ধ থেকে পলায়ন করলে ও যুদ্ধের ময়দানে মুনাফিকি করলে কি শাস্তি ইত্যাদি সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের আইন প্রনয়ণ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আইনবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই আজকের আধুনিক বিশ্বে আইন আবিস্কৃত হয়েছে। তিনি যদি আইনের বিভিন্ন বিভাগ আবিস্কার না করতেন তাহলে অনেক অমুসলিম গবেষকের পক্ষে কখনই আইনের অতি সূক্ষ্ম দিক আবিস্কার করা সম্ভব হতো না। কারন মুসলমান ও বিধর্মীদের মস্তিস্কের ক্ষমতার বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যদিও বর্তমানকালে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার অভাবে মুসলমানগণ বিজ্ঞানে পিছিয়ে রয়েছে, কিন্তু সুযোগ পেলেই তাঁরা আবার তাঁদের পূর্বপূরুষের ন্যায় নতুন বিজ্ঞানের জনক হওয়া বিজ্ঞানের মতে খুবই স্বাভাবিক।

---

১. http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_hygienical_jurisprudence
Aboul-Enein, H. Yousuf and Zuhur, Sherifa, **"Islamic Rulings on Warfare",** Strategic Studies Institute, **US Army War College**, (Diane Publishing Co., Darby PA, ISBN 1428910395)
Patricia Crone, **Encyclopedia of the Qur'an,** War article, P.456
Patricia Crone. **God's Rule: Government and Islam.** (**New York:** Columbia University Press, 2004) P. 371-72; http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_military_jurisprudence

Dhaka University Institutional Repository

১০. হাদীস সংগ্রহের মাধ্যমে ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ফিকহ্‌শাস্ত্রের (Science of Jurisprudence) বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্য একটি কমিটি গঠন করেন এবং 'মুসনাদ উল আবূ হানীফা' নামক একখানি হাদীসগ্রন্থ সঙ্কলন করেন।[১] তাঁর এই হাদীস সংগ্রহের ধারাবাহিকতায়ই তাঁর ছাত্রদের ছাত্র কর্তৃক বুখারী শরীফ, মুসলিম, তিরমিযী শরীফ রচিত হয়। কাজেই হাদীস সংগ্রহে ইমাম আ'যমের আবদান অতুলনীয়।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা লেখক আল্লামা ইব্‌ন হাজার মক্কী হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী (শাবান ১২, ৭৭৩-যিলক্বদ ২৬, ৮৫১/ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৩৭২-ফেব্রুয়ারী ২, ১৪৪৮খৃ.) প্রদত্ত ফতোয়ার ভিত্তিতে লিখেছেন,[২]

"انه ادرك جما عة من الصحا بة كا نوا با لكو فة بعد مو لده بها سنة ثما نين فهو من طبقة التا بعين ولم يثبت ذلك لأحد من ائمة لامصار المعا صر ين له كا لاوز عى با لشام والحمادين بلبصرة والثورى بالكوفة وما لك بالمدينة المشر فة والليث بن سعد بمصر ـ"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সাহাবাদের এক জামাআতকে দেখতে পেয়েছেন, যাঁরা কূফা নগরে থাকতেন, যখন তিনি ৮০ হি. সনে তথায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর সহযোগী সিরিয়ার আওযাঈ, বসরার হাম্মাদ ইবন সালমা ও হাম্মদ ইবন প্রমুখ ইমাম এই মর্যাদা লাভ করেননি। (তাঁদের কেহই তাবি'ঈ নন)।"

ইব্‌ন হাজার মক্কী মিশকাতের ব্যাখ্যায় আরো লিখেছেন,[৩]

"ادرك الامام الا عظم ثما مية من الصحا بة منهم امس وعبد الله بن ابى اوفى وسهل بن سعد وابو الطفيل ـ"

"ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) আটজন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন। তন্মধ্যে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ আওফা, সহল ইব্‌ন সায়াদ এবং আবূ তোফাইল (রা.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

আল্লামা আলাউদ্দীন 'দূররুল মুখতার' গ্রন্থেও ভূমিকায় লিখেছেন,[৪]

"وادرك بلسن نحو عشر ين صحا بيا ـ"

"বয়সের হিসাবে তিনি প্রায় বিশজন সাহাবীকে পেয়েছেন।"

---

১. অধ্যক্ষ মো: আলতাফ হোসেন, **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন সহায়িকা**, (ঢাকা: সিটি ল' বুকস, ২০০৫), পৃ.২০।

২. اخير ات الحسان , فصل سادس ازلبن حجرمكى ; মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), **হাদীস সংকলনের ইতিহাস**, (ঢাকা:খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭০ইং), পৃ.২৬৩।

৩. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, (**হায়দারাবাদ** : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.) ; পৃ. ২৪, الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ، ابن حجر الهيثمى الشافعى رحمه الله تعالى , পৃ. ২২ ; الحطة فى ذكر صحاح الستة , পৃ. ৩৫।

৪. مقد مه در المختار على حشيع رد المحتار, (**কায়রো**: মিসর), ১ খ., পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

'মুনিয়াতুল মুফতী' গ্রন্থেও উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরো লিখেছেন,[১]

"وعلى كل فهو من النا بعين وممن جزم بذاك الحا فظ الذ هبى والحا فظ العسقلا نى "

"ইমাম আবূ হানীফা সাতজন সাহাবীর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন এটা প্রামাণিক সত্য"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কোন সাহাবী থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করেছেন সে সর্ম্পকে প্রথম অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আল্লামা ইব্ন আবেদীন লিখেছেন,[২]

"সবদিকেরই বিচারে ইমাম আবূ হানীফা তাবি'ঈ ছিলেন। মুহাদ্দিস যাহ্বী ও মুহাদ্দিস আসকালানী এটি দৃঢ়তা সহকারেই ঘোষণা করেছিলেন।"

অবশ্য একালের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা শাহ্ আনওয়ার কাশ্মীরী (রাহ.) ভিন্নমত পোষন করেন। তিনি বলেছেন,[৩]

"انه تا بعى رو ية وتبع التا بعين رواية -"

"তিনি সাক্ষাত লাভের দিক দিয়ে তাবি'ঈ ছিলেন এবং তাবে-তাবি'ঈন ছিলেন হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে।"

ইমাম আবূ হানীফা যখন হাদীস শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হন, তখন সমগ্র মুসলিম জাহান হাদীস চর্চায় মুখরিত ছিল। প্রত্যেক শহর ও জনপদে হাদীস বর্ণনার বড় বড় দরবার কায়েম হয়েছিল। প্রায় দশ হাজার সাহাবী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের নিকট হতে হাদীস শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। যেসব শহরে সাহাবী কিংবা তাবি'ঈ অবস্থান করতেন, তাকে 'দারুল-উলুম (বিদ্যালয়) বলে অভিহিত করা হতো।[৪]

এ সময় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রথমে কূফা নগরে বড় তাবি'ঈ হাদীসবিদদেও নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) লিখেছেন: 'ইমাম আবূ হানীফা কূফা নগরের ৯৩ জন মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শিখেছেন।' আর ইমাম যুহ্রীর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, কূফা নগরে ইমাম আবূ হানীফার হাদীসের ওস্তাদ ছিলেন ২৯ জন। তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন বড় বড় তাবি'ঈ। তাঁদের মধ্যে ইমাম শা'বী, সাল্মা ইব্ন কুহাইল, মুহারিব ইব্ন দিসার, আবূ ইসহাক সাবয়ী, আওন ইব্ন আবদুল্লাহ্, সামাক ইব্ন হারব, আমর ইব্ন মুবরা, মনসুর ইব্ন মা'মর, আ'মশ ইবরাহীম ইব্ন হারব মুহাম্মদ, আদী ইব্ন মারসাদ প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের নিকট হতে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বিপুল সংখ্যক হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন।[৫]

---

১. مقد مه در المختار على حشيع رد المحتار, (কায়রো: মিসর) ১ খ., পৃ.৫৯

২. مقد مه در المختار على حشيع رد المحتار, ১ খ., পৃ. ৫৯।

৩. فيض البارى شرح البخارى خ, ১ খ., পৃ. ২০২।

৪. سيرة النعمان, পৃ. ২১; حاشيه تعليق الصبيح على المشكواة المصا بيح , شبلى, খ ২., পৃ. ৩।

৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), হাদীস সংকলনের ইতিহাস, (খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭০ইং),পৃ.২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

অত:পর তিনি আরো হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বসরা গমন করেন। এই সময় ইমাম হাসান বসরী, শু'বা, কাতাদাহ্ প্রমুখ বড় বড় তাবি'ঈ মুহাদ্দিসের প্রচারিত হাদীসে জ্ঞানে বসরা নগরী কানায় কানায় ভরপুর ছিল। এরপর তিনি মক্কা ও মদীনা গমন করেন। এখানে তখন হাদীসের শিক্ষা ব্যাপকভাবে চলছিল। সাহাবীদের সংস্পর্শে ও লক্ষ্য- যত্নে লালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন বড় বড় তাবি'ঈ স্বতন্ত্রভাবে বহু সংখ্যক হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। আতা ইব্ন আবূ রিবাহ (রাহ.) ও ইকরামা (রাহ.) প্রমুখ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনীষী।[১]
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস যাহ্বী (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.) লিখেছেন,[২]

"وسمع الحديث من عطا بن ابى رباح بمكة-"

"ইমাম আবী হানীফা মক্কা শরীফে আতা ইববে আবূ রিবাহ'র নিকট হতে হাদীস শ্রবণ ও শিক্ষা করেন।"

মদীনায় আওলাদে রাসূল ইমাম বাকির (রাহ.) (রজব ১, ৫৭-যিলহজ্জ ৭, ১১৪ হি./ মে ১০, ৬৭৭- জানুয়ারী ২৮, ৭৩৩খৃ.) তখন অবস্থান করছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর দরবারেও হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যেই উপস্থিত হয়েছিলেন।

মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তদানীন্তন বিশাল মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত হাদীস- কেন্দ্রসমূহের সর্বমোট প্রায় চার সহস্র মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন, আবূ হাফ্স কবীর এই কথা দাবি করেছেন। 'ইল্ম হাদীসের কষ্টিপাথরে তাঁর এই দাবি উত্তীর্ণ ও সম্পূর্ণ নির্ভুল প্রমাণিত না হলেও একথা জোর করেই বলা যায় যে, তাঁর হাদীস শিক্ষার ওস্তাদের সংখ্যা ছিল বিপুল। 'তায্কিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে ইমাম যাহ্বী ইমাম আবূ হানীফার ওস্তাদেরনাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন,[৩]

وخلق كثير -

"এ ছাড়া আরো বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দীসই তাঁর ওস্তাদ ছিলেন।"

হাফেজ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ সালেহী শাফি'ঈ বলেন,[৪]

"كان ابو حنيفة من كبار حفا ظ الحديث واعيا نهم ولو لاكثرة اعتنا ئه با لحديث ما تهيا له استنباط مسائل الفقه -"

"ইমাম আবূ হানীফা হাদীসের বড় বড় হাফিয ও গুরুদের মধ্যে গণ্য। তিনি যদি হাদীসের প্রতি খুব বেশী মনোযোগী না হতেন ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন না হতেন, তা হলে ফিক্হ মাস্আলা মাসাঈল বাহির করা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না। "

---

১. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), **হাদীস সংকলনের ইতিহাস,** (খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭০ইং),পৃ.২৬৫।
২. مناقب ابى حنيفة, পৃ. ১১।
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), **হাদীস সংকলনের ইতিহাস,** পৃ.২৬৫।
৪. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ২৮৪ ; طبقات الحفا ظ , পৃ. ২৮৪ ; الحد يث والمحد ثون, পৃ. ২৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খুল ইস্‌লাম ইয়াজীদ ইব্‌ন হারুন বলেন,[১]

"كان ابو حنفة تقيا زاهدا عابداعا لما صدوق اللسان احفظ اهل زمانه ـ"

"ইমাম আবূ হানীফা অত্যন্ত মুত্তাকী, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন গুণসম্পন্ন সাধক, আলিম, সত্যবাদী ও সমসাময়িককালের সকলের অপেক্ষা হাদীসের বড় হাফিয ছিলেন।"[১]

ইয়হ্‌ইয়া ইব্‌ন সায়ীদুল কাতান বলেছেন,[২]

"انع والله الا غلم هذه الا مة بما جاء عن الله وعن رسله ـ"

"আল্লহ্‌র শপথ, আবূ হানীফা বর্তমান মুসলিম উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের হাদীস ও সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী বিজ্ঞ ও জ্ঞানী।"

মুহাদ্দিস ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুয়ানকে যখনই ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, তখনই তিনি বলিতেন,[৩]

"ثقة ما مون ماسمعت احدا ضعفه ـ"

"তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত। হাদীসের ব্যাপারে কেহ তাঁকে 'দুর্বল' বা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন বলে আমি শুনি নি।"

তিনি আরো বলতেন,[৪]

"كان ابو حنيفة ثقة من اهل الد ين والصدن ولم يتهم با لكذ ب وكان مامونا على دين الله تعا لى صدوقا فى الحديث ـ"

"আবূ হানীফা দ্বীনদার, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। কেহ তাঁকে মিথ্যা বর্ণনা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন নি। তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনার পূর্ণ সত্যবাদী ছিলেন।"

বলখের ইমাম ইব্‌ন আইয়ুব বলেছেন,[৫]

"صار العلم من الله تعالى الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صار الى اصحا ب ثم صار الى التا بعين ثم صار الى ابى حنيفة ـ"

"প্রকৃত ইল্‌ম আল্লাহর নিকট হতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট পৌঁছেছে। তাঁর পর তাঁর সাহাবাগণ তা লাভ করেছেন। সাহাবাদের নিকট হতে হয়েছে ইমাম আবূ হানীফাতে।"

হাফেয আবূ নয়ীম ইসফাহানী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন নসর ইব্‌ন হাজেব-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,[৬]

"دخات على ابى حنيفة فى بيت مملو كتبا فقلت ما هذه قال هذه احاديث كلها وما حدثت به الا اليسير الذى منتفع به ـ"

---

১. مناقب ابو حنيفة لمحمد ضميرى এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি করাচী 'মজলিসে 'ইল্‌মী লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

২. مقدمة كتاب التعليم امسعود بن شيبه سنديدىحواله تار يخ امام طحابى

৩. عمدة القار ى, ২ খ., পৃ. ১২।

৪. عمدة القار ى, ২ খ., পৃ. ১২।

৫. تار يخ بغداد االخطيب بغدادى تر جمع امام ابو حنيفة, (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১)।

৬. عقود الجو اهر السميه طبع مصر, ১ খ., পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি আবূ হানীফার নিকট একটি ঘরে উপস্থিত হলাম, যা কিতাবে ভর্তি হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম: এই কিতাবগুলি কিসের? বললেন: এই সবই হাদীসের কিতাব। এর সামান্য অংশই আমি বর্ণনা করেছি মাত্র, যা হতে লোকেরা যথেষ্ঠ উপকৃত হচ্ছে।"

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুয়ীনের অর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,[১]

"كان ابو حنيفة ثقةلا يحد ث يا لحديث الا بما يحفظه و لا يحد ث يما لا يحفظ ـ"

"আবূ হানীফা (রাহ.) খুবই নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিজের মখস্থ ও সুরক্ষিত হাদীসই বর্ণনা করতেন।"

হাদীসের বিরাট সম্পদ বক্ষে ধারণ করার পর তার শাব্দিক বর্ণনা তিনি কম করেছেন, কেবল হাদীস শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মজলিস অনুষ্ঠান তিনি বড় একটি করেন নি, বরং তিনি হাদীসের নিগূঢ় অর্থ উদ্‌ঘাটন ও তা হতে মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাঈল বের করার কাজেই সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তা বলে তিনি হাদীস সন্ধান ও সংগ্রহের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন তা নয়। বরং নিত্য নূতন হাদীসের সন্ধান লাভ করে অধিকতর সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি সবসময়ই চেষ্টিত ও যত্মবান হয়েছিলেন।[২]

ইমাম নযর ইব্‌ন মুহাম্মদ মারওয়াজী ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) একজন বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত ছাত্র। তিনি বলেছেন,[৩]

"لم ار رجلا الزم للا ثر من ابى حنيفة فد م علينا يحى بن سعيد الا مصارى و هشام
ابن عروة وسعيد بن ابى عروبة فقال لنا ابو حنيفة انظروا اتجدون عند هند هؤالاء
سيا ء سمعه ـ"

"আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে অধিক কাউকেও হাদীস সন্ধানে উৎসাহী ও মনোযোগী দেখতে পাই নি। একবার ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সায়ীদুল আন্‌সারী, হিশাম ইব্‌ন উর্‌ওয়া ও সায়ীদ উবনে আবূ আরুবা আগমন করলেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা আমাদিগকে বললেন: যেয়ে দেখ, এই লোকদের নিকট হাদীসের এমন কোন সম্পদ আছে কিনা, যা আমি তাঁদের নিকট হতে শুনে নিতে পারি।"

ইমাম আ'যমের অপর এক ছাত্র হচ্ছেন মুহাদ্দিস আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ রাজমা। তিনিও প্রায় এইরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

"قوم الكو فة محدث فقال ابو حميفة لاصحا به انظروا هل عنده شيى من الحديث
ليس عندنا قل وقدم علينا محدث اخر فقال لا صحا به مثل ذلك ـ"

---

১. تار يخ بغداد, تهذيب ازحا فظ ابن لحجو عسقلا نى طبقات الحفاظ للسيو طى ;ترجمه ابو حنيفة মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), **হাদীস সংকলনের ইতিহাস**, পৃ.২৬৮।

২. الجواهر المضية فى طبقات الحميفة نذكرة مظر بن محمد ; মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), **হাদীস সংকলনের ইতিহাস**, পৃ.২৬৮।

৩. الحديث والمحدثون, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

"একজন মুহাদ্দিস কূফায় আগম করলে ইমাম আবূ হানীফা তাঁর ছাত্র-সঙ্গীদের বললেন: তোমরা তাঁর নিকট যেয়ে দেখ, আমাদের নিকট নেই এমন কোন হাদীস তাঁর নিকট আছে নাকি? " আবদুল আযীয বলেন, আরো একবার একজন মুহাদ্দিস আসলে ইমাম আবূ হানীফা তাঁর ছাত্রদিগকে এরূপ বলে পঠিয়ে দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে ইমাম আবূ হানীফার হাদীস সন্ধানপ্রিয়তা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তিনি কোন সাধারন 'আলিম নন তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের ইমাম তাই ফিক্‌হ প্রতিষ্ঠার জন্য হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অন্য সকল আলিমদের থেকে অধিক অনুভব করতেন। এবং ফিক্‌হশাস্ত্রে হাদীস সংগ্রহের অবদানে তাঁর নাম উজ্জল হয়ে রয়েছে। তিনিই প্রথম হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দিক বিবেচনা করেছেন। তাঁর শর্তগুলো নিম্নে দেয়া হল।

হাদীস গ্রহণে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শর্ত

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীস গ্রহনে যেসব শর্ত আরোপ করেছেন তার অধিকাংশই সাধারণ মুহাদ্দিস কর্তৃক আরোপিত শর্ত। কিন্তু কতগুলি শর্ত তিনি নিজে বিশেষভাবে ও বিশেষ বিশেষ কারণে অতিরিক্ত অরোপ করেছেন। এখানে তন্মধ্যে কয়েকটি শর্তে উল্লেখ করা হচ্ছে:

১. কোন হাদীসে বর্ণনা করার পর বর্ণনাকরী যদি তা ভুলে যায়, তবে সাধরণ মুহাদ্দিসদের নিকট তা গ্রহণীয় হলেও ইমাম আবূ হানীফা এবং তার ছাত্রগন তা গ্রহন করতে রাযী নন।

২. কেবল সেই হাদীসই গ্রনহযোগ্য, যা বর্ণনাকারী স্বীয় স্মরণ ও স্মৃতিশক্তি অনুসারে বর্ণনা করবেন।

৩. যেসব প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের মজলিসে বিপুল সংখ্যক শ্রবণকারীর সমাবেশ হওয়ার কারণে উচ্চ শব্দকারী লোক নিয়োগ করা হয় এবং তাদের নিকট শ্রুত হাদীসকে আসল মুহাদ্দীসের নিকট শ্রুত হাদীস বলে বর্ণনা করা হয়, ইমাম আবূ হানীফার নিকট সেই হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। হাফিয আবূ নায়ীম, ফয়ল ইব্‌ন অকীন, ইব্‌ন কুদামাহ প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসও এই মত পোষণ করেন। হাফিয ইব্‌ন হাজার মৃককীর মতে এটি বিবেকসম্মত কথা হলেও সাধারণ মুহাদ্দিসের মতই সহজসাধ্য।

৪. যে বর্ণনাকারী নিজের খাতায় লিখিত পেয়ে কোন হাদীস বর্ণনা করেন, কিন্তু তা তার কোন ওস্তাদ মুহাদ্দিসের নিকট হতে শুনেছেন বলে স্মরণে পড়ে না, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এই ধরনের হাদীস সমর্থন করেন না। অপরাপর মুহাদ্দিসের মতে এতে কোন দোষ নেই।

---

১. مقدمة ابن صلاح , পৃ. ৫৫।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
৩. فتح المغيث, পৃ. ১১৮।
৪. مقدمةابن صلاح, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

কূফাবাসী মুহাদ্দিসগণ হাদীসের মূল বক্তব্যকে নিজ ভাষায় বর্ণনা (روايت با لعنى) করা জায়েয মনে করতেন। আর এটি ছিল তখন সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি। হাদীসের মূল শব্দ বর্ণনাকারীদের সংখ্যা বেশী ছিল না। ফলে হাদীসের বর্ণনায় পার্থক্য ও রদ্-বদল হয়ে যাওয়ার আশংকা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ফলে হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে কঠোর কড়াকড়ি নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হন। এতসব সতর্কতার পর তিনি যে হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন, তা অকাট্যভাবে প্রমানিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাহ্‌মদ আল খাওয়ারিজমী ইমাম আবূ হানীফার পনেরখানা মুসনাদ (সংকলিত হাদীস গ্রন্থ) সংগ্রহ করেছিলেন।[১]

১১. ক্বিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন ক্বিয়াস পদ্ধতির মহান অনুসারী। অবরোহণমূলক পদ্ধতিতে কোন প্রতিষ্ঠিত সূত্র থেকে যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই ক্বিয়াস বলে। এই ক্বিয়াসই হানাফী ফিক্হ-র অধিকতর ব্যবহৃত হয়েছে।[২] তিনি ক্বিয়াস না করলে অনেক মাসআলার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হয়ত উদ্ভাবন হত না।

তিনি হাদীস পরিত্যাগ করে কেবল ক্বিয়াস ও বুদ্ধি প্রয়োগের সাহায্যেই মাসআলার রায় দিতেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মাসআলার রায় দেওয়ার ব্যাপাওে তাঁর নীতি কি ছিল, তা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি হতেই সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমানিত হয়। তিনি নিজেই নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন,[৩]

"انى اخذ بكتاب الله اذا وجد ته فما لم اجده فيه اخذت بسنة رسوّل الله صلى الله عليه وسلم ولا ثار الصحاح عنه التى فست فى ايدى الثقا ت فاذا لم اجد فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت بقول اصحا به من سنت وادع قول من سنت -"

"আমি প্রথমে আল্লাহ্ও কিতাবকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি, যখন তাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফয়সালা পাই, তখন সেই অনুযায়ীই রায় দেই। তাতে যদি না পাই, তবে অত:পর রাসূলের সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ কার্যবিবরণী- যা নির্ভরযোগ্য লোকদের মারফতে প্রচারিত হয়েছে তা গ্রহণ করি। কিন্তু আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতেও যদি তা না পাই, তবে তখন আমার নীতি এই হয় যে, সাহাবীদের মধ্য হতে কারো কথা গ্রহণ করি, আর কারো কথা ছেড়ে দেই।"

ক্বিয়াস ও সাধারণ বুদ্ধিও বিপরীত হলেও তিনি যে হাদীসকেই গ্রহণ করতেন

---

১. الخطيب بغدادى تر جمع امام ابو حنيفة, تار يخ بغداد, (মিসর : মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ,), ১৩খ., পৃ.,৩২৩।

২. অধ্যক্ষ মো : আলতাফ হোসেন, **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন সহায়িকা,** (ঢাকা : সিটি ল' বুকস, ২০০৫), পৃ.২০।

৩. الحديث والمحدثون, পৃ ২৮৫ ; تاريخ التشر يع للخضرى , পৃ. ৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রমাণিত হাদীস অনুযায়ী আমল করতেন তার প্রমাণ এই যে, কুরয়া দ্বারা কর্তব্য নিধার্রণ করাকে তিনি জায়েয মনে করতেন, যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে তা জুয়ার সমান।

তিনি বলেছেন,[১]

"هى فى القياس لا تستقيم ولكنا نترك القيا س عى ذلك للا ثار ةواسنة – منا قب الا ما م الا عظم- صدر الائمة مكى"

"ক্বিয়াস অনুযায়ী কুরয়া বা লটারী জায়েয হওয়া উচিত নয়, কিন্তু তার জায়েয হওয়া সম্পর্কে যে হাদীস ও সুন্নাত প্রমানিত হয়েছে, ক্বিয়াস ত্যাগ করে আমি তাই মেনে নিচ্ছি।"

তিনি হাদীস গ্রহণে যে কঠোর শর্ত ও কড়াকড়ি আরোপ করেছেন সেটি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বস্তুতই অপরিহার্য ছিল। কেননা ইমাম আবূ হানীফার যুগে বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত আকীদা ও এক শ্রেনীর মানুষের মনগড়াভাবে রচিত মিথ্যা হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এই সময়ে তিনি যদি বিশেষ সতকর্বতা অবলম্বন না করতেন, যদি হাদীস নামে কথিত ভুল শুদ্ধ নির্বিচারে সব কথাই মেনে নিতেন, তাহলে আল্লাহর দ্বীন নির্ভুলভাবে রক্ষিত হতে পারত না। প্রকৃতপক্ষে তা তাঁর অপরিসীম তাকওয়া ও দ্বীনের প্রতি ঐকান্তিক অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভলোবাসারই ফল, এতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।[২]

১২. ইসতিহ্সান এর প্রবর্তনের মাধ্যমে ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

সর্বোপরি, আইনের বিচারানীতি হিসেবে তিনি 'ইসতিহসান' এর প্রবর্তন করেন। এর আক্ষরিক অর্থ 'অগ্রাধিকার প্রদান'। এটি বহুলাংশে ইংরেজী ইকুইটি (Equity) আইনের অনুরূপ।[৩] যে সকল ক্ষেত্রে 'ক্বিয়াস' প্রয়োগ করে সুফল লাভ করা কঠিন হয়ে পড়ত, সে সকল ক্ষেত্রে ইসতিহসান প্রয়োগ করতেন।

আইনের ক্ষেত্রে 'ইসতিহ্সান' এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের প্রয়োজনের পরিধি এত বিশাল এবং তার স্বরূপ এত জটিল যে, কেবলমাত্র বিধিবদ্ধ কতকগুলো আইন দ্বারাই মানুষের সামগ্রিক ও সর্বপ্রকারের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না। 'ক্বিয়াস' অনেকটা প্রশস্ততা বিধানকারী হওয়া সত্ত্বেও তা মানুষের সমস্যা সমাধান পর্যায়ে অ-প্রতুল হয়ে পড়ে অনেক সময়। তাই ইসতিহ্সান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। এ কারণে 'ইসতিহ্সান' সম্পর্কে বলা হয়েছে,[৪]

"الاستحسان ترك القياس والاخذ عا هو وفق للناس,"

---

১. عمدة القارى شرع البهار, ১ খ., পৃ. ২৯৬।

২. الحديث والمحدثون , পৃ. ২৮৬।

৩. অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন সহায়িকা,** (ঢাকাঃ সিটি ল' বুকস, ২০০৫), পৃ.২০।

৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, **ইসলামী শরীয়াতের উৎস,** (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং), পৃ. ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

"ক্বিয়াস পরিত্যাগ করে জনগণের কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থা গ্রহণকেই 'ইসতিহ্সান' বলা হয়।"

বলা হয়েছে,[১]

"الاستحسان طلب السهولةفى الاحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام"

"আইন-বিধানের ক্ষেত্রে নির্বিশেষে সব মানুষ যাতে জড়িত, তাতে সহজতা গ্রহণ করাই হল ইসতিহ্সান।"

আর এসবের সার কথা হল, কঠিনতা ও কঠোরতা পরিহার করে সহজ পন্থা গ্রহণই হল ইসলামী শরীয়াতের লক্ষ্য। কেননা আল্লাহ্র ইচ্ছাও এতেই নিহীত।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে,[২]

"يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر"

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কঠোরতা-কঠিনতা গ্রহণ করতে চান না। তিনি তোমাদের জন্যে সহজতা বিধান করতেই ইচ্ছুক।

স্বয়ং নবী করীম (সা.) হযরত আলী ও হযরত মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা.)- কে সম্বোধন করে বলেছিলেন:

"يسروا لا تعسر اقربا ولا تنفرا"

"তুমি লোকদের জন্যে সহজতার ব্যবস্থা করবে, তাদের কঠিন ও দুর্বিসহ অবস্থায় ফেলবে না। লোকদেরকে নিকটে টেনে আনবে। তাদের বীতশ্রদ্ধ ও আস্থাহীন বানাবে না।"

এরূপ সহজতা বিধান প্রত্যেক আইনেরই ধর্ম। গ্রীক আইনে Epic keia ও রোমান আইনে Aequita নামে যে নীতির সন্ধান পাওয়া যায়, তা এ পর্যায়েরই ব্যবস্থা। আধুনিক ইউরোপীয় আইন-দর্শনে Natural justice বলতে যা বুঝানো হয়, মোটামুটিভাবে তা-ও এ জিনিসই।[৩]

ইসতিহ্সান-এর প্রকার- ভেদ:

যে দলীলের ভিত্তিতে 'ইসতিহ্সান' কে শরীয়আতের একটা উৎসরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তা বিভিন্ন। এ কারণে মূল 'ইসতিহ্সান'টিও নিম্নলিখিত রূপে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত:[৪]

১. যে-ইসতিহ্সান কোন অকাট্য-স্পষ্ট দলীলের উপর ভিত্তিশীল। যেমন শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি (عقدالاجارة)। কেননা 'ক্বিয়াস' এটির যথার্থতা স্বীকার করে না, যেহেতু মুনাফা নিত্য-নতুন রূপ ধারণ করে থাকে। কিন্তু ইসতিহ্সান- এর ভিত্তিতে এ কাজটিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তার পিছনে দলীল রয়েছে রাসূলে করীম (সা.)-

---

১. المبسوط , ১ খ., পৃ. ১৪৫।
২. **আল কুরআনুল কারীম,** সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৮২।
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, **ইসলামী শরীয়াতের উৎস,** (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং), পৃ. ১৩২।
৪. **প্রাগুক্ত,** পৃ. ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

এর হাদীস শরীফ,

"اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه"

"চুক্তি সম্পন্ন শ্রমিককে তার চুক্তি-ভিত্তিক মজুরী দিয়ে দাও তার ঘাম শুকানো পূর্বেই।"

২. যে-ইসতিহ্সান কোন উজমান ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। যেমন কোন কাজ করার জন্যে কারো সাথে চুক্তি করা। যদিও মূল চুক্তিটা হচ্ছে যে কাজের উপর সেই কাজটি চুক্তির মূহূর্তে অনুপস্থিত- অস্তিত্বহীন, তা সত্ত্বেও ফিক্হ্বিদগণ এ চুক্তিকে জায়েয বলেছেন।

৩. প্রয়োজনের ভিত্তিতে গৃহীত ইসতিহ্সান। যেমন, যে-সব পাখি পা দিয়ে ছিঁড়ে খায় তার খাদ্যাবশিষ্টকে পবিত্র মনে করা-যদিও সে পাখি নাপাক জিনিস খায়।

৪. প্রচলনের ভিত্তিতে গৃহীত 'ইসতিহ্সান'। যেমন, প্রকৃত জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সেই বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তি করা। এরমক চুক্তি করার সাধারণত: রেওয়াজ বা প্রচলন রয়েছে, যেন পরে কোন ঝগড়ার সৃষ্টি না হয়।

৫. কেবলমাত্র-কল্যাণ-বিবেচনায় গৃহীত 'ইসতিহ্সান'। যেমন কারিগরকে জিনিসপত্রের জন্যে দায়ী করা।

শরীয়াতের সাধারণ মূলনীতি হল:

"ان الامين لايضمن"

"আমানতদারকে আমানতী জিনিসের ব্যাপারে দায়ী করা যায় না"

'কারিগর' ও আমানতদারই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে সমর্পিত জিনিস-পত্রের জন্যে-যদি তা খোয়া যায়-দায়ী করা যাবে এ ইসতিহ্সান-এর ভিত্তিতে। কেননা কারিগররা প্রায়ই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এ কারণেই এ মত গ্রহণ করা হয়েছে।[১]

১৩. ইজমার ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইজমা শব্দের আভিধানিক অর্থ ইত্তিফাক বা ঐক্যমত। 'إجمع' শব্দটি অভিধানে দৃঢ় ইচ্ছা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইজমা অর্থ অধিকতর ব্যাপক করতে তৎপর হন। ইজমাকে শুধুমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এঁর আসহাবগনের ঐক্যবদ্ধ মতের মধ্যে সীমিত রেখে প্রতি যুগের আইনবিজ্ঞানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ মতকেও তিনি 'ইজমা' হিসেবে গ্রহণ করেন। ইজমার এ বিশেষ নিয়মের ফলে অতি সূক্ষ্মভাবে তিনি মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন। ইজমা বা ঐক্যমত সম্পর্কে হুজুর (সা.) বলেন,[২]

"قال الرسول صل الله عليه وسلم لاتجتمع امتى على خطاء"

"আমার উম্মতগণ ভূলভ্রান্তিতে একত্রিত হবে না।"

---

১. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, **ইসলামী শরীয়াতের উৎস**, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং), পৃ. ১৩৩।

২. তাবারানী, আল-কাবীর, ইব্ন 'ওমরের সনদে বর্ণনা করেছেন, **ইরশাদুল ফাহুল**, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. জীবন হতে যুক্তি ও তথ্য গ্রহণ

সর্বোপরি, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আইনের পাঠ উদ্ধার করার সময় আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করে বরং বাস্তব জীবন হতে যুক্তি তথ্য গ্রহণ করে উহার ন্যায্য সমাধান করতে অধিকতর তৎপর ছিলেন। যার ফলে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব হয়েছে। জ্ঞানার্জনের প্রতিটি শাখায়ই থিওরীটিক্যাল জ্ঞান থেকে প্র্যাক্টিক্যাল জ্ঞান প্রাধান্য পায়, তাই ইমাম 'আযম জীবন হতে জ্ঞান নিয়ে জ্ঞানরাজ্যের এক নবদিগন্ত উম্মোচন করেছেন।[১]

১৫. উসূলে ফিক্হ-র প্রবর্তণের মাধ্যমে ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

আল্লাহর ওহীই ফিক্হ ইসলামের মূল উৎস। এই ওহী নিয়ে গবেষণা করে আহকাম বের করার পর ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, হালাল, মাক্রূহ, মুবাহ ইত্যাদি শ্রেনী বিভাগ নির্ণয় করা যায় এরং পরিভাষাসমূহের জন্য একটি মানদন্ড বের করার নির্দিষ্ট নীতিমালার সমষ্টির নামই উসূলে ফিক্হ।[১] ইমাম আবূ হানীফাকে (রাহ.) ইসলামী আইনের উসুলে ফিক্হ-র প্রথম প্রর্বতক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। উসুলে ফিক্হ-র পরিধি বিস্তারে তাঁর আবদানের জন্য গোটা মানবজাতি তাঁর নিকট ঋনী।

ইমাম আ'যম (রাহ.) এঁর উসূলসমূহ

উসূল-১ : খবরে আহাদ যদি সুন্নাতে মশহুরের ফুখালিফ বা বিরোধ না হয়, সুন্নাতে মশহুর ফেয়লী হউক বা কাওলী হউক তা গ্রহন করা। আর একটি উসূল হলঃ খবরে আহাদ খবরের মুখালিফ (বিরোধ না হওয়া । দু' খবরের বিরোধের সময় তারজিহ্ (প্রাধান্য) বিভিন্ন হওয়ার কারণে মুজতাহিদদের বিবেচনা অনুসারে একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য পাবে। যেমনঃ দুইজন রেওয়াতেকারী একজন অন্যজনের চেয়ে বেশী ফিক্হ্ বিশারদকারী বা জ্ঞানী ।

উসূল-২: রেওয়াতেকারী তার খবর ব্যতিরেকে কোন আমল করবেনা । যেমনঃ আবূ হুরায়রা (রা.) এর থেকে হাদীস- যে পাত্রের কুকুর মুখ দিয়েছে সে পাত্র সাতবার ধৌত করা। হযরত আবূ হানীফা (রাহ.) উক্ত কারণে হাদীস দ্বারা আমল ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ কারণ সমূহে অসংখ্য সলফে সালেহীন তার সাথে একমত পোষণ করেছেন । যেমনঃ ইব্ন রজব এর শরহে ইলাল আল-তিরমিজীতে উদাহরণ বিদ্যামান।

উসূল-৩: আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীন/ ধর্মে সতর্কতা মূলক যায়েদ রদ করা (অতিরিক্ত বাদ দেয়া) যেমনঃ ইব্ন রজব উল্লেখ করেছেন- আমাদের কিছু 'ওলামায়ে মোতায়াখ্খীরগণ মুখালিফীণদের (বিরোধকারী) সাথে বিতর্কের পূর্বেই মূলনীতিতে উদাসিন যা রেওয়ায়েতে এসেছে।[২]

---

১. অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন সহায়িকা**, (ঢাকাঃ সিটি ল' বুকস, ২০০৫), পৃ.২১।

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ), পৃ. ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

উসূল-৪: খবরে আহাদ গ্রহন না করা যাতে জনগণ বিপদের সম্মুখিন হয়। ধারাবাহিকতা ও প্রসিদ্ধ না হওয়ার কারণে তা টিকিয়ে রাখার কোন পদ্ধতি নেই। এতে হুদুদ (শাস্তি) এবং কাফ্‌ফারা (জরিমানা) পতিত হয় যা সন্দেহ জনক। [১]

উসূল-৫: খবরের দ্বারা প্রতিবাদকারী সাহাবাদের রায়ে (নির্দেশ) বিভিন্ন মতভেদকারীদের কারো রায় ছেড়ে দেয়া যাবে না । যা তাঁদের কেউ রেওয়ায়েত করেছেন।

উসূল-৬: খবরে আহাদে একজনের খবরে সলফে সালিহীনদের দোষারোপ এগিয়ে আনা যাবে না।

উসূল-৭: মতবিরোধ রেওয়ায়েতের সময় শাস্তি হিসেবে যা পতিত, তা সরল মনে গ্রহন করা ।

উসূল-৮: বর্ণিত বিষয়গুলো বহন করা থেকে সম্পাদন করা পর্যন্ত বর্ণনাকারী নির্ভূলভাবে সংরক্ষণ বা মুখস্থ করার ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

উসূল-৯: বর্ণিত বিষয়গুলো ভূলের কারণে যদি মনে না পরে তাহলে বর্ণনাকারী কোন তাবীল বা ব্যখ্যা করতে পারবে না।[২]

উসূল-১০: সন্দেহজনক হুদুদ (শাস্তি) এর ব্যাপারে যে সমস্ত রেওয়াতে মতবাদ রয়েছে তা নিম্নতর হলেও গ্রহন করা। যেমন: চোরের হাত কাটার রেওয়ায়েত । চুরিকৃত মাল/ সম্পদ যদি দশ দিরহাম পরিমাণ হয়। কিন্তু দিরহামের চতুর্থাংশ যে রোওয়ায়েত তা ব্যতিরেখে যা তিন দিরহাম পরিমান । সুতরাং রেওয়ায়েত নিম্নতর দশ দিরহাম পরিমান। অতএব 'ওলমায়ে মুতাকাদ্দিমিন, 'ওলামায়ে মুতাআখ্‌খিরীনদের এটি মনে করবে না যে, রহিত বা বাতিল রেওয়ায়েত দ্বারা ফয়সালা দিবে।

উসূল-১১: আসারে সাহাবা (সাহাবাদের নিদর্শন) গ্রহন করা, যা খবরের দ্বারা প্রমাণিত।

উসূল-১২: সাহাবা ও তাবি'ঈনদের মাঝে হাদীসে মুতাওয়ারিস তা যে কোন এলাকা/ শহরে অবতীর্ণ হউক আমলের জন্য খবরের (সংবাদ) বিরোধ নয়। আর তা কোন শহরের সাথে নির্ধারিত নয়। যে দিকে লাইস ইব্‌ন সায়াদ ইঙ্গিত/ বা নির্দেশ করেছেন, যা মালেক এর হাওলা দিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। [৩]

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ), পৃ. ১৫৯।

২. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ), পৃ. ১৬০।

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, পৃ. ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

হানাফী ফিকহ-র উসূলবিদ ও তাঁদের গ্রন্থসমূহ

আল্লামা খিযরী বেগ (রাহ.) লিখেছেন যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) সর্বপথম 'উসূলে ফিকহ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু এসব গ্রন্থের কোন সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য ইমাম আযমের পরবর্তীতে হানাফী ফকীহ্ ও উসূলবিদগণ অনেক মূল্যবান উসূলের গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১] নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে হানাফী ফিকহের উসূল গ্রন্থ উসূলবিদগণের পরিচয় দেয়া হল:

ইমাম আবূ বকর আল-জাস্সাস্ (মৃ. ৩৭০ হি./৯১৮ খৃ.)

তিনি কিতাবুল উসূল (كتاب الأصول) নামে একখান মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থখানা হানাফী উসূল গ্রন্থের প্রাচীন গ্রন্থ।

ইমাম আবূ যায়িদ দাবূসী (রাহ.) (মৃ. ৪৩০ হি./১০৩৯খৃ.)

তিনি" كتاب الأسرار ও تقويم الأدلة " রচনা করেন।

ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (রাহ.) (মৃ. ৪৮২ হি./১০৮৯খৃ.)

তিনি" متاب الأصول (যা اصول بزدوى " নামে পরিচিত) রচনা করেন। এটি উসূলের বুনিয়াদী ও দলীল-প্রমাণ ভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ আবদুল আযীয বুখারী (রাহ.)'কাশ্ফুল আস্রার' নামে এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন।

ইমাম আবদুল আযীয বুখারী (রাহ.)

তিনি 'কাশফুল আসরার' (كشف الاسرار) নামে উসূলের একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। মূলত এটি হলো উসূলে বায়দূবী-ও ভাষ্য গ্রন্থ।

আল্লামা সারাখ্সী (মৃ. ৪৯০ হি./১০৯৭খৃ.)

তিনি উসূলে সারাখ্সী اصول سرخسى রচনা করেন। এ গ্রন্থখানি উসূলের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত ও সমাদৃত।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী আল-হানাফী (মৃ. ৬০৬ হি.)

তিনি "المحصول فى اصول الفقه " রচনা করেন।

আল্লামা হাজুদ্দীন আরমূভী (রাহ.)

তিনি 'আল-হাসিল' (الحاصل) গ্রন্থ রচনা করেন এর আর-রাযীর আল-মাহ্সুল المحصول গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করে আত-তাহ্সীল (التحصيل) নামকরণ করেন। তারপর শিহাব উদ্দীন কারওয়ানী (৬৮৪ হি.) উক্ত দু'টি গ্রন্থকে একত্র করে 'আত-তানকীহাত' (التنقيحات) রচনা করেন।[২]

---

১. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৬০ ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৪), পৃ. ১৭৩।

২. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.১৬২ ; ফিকহে **হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** পৃ. ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা সাইফুদ্দীন আমিদী (রাহ.) (মৃ. ৬৩১ হি./১২৩৪ খৃ.)

তিনি রচনা করেন 'কিতাবুল আহ্কাম'" كتاب الأحكام " .

আল্লামা ইব্ন হাজিব (মৃ. ৬৪৬ হি./১২৪৮ খৃ.)

তিনি আল্লামা আমিদীর " كتاب الأحكام " কে সংক্ষিপ্ত কওে 'মুখ্তাসারে কাবীর' এবং আরও সংক্ষিপ্ত করে 'মুখ্তাসারে সাগীর' রচনা করেন।

ইমাম আহমাদ ইবনুস্ সা'আতী (রাহ.) (মৃ.-৬৯৪ হি./১২৯৫ খৃ.)

তিনি উসূলের উপর " القواعد " এবং " البدائع " নামক দু'খান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি " البدائع " গ্রন্থে অমিদীর " الإحكام " ও বায়দূবীর " أصول "কে-একত্র করে দেন। এতে " البدائع" উন্নততর মর্যাদা লাভ করে।

আল্লামা হাফিয উদ্দীন আল-নাসাফী (রাহ.)

তাঁর প্রণীত উসূল গ্রন্থের নাম 'আল মানার' (المنار) আল-মানারের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলো বিশ্বখ্যাত 'নূরুল আনওয়ার' (نور الأنوار) এ উসূল গ্রন্থখানি রচনা করেন আল্লামা মোল্লা জীউন (রাহ.)। এ গ্রন্থটি পাক-ভারত ও বাংলাদেশে বহুল সমাদৃত এবং মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত।

আল্লামা জালাল উদ্দীন খাববাযী (রাহ.)

তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'আল-মুগ্নী' (المغنى) এ গ্রন্থখানির ব্যাখ্যা লিখেছেন, আল্লামা সিরাজুদ্দীন হিন্দয়ালী (রাহ.) (মৃ. ৭৭৩ হি./১৩৭২ খৃ.)

আল্লামা ইব্ন হুমাম (রাহ.) (মৃ. ৮৬১ হি./১৪৫৭ খৃ.)

তাঁর পূর্ণনাম কামাল উদ্দীন ইব্ন হুমাম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব ইব্ন আবদুল হামীদ (রাহ.)। তাঁর উসূল গ্রন্থেও নাম 'আত-তাহ্রীর' (المتحرير)

ইমাম সাদরুশ্ শরী'আহ্ (রাহ.)

তাঁর রচিত উসূলে ফিকহ্ গ্রন্থেও নাম 'আত তাওযীহ্' (النوضيح) আল্লাম তাফতাযানী (রাহ.) 'আত তালবীহ্' (التلويح) নামে এ গ্রন্থখানির ব্যাখ্যা রচনা করেছেন।

কাযী মুহিবুল্লাহ বিহারী (রাহ.)

তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম, 'মুসাল্লামুস সুবূল' (مسلم الثبوت) এ গ্রন্থখানি ইব্ন হুমাম-এর 'আত তাহ্রীর', ইব্ন হাজিব-এর 'আল-মুখ্তাসার' এবং আল্লামা কাযী বায়যাবীর 'আল-মিনহাজ' থেকে সংকলিত। অবশ্য এতে অতিরিক্ত বক্তব্যও রয়েছে। আল্লামা বাহরুল উলূম (রাহ.) (فواتح الرحموت)
নামে গ্রন্থটির ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১]

---

১. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ** , পৃ.১৬৩ ; ফিকহে **হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৪), পৃ. ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা হুস্সাম উদ্দীন (রাহ.)

তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'হুস্সামী' (حسامى) এটি একটি প্রসিদ্ধ উসূল গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মূল নাম 'আল-মুনতাখাব ফী উসূলিল মাযহাব' মতান্তরে 'আল-মুখতাসার ফিল-উসূল'।

আল্লামা নিযাম উদ্দীন শাশী (রাহ.)

তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম اصول الشاشى উসূলে ফিক্হ-র প্রাথমিক স্তরের একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কিতাবখানা এ উপমহাদেশের মাদ্রাসার মাধ্যমিক স্তরের শ্রেণীতে পাঠ্যভুক্ত।

১৬. আইনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা

মুসলিম আইনের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে তিনি যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন তাকে ইলমুল উসূল এবং উসুলের মাধ্যমে মুসলিম হানাফী আইনের যে সকল বিধান বা সূত্র সংহিতাকারে লিপিবদ্ধ করেছন, তাকে 'ইলমুল ফিক্হ' বা 'ইলমুল ফারাক' বলা হয়। তাঁর আবিস্কৃত আইন বিজ্ঞান বা ফিক্হ শাস্ত্রের অনুসরনের ফলে বিভিন্ন আইন বিজ্ঞান পরিপূণতা পেয়েছে এবং আইন একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে রূপ নিয়েছে যা ব্যাক্তগত, পারিবারিক, সামজিক ও রাষ্টীয় পার্যায়ে বিশেষ অবদান রেখেছে।

১৭. হানাফী আইন লিপিবদ্ধকরণ

সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণা করে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর বিশিষ্ট চল্লিশজন শিষ্যদের সহযোগীতায় হানাফী আইন বিজ্ঞান সংহিতাকারে লিপিবদ্ধ করেন। যার মাধ্যমে বিভিন্ন বাদশাহ মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। এবং এ নীতি অনুসরনের ফলে পরবর্তিতে বিভিন্ন আইনবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছে।

১৮. ফিকহ্ (Jurisprudence) বা আইনের রীতিবদ্ধ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তন

সমকালীন আইনবিদগণের মধ্যে তিনি ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যিনি আইনের রীতিবদ্ধ শিক্ষা প্রণালী প্রর্বতন করে পরবর্তী কালের জন্য তা উদাহরন স্বরূপ রেখে গিয়েছিলেন। যা থেকে আজও পৃথিবী উপকৃত হচ্ছে।

১৯. আইনের নীতি নির্ধারণ

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে (Scientific Method) যে কোন প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য বহু সংখ্যক আইনের নীতি নির্ধারণ করে গিয়েছেন। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতিগুলো বিশেষ ভুমিকা রেখেছে।

২০. নতুন তথ্য উদ্ঘাটন

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং আইনের বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশেষণের মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য আবিস্কার করেন।[১]

---

১. অধ্যক্ষ মো: আলতাফ হোসেন, **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন সহায়িকা**, পৃ.২১।

Dhaka University Institutional Repository

২১. আইনতত্ত্বের গবেষণা

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) স্মৃতি শক্তি এতই প্রখর ছিল যে, সকল পঠিত এবং শ্রুত বিষয় স্মৃতির ভান্ডারে সঞ্চার করে নিজ বুদ্ধি সহযোগে উহার মধ্য হতে সূত্র আহরণ করে তিনি আইনতত্ত্বের গবেষণা করতেন। এবং তাঁর এই গবেষণা খ্যাতি ও যশ দুর দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

২২. ব্যাক্তিগত রায়ের সমর্থক

সর্বোপরি, একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহ হাদিসের সাথে সাথে নিজের মুক্ত গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। যেক্ষেত্রে কোরআন হাদীস বা ইজমাতে কোন প্রকার আইনের ব্যাখ্যা পাওয়া যেত না, সে সকল ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর হতেন। এজন্য তাকে ইসলামী আইনের জগতে বা 'ব্যক্তিগত রায়ের সর্মথক বলে অভিহিত করা হয়। তাই তার সমসাময়িক পণ্ডিতগণ মনে করতেন যে, তিনি যুক্তিভিত্তিক নীতির উপর সর্বদাই বেশী জোড় দিতেন, হাদীসের উপর নয়। কিন্তু তারা এটা ভেবে দেখতেন না যে হাদীসকে বুঝতে হলে ঐ যুক্তিভিত্তিক নীতির প্রয়োজনীয়তা অপারিসীম ছিল।

আল্লামা ইব্ন আবদুল বার (র.) 'আল-ইন্তিকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা মুওয়াফ্ফক মাক্কী (রাহ.) 'আল-মানািকিব' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন,[১]

"وكلام أبى حنيفة أخذ بالثقة، وفرار من القبح والنظر فى معاملات الناس، وما استقاموا عليه، وصلح عليه أمورهم، يمضى له، فاذا لم يمض له رجع ما يتعامل المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذى قد أجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس سائغا، ثم يرجع إلى الاستحسان، أيهما كان اوفق رجع رجع اليه، قال سهل : هذا علم أبى حنيفة رحمة الله علم العامة-"

"ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) নির্ভরযোগ্য মতামত গ্রহণ করতেন। দোষমুক্ত মতামত গ্রহণ থেকে দূরে অবস্থান করতেন। গণ-মানুষের আচার-ব্যবহার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। যখন মানুসের অবস্থা তাঁর স্বভাবজাত বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার আওতাধীনে আসত, তখন কোনরূপ বিলম্ব না করে ক্বিয়াসের মাধ্যমে কাজ করতেন। কিন্তু যখন ক্বিয়াসের দ্বারা কোন ক্ষতির আশংকা দেখতেন, তখন গণ-মানুসের বিষয় 'ইসতিহসান' দ্বারা সমাধা করতেন। এতেও যদি গণ-মানুষের বিরূপ মনোভাব দেখতেন, তবে মুসলমানদের সামাজিক রীতিনীতির দিকে ফিরে আসতেন। যে হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করতেন, তিনি সে হাদীসের উপর আমল করতেন। তারপর যতক্ষন পর্যন্ত একে উপযোগী মনে করতেন, স্বীয় ক্বিয়াসের ভিত্তি

---

১. الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء، حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله تعالى: ٤٦٣ هـ, পৃ. ১৪৩ ; আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.), ১ খ, পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে দাঁড় করাতেন তারপর ইসতিহসান-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং ক্বিয়াস ও ইসতিহানের মধ্যে যেটিকে অধিকতর উপযোগী মনে করতেন, তাতে প্রত্যাবর্তন করতেন। সাহল (র.) বলেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর 'ইল্ম ছিল জনসাধারণের বোধগম্য ইলম।"

উক্ত গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে,[১]

"كان أبو حنيفة شديد الفحصى عن الناسخ من الحديث والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبى صلى الله عليه وسلم، عن أصحابه وكان عارفا بحديث أهل الكوفة، شديد الإتباع لما كان عليه ببلده-"

"ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) 'নাসিখ' ও 'মানসুখ' হাদীসের বিষয়ে কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করতেন। যখন কোন মারফু হাদীস অথবা আসারে সাহাবা তাঁর মতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রশাণিত হতো, তবে তার উপর আমল করতেন। তিনি কূফাবাসীদের হাদীসের উপর বিশেষ প্রজ্ঞাবান ছিলেন এবং কঠোরভাবে তা মেনে চলতেন।"

আহলে রায় উপাধি দ্বারা আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর খ্যাতি লাভের কারণ

তিনি যখন ফিক্‌হ সংকলনের দিকে মনযোগ দিলেন, তখন হাজার হাজার এমন সব মাসআলা সামনে আসল, যেগুলির ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস এমনকি সাহাবাদের বক্তব্য পর্যন্ত পাওয়া গেল না। সে জন্য তাঁকে ক্বিয়াস (রায় বা অনুমান) দ্বারা ফয়সালা করতে হয়েছিল। তাঁর পূর্বে যদিও ক্বিয়াসের ব্যবহার ছিল, স্বয়ং সাহাবায়েকিরাম ক্বিয়াস করতেন এবং সে মোতাবেক ফতোয়া দিতেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত সামাজিক জীবন ততটা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না, যার দরুন মানুষের জীবনে অনেক কিছুই ঘটত না এবং ক্বিয়াসের অধিক প্রয়োজন হত না। ফিক্‌হকে একটা স্বতন্ত্র রূপ দিতে গিযে ক্বিয়াসের ও অধিক প্রয়োজন হত না। ফিক্‌হকে একটা স্বতন্ত্ররূপ দিতে দিয়ে ক্বিয়াসের অধিক ব্যবহার এবং তার মূলনীতি এবং ব্যবহার পদ্ধতিও নির্ণয় করতে হয়েছে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে। এ কাজই তাঁকে রায় প্রদানকারী এবং 'ক্বিয়াস প্রয়োগকারী' হিসেবে প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে। তাই ইতিহাসে যেখানে তাঁর নাম লিখা হয়, সেখানে আহলুর রায় ইমাম' বলে লিখা হয়। এরূপ প্রসিদ্ধির আর একটি কারণ আছে। সাধারণ মুহাদ্দিসগণ হাদীস ও বর্ণনা কৌশলের মধ্যে জ্ঞান প্রয়োগ মোটেই করতেন না। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) শুরু করলেন জ্ঞানের ব্যবহার। তিনি জ্ঞান প্রয়োগের মূলনীতি এবং পদ্ধতিও নির্ণয় করেন। এরই ভিত্তিতে তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন। কারণ, ঐগুলি জ্ঞান প্রয়োগের মুলনীতির অনুকূলে হত না। আর এ কারনেই তাঁর উপাধি অধিক খ্যাতি লাভ করেছে। কারণ 'জ্ঞান' (প্রয়োগ) ও লোক এ দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারত না।[২]

---

১. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা**, ১ খ.পৃ.৮৯।
২. মাও.মুহাম্মাদ রাজী নু'মানী অনুদিত, **সীরাতে নু'মান,** মূলঃ আলামা শিবলী নু'মানী , পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ইজতিহাদ, ফিকহ রচনা ও সম্পাদনায় তাঁর অবদান

ইমাম 'আযম (রাহ.) কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ সমূহ ও তাঁর নির্দেশে বা তাঁর প্রতি আরোপিত ও শিষ্য কর্তৃক রচিত গ্রন্থ সমূহ মানবজাতির জন্য তাঁর অমূল্য অবদান। যে গ্রন্থগুলো থেকে পরবর্তিতে অসংখ্য গ্রন্থ অনুসিদ্ধান্ত জন্ম লাভ করেছে। হানাফী মাযহাব সম্পর্কে লিখিত সকল গ্রন্থ এবং ভবিষ্যতে যেগুলো লেখা হবে, হানাফী মাযহাবের সকল মাসআলা মাসাঈল গুলো তাঁরই অবদান।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন মুজতাহিদকুল শিরোমণি। তাঁর ইজতিহাদের মূলনীতি ও পদ্ধতি এই ছিল যে, তিনি কিতাবুল্লাহ (কুরআন), সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও ইজমায়ে সাহাবা অথবা সাহাবাগণের যে কোন একজনের মত গ্রহণ করতেন। যদি কোন বিষয়ে উপরোক্ত তিনটি উৎসে কোন সমাধান না পেতেন, তখন ক্বিয়াস দ্বারা তা সমাধান করতেন। মূলত তাঁর অনুসৃত নীতির মধ্যে ক্বিয়াসের মাঝে ইসতিহসানও এক প্রকার ক্বিয়াস। তাঁর এই পদ্ধতির বা মূরনীতির সাথে অপরাপর মুজতাহীদ ইমামগণ أئمة المجتهدين বিশেষত ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ (রাহ.) পুরোপুরিভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন।

'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে,[১]

"اخذ بكتاب الله، فأن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول الصحابة، أخذ من شئت منهم، ادع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم، فاما اذا انتهى الأمر أوجاء إلى إبراهيم وابن الشعبى وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا، فقوم اجتهدوا فاجتهدوا-"

"আমি কিতাবুল্লাহ থেকে দলিল-প্রমাণ গ্রহণ করতাম। যদি তাতে কোন মাসয়ালা না পেতাম তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস থেকে। আর যদি কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উভয়ে না পেতাম, তবে সাহাবা কিরাম (রা.)-এর অভিমত গ্রহণ করতাম। তাঁদের মধ্যে যাঁর মত ইচ্ছে, গ্রহণ করতাম এবং যাঁর মত ইচ্ছে, পরিত্যাগ করতাম। আর তাঁদের মধ্যে যাঁর মত ইচ্চে, গ্রহণ করতাম এবং যাঁর মত ইচ্ছে, পরিত্যাগ করতাম। আর তাঁদের মতামত ভিন্ন অপর কারো মতামত গ্রহণ করতাম না। তবে এ গ্রহণ নীতি যখন ইবরহীম নাখই, শা'বী, ইব্ন সীরীন, হাসান বাসরী, আতা এবং সা।দি ইব্ন মুসায়্যেব (রাহ.) পর্যন্ত পৌঁছত, (তিনি কয়েকজন ব্যক্তিত্বের নাম গণনা করলেন) তাঁরা ছিলেন ইজতিহাদকারী ব্যক্তিত্ব, আমারও তাঁদের ন্যায় ইজতিহাদ করার অধিকার রয়েছে।"

---

১. تار يخ بغداد الخطيب بغدادى تر جمع امام ابو حنيفة, (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ. ৩৬৮ ; مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة، علامه جلال الدين الدين السيوطى الافعى رحمه الله تعالى, পৃ. ৩8।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) যদিও কালাম, 'ইল্ম হাদীস, 'ইল্মে ফিক্হ ইত্যাদি সমসাময়িক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তবে 'ইল্ম ফিক্হকে মুসলিম উম্মাহর জন্য অধিক উপকারী মনে করে তিনি এর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন। কেননা 'ইল্ম ফিক্হ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় থাকবে এবং যেহেতু ইসলামী আইন কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, সেহেতু নতুন নতুন মাস'আলা বা সমস্যা ভবিষ্যতের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সম্ভবপর সকল সমাধান নির্ণয় করা অতীব জরুরী বলে তিনি মনে করেন। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবাণী যে, তাঁর মধ্যে এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার মত যোগ্যতাও ছিল। তদুপরি তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বস্বীকৃত ফকীহ্ ব্যক্তিত্ব আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, হযরত 'আলী মুরতাযা, ইব্ন উমার, ইব্ন আব্বাস, যায়িদ ইব্ন সাবিত ও আয়েশা সিদ্দীকাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর ফিক্হী 'ইল্ম হাসিল করেছিলেন। ইমাম আ'যম (রাহ.) 'ইল্ম ফিক্হ রচনা ও সম্পাদনার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মহান কাজ আন্জাম দেয়ার জন্য শুধু নিজে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেননি। বরং তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ ৪০ চল্লিশ জন প্রসিদ্ধ আলিম ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে একটি "ফিক্হ পরিষদ বা আল-মাজমাউল ফিক্হী" (المجمع الفقهى) গঠন করেন। এ ব্যক্তিত্বের মধ্যে সকলেই কোন না কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও মুজ্তাহিদ ছিলেন। আল-মুওয়াফফিক মাক্কী (রাহ.) বলেন, [১]

"فوضع أبو حنيفة مذهبه شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর ফিক্হী মাস'আলা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে রচনা করেন। মজলিসে শূরার সাথে আলোচনা ব্যতিত তিনি নিজে একা কিছু করতেন না"। ইব্ন আবূল আওয়াম (রাহ.) বর্ণনা করেন, "ইমাম আ'যম (রাহ.)-এর মজলিসে শূরার যে চল্লিশজন শ্রেষ্ঠ মুজ্তাহিদ আলেম সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে আবূ ইউসুফ, যুফার, দাউদ তাঈ, আসাদ ইব্ন উমর, ইউসুফ ইব্ন খালিদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়িদা রাহিমাহুমুল্লাহ। শেষোক্ত ব্যক্তিত্ব তিনি যিনি সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পর্যন্ত ফিক্হ হানাফীর সমাধানকৃত ও শূরার সর্বসম্মত মাস'আলাসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন"। ইব্ন আবূল আওয়াম (রাহ.) আরও বর্ণনা করেন যে, কোন মাস'আলা শূরার সদস্যগণের মধ্যে বিভিন্নভাবে আলোচিত হত এবং আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মত রায় ফিক্হ হানাফীর দফতরে লিখা হতো। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর ফিক্হ সম্পাদনা পরিষদ বা শূরা যে কত শক্তিশালী ছিল তা বিখ্যাত মুহাদ্দিস ওয়াকী ইব্ন জাররাহ্ (রাহ.) এর বর্ণনা হতে সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি বলেন,

"وكيف يقدر أبو حنيفة ان يخطئ ومعه مثل ابى يوسف وزفر ومحمد فى قياسهم"

---

১. الموفق المكى رح -مناقب الامام أبى حنيفة, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./ ১৯০৩ খৃ.), পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

"واجتهادهم ومثل يحى بن زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل فى حفظهم للحديث ومعرفتهم به والقاسم بن معن يعنى ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فى معرفة باللغة العربية وداؤد بن نصير الطائى وفضيل بن عياض فى زهدها وورعهما فمن كان أصحابه هولاء الجلساء لم يكن يحظى لانه ان اخطاء ردوه"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কিভাবে ভুল করতে পারেন? যখন তাঁর সহচর আবূ ইউসুফ, যুফার ও মুহাম্মাদ (রাহ.)- এর মত কিয়াসে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ যায়িদা, হাফস্ ইব্ন গিয়াস, হিব্বান ও মিনদাল (রাহ.)- এর মত হাফিযে হাদীস এবং কাসিম ইব্ন মা'আন এর মত আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ এবং দাউদ ইব্ন নাসীর আত-তাঈ ও ফুযাইল ইব্ন ইয়াযের মত মুত্তাকী পরহেযগার বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকতেন। তারপর ওয়াকী (রাহ.) বলেন, যে ব্যক্তির এমন সহচর থাকবে, তিনি কখনো ভুল করতে পারেন না। কেননা যদি এমন কোন ভুল হয়েও থাকে তবে এমন ব্যক্তিগণ অবশ্যই তা সাথে সাথে ধরিয়ে দিবেন।"[১]

ফিক্হী মাসাইল রচনা ও লিপিবদ্ধকরণে ইমাম আ'যম (রাহ.)- এর অনুসৃত নীতি ছিল তিনি প্রথমেই মাস'আলার সমাধান পবিত্র কুরআনে অনুসন্ধান করতেন। কুরআন মজীদের আহ্কামের আয়াতসমূহের ইবারাতুন নস্, দালালাতুন নস্, ইশারাতুন নস্, ইক্তিযাউন নস্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, স্পষ্ট, সুপ্ত, ইশারা-ইঙ্গিতে যে কোনভাবেই সমাধান খুঁজতেন, পাওয়া গেলে তাই লিপিবদ্ধ করতেন না। না পাওয়া গেলে হাদীসে রাসূলে সামাধান অনুসন্ধান করতেন। হাদীসে সমাধান না পাওয়া গেলে আসারে সাহাবা ও ফাতাওয়ায়ে সাহাবা অনুসন্ধান করতেন এবং নির্দ্বিধায় যে কোন সাহাবার অভিমত গ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে সমাধানে ব্যর্থ হলে তাবি'ঈগণের মতামত অনুসন্ধান করতেন। সমাধান না পেলে ইজ্মার প্রতি মনোনিবেশ করতেন। এখানেও ব্যর্থ হলে ক্বিয়াস তথা কুরআন , সুন্নাহ্ ও ইজ্মার দ্বারা সমাধানকৃত হুকুমের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক উপমানের (مقيس عليه) হুকুম উপমেয়ের (مقيس) উপর আরোপ করতেন এবং ইসতিহ্সানের দ্বারা মাস'আলা সামাধান করতেন।

ইমাম আ'যম (রাহ.)- এর পূর্বে বিচারকার্য ও ফাত্ওয়া দানের রীতি ছিল, ঘটনা ঘটলে তার সমাধান নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা হতো। কিন্তু ইমাম আ'যম (রাহ.)সমস্যার উদ্ভবের পূর্বের তার সমাধানের লক্ষ্যে যে সকল সমস্যার সাথে মানুষ বিজড়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তার সমাধানও লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য এ কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ।

---

১. جامع المسانيد أمام أبو حنيفة : خوهرزاده الحنفى رحمه الله, পৃ.৩৩; الخطيب : تاريخ بغداد , (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১) ; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ.৬২।

Dhaka University Institutional Repository

উম্মাতে মুসলিমার জন্য অপার রহমত হিসেবে মহান আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে ইমাম আ'যম (রাহ.) এ কাজটি সম্পন্ন করে ফিক্‌হ র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য যুগোপযোগী করে গড়ে তোলেন।

সুদীর্ঘ বাইশ বছরের অক্লান্ত সাধনা-গবেষণার ফলে 'ইল্‌মে ফিক্‌হ র ৮৩ হাজার মাস'আলা লিপিবদ্ধ হলো। তারপরও মাস'আলার সংখ্যা বাড়তে থাকল। অবশেষে ফিক্‌হ হানাফীর মাসাইলের সংখ্যা ৫ লক্ষে গিয়ে পৌঁছল। আল্লামা খাওয়ারেযমী (রাহ.) "جامع المسائل " (জামিউল মাসাইল) গ্রন্থে বলেন :

"قد قيل بلغت مسائل أبى حنيفة خمس ماة الف مسألة كتبه وكتب أصحابه تدل على ذالك"

"নিশ্চিতভাবে বর্ণিত যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) - এর লিপিবদ্ধকৃত মাসাইলের সখ্যা ৫ লক্ষে পৌঁছেছে। তাঁর ও তাঁর ছাত্রগণের গ্রন্থরাজিই এর প্রমাণ বহন করে"।[১]

ইমাম আ'যম (রাহ.)''ইল্‌ম ফিক্‌হ' সংকলন ও লিপিবদ্ধ করে সারা বিশ্বময় সুখ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'ফিক্‌হ' গণ মানুষের সার্বিক চাহিদা পূরণ করে মানুষের ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক, কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনন্য খিদ্‌মত আঞ্জাম দিয়ে আসছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করছি যে, ইসলামে 'ফিক্‌হ' বা শারঈ আইন-কানূন নতুন কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সোনালী যুগেও কুরআন ও হাদীসের সাথে 'ফিক্‌হ' এর চর্চা হতো। সাহাবায়ে কিরাম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ইসলামী আইনের মৌল উৎস কুরআন ও হাদীস দ্বারাই করতেন। তাতে না পেলে পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্যে (اجماع) সমাধান করতেন। মূলত কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানুষের জীবনের সমস্যাবলীর শরী'আত সম্মত সমাধানই হলো ফিক্‌হ বা ইসলামী আইন-কানূন। সাহাবায়ে কিরামের যুগের-এই ফিক্‌হ ''ইল্‌ম' আকারে লিপিবদ্ধ ছিল না বটে তবে চর্চা ছিল, অনেক সাহাবী ফিক্‌হ প্রসিদ্ধিও লাভ করেছেন। বস্তুত তখন কোন 'ইল্‌মই লিপিবদ্ধ বা সংকলনের রেওয়াজও ছিল না।

সাহাবায়ে কিরামের যুগেই ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটল। বিশাল জনপদ ইসলামী হুকুমতের অধীনে আসল। নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের পরিচয় ও সংমিশ্রণেল ফলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যা ও বিষয়ের সূত্রপাত হল। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সম্মিলিতভাবে এবং এককভাবে এসব সমস্যার সমাধানে

---

১. جامع المسانيد إمام أبو حنيفة، خوهرزاده الحنفى رحمه الله تعالى- পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন ও হাদীস থেকে সমাধান খুঁজে বের করতে থাকেন। কুরআন ও হাদীসে না পেলে ইজমার ভিত্তিতে সমাধান করতেন।

সাহাবায়ে কিরামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তাবি'ঈগণের এক বিরাট বিশেষজ্ঞ আলিম দল তৈরি হলেন। সাহাবায়ে কিরামের পর এল তাবি'ঈ ও তাবে-তাবি'ঈগণের সোনালী যুগ। গণ-মানুষের সমস্যা আরও ব্যাপকতর হতে থাকল। তাবি'ঈ ও তাবে-তাবি'ঈগণ সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত পথ ধরে কুরআন হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরামের ফাত্ওয়ায় সরাসরি ফাত্ওয়ায় সরাসরি এ সকল সমাধান খুঁজতে থাকেন এবং না পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের ফাত্ওয়াকে ভিত্তি করে ক্বিয়াসের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতেন।

মুসলমানদের মাঝে এ সময়ে ঈমানী, আমলী ও আখ্লাকী বিষয়েও মতবিরোধ মাথাছাড়া দিয়ে উঠল। মুসলিম জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরল। ভ্রান্ত ফিরকাবাজীর ময়দান প্রশস্থ হল, জাল হাদীসের প্রচলন শুরু হল। তদুপরি যুগ-জিজ্ঞাসারও ব্যাপকতা লাভ করল। এদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা পূর্বে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিমে স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত-বিস্তৃত হল। দারুল খিলাফত তখন কূফা তথা বাগদাদ। ওখানে দারুল খিলাফতের কারণে বিভিন্ন মত ও পথের এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির বাহক মানুষের মহামিলন ঘটল। ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যা এত অধিক পরিমাণ উদ্ভব হচ্ছিল যে, একটি সু বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ আইন-কানূন ও বিধি-বিধান ব্যতীত উদ্ভুত সীমাহীন সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান কঠিন হয়ে পড়ল। এমনকি ফিক্হী বিধিবদ্ধ আইনের অভাবে বিচার বিভাগের কাযীগণের সিদ্ধান্ত ও আদেশ-নিষেধেও ভ্রান্তি দেখা দিতে লাগল। যুগের এহেন পরিস্থিতিতেই ইমামুল আইন তথা বিধি-বিধানকে লিপিবদ্ধ ও বিধিবদ্ধ করা এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিধান রচনা করা একান্ত জরুরী মনে করলেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। সুদীর্ঘ বাইশ বছর কাল তার সুযোগ্য ও বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে ৪০ সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করে কুরআন হাদীস, ইজ্মায়ে সাহাবা ও ফাতাওয়ায়ে সাহাবা এবং ক্বিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয়ভিত্তিক ফিক্হ র বিরাট ভাণ্ডার সংকলন ও লিপিবদ্ধ করলেন। যা 'ইল্মে ফিক্হ (علم الفقه) নামে একটি স্বতন্ত্র ''ইল্ম'- এর রূপ পরিগ্রহ করে। এ মহান কাজ ১৪৪ হি.র পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। আর এ মহান ফকীহ্ ১৫০ হি.তে শাহাদাত বরণ করেন। ইমাম আ'যম(রাহ.)-এর পূর্বে যেহেতু ফিক্হ কোন স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত 'ইল্ম ছিল না। এ কারণেই ইমাম শাফি'ঈ বলেছেন,[2]

"والناس فی الفقه عيال علی ابی حنيفة"

"মানব জাতি 'ইল্মে ফিক্হ আবূ হানীফার সন্তান"।

---

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.)**, পৃ. ২৫৭।

২. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আহমেদ ইব্ন উসমান আয যাহবী, মৃ. ৭৪৮, **তায্কিরাতুল হুফ্ফাজ**, (বৈরুত, লেবানন : দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরারী, ১৩৭৬ হি./১৯৫৬খৃ.), পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা মাক্কী (রাহ.) (মৃ. ৫৬৫ হি./১১৭০ খৃ.) স্বীয় মানাকিব গ্রন্থে বলেছেন,[১]

"اول من دون علم الفقه هو ابو حنيفة"

" ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-ই সর্বপ্রথম 'ইল্‌মে ফিক্‌হ সংকলন করেন"।

হানাফী ফিক্‌হ তথা 'ইসলামী ফিক্‌হ' রচনা ও সংকরনের ইজ্‌তিহাদী মুলনীতি ছিল সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত ইসলামী আইনের মৌল উৎস চারটি। এই চার উৎসকে সামনে রেখেই ইমাম আ'যম (রাহ.) আইনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাসাইল লিপিবন্ধ করেন। "আখ্‌বারু ইমাম আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী" গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) - এর ইজতিহাদের পদ্ধতি এই ছিল যে, যে সকল বিষয়ে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ও সাহাবাগণের কোন অভিমত পাওয়া যেত না সে সব বিষয়ে তিনি ক্বিয়াস দ্বারা সমাধান করতেন।" খতীবে বাগদাদী 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে আবূদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (রাহ.)- এর বক্তব্য বর্ণনা করেন যে, "কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস পাওয়া গেলে তা আমাদের শিরোধার্য। আর সাহাবাগণের বিভিন্ন মত পাওয়া গেলে তার মধ্যে কোন একটি মত নির্বাচন করে নেই, তাঁদের মত বর্জন করে কখনো অন্যভাবে সমাধান করি না। আর যদি তাবি'ঈগণের অভিমত হয় সে ক্ষেত্রে আমরাও তাঁদের মত ইজ্‌তিহাদ করি।"[২]

"أخبار إمام أبى حنيفة وأصحابه" গ্রন্থে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন :

"إنى أخذت بكتاب الله واذ وجدته فما لم أجد فيه أخذت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثار الصحاح عنه التى فشت فى ايدى الناس عن الثقات فاذا لم أجد فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وادع قول من شئت ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فاذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعد رجالا قد اجتهدوا فلى ان اجتهد كما اجتهدوا"

"আমি ফিক্‌হী বিষয়ে প্রথমত কিতাবুল্লাহ থেকে (ফয়সালা) গ্রহণ করি। যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে সে সম্পর্কে হুকুম না পাই তবে সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীস হতে সাহাবীগণের মধ্যে যাঁর কথা গ্রহণযোগ্য মনে করি তাঁর কথা গ্রহণ করি। যখন সাহাবীগণের কোন অভিমত না পাওয়া যায় এবং মাস'আলার সিদ্ধান্ত ইব্‌রাহীম নাখ্‌ঈ, শা'বী, ইব্‌ন সীরীন, হাসান, আতা, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব প্রমুখ ফকীহ্ গণের ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল হয়, তখন আমিও ইজ্‌তিহাদ করি যেমন তাঁরা ইজ্‌তিহাদ করেন।"

---

১. المكى رح - الموفق مناقب الامام أبى حنيفة, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১৯০৩খৃ.), পৃ. ১৬০।
২. أخبار امام أبو حنيفة وأصحابه : السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى

Dhaka University Institutional Repository

২৪. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর রচনাবলী ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অমূল্য অবদান

কুরআন ও সুন্নাহ হতে সংগৃহীত কোন শ্রেনীবদ্ধ আইন-কানূন ও রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি তখন মওজুদ ছিল না। সমস্যার উদ্ভব হওয়ার পূর্বে তা সমাধানের বিষয় গবেষণা করাকে তখন দূষনীয় মনে করা হত। কিন্তু ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এ নীতির বিরুদ্ধ ছিলেন। তিনি মত পোষণ করতেন যে, যেসকল সমস্যার সাথে মানুষের জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে পূর্বেই সে সকল সমস্যা সর্ম্পকে আলিমদের গবেষণা করা উচিত। যাতে সমস্যার সৃষ্টি হলে সকলে সহজেই জানতে ও বুঝতে পারে।[১]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস কয়েস ইব্‌ন রবী' (রাহ.) বলেন,[২] " যে সকল মাসআলা তখনও সংঘটিত হয়নি সেগুলো সর্ম্পকেও ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সার্বধিক জ্ঞান রাখতেন "

সুদীর্ঘ বাইশ বছর নিরলস গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৪৪হি./৭৬৫খৃ. তাঁর ছাত্রদের সহযোগীতায় একটি পরির্পূন ফিক্‌হশাস্ত্র রচনা ও সম্পাদানা সমাপ্ত করেন। সেটি "কুতুবে আবূ হানীফা " নামে খ্যাতি লাভ করে। এ গ্রন্থে ৮৩,০০০ (তিরাশি হাজার মাসআলা আবিষ্কার করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৩৮,০০০ মাসআলা ইবাদত সম্পর্কে এবং ৪৫,০০০ মাসআলা বাস্তব জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে। এ গ্রন্থে দুনিয়ার কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বানিজ্য, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়া জীবন ব্যবস্থা, রাজনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদি সব বিষয়ের আইন-কানূন ছিল। "কুতুবে আবূ হানীফা" গ্রন্থে গনিত ও ইলম নাহ্ এর মাসআলা ছিল যা সকলে বুঝতো না, তা বুঝার জন্য আরবী এবং অংকে ভাল দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। এ গ্রন্থের প্রথমে বাবুত তারাত (পবিত্রতা), তারপর নামজ, তারপর অন্যান্য ইবাদত, তারপর মুআমিলাত (বাস্তব কাজ-কর্ম, ব্যবসা বনিজ্য), তারপর শাস্তির মাসআলা ও আইন-কানূন এবং সবশেষে ফারায়েয সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে "কুতুবে আবূ হানীফা" গ্রন্থের পরিবর্ধণ করা হয়েছে কারন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বাগদাদের জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায়ই ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)কে দরস দিতেন। পরিবর্ধনের পর গ্রন্থের মাসআলার সংখ্যা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) পৌছায়।[৩]

ইমাম খারেজমী বলেন,[৪] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর মাসআলা পাঁচ লক্ষ গিয়ে পৌছায়। তাঁর এবং তাঁর ছাত্রদের কিতাবসমূহই এ সাক্ষ্যই দেয়।"

---

১. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ. ৫৬৫ হি., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** (হায়দারাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.), পৃ. ৬০।

২. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইব্‌ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** পৃ. ৬০।

৩. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা,১৯৮২), পৃ. ৬৬।

৪. جامع المسانيد, পৃ. ৩৫; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

"কুতুবে আবূ হানীফা" গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায়ই ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। যখনই কিছু অংশ সম্পাদিত হত তখনই তা প্রকাশিত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পরত। দেশবাসী অপেক্ষায় থাকতো পরবর্তী অংশ কখন প্রকাশিত হবে।

معجم المصنفين গ্রন্থে বর্ণিত আছে, "কুতুবে আবূ হানীফা" রচিত হওয়ার পর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর সকল ছাত্রদের একত্রিত হতে নির্দেশ দেন। কূফার জামে মসজিদে তাঁর এক হাজার সুদক্ষ শিক্ষাবিদ একত্রিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে চল্লিশ জন তাঁর ফিক্‌হ সম্পাদনা কমিটির গবেষক ছিল। তিনি তাদের উদ্দেশে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা নিম্ন দেয়া হল,[১]

" আপনারা আমার অন্তরের শান্তির মূলধন। আপনাদের অস্তিত্বের মধ্যেই আমার দু:খ-চিন্তা দূর করার যিম্মাদারী নিহিত। আপনাদের জন্য আমি ফিক্‌হ-র জিন শক্ত করে বেধে দিয়েছি এবং তার লাগাম আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। এখন আপনাদের যখন খুশি আপনার এর উপর আরোহণ করতে পারেন। আমি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছি যে জনগন আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরন করবে এবং আপনাদের এক একটি শব্দ খুজে বের করবে। আমি আপনাদের দিকে ঘারসমূহকে ঝুকিয়ে দিয়েছি। তাই এখন সময় এসেছে যখন আপনার এই 'ইল্‌মকে রক্ষা করতে আমাকে সাহায্য করবেন। আপনাদের মধ্যে এমন চল্লিশজন গবেষক রয়েছে যারা বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে সর্ম্পূন সক্ষম। আর তাদের মধ্যে দশজন রয়েছে যারা শুধু বিচারকের দায়িত্বই নয়, বিচারকদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানেও পূর্ণ দক্ষ। অতএব এই 'ইল্‌ম ফিক্‌হ যতটুকুম জনগনের কাছে পৌঁছেছে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করা আপনাদের দায়িত্ব। আমি আশা করি অন্যের প্রভাবাধীন হওয়ার আবমাননা হতে আপনারা এই 'ইল্‌মকে রক্ষা করাবেন। আপনাদের কাউকে বিচারকের দায়িত্ব গহন করতে হলে আমি তাকে এটি বলে দিকে চাই যে, জেনে শুনে গোপন কিছুর উপর ভিত্তি করে ফায়সালা করা বা গোপন অভিসন্ধি চরিতার্থ করার খেয়ালে ফায়সালা করা জায়েজ হবে না এবং এ অবস্থায় বিচারকের পদে চাকুরী করা এবং সে পদের জন্য বেতন গ্রহণ করাও দুরস্থ হবে না। বিচারকের পদে চাকুরী করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ ও দুরস্থ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারকের অন্তর ও বাহির এবং কথা ও কাজ এক থাকে। যহোক প্রয়োজনের তাগিদে আপনাদের যদি বিচারকেন পদ গ্রহণ করতে হয়, তবে আমি তাকে এ নসিহত করছি যে, তিনি যেন এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন যেখানে জনসাধারন তার কাছে অবাধে তাদের আভাব অভিযোগের কথা পেশ করতে পারে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় করবেন। মানুষের আভাব মোচন করতে সদা প্রস্তুত থাকবেন। আমীর যদি জনসাধারনের সাথে কোন অন্যায় আচরন করে, তবে সে আমীরকে সে অন্যায় হতে ফিরিয়ে রাখা সেই আমীরের নিকটবর্তী বিচারকের উপর ফরয বলে পরিগণিত হবে। "

---

১. معجم المصنفين ,পৃ. ৫৫ ; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ বক্তৃতার পরই তাঁর সংকলিত ফিক্‌হ-র মর্যাদা সকলের স্পষ্ট বুঝতে পারে এবং সারাদেশে তা ছড়িয়ে পরল। "কুতুবে আবূ হানীফাই" ছিল ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ছাত্রদের ফিক্‌হ চর্চার মূল উৎস। এত প্রসিদ্ধি সত্তেও 'কুতুবে আবূ হানীফা' নামক মহাগ্রন্থটি পরবর্তীকালে আর পাওয়া যায়নি।[১]

"কুতুবে আবূ হানীফা " নামক মহামূল্যবান সেই সংকলনটি হারিয়ে যাওয়ার কারন

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ইমাম সাহেবের জীবনেই ফিক্‌হ-এর সকল অধ্যায়ের বিন্যাস সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। একথা অস্বীকার করা ইসলামী পরম্পরার ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করার শামিল। এটা অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিত্যাগের বিষয় যে, সেই মূল সংকলনের কোন কপি পৃথিবীর কোন সংগ্রহশালায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ওলামায়ে কেরাম কেমন করে তাকে বিলুপ্ত হতে দিলেন? মানাকিবুশ শাফি'ঈতে ইমাম রাযী লিখেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফার কোনো রচনাকেই যত্ন করে রাখা হয়নি- তা সব বিলুপ্ত। ইমাম রাযী ৬০৬ হি./১২১০খৃ. তে ইন্তিকাল করেন, সে হিসাবে প্রায় পাঁচশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। যে সময়ের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর যাবতীয় রচনাবলী অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। ইমাম সাহেবের রচনা সমগ্র হারিয়ে যাওয়া সময়ের প্রেক্ষাপটে খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু নয়। কেননা ঐ সময়কালের কারো কোনো রচনারই কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ইমাম আওযায়ী, ইব্‌ন জারীহ্‌, ইব্‌ন আবু বাহ, হামাদ ইব্‌ন আবী মুয়াম্মার প্রমুখের রচনাবলী এই সময়কালেই প্রকাশ পেয়েছিল। (যখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ফিক্‌হ সংকলনের কাজ চলছিল)। এঁদের কারো কোনো রচনার কোনো নামও কেউ জানে না। তবে ইমাম আবূ হানীফার মূল সংকলন হারিয়ে যাওয়ার বড় একটি কারণ ইমাম মুহাম্মদ এবং কাজী আবূ ইউসুফের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ ঐসব মাসায়েলের পুনর্লিখন। প্রতিটি মাসআলার পেছনে দলিল-প্রমাণ, যুক্তি প্রদর্শন, নোট, ফুটনোট ইত্যাদি মিলিয়ে তাদের লেখাগুলি এতোটা সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন যে, লোকেরা এদেরকেই লুফে নিলো। নতুন সংস্করণের জনপ্রিয়তা পুরানো মূল রচনাকে আড়াল করে দিলো। ঠিক যেভাবে নতুন ব্যাকরণবিদদের রচনার পরে ফ্রা, কিছাঈ, খলিল, আখ্‌ফাস, আবূ উবায়দাহ্‌ প্রমুখের বই-কিতাব পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ এঁরাই ছিলেন এই বিষয়ের উদ্ভাবক এবং গোড়াপত্তনকারী। ইমাম আবূ হানীফার সঙ্কলিত যে মাসায়েলের ভাণ্ডার আজকের পৃথিবীতে মওজুদ রয়েছে তাঁর রক্ষক কাজী আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ। তাঁদের রচনাবলীর মাধ্যমেই আমরা মূল খনির অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। আজকের ফিক্‌হ যাকে সাধারণভাবে হানাফী ফিক্‌হ বলা হয় আসলে তা চারজন ব্যক্তিত্বের মত-অভিমত ও সিদ্ধান্ত সমগ্রের সামষ্টিক রূপ। তাঁরা হলেন ইমাম আবূ[২]

---

১. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্‌, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ৮১।

২. মাও.মুহাম্মাদ রাজী নু'মানী অনুদিত, **সীরাতে নু'মান**,মূলঃ আলামা শিবলী নু'মানী, পৃ. ১৫৪ ; রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

হানীফা (রাহ.) ও তাঁর ছাত্র যুফার, বিচারপতি আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.)। কাজী আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ অনেক মাসআলার ব্যাপারে ইমাম সাহেবের সাথে একমত হননি। হানাফী ফকীহগণ বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা উল্লেখ করে দিখিয়েছেন যে, তাঁরা স্বীকার করতেন, আমরা যেসব বক্তব্য নিয়ে ইমাম সাহেবের সাথে বিতর্ক করি সেগুলোও তারই শেখানো ভিন্ন ভিন্ন মত। কারণ অনেক মাস্আলার ব্যাপারে ইমাম নিজেই বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এসব বর্ণনার উল্লেখ 'শামী'তে পাওয়া যায়। কিন্তু তা প্রমাণ করা কষ্টকর। আমাদের কাছে এগুলো ফকীহ্‌বৃন্দের শুভ এবং ইতিবাচক ধারণা বা চিন্তা-ভাবনা। কাজী আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ স্বাধীন চিন্তা এবং মুক্তবুদ্ধি প্রয়োগের মানসম্পন্ন ছিলেন। তদুপরি ইমামের ফিক্‌হ কমিটির সদস্য সভায় মতপার্থক্য প্রকাশের পূর্ণ অধিকার দিয়েই তাদের বসানো হয়েছিল। ইসলামের সোনাঝরা ক্রমবিকাশ ও উজ্জ্বল আলোকিত প্রগতি-অগ্রগতি ঠিক ততোদিন অব্যাহত ছিল যতোদিন লোকেরা সম্মানিত গুরুজন এবং উস্তাদগণের সাথে মতপার্থক্য নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারতেন এবং চিন্তা-বিকাশের গণ্ডি সীমাবদ্ধ ছিল না।

মাসআলা-মাসাঈল যা হানাফী ফিকহের নামে প্রচলিত ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সাথে স্থায়ী আসন তৈরী করে নিলো। আরব জাহানে ততোটা ব্যাপকতা না পাওয়ার কারণ মদীনায় ইমাম মালিক এবং মক্কায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই এর প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আরব ভূখণ্ড ছাড়া সিন্ধু থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মহাদেশ জুড়ে হানাফী ফিক্‌হ প্রচলিত হয়ে গেল। হিন্দুস্তান, সিন্ধু, আফগান, বুখারা প্রভৃতি দেশগুলোতে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মতামত ছাড়া অন্য কারোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য দেশে শাফি'ঈ এবং হাম্বলী ফিকহের প্রচলনও হয়েছে কিন্তু তা হানাফী অহহের অস্তিত্বকে মুছে দিয়ে নয়। তবে কিছু কিছু দেশে এর প্রচলন ছিল সবচাইতে প্রভাবশালী। কিন্তু মুয়াজ ইব্‌ন বাউসিল ৪০৬ হি.তে স্বতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠার পরে রাষ্ট্রীয়ভাবে মালিকী ফিকহের প্রচলন করে দিলো যা আজো সেখানে একইভাবে প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর হাদীস সংকলন

'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (রাহ.) রজব ২৫, ১০১ হি. / ফেব্রুয়ারী ১০, ৭২০ খৃ. ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল দুই বৎসর পাঁচ মাস। ইমাম শা'বী ইমাম যুহ্‌রী, ইমাম মকহুল দামাশকী ও কাযী আবূ বকর ইব্‌ন হাযমের সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী তাঁরই খিলাফতকালের অমর অবদান। প্রথম হিজরী শতকের মধ্যেই এ গ্রন্থাবলীর সংকলন কার্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল।[২]

---

১. মাও.মুহাম্মাদ রাজী নু'মানী অনুদিত, **সীরাতে নু'মান,** মূলঃ আলামা শিবলী নু'মানী, (ঢাকা :এমদাদিয়া লাইব্রেরী), পৃ. ১৫৫ ; রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ১৪৪।

২. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), **হাদীস সংকলনের ইতিহাস,** পৃ. ৩১০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম হিজরী শতকে এ পর্যায়ে যতটুকু কাজ সম্পন্ন, পরিমানে ও আকারে তা বিরাট কিছু না হলেও তার ফলে যে হাদীস গ্রন্থ-সংকলনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল, তা অনস্বীকার্য ফলে দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম হতেই কাজ যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন হতে শুরু করে। এ পর্যায়ে কেবলমাত্র রাসূল (সা)-এর কথা ও কাজ সম্পর্কিত হাদীসই নহে, সহাবায়ে কিরামের কথা, ফতোয়া, তাবি'ঈদের কথাবার্তা ও নসীহতের বাণী পর্যন্ত এ যুগের হাদীস গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

কিতাবুল আ'সারঃ ৭০,০০০ হাদীসের বিশাল ভান্ডার

তাবি'ঈ যুগের মুহাদ্দিসদের সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে পরবর্তীকালের হাদীসানুধ্যায়ীদের নিকট পৌঁছায় নি। এ দিক দিয়ে আমাদের নিকট বিরাজমান কেবলমাত্র একখানি গ্রন্থেরই নাম করা যাইতে পারে এবং তা হচ্ছে 'কিতাবুল আ'সার। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর সময়ে প্রতিষ্ঠিত[১] কূফায় জামে মসজিদের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হইয়া একদিকে যেমন 'ইলমে ফিক্হ্'র ভিত্তি স্থাপন করেন, অপরদিকে সেই সঙ্গেই তিনি রাসূল (সা.)-এর আদেশ-নিষেধমূলক হাদীসসমূহেরও একটি সংকলন নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংকলিত হাদীস সমূহের সমন্বয়ে রচনা করেন। এ গ্রন্থেরই নাম হচ্ছে 'কিতাবুল আ'সর'। দুনিয়ার মুসলিম জাতির নিকট এটি অপেক্ষা প্রাচীনতম হাদীস গ্রন্থ সম্ভবত আর একখানিও বর্তমান নাম। অথবা বলা যায়, মুসলিম উম্মতের নিকট মওজুদ হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটিই সর্বাধিক প্রাচীন হাদীস-গ্রন্থ। ইমাম আবূ হানীফার পূর্বে হাদীস সংগ্রহকারিগণ কর্তৃক যেন-তেনভাবে হাদীসসমূহ সংগ্রহ ও সংকলন করার কাজই হইয়াছিল। ঠিক গ্রন্থ প্রণয়নের ধারায় হাদীসের কোন গ্রন্থই বিরচিত হয় নি। ইমাম শা'বী একই বিষয়ের হাদীস একস্থানে একত্র করে একখানি গ্রন্থের রূপ দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু তা মাত্র কয়েকটি অধ্যায় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল, এটির বেশী কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ কাজ অত:পর আর অগ্রসরও হতে পারে নি। এ কাজ অত:পর আর অগ্রসরও হতে পারে নি। এ কারণে হাদীসসমূহকে পরিচ্ছেদ (কিতাব) ও অধ্যায় (বাব্) হিসাবে, গ্রন্থ প্রণয়নের ধারা ও পদ্ধতি অনুসারে সুসংকলিত করার কাজ তখন পর্যন্তও অসম্পন্নই রয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) 'কিতাবুল আ'সার' প্রণয়ন করে এ দায়িত্ব বিশেষ যোগ্যতা ও বিজ্ঞতা সহকারেই পালন করেছিলেন।

হাফিয সুয়ূতী ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে লিখেছেন,[২]

"من مناقب ابى حميفة التى انفرد بها انه اول من دون علم الشريعة ورتبه ابوابا ثم تبعة مالك بن انس فى ترتيب الموطا ولم يسبق ابا حميفة -"

---

১. Ed. by M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy,** (**Pakistan** : Pakistan Philosophical Congress, last modified on 2002), Ch.34, P. 674; مناقب الامام أبى حنيفة- الموفق المكى رح, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.), পৃ. ৯৬।

২. تبييض الصحيفه فى مناقب امام ابى حنيفة- طبع دائرة المعارف, (অপ্রকাশিত) পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বিশেষ একটি কীর্তি- যাতে তিনি একক, তা এ যে, তিনিই সর্বপ্রথম ইলমে শরীয়াতকে সুসংবদ্ধ করেছেন এবং উহাকে অধ্যায় হিসাবে সংকলিত করেছেন। ইমাম মালিক (রাহ.) 'মুয়াত্তা' প্রণয়নে তারই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- কে সময়ের দিক দিয়ে কেহই অতিক্রম করে যাইতে পারেন নি।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এঁর সংকলিত ' কিতাবুল আ'সার সম্পর্কে হাফেজ ইব্ন হাজর আল- আসকালানী লিখেছেন,[১]

"والموجود من حديث ابى خنيفة مفردا انما هو كتاب الاثار التى رواها محمدبن حسمد بن حسن عنه -"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বর্ণিত স্বতন্ত্র হাদীস-গ্রন্থ বর্তমান। আর তা হচ্ছে 'কিতাবুল আ'সার; এটি তাঁর নিকট মুহাম্মদ ইব্ন হাসান বর্ণনা করেছেন।"

ইমাম আলাউদ্দিন 'কাশানী' এ কিতাবের উল্লেখ করেছেন,[২] اثارابى حنيفه ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সংকলিত 'কিতাবুল আ'সার' বলে।

'কিতাবুল আ'সার' নামক হাদীস গ্রন্থখানি প্রণয়নের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ ও ছাঁটাই-বাছাই করেছেন। সদরুল আয়িম্মা মুয়াফফিক ইব্ন আহমদ মক্কী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,[৩]

"وانتخب ابو خمسفة رحمه الله الاثار من اربعين الف حديث -"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) চল্লিশ সহস্র হাদীস হতে ছাঁটাই-বাছাই করে 'কিতাবুল আ'সার- এর এ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।"

হাদীস চয়ন ও হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর এ অসামান্য সতর্কতার কথা সকল হাদীস- পারদর্শী ব্যক্তিই স্বীকার করেছেন। ইমাম ওকী (রাহ.) বলেছেন,[৪]

"لقد وجد الورع عن ابى حنيفة فى الحديث مالم يوجد عن غيره -"

"হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কর্তৃক যেরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হয়েছে, তদ্রুপ আর কারও দ্বারা অবলম্বিত হয় নি।"

ঠিক এ কারণেই মনে হয় মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁকে " مشدد فى الرواية " হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত কঠোর ও কড়া লোক' বলে অভিহিত করেছেন এবং এ কারণেই তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুব বেশী হতে পারে নি ।

---

১. مقدمة بحجيل المنفعة بزوائد رجل الائمة الاربعة تاليف ابن حجر عسقلانى,

২. بدائع الصنا ئع فى ترتيب الشر ائع طبع مصر, ১ খ., পৃ. ৩২০।

৩. مناقب الا مام الاعظم, ১ খ., পৃ. ৯৫ । এখানে হাদীসের যে সংখ্যা বলা হয়েছে, তা হাদীসের আলাদা আলাদা সংখ্যা নয়; বরং হাদীসের সূত্র এবং এক-একটি হাদীসের বহু সংখ্যক সূত্র হতে পারে।

৪. مناقب الا مام الاعظم, ১ খ., পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক আল্লামা ইব্ন খালদুন এটির বর্ণনা প্রসাথে লিখেছেন,[১]

"ولامام ابو حنيفة انما قلت روايته لما شددفى شروط الرواية والتحمل -"

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার কারণ এ যে, তিনি হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ব্যাপারে কঠোর নৈতিক শর্ত আরোপ করতেন।"

ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর সংগ্রহীত হাদীসের বিপুলতা ও তার সামান্য পরিমাণ বর্ণনা করা সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর হতে একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,[২]

"عندى صناديق من الحديث ماخرجت منها الا اليسير الذى ينتفع به - "

"আমার নিকট কয়েক সিন্দুক ভর্তি লিখিত হাদীস-সম্পদ মজুদ রয়েছে। কিন্তু আমি তা হতে অতি অল্প সংখ্যকই প্রকাশ ও বর্ণনা করেছি, যা লোকদের ব্যবহারিক জীবনের উপকার দিবে।"

অন্যান্য হাদীস-গ্রন্থের ন্যায় 'কিতাবুল আ'সার' -এর 'নুসখা' (অনুলিপি) রয়েছে। এ কারণে তা এক-একজন ছাত্রের নামে প্রখ্যাত হয়েছে। অন্যথায় মূল গ্রন্থ ইমাম আবূ হানীফারই সংকলিত একখানি মাত্র হাদীসগ্রন্থ। এ 'নুসখা' প্রকাশকারীদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য,[৩]

১. ইমাম যুফার ইবনুল হুযাইল: এ সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হয়েছে:

"احمدبن بكر بكر روى ابو وهب عن زفربن اله"

আহমদ ইব্ন বকর যুফার ইবনুল হুযাইলের ছাত্র আবূ ওহাবের নিকট হতে আবূ হানীফা (রাহ.)- এর সংকলিত 'কিতাবুল আ'সার' বর্ণনা করেছেন।১

২. ইমাম আবূ ইউসুফ ইব্ন আবূ ইউসুফ: তাঁর সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে:

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর নিকট হতে তাঁর সংকলিত 'কিতাবুল আ'সার' তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উহা একখানি বিরাট আকারের গ্রন্থ।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন হাসান শায়বানী: তাঁর তৈরী করা সংকলনটিই প্রসিদ্ধ এবং এটিই বর্তমানে ভুলক্রমে ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.)- এর সংকলিত 'কিতাবুর আ'সার' বলে পরিচিত।

৪. ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ লু'লুয়ী: ইব্ন হাজর আসকালানী (রাহ.) এটির সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর 'কিতাবুল আ'সার' মুহাম্মদ ইব্ন শুজা তার ওস্তাদ হাসান যিয়াদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

---

১. (اردو) مقد موابن خلدوى, পৃ. ৪২২।

২. مناقب الامام أبى حنيفة- الموفق للمكى رح, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১৩২১হি.), ১ খ., পৃ. ৯৫।

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), হাদীস সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকা : ১৯৭০ইং), পৃ. ৩১৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ফিক্‌হ ও আকাঈদ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) পাঁচখানা গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলো হল:

১. আল-ফিকহুল আকবর (الفقه الأكبر) ;
২. আল-আলিম ওয়াল মুতা'আল্লিম (العالم والمتعلم)
৩. উসমান ইবন মুসলিম বাত্তীর উদ্দেশ্যে লেখা পত্র (الرسالة الى عثمان البتى), (ঈমান এবং আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে);
৪. আর-রাদ্দু আলাল কাদ্‌রিয়্যা (الردعلى القدرية)।
৫. মুসনাদু আবী হানীফাহ (مسند أبى حنيفة)

উপরোক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল 'ইল্‌মুল-কালাম এবং আকাঈদ। গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'আল-ফিকহুল-আকবার' পূর্ববর্তী আলিমগণের মধ্যে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল।[২]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও লিপিবদ্ধকৃত একটি বিশাল 'ফিক্‌হ্' গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সুখের বিষয় যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) জীবিত থাকতে এবং তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) তাঁদের প্রাণপ্রিয় ওস্তাদেরঅনুপ্রেরণা অনুসরণে পূর্ণাঙ্গ 'হানাফী ফিক্‌হ্' প্রণয়ন সুসম্পন্ন করেন এবং গ্রন্থাকারে উম্মতের জন্য উপহার দিয়ে যান।

হাদীস ও আসার সম্বলিত একখানা 'মুসনাদ' তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়। আহ্‌কামে শরী'আহ্ বা শরঈ বিধি-বিধান সম্বলিত গ্রন্থের মত ফিক্‌হী আঙ্গিকে এই গ্রন্থের অনুচ্ছেদসমূহ সুইব্‌ন্যাস্ত ও সুসংহত। এখন প্রশ্ন এই 'মুসনাদ' কি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর নিজ হাতে সমাপ্তকৃত না-কি তাঁর প্রতি আরোপিত ? না কি তাঁর শিষ্য ও ছাত্রগণ তাঁর ফিক্‌হ-র ন্যায় আসার গ্রন্থকেও তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করে তাঁর পাঠচক্র শ্রবণ করে প্রথমে তা সংগ্রহ করেছেন, তারপর পরিচ্ছেদ সুইব্‌ন্যাস্ত করে সংকলন করেন এবং তারপর জনসাধারণ্যে প্রচার করেছেন।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) –এঁর 'আল-ফিকহুল-আকবার'-এর সম্বন্ধ সম্পর্কে 'ওলামায়ে কিরামের মধ্যে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।
এ ব্যাপারে আল্লাম বাযাযী (রাহ.) স্বীয় 'মানাকিব' গ্রন্থে আল-ফিকহুল-আকবার' ও 'আল-আমিন ওয়াল-মুতাআল্লিম, গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন :

---

১. আবুল ফরজ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে নাদীম, **কিতাব আল ফিহরিস্ত,** মৃ. ৩৮৫ হি./৯৯৫খৃ. (**মিসর:** আল মাসা'য়াত আল রাহমানিয়াহ্, ১৩৪৮হি./১৯২৯খৃ.), পৃ. ২০২; ed. Gustav Flügel, **Kitab al-Fihrist,** (**Leipzig:** F. C. W. Vogel, 1872.), P. 198; ed. Ridha-Tajaddud, **Kitab al-Fihrist, (Tehran:** Maktabat al-Asadi, 1350.), P. 199; Bayard Dodge , **The Fihrist of al -Nadim**, (**New York: Columbia University Press,** 1970), P. 199.
২. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.),** পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

"فان قلت ليس لأبى حنيفة كتاب مصنف، قلت هذا كلام المعتزلة ودعواهم انه ليس له علم الكلام تصنيف وغرضهم بذلك نفى أن يكون الفقه الاكبر، وكتاب العالم والمتعلم له، لأنه صرح فيه باكثر قواعد النسة والجماعة، ودعواهم انه كان من المعتزلة وذلك الكتاب لأبى حنيفة البخارى، وهو غلط صريح فإنى رأيت بخط العلامة مولانا شيخ اللمة والدين الكردى العمادى هذين الكتابين وكتب فيهما أنهما لأبى حنيفة وقد تواطاعلى ذلك جماعة كثيرة من المشائخ-"

"যদি কেউ বলে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর রচিত কোন গ্রন্থ নেই। তবে আমি বলব, এ হলো মু'তাযিলাদের উক্তি। তারা বলছে যে, 'ইল্মুল কালাম -এর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) - এর কোন গ্রন্থই নেই। তাদের উদ্দেশ্য হলো, আল-ফিকহুল আকবার' এবং 'আল-আলিম ওয়াল মুতআল্লিম-এর সাথে ইমামের সম্বন্ধ অস্বীকার করা। তাই তারা প্রকাশ্যে বলছে এ দু'টি গ্রন্থ তাঁর রচিত নয়। এর প্রকৃত কারণ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত মাসাআলা গুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতের মৌলনীতি সহায়ক। তারপর মু'তাযিলাগণ (উদ্ভট) দাবি করছে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা বুখারী (রাহ.)। তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ আমি শায়খুল মিল্লাত ওয়াদ-দীন মাওলানা কুরদী আল-উমাদীর স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থদ্বয় দেখেছি। তার উপরে লিখা ছিল, এটি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) -এর রচিত। মাশায়েখ কিরামের বিরাট একটা দল এ বিষয়ে একমত আছেন।"[১]

উপরোক্ত উদ্বৃতি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যে উদ্ধৃতি করে আল ফিকহুল আকবার গ্রন্থের সাথে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রণীত বিষয়ে একদল শায়খ ঐক্যমত দেখিয়েছেন। তবে এ কথা বলছেন না যে, সকল শায়খ এ বিষয়ে একমত। সুতরাং আল ফিকহুল আকবার এর সাথে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সম্পর্ক সন্দেহমুক্ত হলো না। আর কতিপয় আলিম বলেছেন; এই সম্বন্ধ সঠিক নয়।[২]
'আল-ফিকহুল-আকবার' গ্রন্থখানা আকারে একেবারেই ক্ষুদ্র, কয়েক পাতা বিশিষ্ট। যা দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত।

আল্লামা মাক্কী (রাহ.) স্বীয় 'মানাকিব' গ্রন্থে বলেন, " ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-ই সর্বপ্রথম 'ইলম ফিক্হ' সংকলন করেন।" তিনি আরও বলেন, " ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) স্বীয় ফিক্হী চিন্তাধারা পরস্পর ও পরামর্শের উপর ভিত্তি

---

১. المناقب لابن البزازى , ২খ, পৃ. ১০৮। এই বিরাট মাশাইখ দলের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বাযদূবী (রাহ.) এবং উসূল বযদূরী (اصول بزدوى) গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আব্দুল আযীয বুখারী (রাহ.)। দ্রষ্টব্য مفتاح السعادة গ্রন্থকার তাশ কুবরা যাদাহ (রাহ.) ২খ., পৃ.২৯।

২. شبلى نعمانى رحمه الله تعالى : سيرة النعمان , (এ্যাপেক্স বুকস কনসার্ন, ১৯৭৮) পৃ. ১১৫-১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

করে রচনা করেন। মজলিসে শূরার সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে তিনি নিজের একান্ত মতে কিছুই করেন নি।"

'আল ফিকহুল আকবার' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সমূহ

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র:) লিখিত 'আল-ফিকহুল-আকবার' গ্রন্থের বিষয় এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ :

আল্লামা আবূ যুহরা (রাহ.) বলেছেন,[১] এখন আমরা 'আল-ফিকহুল-আকবার'-এর মূল পাঠের উপর নিবিড় দৃষ্টিপাত করে জানতে চাইব যে, গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে সম্পূর্ণ গ্রন্থ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সাথে সম্পর্কিত করা সঠিক হবে কি না ? অথবা গ্রন্থের এমন কি বিষয়বস্তু বা সারাংশ পাওয়া যাচ্ছে যার সম্বন্ধ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সাথে সম্পর্কিত করার বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে আমরা 'আল-ফিকহুল-আকবার'-এর (ইন্ডিয়া থেকে মুদ্রিত) উপর দৃষ্টিপাত করলাম। জানা গেল যে, নবী কারীম (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের যে বিন্যাস সাধন করেছেন তা হলো, আবূ বক্‌র, 'উমর, উসমান ও আলী (রা.)। অথচ সকল মানাকিব গ্রন্থে সমস্ত বর্ণনাতে ঐকমত্যে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর পূর্ববর্তী মনে করতেন। স্পষ্টত মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ নি:সন্দেহে এ রিওয়ায়াত থেকে শক্তিশালী, উপরন্তু এই রিওয়ায়াত মুত্তাসিল সনদের পর্যায়ভুক্ত নয়।

আকাইদ সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় যা 'আল-ফিকহুল-আকবার'-এ বর্ণিত হয়েছে, যেমন : ঈমানের স্বরূপ, গুনাহে জড়িত ব্যক্তির বিধান, তাক্‌দীর এবং মানুষের ক্ষমতা-অক্ষমতা এবং কুরআনের নিত্যতা বিষয়গুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে অন্যান্য সূত্রের উদ্ধৃতি সহকারে আলোচনা হয়েছে। এতে 'আল-ফিকহুল-আকবার' গ্রন্থের মর্যাদা এবং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।

'আল-ফিকহুল-আকবার' গ্রন্থে ঈমানের যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা তা শক্তিশালী হচ্ছে, সেহেতু সন্দেহাতীতভাবে আমরা তা সঠিক মনে করছি। 'আল-ফিকহুল-আকবার' গ্রন্থে বর্ণিত আছে,[২]

"ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তরের বিশ্বাস। তারপর ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন, ইসলাম-এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশাবলী এবং বিধি-বিধানের প্রতি নিজকে সঁপে দেওয়া বা তাঁর আদেশাবলী ও বিধি-বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করা। যদিও আভিধানিক দিক থেকে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তবে

---

১. محمد أبو زهرة الشافعى المصرى رحمه الله، إمام أبو حنيفة حياته وعصره، أراؤه وفقهه, পৃ.১৬৯।

২. إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ١٥٠ هـ، الفقه الاكبر, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান ব্যতীত ইসলাম পাওয়া যায় না এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ঈমান ব্যতীত ইসলাম অকল্পনীয়। তদ্রুপ ইসলাম ব্যতীত ঈমানও অকল্পনীয়। উভয় অর্থাৎ ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক পেটের সাথে পিঠের ন্যায়। আর 'দ্বীন' দ্বারা বুঝায় ঈমান ও ইসলাম এবং যাবতীয় শরঈ বিধি-বিধান।" উপরোক্ত উদ্ধৃতির আলোকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়, বরং অন্তরের বিশ্বাস এবং মুখের স্বীকৃতি উভয়ে মিলে হলো ঈমান। ঈমান ও ইসলাম একই সূত্রে গ্রথিত, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। কোন অবস্থাতেই এ দু'টি পৃথক হতে পারে না। সুতরাং ঈমান ব্যতীত ইসলাম অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমানও অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।[১]

'আল-ফিকহুল-আকবার' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : "আমরা কোন পাপের কারণে মুসলমানকে কাফির বলছি না এবং তার থেকে 'ঈমান' শব্দও ছিনিয়ে নিচ্ছি না, চাই তা গুনাহে কবীরাই হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহকে হালাল মনে না করে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি গুনাহকে হালাল মনে করলে তাকে কোন অবস্থাতেই ঈমানদার বলা যাবে না।

'আল-ফিকহুল-আকবার' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "কুরআন অপরিবর্তনীয়, এটা নতুনও নয় বা মাখলূকও নয়। যে ব্যক্তি কুরআন মাখলূক ও নতুন কোন বিষয় অথবা এ দু' ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, সে কাফির। কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম যা কিতাব আকারে লিখিত। অন্তরের মধ্যে রক্ষিত, মুখে উচ্চারিত এবং নবী (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ। এ কুরআনে আমাদের অক্ষর-এর জন্য আমাদের লেখা এবং আমাদের পড়া মাখলূক। কিন্তু কুরআন মাখলূক নয়।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ইল্‌ম সংগ্রহ ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং তা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ভাগ করে সুন্দরভাবে গ্রন্থাকারে সংকলন করলেন। সুতরাং প্রথমে 'তাহরাত' (পবিত্রতা), তারপর 'সালাত,' তারপর 'ইবাদত' (উপাসনা), তারপর 'মু'আমিলাত' (সামাজিক ব্যবস্থাপনা), এরপর সবশেষে 'মিরাস' (উত্তরাধিকার) সংক্রান্ত মাসাইল-এর দ্বারা সমাপ্তি টানলেন। 'তাহরাত'-এর পর 'সালাত' বা নামাযের মাসআলা বর্ণনার কারণ ছিল যে, আকীদা পরিশুদ্ধ হওয়ার পরই প্রথম কর্তব্য হলো নামায। উপরন্তু নামায ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদা রাখে। কোনরূপ বিশ্লেষণ ছাড়াই মুসলমানদের তা উপর ফরয।[২]

কতিপয় আলিমের ধারণা যে, 'আল-ফিকহুল আকবার' মূলত ফিক্‌হ্-এর গ্রন্থ। আকাইদ কিংবা ইল্‌ম-এ কালাম-এর গ্রন্থ নয়। তাঁরা বলছেন, এ গ্রন্থটি ষাট সহস্র ফয়সালা সম্বলিত গ্রন্থ ছিল। আবার কারো মতে, এর চেয়ে বেশী মাসাইল সম্বলিত ছিল। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, গ্রন্থখানা পাওয়া যাচ্ছে না। আল্লামা মাক্কী

---

১. الفقه الاكبر، إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ١٥٠ هـ , পৃ. ১০।
২. الفقه الاكبر، إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ١٥٠ هـ , পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

(রাহ.) স্বীয় 'আল-মানাকিব' গ্রন্থে লিখেছেন যে,[১] " ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি 'ইল্‌মে শরী'আত' সংকলন করেছেন। তাঁর পূর্বে কেউই এই গৌরব অর্জন করতে পারেন নাই। সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈগণ পরিচ্ছেদ আকারে কোন গ্রন্থ সংকলন কিংবা রচনা করেন নাই। তাঁদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা ছিল স্মৃতি শক্তির উপর। তাঁদের হৃদয়ই ছিল জ্ঞানকোষ। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এলেন, দেখতে পেলেন ইল্‌ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর মনে আশংকা হলো যে, পরবর্তীদের হাতে পৌছার আগে না জানি এই ইল্‌ম ধ্বংস হয়ে যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,[২] " আল্লাহ্ তা'য়ালা এমনভাবে 'ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন না যে, হঠাৎ তা মানুষের হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিবেন ; বরং তিনি আলিমগণের মৃত্যুদান করে মানুষকে 'ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত করবেন। 'ওলামা কিরামের মৃত্যুর পর মূর্খ ধরণের সমাজ নেতাদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা 'ইল্‌ম ব্যতীত ফাত্ওয়া দিতে শুরু করবে। ফলত নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।"

"এই হাদীসের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ইল্‌ম সংগ্রহ ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং তা বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ভাগ করে সুন্দরভাবে গ্রন্থাকারে সংকলন করলেন। সুতরাং প্রথমে 'তারাত' (পবিত্রতা), তারপর 'সালাত,' তারপর 'ইবাদত' (উপাসনা), তারপর 'মু'আমিলাত' (সামাজিক ব্যবস্থাপনা), এরপর সবশেষে 'মিরাস' (উত্তরাধিকা) সংক্রান্ত মাসাইল-এর ধারা সমাপ্তি টানলেন। 'তারাত'-এর পর 'সালাত' বা নামাযের মাসআলা বর্ণনার কারণ ছিল যে, আকীদা পরিশুদ্ধ হওয়ার পরই প্রথম কর্তব্য হলো নামায। উপরন্তু নামায ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদা রাখে। কোনরূপ বিশ্লেষণ ছাড়াই মুসলমানদের তা উপর ফরয।"[৩] এই বক্তব্যে 'সংকলন'-এর মর্ম হলো, তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের সংগ্রহ ও সম্পাদনা। হতে পারে এতে তাঁর দিক নির্দেশনা ছিল। এই কারণেই উপরোক্ত গ্রন্থে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্যগণের 'মাসআলা বর্ণনা পদ্ধতি' বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তিনি স্বীয় পদ্ধতির বুনয়াদ তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের পরামর্শের উপর স্থাপন করেন। তিনি তাঁদের উপর নিজের মতকে চাপিয়ে দিতেন না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনি বিষয়ে চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণার সাথে আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পর্ককে যথাসম্ভব নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার উপর স্থাপন করা। তিনি এক-একটি বিষয় উথাপন করে ছাত্রদের জবাব শুনতেন এবং তারপর নিজেন মতামত বর্ণনা করতেন। প্রয়োজন বশত: তাঁদের সাথে চিন্তার আদান-প্রদান করতেন। এ ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর যখন একটি বক্তব্যের উপর ঐকমত্যে পৌছতেন, তখন ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) তা 'উসূল'- বা মূলনীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ করতেন।[৪]

---

১. ইমাম বাযাযী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ২খ.,পৃ. ১০৯।

২. مشكة المصابيح كتاب العلم

৩. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,** ২খ.,পৃ. ১৩৬।

৪. الموفق المكى رح- مناقب الامام أبى حنيفة, ২ খ., পৃ. ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর রচিত ও আরোপিত গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা

১. আল ফিক্হুল আকবর

এ গ্রন্থটির কয়েকটি রিওয়ায়াত রয়েছে। তার মধ্যে দুটি প্রসিদ্ধ। ১. হাম্মাদ ইব্ন আবী হানীফা (রা.) ২. আবূ মূতী' আল বলখী। শেষোক্তটি আল-ফিক্হুলা আব্সাত নামে পরিচচিত। ফিক্হুল আকবরের অসংখ্য কপি পৃথিবীতে বড় বড় মিউজিয়ামে ও কুতুবখানায় পান্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে বহুবার ছাপা হয়েছে। এর বহু তরজমা ও শরাহ আছে । ১২৮৯ হি./১৮৭২ খৃ.তে দিল্লী থেকে থেকে এর উর্দু তরজমা এবং ১৩০৭ হি./১৮৯০ খৃ. লাহোর থেকে এর পাঞ্জাবী তরজমা প্রকাশিত হয়। জার্মান পন্ডিত ভন এস জে. হেল ১৩৩৩হি./১৯১৫ খৃ. এ অনুবাদ জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৭টির অধিক শরাহ ও অসংখ্য পাদটীকা সম্বলিত কপি প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল: [১]

১. আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল বযদাভী (মৃ. ৪৮২ হি./১০৮৯খৃ.) সম্পাদিত লর্ড ষ্টেনলী, লন্ডন ১৮৬২ খৃ.।
২. আকমাল উদ্দীন মুহাম্মদ আবন মাহমুদ ইব্ন আহমদ আল-বাবারতী (মৃ.৭৮৬হি./ ১৩৮৪খৃ.)। ইস্তাম্বুল ও কায়রোর প্রসিদ্ধ কুতুবখানা সমূহে পান্ডুলিপি সংরক্ষিত।
৩. ইলিয়াস ইব্ন ইব্রাহীম আস-সীনুবী (মৃ. ৮৯১হি. /১৪৮৬খৃ.)। তাশখন্দ ও ইস্তাম্বুলের কুতুবখানায় সংরক্ষিত রয়েছে।
৪. আবূল মুনতাহা আহমদ মুহাম্মদ আল মুগনীসুয়ী (৯৩৯হি. /১৫৩২খৃ.) বার্লিন, লন্ডন, ক্যাম্ব্রিজ, দামিস্ক, কায়রো, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত।
৫. মোল্লা আলী আল-কারী আল হারাভী (১০১৪ হি./১৬০৫খৃ.)। তাশখন্দে ১৩১২ হি./১৮৯৫ খৃ. কায়রোতে ১৩২৩ হি./১৯০৫খৃ., কানপুরে ১৩২৭ হি./১৯০৯ খৃ. এবং কায়রোতে ১৩৭৪হি./১৯৫৫খৃ. প্রকাশিত। পৃথিবীর বড় বড় গ্রন্থাগারে পান্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।
৬. আলাউদ্দীন আলী আল বুখারী, তিনি উলুগ বেককে উৎসর্গ করেন। (শাসনকাল ৮৫০হি/১৪৪৭খৃ.-৮৫৩হি./১৪৪৯খৃ.)। বাঁকীপুর ও রামপুরে সংরক্ষিত রয়েছে।
৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ খতীবজাদা। ৯২০হি./১৫১৪খৃ. তে লিখিত। ইস্তাম্বুল।
৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাহাউদ্দীন ইব্ন লৎফুল্লাহ্ আল-বায়রামী (৯৫৬হি./১৫৪৯খৃ.)। কায়রো, ইস্তাম্বুল।
৯. 'আলী ইব্ন মুরাদ আল উমরী আল মোসেলী (১১৪৭হি./১৭৩৪খৃ.)। লন্ডন, ইস্তাম্বুল।
১০. আবূল ফাতাহ্ উসমান আশ শাফি'ঈ। এশিয়াটিক মিউজিয়াম, বতরুমবুর্গ।
১১. মুঈনুদ্দীন আবূল হাসান আতা উল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল কারশাতী। কাজান, ১৩০৮হি./১৮৯০খৃ.।

---

১. ড. মাহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পা., ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আল-ফিক্হুল-আকবর, পৃ.১৯।

Dhaka University Institutional Repository

১২. আবদুল কাদের সালহাতী। হায়দরাবাদ, ১২৯৮ হি./১৮৮১খৃ.।
১৩. আন্ নামীহিয়্রী আল-ফাহিমী। রামপুর।
১৪. ইব্রাহীম ইব্ন হাসান আল-ইশকুদরাভী (১২৬০ হি./১৮৫৪ খৃ.)। ইস্তাম্বুল।
১৫. ইব্রাহীম ইব্ন হুসসাম আল জারমিয়ানী (১০১৬ হি./১৬০৭ খৃ.)। ইনি কবিতায় অনুবাদ করেন। ১০৯৯ হি./১৬৮৮ খৃ. তে অহীদী তা তুর্কী ভাষায় তরজমা করেন এবং পরে তা ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়।
১৬. আবূ তায়্যেব হামদান ইব্ন হামযা। ইস্তাম্বুল ও প্যারিস।

২. আল-ফিকাহুল আব্সাত

আবূল মূতী' আল-হাকাম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামা (১৯৯ হি./৮১৬ খৃ.), ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর ছাত্র, তিনি ইমাম সাহেব-এঁর থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। কায়রো, লাইডেন, ইস্তাম্বুল পান্ডুলিপি সংরক্ষিত। কায়রোতে ১৩০৭হি.১৮৯০খৃ./ ও ১৩২৪ হি./ ১৯০৬ খৃ. প্রকাশিত। মুহাম্মদ যাহেদ আল কাওছারী ১৩৬৮ হি./১৯৪৯খৃ. কায়রোতে পুন: প্রকাশিত। এর কয়েকটি শরাহ রয়েছে।

১. ইবরাহীম ইব্নসিমাঈল আল-মুলতী। এটি ইমাম আবূল মানসূর আল মাতুরীদির প্রতিও অর্পিত। ১৩২১ হি./১৯০৩ খৃ. হায়দরাবদে প্রকাশিত। বাঁকীপুর ও ইস্তাম্বুলে পান্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।
২. আতা ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল মুযাজানী। ৬৮৭ হি./১২৮৮ খৃ. এর পূর্বে লিখিত। ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত রয়েছে।

৩. কিতাবুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম

ইমাম সাহেবের শাগরিদ আবূল মুকাতিল হাফস ইব্ন সালম আল সামারকান্দী (২০৮ হি./৮২৩ খৃ.) রিওয়ায়াত করেন। কায়রো, রামপুর, ইস্তাম্বুল, লাইডেন ইত্যাদি স্থানে সংরক্ষিত। ১৩৪৯ হি./১৯৩০খৃ. হায়দরাবাদে প্রকাশিত। মুহাম্মদ যাহেদ আল-কাওছারী ১৩৬৮ হি./১৯৪৯খৃ. কায়রোতে প্রকাশ করেন। আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন আল-ফুরাক (৪০৬হি./১০১৫খৃ.)-এর শরাহ লিখেন। ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৪. আল অসিয়্যাত

এ নামের কয়েকটি রচনাই ইমাম সাহেবের প্রতি আরোপিত। ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্বলিত তার অন্তিম অসিয়্যাত এতে রয়েছে। দু'টি রিওয়ায়াতে এটি পাওয়া যায়। ইসকুরিয়াল, লাইডেন, লন্ডন, বার্লিন, কায়রো, ইস্তাম্বুল, রামপুর, বাঁকীপুর, কাবুল, হায়দারাবাদ ইত্যাদি স্থানে সংরক্ষিত। ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খৃ. , কায়রোতে প্রকাশিত। ১৩৮২ হি. /১৯৬২ খৃ. তুর্কী ভাবায় অনূদিত। এর চারটি শরাহ হয়েছে।[১]

১. মুহাম্মদইব্ন মাহমুদ আল বাবরতী (৭৮৬ হি./১৩৮৪ খৃ.)। ম্যানচেষ্টার, ইস্তাম্বুল প্যারিস ইত্যাদি স্থানে সংরক্ষিত আছে।

১. ড. মাহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আল-ফিক্হুল-আকবর, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

২. মোল্লা হোসাইন ইব্‌ন ইস্কান্দার আররুমী আল হানাফী (১০৮৪ হি./১৬৭২ খৃ.), 'আল জাওয়াহিরুল মুনিফা' নামে শরাহ লিখেন। ১৩২১হি./১৯০৩খৃ. হায়দরাবাদে প্রকাশিত। ইস্তাম্বুল, আল আযার, বতরুমবার্গ, হায়দরাবাদে সংরক্ষিত।

৩. ইমাম আল হুসূনেয়ী, 'যহুরুল আতীয়া' নামে ১০৫৬হি./১৬৪৬খৃ.-তে এর শরাহ লিখেন। ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত রয়েছে।

৪. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (১২৬০হি./১৮৪৪খৃ.)। ১২৬০ হি. ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত।

৫. আর রিসালা

এ নামের কয়েকটি পুস্তক ইমাম সাহেবের প্রতি আরোপিত।

১. রিসালা ইলা উসমান আল বাত্তি; এতে ইমাম সাহেবকে মুরজিয়া বলে অভিযুক্ত করার অভিযোগ খন্ডন করা হয়েছে। উসমান ইব্‌ন সুলাঈমান ইব্‌ন জুরমুয (১৪৩হি./৭৬০খৃ.) এ অভিযোগ করলে তার জবাব দেয়া হয় এ রিসালায়। কায়রো, ইস্তাম্বুল, লাইডেনে সংরক্ষিত। ১৩৬৮ হি./১৯৪৯ খৃ. কায়রোতে আল-কাওছারী কর্তৃক প্রকাশিত।

২. রিসালাতুন উখরা ইলা উসমান আল-বাত্তি; ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৩. রিসালা ফিল ফারাইয; ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৬. অসিয়্যা ইলা ইবনিহি হাম্মাদ

ইমাম সাহেব স্বীয় পুত্র হাম্মাদ (রাহ.)-কে এ অসিয়্যাত লিখেছেন। উসমান ইব্‌ন মুস্তাফা ১০৫৭হি. /১৬৪৯খৃ. তে 'যুবদাতুন নাসয়েহ্' নামে এর শরাহ লিখেন। বৃটিশ মিউজিয়াম, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, আল আযহার ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কুতুবখানায় এর পান্ডুলিপি বিদ্যমান।

৭. অসিয়্যা ইলা তিলমিযিহী ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ আল-বাসরী

এ পুস্তাকের শরাহ রচনা করেন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ কিইযঅযারী ১২০০ হি./১৭৮৬ খৃ.। বার্লিন মিউজিয়ামে তা সংরক্ষিত। ইস্তাম্বুল, দামিস্ক, মিউনিখ ও কায়রোতে সংরক্ষিত।

৮. অসিয়্যা ইলা তিলমিযিহি আলক্বাযী আবী ইউসুফ ইব্‌ন ইবরাহীম (১৮২/৭৯৮)।

পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়াম ও কুতুবখানায় ও পান্ডুলিপিটি মওজুদ আছে। এতে ইমাম সহে৮ব আকইদের অনেক গুঢ় তত্ত্ব সন্নিবেশ করেছেন। ফিকহী ও নৈতিক নসীহত ছাড়াও এতে অনেক ব্যক্তিগত বক্তব্য রয়েছে।

৯. আল-কাসীদা আল কাফীয়া (আন নু'মানিয়া) ফি মাদহিন নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

১২৬৮হি./১৮৫২খৃ. ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত। ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ১২৭৬হি./ ১৮৬০[১]

---

১. ড. মাহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পা., ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আল-ফিক্‌হুল-আকবর, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

খৃ. তুর্কী ভাষায় কবিতায় ও গদ্যে অনুবাদ করে ইস্তাম্বুলে প্রকাশ করেন। মুহাম্মদ আ'যম ইব্ন মুহাম্মদ ১৩১৫হি./১৮৯৭খৃ. 'রাহমাতুর রহমান' নামে এর উর্দু অনুবাদ দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন। কায়রো, ইস্তাম্বুল ও হাইডেলবাগে পান্ডুলিপি সংরক্ষিত।

১০. মুজাদালা লি আহাদিদ দাহরীন

এ পান্ডুলিপিটি কায়রোর দারুল কুতুবে সংরক্ষিত। এখনো এর কোন মুদ্রণ হয়েছে বলে জানা নেই।

১১. কিতাব মা' রিফাত আল মাযহাব

ভারতের রামপুরে এবং বতরুমবার্গের মিউজিয়ামে পান্ডুলিপি সংরক্ষিত।

১২. আল যাওয়াবিত আস সালাসা

'আল অসূল ইলাল কানযিল আকবর ওয়া ইলা মাহুয়া আল আনফা মিন্ ল কির্বাতিল আহমার' নামক এর একটি শরাহ ইস্তাম্বুলের জারিয়াত কুতবখানায় সংরক্ষিত। এর রচয়িতার নাম জানা নেই। এটি ফিকহ-র উপর রচিত।

১৩. দু'আউ আবী হানীফা

ভারতের বাঁকীপুরে ২৬/৩১ নং ২৭৯১/৫ তে সংরক্ষিত রয়েছে।

১৫. মুখাতাবাতু আবী হানীফা মা'আ জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ রিযা (মৃ. ১৪৮ হি./৭৬৫খৃ.)।

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার মিউনিসিপ্যাল কুতুবখানায় সংরক্ষিত।

১৫. বা'যু ফাতাওয়ায়ি আবী হানীফা

মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আশ্ শায়বানীর রিওয়ায়াতে ইমাম সাহেব রচিত এ পান্ডুলিপিটি প্যারিসে জাতীয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত।

১৬. কিতাবুল মাখারিজ ফিল হিয়াল

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জোসেফ শাখত ইস্তাম্বুল ও কায়রোতে সংরক্ষিত পান্ডুলিপির ভিত্তিতে লিবতিজ থেকে প্রকাশ করেন। এটি ইমাম মুহাম্মদ শায়বানীর রিওয়ায়াতে বর্ণিত।

১৭. কিতাব আল মাকসূদ ফিস্ সারফ

ব্রোকেলমান ও ফুয়াদ মিজগীন উল্লেখ করেন যে, এ পান্ডুলিপিটি ইস্তাম্বুলের বহু কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। তারা আরো বলেন যে, ইমাম সাহেবের প্রতি এটি পরবর্তী সময় আরোপিত।

১৮. মুসনাদু ইমাম আ'যম আবী হানীফা

১৫টি ভাষ্য তথা রিওয়ায়াতে এটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মিউজিয়াম ও কুতুবখানায় সংরক্ষিত। নিম্নে ভাষ্য সমূহ সংক্ষেপে দেওয়া গেল,[১]

১. ইমাম আবূ ইউসুফ; কায়রো ও ইস্তাম্বুল।

২. আল হাসান ইব্ন যিয়াদ আল-লুলুই (২০৪ হি./৮১৯ খৃ.); বাগদাদ।

---

১. ড. মাহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পা., **ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আল-ফিক্হুল-আকবর,** পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়া'কুব ইব্ন আল-হারিস আল-বুখারী (মৃ. ৩৪০ হি./৯৫০ খৃ.); বার্লিন, কায়রো, ইস্তাম্বুল ও দামিস্ক।
৪. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আলী ইব্ন 'আসিস যাযান আল মুকরী (মু. ৩৮১ হি./৯৯১ খৃ.); ইস্তাম্বুল।
৫. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইস্হাক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানদাহ (মৃ. ৩৯৫ হি./১০০৫ খৃ.); বার্লিন, ইস্তাম্বুল।
৬. আবূ নঈম আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ আল-ইস্পাহানী (মৃ. ৪৩০ হি./১০৩৮ খৃ.); ইস্তাম্বুল।
৭. আবূ আবদুল্লাহ আল-্হসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খুসরু আল-বলখী (মৃ. ৫২০ হি./১১২৬ খৃ.); বার্লিন, ইস্তাম্বুল।
৮. হুমামুদ্দীন আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন মক্কী আররাযী (মৃ. ৫৯৮ হি./১২০১খৃ.); ইস্তাম্বুল।
৯. মূসা ইব্ন যাকরে ইব্ন ইবরাহীম আল-হাসকাফী (মৃ. ৬৫০হি./১২৫২খৃ.); আলেকজান্দ্রিয়া, বাঁকীপুর, বার্লিন, ইস্তাম্বুল। ইস্তাম্বুলের বায়েজিদ কুতুবখানায় সংরক্ষিত কপি ১৩১৬ হি./১৮৯৮ খৃ. হিন্দুস্তানে, ১৩২৭ হি./১৯০৯খৃ. কায়রোতে এবং ১৩৮২হি./১৯৬২খৃ. আলেপ্পোতে প্রকাশিত হয়। বার্লিন ও বাঁকীপুরে সংরক্ষিত কপি ১৩০০ হি./১৮৮৩খৃ. হিন্দুস্তানে ১৩১২ হি./১৮৯৫ খৃ. লাহোরে প্রকাশিত হয়।
১০. আবূল মুয়ীদ মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ আল-খুয়ারিডিমি (৬৪৫ হি./১২৪৭খৃ.); ইস্তাম্বুল, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, বাঁকীপুর, বার্লিন, দামিস্ক। ১৩৩২ হি./১৮১৭খৃ. হায়দরাবাদে প্রকাশিত।
আবুল বাকা মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন যিয়া ্ল-হানাফী (মৃ. ৮৫৪হি./১৪৫০খৃ.) এর সংক্ষেপন করেন। তিনি তার শরাহর নাম দেন আল-মুসতানাদ মুখতাসার আল-মুসনাদ'। এটি ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন কুতুবখানায় সংরক্ষিত।
১১. কাসিম ইব্ন কুতলুবুগা আল-হানাফী (মৃ.৮৭৯হি./১৪৭৪খৃ.);বার্লিন, ইস্তাম্বুল।
১২. সায়ীদ ইব্ন ঈসা ইব্ন মাহাম্মদ আস-সা'আলিবী ইস্তাম্বুল।
১৩. মুহাম্মদ আবিদ ইব্ন আহমদ আল-সিন্ধী (মৃ. ১২৬৭হি./১৮৪১খৃ.); ফিক্হী অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত। ইমাম বুখারীর 'কিতাব আল আদব আল মুফরাদ'-এর হাশিয়ায় ১৩০৪ হি./১৮৮৭ খৃ. হিন্দুস্তানে প্রকাশিত। ১৩১৮ হি./১৯০০ খৃ. লক্ষ্ণৌতে ও ১৩২৭ হি./১৯০৯খৃ. কায়রোতে প্রকাশিত।
১৪. মুহাম্মদ হাসান লাক্ষ্ণৌভী, ১৩০৯-১৩১৬ হি./১৮৯২-১৮৯৮খৃ.।
১৫. তাশখন্দ ও কায়রোর দারুল কুতুবে আরো কয়েকটি মুসনাদের সন্ধান পাওয় যায়। তবে এসবের প্রস্তুতকারীদের পরিচয় নেই।

---

১. ড. মাহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পা., ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আল-ফিক্হুল-আকবর, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর ওপর আরোপিত এ মুসনাদের অনেক শারাহ রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি পরিচয় :

১. 'তানভীরুস সানাদ ফী ঈযাহি রামমিল মুসনাদ' রচয়িতা উসমান ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মুস্তাফা আল-কামাসী (১১৬৬ হি./১৭৫৭ খৃ.); ইস্তাম্বুল।
২. 'কিতাব যিকর মান রাওয়া আনহু আবূ হানীফা'। রচয়িতা অজ্ঞাত। আঙ্কারা, ইস্তাম্বুল।
৩. 'কিতাব মাশিখাত আবী হানীফা'। রচয়িতা আবূ উমাইয়্যা মারওয়ান ইব্‌ন সওবান; কায়রো।
৪. 'কিতাবুল আরবাঈন আল-মুখতারাত মিন হাদীসিল ইমাম আবী হানীফা'। রচয়িতা ইউসুফ ইব্‌ন আবদিল হাদী (৯০৯ হি./১৫০৩ খৃ.), দামিস্ক, বার্লিন।
৫. 'আওয়ালী আল-ইমাম আবী হানীফা' সংগৃহীত আদ দামিস্কি।
৬. 'মুসনাদ ইমাম আ'যম' উস্‌তাদ কুরাশিদ আলম, দেওবন্দ, উর্দু অনুবাদ।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের পাশাপাশি আকাইদের ক্ষেত্রে এসব গ্রন্থ রচনা করে মৌলিক ভিত প্রস্তুত করে যান। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীরা এর ওপর ভিত্তি করে ইল্‌হ কালামের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটান। ইমাম আবূ মানসূর আল মাতুরীদী (৩৩৩হি./৯৪৪খৃ.) ইমাম সাহেবের পদাঙ্ক অনুরণ করে আকাইদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তা যদিও 'মাযহাবে মাতহুরিদীরা' নামে খ্যাত, তবুও প্রকৃতপক্ষে তা ইমাম সাহেবেরই প্রদর্শিত মাযহাব। ইমাম মাতুরীদি নতুন কিছুই করেন নি। বরং তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মত ও পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তা বিন্যস্ত করেছেন। ইমাম আবূল মানসুর আল-মাতুরীদি তাঁর বিখ্যাত 'কিতাব আত তাওহীদ', কিতাবক তাভীলাত আহলেআল সুন্নহ' 'কিতাব মা'খায আল শরিফা ফি উসূল আলদী', 'কিতাব আল মাকলাত' প্রভৃতি গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কর্তৃক নির্দেশিত আকাইদের বিষয় সমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লষণ প্রদান করে একটি অবকাঠামো নির্মান করেন, যা আকাইদের ক্ষেত্রে কালজয়ী মাযহাব হিসাবে স্বীকৃত।[১]

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন ইমাম আল-মাতুবীদী। পরে তাঁর যোগ্য ছাত্র ও তাদের অনুগামীরা এ পথে প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করেন। এখানে তার কিছু উল্লেখ করা গেল।[২]

১. ক্বাযী আবূল কাসিম হাকিম সমরকন্দী (মৃ.৩৪০/৯৫১খৃ.), তাঁর রচিত 'আল মাওয়াদ আল আ'যম' মাতুরীদীর শিক্ষার দর্পণ হিসেবে স্বীকৃত। বহুবার এটি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'আকীদাতুল ইমাম', শরহু ফিক্‌হিল আক্‌বর' প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি রেখে গেছেন।

---

১. ড. মাহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পা., **ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আল-ফিক্‌হুল-আকবর,** (ঢাকা : ইফাবা প্রকাশনা, ২০০৬), পৃ. ২৩-২৪।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইমাম আবূল হাসান আলী ইব্ন সাইদ আল রুসতাগফিনী, কিতাব ইরশাদ আল মুহতাদী, কিতাব ফিল খিলাফা ও 'কিতাব যাওয়াইদ ওয়া আল ফাওয়াইদ ফি আনওয়াইল উলুম' রচনা করেন।

৩. ফখরুল ইসলাম আবূল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল করীম বাযদাভী (মৃ. ৪৮২ হি./১০৮৯ খৃ.), তিনি প্রসিদ্ধ 'উলুম আল-বাযদাভী' গ্রন্থের প্রণেতা।

৪. আবুল মু'ঈন মাইমীন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুকহুলী আন্ নাসাফী (৫০৮ হি./১১১৪ খৃ.), তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো : বাহরুল কালাম, তাবসিরাতুল আদিল্লা, আত্ তামহীদ লি কাওয়াদ আত্ তাওহীদ।

৫. নাজমুদ্দীন আবূ হাফস উমার ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আন নাসাফী আস-সামারকান্দী -মুফ্তীউস্ সাকালাইন (মৃ. ৫৩৭ হি./১১৪২ খৃ.)। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ 'উমদা 'আকীদাতু আহল আল সুন্নাহ্ ওয়া আল জামাআ'। এর অনেক শরাহ লেখা হয়েছে, যার মধ্যে সায়াদুদ্দীন তাফতাযানীর শরাহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া শতাধিক গ্রন্থের রচনা তার প্রতি আরোপিত।

৬. আলাউদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আবী আহমদ সমরকন্দী (৫৪০ হি./১১৪৫ খৃ.)। তিনি ইমাম মাতুরীদীর তা'ভীলাতের শরাহ লিখেন, যার পান্ডুলিপি বিভিন্ন মিউজিয়াম ও কুতুবখানায় সংরক্ষিত। তিনি 'তুহফাতুল ফুকাহা' শীর্ষক একটি ফিক্হী সংকলন তৈরী করে রেখে গেছেন।

৭. নছরুল হক নুরুদ্দীন আহমদ ইব্ন মাহমুদ সাবূনী (৫৮০ হি./১১৮৫ খৃ.) বিদায়া, হিদায়া, উমদা-শীর্ষক কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ কালাম ও উসূল বিষয়ে রচনা করেছেন।

৮. হাফিয উদ্দীন আবূল বারাকাত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন মাহমূদ নাসাফী (৭১০হি./১৩১০খৃ.)প্রসিদ্ধ আল-মাদারিক গ্রন্থের প্রণেতা।এ ছাড়া তিনি কানযুদ দাকইক, আল-ওয়াফী, আল-উমদা, আল-মানার ইত্যাদি গ্রন্থও রচনা করেন।

৯. আবূল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী, যিনি 'সাইয়েদ শরীফ জুরজানী' নামে খ্যাত, অনেক গ্রন্থ রচনা করছেন। তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো 'শরহুল মাওয়াকিফ'। 'আত্ তা'রীফাত' তার একটি অনবদ্য অবদান।[১]

এসব মনীষীরা ও তাদের মতো অনেকে ইমাম আবূ হানীফার প্রদর্শিত পথে আকাইদ ও ফিক্হের ক্ষেত্রে মুসলিম মিল্লাতের জন্য রেখে গেছেন সিরাতে মুস্তাকিমে চলার সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। এরা সবাই ছিলেন তাদের সমকালীন সময় বিদ্যা ও জ্ঞানে অতুলনীয়। তবুও তারা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কর্তৃক নির্দেশিত মূল ভিতের বিপরীতে কোন নতুন সংযোজন বা বিয়োজন করেন নি। তারা শুধু যুগোপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন যার সব কিছুই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আবদান।

---

১. ড. মাহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পা., **ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আল-ফিক্হুল-আকবর**, পৃ.২৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. ইমাম আ'যমের জ্ঞানস্পর্শে ধন্য সকল শিষ্য ফিকহশাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শিষ্য যাদেরকে তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ দুর্লভ জ্ঞান দান করেছেন তারা তাঁর আবদান। সাধারণ ফক্বীগণের ছাত্র আর ইমাম আ'যম (রাহ.) এঁর ছাত্রদের ভিতর জ্ঞানের ব্যাপক পার্থক্য ছিল। তাই তাঁর অধিকাংশ ছাত্রগণই তাদের সময়ে অন্যান্য সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। কারন তাদের জ্ঞানে ইমাম আ'যমের জ্ঞানের ধারাকাহিকতা প্রকাশ পেত। তাই তাঁর সকল ছাত্রই ফিক্হশাস্ত্রের জন্য বিশেষ অবদান স্বরূপ। যার বিস্তারিত বর্ণনা এ অধ্যায়ে আলোচন করা হবে। আমরা উকুদুল জুমান ও তাযকিরাতুন নু'মান গ্রন্থ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশত ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছি, এ বিপুল সংখ্যক ছাত্র দিয়ে বর্তমানে যমানায় বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা যায়। তবে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কয়েক হাজার ছাত্রকে দরস দিয়েছেন বলে প্রমান পাওয়া যায়। তাঁর ফিকহ-র মাধ্যমে আজও গোটা বিশ্বের অসংখ্য শিক্ষার্থীকে দরস দিয়ে যাচ্ছেন, যা মহান আল্লাহপাকের দরবারে সদকায়ে জরিয়া হয়ে রয়েছে।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর শিষ্যগণের জ্ঞানের মূল উৎস ছিলেন

ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং অপরাপর শিষ্যগণের মতামত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর চিন্তাধারা ও চেতনাবোধ থেকে উৎসারিত। কেননা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর চরম সতর্কতা ও তাকওয়ার কারণে একই মাসয়ালার বিভিন্ন অবস্থা ধরে নিয়ে মাসয়ালা তৈরি করতেন। আর যে অবস্থাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতো, তাকেই প্রাধান্য দিতেন এবং অপরাপরগুলা পরিত্যাগ করতেন। কখনো কখনো একটি মতপ্রগহণ করে তাতেই সকলেই প্রত্যাবর্তন করতেন। এ কারণে সে সব ফকীহর ধারণা যে, শিষ্যগণের মতামত প্রকৃতপক্ষে ইমাম আযমেরই মতামত ছিল, যাতে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন। সুতরাং 'দুররুল মুখতার' (در المختار) -এর গ্রন্থকার ইমাম আবূ ইউসুফের এ বক্তব্য উদ্ধৃত করছেন,

"ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد قاله"

আমি কখনো ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর বিরুদ্ধে মতামত দেইনি। তবে আমার মতামত তাঁর যে কোন একটি মতের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হতো।
ইমাম যুফার (রাহ.) বলছেন,

"ما خالفت أبا حنيفة فى شئ إلا قد قاله"

"আমি কখনো ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর বিরুদ্ধে মতামত পেশ করি নাই বরং আমি তাই বলতাম যা তিনি বলতেন।"
অর্থাৎ আমার মতামতে তাঁর বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটত।[১]
'আল-হাভী' (الحاوى) গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, যখন হানাফী ইমামগণ থেকে যে, কারো বক্তব্য উদ্ধৃত করবেন, তবে সন্দেহাতীতভাবে তা ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্যের সর-নির্যাস বলতে হবে। কেননা তাঁর সকল শিষ্য যেমনঃ আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৫২৫।

Dhaka University Institutional Repository

এবং হাসান (রাহ.) থেকে সম্মিলিতভাবে বর্ণিত যে, তাঁরা বলেছেন, আমরা যে কোন বিষয়ে কোন মাসয়ালা বর্ণনা করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা কসম করে বলেছেন যে, এ কথা সত্য এবং এতে কোন বাড়াবাড়ি নেই। এ সব উদ্ধৃতির মর্ম হলো, হানাফী ফিকহের যাবতীয় মতামত ও চিন্তা-চেতনার মূল উৎস হলেন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এবং রূপকার্থে এসব মতামত অন্যের প্রতি আরোপিত হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.)-এর সামগ্রিক মতামতে এর প্রতিফন হয় নি বা ছিল না। আল-হাভীর গ্রন্থকার এ অভিমত ব্যক্ত করে সাহিবাইন (রাহ.)-কে স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদের দল থেকে বাদ দিয়েছেন এবং তাঁদের উভয়কে তাঁদের উস্তাদের ব্যক্তিত্বের মাঝে বিলীন করে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি আরোপিত মতামতের সম্পর্ককে হাকীকীর পরিবর্তে মাজাযী বা রূপক বানিয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ক্বিয়াস ও ইসতিহ্সান-এর ভিত্তিতে ঘটনাবরীর সমাধানকল্পে বিভিন্ন রকম সমাধান পেশ করতেন। সে সব সমাধান গণমানুষের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হতো অথবা ক্বিয়াসেরও মধ্যে শামিল না হতো অথবা শারঈ উদ্দেশ্যের সাথে গরমিল হতো, এমন সব তিনি পরিত্যাগ করতেন। তাঁর শিষ্যগণ কখনো কখনো তাঁর জীবদ্দশায় অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যাজ্য বিষয়াবলীর ব্যাপারে বিপরীত মতও ব্যক্ত করতেন। সুতরাং এ কথা কখনো ঠিক হবে না যে, শিষ্যগণ তাঁদের উস্তাদ ইমাম আযমের কোন না-কোন অভিমত গ্রহণ করতেন। কখনো কখনো এমনও হতো যে, আবূ ইউসুফ (রাহ.), মুহাম্মদ (রাহ.) এবং যুফার (রাহ.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর পরিত্যক্ত অভিমত ছিল। যখন তাঁর কোন শিষ্য সেই পরিত্যক্ত অভিমতানুসারে ফাতওয়া দিবেন তবে এর অর্থ এমনটি হবে না যে, তিনি তাঁর উস্তাদের অবিমত গ্রহণ করেছেন। বরং এর মর্ম হবে শিষ্য দু'বার তাঁর উস্তাদের বিরোধিতা করেছেন। প্রথমত, তিনি ইমাম সাহেবের নুতন অভিমত ত্যাগ করেছেন; দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর প্রথম অভিমত ত্যাগ করা দুরস্ত ছিল না। এখন স্পষ্টত এ ধরনের বিরোধিতাকারী বিষয়ে এ কথা বলা কতটুকু ন্যায়ানুগ যে, অভিমতের সম্পৃক্ততা তাঁর প্রতি রূপক, বাস্তবিক নয়? শিষ্যগণের মতপার্থক্যের কারণ এমনও হতে পারে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁদের হাতে এমন এমন সব হাদীস পৌঁছেছে, য তাঁর জীবদ্দশায় হস্তগত হয় নাই। এমতাবস্থায়ও এ কথা বলা কি ন্যায়সঙ্গত হবে যে, এ কথাটিও ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শিষ্যদের প্রতি এর সম্পৃক্ততা রূপক? তবে ইব্ন আবেদীন (রাহ.) এ ধরনের ফাতওয়াসমূহকে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-রে যে কোন একটি অভিমত বলে অবশ্যই সাব্যস্ত করে থাকেন। তবুও আমরা শিষ্যদের প্রতি আরোপকে রূপক বরতে পারি না। সুতরাং তিনি লিখেছেন, "যেহেতু ইমাম আম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর শিষ্যগণকে বহৈ রেখেছিলেন যে, আমার অভিমতসমূহ থেকে শুধু

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৫২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সেটিই গ্রহণ কর, যেটিকে তোমরা দলিলযুক্ত মনে কর।" এ দৃষ্টিকোণ থেকে শিষ্যদের অভিমত প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অভিমত। অর্থাৎ শিষ্যদের অভিমতে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অভিমতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা তা তাঁর প্রতিস্ঠিত নীতিমালার উপরই ভিত্তিশীল এবং তিনি তা থেকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যাবর্তনও করেন নি। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত বক্তব্য হলো,[১]

"اذا صح الحديث فهو مذهبی"

"সহীহ্ তথা বিশুদ্ধ হাদীসই আমার মাযহাব বা অভিমত।"

ইমাম ইব্ন আবদুল বার (রাহ.)-এ ও ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর অপরাপর মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে এ ধরনের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, আল্লামা শায়াবানী (রাহ.)-ও এ ধরনের বক্তব্য তাঁর উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন।[২]

২৬. বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান

ইমাম আ'যম কর্তৃক আবিস্কৃত আইনবিজ্ঞান ও বিভিন্ন বাস্তবধর্মী জ্ঞান ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ফলে তাঁর সময়ে এবং বিশেষ করে তাঁর শাহাদাতের পরবর্তী সময়ে সকলের মধ্যেই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতাবোধ দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও তাঁর জ্ঞানের সুরভি ছড়ায়। তিনি যে কোন বিষয়ের বাহ্যিক দিক খেয়াল না করে অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম দিক নিয়ে গবেষণা করতেন এবং সঠিক সমাধান করেতে পারতেন। পরবর্তিতে এ পদ্ধতিটি বিভিন্ন মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ অনুসরন করেন এবং বিধর্মীরাও। তাঁর ইন্তিকালের প্রায় ৭০ বছর পর (২৫০হি./৮৪০খৃ.) থেকে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের মাধ্যমে বিজ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। তখন তাঁর আবিস্কৃত ফিক্হ হানাফী (Hanafi Jurisprudence) দিয়েই দেশ পরিচালনা হতো ফলে দেশে সকল ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য বিরাজ করে ও গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সেই সুবাতাস লাগে এবং পরবর্তী কয়েকশত বছরে বিজ্ঞান তার উৎকর্ষতায় পৌঁছায়। এ সম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মূসা আল খাওয়ারিযমী (১৬৪-২৩৬ হি./৭৮০-৮৫০খৃ.),আল কিন্দী (১৮৫-২৫৯হি./৮০১-৮৭৩খৃ.),আল ফারাবী (২৫৮-৩৪৯হি./৮৭২-৯৫০খৃ.),আবুল কাশেম (৩২৪-৪০৪ হি./৯৩৬-১০১৩খৃ.),আল বিরুনী (৩৬২-৪৩০হি./ ৯৭৩-১০৩৮খৃ.),ইবন রুশ্দ (৫২০-৫৯৫হি./১১২৬-১১৯৮খৃ.),ইবন সিনা (৩৭০-৪২৮হি./৯৮০-১০৩৭খৃ.), ইবন আল হাইসাম (৩৫৪-৪৩০হি./৯৬৫-১০৩৯খৃ.),ইবন নাফিস (৬১০-৭৯০হি./ ১২১৩-১৩৮৮খৃ.) প্রমূখ বাঘা মুসলিম বিজ্ঞানী প্রকাশ হতে লাগলেন[৩] এবং তাঁরা বিশ্বকে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্ন সঠিক ব্যখ্যা দিলেন। তাঁরা আল্লাহর নামে[৪] নতুন নতুন

---

১. আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইব্ন অবেদীন শামী (রাহ.), **শরহ-ওকুদি রছমিল- মুফতী**, পৃ. ২৪।

২. ابو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى, পৃ. ৪৩৯-৪১।

৩. মুহাম্মাদ মিকদাদ সিদ্দিকী সম্পা., **মাসিক ভাটি নাও**, (ঢাকা : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রকা.,নভেম্বর ২০০৫ সংখ্যা), প্রকৌ. মু. রিয়াজুল হকের **'ইসলাম ও বিজ্ঞান'** শীর্ষক আর্টিক্যাল,পৃ. ৩৯।

৪. তৎকালীন মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণের আল্লাহর নাম নিয়ে গবেষণা শুরু করার প্রমাণ পরবর্তী দু'পৃষ্ঠায় দেয়া হল।

Dhaka University Institutional Repository

كتاب الخوارزمي

وحسبنا الله ونعم الوكيل

যখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ছাত্র আবূ ইউসূফ বাগদাদের প্রধান বিচারপতী হয়ে দেশে ফিক্হ হানাফী প্রতিষ্ঠিত করেন তখন মুসলিম বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা আল খাওয়ারিযমী জন্মগ্রহন করেন এবং ফিক্হ হানফীর পরশে বড় হয়ে উঠেন। ২১৫হি./ ৮৩০ খৃ. তিনি 'আল কিতাল আল মুখতাসার ফী হিসাব আল যাবর ওয়াল মুকাবালা' কিতাবের মাধ্যমে অ্যালজ্যব্রা (algebra) ও অ্যালগরিদম (algorithm) নামক উচ্চতর গণিত আবিস্কার করেন। তাই তাকে 'আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের দাদা' বলা হয়। উপরে সে দূর্লভ কিতাবটির একটি পৃষ্ঠা[১] দেয়া হয়েছে।

১. Donald E. Knuth, **Algorithms in Modern Mathematics and Computer Science.** (Springer-Verlag. 1979. ISBN 0-387-11157-3.); http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Khwarizmi.

Dhaka University Institutional Repository

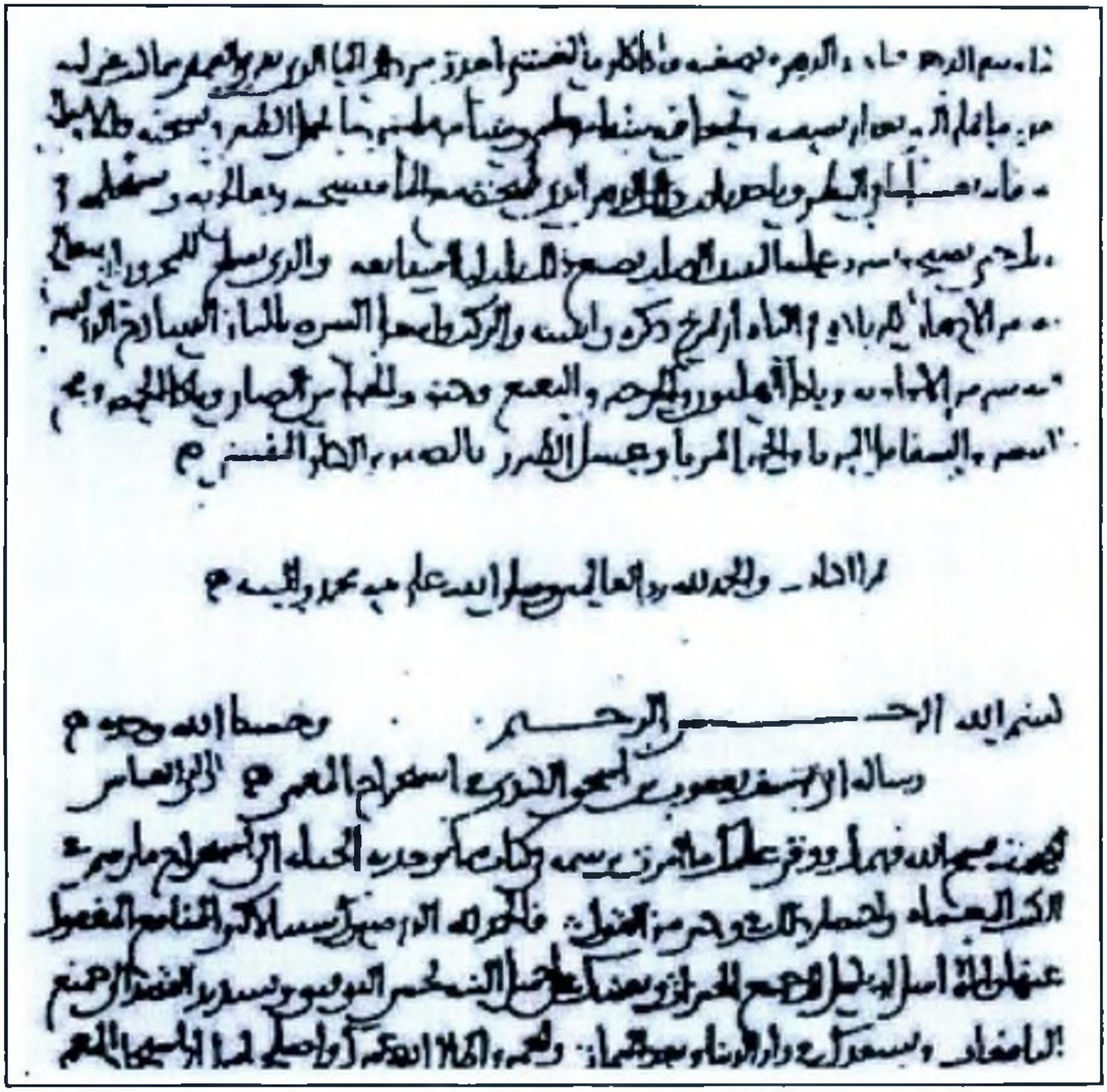

এখানেও যখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ফিক্হ হানাফীর মাধমে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য পরিচালিত হতো তখন মুসলিম বৈজ্ঞানিক ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক আল কিন্দী জন্মগ্রহন করেন এবং ফিক্হ হানফীর পরশে বড় হয়ে উঠেন। তার "কিতাব ফী ইসতিমাল আল 'আদাদ আল হিন্দী" গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার দূর্লভ চিত্র যেখানে তার হতে লিখিত বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহিম দেখা যাচ্ছে। তিনি বিখ্যাত আরব দার্শনিক, গণিতবিদ, জ্যোর্তিবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত।[১]

১. George N. Atiyeh, **Al-Kindi: Philosopher of the Arabs,** (**Rawalpinidi:** Islamic Research Institure, 1966); Adamson 2005, P. **'Al-Kindi'. In Adamson,** P & Taylor, R. (2005). **The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge:** Cambridge University Press. P 33; Klein-Frank, F. Al-Kindi. In Leaman, O & Nasr, H (2001). **History of Islamic Philosophy,** (**London:** Routledge), P 165; http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Kindi.

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান আবিষ্কার করতে শুরু করলেন। কুরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা দিলেন। গনিত ও পদার্থ বিদ্যার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটালেন। তারপর উচ্চতর গনিত আবিস্কৃত হল। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান পরিপূর্ণতা পেতে থাকল। বিশ্বে জন্ম নিল আরো কিছু নতুন বিজ্ঞান। তাঁরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফকে পুঁজি করে ধ্যান আর জ্ঞানের সমন্বয়ে আবিষ্কার করেছেন। কেমিষ্ট্রির জনক জবির ইবন হাইয়ান জীবনের অধিকাংশ সমই বাগদাদে কাটিয়েছেন।[১] উল্লেখ্য তখন ফিক্‌হ হানাফীর মাধ্যমেই রাষ্ট্রে পরিচালিত হতো। আবিস্কৃত হল মহাকাশ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ আরো বিভিন্ন শাখা। ২৯৬ হি./৯০৯ খৃ. মুসলিম গবেষকরা মিলে মিশরে আল-আয্‌হার বিশ্ববিদ্যালয় নামে বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করলেন।[২] এর আগে বিশ্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। এভাবে শুধু বিজ্ঞানের উন্নতি হতে লাগল। অন্যান্য ধর্মের মানুষও গবেষনা করতে শুরু করল। গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য তখন সকলে বাগদাদে আসত। মুসলিম বৈজ্ঞানিক আল ফারাবী ২৬৫ হি./ ৮৭৯ খৃ. তুর্কিস্তানে জন্ম গ্রহন করেন পরবর্তীতে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য হানাফী ফিক্‌হ পরিচালিত বাগদাদ শহরে আসেন এবং সেখানে তিনি ৪০ বছর[৩] গবেষণা করেন। এভাবে অসংখ্য বৈজ্ঞনিকগণ ফিক্‌হ হানাফীর পরশে ধন্য হয়েছেন। তখন মুসলিম বৈজ্ঞনিকগণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন নতুন শাখা আবিস্কৃত হয়। সে যুগকেই স্বর্নযুগ বলা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞান আজকের আবস্থায় পৌঁছেছে। তাই বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান অপরিসীম।

২৭. হানাফী ফিক্‌হ ও হানাফী মাযহাব সংক্রান্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ

ফিক্‌হ ও হানাফী মাযহাব সংক্রান্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ফিক্‌হ সংক্রান্ত সকল গবেষক ও গবেষণা সমূহ ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আবদান। কারন তিনি হানাফী ফিক্‌হ আবিস্কার না করলে এর কোন কিছুই হত না। ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ্‌ তার 'Muslim Contribution to the Arts and Sciences' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, [৪] "Zaid ibn `Ali mentioned that the first monograph of the kind hailed from the pen of Abu Hanifah."

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে বিশ্বের প্রথম সর্বাধিক ছাত্রকে শিক্ষা দিয়েছে। ইতিহাস থেকে এর পূর্বে এত শিক্ষার্থীকে দরস দেয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। আমরা ইতিপূর্বে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কয়েক হাজার ছাত্র থেকে ৫৬১ জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছি। পরবর্তীতে সেই ধারাবাহিকতায়ই বিশ্বে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

১. Michael H. Hart , **The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History,** (New York: **Hart Publishing Company**, 1978), P. 127.

২. মুহাম্মাদ মিকদাদ সিদ্দিকী সম্পা. **মাসিক ভাটি নাও,** (ঢাকা : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রকা.,নভেম্বর ২০০৫ সংখ্যা), প্রফে. মু. রিয়াজুল হকের **'ইসলাম ও বিজ্ঞান'** শীর্ষক আর্টিক্যল,পৃ. ৩৯।

৩. Michael H. Hart, **The 100, A Ranking of the most Influential Persona in History**, P. 340.

৪. Dr. Muhammad Hamidullah, **Muslim Contribution to the Arts and Sciences,**(Pak.), ch.13, p.3.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৮. হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহ রচনার নীতিমালা তাঁর অবদান

নিম্নে হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহ রচনা করার ৪০টি নীতিমালা উল্লেখ করা হল যা ফিক্হশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অমূল্য অবদান।

১. إن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك

"ইয়াকীন বা অকাট্য দলীল প্রমাণিত সত্য সন্দেহ দ্বারা দূরীভূত হয় না।"

যেমন, উযূ আছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকার পর যদি কারো মনে উযূ ভঙ্গের সন্দেহ উদ্রেক হয় তাহলে উযূ ভঙ্গের উপর দৃঢ়বিশ্বাস বা ইয়াকীন না হওয়া পর্যন্ত সে তার উযূর অবস্থায় বহাল থাকবে। অনুরূপ কোন ব্যক্তি উযূ ভঙ্গের উপর দৃঢ়বিশ্বাস থাকার পর যদি তার মনে উযূ করেছে কি করেনি এমন সন্দেহের উদ্রেক হয় তাহলে উযূ করার ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত সে উযূ ভঙ্গ অবস্থায়ই বহাল থাকবে।

২. إن الظاهر يدفع استحقاق ولا يوجب الاستحقاق

"যাহির বা বাহ্যিক লক্ষণ স্বত্বাধিকারিত্বের দাবী রহিত করে এবং তা দাবীকে আবশ্যক করে না।"

যেমন- কোন ব্যক্তির হাতে বা দখলে একটি বাড়ী আছে। এমতাবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি সেটির মালিকানা দাবী করল তবে দাবীদার কর্তৃক সাক্ষী প্রমাণাদি দ্বারা তার মালিকানা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বাহ্যিক অবস্থা অর্থাৎ যে ব্যক্তির হাতে বাড়ীটি রয়েছে তার দখলই দাবীদার-এর দাবীতে অকার্যকর করে দেবে। এখন যদি ঐ বাড়ীর পার্শ্ববর্তী কোন বাড়ী বিক্রি হয় আর ঐ বাড়ীর প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে শুফ্'আ'-এর মাধ্যমে বিক্রিত বাড়ীটি পেতে চায় আর ঐ বাড়ীর দাবীদার ব্যক্তি তা অস্বীকার করে তাহলে বর্তমানে যার দখলে এ বাড়ীটি আছে সেটির বাহ্যিক দখলদারিত্ব দ্বারা সে শুফ্'আর' যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত ঐ বাড়ীটি যে তার সেটি প্রমাণিত হবে।

৩. إن ما ساعده الظاهر فالقول قوله على من يدعى خلاف الظاهر

"যাহির বা বাহ্যিক লক্ষণ থাকে সহায়তা করবে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে এবং অবস্থার বিপরীত দাবীকারীকে সাক্ষ প্রমাণ দিতে হবে।"

যেমন, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উপর ঋন গ্রহণ করেছে বলে দাবী কররে এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করলো আর সে তা অস্বীকার করলো তাহলে ঐ ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং যাহির বা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত দাবীকারীকে সাক্ষ্য প্রমাণ হাযির করতে হবে।[১]

---

১. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ৪২১।

Dhaka University Institutional Repository

৪. انه يعتبر فى الدعاوى مقصود الخصمين فىالمنازعة دون الظاهر
"দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঝগড়ায় বিবাদমান ব্যক্তিদ্বয়ের লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে মামলায় বিবেচনা করা হবে। বাহ্যিক অবস্থাকে নয়।"
যেমন, যে ব্যক্তি আমানত রেখেছিল সে যখন তার আমানত ফেরত চাইল তখন আমানতদার তাকে বললো : "আমি তোমার আমানত তোমাকে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সে বললো তুমি তা ফেরত দাওনি। এক্ষেত্রে আমানত গ্রহণকারী ব্যক্তির কথাই ধর্তব্য হবে।" অথচ সে "আমি ফেরত দিয়েছি" বলে একটি বাহ্যিক বিষয়ের দাবী করছে। কারণ এখানে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিপূরণ আর সে ক্ষতিপূরণের অস্বীকারকারী সুতরাং তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

৫. ان الظاهرين اذا كان احدهما أظهر من الاخر فالاظهر اولى بفضل ظهوره
"দু'টি যাহির বা বাহ্যিক অবস্থার মাঝে একটি আরেকটি থেকে অধিক স্পষ্ট হলে স্পষ্ট বাহ্যিক অবস্থার উপর অধিক স্পষ্ট বাহ্যিক অবস্থা অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে।"
যেমন, কোন ব্যক্তি শিশুর ঋণের ব্যাপারে স্বীকারুক্তি করে তাহালে ইমাম মুহাম্মদ (রা.)-এর মতে তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে যদিও এতে সন্দেহের অবকাশ বর্তমান। ইমাম আবূ উসুফের মতে এটি সঠিক হবে না। যদিও সে বলে যে, এই ঋণ তার উপর একটি চুক্তির মাধ্যমে আবশ্যক হয়েছে তাহলে এর দ্বারা তার উপর কিছুই আবশ্যক হবে না। কেননা বাচ্চদের সাথে তার কোন চুক্তিবিশুদ্ধ নয়। যদি সে একথা স্বীকারোক্তি বৈধ হবে। আর যদি সে অস্পষ্ট কথা বলে তা হলে সৃষ্টি হবে। নচেৎ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) বলেন, বাহ্যত একজন জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের কথা দ্বারা সঠিক হওয়াটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই তার দ্বারা সম্পদ নষ্ট হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়াটাই বিশুদ্ধ হবে। কেননা বাহ্যত একজন জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান সম্পদ নষ্ট করতে পারে না। কারন, সম্পদ নষ্ট করা পাপ।

৬. ان امور المسلمين محمولة على السداد الصلاح حتى يظهر غيره
"অন্য কিছু প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের কার্যাবলী ন্যায় ও কল্যাণের জন্য হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে।"
যেমন, কোন ব্যক্তি যদি এক দেরহাম এবং এক দিনারকে দুই দেরহাম ও দুই দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে তা বৈধ হবে। বক্ষমান ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা কল্যাণকর হিসাবে ধর্তব্যের মধ্যে রেখে বৈধ প্রকিয়ার জন্য এক জাতীয় বস্তুকে ভিন্ন জাতীয় বস্তুকে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর বিপরীতে গণ্য করতে হবে। যদি সে স্পষ্টভাবে বলে যে, এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে এবং এক দিনার দুই দিনারের বিনিময়ে তা হলে উক্ত বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে সুস্পষ্টভাবে এর বাহ্যিক অবস্থাটি পরিবর্তন করেছে।[১]

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৪২১।

Dhaka University Institutional Repository

ان للحالة من الدلالة كما للمقالة .৭

"উক্তি বা বর্ণনার যেমন অর্থ রয়েছে অনুরূপভাবে অবস্থারও অর্থ রয়েছে।"

যেমন, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট আমানত রাখলো অতপর উক্ত ব্যক্তি তার পরিবারের কারও কাছে সে আমানত হস্তান্তর করল এবং তা তার কাছে ধ্বংস হয়ে গেল। তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যদিও আমানত রাখার সময় একথা স্পষ্ট করে অনুমতি দেয়া হয়নি যে, তা অপর কারও কাছে হস্তান্তর করতে পারবে। কিন্তু[১] যখন সে আমানত রেখেছে তখন এ কথা তার জানা ছিল যে, রাত-দিন সার্বক্ষণিক তা হিফাযত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা তার জন্য পরোক্ষ অনুমতিরূপে গণ্য হবে যে, সে তার সম্পদ কখনও সে নিজে কখনও তার পরিবারের কারও দ্বারা সংরক্ষণ করে থাকে। এ অবস্থাটি প্রকাশ্য অনুমতি দেয়ার মতই।

ان قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما فى الصبى .৮

"কখনও কখনও কাজের দ্বারা এমন কিছু প্রতিপন্ন হয় যা কথার মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয় না।" যেমন, শিশুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। শিশু তার কর্মের জন্য ক্ষতিপূরণের সম্মুখীন হলেও তার কথা, চুক্তিও স্বীকারোক্তির কারণে ক্ষতিপূরণের সম্মুখীন হবে না। যেমন- কোন ব্যক্তি চুক্তির মাধ্যমে কাউকে উকিল নিযুক্ত করর পর তার অনুপস্থিতিতে তাকে বরখাস্ত করল তাহলে সে তা না জানা পর্যন্ত বরখাস্ত হবে না এবং ওয়াকিলকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছিল না জানা থাকা অবস্থায় সে যদি তা করে থাকে তবে তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করা জরুরী হবে। যদি ওয়াকিল নিযুক্তকারী নিজেই সম্পাদন করে তা হলে উক্ত ওয়াকিল বরখাস্ত হয়ে যাবে।

ان السؤال والخطاب يمضى على ما وغلب لاعلى ما شذ وندر .৯

"প্রশ্ন এবং সম্বোধন বস্তুর সাধারণ প্রচলিত অর্থে প্রযোজ্য হয়ে থাকে দুর্লভ ও বিরল অর্থে নয়।"

যেমন, কেউ যদি শপথ করে যে, সে ডিম খাবে না তাহলে এ দ্বারা পাখির ডিম বুঝাবে, মাছের ডিম নয়।

إن جواب السوال يجرى على حسب ما تعارف كل قوم فى مكانهم .১০

"প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ এলাকায় প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অনুপাতে বর্তাবে।"

যেমন, কোন ব্যক্তি শপথ করলো যে, খাদ্য গ্রহণ করবে না। এখন এ লোকটি যদি আরব দেশের অধিবাসী হয় তাহলে শুমাত্র দুধ পান করা দ্বারা সে শপথ ভঙ্গকারী হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু সে যদি আনারব হয় তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কারণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে বিভন্ন বস্তুসামগ্রী খাদ্য হিসাবে পরিচিত।[১]

---

১. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ৪২২।

Dhaka University Institutional Repository

১১. ان المرء يعامل فى حق نفسه كما اقربه ولا يصدق على ابطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا

"মানুষের নিজের ব্যাপারে এমন আচরণই করা হবে যেমন সে স্বীকারোক্তি করে। আর অন্যের অধিকার নষ্ট করা কিংবা অন্যের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাকে সত্যায়ন করা হবে না।"

যেমন, কোন বংশ পরিচয়হীন নারী যখন স্বীকারোক্তি করে যে, সে অমুকের দাসী আর ঐ ব্যক্তি তা সত্যায়ন করে তবে সে তার দাসী হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু এর জন্য স্বামীর বিবাহ বাতিল হবে না এবং যার জন্য এরূপ স্বীকারোক্তি করা হয়েছে তার জন্য স্বামীকে কোন ক্ষতিপূরনও দিতে হবে না, যদি সে একবার মহরানা আদায় করে থাকে। আমানত ফেরত দানে আদিষ্ট আমানতদার ব্যক্তি যদি বলে: আমি অমুককে আমানত ফেরত দিয়েছি আর সে তা অস্বীকার করে যে, তুমি আমাকে তা দাওনি তাহলে আমানতদারের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে ক্ষতিপূরণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে। অন্যের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে নয়।

১২. ان القول قول الامين مع اليمين من غير بينة

"কোন প্রকার দলিল-প্রমাণ ছাড়া কসম সহকারে আমানতদার ব্যক্তির কথা গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।"

যেমন, আমানতদার ব্যক্তি আমানতের মাল তার মালিককে ফেরতদান সংক্রান্ত দাবী করা কিংবা তার কাছে তা ধ্বংস হওয়ার দাবী করা।

১৩. ان من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فان الذى هو شرط لنفوذ الاخر يكون فى الحكم سابقا والثانى لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواء

"যে ব্যক্তি এমন কিছুকে আবশ্যক (লাযিম) করে যার বাস্তবায়নের জন্য শর্ত রয়েছে। এ অবস্থায় বিধানের ক্ষেত্রে অন্যের বাস্তবায়নের শর্তটি সাবেকরূপে গণ্য হবে, তাহলে সে ব্যক্তি এমন শর্ত করেছে অন্য কিছুকে বাস্তবায়নের জন্য যা বিধানের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়টি হবে লাহিক বা পরবর্তী বিষয়। আর পরবর্তী বিষয়টি বিশুদ্ধ ও বৈধ হওয়ার জন্য পূর্ববর্তীটির অস্তিত্ব অনিবার্য।"

যেমন, কোন ব্যক্তি যদি নামাযকে তার উপর আবশ্যক করে নেয় তাহলে সে তার উপর পবিত্রতা অর্জনকেও আবশ্যক করে নেয় কারণ, পবিত্রতা অর্জন নামাজের পূর্ব শর্ত।

১৪. ان المتعاقدين إذا صرحا بجهة الفساد فسد واذا ابهما صرف الى الصحة

"চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয় যখন চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার দিকটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে তখন চুক্তিটি বৈধ বলে গণ্য হয়। যখন তারা অশুদ্ধ হওয়ার দিকটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে তখন চুক্তিটি ভঙ্গ হয়ে যায় এবং তারা যখন এ ব্যাপারে অস্পষ্ট ভূমিকা পালন করে চুক্তিটি বিশুদ্ধ বলে গণ্য হয়।"[১]

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৪২৩।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, কোন ব্যক্তি যদি রূপার শাঁস যার ওজন দশ দিরহাম এবং কাপড় যার মূল্য দশ দিরহাম বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে এ শর্তে যে, দশ দিরহাম এক মাস পরে দেয়া হবে। এখন তারা যদি স্পষ্ট করে বলে যে, পরে পরিশোধকৃত দশ দিরহাম কাপড়ের মূল্য এবং নগদ পরিশোধকৃত দশ দিরহাম রূপার শাঁসের মূল্য তাহলে এ বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আর যদি উভয়ে স্পষ্ট করে বলে যে, পরে পরিশোধতব্য দশ দিরহাম রূপার শাঁসের মূল্য তাহলে বিক্রয় ফাসিদ বা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি তারা অস্পষ্ট ভূমিকা পালন করে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নগদ পরিশোধকৃত দশ দিরহামকে রূপার শাঁসের মূল্য এবং পরে পরিশোধতব্য দশ দিরহামকে কাপড়ের মূল্য হিসাবে গণ্য করা হবে।

১৫. ان الضمانات فى الذمة تجب الا بأحد الامرين اما بأخذ أو بشرط فإذا عدم لم تجب

"মূল চুক্তির অন্তর্ভূক্ত অশুদ্ধতা এবং চুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত অশুদ্ধতার মাঝে পার্থক্য করা হবে।"

যেমন, কোন ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম এবং এক বতল মদের বিনিময়ে দাস বিক্রি করলো তাহলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হিসাবে গণ্য হবে। যদি তারা উভয় মদের বিষয়টি বাদও দেয় তথাপি বৈধতা ফিরে আসবে না। কারণ এখানে চুক্তির মূলেই ফাসাদ বিদ্যমান। আর যদি ফসল কাটা পর্যন্ত সময় পরিশোধতব্য এক হাজার দিরহাম বিনিময়ে দাস বিক্রি করে তাহলেও সময় সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকায় ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে। তবে যদি তারা ফসল কাটার সময় হওয়ার পূর্বেই উপরোক্ত শর্ত প্রত্যাহার করে নেয় তবে চুক্তিটি বৈধতা ফিরে পাবে। কেননা এটি মূলচুক্তির বাইরে চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে একটি সংশ্লিষ্ট বিষয়।

১৬. ان الاحتياط فى حقوق الله تعالى جائز وفى حقوق العباد لا يجوز

"হস্তগতকরণ অথবা শর্ত এ দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি ব্যতীত কারো যিম্মায় ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না। কোনটি পাওয়া না গেলে ক্ষতিপূরণ হবে না।"

যেমন, হস্তগত করনের উদাহরণ হল লুণ্ঠনকৃত সম্পদ, বন্ধকী সম্পদ দখল এবং সাক্ষ্য-প্রমানহীন পরিত্যক্ত সম্পদ। আর শর্তের উদাহরণ হল, চুক্তি মেনে নেয়া যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, কায়ালা ইত্যাদি।

১৭. ان الاحتياط فى حقوق الله تعالى جائز وفى حقوق العباد لا يجوز

"আল্লাহ তা'আলা হুকুম বা অধিকারের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন বৈধ, কিন্তু বান্দার অধিকারের ক্ষেত্রে তা বৈধ নয়।"

যেমন, নামায শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হওয়ার মাঝে কোন সমস্যা হলে সাবধানতাবশত পুনরায় নামায পড়া কর্তব্য। কেননা যে অবস্থায় যে ছিল সে অবস্থায় ছেড়ে দেয়ার চেয়ে যে অবস্থায় ছিল না সে অবস্থায় আদায় করাটা উত্তম। আর যদি ক্ষতিপূরণ বৈধ হওয়া ও [1]

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৪২৪।

Dhaka University Institutional Repository

না হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয় তাহলে সাবধানতাবশত তা ওয়াজিব করা যাবে না। কেননা সন্দেহের অবকাশ থাকা অবস্থায় কখনও ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না।

১৮. انه يفرق فى الاخبار بين الاصل والفرع

"সংবাদের ক্ষেত্রে মূল ও আনুষাঙ্গিক বিষয়ের মাঝে পার্থক্য হয়ে থাকে।" স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্ত্রী যদি বলে সে রিযাঈ বোন তবে তাদের মাঝে আসলে কোন পার্থক্য হবে না ফার'-এর ক্ষেত্রে পার্থক্য হবে তালাক খোলা এর মাধ্যমে।

১৯. يفرق بين العلم اذا ثبت ظاهرا وبنه إذا ثبت يقينا

"যাহির বা প্রকাশ্য অবস্থার দ্বারা প্রমাণিত ইল্‌ম এবং ইয়াকীন বা অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত ইল্‌মের মাঝে পার্থক্য হয়ে থাকে।"

যেমন, যে ইল্‌ম ইয়াকীন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তার উপর আমল করা ও বিশ্বাস করা ওয়াজিব। আর যে ইল্‌ম যাহির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তার উপর আমল করা ওয়াজিব হলেও ইতিকাদ করা ওয়াজিব নয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায বিত্‌র নামায এবং দু'টি কান মাথার অংশ বিশেষ হওয়ার যাহির দ্বারা জানা যায়।কিন্তু মাথাত মাসেহ্ করা ফরয যা ইয়াকীন দ্বারা জানা যায়, কিন্তু বায়তুল্লাহকে পিছনে রেখে হাতীমের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া বৈধ নয়। কারণ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া ফরয হওয়া ইয়াকীন দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে যদি কোন বিচারক কোন ফয়সালা দেয়ার পর যাহেরী দলিল দ্বারা জানতে পারে যে, সে ভুল করেছে, তাহলে তার ফয়সালা হয় তবে তার রায় বাতিল হবে না। আর যদি কোন নস্ কিংবা ইজ্‌মার মত কোন অকাট্য দলীল দ্বারা তার ভুল প্রমানিত হয় তবে তার রায় বাতিল হয়ে যাবে।

২০. قد يثبت الشى تبعا وحكما وان كان قد يبطل قصدا

"কখনও কখনও কোন বস্তু অন্য বস্তুর অধীন ও তার হুকুমের আওতাভুক্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে যদিও কখনও তাকে সরাসরি উদ্দেশ্য করা"

যেমন, অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় ওয়াকিলের বরখাস্ত হওয়া এ কথা প্রতিপন্ন করে যে, ওয়াকিল নিযুক্তকারী ব্যক্তি তার কার্যাবলী নিজেই পরিচালনা করতে পারেন। আর তিনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে বরখাস্ত করেন, তবে ওয়াকিল না জানা পর্যন্ত তা বৈধ হবে না। যদি কেউ কোন দাস বিক্রয় করে তবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে বাড়ী বিক্রি করলে বাতাস, ভূমি বিক্রি করলে তার পানি বিক্রয়কৃত সম্পদ বলে গণ্য হবে। তবে কেউ যদি গোলাম বিক্রি না করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা ইচ্ছা করে এবং বাড়ীর বদলে হাওয়া ও ভূমির পরিবর্তে কেবল সেচ-সুবিধা তবে তা বিশুদ্ধ হবে না।

২১. ان الاجازة الاحقة كالوكالة السابقة

"পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত অনুমতি পূর্ববর্তী সময়ে ওয়াকিল হিসাবে নিযুক্তি লাভের'

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৪২৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ।" যেমন, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ অথবা জীবন সম্পর্কে ক্রয়-বিক্রয়, কিংবা বিবাহ প্রদান বা অন্য কোন বিষয়ে কোন চুক্তি সম্পাদন করলো। অত:পর যখন উক্ত ব্যক্তির নিকট এ খবর পৌঁছিল তখন সে তাতে অনুমতি প্রদান করলো এবং চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলো। এ ক্ষেত্রে সম্পাদনকারী ব্যক্তিটি উক্ত ব্যক্তির ওয়াকিল হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মত এর বিপরীত। কেননা তিনি চুক্তি সম্পাদন কার্যক্রম স্থগিত থাকার ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করেন।

২২. ان الموجود فی حالة التوقف كالموجود فی أصله

"চুক্তির আওতাভুক্ত করা হতে বিরত থাকা অবস্থায় কোন বস্তুর বিদ্যমান থাকা মূলচুক্তিতে বিদ্যমান থাকার অনুরূপ।"

যমন, চুক্তির পরে অতিরিক্ত কোন কিছু অর্জন যদি অনুমতি সাপেক্ষে হয় তাহলে ক্রয়কারীর জন্য চুক্তির সময় তা বিদ্যমান ছিল বলেই গণ্য হবে।

২৩. ان الاجازة انما تعمل فی المتوقف لا فی الجائز

"অনুমতি কার্যকর হয় মওকূফ বিষয়ে, জায়িয বিষয়ে নয়।"

যেমন, পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি যদি ছয়শত দিরহাম দ্বারা ক্রয় করে তাহরে সে নিজেই এর ক্রয়কারী হিসাবে গণ্য হবে। অত:পর সে যদি আদেশ দানকারী ব্যক্তিকে জানায় যে, ছয়শত দিরহাম দিয়ে ক্রয় করেছে আর সে তাতে সম্মতি প্রদান করে তাহলে উক্ত সম্মতির কারণে গোলামটি তার হয়ে যাবে না। কেননা ক্রয় কর্মটি ক্রয়কারীর জন্য তখনই ঘটেছে যখন সে তা ক্রয় করেছে। এক্ষেত্রে অনুমতি কার্যকর নয় এবং উক্ত গেলামটিও সম্মতি দানকারীর জন্য হবে না।

২৪. ان الاجازة تصح ثم تستند الی وقت العقد

"অনুমতি সঠিক এবং চুক্তির মেয়াদ কাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে।"

যেমন, যে ব্যাক্তিকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে অনুমতিদানের সময় সে মৃত্যু রোগে আক্রান্ত ছিল আর চুক্তি সম্পাদনের সময় সুস্থ ছিল তা হলে রোগীর কাজ কর্মই ধর্তব্য হবে সুস্থ ব্যক্তির নয়।

২৫. ان الاجازة فی القائم دون الهالك

"অনুমতি প্রবোজ্য হয় যা বিদ্যমান তার ক্ষেত্রে ধ্বংস প্রাপ্ত-এর ক্ষেত্রে নয়।"

সুতরাং মওকূফ থাকা অবস্থায় বিক্রিত বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অনুমতি প্রদান করা হলে তা বাস্তবায়িত হবে না।

২৬. ان كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة والا لا

"সংঘটিত হওয়ার যে সমস্ত চুক্তির জন্য বৈধতাদানকারীর প্রয়োজন হয় সেগুলো অনুমতির জন্য মওকূফ থাকবে না।"[১]

---

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৪২৬।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, কোন ব্যক্তি যখন কোন শিশুর সম্পদ বাজার মূল্যে বিক্রয় করে তখন উক্ত বিক্রয়ের বৈধতা ওলির বা অভিভাকের অনুমতি দানের উপর মওকূফ থাকবে। কেননা বিক্রয়ের ক্ষমতা তারই রয়েছে। তবে যদি সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, অথবা দাসকে মুক্ত করে দেয় কিংবা সে তার সম্পদ দান করে তাহলে তা ওলীর অনুমতির উপর নির্ভর করবে না। কেননা এ সবে ওলীর কোন ইখ্‌তিয়ার নেই।

২৭. ان تعليق الاملاك بالاخطار باطل وتعليق زوالها بالاخطار جائز

"মালিক বানানোর ব্যাপারটি শর্তের সাথে সংযুক্ত করা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং মালিকানা দূরীভূত করণকে শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করা বৈধ।"

যেমন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে এই দাসটি একহাজার মুদ্রার বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রি করব এবং শর্ত পাওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি তার স্ত্রীকে বলে যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি তালাক অথবা সে তার দাসকে বলে : যখন তুমি গৃহে প্রবেশ করবে তখন তুমি স্বাধীন তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে এবং শর্ত পাওয়া গেলে সাথে সাথেই তালাক সংঘটিত হবে ও দাস মুক্তি লাভ করে এবং বৈবাহিক মালিকানা ও দাসত্বের মালিকানা রহিত হয়ে যাবে।

২৮. ان الشئ يعتبر مالم يعد على موضوعه بالنقص والابطال

"বর্তমান অবস্থান ভঙ্গ ও বাতিল করে স্ব-অবস্থানে ফিরে না আসা পর্যন্ত বস্তুকে সঠিকরূপে গণ্য করা হবে।"

যেমন, নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত গোলাম একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন কাজে নিজেকে মজুর খাটায় তখন মালিকের ক্ষতি অপনোদন করার জন্য তার এ কাজ বৈধ হবে না। এখন মেয়াদান্তে যদি আমরা সেটাকে বাতিল করে দেই কোন বিনিময় ব্যতিরেকে গোলামের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপকার বাতিল করার কারণে তার মালিককে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ক্ষতিরোধ করতে হলে গোলামের এ কাজটিকে সঠিক বলে নিরূপণ করতে হবে। কেননা আমরা যদি এটা বাতিল করে দেই তাহলে এটা ক্ষতিকে বারণ করবে না, বরং ক্ষতিকে বাস্তবায়ন করবে, যা পরবর্তীতে আরও ক্ষতি আনয়ন করবে।

২৯. ان كل اية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجيح والاولى ان تحمل على التاويل من جهة التوفيق

"যে সমস্ত আয়াত বাহ্যত আমাদের মাযহাবপন্থীদের কথার বিপরীত হয়, সেগুলো নসখ বা রহিতকরণ প্রক্রিয়ার সাথে অথবা একটি অপরটির উপর প্রাধান্য লাভের যোগ্য। তবে এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনমূলক ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা।"[১]

---

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৪২৭।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, যে ব্যক্তি সন্দেহের অবস্থায় খোঁজখবর নেয়ার পর কা'বার দিকে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে দাঁড়ায়, আমাদের নিকট তা বৈধ, কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী : فولوا وجوهكم شطره এর ব্যাখ্যা হলো এরকম যে, তোমরা তোমাদের চেহারাগুলোকে কা'বার দিকে ফিরাও, যখন তোমরা তা জান। আর সন্দেহের সময় খোঁজ-খবর নেয়ার পর যে দিকে তোমরা মুখ করবে সেটাই তোমাদের কিব্‌লা হওয়ার উদাহরণ। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী : ولرسوله ولذى القرى উক্ত আয়াতে গাণীমাতের সম্পদে নিকটাত্মীয়ের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আমরা বলবো সাহাবাদের ইজ্‌মা দ্বারা এটিই হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এক আয়াত অন্য আয়াতের উপর প্রাধান্য পাওয়ার উদাহরণ, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا উক্ত আয়াতের বাহ্যিক দাবী অনুযায়ী গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে চার মাস ১০ দিন অতিবাহিত না হলে তার গর্ভ খালাস হওয়ার পর ইদ্দত পালন শেষ হওয়া বুঝাবে না। কারণ আয়াতটি 'আম'-যা গর্ভবতী হোক বা অন্য কোন মহিলা হোক যার স্বামী মারা যাবে তার ক্ষেত্রেই আয়াতের হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর অপর আয়াত : واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن এর দ্বারা বুঝা যায় চার মাস ১০ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই গর্ভ খালাস হওয়া দ্বারা ইদ্দত পালন শেষ হবে। কেননা আয়াতটি আম্ চাই তার স্বামী মারা যাক বা অন্য কিছু। ইব্‌ন আব্বাস (রা.)– এর কথার দ্বারা তিনি বলেছেন : এই আয়াতটি ঐ আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং ঐ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। হযরত আলী (রা.) উভয় মুদ্দত বা সময়কাল একত্রিত করেছেন তারিখের সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য।

৩০. ان كل خبر يجئ بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل على النسخ او على انه معارض بمثله ثم صارا الى دليل أخر او ترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح او يحمل على التوفيق وانما يفعل ذلك حسب قيام الدليل فان قامت دلالة النسخ بحمل عليه وان قامت الدالالة على غيره صرنا اليه-

"কোন খবর (হাদীস) আমাদের হানাফী মাযহাবপন্থী আলিমদের কথার বিপরীত বলে মনে হয় সেগুলো হবে রহিত করণ বিধানের উপর, অথবা তার সমকক্ষ বিষয়ের বিরোধী হিসেবে গণ্য করতে হবে। অত:পর তা অন্য একটি দলিল কিংবা প্রাধান্য পাওয়ার জন্য যেসব কারণ রয়েছে তার কোন একটি কারণে আমাদের মাযহাবপন্থীগণ দলিল গ্রহণ করেছেন অথবা উভয়ের মাঝে সমন্বয় করেছেন। আর তা করা হয়ে থাকে দলীলের অবস্থা অনুপাতে। যদি রহিত করণের নিদর্শন থাকে তাকে তার জন্য প্রয়োজন মনে করবে আর যদি অন্য কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে আমরা সেদিকেই ধাবিত হই।"[১]

ইমাম নাসাফী (রাহ.) এ সম্পর্কে বলেছেন : ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন : ফজরের

---

১. ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৪২৮।

Dhaka University Institutional Repository

ফরয নামাযের পরে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নাত নামায পড়া বৈধ। কায়স (রা.) বলেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের ফরয নামাযের পর দুই রাকা'আত নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এ দু'টো আবার কি? আমি বললাম : ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নাত যা ইতিপূর্বে পড়া হয়নি। রাসূলুলুল্লাহ (সা.) চুপ করে রইলেন। ইমাম নাসাফী (রাহ.) বলেন : উক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে যেখানে তিনি বলেছেন : "ফজর নামাযে কুনূতে নাযিলা পড়েছেন।" এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত কুনূতে নাযিলা পড়েছেন, অত:পর তা ছেড়ে দিয়েছেন।" সুতরাং اذا تعارضا تساقطا "যখন দু'টি দলীল পরস্পর বিরোধী হয় তখন উভয়টিই পরিত্যাজ্য হয়।" এখন আমাদের কাছে বাকী রইল ইব্ন মাসউদ (রা.) ও অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরবের গোত্র সমূহের বিরুদ্ধে কুনূতে নাযিলা পড়েছেন দুই মাস এবং এরপর তা ছেড়ে দিয়েছেন। তা'বিল বা ব্যাখ্যার অবকাশ বিদ্যমান সম্পন্ন হাদীসের উদাহরণ রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন তখন বলতেন سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد হাদীস দ্বারা ইমাম ও অন্যদের উভয় যিকরকে একত্রিত করা বুঝা যায়। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : যখন ইমাম বলবে ربنا لك الحمد এটি একটি ভাগ বা অংশ যা শরীক হওয়াকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই এ দু'টি বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করে আমরা বলি যে, একক কেউ যখন নামায পড়বে তখন ইভয়টি উচ্চারণ করবে আর যখন জামা'আতে পড়বে তখন ইমাম প্রথমটি আর মুক্তাদী দ্বিতীয়টি পড়বে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, যে ব্যক্তি নফল নামায পড়বে সে উভয়টি পাঠ করবে আর যে ফরয নামায পড়বে সে একটি পাঠ করবে।

৩১. ان الحديث اذا ورد عن الصحابى مخالفا لقول اصحابنا فان كان لا يصح كفينا مؤوة جوابه كان صحيحا فى مورده وفى غير موضع الاجماع ان يحمل على التاويل او المعارضة بينه وبين صحابى مثله

"যখন সাহাবার হাদীস আমাদের আসহাবদের কথার বিপরীত হয়, অত:পর সেটি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে তার জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি বিশুদ্ধ হয় তা এবং ইজ্‌মার পরিপন্থী হয় তাহলে তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে অথবা তাঁর কথা অন্য কোন সাহাবীর কথার বিরোধীরূপে গণ্য করতে হবে। "

আমাদের আসহাব বলতে ইমাম আযব আবূ হানীফা (৮০-১৫০ হি./৬৯৯-৭৬৭ খৃ.), হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলাঈমান (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খৃ), ইব্রাহীম নাখ'ঈ (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খৃ), আলকামা, আসওয়াদ, শা'বী (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খৃ), মাসরূক, শুরাইহ (মৃ.৭৮হি./৬৯৭খৃ.),, আম্‌র ইবনু শুরাহ্‌বিল, সায়্যেদিনা 'আলী (রা.) (যিলহজ্জ ১৩, ২০হি.পূ.- রমযান ২১, ৪০হি./ মার্চ ১৭, ৫৯৯- জানুয়ারী ২৮, ৬৬১খৃ.) ও [১]

---

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৪২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) (৩৩হি./৬৫৪খৃ.) তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে। এঁদের আদর্শই আমাদের জন্য যথেষ্ট (সাইয়্যেদ মুফ্তী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রাহ.))। ইমাম নাসাফী (রাহ.) বলেন, এক সাহাবীর কথা অন্য সাহাবীর কথার বিপরীত হওয়ার উদাহরণ : যেমন الجد لاخوة -এর ব্যাপারে এবং আইয়্যামুত তাশরিক-এর তাক্বীর সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা।

৩২. اذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص

"কোন ইজ্তিহাদ তার সমকক্ষ কোন ইজ্তিহাদ দ্বারা বাতিল হয় না নস্ দ্বারা বাতিল হয়।"

৩৩. ان النص يحتاج الى التعليل بحكم غيره لابحكم نفسه

"অন্য হুকুম বা বিধান বর্ণনা করার জন্য নস্ ইল্লাতের মুখাপেক্ষী হয়- নিজের হুকুম বর্ণনা করার জন্য নয়।"

যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী : الحنطة بالحنطة الى اخره এতে বর্ণিত ছয়টি বস্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারটি স্বয়ং নস্ দ্বারাই প্রমাণিত অর্থ দ্বারা নয়। এছাড়া বাকী সকল বস্তু সামগ্রী যেগুলোকে ওজন করা হয় সেগুলোর হারাম হওয়া প্রমাণিত হবে এর অর্থ দ্বারা। আর তা হল পরিমাণ ও সমজাতীয় হওয়া।

৩৪. يفرق بين علة الحكم وحمته فان علته موجبة وحكمته غيرموجبة

"হুকুমের ইল্লাত ও হিক্মাত- এর মাঝে পার্থক্য হয়ে থাকে। কেননা ইল্লাত ওয়াজিবকারী, কিন্তু হিক্মত ওয়াজিবকারী নয়।"

যেমন, কসর নামাযের ইল্লাত বা কার্যকারণ হলো সফর আর এর হিক্মত হলো-কষ্ট। সফর কসরকে প্রতিষ্ঠিত করে যদিও এতে কষ্ট না থাকে। আর হিক্মাত না পাওয়া হুকুম না পাওয়াকে আবশ্যক করে না। আর ইল্লাত পাওয়াটাই বিধানকে ওয়াজিব করে। রেহেম খালি করার আবশ্যকতার ইল্লাত বা কার্যকারণ হলো মিলকে ইয়ামীনের মাধ্যমে নতুনভাবে সহবাস করার অধিকার লাভ করা। এর হিক্মত হলো বংশ সংরক্ষণ এবং একজনের বীর্য যাতে অন্য জনের বীর্যের সাথে মিশ্রিত না হয় তার থেকে নিরাপদ থাকা। অত:পর যখন কোন কুমারী অথবা দাসী মেয়েলোক বা বালিকা ক্রয় করবে তখন ওয়াজিব হবে রেহেম খালি আছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। সুতরাং হিক্মাত না পাওয়া ওয়াজিব না হওয়াকে আবশ্যক করে না।

৩৫. ان السائل اذا سال سؤا لا ينبغى للمسئول ان لا يجيب على الا طلاق والارسال لكن ينظر فيه ويتفكر انه ينقسم الى قسم واحد او الى قسمين او اقسام ثم يقابل فى كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج اليه السؤال وهذا الاصل تكثر منفعته لانه اذا اطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض لان اللفظ فلما يجرى على عمومه

"প্রশ্নকারী যখন কোন প্রশ্ন করে তখন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উচিত সাধারণ ও নি:শর্তরূপে কোন উত্তর না দেয়া, বরং তিনি বিষয়টি ভেবে দেখতেন যে, এটি এক প্রকার নাকি[১]

---

১. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ৪৩০।

Dhaka University Institutional Repository

দু'প্রকার নাকি অনেক প্রকার। অতপর প্রতিটি দিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে প্রশ্নের সাথে ভারসাম্য রক্ষাকরে উত্তর প্রদান করবেন। এটিই অধিক ফলদায়ক। কেননা সাধারণভাবে দেখা যায় যে, অর্থবোধক হয়ে থাকে। সকল ধরনের ইবাদত, মালিকানা স্বত্ব এবং অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ এ ধরনের প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে।"

যেমন, বলা হলো কোন ব্যক্তি যুহর নামাযে দু' রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালো তার নামায নষ্ট (ফাসিদ) হয়ে যাবে কি? অথবা বলা হলো রোযা অবস্থায় সামান্য কিছু খেয়েছে? অথবা বলা হয় যে, সে একজন মানুষকে হত্যা করেছে তার উপর কি ওয়াজিব হবে? তখন জিজ্ঞেস করাকে কি ধরনের অস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছে? বলা হলো জনৈক ব্যক্তি যিনা করেছে তার কি শাস্তি হবে? তখন জিজ্ঞেস করা হলো সেকি বিবাহিত না অন্য কিছু। এ ধরনের দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে।

৩৬. ان الحادثة اذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جوابا ونظيرا فى كتب اصحابنا فانه ينبغى له ان يستنبط جوابها من غيرها اما من الكتاب او من السنة او غير ذلك مما هو الاقوى فالاقوى

"যখন এমন কোন ঘটনা ঘটে যার সঠিক জবাব বা দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যাকার আমাদের মাযহাব পন্থীদের পুস্তকে খুঁজে পান না তখন তার কর্তব্য হলো অন্য পন্থায় এর জবাব বের করা। হয় তো কুরআন থেকে নয়তো হাদীস থেকে অথবা অন্য কিছু থেকে যা পর্যায়ক্রমের একের পর এক শক্তিশালী।"

৩৭. إن اللفظ اذا تعدى معنين أحدهما اجلى من الاخر والأخر اخفى فان الاجلى املك من الاخفى

"কোন শব্দ যখন এমন দু'টো অর্থ দেয় যার মাঝে একটি স্পষ্ট আর অপরটি অস্পষ্ট তখন স্পষ্ট অস্পষ্ট অর্থের উপর প্রাধান্য পাবে।"

যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী :

"ولكن يواخذكم عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين "

আয়াতটি আমাদের মাযহাব পন্থীরা আক্‌দ শব্দ-এর প্রধান অর্থ গ্রহণ করে একে ভবিষ্যত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। আর শাফি'ঈগণ আক্‌দটিকে অন্তরের দৃঢ়তা অর্থে অতীতকালের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। প্রথম অর্থটিই খুবই স্পষ্ট বিধান উত্তম।

৩৮. يجوز ان يكون اول الاية على العموم واخرها على الخصوص

"কোন আয়াতের প্রথমাংশ عموم ব্যাপক অর্থবোধক এবং শেষের অংশ নির্দিষ্ট অর্থবোধক হওয়া বৈধ এর বিপরীত অবস্থাও বৈধ।" অর্থাৎ প্রথমাংশ নির্দিষ্ট অর্থবোধক হওয়া আর শেষাংশ ব্যাপক অর্থবোধক হওয়া।[১]

---

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৪৩১।

যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী :

"ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وجية مسلمة الى اهله "

এর পর যে ব্যক্তি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং হিজরত করে নাই তার ব্যাপারে বলা হয়েছে :" " فان كان من قوم عدولكم وه مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

এখানে" ودية مسلمة الى اهله "বলা হয়নি।

৩৯. ان التوفيقين اذا تلاقيا وتعارضا وفى احدهما تر اللفظين على الحقيقة فهو اولى

" যখন দু'টি সমন্বয় পরস্পর মিলিত হয়ে একটি অপরটির বিরোধী হয় এবং একটিতে দু'টো শব্দকেই তাদের প্রকৃত (হাকীকী) অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয় তবে সেটাই উত্তম।"

যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বরেছেন :

"المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة المستحاضة تتوضا لكل صلاة"

আমাদের মাযহাবপন্থী আলিমগণ উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের উভয়টির উপর আমল করেছেন এবং বলেছেন : ইস্তিহাযার রোগীর পবিত্রতা নামাযের সময় পর্যন্ত হবে অলম্বিত, কেননা প্রথম হাদীসে নামাযের সময়ের উল্লেখ রয়েছে। আর দ্বিতীয়টিতে সালাত বা নামায বরে মূলত নামাযের সময়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাই এটাকে সে অর্থে ব্যবহার করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বরেছেন : " اين ادركتنى الصلوة تيممت "অর্থাৎ নামাযের সময়। ইমাম শফিঈ বলেন : এ হাদীসটি সেই সময়ের নামাযের সাতে নির্দিষ্ট তাই তিনি দ্বিতীয় হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং প্রতম হাদীসে উক্ত

" الوقت " শব্দটিকে বাদ দিয়েছেন।

৪০. ان البيان يعتبر بالابتداء ان صح الابتداء والا فلا

"বর্ণনা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে প্রাথমিক অবস্থার দ্বারা, যদি প্রাথমিক অবস্থা বিশুদ্ধ হয় তা হরে বর্ণনা বিশুদ্ধ হবে অন্যথায় হবে না।"

যেমন, কোন ব্যক্তি সহবাস করেছে তার এমন দু'জন স্ত্রীকে বললো : তোমরা উভয়েই তালাকপ্রাপ্ত। অত:পর তাদের ইদ্দত পালনকালীন সময়ে তাদেরকে বললো : তোমাদের একজন তিন তালাকপ্রাপ্ত। তাহলে উক্ত ইদ্দতে থাকা অবস্থায় তার জন্য এ কথা বর্ণনা করা জরুরী যে, এ দু'জনের মাঝে কার সম্পর্কে সে এ কথা বলেছে। যদি সে ইদ্দতের মধ্যে এরূপ বর্ণনা প্রদান করে তা হলে তার বর্ণনা সঠিক হবে। যেমনিভাবে সে প্রথমে এরূপ বললেও সঠিক হতো। আর যদি তাদের উভয়ের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর দু'জনের কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে তিন তালাকের বিবরণ পেশ করে তা হরে তা সঠিক হবে না। যেমনিভাবে ইদ্দত খতম হওয়ার পর প্রথমে এরূপ বললে সঠিক হয় না। আর যদি তাদের দু'জনের মধ্যে প্রথমে একজনের ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তা হলে অপর জন তিন তালাকের ক্ষেত্র হিসাবে অবশিষ্ট রয়ে যাবে।[১]

---

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৪৩২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৯. হানাফী ফিক্হ-র রচয়িতাগণ ও গ্রন্থাবলী তাঁর অমূল্য আবদান

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জ্ঞান ও দিকনির্দেশনার পরশেই হানাফী মাযহাবের ফিক্হ শাস্ত্রের সকল রচনাগুলো সম্পন্ন হয়েছে। যদি তিনি হানাফী ফিক্হ প্রতিষ্ঠা না করতেন তাহলে হানাফী মাযহাবের কোন রচনাই হতো না। তাই হানাফী মাযহাবের ফিক্হ শাস্ত্রের রচয়িতাগণ ও গ্রন্থাবলী ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান। হানাফী ফকীহ্গণের মধ্যে শামিল রয়েছেন ইমাম আ'যম (রাহ.) এঁর প্রত্যক্ষ অসংখ্য ছাত্র। তাঁদের মধ্যে কতিপয় ছাত্র ওস্তাদেরখেদমতে বেশ কিছুদিন থেকে 'ইল্ম ও ফায়য হাসিল করে স্বদেশে ফিরে যান। আবার কেউ কেই ওস্তাদেরইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্য আঁকড়ে থাকেন। উভয় প্রকার ছাত্র হতে মুজতাহিদ ফকীহ্ ছিলেন শত শত, যারা ফিক্হ হানাফী প্রণয়নে অমরকীর্তি রেখেছেন।[১] এরং তাদের পরবর্তী ছাত্রগণ তাদের পরবর্তী ছাত্রগণ এবং তাদেঁর পরবর্তীগণ সকলেই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর আবদন। নিম্নে হানাফী ফিক্হ-র রচয়িতাগণ ও গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত পরিচিতি ও অবদান আলোচনা করা হল:

হানাফী ফিক্হ-র গ্রন্থসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত,[২]

প্রথমত: উসূল বা মৌল গ্রন্থ। এ সবকে 'যাহিরুর রিওয়ায়াত' বলা হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.), ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর অভিমত ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। যা ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-তাঁর ছয়খানা গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

দ্বিতীয়ত: নাওয়াদির গ্রন্থরাজি। এসবও হানাফী মাযহাবের নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ থেকে বর্ণিত। তবে এসবে এমন বর্ণনাসমূহ স্থান পেয়েছে যা উপরোক্ত ছয়টি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নি। আর এসবও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত। যেমন, কায়সানিয়াত, হারুনিয়াত, যুরজানিয়াত, রাক্কিয়াত। অথবা তিনি ব্যতীত অপরাপর ব্যক্তির গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাসান ইব্ন যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ.) প্রমুখের সংকলনে। আল্লামা ইব্ন আবেদীন লিখেছেন ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-এর 'আল-ইমালী'-এর মধ্যে শামিল। ইমালী শব্দ ইম্লা-এর বহুবচন। যার মর্ম হলো, মুজ্তাহিদ ওস্তাদতাশরীফ রাখলেন এবং ছাত্রগণ লিখার সামগ্রী (কাগজ-কালি) নিয়ে তাঁর চারপাশে বসে গেলেন। ওস্তাদআল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁর মুখস্ত জ্ঞান বলে যেতে লাগলেন। ছাত্রগণ (শ্রুতিলিপির ন্যায়) লিখে যেতে লাগলেন। তারপর লিখিত বস্তুকে একটি গ্রন্থাকারে একত্রিত করা হলো। একেই ইমলা বা ইমালা বলা হয়ে থাকে। সালফে সালেহীন, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীন ও আরববাসীদের মধ্যে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে এ ধরণের ''ইল্মী চর্চা কমে যেতে থাকে এবং উলামায়ে কিরামের

---

১. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৪৮।

২. ইবন অবেদীন শামী, **শরহ-ওকুদি রছমিল- মুফতী**, (**দেওবন্দ,ভারত**: মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা), পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর কারণে তা অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যে সব অভিমত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, তা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীমা, মুআল্লা ইব্‌ন মানসূর প্রমুখের কয়েকটি নির্ধারিত বিষয়ের বর্ণনাসমূহ। এ ধরণের বর্ণনাসমূহ 'নাওয়াদির'-এর মধ্যে গণ্য এবং প্রথম প্রকার অর্থাৎ আল-উসূল পর্যায়ের নেই। দ্বিতীয় প্রকার গ্রন্থসমূহ মর্যাদার দিক থেকে প্রথম প্রকারের নিম্নস্তরের। উভয় প্রকারের গ্রন্থসমূহের মধ্যে বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে উসূল পর্যায়ের গ্রন্থসমূহই নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেননা প্রথম প্রকারের গ্রন্থসমূহ মাযহাবের মৌলভিত্তি মূলক গ্রন্থ হিসেবে গণ্য এবং তা সনদের দিক থেকেও শক্তিশালী।

তৃতীয়ত: ফাত্ওয়া ও ঘটনাবলী । এর মর্ম হলো, পরবর্তী যুগের মুজ্তাহিদীন-এর এমন সব মাসআলা যা তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা এর জবাব পূর্ববর্তী মুজ্তাহিদীনের মাযহাবের কোন বর্ণনায় পেলেন না। সুতরাং তাঁরা নিজেরাই এর জবাব উদ্ভাবন করলেন বা বের করলেন। এ পর্যায়ের পরবর্তীগণ হলেন : ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)এবং তাঁদের পরবর্তীতে আগত আইম্মায়ে দ্বীনের ছাত্র ও শিষ্যগণ। আর এঁরা সংখ্যায় অনেক।[১]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর একান্ত সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সুযোগ্য ছাত্রগণ পরবর্তীকালে তাঁর মায্হাবকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছেন। সন্দেহাতীতভাবে তা একটি অনন্য খেদমত। এতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মহান শান ও মর্যাদা মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত হয়েছে। কেননা এই সব ব্যক্তিত্ব নিজেরাই ফকীহ্ ইমাম ছিলেন। যেমন ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)মহান মর্যাদার অধিকারী ইমাম ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (রাহ.)'ফিকহুর রায়' ও 'ফিকহুল হাদীস'-এ ছিলেন সমভাবে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে ছিলেন 'ইরাকী ফিক্হ্'-এর রাবী আর অন্যদিকে ইমাম মালিক (রাহ.)-এর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থের রাবী। উপরন্তু তিনি উভয়ের মধ্যে যথোপযুক্ত সমন্বয় সাধনও করেছিলেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সুযোগ্য শিষ্যগণ একদিকে তাঁদের উস্তাদের রাবী এবং তাঁর ফিক্হ-র লিপিবদ্ধকারী হওয়াকে পছন্দ করেছিলেন (অবশ্য কেউ কেউ স্বয়ং ইজতিহাদও করেছেন)। তাদের এই অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি পরবর্তী যুগের জন্য ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর জাগ্রত মর্যাদা ও গরীমার জন্য 'সোনায় সোহাগা' হিসেবে পরিণত হয়েছিল।[২] ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্ববধানে সংকলিত ও লিপিবদ্ধকৃত একটি বিশাল 'ফিক্হ্' গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে সুখের বিষয় যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) জীবিত থাকতে এবং তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর সুযোগ্য

---

১. আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.), **শরহ্-ওকুদি রছমিল- মুফতী**, পৃ. ১১৯।

২. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ. ২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) তাঁদের প্রাণপ্রিয় ওস্তাদেরঅনুপ্রেরণা অনুসরণে পূর্ণাঙ্গ 'হানাফী ফিক্হ্' প্রণয়ন সুসম্পন্ন করেন এবং গ্রন্থাকারে উম্মতের জন্য উপহার দিয়ে যান।

ইমাম আ'যম (রাহ.) শিষ্য ও ছাত্রগণ তাঁর ফিক্হী অভিমত সংকলন করেছেন এবং সুবি্ন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কখনো কখনো ছাত্রগণ তাঁদের লেখা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে পড়ে শুনাতেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর গ্রন্থসমূহে বেশীর ভাগই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতামত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শাহাদাতের সময় ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর বয়স ছিল মাত্র আঠার বৎসর।[১] কাজেই সম্ভবত তিনি তাঁর ওস্তাদ আবূ ইউসুফ অথবা অপরাপর ওস্তাদগণ (যাঁরা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ছাত্র ছিলেন) থেকে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ফিক্হী অভিমত আহরণ করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছেন, অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি সরাসরি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে শুনেছেন। ইতিহাসের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ছাত্রগণ তাঁর ফাত্ওয়া লিপিবদ্ধ করতেন এবং সময় সুযোগমত সেইসব পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও স্বীকৃতির জন্য তাঁর সমীপে উপস্থাপন করতেন। আল্লামা ইবনুল বাযাযী (রাহ.) 'আল-মানাকিব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে,[২] " আবূ আবূদুল্লাহ্ বলেন, আমি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর বক্তব্য ও মতামত লিপিবদ্ধ করে তাঁকে পড়ে শুনাতাম।"

নিম্নে হানাফী ফিক্হ-র রচয়িতাগণের পরিচিতি তুলে ধরা হলঃ

বিচারপতি (কাযী) ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) (১১০-১৮২ হি./৭৩১-৭৯৮ খৃ.)

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-এর পূর্ণ নাম ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন হাবীব আনসারী। তিনি ১১০ হি./৭৩১ খৃ. তে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই পড়া-লেখা সমাপন করেন এবং স্থায়ী নিবাস গড়েন। তিনি বংশসূত্রে ছিলেন আরবীয়।[৩] ১৮২ হি./৭৯৮খৃ. তে ওফাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর সম্বন্ধে জারীর তাবারী (রাহ.) লিখেছেন :[৪]

"কাযী আবূ ইউসুফ (রাহ.) অত্যন্ত উঁচুমানের ফকীহ্ এবং হাফিযে হাদীস ছিলেন। হাদীস হিফযে তাঁর প্রচুর সুখ্যাতি ছিল। তিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট এবং পঞ্চাশ বা ষাটটি হাদীস মুখস্ত করে ফেলতেন। তারপর দাঁড়িয়ে মুখস্ত হাদীসগুলো ওস্তাদকে শুনাতেন। হাদীসে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি একাধারে মাহদী, হাদী এবং হারুনুর রশীদ-এ তিন খলীফার কাযী ছিলেন।" ইব্ন আবূ বার (রাহ.) বলেছেন,

---

১. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ২৭০।
২. ইব্ন যাযাযী, **আল মানাকিব**, ২ খ., পৃ. ১০৯।
৩. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৪৮।
৪. حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله، الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء تعالى: ٤٦٣ هـ
পৃ. ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

"খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)তাঁর রাজ-দরবারে ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।"

ইমাম আবূ ইউসুফের বদৌলতে হানাফী ফিক্হ-এর বিপুল উপকার সাধিত হয়েছে। কাযীর পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে তিনি হানাফী ফিক্হকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ পান। কেননা বিচারের ব্যাপারে দেশে তিনি গণ-মানুষের অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি মানুষের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। আর এমনিভাবে তিনি জনসাধারণের প্রয়োজন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হয়েছেন। ফলে তাঁর 'ক্বিয়াস' এবং 'ইস্তিহ্সান' শুধু চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বাস্তবক্ষেত্র থেকেও তিনি তা আহরণ করেছেন। অর্থাৎ বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে তাঁকে ক্বিয়াস ও ইস্তিহ্সানের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) কাযীর পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে 'হানাফী ফিক্হ' বিরাট উন্নতি সাধন করে এবং তিনি আব্বাসী খিলাফতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১] এর বাস্তব ফল এই হলো যে, যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)এর মধ্যে ছিল, এর দ্বারা হানাফী ফিক্হ্ ফুলে ফলে সুশোভিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-ই ফুকাহায়ে– রায়-এর প্রথম ফকীহ্, যিনি নিজের অভিমতকে হাদীস দ্বারা শক্তিশালী ও প্রমাণিত করেছেন, আর এভাবেই তিনি 'আহলুর-রায়' ও 'আহলে হাদীস'-কে একই মঞ্চে একত্রিত করেছিলেন।[২] কেননা তিনি মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে জ্ঞান-গরিমা আহরণ করে ধন্য হয়েছিলেন। এমনকি তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম আবূ ইউসূফে (রাহ.)- এর ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন- ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, ইব্রাহীম ইব্ন জাররাহ আল-মাদানী আল-কাযী, ইব্রাহীম ইব্ন সালামাহ্ তায়ালিসী, ইব্রাহীম ইব্ন ইউসুফ আল-বাল্খী, আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ, আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইরাঈল, আসাদ ইব্ন ফুরাত, ইসহাক ইব্ন আবূ ইসরাঈল, ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফা, ইসমাঈল ইব্ন ফাযল, আশরাফ ইব্ন সাঈদ, জাফর ইব্ন ইয়াহইয়া, হাসান ইব্ন যিয়াদ, হাসান ইব্ন আবূ মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ প্রমুখ।[৩] আবূ ইউসুফ তাঁর ওস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সর্ম্পকে নিজেই বলেছিলেন,[৪]

"ما اعظم بركة أبى حنيفة فتح لنا سبيل الدنيا والاخرة"

"ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বরকত এতই মহান ছিল যে, তিনি আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

১. আল যিরকলী, **আল আ'লাম,** (**বৈরুত** : দার আল ইলমি লিল মালায়িন, ১৯৮০), ৮ খ., পৃ. ১৮১।

২. ইব্ন আল নাদীম, **আল ফিহরিস্ত,** পৃ.২০৩ ; ইবন কুতায়বাহ, **আল মা'আরিফ,** পৃ. ৪৯৯।

৩. **ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** পৃ. ১৪৯।

৪. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-এর গ্রন্থাবলী

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আর তাতে নিজের এবং নিজের ওস্তাদেরচিন্তাধারা ও অভিমতসহ লিপিবদ্ধ করেন। ইব্ন নাদীম (রাহ.) তাঁর এ সব গ্রন্থের বর্ণনা দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন তা হল,[১]

১. كتاب الصلوة (কিতাবুস্ সালাত)
২. كتاب الزكواة (কিতাবুয যাকাত)
৩. كتاب الصيام (কিতাবুস্ সিয়াম)
৪. كتاب الفرائض (কিতাবুল ফারাইয)
৫. كتاب البيوع (কিতাবুল বুয়ূ)
৬. كتاب الحدود (কিতাবুল হুদূদ)
৭. كتاب الوكالة (কিতাবুল ইকালা)
৮. كتاب الوصايا (কিতাবুল ওয়াসায়া)
৯. كتاب الصيد والذبائح (কিতাবুস্ সাইদ ওয়ায-যাবইহ্)
১০. كتاب الغصب والإستبرأ (কিতাবুল গাযব ওয়াল-ইসতিবরা)
১১. كتاب أختلاف الأمصار (কিতাবু ইখ্তিলাফিল আমসার)
১২. كتاب الرد على مالك بن أنس رحمه الله (কিতাবুর রাদ্দি আলা মালিক ইব্ন আনাস)
১৩. إمالى (ইমালী) ইমামের অভিমত সংকলন , ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত।
১৪. কিতাবুল আসার (كتاب الآثار) হাদীস ও ফিক্হ গ্রন্থ। ফিকহী অনুচ্ছেদের আলোকে বিন্যস্ত। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে মুত্তাসি সনদে বর্ণিত।
১৫. أختلاف ابن أبى ليلى (ইখ্তিলাকু ইব্ন আবী লায়লা)
১৬. الرد على سير الأوزاعى (আর রাদ্দু আলা সিয়ারিল আওয়াঈ)
১৭. كتاب الخراج (কিতাবুল খারাজ) এতে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ উদ্ধৃতি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ফাতাওয়ায়ে সাহাবা থেকে নেয়া।
১৯. কিতাবুল জাওয়ামি' (যা তিনি ইয়াহইয়া ইব্ন খালিদ-এর জন্য রচনা করেছিলেন)। গ্রন্থখানা ৪০টি কিতাবের সমষ্টি। এতে মানুষের মতবিরোধ এবং কার্যকরী রায় ও অভিমত বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী (রাহ.) (১৩২-১৮৯ হি./৭৫০-৮০৫খৃ.)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (রাহ.) হানাফী মাযহাবের মহান ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান শায়বানী, উপনাম আবূ আবূদুল্লাহ্। যেহেতু তিনি শায়বান গোত্রের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, সেহেতু তাঁকে 'শায়বানী' বলা হতো।[২] তিনি ১৩২ হি.তে জন্মগ্রহণ করেন এবং

১. ইব্ন আল নাদীম, **আল ফিহরিস্ত**, (মিসর: আল মাসা'য়াত আল রাহমানিয়াহ্, ১৩৪৮হি./১৯২৯খৃ.), পৃ.২৮৬।
২. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯ হি./৮০৫ খৃ. তে ওফাত লাভ করেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ওফাতকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠার বছর। তিনি দু'বছর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে 'ইল্ম অর্জনের সুযোগ পান।[১] তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) থেকে ফিক্হ্ হানাফীর উপর শিক্ষা সমাপন করেন। তিনি ইমাম সুফয়ান সাওরী (রাহ.) ও ইমাম আওযাঈ (রাহ.)থেকে শিক্ষা-দীক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন। গভীরভাবে ইরাকী ফিক্হ্ অধ্যয়নের পর তিনি ইমাম মালিক (রাহ.)-এর সান্নিধ্যে হাযির হন এবং তাঁর থেকে একাধারে ফিক্হ্, হাদীস, ইতিহাস এবং তাঁর চিন্তাধারা ও অভিমত আহরণ করেন। সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল তিনি ইমাম মালিক (রাহ.)-এর সান্নিধ্যে অবস্থান করেন।[২] তিনি ছিলেন অতি উচ্চমানের সাহিত্যিক। বাগ্মিতায় ছিলেন অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল অতুলনীয় আকর্ষণ-শক্তি।

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,[৩] "তিনি ছিলেন সুনিপুণ ও বাক্যালংকারে পরিপূর্ণ বাগ্মী। তিনি যখন কথা বলতেন, শ্রোতাগণ মনে করতেন যে কুরআন তাঁরই ভাষায় নাযিল হয়েছে।"

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (রাহ.)-এর ব্যক্তিত্বে এমন সব সদগুণাবলীর যা তাঁর ওস্তাদইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)ব্যতীত অপর কারো মধ্যে ছিল না। তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে ইরাকী ফিক্হ্ আহরণ করেছিলেন। কাযী পদের দায়িত্ব পালনে তাতে আরও ব্যাপকতা ও বিশালতার সৃষ্টি হয়েছিল। মদীনা শরীফের ওস্তাদ ইমাম মালিক (রাহ.) থেকে হিজাযবাসীগণের ফিক্হ্ আহরণ করেছেন, সিরিয়াবাসীগণের ফিক্হ্ সিরিয়ার প্রখ্যাত শায়খ ইমাম আওয়াঈ (রাহ.)-এর নিকট অধ্যয়ন করেছেন। অংকশাস্ত্রে তিন সুগভীর পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। অপূর্ব ও অতুলনীয় বাক শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি কাযীর দায়িত্ব পালনে তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় 'সোনায় সোহাগা' হিসেবে পরিণত হয়েছিলেন। এতে তিনি ফিক্হ-র পান্ডিত্যে কার্যকরী অভিজ্ঞতা লাভে ধন্য হলেন। এর ফলে তিনি ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার জগতের সীমা-পরিসীমার চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কার্যকরী জগতে পা রাখতে সক্ষম হন। ফিক্হী সংকলনে তাঁর ঝোঁক ছিল প্রবল। সত্য কথা হলো, ইরাকী ফিক্হ্ তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মধ্যমণি। তিনি শুধু ইরাকী ফিক্হ্ সংকলন করেই ক্ষ্যান্ত হননি, বরং তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) থেকে 'মুয়াত্তা' রিওয়ায়াত করেছেন, তা সংকলন ও বিন্যাস করেছেন। 'মুয়াত্তা' ইমাম মালিক (রাহ.)-এর রাবীগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর রিওয়ায়াতসমূহ উত্তম রিওয়ায়াত বলে গণ্য। ইরাকী ফিক্হ-র সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তিনি ইমাম মালিক (রাহ.)ও হিজাযবাসীগণের মতামত খন্ডন করতেন।[৪]

---

১. আল যিরকলী, **আল আ'লাম,** ৬ খ., পৃ. ৮০।

২. কার্ল ব্রোকেলমান, **তারীখ আল আদাব আল আরাবী,** (মিসর:দারুল মাআ'রিফ,১৯৬২),৩খ.,পৃ.২৪৬।

৩. الإنتقاء ، حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى,পৃ.১৭৪; আল যিরকলী, **আল আ'লাম,** ৬খ.,পৃ.৮০।

৪. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.),** পৃ. ২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী (রাহ.)-এর গ্রন্থাবলী

ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (রাহ.) রচিত গ্রন্থসমূহ হানাফী মাযহাবের প্রথম পর্যায়ের ভিত্তিগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। চাই তিনি সে সব গ্রন্থ ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁকে শুনিয়েছেন কিংবা ইরাকবাসীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ফিক্হ্-এর আলোকে রচনা করেছেন। তাঁর স্মরণ শক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁকে নির্দেশ করলেন পবিত্র কুরআন হিফজ করতে আর তিনি শরু করলেন এবং মাত্র সাতদিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ হিফয করেছিলেন।[১] 'ওলামায়ে কিরামের নিকট নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার মাপকাঠিতে তাঁর গ্রন্থসমূহ দু'ভাবে বিভক্ত।

প্রথমত 'যাহিরুর রিওয়ায়াত' গ্রন্থসমূহ। এ ধরণের গ্রন্থ ছয়টি–

১. আল-মাবসূত,
২. আয্-যিয়াদাত,
৩. আল-জামিউস্-সাগীর,
৪. আস-সিয়ারুল-কাবীর,
৫. আস-সিয়ারুস্-সাগীর ও
৬. আল-জামিউল-কাবীর। এ সব হলো উসূলের গ্রন্থ।

এ সব গ্রন্থকে 'যাহিরুর রিওয়ায়াত'বলার কারণ, এ সব গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (রাহ.) থেকে সরাসরি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অথবা কমপক্ষে অবশ্যই মাশহুর পর্যায়ে।[২]

উপরে উল্লেখিত 'যাহিরুর রিওয়ায়াত' গ্রন্থসমূহ ছাড়াও তাঁর আরও কয়েকখানা গ্রন্থও সনদের দিক থেকে সমমর্যাদাভুক্ত। যেমন :

১. 'কিতাবুল-আসার'-এ গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (রাহ.) এমন সব 'আসার' সান্নিবেশিত করেছেন, যদ্বারা হানাফীগণ দলীল গ্রহণ করে থাকেন।

২. 'কিতাবুর-রাদ্দু আলা আহলিল- মাদীনা' প্রথম প্রকারের গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত : ইমাম মুহম্মদ (রাহ.)-এর এমন সব গ্রন্থ–যা তাঁর প্রতি আরোপিত হওয়ার ব্যাপারে প্রথম প্রকারের গ্রন্থসমূহের সমকক্ষ নয়। তা হলো :

১. আল-কায়সানিয়াত,
২. আল-হারুনিয়াত,
৩. আল-জুরজানিয়াত,
৪. আর-রাক্কিয়াত ও
৫. যিয়াদুয্-যিয়াদাত।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহকে 'গারবু যাহিরুর রিওয়ায়া' বলা হয়ে থাকে।

---

১. بلوغ الاماني مصر، سوانح محمد شيباني ; মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), **হাদীস সংকলনের ইতিহাস**, (ঢাকা:খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭০ইং), পৃ. ২৭৬।

২. আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.), **শরহ-ওকুদি রছমিল- মুফতী**, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান ইব্ন যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ.) (১১৬-২০৪ হি./৭৩৪-৮২০খৃ.)।

হাসান ইব্ন যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ফিক্হী মতামত ও চিন্তাধারা বর্ণনাকারী ফকীহ্গণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 'ওলামায়ে কিরামের বর্ণনামতে তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শিষ্য। হানাফী মাযহাবের ফিক্হ-র রাবী হিসেবে সুখ্যাতির ন্যায় তিনি হাদীসের রাবী হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন 'আমি ইব্ন জুরাইজ (রাহ.)থেকে বার সহস্র হাদীস রিওয়ায়াত করেছি। যার সবক'টি জ্ঞানরাজ্যের জন্য অতীব জরুরী'। আহমাদ ইব্ন আব্দুল হামীদ হাযেমী (রাহ.)তাঁর সম্পর্কে বলছেন : "আমি হাসান ইব্ন যিয়াদ (রাহ.)-এর চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কাউকে দেখিনি।" জনসাধারণ্যে তাঁর ইলমে ফিক্হ-র সুখ্যাতি ছিল ব্যাপক। তারা তাঁর ফিক্হ-র প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। ইয়াহইয়া ইব্ন আদাম (রাহ.) বলেন, "আমি হাসান ইব্ন যিয়াদ (রাহ.)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ দেখি নাই।"[১]

১৯৪ হি./৮১০ খৃ.তে তিনি হাসান ইব্ন যিয়াদ (রাহ.)-কে কূফার বিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু কাযীর দায়িত্ব সঠিকভাবে তিনি যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হননি। তবে তিনি সন্দেহাতীতভাবে খ্যাতিমান ফকীহ্ ছিলেন। অবশেষে তিনি কাযীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে স্বস্তি লাভ করেন।

আল্লামা ইব্ন নাদীম (রাহ.) স্বীয় 'আল-ফিহরিস্ত' গ্রন্থে লিখেছেন, তাহাভী (রাহ.) বলেন, হাসান ইব্ন যিয়াদ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর 'কিতাবুল মুজাররাদ'-এর বর্ণনাকারী। তাছাড়াও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন :

১. কিতাবুল আদাবুল কাযী,
২. কিতাবুল খিসাল,
৩. কিতাব মা'আনিউল ঈমান,
৪. কিতাবুল নাফাকাত,
৫. কিতাবুল খিরাজ,
৬. কিতাবুল ফারাইয ও
৭. কিতবুল ওয়সায়া ইত্যাদি। আল-ফাওয়াইদুল বাহাইয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, 'কিতাবুল ইমালী'ও তাঁর রচিত গ্রন্থ।[২]

ইমাম ঈসা ইব্ন আবান (রাহ.) (মৃ. ২৪৫ হি./৮৫৯ খৃ.)

ইমাম ঈসা ইব্ন আবান (রাহ.) হলেন ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)এবং তাঁর থেকে 'ইলমে ফিক্হ্' হাসিলকারী। তিনি বসরার কাযীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথমদিকে[৩]

---
১. আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, পৃ. ১৮।
২. ইব্ন আল নাদীম, আল ফিহরিস্ত, পৃ. ২০৫; ফাতওয়া ও মাসাইল, (ঢাকা: ইফাবা), ১ খ.।
৩. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ,পৃ. ১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর পাঠদান মজলিসের কাছেও আসতেন না, বরং ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ছাত্রগণ সম্পর্কে বলতেন যে, এরা হাদীসের বিরোধী। মুহাম্মাদ ইব্ন সিমা' একদিন জোরপূর্বক তাঁকে ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর মজলিসে নিয়ে গেলে। যখন প্রথম বৈঠকে যোগদান করে জ্ঞান আহরণে উপকৃত হলেন, তখন ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন-বল ত ; আমরা কতদূর হাদীসের বিরোধী ? তখন ঈসা ইব্ন আবূান (রাহ.) হাদীসের বিষয়ে তাঁকে পঁচিশটি প্রশ্ন করলেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) জবাব দিতে শুরু করলেন এবং সাক্ষী-প্রমাণের স্তূপ জমা করে দিলেন। তারপর ইমাম ঈসা ইব্ন আবূান (রাহ.) নিবীড়ভাবে ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর সান্নিধ্যে জড়িয়ে গেলেন। ইব্ন নাদীম (রাহ.) বলেছেন ইমাম ঈসা ইব্ন আবান (রাহ.) নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন।[১] :

১. কিতাবুল হাজ্জ,
২. কিতাবুল খাবরুল ওয়াহিদ,
৩. কিতাবুল জামি,
৪. কিতাবুল ইসবাতিল ক্বিয়াস,
৫. কিতাবুল ইজতিহাদুর রায়।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সিমা (রাহ.)

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সিমা (রাহ.)ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (রাহ.)ও ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (রাহ.)-এর ছাত্র। ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) থেকে নাওয়াদির গ্রন্থসমূহ রিওয়ায়েত করেছেন। খলীফা মামুন তাঁকে ১৯২ হি./৮০৮ খৃ. তে কাযী পদে নিযুক্ত করেন এবং দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 'কিতাবু আদাবুল কাযী' ও 'কিতাবুল মুহাদির ওয়াস সাজালাত ওয়ান নাওয়াদির' রচনা করেন। ২৩৩ হি./৮৪৮খৃ. তে ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সিমা (রাহ.) ইন্তিকাল করেন।[২]

ইমাম হিলাল ইব্ন ইয়াহইয়া আর-রায় আল-বসরী (রাহ.) (মৃ. ২৪৫ হি./৮৫৯ খৃ.)

ইমাম হিলাল ইব্ন ইয়াহইয়া আর-রায় আল-বসরী (রাহ.)ছিলেন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ছাত্র-ইউসুফ ইব্ন খালিদ সিমতী (রাহ.)-এর ছাত্র। তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-এর 'আখবার'-এর বর্ণনাকারী তাছাড়া তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)এবং ইমাম যুফার (রাহ.)-এরও ছাত্র ছিলেন।[৩]

হিলাল ইব্ন ইয়াহইয়া (রাহ.) ফিকহ হানাফীর 'ওয়াক্ফ' সম্পর্কিত মাসাইল এবং এতদ-সম্পর্কীয় বিধি-বিধানের দ্বিতীয় বর্ণনাকারী। তাঁর রচিত গ্রন্থ ভারতের

১. ইব্ন আল নাদীম, **আল ফিহরিস্ত**, (মিসরঃ আল মাসা'য়াত আল রাহমানিয়াহ্,১৩৪৮হি./১৯২৯খৃ.)।
২. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ৭৮।
৩. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ থেকে মুদ্রিত হয়েছে এবং গ্রন্থসমূহ খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন ইব্ন নাদীম তাঁর রচিত 'কিতাবুল ওয়াকফ' ব্যতীত আরও দু'টি গ্রন্থের উল্লেখ করেন।[১] সে দু'টি গ্রন্থ হল :

১. কিতাবু তাফসীরুশ শুরূত' ও

২. 'কিতাবুল হুদূদ'।

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন মাহীর আল-খাস্সাফ (রাহ.)

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন মাহীর আল-খাস্সাফ (রাহ.) তাঁর পিতা থেকে ফিক্হ্ হানাফীর দারস (অধ্যায়ন) গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হাসান ইব্ন যিয়াদ (রাহ.)-এর ছাত্র।

তিনি অত্যন্ত বড় মাপের ফকীহ্, উত্তরাধিকার আইন বিশেষজ্ঞ, অকংবিদ এবং হানাফী ফিক্হ-র বিশেষজ্ঞ আলিম ছিলেন। 'কিতাবুল আওকাফ' তাঁর বিরচিত। ফিকহে হানাফীতে 'আওকাফ' সম্পর্কিত এসব মাসাইল দ্বিতীয় বৃহৎ সূত্রগ্রন্থ বলে বিবেচিত। আওকাফের মাসাইল সম্পর্কিত প্রথম উৎসগ্রন্থ রচনা করেন হিলাল ইব্ন ইয়াহইয়া (রাহ.)। তাঁর গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল ওয়াকফ্'। এছাড়া তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন, [২]

১. কিতাবুল হিয়াল,

২. কিতাবুল ওসায়া,

৩. কিতাবুশ্-শুরূতুল কাবীর,

৪. কিতাবুশ্- শুরূতুস্ সাগীর,

৫. কিতাবুর রিদা'আ,

৬. কিতাবুল মহাদির ওয়াস্-সিজিল্লাত,

৭. কিতাবু আদাবুল কাযী,

৮. কিতাবুল খাওয়ারেজ লিল-মুহতাদী,

৯. কিতাবু ইকরারুল-ওয়ারাসা বাদুহুম্ লি'বাদ,

১০.কিতাবুল কাস্র ওয়া আহ্কামিহি,

১১.কিতাবুল সামীর ওয়াল-কাবর।

তিনি ২৬১ হি./৮৭৫খৃ. তে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবূ জাফর তাহাভী (রাহ.) (জ. ২২৯হি./৮৪৪খৃ.)

ইমাম আবূ জাফর তাহাভী (রাহ.) বিশ্বখ্যাত ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর পূর্ণ নাম হলো, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালামাহ। আবূ জাফর উপাধি। তিনি জীবনের প্রথমদিকে তাঁর মামা এবং ইমাম

---

১. ইব্ন আল নাদীম, **আল ফিহরিস্ত,** (**মিসরঃ** আল মাসা'য়াত আল রাহমানিয়াহ্,১৩৪৮হি./১৯২৯খৃ.), ১ খ.।

২. **ফাতওয়া ও মাসাইল,** ১ খ., ড. শফীকুল্লাহ ও আখবারু আয়ী হানীফা, **ইমাম তাহভীঃ জীবন ও কর্ম**।

Dhaka University Institutional Repository

শাফি'ঈ (রাহ.)-এর ছাত্র ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহইয়া মুযানী (রাহ.)-এর নিকট শাফি'ঈ ফিক্হ্ অধ্যায়ন শুরু করেন। কিন্তু তিনি ইরাকী ফিক্হ-র উপর বিশেষ চিন্তা-গবেষণা করতেন। পাঠ্যাবস্থায় স্বীয় মাতুলের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি হানাফী হয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনকে এর জন্য উৎসর্গ করেন।[১] তিনি স্বীয় জন্মস্থান তাহা ছেড়ে সিরিয়ায় পৌঁছেন এবং সেখানকার বিচারপতি এবং ইমাম ঈসা ইব্ন আবান (রাহ.)-এর ছাত্র আবূ হাযম আব্দুল হামীদ (রাহ.)-এর নিকট ইরাকী ফিক্হ্ তথা হানাফী ফিক্হ্ অধ্যায়ন করেন। জানা যায় যে, ফিক্হ্ শাফি'ঈ ও ফিক্হ্ হানাফীর তুলনামূলক ও সূক্ষ্ম গবেষণাধর্মী অধ্যায়ন তাঁর মাঝে অন্যদের চেয়ে অধিকতর স্বাধীন যাচাই-বাছাই ও সমালোচনার যোগ্যতা ও ঝোঁক প্রবণতা সৃষ্টি করেছিল। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত হানাফী ফিক্হ-র সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন, এ কারণে তাঁকে মুজ্তাহিদ ফকীহ্গণের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। তিনি হানাফী মাযহাবের তাক্লীদকারী ফকীহদের মধ্যে বিবেচিত নন। ৩২১ হি./৯৩৩ খৃ. তে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। হাদীস ও আখবার গভীরভাবে অধ্যায়নের ফলে তাঁর স্বাধীন চিন্তা-চেতনায় আরও ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। তিনি ছিলেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, তিনি মিসরবাসী ও অপরাপর মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। ফলে ইমাম আবূ জাফর তাহাভী (রাহ.)একজন সামগ্রিক ফকীহ্ হিসেবে পরিগণিত হন। 'রায়' ও ক্বিয়াসের' উপর গভীর পান্ডিত্যের পাশাপাশি তিনি 'আখবার ও আসার'সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। হানাফী ফিকহে তাঁর রচনাবলী সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে। তাঁর রচনাবলী পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরামের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। তিনি গভীর পর্যলোচনা ও সূক্ষ্ম যাঁচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের ইল্ম পরবর্তীদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। তিনি নিম্ন লিখিত গ্রন্থাবলী রচনা করেন,[২]

১. আহ্কামুল কুরআন,
২. কিতাবু মা'আনী উল-আসার,
৩. মাশকিলুল আসার,
৪. আল-মুখতাসার,
৫. শারহে আর-জামিউস্ সাগীর,
৬. শারহে আল-জামিউল কাবীর,
৭. কিতাবুশ শুরূত আল-কাবীর,
৮. কিতাবুশ শুরূতুস্ সাগীর,
৯. কিতাবুস শুরূতুল আওসাত,
১০. আল-মুহাদির ওয়াস সিজিল্লাত,

---

১. মোল্লা 'আলী ক্বারী, **আল জাওয়াহির আল মুযি'য়্যাহ,** (হায়দরাবাদঃ দাইরাতুল-মারিফ, ১৯১৩), ১খ.,পৃ.১৭৬। ; لسان الميزان , ১খ., পৃ. ২৭৫।
২. ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, **ইমাম তাহাভী : জীবন ও কর্ম,** (ঢাকা : ইফাবা) ; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.),** (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৪), পৃ. ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

১১. আল-ওয়াসায়া ওয়াল ফারাইয,
১২. হুকুম আরাদিয়ু মাক্কা,
১৩. কিসমুল ফাই ওয়াল গানাইম,
১৪. সুনানুশ শাফি'ঈ,
১৫. শারহুল মা'আনী,
১৬. আত-তারীখুল কাবীর,
১৭. নাকসু কিতাবিল মুদাল্লিসীন ও
১৮. আকীদাতুত্-তাহাভী।[১]

এই হলো সেই সব গ্রন্থাবলী যা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শিষ্য ও ছাত্রগণ তাঁর থেকে মুত্তাসিল সনদে রিওয়ায়েত করেছেন। কিংবা সনদ ব্যতিরেকে তাঁর অভিমত উল্লেখ করেছেন। তাঁর পরের স্তরের গ্রন্থরাজি দ্বিতীয় পর্যায়ের গন্থের মধ্যে শামিল। এ পর্যায়ের রচয়ীতাগণ প্রথম স্তরের গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত সার লিখেছেন, কিংবা ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেছেন অথবা মাসআলা- মাসাইলের শাখা-প্রশাখা বের করে বিন্যস্ত করেছেন কিংবা যাঁচাই-বাছাই করে এর কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। মূলত এ ধরণের গ্রন্থরাজিই হানাফী মাযহাবের মূল ভিত্তি গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এমনিভাবে পরবর্তীদের যুগ এল। তখন তাঁরা পূর্ববর্তীগণের গ্রন্থরাজির ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করলেন ; ফুরূ'আত তথা শাখা-প্রশাখা উল্লেখ করলেন এবং তারই আলোকে ফাত্ওয়া কার্য সমাধা করতে থাকলেন। আর যে সব বিধি-বিধানের যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ ছিল না, সে সবের দলীল-প্রমাণ খুঁজে বের করলেন। তারপর সংক্ষিপ্ত ও বিশদ 'মতন' লিপিবদ্ধ করলেন। পরবর্তী উলামায়ে কিরামও এসব বিশদ ব্যাখ্যা কিংবা সামান্য সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করলেন। আর এ পর্যায়ক্রম বা ধারাবাহিকতায় এ গ্রন্থসমূহ হানাফী ফিক্হ-র বিভিন্ন মাসাইল-এর মূল নির্যাস ও সারবস্তু হিসেবে সাব্যস্ত হয়। এসবকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিন্যস্ত করে কখনো মতন মধ্যস্ত অংশ, কখনো ব্যাখ্যা, কখনো সংঘটিত বিষয়ের ফাত্ওয়ার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু কখনো মূল নির্যাস ও সারবস্তু থেকে শাখা-প্রশাখা বের করা ব্যতীত আর কোন কিছু পরিবর্ধিত হয়নি। কিংবা ফকীহ্গণ এসব গ্রন্থকে মুলভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন যা কিছু এর থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে।[১]

ইমাম আবুল হাসান কার্খী (রাহ.) (জ. ২৬০ হি./৮৭৪ খৃ.)

ইমাম আবূল হাসান কার্খী (রাহ.) একজন হানাফী ফকীহ, মুজ্তাহিদ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নাম উবায়দুল্লাহ্, উপনাম আবূল হাসান, পিতার নাম হুসায়ন। কারখী নামে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি ২৬০ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং [২]

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩০৫।
২. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫০ হি.সনে ইন্তিকাল করেন। ইমাম কারখী (রাহ.) শায়খ ইসমাঈল ইব্ন কাযী, মুহাম্মাদ ইব্ন আবূদুল্লাহ্ আল-হাযরামী (রাহ.) প্রমুখ উস্তাদগণ থেকে হাদীস, ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন। আবূ হাফস্ শাহীন, আবূ বকর রাযী আল-জাস্সাস, আল্লামা তানূখী, আল্লামা দাম্গানী, ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (রাহ.)প্রমুখ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণ তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। ইমাম কারখী (রাহ.)ইরাকের হানাফী আলিমগণের শিরোমণি ছিলেন। তিনি বড় বড় আলিমগণের ওস্তাদছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানী (রাহ.) প্রণীত 'জামি সাগীর' ও 'জামি কাবীর' কিতাবদ্বয়ের ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি 'মুজ্তাহিদ ফিল-মাসাইল' ফকীহ্গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় সাওম ও সালাতে কাটাতেন[১]

ইমাম আবূ বকর আহ্মাদ আল-জাস্সাস (রাহ.)

ইমাম আবূ বকর আহ্মাদ আল-জাস্সাস (রাহ.)ছিলেন প্রখ্যাত মুফাস্সির, ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। তাঁর নাম আহমাদ, উপনাম আবূ বকর, পিতার নাম আলী। তিনি রাযী ও জাস্সাস উভয় নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর যুগে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। হি. ৩০৫ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭০ হি. সনে ইন্তিকাল করেন। ইমাম আবূ বকর আহ্মাদ আল-জাস্সাস (রাহ.)ইমাম আবূ দাউদ, ইব্ন আবূ শায়বা, আবূদুর রায্যাক, তায়ালিসী প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণিত হাদীসের হাফিয ছিলেন। যে কোন সময়ে যে কোন হাদীস তিনি অনায়াসে বর্ণনা করতে পারতেন। তিনি হাফিয আবূদুল বাকী ইব্ন কানি', ইমাম কার্খী, আবূ হাতিম, উসমান দারিমী প্রমূখ বড় বড় ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ হতে ইল্ম শিক্ষা করেন। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশ হতে জ্ঞান পিপাসুরা ইল্ম শিক্ষার জন্য তাঁর দরবারে আগমন করতো। আবূ আলী এবং আহমাদ হাকীমও ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বহু সংখ্যক কিতাব রচনা করেন। যার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল,[২]

১. আল-ফূসূল ফিল-উসূল,
২. শারহ্ মুখতাসারুত তাহাভী,
৩. শারহু মুখতাসারহুল কার্খী,
৪. শারহে জামে' কাবীর ও
৫. আহ্কামুল কুরআন।

শেষোক্ত তাফসীর গ্রন্থটি তাঁর ইল্মী পরিপক্কতার নিদর্শন। তৎকালীন শাসকদের পক্ষ থেকে বিচারপতি পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেন এবং দারস্-তাদরীস ও তা'লীমের কাজকই প্রাধান্য দেন।

---

১. ابو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ১২৬।

২. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ বকর খাছ্ছাফ (রাহ.)

ইমাম আবূ বকর খাছ্ছাফ (রাহ.)-এর নাম আহ্মদ ইব্ন ওমর শায়বানী। তাঁর মৃত্যু সন হচ্ছে ২৬১ হি./৮৭৫ খৃ.। তিনি একজন বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ্ । খাছ্ছাফ মানে মুচী। এটা হয়তো তাঁর পূর্বপূরুষদের পেশা ছিল। ইমাম কাজীখান বলেন, "খাছ্ফাফ একজন বড় জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব তাই তাঁর পিছনে নামায পড়া বৈধ হবে অর্থাৎ প্রচলিত রীতিতে মাকরূহ্ হবার যে কথা ছিল তা তাঁর বেলায় অপ্রযোজ্য।" তাঁর দু'খানা কিতাব ছাপা হয়েছেঃ (১) আহ্কামুল-আওকাফ ও (২) কিতাবুল-হিওল। 'আবদুল কাজী' গ্রন্থখানা পান্ডুলিপি আকারে মজুদ রয়েছে। অপরাগুলো বর্তমানে অবর্তমান। তিনি বাগদাদেই বাস করতেন এবং বাদদেই মারা যান। তিনি খলীফা মুহ্তাদীর জন্য কিতাবুল-খেরাজ রচনা করেছিলেন।[১]

ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (রাহ.)

ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (রাহ.)হানাফী মাযহাবের একজন খ্যাতনামা ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নাম আহমাদ, উপনাম আবূল হাসান, পিতার নাম মুহাম্মাদ, পিতামহের নাম আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আহমাদ ইব্ন জাফর কুদূরী হানাফী (রাহ.)। তিনি 'ইমাম কুদূরী' নামে পরিচিত। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস রুকনুল ইসলাম আবূ আবূদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন মাহদী জুরজানীর নিকট ইল্মে হাদীস ও ইল্মে ফিক্হ্ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন সুওয়াদ এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন হাওশানীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ বকর আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন সাবিত খাতীবে বাগদাদী (রাহ.)প্রধান বিচারপতি আবূ আবূদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ দামগানী (রাহ.), কাযী মুফায্যাল ইব্ন মাসউদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট থেকে ইল্মে হাদীস ও ইল্মে ফিক্হ-র জ্ঞান লাভ করেন। ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (রাহ.) ৩৬২ হি./৯৭৩ খৃ. সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২৮ হি./১০৩৭ খৃ. সনের রজব মাসে রবিবার দিন ৬৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১] ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (রাহ.)চতুর্থ তব্কার একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। খাতীবে বাগদাদী (রাহ.)বলেন, আমি তাঁর নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। তিনি হাদীস কম বর্ণনা করতেন। আল্লামা সাম'আনী (রাহ.)বলেন, ইমাম কুদূরী অসাধারণ মেধার কারণে সে যুগে ফিকহে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। তাঁর সাহিত্য ও বক্তব্য ছিল রসালো। তিনি খুব বেশী পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

ইমাম আবূল হাসান কুদূরী (রাহ.) বহু সংখ্যক কিতাব রচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাবের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল,[২]

---

১. মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : মুফতী সাঈদ আহমদ পলনপুরী, **ফতোয়া আ-প ক্ষেয়হে দে ? মূল কিতাব : শরহু-ওকুদি রছমিল- মুফতী,** আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.) (**সাভার, ঢাকা :** বাতিল প্রাতিরোধ লাইব্রেরী, ২০০০ইং), পৃ. ১৮৪।

২. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** পৃ.১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

১. তাজরীদ ৭ খন্ডে সমাপ্ত (এ কিতাবে তিনি হানাফী ও শাফি'ঈ মাযহাবের ইখতিলাফের উপর অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন)।

২. মাসাইলুল খিলাফত,

৩. তাকরীব,

৪. শরহে মুখতাসারুল কারখী,

৫. শরহে আদাবুল কাযী ও

৬. মুখ্তাসারুল কুদূরী ইত্যাদি।

শেষোক্ত কিতাবখানি প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশটি নির্ভরযোগ্য কিতাব হতে বার হাজার অতি জরুরী মাসাইল এ কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। রচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এর পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। অসংখ্য মানুষ এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।[১]

ফখরুল ইসলাম ইমাম আবুল হাসান বাযদূবী (রাহ.)

ফখরুল ইসলাম ইমাম আবূল হাসান বাযদূবী (রাহ.)হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর নাম আলী, উপনাম আবূল হাসান, পিতার নাম মুহাম্মাদ, দাদার নাম হুসায়ন ; উপাধী ফখরুল ইসলাম। ফখরুল ইসলাম ইমাম আবূল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আবূদুল কারীম ইব্ন মূসা বাযদূবী হানাফী (রাহ.) উসূলী ও ফুরু'য়ী মাসআলা-মাসাইলে তিনি ছিলেন সেকালের ইমাম ও ইসলামকূল-শিরোমণি। মাযহাবী মাসআলা-মাসাইল মুখস্ত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদ পুরুষ। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন :,[২]

১. মাবসূত (১১ খন্ডে সমাপ্ত),

২. শারহে জামি' কাবীর,

৩. শারহে জামি' সাগীর,

৪. উসূলে বাযদূবী (এ গ্রন্থ ফিক্হ-র ক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য),

৫. তাফসীরে কুরআন মাজিদ (১২০ খন্ডে সমাপ্ত),

৬. গিনাউল ফিক্হ্ ও

৭. কিতাবুল আমালী ইত্যাদি।

ইমাম আবুল হাসান বাযদূবী (রাহ.)দীর্ঘদিন সমরকন্দে দারস-তাদরীসের কাজ ও বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অসাধারণ মেধাশক্তি ছিল। এ সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। একদা জনৈক আলিম আল্লামা বাযদূবী (রাহ.)-এর নিকট ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর স্মৃতিশক্তি ও মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি এক মাসেই পবিত্র কুরআন মজীদের হিফ্য সম্পন্ন করেছেন এবং প্রত্যেক

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩০৭।
২. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

দিনই তিনি তা একবার করে খতম করতেন। ইমাম আবুল হাসান বাযদূবী (রাহ.)বলেন, এ তো অত্যন্ত সহজ কাজ। প্রত্যেক আলিমের জন্যই পবিত্র কুরআন মুখস্ত করা উচিত। তোমরা আমার নিকট তোমাদের সরকারী হিসাবপত্রের রেজিষ্টার নিয়ে আস এবং দুই বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব আমাকে পাঠ করে শুনাও। লোকেরা তা-ই করল। এরপর রেজিষ্টারগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে সীলমোহর করে একটি তালাবন্ধ কক্ষে সংরক্ষণ করা হল। ইমাম বাযদূবী (রাহ.)এরপর হজ্জে চলে যান এবং ছয় মাস পর প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর একদা তিনি এক জনসভায় ঐ সকল রেজিষ্টার তলব করে জনৈক শাফি'ঈ আলিমের হাতে সেগুলো সোপর্দ করেন। এরপর তিনি রেজিষ্টারের পূর্ণ হিসাব-পত্র মুখস্ত শুনিয়ে দেন। দেখা গেল যে, তাতে বিন্দুমাত্রও ভূল হয়নি। উপস্থিত সকলে তাঁর এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। তিনি ৪৮২ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।[১]

শামসুল আইম্মা সারাখ্সী আল হানাফী (রাহ.)

শামসুল আইম্মা সারাখ্সী হানাফী (রাহ.) হানাফী মাযহাবের একজন সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর মূল নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবূ বকর, উপাধী শামসুল আইম্মা, পিতার নাম আহমাদ, দাদার নাম সাহল। তিনি 'শামসুল আইম্মা সারাখ্সী' নামে সকলের কাছে পরিচিত। ফিক্হী উসূল ও নীতিমালার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ীর নিকট বাগদাদে হাদীস, ফিক্হ্, তাফসীর ও অন্যান্য ইল্ম শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম সারাখ্সীর নিকট ইল্ম হাসিল করে যাঁরা মুহাদ্দিস, ফকীহ্, মুফতী, মুফাস্সির ও অন্যান্য জ্ঞানে পারদর্শী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বুরহানুল আইম্মা আবূদুল আযীয ইব্ন 'উমর ইব্ন মাজাহ্, রুকনুদ্দীন, মাসঊদ ইব্ন হাসান (রাহ.)প্রমুখ মনীষী সুপ্রসিদ্ধ। সত্য কথা বলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অকুতোভয়। সে যুগের বাদশাহ্ 'খাকান'-এর বিরুদ্ধেও সত্য কথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি। সে কারণে বাদশাহ্ তাঁকে এক অন্ধ কূপের মধ্যে বন্দী করে রাখেন। সেখানে থেকেই তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'মাবসূত' লিপিবদ্ধ করান। অথচ সেখানে সাহায্য নেওয়ার মত কোন কিতাবাদি ছিল না। তাঁর শিষ্যগণ কূপের উপরে আশেপাশে বসে তাঁর শ্রুতিলিপি লিখনের কাজ চালিয়ে যেতেন। এভাবে তিনি তাঁর ফিক্হ্ এবং হাদীসের দারস ও তাদরীসের কাজ কূপের ভিতর থেকে অব্যাহত রাখেন। এই বন্দী জীবনেই তিনি উসূলে ফিক্হ-র একটি কিতাব সিয়ারে কাবীরের শরাহ (ব্যাখ্যা) লিখানোর কাজ সমাপ্ত করেন। মুক্তি লাভের পর শেষ বয়সে তিনি ফারগানায় অবস্থান করে 'মাবসূতের' অসম্পূর্ণ অংশ সমাপ্ত করেন। এছাড়াও তিনি মুখতাসারুত্-তাহাভী ও ইমাম মুহাম্মদের কিতাবসমূহের শরাহ্ লিখেন।[২]

---

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩০৭।
২. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

একদা কেউ তাঁকে বলল, ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) তো তিনশ' জুয্ মুখস্ত করেছেন। তখন তিনি তাঁর মুখস্তকৃত মাসাইল হিসাব করে দেখলেন যে, তাঁর বার হাজার জুয্ মুখস্ত রয়েছে। ইমাম সারাখ্সী (রাহ.)ইল্মী দক্ষতায় ছিলেন যেমন পারদর্শী তেমনি আমলেও বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর থেকে বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ৪৯০ হি./১০৯৭ খৃ. সনে ইন্তিকাল করেন।

আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন কাজীখান

আল্লামা ফখরুদ্দীন কাজীখান হাসান ইব্ন-মনসূর আওযাজান্দী, ফারগানী (রাহ.)এর মৃ.সন হচ্ছে ৫৯৬ হি./১২০০খৃ.। তিনি হি. ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ হানাফী ফিক্হ্ বিশারদ। তাঁর রচিত 'ফাতাওয়া কাজীখান' যাকে 'খানিয়া' ও বলাহয়; ফাতাওয়া আলমগীরীর পাদটীকা আকারে ছাপা হয়ে আসছে।
এ ছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে ,[১]

১. আমালী
২. শরহু যিয়ারত
৩. শরহু জামে সগীর
৪. খাস্সাফ (রাহ.)-এর 'আদাবুল কাী-র ব্যাখ্যাগ্রন্থ'। 'আওযাজান্দ' ফারাগানার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (রাহ.) (জ. ৫১১ হি./১১১৭ খৃ.)

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগনানী (মারগীনানী, মুরগীনানী, মাগলানী) (রাহ.) হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ এবং বিশ্বখ্যাত 'হিদায়া' গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর নাম আলী উপনাম আবূল হাসান, উপাধী বুরহানুদ্দীন, পিতার নাম আবূ বকর। বংশ পরিচয় এরূপ : আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বকর ইব্ন আবূদুল জলীল ইব্ন আবূদুল খলীল (রাহ.)। তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বংশধর। তিনি ৫১১ হি./১১১৭ খৃ. সনে ৮ই রজব সোমবার বাদ আছর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মারগনান নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাই তাঁকে 'মারগীনানী' বলা হয়ে থাকে। আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (রাহ.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির। এ ছাড়া ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাক্ওয়া পরহেজগারীর দিক দিয়েও তিনি ছিলেন সে যুগের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আল্লামা কামাল ইব্ন পাশা (রাহ.) তাঁকে তাবকাতে ফুকাহার 'আসহাবুত তারজীহ্' (পঞ্চম তবকা)-এর মধ্যে গণ্য করেন।[১]

---

১. মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : মুফতী সাঈদ আহমদ পলনপুরী, **ফতোয়া আ-প কেয়ছে দে? মূল কিতাব : শরহ-ওকুদি রছমিল- মুফতী**, আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.) (**সাভার, ঢাকা** , ২০০০ইং), পৃ. ১৮৭।
২. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩০৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কেউ কেউ তাঁকে 'মুজাতহাদ ফিল-মাযহাব' বলেছেন। তাঁর প্রণীত হিদায়া কিতাবের মাসআলাসমূহে দলীল হিসেবে ব্যাপকভাবে হাদীস উদ্ধৃত করার দ্বারা তিনি যে একজন উঁচুস্তরের মুহাদ্দিসও ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'হিদায়া' কিতাবের ভাষা, সাহিত্য তাঁর আরবী ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান ও অসামান্য পান্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। আল্লামা মারগনানী (রাহ.) বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ইল্‌ম হাসিল করেছেন। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১. মুফতিউস্-সাকালাইন নাজমুদ্দীন আবূ হাফস 'উমর (রাহ.),
২. আবূ লাইস আহমাদ ইব্‌ন 'উমর (রাহ.),
৩. আবূল ফাতাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূদুর রহমান (রাহ.),
৪. জিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসায়ন (রাহ.),
৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন মাসউদ (রাহ.),
৬. উসমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রাহ.),
৭. শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দীন (রাহ.),
৮. মিনহাজুশ শারীয়াহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসায়ন (রাহ.)প্রমুখ।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী (রাহ.)-এর নিকট থেকে যাঁরা ইল্‌ম হাসিল করার সুযোগ লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে :

১. শায়খুল ইসলাম জালালুদ্দীন নিজামুদ্দীন (রাহ.),
২. শায়খুল ইসলাম ইমামুদ্দীন (রাহ.),
৩. কাযীউল কুয্‌যাত মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী (রাহ.),
৪. শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূদুস সাত্তার কুরদী (রাহ.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

তাঁর অন্যান্য রচনাবলী হচ্ছে; (১) মুখতারাতুন- নাওয়াযিল (যার পান্ডুলিপি মিশরের জামে আজহার এবং রিয়াদ ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত।) (২) আত্‌তাজনীছ ওয়াল্‌মযীদ; এটি একটি ফাতাওয়ার সমষ্টি। এরও পান্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। (৩) মানাছিকুল-হাজ্জ (৪) মুনতাকাল-ফুরূ (ফিকহি বিষয় সমূহের সমিষ্ট) (৫) কিতাবুল-ফারায়েয (৬) কিফায়াতুল-মুনতাহা; এটি 'বিদায়াতুল- মুবতাদি'র' বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছিল। ৮০ খন্ডে সমাপ্ত হয়েছিল। 'হিদায়া' এরই সংক্ষেপ।[২]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগনানী (রাহ.) ৫৯৩ হি./১১৯৭ খৃ. সনের যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি ইন্তেকালের সময় তিন পুত্র রেখে যান, যাঁরা তৎকালীন যুগে খ্যাতনামা আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[৩]

---

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩০৯।

২. মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী, **ফতোয়া আ-প কেয়ছে দে`?** মূল কিতাব : **শরহ-ওকুদি রছমিল- মুফতী**, আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন আবেদীন শামী (রাহ.) (সাভার, ঢাকা, ২০০০ইং), পৃ. ১৮৭।

৩. **ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা কামাল উদ্দীন ইব্‌ন হুমাম (রাহ.)

আল্লামা কামাল উদ্দীন ইব্‌ন হুমাম (রাহ.) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন আবদুল হামীদ সিয়ূতী (রাহ.) হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন।[১] আল্লামা ইব্‌ন নুজাইম 'বাহরুর রাইক' গ্রন্থে তাঁকে 'আসহাবে তারজীহ্' স্তরের ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেন। তবে অন্যান্য আলিমগণ তাঁকে ইজতিহাদ করার যোগ্যতাসম্পন্ন ফকীহ্ বলে বর্ণনা করেছেন। শেষোক্ত অভিমতটিই অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ্, কালাম, উসূল, নাহু, মানতিক, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। আল্লামা কামাল উদ্দীন ইব্‌ন হুমাম (রাহ.) আবূ যুর'আহ ইরাকী ও শামসুদ্দীন শামী (রাহ.)-এর নিকট ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর সমকালীন অন্যতম প্রসিদ্ধ আলিম শায়খ বুরহান মন্তব্য করেন যে, আমি ফিক্‌হী মাসাইলের দালাইল-প্রমাণাদি অন্বেষণ করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমাদের শহরে ইব্‌ন হুমামের চেয়ে বড় আলিম দ্বিতীয় আর কেউ নেই। আধ্যাত্মিক দিক থেকেও তিনি ফাত্‌ওয়া প্রদানের কাজ সম্পাদন করেন। তাঁর বহু সংখ্যক রচনা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো,[২]

১. 'ফাতহুল কাদীর' (হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থের মধ্যে এটা সর্বোত্তম)।
২. 'আত্‌-তাহরীর' (এ কিতাবখানা উসূলে ফিক্‌হ্‌র নির্ভরযোগ্য কিতাব)।
৩. 'মুসাইরাহ্',
৪. 'যাদুল ফিক্‌হ্ (ফিক্‌হ্ বিষয়ক গ্রন্থ) ইত্যাদি।

তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রগণ 'তাহরীর' কিতাবের অতি চমৎকার একখানা শরাহ্ লিখেছেন। তিনি ৮৬১ হি./১৪৫৭ খৃ. সনে ইন্‌তিকাল করেন।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী আল হানাফী (রাহ.)(জ.৭৬২হি./১৩৭১খৃ.)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রাহ.)ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তাঁর পূর্ণ নাম শায়খুল ইসলাম বদরুদ্দীন আইনী মাহমুদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ (রাহ.)। তিনি কায়রোর অধিবাসী ছিলেন। ৭৬২ হি.তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫৫হি./১৪৫১খৃ.তে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি স্বীয় যুগের হাদীস, ফিক্‌হ্, তাফসীর, ইতিহাস, উসূল ও ইলমে মা'কূল-এর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ''ইল্‌ম শিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ সফর করেন। মিসরের প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম থেকে তিনি ''ইল্‌ম শিক্ষা লাভ করেন। তিনি 'মু'জামু শুয়ূখ' গ্রন্থে তাঁর ওস্তাদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : হাফিয জয়নুদ্দীন ইরাকী, হাফিয কুতুবউদ্দীন হালবী, হাফিয শরফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন [৩]

১. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ.
২. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩০৯।
৩. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ আশরাফ (রাহ.) প্রমুখ। তিনি কায়রোর 'জামিয়া মুওয়ায়্যিদিয়ায়' প্রায় চল্লিশ বছর হাদীস শরীফের অধ্যাপনার কাজ সম্পাদন করেন। এ ছাড়া তিনি অন্যান্য মাদ্রাসায়ও দারস-তাদ্‌রীসের দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন বাদশাহ্ নিজে একজন আলিম ছিলেন। তিনি বুখারী ও অন্যান্য কিতাবের ন্যায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত 'শরহে মা'আনিউল আসার' কিতাবের দারস প্রদান করেন।

তাঁর নিকট হতে বহু সংখ্যক ছাত্র "ইল্‌মী ফায়দা হাসিল করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

কামাল উদ্দীন ইব্‌ন হুমাম হাবাসী, হাফিয কাসিম কাতলুবুগা হানাফী, হাফিয আযাযী শাফি'ঈ, হাফিয ইব্‌ন খুযায়মা শাফি'ঈ, কাযীউল কুয্‌যাত ইজ্জুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হাম্বলী, শায়খ কামাল উদ্দীন মালিকী (রাহ.)প্রমুখ।

হাফিয ইব্‌ন হাযার আসকালানীও আল্লামা আইনী (রাহ.) (শাবান ১২, ৭৭৩-যিলক্বদ ২৬, ৮৫১/ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৩৭২- ফেব্রুয়ারী ২, ১৪৪৮খৃ.) -এর সমকালীন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। তবে এ কথা সত্য যে, ইব্‌ন হাযার আসকালানী (রাহ.) আল্লামা আইনী (রাহ.)-এর থেকে "ইল্‌মী ফায়দা হাসিল করেছেন এবং 'আল্-মাজমাউল মু'য়াসসিস' গ্রন্থে আল্লামা আইনী (রাহ.)-কে হাফিয ইব্‌ন হাযার আসকালানী (রাহ.)-এর শায়খ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রাহ.)-এর বহু সংখ্যক রচনাও রয়েছে, যেমন :[১]

১. উমদাতুল কারী (৩০ খন্ড, বুখারী শরীফের বেনযীর ভাষ্য গ্রন্থ)।
২. নুখাবুল আফকার শারহু মা'আনিউল আসার তাহাভী,
৩. মাবানিউল আখ্‌বার ফী শারহী মা'আনিউল আসার,
৪. মাবানিউল আখ্‌বার ফী রিজালি মা'আনিউল আসার,
৫. শারহু সুনানী আবূ দাউদ,
৬. তাকমীলু'ল আত্‌রাফ,
৭. ইব্‌নায়া, (শারহু হিদায়া) ১০ খন্ডে সমাপ্ত,
৮. আদ্-দুরারুয্ যাহিরা,
৯. গুরারুল আফ্‌কার,
১০. রাম্‌যুল-হাকাইক শারহু কানযুদ দাকাইক ইত্যাদি।[১]

আল্লামা ইব্‌ন নুজাইম আল মিসরী আল হানাফী (রাহ.)

আল্লামা ইব্‌ন নুজাইম মিসরী (রাহ.)হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্। তাঁর নাম যাইনুদ্দীন, পিতার নাম ইব্‌রাহীম, পিতামহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ। তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কারো নাম ছিল নুজাইম, সে দিকে ইঙ্গিত করেই তাঁকে ইব্‌ন [২]

---

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩০৯।
২. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

নুজাইম বলা হয়। ৯২৩ হি./১৫১৭ খৃ.তে তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়রো ও অন্যান্য এলাকার বিশিষ্ট আলিমগণের নিকট থেকে "ইল্‌ম হাসিল করেন। তাঁদের মধ্যে শায়খ আমীনুদ্দীন ইব্‌ন আবূদুল আলী হানাফী, আবূল সুলামী, শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস, শায়খ নুরুদ্দীন দায়লামী, শায়খ শাকীর মাগরিবী (রাহ.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আল্লামা ইব্‌ন নুজাইম মিসরী (রাহ.)একজন প্রখ্যাত মুফ্‌তী ও সুযোগ্য ওস্তাদছিলেন।

আল্লামা ইব্‌ন নুজাইম মিসরী (রাহ.) ৯৭০ হি./১৫৬৩খৃ. র ৮ই রজব তারিখে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি বিভিন্ন বিয়য়ের উপর বহুসংখ্যক কিতাব রচনা করেছেন। এর মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাবের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১. বাহরুর রাইক (কানযুদ্‌-দাকাইক কিতাবের ভাষ্য গ্রন্থ),
২. আল-আশবাহ্‌ ওয়ান-নাযাইর,
৩. শারহুল মানার,
৪. লুব্বুল উসূল মুখতাসারু তাহরীরিল উসূল লি-ইব্‌ন -হুমাম,
৫. আল-ফাওয়াইদুয্‌ যাইনিয়্যা ফী ফিকহিল হানাফিয়া,
৬. হাশি'আয়ে হিদায়া,
৭. হাশি'আ জামিউল ফুসূলায়ন ইত্যাদি।

আল্লামা সাইয়্যিদ আহমাদ তাহ্‌তাবী (রাহ.)

আল্লামা সাইয়্যিদ আহমাদ তাহ্‌তাবী (রাহ.)ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌। তিনি তাহ্‌তাবী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন সুযোগ্য মুফ্‌তী ছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি মিসরে ফাত্‌ওয়া প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি 'দুর্‌রে মুখ্‌তার' কিতাবের নির্ভরযোগ্য হাশিয়্যা (পাদটিকা) লিখেছেন যা 'হাশিয়্যায়ে তাহ্‌তাবী' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ফাযাইল ও মানাকিব অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করতেন। তাঁর বরাতে আল্লামা শামী (রাহ.)'রাদ্দুল মুহ্‌তার' কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর ছোট বড় অনেক রিসালা ও কিতাব রয়েছে। তিনি ১১৩৩ হি./১৭২১ খৃ.তে ইন্‌তিকাল করেন।[১]

হাফিয জামাল উদ্দিন যায়লাঈ (রাহ.) (মৃ. ৭৬৬হি./১৩৬৫ খৃ.)

হাফিয জামাল উদ্দিন (রাহ.) একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও খ্যাতনামা ফকীহ্‌ ছিলেন। তাঁর নাম অবদুল্লাহ্‌ উপনাম আবূ মুহাম্মদ, উপাধি জামাল উদ্দিন, পিতার নাম ইউসুফ। তিনি যায়লাঈ নামেই অধিক পরিচিত। 'যায়লা' হাবশার অর্ন্তভুক্ত একটি শহরের নাম। ইলমে ফিকহে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে সমকালীন [২]

১. **ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৬৪।
২. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আলিমগণের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। হাদীস সংকলনের কাজে তিনি জীবনের বেশী সময় কাটান। আল্লামা ফখরুদ্দীন (রাহ.) যায়লাঈ তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি হিদায়া কিতাবের হাদীসসমূহ তাখরীজ করেন। এবং এর নামকরণ করেন 'নাসবুর রায়া (نصب الر اية) এছাড়া তিনি কাশ্‌শাফ কিতাবের হাদীসসমূহও তাখরীজ করেছেন। আল্লামা আবদুল হাই লাখ্‌নোভী (রাহ.) 'ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হিদায়ার সকল ভাষ্যকারই আল্লামা যায়লাঈ (রাহ.)-এর তাখ্‌রীজ (نصب الر اية) থেকে সাহায্য নিয়েছেন।

ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (রাহ.) (মৃ. ৭১০ হি./১৩১০খৃ.)

আল্লামা নাসাফী (রাহ.) একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও মুফাস্‌সির ছিলেন। তাঁর নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল বারাকাত, উপাধি-হাফিয উদ্দিন। পিতার নাম আহ্‌মাদ, দাদার নাম মাহমূদ। ইরাকের উত্তরে 'নাস্‌ফ' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে যুগের বিখ্যাত আলিম শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুস সাত্তর কারদারী, শামসূল উলামা আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী বদরুদ্দীন খাহারযাদা (রাহ.)- প্রমুখ মনীষীর নিকট ইল্‌ম হাসিল করেন। ইব্‌ন কামাল পাশা (রাহ.) ইমাম নাসাফী (রাহ.)-কে 'তাবাকাতে ফুকাহার' ষষ্ঠস্তরে শামিল করেন। কেউ কেউ তাঁকে 'মুজ্‌তাহিদত ফিল-মাযহাব' এর মধ্যে শামিল করেছেন। আল্লামা নাসাফী (রাহ.) বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো- "الكافى , الوافى , العمدة , النار فى أصول الدينة , النقى , كشف الأسرار , الماء" ইত্যাদি।[১]

ইমাম ইব্‌রাহীম ইব্‌ন রুস্তম মিরওয়াযী (মৃ. ২১১ হি./৮২৬ খৃ.)

তিনি ইব্‌ন (রাহ.) নামে সমধিক পরিচিত। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.)-এর প্রত্যক্ষ ছাত্র। এবং তাঁর নাওয়াদির গ্রন্থেও সংগ্রাহক ও বর্ণনাকরী। এগুলো 'নাওয়াদিরে ইব্‌ন রুস্তম' নামে খ্যাত। তিনি ইমাম মালিক (রাহ.) থেকে হাদীস শিক্ষা করেন।

ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাফস্‌ (রাহ.)

তিনি 'আবূ হাফস আল-কাবীর' নামে খ্যাত। তিনি একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.)-এর ছাত্র এবং তাঁর গ্রন্থসমূহের বর্ণনাকারী। আবূ হাফস্‌ আল-বুখারী নামেও তিনি পরিচিত।

বাশীর ইব্‌ন ওয়ালীদ আল-কিন্দী (রাহ.) (মৃ. ২৩৮ হি./৮৫৩ খৃ.)

তিনি ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ.)-এর ছাত্র এবং তাঁর গ্রন্থসমূহের বর্ণনাকারী। তিনি বাগদাদের বিচারপতি ছিলেন।

বাশ্‌র ইব্‌ন গিয়াস মনারীসী (রাহ.) (মৃ. ২২৮ হি./৮৪৩ খৃ.)

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-এর ছাত্র এবঙ তাঁর গ্রন্থের রচয়িতা। বিখ্যাত ফকীহ্ ব্যাক্তিত্ব।[২]

---

১. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৬৫।

২. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্ন শু'জা (রাহ.) (মৃ. ২৬৭ হি./৮৮১ খৃ.)

ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ লু'লুয়ী (রাহ.)-এর ছাত্র। একজন ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। الآثار , كتاب المضاربة , كتاب النوادر , تصحيح প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

ইমাম মুসা ইব্ন সুলায়মান জুযজানী (রাহ.) (মৃ. ৩৪০ হি./৯৫১ খৃ.)

তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.)-এর ছাত্র। উসূল ও আমালী গ্রন্থের রচয়িতা।

আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইমরান (রাহ.) (মৃ. ২৮০ হি./৮৯৩ খৃ.)

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সিমা '(রাহ.)-এর ছাত্র। তিনি মিসরের বিচারক ছিলেন। - "كتاب الحج "-এর রচয়িত।

ইমাম বাক্কার ইব্ন মুদামা ইব্ন আসাদ (রাহ.) (মৃ. ২৯০ হি./৯০৩)

তিনি হিলালুল রায় (রাহ.)-এর ছাত্র। তিনি মিসরের কাযী ছিলেন এবং সমকালী ন যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ ও ছিলেন। "كتاب الحاضر, كتاب الشروط , كتاب الوثائق كتاب الجليل , والسجلات" -এর রচয়িতা।

আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুল আযীয (রাহ.) (মৃ. ২৯২ হি./৯০৫ খৃ.)

ইমাম ঈসা ইব্ন আবান ও হিলাসুর রায় (রাহ.)-এর ছাত্র। তিনি কূফার কাযী ছিলেন।" "كتاب كتاب الفرائض , كتاب اداب القاضى , الحاضر -এর রচয়িতা।

আবূ সাইয়িদ আহ্মাদ ইবনুল হুসায়ন (রাহ.) (মৃ. ৩১৭ হি./৯২৯ খৃ.)

ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফা ও আবূ আলী আদ-দাক্কাক (রাহ.)-এর ছাত্র।

আবূ আলী আদ-দাক্কাক (রাহ.) (মৃ. ৩১৭ হি./৯২৯ খৃ.)

তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)-এর ছাত্র মূসা ইব্ন নাস্র রাযী (রাহ.) ছাত্র।

আল-হাকিমশ্ শহীদ (রাহ.) (মৃ. ৩৪৪ হি./৯৫৫ খৃ.)

তাঁর পূর্ণনাম মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মিরওয়াযী আল হাকিমশ্ শহীদ। তিনি অতি উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস ও ফকিহ্ ছিলেন। ষাট হাজার হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি 'আল-কাফী' (الكافى) রচনা করেছেন।

ইমাম আল বাল্খী আল-হিন্দয়ালী (মৃ.৩৬৩ হি./৯৭৪ খৃ.)

তাঁর পূর্ণনাম আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল- বাল্খী আল-হিন্দ্য়ালী। তিনি বলখের ইমাম ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'আবূ হানীফা সাগীর'।

ইমামুল হুদা আবূল লাইস নাসর ইব্ন মুহাম্মদ সামারকান্দী (মৃ. ৩৭৩হি./৯৮৩খৃ)

তিনি ইমাম বাল্খী (রাহ.)-এর ছাত্র। তিনি "بستان شرح جامع صغير , خزانةالفقه النوازل العيون والفتاوى" ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।[1]

---

১. ابو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى, **ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** পৃ.১৬৬; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.),** পৃ. ৩১৭; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ জুরজানী (রাহ.) (মৃ. ৩৯৮ হি./১০০৮ খৃ.)

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আবদুল্লাহ্ ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ জুরজানী (রাহ.)। তিনি ইমামা কারখীর ছাত্র।" شرح مختصر الكرخى, سرح جامع الكبير, سرح الزيادات " ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তিনি তাঁর-গুরুত্বপূর্ণ তাঁর মৌলিক গ্রন্থ "خزانة الأكمل" এ হাকিমের আল-কাফী, জামি 'কাবীর, 'সাগীর, 'যিয়াদাত, 'মুখ্‌তাসারে কারখী, মাহহে তাভী, উয়ুনুল মাসাইল ইত্যাদি গ্রন্থেও সামাইল অতি সুন্দরভাবে ক্রমানুসারে সংকলন করেন।

আবূ যায়িদ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর দাবূসী সামারকান্দী (মৃ. ৪৩০ হি./ ১০৩৯ খৃ.)

তিনি বিশ্বখ্যাত ফকীহ্, উসূলবিদ ও মুনাযির ছিলেন। সমরকন্দ ও বুখারার শীর্ষস্থানীয় মাকিঈ ফকীহদের সাথে তাঁর প্রায় মুনাযারা (বিতর্ক যুদ্ধ) হত। তিনি "تقويم , نجم افتاوى تأ سيس النظر , كناب الأسرار , الأدلة" ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইস ইব্‌ন আলী আল-যমীরী (মৃ. ৪৩৬ হি./১০৪৫ খৃ.)

তিনি উচুঁস্তরের হানাফী ফকীহ্গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর রচনা পদ্ধতি ছিল অতি সুন্দর ও উন্নতমানের। মানাকিবে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর অমর কীর্তি।

আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌নহুসাইন আল-বুখারী খাহারদা(রাহ.)(মৃ.৪৩০হি./১০৩৯খৃ.)

তিনি ইরাকের জায়হুন নদীর উত্তরাঞ্চলের হানাফী ফকীহ্ ছিলেন। তিনি "المختصر البسوط , التجنيس" ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী দামগামী (৪০০-৪৭৮ হি./১০১০-১০৮৫খৃ.)

তিনি ইমাম কুদূরীর ছাত্র ছিলেন। ইরাকের হানাপী- ফকীহ্গণের নেতা ও বাগদাদের কাযী ছিলেন। শাফি'ঈ মাযহাবের শেখ ইসহাক সিরাজী (রাহ.)-এর সাথে তাঁর প্রায়ই মুনাযারা (তর্কযুদ্ধ) হত।

শামসুল আইম্মাবকর ইব্‌নমুহাম্মদ যরনজী(রাহ.)(৪২৭-৪৭৪হি./১০৩৬-১০৮১খৃ.)

তিনি ইমাম হালওয়ায়ীর ছাত্র। মাযহাবী মাস'আলা সমুহের হাফিয ও ফিকহের ইমাম ছিলেন।

আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল সাফ্ফার (রাহ.) (মৃ. ৫৩৪ হি./১১৪০ খৃ.)

তিনি আল্লামা কাযীখান (রাহ.)-এর উস্তাদ, সূফী ও ফকীহ্ ছিলেন।

ইমাম ইস্‌বীজীবী (রাহ.) (মৃ. ৫৩৫ হি./১১৪১ খৃ.)

তাঁর পূর্ণনাম আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, উপাধি 'শাইখুল ইসলাম'।[১]

---

১. ابو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى, ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৬৭; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩১৮; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বখ্যাত 'হিদায়া' গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা মুরগিনানী (রাহ.) তাঁর ছাত্র। তিনি " مختصر الطحاوى , سرح البسوط " রচনা করেন। তিনি আসহাবে তারজীহ্ স্ত রের মধ্যে শামিল।

ইমাম সাদরুশ্ শহীদ (রাহ.) (মৃ. ৫৩৬ হি./১১৪২ খৃ.)

পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ হুস্সাম উদ্দীন 'উমর ইব্ন আবদুল আযীয, উপাধি 'সাদরুশ্ শাহীদ'। বিখ্যাত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

যহীরুদ্দীন আবদুর রশীদ ইব্ন আবূ হানীফা ইব্ন আবদুর রায্যাক আল-ওয়ালজী (রাহ.) (মৃ. ৪৫০ হি./১০৫৮ খৃ.)

তিনি 'ফাতাওয়ায়ে- ওয়ালজিয়া' রচনা করেন।

আবদুর রশীদ বুখারী (রাহ.) (মৃ. ৫৪২ হি./১১৪৭ খৃ.)

তাঁর পূর্ণ নাম তাহির ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবদুর রশীদ আল-বুখারী। তিনি মুজতাহিদ-ফিল মাসাইল ছিলেন। তিনি " خزانة الرو الرواية , جلاصة الفتاوى " ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

শামসুল আইম্মা আল-কুরূরী (রাহ.) (মৃ. ৫৪২ হি./১১৪৭ খৃ.)

পূর্ণ নাম শামসুল আইম্মা আল-কুরূরী গফুর ইব্ন লুক্মান। " جامع العين ও الزيادات" এর ভাষ্য-লিখেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী যয়নগরী (রাহ.) (মৃ. ৫৮৪ হি./১১৮৮ খৃ.)

তাঁর পূর্ণ নাম শামসুল আইম্ম ইমামুদ্দীন ইব্ন শামসুল আইম্মা বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী যয়নগরী। তাঁর উপাধি ছিল 'নূ'মান আস-সানী' তিনি খুব উচুঁস্ত রের ফকীহ্ ছিলেন।

আবূ বকর ইব্ন মাসউদ ইব্ন আহ্মাদ আল-কাসানী (মৃ. ৫৮৭ হি./১১৯১ খৃ.)

তিনি " البدائع الصنائع " নামে বিশ্বখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেও প্রণেতা। মূলত গ্রন্থখানি আল্লামা আলীম উদ্দীন সামারকান্দী (রাহ.) রচিত " تحفةالفقهاء " গ্রন্থের ভাষ্য।

নাসীর উদ্দীন আবূল ফাতেহ্ খাওয়ারেযিমী (মৃ. ৬১০ হি./১২১৩ খৃ.)

তিনি একজন উচুঁমানের ফকীহ্ ও সাহিত্যিক। 'আল-মাগরিবু লুগাতিল ফিকহ্' এর রচয়িতা।

যহীর উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল-বুখারী (মৃ. ৬১৯ হি./১২২২ খৃ.)

তিনি 'ফাতাওয়ায়ে যহিরিয়্যা' রচনা করেন।[১]

---

১. ابو حنيفة : محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى, **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৬৮; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩১৮; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

মাজ্‌দউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌নমাহমুদ আল-এসতারুসতী(রাহ.)(মৃ.৬৩২ হি./১২৩৫খৃ.)

তিনি 'ফসূলে এসতারুস্‌তী' প্রনয়ন করেন।

যিয়া উদ্দীন হাসান ইব্‌ন মুহম্মদ সান'আনী (রাহ.) (মৃ. ৬৫০ হি./১২৫২ খৃ.)

তিনি জামিউল উলূম ফকীহ্‌ মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি "مشارق الأنوارزبدة الناسك , مجمع البحرين ، شرح البخارى" ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।[১]

আবুর রিযা মুখতার ইব্‌ন মাহমুদ গাযনবী হানাফী (রাহ.) (মৃ. ৬৭৩হি./১২৭৫ খৃ.)

তিনি কিনায়াহ ও কুদূরীর ভাষ্যগ্রন্থ 'মুজতাবা' (مجتبى) রচনা করেছেন।

আবুল ফাতেহ্‌ আবদুর রহীম ইব্‌ন আবু বরক আবদুল জলীল মারগীনানী সামারকান্দী (রাহ.)

তিনি فصول إمدادية ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন।

আবুল ফজল মাজদুদ্দীন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাওদূদ আল-মাওসূলী (রাহ.) (মৃ. ৬৮৬ হি./ ১২৮৭ খৃ.)

তিনি 'আল-মুখ্‌তার ও শারহে ইখ্‌তিয়ার' রচনা করেন।

আল্লামা ইব্‌ন সা'আতী (রাহ.) (মৃ. ৬৯৪ হি./১২৯৫ খৃ.)

পূর্ণ নাম মুযাফ্‌ফর উদ্দীন আহ্‌মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সা'আত আল-বাদদাদী (রাহ.)। তিনি 'মতনে মাজ্‌মা'আল বাহরাইন' ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন।

হুস্‌সামুদ্দীন হাসান ইব্‌ন আলী সুগানাকী (মৃ. ৭১০ হি./১৩১০খৃ.)

তিনি প্রসিদ্ধ ফকীহ্‌ ছিলেন। হিদায়ার ভাষ্য গ্রন্থ 'আল-নিহায়া' (النهاية) তাঁর প্রণীন বিখ্যাত গ্রন্থ।

নাজমুদ্দীন ইব্‌ন আলী তারসূসী (রাহ.) (মৃ. ৭৫৮ হি./১৩৫৭ খৃ.)

তিনি 'ফাতাওয়া তারসূসী। আনফাউল ওসাইল (انفع الوسائل) ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন।

শেখ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মুনীরী বিহারী (৬৬১-৭৭২ হি./১২৬৩-১৩৭২ খৃ.)

তিনি শায়খুল ইসলাম মারফুদ্দীন নামে পরিচিত। তিনি মুহাদ্দিস, ফকীহ্‌ ও সূফী সাধক ছিলেন। ইজ্‌তিহাদের স্তরে পৌঁছেছিলেন।

আল্লামা ইব্‌ন আলায়ী আন্দরপূতি (রাহ.) (মৃ. ৭৮৬ হি./১৩৮৪ খৃ.)

তিনি বিখ্যাত 'ফাত্‌াওয়ায়ে তাতারখানিয়া' গ্রন্থেও রচয়িতা। উপমহাদেশর এটিই প্রথম ফিকহের কিতাব।[২]

---

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ৩১৯; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, পৃ. ১৩২।

২. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৬৯;

Dhaka University Institutional Repository

আক্‌মাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ ইব্‌ন আহমাদ বারবরতী (রাহ.)(মৃ.৭৮৯ হি./ ১৩ ৮৭ খৃ.)

তিনি হিদায়ার ভাষ্য عناية, شرح سرا جية , سرح أصول بزدوى, شرح مختار " " لابن حاجب ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন।

আবূ বাকর আলী-হাদ্দাদী (রাহ.) (মৃ. ৮০০ হি./ ১৩৯৮ খৃ.)

তিনি " جوهرة النيرة ও سرا ج الوهاب " গ্রন্থের পণেতা।

সাইয়িদ শরীফ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ জুরজানী (মৃ. ৮৭৯ হি./১৪৭৪ খৃ.)

তিনি " شرح هداية ও شرحوقاية شريفية " রচনা করেন।

ইব্‌ন আমীরুল হাজ্জ শামসুদ্দীন হালবী (মৃ. ৮৭৯ হি./১৪৭৪ খৃ.)

তিনি 'শাহহে মুনীয়াতুল মুসাল্লী' (سرحمنية المصلى) গ্রন্থের প্রণেতাও প্রখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন।

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা তারাবলিসী (রাহ.) (মৃ. ৯২২ হি./১৫১৬ খৃ.)

তিনি আ-বুরহান (البر هان) 'মাওয়াহিবুর রহমান' গ্রন্থ রচনা করেন।

মাওলানা হিদাদ জৌনপূরী (রাহ.) (মৃ. ৯২৩ হি./১৫১৭ খৃ.)

তিনি হিদায়া, বায়যাবী, কিনায়া গ্রন্থেও ভাষ্য রচনা করেছেন।

আহ্‌মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন কামালপাশা রুমী (মৃ. ৯৪০ হি./ ১৫৩৪ খৃ.)

তিনি " إصلاح الوقاية ও سرح هداية " রচনা করেছেন। তিনি আসহাবে তারজীহ্ তারকার ফকীহগণের মধ্যে গণ্য।

শেখ বাদ্দাহ বিহারী (রাহ.)

তিনি তাঁর সময়ের 'শাইখুল ইসলাম' ছিলেন। তিনি মাহসূরীর উস্তাদ।

মোল্লা ই'সামউদ্দীন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আরবশাহ(মৃ.৯৪৪ হি./১৫৩৭খৃ.)

তিনি শারহে " سرح وقاية " রচনা করেন।

সা'দী চিলফী সা'দুল্লাহ্ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন আমীর খান (মৃ. ৯৪৫ হি./১৫৩৮ খৃ.)

তিনি প্রখ্যাত মুফ্‌তী ছিলেন। " العنانة " গ্রন্থেও টিকা রচনা করেছেন।

শেখ যাদাহ রুমী (রাহ.) (মৃ. ৯৫১ হি./১৫৪৪ খৃ.)

তাঁর পূর্ণ নাম শেখ যাদাহ রুমী মহীউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিহ উদ্দীন (রাহ.)। তনি " مجمع الانهر " গ্রন্থ রচনা করেন।

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হালবী (মৃ. ৯৫৬ হি./১৫৪৯ খৃ.)

তিনি 'মুনতাকাল আবহূর', কাবীরী ও শারহে মুনিয়াতুল মুসাল্লী রচনা করেন।[১]

---

১. **ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৬৯; আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আল-খুরাসানী আল-কাহতানী (রাহ.)

তিনি 'জামিউর রমায' (جامع الرمز) রচনা করেন।

আবুস সাউদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ মুস্তাফা (রাহ.) (মৃ. ৯৮১ হি./১৫৭৩ খৃ.)

তিনি প্রখ্যাত মুফ্‌তী ছিলেন এবং 'মোল্লা মিস্‌কীন' এর হাশিয়া লিখেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌নআহমাদ তামারতাশী (রাহ.)(মৃ.১০০৪ হি./১৫৯৬খৃ.)

তিনি 'তানবীরুল আবসার, মুঈনুল মুফ্‌তী, তুহফাতুল আকরান, শারহে মাওয়াহিবুর রাহমান, শারহে যাদুল ফাকীর, মারহে দাহবানিয়া রচনা করেন।

নুরুদ্দীন ইব্‌ন সুলতান (রাহ.) (মৃ. ১০১৪ হি./১৬০৫ খৃ.)

তিনি মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.) নামে খ্যাত। 'নিকায়াহ' ও 'মিরকাত' গ্রন্থেও রচয়িতা ছিলেন।

শাইখুল হিন্দ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (মৃ. ১০৫৮ হি./১৬৪৮ খৃ.)

তিনি লুম'আত, আশ'আতুল লুম'আত, শারহে সাফরুস সা'আদাত ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন।

শেখ হাসান শরনবুলালী (মৃ. ১০৬৯ হি./১৬৫৯ খৃ.)

তিনি বিখ্যাত " نورالإيضاح ও مراقى الفلاح " রচনা করেন।

খায়রুদ্দীন রামলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন নুরুদ্দীন আলী ইব্‌ন যায়নুল আবিদীন (রাহ.) (মৃ. ১০৮১ হি./১৬৭০ খৃ.)

তিনি 'ফাত্‌ওয়ায়ে খাইরিয়্যা' রচনা করেন।

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল- হাসকাফী (রাহ.) (মৃ.১০৮১ হি./১৬৭০ খৃ.)

তিনি আল্লাম হাসকাফী নামে পরিচিত। বিশ্বখ্যাত 'দুররুল মুখতার' (دلختار) ও দুররুল মুন্‌তাকা (در المنتقى) গ্রন্থেও রচয়িতা।

শাইখ আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ সাঈদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ সিদ্দীকী আল-হানাফী (রাহ.) (মৃ.-১১৩০ হি./১৭১৮ খৃ.)

তিনি 'মোল্লা জীউন' নামে পরিচিত। বিশ্ববিখ্যাত 'নুরূল আনওয়ার' ও তাফসীরে আহমাদী রচনা করেন।

মোল্লা নিযাম উদ্দীন বোরহানপুরী (রাহ.) (মৃ. ১১০৩ হি./১৬৯২ খৃ.)

তিনি বিখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন এবং ফাতাওয়ায়ে অলমগীরী-এর সম্পদানা কমিটির সভাপতি ছিলেন।

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহ.) (মৃ. ১২৫৫ হি./১৮৩৯ খৃ.)

তিনি 'মাবসূত', তাফসীরে মা-লা বুদ্দা মিনহু (মাযহারী) রচনা করেন।[১]

---

১. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ১৫৪। **ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** পৃ.১৭১;

Dhaka University Institutional Repository

ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহ.) (মৃ.-১১৭৬হি./১৭৬৩খৃ.)

তিনি ছিলেন ইমামুল হিন্দ। বহু গ্রন্থের প্রণেতা। 'উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস। সংস্কারক, দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। উপমহাদেশের প্রখ্যাত অনেক আলিম তাঁর ছাত্র। তাঁর প্রণীতমুসাওওয়া শারহে মুযাত্তা, ইকদুল জীদ ফী তাকামিল ইজ্‌তিহাদ- ওয়াত তাক্‌লীদ, আল-ইনসাফ ফী বায়ানে আসবাবিল ইখতিলাফ ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ইত্যাদি গ্রন্থাবরী প্রসিদ্ধ।

শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রাহ.) (মৃ. ১২৩৯ হি./১৮২৪ খৃ.)

তিনি 'ইমামুল হিন্দ' নামে পরিচিত। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর রচিত 'ফাতাওয়অ-ই-আযীযিয়্যা' ইত্যাদি গ্রন্থাবলী সুপ্রসিদ্ধ।

সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীন ওরফে ইব্‌ন আবেদীন (মৃ. ১২৫২ হি./১৮৩৬ খৃ.)

তিনি 'আল্লামা শামী' নামে পরিচিত। রাদ্দুল মুহতার, তানকীহ্,ফাতাওয়ায়ে হামিদিয়ে রচনা করেছেন।

মাওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মাহাল্লী লাখ্‌নৌভী (রাহ.)(মৃ.১৩০৪ হি./১৮৮৭খৃ.)

তিনি হিদায়া ও শারহে বিকায়াহ্ সি'আয়াহ-এর হাশিয়া লিখেছেন এবং 'মাজমু'আ-ই-ফাতাওয়া' প্রণয়ন করেন।

মাওলানা ওয়াকীল সিকান্দারপূরী (রাহ.)

তিনি 'মারহে আসব্‌হ্' প্রণয়ন করেন।

মাওলানা মুশ্‌তাক আহ্‌মদ কানপূরী (রাহ.) (মৃ. ১৩৫৯ হি./১৯৪০ খৃ.)

তিনি কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ফকীহ্ ছিলেন। হিদায়ার হাশিয়া ও শারহে মানাসিকে ক্বারী প্রণয়ন করেছেন।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (রাহ.) (রবিউস সানি ৫, ১২৮০-১৩৬২ হি./ সেপ্টেম্বর ১৯, ১৮৬৩-১৯৪৩ খৃ.)

তিনি ফকীহ্ ও সূফী ছিলেন। উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি বহু গন্থেও প্রণেতা। তম্মধ্যে বেহেস্তী জেওর ও ফাতাওয়া-ই-এমাদাদিয়ে সুপ্রসিদ্ধ। তাফিসীরে বায়ানুল কুরআন (আশরাফী) তাঁর অনন্য কৃতিত্ব।

মুফ্‌তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রাহ.) (মৃ. ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খৃ.)

তিনি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার মুফ্‌তী ও হেড্ মাওলানা ছিলেন। বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদেও দীর্ঘদিন খতীব পদে দায়িত্ব পালন করেন। এ মহান ফকীহ্ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তম্মধ্যে-ফাত্‌ওয়াই বরকতিয়া, আল-আওযাহ, ইযহারে হক, ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার ও কাওয়াইদুল ফিকহ্ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।[1]

---

১. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ১৫৭; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ.১৭২;

Dhaka University Institutional Repository

মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (রাহ.) (মৃ. ১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খৃ.)

তিনি পাকিস্তানের মুফতী-ই-আযম ছিলেন। জাওয়াহিরুল ফিকহ্, ইসলাম কা নিযামে আরদী, আলাতে জাদীদ কী শারয়ী আহ্কাম ইত্যাদি। তাফসীরে 'মা'আরিফুল কুরআন' তাঁর অনন্য কৃতিত্ব।

মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (রাহ.) (মৃ. ১২৯০ হি./১৮৭৩ খৃ.)

তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও তাসাউস-এর ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও কধ্যে রয়েছে মিফতাহুল জান্নাত, তাযকিরাতুন নিসওয়াল, যাদুত তাক্ওয়া ও যখীরায়ে কারামত ইত্যাদি।

মুফ্তী আহ্মত রেজা খান বেরলবী (রাহ.) (মৃ. ১৩৪০ হি./১৯২২ খৃ.)

তিনি একজন খ্যাতনামা মুফ্তী। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ আশেকে রাসূল। 'ফাতাওয়ায়ে রেয়াইয়া' তারঁর অবদান।

আল্লমা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রাহ.)

তিনি উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও মুফাস্সির ছিলেন। 'ফায়যূল বারী, (فيض البارى) শারহে বুখারী (৪ খন্ডে) তাঁর অনন্য কৃতিত্ব।

মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী (রাহ.)

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ ও আলেমে দ্বীন। 'তালিকুস্ সাবীহ্ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ্ তাঁর অমর গ্রন্থ। এ ছাড়াও ইলমুল কালাম, সীরাতুল মুস্তাফা (সা.) রচনা করেছেন।

মাওলানা খলীল আহমাদ সাহরানপুরী (রাহ.)

আবূ দাউদের শরাহ 'বাযলুল মাজহুদ' তাঁর অনন্য কৃতিত্ব।

মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী (রাহ.)

তিনি উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আমেমে দ্বীন ও ফকীহ্ ছিলেন। 'আল-ইনসাফ ফী সাবিলিল ইখতিলাফ' গ্রন্থ উর্দূ অনুবাদ করেন। এ ছাড়া হাকীকতে তাওহীদ, ইসলামী রিসালাত, শাহরিয়াত কে হুকূক এবং তাফসীরে তাদাব্বুরে কুরআন তাঁর অন্যন্য কৃতিত্ব।

মাওলানা ইউসুফ ইবূন নৌরী (রাহ.)

উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ । " معارف السنن " তাঁর অমর কৃর্তি।

মাওলানা শাববীর আহ্মাদ উসমানী (রাহ.)

উপমহাদেশে একজন প্রখ্যাত আমেমে দ্বীন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ , কালম

---

১. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ১৫৬। **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** পৃ.১৭৩;

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রে তাঁর আগাধ বুৎপত্তি ছিল। সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যা 'ফাতহুল মুলহিম' তাঁর অমর অবদান।

মাওলানা শাহ আবূ ইউসুফ মুহাম্মাদ আলী ইব্ন কুতুবে বাঙ্গাল শাহ আবূ মুজাফ্ফর মোহাম্মাদ গোলাম আকবর রঘুনাথপুরী (রাহ.)

তিনি ১২৬৯ হি./১৮৫৩ খৃ. জন্মগ্রহন করেন। তিনি বাহজাতুল ঈমান, ওসীলাতুল ফালা ফি হুকুমে তারেকুস সালাত, নাইমুল মারাম ফী হুকমে মালিল হারাম, র'দ্দুল মুবতাদিয়ীন বারকুন লীদ দাললীন ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১০ই যিলহজ্জ ১৩২৩হি./১৯০৫ খৃ. এই প্রখ্যাত ফকীহ ও সূফী ইন্তিকাল করেন।

মুফতী কেফায়েত উল্লাহ

তিনি দেওবন্দের মুফতী ছিলেন। তিনি ১৩৭২ হি./১৯৫৩ খৃ. ইন্তিকাল করেন।

মাওলানা শাহ আবূল ফয়েজ মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান ইব্ন মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রঘুনাথপুরী (রাহ.)

তিনি ১০ রজব ১৩১৬ হি./ ২৪ নভেম্বর ১৮৯৮ খৃ. জন্মগ্রহন করেন। তিনি গঞ্জে আতীক ও যাদুল আখিরাত নামক দুইখানা কিতাব লিখেছেন। ১৩৮২ হি./ ১৯৬২ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।

মাওলানা জাফর আহ্মদ উসমানী (রাহ.) (মৃ. ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খৃ.)

তিনি ছিলেন এক প্রখ্যাত গবেষক ও আলেম দ্বীন। তিনি হানাফী ফিকহের একটিপ নব দিগন্ত উম্মোচন করেন তাঁর অমর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ "ইলাউস্ সুনান" (اعلاء السنن) রচনা করে। এছাড়া 'ইমদাদুল আহ্কাম' তাঁর প্রণীতে ফিকহ্ গ্রন্থ।

মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.) (মৃ. ১৩৫৮ খৃ./১৯৩৯ খৃ.)

উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং মুবাল্লিগ। তিনি "الأزهر فى تسامح شرح, النوادر المنيفة فى مناقب الامام أبى حميفة كتاب الحنفاء فى ذكر, المقاشب المنيفة فى مناقب الإمام أبى حنيفة , الخنصر جوامع الكلم, مفيد المفتى, الضعف الضعفاء" ইত্যাদি।

আল্লামা আকমল উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ রূমী বাবরতী (রাহ.)

আল্লামা আকমল উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ রূমী বাবরতী (রাহ.)। জন্ম ৭১৪ হি./১৩১৪ কৃ.। মৃ.৭৮৬ হি./১৩৮৪ খৃ.। তিনি অষ্টম হি. শতাব্দীর উঁচুস্তরের হানাফী ফকীহ্। 'বাবরতী' জন্মস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করছে। তিনি সাইয়্যেদ শরীফ জুরজানী (রাহ.)এর ওস্তাদ। ফিক্হ্ গ্রন্থাবলীতে 'আকমল' বা 'আল-আকমল' বলতে তাঁকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কাহেরাতে ইন্তিকাল করেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ইনায়া'। যা কিনা হিদায়াকে বুঝার পক্ষে খুই সহায়ক ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 'ফাতহুল-কাদীর'-এর টীকায়

---

১. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ১৫৯; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** পৃ.১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

যার অস্তিত্ব রয়েছে। তাঁর অপরাপর গ্রন্থাবলী হচ্ছে: ২. শরহু মাশারিকুল-আনওয়ার ৩. আত্-তাক্বরীর আলা উসূলিল-বাযদুভী ৪. শরহু ওসীয়্যাতিল-ইমাম আবূ-হানীফা ৫. শরহুল-মানার ৬. আল-ইরশাদ ফী শরহিল ফিকহিল-আকবর ৭. 'আখলাত্বী''র সংক্ষেপ 'জামিউল-কাবীর'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইত্যাদি।[১]

আল্লামা কাছিম ইব্ন-কুতলুবুগা (রাহ.)

আল্লামা কাছিম ইব্ন-কুতলুবুগা (রাহ.) (৮০২-৮৭৯ হি./১৪০০-১৪৭৪ খৃ.) নবম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত হানাফী ফকীহ্ ও হাদীসবিশারদ। জন্ম ও মৃ. কাহেরায় হয়েছিল। আল্লামা ইবনুল-হুমাম (রাহ.)- এর বিশিষ্ট শিষ্য এবং অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। যার কয়েকটি হচ্ছে : ১. 'তাজুত-তারাজিম' যা কিনা হানাফী ওলামগণের জীবনী সংক্রান্ত ছোট পুস্তক, প্রকাশিত। ২. 'মুজিবাতুল-আহ্কাম ওয়া ওয়াকিয়াতুল-আইয়্যাম' প্রকাশিত। ৩. একটি ফাতাওয়া গ্রন্থ (পান্ডুলিপি) ৪. আত্-তাসহীহ্ ওয়াত-তারজীহ্ লিল-কূদূরী (অপ্রকাতিশত)।

ইমাম কুদূরী, আবূল-হোছাইন আহমদ ইব্ন-মুহাম্মদ (রাহ.)

ইমাম কুদূরী, আবূল-হোছাইন আহমদ ইব্ন-মুহাম্মদ (রাহ.) জ. ৩৬৪হি./৯৭৫ খৃ. ও মৃ.৪২৮হি./১০৩৭খৃ. সালে। তিনি ৪র্থ শতাবন্দীর একজন সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ্। তাঁর বিখ্যাত বরকতপূর্ণ গ্রন্থ 'মুখতাছারুল-কুদূরী' প্রকাশিত ও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। বিতর্ক বিষয়ক তাঁর 'আত্তাজরীদ' গ্রন্থখানা এখনও পান্ডুলিপি আকারে রক্ষিত।

মাওঃ আবুল হাসানাত মুহাঃ আব্দুল হাই ইব্ন-মুহাঃ আব্দুল হালীম আনছারী লাখনৌভী (রাহ.)

মাওঃ আবূল হাসানাত মুহাঃ আব্দুল হাই ইব্ন-মুহাঃ আব্দুল হালীম আনছারী লাখনৌভী (রাহ.)-এর জন্ম ১২৬৪ হি./১৮৪৮ খৃ. এবং মৃ. ১৩০৪ হি./১৮৮৭খৃ. সালে। তিনি একজন সু-প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ্, হাদীস বিশারদ এবং বহুগ্রন্থের লেখক, স্বনামধন্য আলেম। তাঁর অনেক গ্রন্থই ছাপা হয়েছে। যার কয়েকটি হচ্ছে: ১. 'আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা ফী তারাজিমিল-হানাফিয়্যা' যাতে আল্লামা কাফাভীর 'তাবাকাত'কে' সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং মূল্যবান অতিরিক্ত সংযুক্তি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ২. 'আল্-আছারুল-মারফুয়া ফীল-আহাদীছিল-মাওজুয়া;' ৩. আর্রাফউ ওয়াত-তাকমীল ফীল-জারাহি ওয়াত-তা'দীল; ৪. যফরুল আমানী শরহু মুখতাছারিল জুরজানী; ৫. ওমদাতুর-রিয়াইয়াহ্ হাশিয়া শরহু বিকায়া; ৬. আছ্ছিয়াইয়াহ্ শরহু শরহি বিকায়া (অসম্পূর্ণ); ৭. নাফউল-মুফতি ওস্সায়িল বিজামঈ মুতাফাররিকাতিল-মাছায়িল; ৮. আত্-তা'লীকুল-মুমাজ্জাদ আ'লা মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ; ৯. হিদায়ার পরিপূর্ণ টীকা গ্রন্থ; ১০. নাজমুলআতুল-ফাতাওয়া;ইত্যাদি।[২]

---

১. **শামী, (দেওবন্দ, ভারত :** মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা,), ১ খ., পৃ. ২০ পৃ; **এ'লাম,** ৭ খ., পৃ. ৪২ ।

২. মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী, **ফতোয়া আ-প কেয়ছে দে`? মূল** কিতাব : **শরহ্-ওকুদি রছমিল- মুফতী,** আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.) (**সাভার, ঢাকা :** বাতিল প্রাতিরোধ লাইব্রেরী, ২০০০ইং), পৃ. ১৮২-১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা আলা উদ্দিন মুহাম্মদ ইব্‌ন-আলী হাছ্‌কাফী (রাহ.)

শব্দটি আ'লাঈ, আল্লামা আলাঈ, আল্লামা হাছ্‌কাফী, হাছ্‌কাফী, হাসিনা ও 'দুররি-মুখতার'-প্রণেতা বলতে, আল্লামা আলা উদ্দিন মুহাম্মদ ইব্‌ন-আলী হাছ্‌কাফী (রাহ.)-কেই বুঝানো হয়ে থাকে। যাঁর জন্ম ১০২৫ হি./১৬১৬খৃ. সালে এবং মৃ. ১০৮৮/১৬৭৭ খৃ. সালে। তিনি একাদশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ হানাফী ফিক্‌হ্ বিশেষজ্ঞ। দামেস্কের মুফতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিখ্যাত ও সুপরিচিত গ্রন্থ 'আদ্‌দুরুল-মুখতার'ফী শরহি তানফিরিল-আবছার' তাঁরই রচনা। যাকে কেন্দ্র করে আল্লামা ইবনু-আবেদীন শামী (রাহ.)'রাদ্দুল-মুহতার' নাম্নীয় টীকা/ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। তাছাড়া, তাঁর অপরাপর গ্রন্থ হচ্ছে : ১. 'ইফাযাতুল-আনওয়ার আ'লা উসূলিল-মানার'; আল্লামা শামী (রাহ.) এটিরও টীকা রচনা করেছেন, যা ছাপা হয়েছে। ২. আদ্‌দুররুল-মুনতাকা শরহু মুলতাকাল-আবহুর (২৫) যা এখনও পান্ডুলিপি।

বিঃ দ্রঃ ১. 'আলাঈ' শব্দটি 'আলাউদ্দীন' এর প্রতি সম্বন্ধপদ হয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সম্বন্ধ করতে গিয়ে (مضاف) 'মুযাফ'- কে নেওয়া হয়েছে 'হিছকাফী' শব্দটি "حصن كيفا" (অর্থ কাইফা দূর্গের) প্রতি সম্বন্ধপদ হয়েছে। অবশ্য শুধু 'মুযাফ' (مضاف) এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হয়ে হিছনীও বলা হয়ে থাকে। 'হিছ্‌ন-কায়ফা' তাঁর জন্মস্থান। কিন্তু জনগণ সাধারণত 'হা' বর্ণে যবর যুক্ত করে উচ্চারণ করে থাকে।

২. 'আদ্‌দুররুল-মুখতার' বাক্যটি গুণ প্রকাশক যুক্তবাক্য। যার অর্থ হল 'নির্বাচিত মুক্তা'। তাই দুররি-মুখতার বলাও ঠিক; কারণ, এটি হবে ফারসী ভাষায় "تيصيفى ركب"- একইভাবে " الدر المختار "-ও ঠিক; কারণ এটি হচ্ছে আরবী রীতি অনুযায়ী "ركب توصيفي" কিন্তু 'দুররুল-মুখতার' ভুল। কেননা এ ক্ষেত্রে " مركب اضافي " বা সম্বন্ধযুক্ত পদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই ঠিক হবে না।

৩. রাদ্দুল-মুহ্‌তার সংযুক্ত পদটি " مركب اضافي " তথা সম্বন্ধপদের অন্তর্গত। محتار পদের অর্থ হচ্ছে 'অবাকজনক' 'আশ্চর্যপ্রদ'। শামী (রাহ.)নামকরণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, শিক্ষার্থীদের যারা গ্রন্থখানা (দুরবি মুখতার) পাঠে তার ভাব-ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গমে পেরেশান হচ্ছিল তাদের এ গ্রন্থের মাধ্যমে পথ-নির্দেশ করেছি। তাই এর (শামীর টীকা) নাম রেখেছি 'রাদ্দুল-মুহ্‌তার আ'লাদ-দুররিল-মুখতার।' এখন এর পুরো নাম দাড়াল- পেরেশান ব্যক্তিকে এমন নির্বাচিত মনি-মুক্তার পথ-নির্দেশ করেছি যা জ্ঞান-চক্ষুকে উন্মুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তির মূল্যবান মুক্তা হারিয়ে গিয়েছিল যা তার চোখের জ্যোতি এবং সে তার তালাশে হয়রান-পেরেশান। আল্লামা শামী তার দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলে দিলেন, নাও এটিই তোমার উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তু। সুতরাং যারা 'রাদ্দুল-শুখতার' বলে বা লিখে, তারা অজ্ঞ।[১]

---

১. মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : মুফতী সাঈদ আহমদ পলনপুরী, **ফতোয়া আ-প কেয়হে দে ?** মূল কিতাব : **শরহু-ওকুদি রছমিল- মুফতী,** আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.) (**সাভার, ঢাকা :** বাতিল প্রাতিরোধ লাইব্রেরী, ২০০০ইং), পৃ. ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা মহিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন-পীর আলী বিরকিলী/বিরকোভী, রুমী (রাহ.)

বিরকলী হচ্ছেন আল্লামা মহিউদ্দিন মুহাম্মদ ইব্‌ন-পীর আলী বিরকিলী/বিরকোভী, রুমী (রাহ.)। তাঁর জন্ম ৯২৯ হি./১৫২৩ খৃ. এবং মৃ. ৯৮১ হি./১৫৭৩ খৃ. সালে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ নাহু বিশেষজ্ঞ, ছারাহ বিষয়ক পন্ডিত, মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ। তাঁর ফিক্‌হ্ বিষয়ক রচনাবলী হচ্ছে : ১. শরহি বিকায়ার টীকাগ্রন্থ ২. যখীরাতুল-মুতাআহ্‌হিলীন ওয়ান্-নিছা ফী তা'রীফিল-আতহারি ওয়াদ্‌দিমাই ৩. রিছালাহ্ ফী হুরমাতিত্-তাগান্নী ৪. আছ্‌ছাইফুছ্-ছারিম আলা আদামি জাওয়াযি ওয়াকফিল মানকূলি ওয়াদ দারাহিমি।[১]

কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন-আব্দুল ওয়াহিদ সেওয়াসী ইস্কান্দারী (রাহ.)

'হুমাম' এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বাহাদুর, দাতা, নেতৃস্থানীয়। আল্লামা ইবনুল-হুমাম হচ্ছেন কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন-আব্দুল ওয়াহিদ সেওয়াসী ইস্কান্দারী (রাহ.)। জন্ম-৭৯০ হি./১৩৮৮ খৃ. ও মৃ. ৮৬১ হি./১৪৫৭ খৃ. সালে। তিনি নবম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট হানাফী ইমাম, মাযহাব চতুষ্টয়ের মৌলনীতি বিষয়ক পন্ডিত, কালাম শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যুক্তি বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন। 'সেওয়াস' তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল, যা তুরুস্কে অবস্থিত। তাঁর জন্মস্থান হচ্ছে ইস্কান্দারিয়া এবং মৃ. হয়েছে কাহেরায়।

আল্লামা শামী (রাহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "ফিক্‌হ্-বিজ্ঞানে তিনি 'মুজতাহিদ' স্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন (যাদের গবেষণা নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে এবং অন্যান্যদের পক্ষে এঁদের অনুসরণ করা জরুরী) (২য় খঃ ৩৮৮ পৃঃ) তাঁর সব গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে। যথা :

১. ফাত্‌হুল কাদীর লিল-আযিযিল-ফকীর- (মুখাপেক্ষী, অপারগ দাসের প্রতি সর্বশক্তিমান প্রভুর অবদান) এটি হিদায়ার সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ; তবে তা পূর্ণতায় পৌছার পূর্বেই জনাবের ইন্‌তিকাল হয়ে গেছে। 'কিতাবুল-ওকালা' শুরু করেছিলেন বাকীটুকু আল্লামা শামসুদ্দীন আহ্‌মদ ইব্‌ন কাওদের যিনি কাজীযাদা নামে পরিচিত (মৃ. ৯৮৮ হি./১৫৮০ খৃ.) সমাপ্ত করেছেন।

হিদায়ার বিস্ময়কর পাঠক ইবনুল-হুমাম (রাহ.)আল্লামা সিরাদ্দীন ওমর ইব্‌ন আলী কুত্তানী নামক ওস্তাদের(মৃ-৮২৯ হি./১৪২৬ খৃ.) খিদমতে (১৯) উনিশ বছর ব্যাপি পুরো অনুসন্ধান ও গবেষণার সঙ্গে গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন। ওস্তাদের (তিরোধানের) পর নিজে শিক্ষাদান কর্ম শুরু করেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশেষ্লষণ লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। উল্লেখ্য, শায়খ মোল্লা আলী কারী (রাহ.)দু'খন্ডে আলোচিত ফাতহুল-কাদীর[২]

---

১. অন্যান্য গ্রন্থাদির নাম **হাদিয়াতুল-আরেফীন**, ২ খ. পৃ. ২৫২ ও **ইলাম** ৬ খ., ৬১ পৃ. ৬১।

২. মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : **মুফতী সাঈদ আহমদ পলনপুরী, ফতোয়া আ-প কেয়ছে দে"? মূল** কিতাব : **শরহ-ওকুদি রছমিল- মুফতী, আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.)** (সাভার, ঢাকা, ২০০০ইং), পৃ. ১৯২-১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থখানার টীকা-হাশিয়া রচনা করেছিলেন যা এখনও ছাপা হয়নি।

২. 'আত্‌তাহ্‌রীর বাইনা উছূলাইশ্‌ শাফেইয়াহ্‌ ওল্‌-হানাফীয়্যা' (হানাফী ও শাফি'ঈ ফিক্‌হ্‌ বিষয়ক মূলনীতির সমন্বয় ও পরিমার্জন) এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মূল্যবান গ্রন্থ। এর দু'খানা ব্যাখ্যাগ্রন্থও ছাপা হয়েছে। প্রথমটি 'আত-তাক্বরীর ওত্‌-তাহ্‌রীর' নামে তিন খন্ডে সমাপ্তদ যা আল্লামা ইবনু-আমীর হাজ্জ (রাহ.)(৮৭৯ হি./১৪৭৪ খৃ.) কর্তৃক রচিত (৭৪)। 'রদ্দুল-মুফতি' গ্রন্থে এ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয়টি 'তাইসিরুত্‌তাহ্‌রীর' নামে চার খন্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এটি আল্লামা মুহাম্মদ আমীন-যিনি আমীর-বাদশাহ নামে পরিচিত, তাঁর রচনা (মৃ. ৯৭২ হি./১৫৬৫ খৃ.)।

৩. আল্‌-মুছায়ারা ফিল-আক্বায়িদিল-মুনজিয়্যা ফিল-আখিরাহ্‌-এটি কালাম শাস্ত্রের একটি অনন্য মতনগ্রন্থ। 'মুছায়ারা' শব্দের অর্থ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে চলা। যেহেতু গ্রন্থখানার প্রণয়ন রীতি ইমাম গাজ্জালীর (রাহ.)'কুদসিয়্যা'র অনুকরণে', তাই এটিকে 'মুছায়াবা' নাম দেওয়া হয়েছে। আল্লাম কামালুদ্দীন ইব্‌ন মুহাম্মদ শাফি'ঈ যিনি ইবুন-আবী শরীফ কুদ্‌সী নামে পরিচিত (মৃ. ৯০৫ হি./১৫০০খৃ.), গ্রন্থখানার একটি ব্যাখ্যা লিখেছেন যার নাম মুছামারা এবং তা কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়।

৪. 'যাদুল-ফকীর'-এটি ফিকহি বিধানবলী সম্বলিত একটি গ্রন্থ। যা তিনি কোন এক সফরে রচনা করেছেন।

আল্লামা ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ হালবী (রাহ.)(মৃ. ৯৫৬ হি./১৫৪৯ খৃ.)

আল্লামা ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ হালবী (রাহ.)(মৃ. ৯৫৬ হি./১৫৪৯খৃ.) দশম শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ্‌। তাঁর প্রসিদ্ধ মতনগ্রন্থ হচ্ছে 'মুলতাকাল-আবহুর' (২৫)। অন্যান্য গ্রন্থাদি হচ্ছে : ১. 'গুনিয়াতুল-মুতামাল্লি ফী শরহি মুনইয়াতিল-মুছাল্লী' যা 'কবীরী' নামে অধিক পরিচিত ২. ছাগীরী মুনইয়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৩. 'কামূস'-এর সংক্ষিপ্তসার ৪. ফাতাওয়া তাতারখানিয়ার সংক্ষেপ-রূপ ৫. আল-জাওয়াহিরুল-মুযিয়া ফী তাবক্বাতিল-হানাফিয়্যা এর সার সংক্ষেপ।

আল্লামা আবূ-হাফছ কবীর বোখারী হচ্ছেন, আহ্‌মদ ইব্‌ন হাফস (রাহ.)

আল্লামা আবূ-হাফছ কবীর বোখারী হচ্ছেন, আহ্‌মদ ইব্‌ন হাফস (রাহ.)। মৃত্যু সন সংরক্ষিত হয়নি, তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য; এবং তাঁর গ্রন্থাদির বর্ণনাকারী। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.)-এর 'কিতাবুল-আছল' এর বর্তমান প্রচলিত দু'টি বর্ণনা রয়েছে, যার একটি তাঁর; অপরটি আবূ-সুলাঈমান জুযাজানীর (রাহ.) (৫৬)। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহাম্মদ ইব্‌ন-আহ্‌মদকে ছোট আবূ হাফস বলা হয়।[১]

---

১. মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : মুফতী সাঈদ আহমদ পলনপুরী, ফতোয়া আ-প কেয়েছে দে ? মূল কিতাব : শরহু-ওকুদি রছমিল- মুফতী, আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.) (সাভার, ঢাকা , ২০০০ইং), পৃ. ২০১-২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

হানাফীগণের জীবনচরিত: হানাফী আলিমগণের জীবনী সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থাদি লেখা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ হচ্ছে:

১. **'আল-জাওয়াহিরুল-মুদিয়া ফী তাবাক্বাতিল-হানাফিয়্যা'**; এটি দু'খন্ডে ছাপা হয়েছে। প্রণেতা হচ্ছেন, আল্লামা আ: কাদের কুরাশী। তাঁর জন্ম- ৬৯৯ হি./১৩০০ খৃ. এবং মৃ. ৭৭৫ হি./১৩৭৩ খৃ.। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হানাফীদের জীবনী গ্রন্থ লেখার প্রথম গৌরব অর্জন করেছেন।[১]

২. **'তাজুত-তারাজিম'** এটি প্রকাশিত একটি ছোট পুস্তক, যার প্রণেতা হচ্ছেন কাছিম ইব্ন-কুতলুবুগা ।

৩. **'ওফায়াতুল-আ'ইয়ান-মিন মাযহাবি আবী হানীফাতান-নু'মান'** এটির প্রণেতা হচ্ছেন আল্লাম তারছূছী (রাহ.) (৫০)। এর পান্ডুলিপি 'যাহিরিয়্যা' গ্রন্থাগারে রক্ষিত রয়েছে।

৪. আত্-তাবাকাতুছ্-ছিন্নিয়্যা ফী তারাজিমিল-হানাফিয়্যা। এটির প্রণেতা হচ্ছেন, আল্লামা তাকী উদ্দিন ইব্ন আবদুল কাদের তামীমী গুজ্জী (রাহ.); মৃ. ১০১০ হি./১৬০১ খৃ.। এটি ছাপাও হয়েছে।

৫. **'কাতায়িবু আ'লামিন-আখইয়ার মিন ফুকাহাঈ মাযহাইব্ন্-নু'মান আল মুখতার'**- এটি আল্লামা মাহ্মূদ ইব্ন-সুলাঈমান রূমী কাফুভীর রচনা; এখনও অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি। তার মৃত্যু সন প্রায় ৯৯০ হি./১৫৮২ খৃ.। 'কাফাহ্' রোম বা ইটাললীর একটি এলাকার নাম। মাওঃ লাখনোভী (রাহ.)এটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছেন তাঁর 'আল-ফাওয়াইদুল-বহিয়্যা' গ্রন্থে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সংযুক্তিও জুড়ে দিয়েছেন।

৬. **'আল-ফাওয়াইদুল-বহিয়্যা ফী তারাজিমিল-হানাফিয়্যা মাআ'ত্তালীকাতিছ্ -ছিন্নিয়া-** এটি আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌভী (রাহ.)এর গ্রন্থনা (২৬)'। ইমাম আবূ-নছর আত্তাবী হচ্ছেন আহ্মদ ইব্ন-মুহাম্মদ বোখারী (রাহ.); মৃ. ৫৮০ হি./১১৮৪ খৃ.। ইমাম আবূ-নছর আত্তাবী হচ্ছেন আহ্মদ ইব্ন-মুহাম্মদ বোখারী (রাহ.); মৃ. ৫৮০ হি./ ১১৮৪ খৃ.। তিনি ষষ্ঠ হি. শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ্। 'আত্তাবী' বোখারা নগরীর একটি মহল্লা আত্তাবিয়ার প্রতি সম্বন্ধকৃত।[২]

তার রচনাবলী হচ্ছে; ১. জামে' কবীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ২. জামে' সগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ৩. যিয়াদাত-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৪. ফাতাওয়া আত্তাবিয়া 'জাওয়ামিউল ফিকহি'
৫. তাফ্সীরুল-কোরআন ইত্যাদি।
হাফিজুদ্দীন বোখারী (৭৭), মামসুল-আয়েম্মা কুদরী (৮৪), প্রমুখ তাঁর ছাত্র ।[৩]

---

১. এ'লাম, ৪ খ., পৃ. ৪২।

২. মুফতী মো: আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : **মুফতী সাঈদ আহমদ পলনপুরী, ফতোয়া আ-প কেয়হে দে'?** মূল কিতাব : **শরহ্-ওকুদি রছমিল- মুফতী, আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.)** (সাভার, ঢাকা. ২০০০ইং), পৃ. ২০৫-২০৬।

৩. **এ'লাম**, ১ খ., পৃ. ২১৬ ; **যিয়াদাতুয-যিয়াদাত**-এর ভূমিকা, পৃ. ১২, দ্র☺

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইব্ন-আহ্মদ ইব্ন ওসমান ইব্ন-কায়েমাজ (রাহ.)(আল্লামা যাহবী)

আল্লামা যাহবী হচ্ছেন, মুহাম্মদ ইব্ন-আহ্মদ ইব্ন ওসমান ইব্ন-কায়েমাজ (রাহ.)। তাঁর জ-৬৭৩হি./১২৭৪খৃ. ও মৃ.৭৪৮হি./১৩৪৭খৃ.। তিনি হি. অষ্টম শতাব্দীর একজন সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, গবেষক, আল্লামা এবং অনেক গ্রন্থ রচয়িতা শাফি'ঈ আলেম। তাঁর জন্ম ও মৃ. দামেস্ক নগরীতে হয়েছে। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাবলী হচ্ছে: ১. তাযকিরাতুল-হুফ্ফায ২. মীযহানুল ই'তিদাল ফী নকদির-রিজাল ৩. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা ৪. দুওলুল-ইলাম ৫. তারিখুল-ইলাম ৬. আল্-ইবারু ফী খবরি মান গাবার। ৭. তাযহীবু তাহ্যীবিল-কামাল ইত্যাদি অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে।

শামসুল-আয়েম্মা মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুস্সাত্তার এমাদী কারদারী বোখারী (রাহ.) (শামসুল-আয়েম্মা কারদারী)

শামসুল-আয়েম্মা মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুস্সাত্তার এমাদী কারদারী বোখারী (রাহ.)-এর জন্ম ৫৯৯ হি./১২০৩ খৃ. এবং মৃ. ৬৪২ হি./১২৪৪ খৃ.। তিনি সপ্তম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত হানাফী ফকীহ্। তিনি কাজীখান, হিদায়া গ্রন্থকার, শামসুল-আয়েম্মা বকর ইব্ন মুহাম্মদ যরনগরী ও 'শির'আতুল-ইসলাম'-গ্রন্থকার ইমামযাদার ছাত্র এবং হামীদুদ্দীন যরীর, হাফিযুদ্দীন বোখারী ও ভাগ্নে মুহাম্মদ ইব্ন-মাহ্মূদ-এর ওস্তাদ।

তাঁর রচনাবলী হচ্ছে : ১. মুখতাছার (ফিক্হ্ বিষয়ক) ২. আররাদ্দু ওল ইন্তিছার (কালাম শাস্ত্র বিষয়ক) এ উভয়টি এখনও পান্ডুলিপি; তবে দ্বিতীয়টি ইমাম গাযালী (রাহ.)-এর 'আল-মানখূল' গ্রন্থের সমালোচনা বিষয়ক।

বিঃ দ্রঃ- 'মানাকিব ইমাম আ'যম' ও 'আল-ওজীযু ফিল-ফাতাওয়া' বা 'ফাতাওয়া বাযাযিয়া' প্রণেতা হচ্ছেন অন্য কুর্দরী। ৪১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

আল্-হাভীল কুদ্সী (মৃ. ৬০০ হি./১২০৪ খৃ.)

'আল্-হাভীল' কুদ্সী গ্রন্থখানা অপ্রকাশিত; প্রণেতার সঠিক তথ্য অজানা। আল্লামা হামাভী আশবাহ্-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন, এটি হচ্ছে কুদ্স্ নগরীর বিচারপতির গ্রন্থ; যাঁর জীবনী অজ্ঞাত। তবে ইবনুশ্-শিহানা জাওয়াহিরে মুদীয়া'র টীকায় এটির গ্রন্থকারের নাম 'কাজী জামাল উদ্দীন আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নূহ কাবেছী গযনভী' বলে উল্লেখ করেছেন; তাঁকে কুদসী বলার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, গ্রন্থখানা বায়তুল-মাকদিসে বসে তিনি লিখেছিলেন। কাশফুয্-যুনূনের একটি উদ্ধৃতি মতে, এর প্রণেতা হচ্ছেন মুহাম্মদ গযনভী। ইবনি আমীর- হাজ্জ শরহি মুনইয়া গ্রন্থে লিখেছেন, এটির প্রণেতা জনৈক ফারগানী আলেম (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)। বি:দ্র:- হানাফী ফিক্হ্ সংশ্লিষ্ট, হাভী নামক দু'খানা গ্রন্থ রয়েছে।[১] যথা :

---

১. মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : **মুফতী সাঈদ আহমদ পলনপুরী, ফতোয়া আ-প কেয়ছে দে'?** মূল কিতাব : **শরহু-ওকুদি রছমিল- মুফতী, আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.),** (সাভার, ঢাকা, ২০০০ইং), পৃ. ২১১-২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

১. 'আল্-হাভীল-হাছিরী'-এটি আবূ-বকর মুহাম্মদ ইব্ন-ইব্রাহীম ইব্ন-আনওস হাছীরী (রাহ.)-এর গ্রন্থ; যাঁর মৃ.সন ৫০০ হি./১১০৭ খৃ.। তিনি আল্লামা সারাখসীর ছাত্র। এটি এখনও অপ্রকাশিত। কাশফ-গ্রন্থে এটির প্রশংসা করা হয়েছে।
২. 'আল্-হাভীয্-যাহেদী'-এটি হচ্ছে নাজমুদ্দীন মুখতার ইব্ন-মাহ্মূদ যাহেদী গাযীনী (রাহ.)-এর গ্রন্থ; যাঁর মৃ.সন ৬৫৮ হি./১২৬০ খৃ.। এটি এখনও পান্ডুলিপি।

ফাতাওয়া সিরাজিয়্যা

'ফাতাওয়া-সিরাজিয়্যা'র গ্রন্থকারের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আল্লামা শামী (রাহ.) রাদ্দুল-মুহতার ২য় খন্ড, ৭১০ পৃষ্ঠায় এর প্রণেতা হিসাবে আল্লামা সিরাজুদ্দীন কারিউল-হিদায়ার নাম উল্লেখ করেছেন; বেরেকল্ম্যানও তাই বলেছেন। কিন্তু 'এ'লাম' গ্রন্থকার গ্রন্থখানার ৫ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠার টীকায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশ্য এটি একারণে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় কেননা, 'কারিউল হিদায়া'র' কোনো রচনা নেই। তাই আমাদেরও মনে ইন্শাআল্লাহ্ এমনিটিই সঠিক হবে যে:

ফাতাওয়া-সিরাজিয়্যার'র প্রণেতা হচ্ছেন, আল্লামা সিরাজুদ্দীন, আবূ-হাফ্স, ওমর ইব্ন-ইসহাক ইব্ন-আহ্মদ হিন্দী, গযনবী, মিসরী (রাহ.)। যাঁর জন্ম ৭০৪/৭১৪ (১৩০৫/১৩১৪খৃ.) হি., মৃ. ৭৭৩ হি./১৩৭১ খৃ.। তিনি অষ্টম হি. শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হানাফী ওলামাদের অন্যমত, বহু গ্রন্থ রচয়িতা আলেম। তাঁর কয়েকটি রচনা হচ্ছে:
১. আত্তাওশীহ্ (হিদায়া ব্যাখ্যা)
২. আল্ গুররাতুল-মুনীফা ফী তারজীহী মাযহাবি আবী হানীফা (প্রকাশিত)
৩. শরহু আক্বীদাতুত-তাহাভিয়্যা (প্রকাশি)
৪. যুবদাতুল-আহ্কাম ফী ইখতিলাফিল-আয়েম্মা
৫. কাশিফু মা'আনিইল বাদী' ওয়া বয়ানু মুশকিলিহিল্-মুনী' (এটি হচ্ছে 'বাদিউ'ন-নিযাম'- এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ; যা কিনা বায়দূভীর একটি গ্রন্থ ও ইবনুছ্- ছা'আতির 'আহকাম' গ্রন্থের সমন্বয়ে লিখিত) এটি চার খন্ডে সমাপ্ত এবং এখনও পান্ডুলিপি। আল্লামা হিন্দীর 'শরহু-বদী' বলতে এটিকেই বুঝানো হয়।
৬. 'শরহুল-মুগনী' লিল্-খাব্বায়ী; এটি উসূলি ফিক্হ্ বিষয়ক গ্রন্থ, দু'খন্ডে সমাপ্ত এবং অপ্রকাশিত।
৭. শরহুয-যিয়াদাত।
৮. শায়বানীর জামে' কবীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ।[১]

উল্লেখিত ফকীহগণ ও তাঁদের গবেষণা সম্পন্ন কিতাব ছাড়াও আরো অনেক ফকীহ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছেন। তথ্যের অভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা সকলই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর অমূল্য অবদান।

১. মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : **মুফতী সাঈদ আহমদ পলনপুরী, ফতোয়া আ-প কেয়ছে দে ? মূল কিতাব : শরহ-ওকুদি রছমিল- মুফতী, আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.),** (সাভার, ঢাকা , ২০০০ইং), পৃ. ২১৮-২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৩০. হানাফী ফিক্‌হ-র মৌলিক গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

হানাফী ফিক্‌হ র মূল উৎস হলো-কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে 'ইল্‌মে ফিক্‌হ বিন্যস্ত ও সংকলিত হওয়ার পর হানাফী ফিক্‌হ যে সকল গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে তার সংখ্যা প্রচুর। উল্লেখ্য হানাফী ফকীহ্‌ গণের অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার ফলে এ মাযহাবের যেমন চরম উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তেমনি রচিত হয়েছে এ মাযহাবের উপর অসংখ্য গ্রন্থরাজি। এসব গ্রন্থের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র মৌলিক ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করব যা ফিক্‌হশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর আবদান।

১. المبسوط (আল-মাসবূত) : এটি ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (রাহ.)- এর রচনাবলীর মধ্যে সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। এ কিতাবখালিকে হানাফী ফিক্‌হ الاصل (আল-আস্‌ল) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এতে তিনি এমন হাজার হাজার ফিক্‌হী মাসাইল সন্নিবেশিত করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে স্বয়ং ইমাম আ'যম (রাহ.) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ গ্রন্থের বর্ণনাকারী ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাফস(রাহ.) বলেন, এতে কোন ক্বিয়াস ভিত্তিক আহকাম নেই।

২. الجامع الصغير (আল-জামিউস্‌-সগীর) : ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.)- শুধুমাত্র মাস'আলা বর্ণনা করেছেন। কোন দলীল-প্রমাণ বা যুক্তি উপস্থাপন করেন নি। এ গ্রন্থে চল্লিশটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। كتاب الصلوة থেকে শুরু করে "كتاب الوصايا والمتفرقات" এর মাস'আলা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থখানি বিশিষ্ট ফকীহ্‌ ঈসা ইব্‌ন আবান ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিমা'আহ(রাহ.)- ইমাম মুহাম্মাদ(রাহ.) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন।

৩. الجامع الكبير (আল-জামিউল কাবীর) : ইমাম মুহাম্মাদ(রাহ.)- এর গ্রন্থাখানি 'জামিউস সগীর' এর মতই রচনা করেছেন। তবে এতে মাস'আলাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। দলীল প্রমাণও রয়েছে।

৪. السير الصغير (আস সিয়ারুস্‌ সাগীর) : ইমাম মুহাম্মাদ(রাহ.) এ গ্রন্থে জিহাদ, প্রশাসন, পৌরনীতি ও রাজনীতির মাস'আলা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৫. السير الكبير (আস্‌ সিয়ারুল কাবীর) : ইমাম মুহাম্মাদ(রাহ.) এর এ গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু সিয়ারুস সাগীরের অনুরূপ। তবে এর আলোচনার পরিসর ব্যাপক ও[১]

---

১. الفوائد البهية ; كشف الظنون , ১ খ ও ২ খ; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.),** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ.৩২৪ ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৪), পৃ. ১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তৃত এবং মাস'আলা অনেক বেশী। আল্লামা সারাখসী(রাহ.)- এর ব্যাখ্যা রচনা করেছেন।

৬. الزيادات (আয্-যিয়াদাত) : ইমাম মুহাম্মাদ(রাহ.) কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থে 'আল-মাবসূত' এ বর্ণিত মাস'আলার উপর অতিরক্ত মাস'আলা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের বর্ণনাকারী হলেন, ইমাম আহ্মাদ ইব্‌ন হাফস্(রাহ.)।

৭. كتابى الامالى (কিতাবুল আমালী) : ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) রচনা করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ(রাহ.)- এরও এ নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

৮. كتاب الرقيات (কিতাবুর রাক্কিয়াত) : এ গ্রন্থখানি ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) রিক্কাতে কাযী থাকাকালে রচনা করেছেন।

৯. كتاب الكيسانيات (কিতাবুল কায়সানিয়াত) এ গ্রন্থখানি ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) জনৈক কায়সান ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন।

১০. كتاب الهارونيات (কিতাবুল হারুনিয়্যাত) : এ গ্রন্থখানি ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) খলীফা হারুনুর রশীদের উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন।

১১. كتاب الجرجانيات (কিতাবুল জুরজানিয়াত) : এ গ্রন্থখানি বিশিষ্ট ফকীহ্ ইব্‌ন সিমা'আহ(রাহ.) রচনা করেন।

১২. نوادر ابن سماعة (নাওয়াদিরে ইব্‌ন সিমা'আহ) : ইমাম মুহাম্মাদ(রাহ.)- এর নিকট থেকে শুনে তিনি এ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

১৩. نوادر ابن رستم (নাওয়াদিরে ইব্‌ন রুস্তম) : ইমাম মুহাম্মাদ(রাহ.)- এর নিকট থেকে শুনে তিনি এ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

১৪. كتاب الأمالى (কিতাবুল আমালী)

১৫. كتاب النوادر (কিতাবুল নাওয়াদির)

১৬. كتاب الخراج (কিতাবুল খারাজ)

১৭. كتاب المبسوط (কিতাবুল মাবসূত) : বিশিষ্ট ফকীহ্ ও উসূলবিদ শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্মাদ সারাখ্সী(রাহ.)-এ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

১৮. الهداية (কিতাবুল হিদায়া) : সর্বপেক্ষা নির্ভরযোগ্যগ্রন্থ।

১৯. التجنيس (আত-তাসনীজ)

---

১. الفوائد البهية ; كشف الظنون , ১ খ ও ২ খ; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ.৩২৬ ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

২০. المزيد (আল-মাযীদ)

২১. مناسك الحج (মানাসিকুল হাজ্জ)

(উপরোক্ত ৪ খানা গ্রন্থ ইমাম বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী(রাহ.) রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন)

২২. المحيط (আল-মুহীত) : বিশিষ্ট ফকীহ্ শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ সারাখসী(রাহ.) রচনা করেন। এ কিতাবখানী ৯ খণ্ডে সমাপ্ত।

২৩. البدائع الصنائع (আল-বাদায়েউস সানায়ে) : অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ফিক্হ র গ্রন্থ। গ্রন্থখানি আল্লামা কাসানী(রাহ.) (মৃ. ৫৮৭ হি.) রচনা করেছেন।

২৪. الاحكام (আল-আহকাম)

২৫. شرح الطحاوى (শারাহুত তাহাভী)

২৬. مختصر الطحاوى (মুখতাসারুত তাহাভী)

২৭. شرح ختصر الطحاوى (শারাহু মুখতাসারিত তাহাভী) : এ ৪ খানি কিতাব বিশ্বখ্যাত হানাফী ফকীহ্ আল্লামা আবূ বাক্র আল-জাস্সাস(রাহ.) রচনা করেছেন।

২৮. المبسوط (আল-মাবসূত) : শামসুল আইম্মা আব্দুল আযীয ইব্ন আহ্মাদ আল বুখারী(রাহ.) এ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। তিনি 'হালওয়ানী' নামে প্রসিদ্ধ।

২৯. الذخيرة (আয-যাখীরাহ) : ফকীহ্ আবূ বরক খাহারযাদা (মৃ. ৪৭৩ হি./১০৮১ খৃ.) রচনা করেন।

৩০. اداب القاضى (আদাবুল কাযী)

৩১. كتاب الوقف (কিতাবুল ওয়াক্ফ)

৩২. شرح الوافعات (শারহুল ওয়াফিয়াত) এ গ্রন্থখানি বিশিষ্ট ফকী্ হুস্সামুশ শহীদ (মৃ. ৪৮৩ হি./১০৯৩ খৃ.) রচনা করেন।

৩৪. عيون المسائل والواقعات والنوازل (উয়ূনুল মাসাইল ওয়াল ওয়াকি'আত ওয়ান নাওয়াযিল)

৩৫. خزانة الأكمل (খাযানাতুল আকমাল) : এ কিতাবদ্বয় ফকীহ্ আবূল লাইস সামারকান্দী, (মৃ. ৩৯৩ হি./১০০৩ খৃ. রচনা করেন)

---

১. كشف الظنون ; الفوائد البهية, ১ খ ও ২ খ; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ.৩২৭ ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. خلاصة الفتاوى والواقعات (খুলাসাতুল ফাতওয়া ওয়াল ওয়াকি'আত) : এ গ্রন্থখানি ফকীহ্ শেখ তাহির ইব্ন আহমাদ (মৃ.৫৪০হি./১১৮৪খৃ.) রচনা করেন।

৩৭. تتمة الفتاوى (তাতিম্মাতুল ফাতাওয়া) : এ গ্রন্থখানি ফকীহ্ আবূল মু''আলী(রাহ.) রচনা করেছেন।

৩৮. فتاوى قاضيخان (ফাতাওয়া কাযীখান) : এ কিতাবখানি ফকীহ্ ফখর উদ্দীন হাসান ইব্ন মানসূর উরফে কাযীখান (মৃ. ৫৯২ হি./১১৯৬ খৃ.) রচনা করেন।

৩৯. الفتاوى الكبرى (ফাতাওয়া আল-কুব্রা) : এ কিতাবখালি ফকীহ্ কুব্রা(রাহ.) রচনা করেন।

৪০. فتاوى (ফাতাওয়া) : এ কিতাবখানি ফকীহ্ যহীর উদ্দীন (মৃ. ৬১৯ হি./১২২২খৃ.) রচনা করেন।

৪১. القنية (আল কুনিয়া) ফকীহ্ যাহিদী (মৃ. ৬৮৫ হি./১২৮৬ খৃ.)

৪২. قيل لا والبغية (কীলা লা ওয়াল বুগইয়া) : এ গ্রন্থখানি ফকীহ্ কাওনাবী (মৃ. ৭৭০ হি./১৩৬৯ খৃ.) রচনা করেন।

৪৩. الأجناس (আল-আজনাস)

৪৪. الروضة (আর-রাওযাহ্) : এ গ্রন্থদ্বয় ফকীহ্ নাতিফী (মৃ. ৪৪৬ হি./১০৫৪খৃ.) রচনা করেন।

৪৫. منية المفتى (মুনিয়াতুল মুফ্তী) : ফকীহ্ সিজিস্তানী(রাহ.)

৪৬. مختصر القدورى (মুখ্তাসারুল কুদূরী) : ইমাম আবূল হাসান ইব্ন আহমাদ কুদূরী (মৃ. ৪২৮ হি./১০৩৭ খৃ.) রচনা করেন।

৪৭. الجوهرة النيرة (আল জাওহারাতুন নাইয়ারাহ) : এটি হলো مختصر القدورى এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। তিনখণ্ডে সমাপ্ত। ইমাম আবূ বকর ইব্ন 'আলী ওরফে 'আল-হাদ্দাদী' রচনা করেন।

৪৮. الاسرار (আল-আসরার) : এ কিতাবখানা ফকীহ্ আবূ যায়িদ(রাহ.) রচনা করেন।

৪৯. المختار (আল-মুখতার)

---

১. الفوائد البهية ; كشف الظنون , ১ খ ও ২ খ; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ.৩২৮ ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫০. الاختيار شرح المختار (আল-ইখতিয়ারু শারহিল মুখ্তার) : এ কিতাবদ্বয় ফকীহ্ আবূল ফযল মুস্তসিলী(রাহ.) (মৃ. ৫৯৯ হি./১২০৩ খৃ.) রচনা করেন।

৫১. كنز الدقائق (কানযুয্ দাকাইক)

৫২. الوافى (আল ওয়াফী)

৫৩. الكافى شرح الحقائق (আল-কাফী শারহুল হাকায়িক) : এ ৩ খানা গ্রন্থ ইমাম আবূল বারাকাত আন-নাসাফী (মৃ. ৭১০ হি./১৩১০ খৃ.) রচনা করেন।

৫৪. تبيين الحقائق (তাবঈনুল হাকাইক) : এ কিতাবখানি كنز الدقائق - এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আল্লামা যায়লাঈ(রাহ.) মৃ. ৭৪৩ হি./১৩৪২ খৃ.) এটি রচনা করেন।

৫৫. مجمع البحرين (মাজমাউল বাহরাইন) : ফকীহ্ ইননুস সা'আতী (মৃ. ৬৯৪ হি./১২৯৫ খৃ.) কিতাবখানি রচনা করেন।

৫৬. دور البحار (দুরারুল বিহার) : এ কিতাবখানি ফকীহ্ রাহাবী(রাহ.) রচনা করেন।

৫৭. الوقاية (আল-বিকায়া) : ফকীহ্ তাজুশ শরী'আহ্(রাহ.) গ্রন্থখানি রচনা করেন।

৫৮. مختصر النقاية (মুখ্তাসারুল নিকায়া) : ফকীহ্ সাদরু শরী'আহ্(রাহ.) এটি রচনা করেন।

৫৯. الشروح السبعة للجامع الصغير (জামি সাগীরের ৭ খানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ) : এগুলো রচনা করেন-ফকীহ্ আবূল লায়স কাযীখান, হুস্‌সামী, বুরহানী, সাদরুশ শহীদ, আতাবী, তামারতাশী রাহিমাহুমুল্লাহ।

৬০. الكافى (আল-কাফী)

৬১. المنتقى(আল-মুন্তাকা):এ গ্রন্থদ্বয় রচনাকরেন হাকিমশহীদ(মৃ.৩৩৪হি./৯৪৬ খৃ.)।

৬২. النافع (আন-নাফিউ) : ফকীহ্ ইব্‌ন ইউসুফ(রাহ.)

৬৩. الملتقط شرح الزيادات (আল-মুলতাকাতু শারহিয যিয়াদাত)

৬৪. مواهب الرحمن (মাওয়াহিবুর রহমান)

৬৫. البرهان (আল-বুরহান) : এ তিনটি গ্রন্থ ফকীহ্ তারাবলূসী(রাহ.) রচনা করেন। 'আল-বুরহান' গ্রন্থটি হলো 'মাওয়াহিবুর রহমান' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

৬৬. الواقعات (আল-ওয়াকি'আত) : সাদ্রুশ শহীদ 'উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয বুখারী (রাহ.)

---

১. الفوائد البهية ; كشف الظنون , ১ খ ও ২ খ; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ.৩২৮ ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৪), পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬৭. غنية الفهاء (গুনীয়াতুল ফুকাহা)

৬৮. عمدة المفتى (উমদাতুল মুফ্‌তী)

৬৯. التجريد (আত-তাজরীদ)

৭০. الروضة (আর-রাওদাহ্)

৭১. مختار الفتاوى (মুখতারুল ফাতাওয়া)

৭২. فتاوى الرازى (ফাতাওয়া আর-রাযী)

৭৩. السراجية (আস-সিরাজিয়াহ)

৭৪. كتاب المنظومة فى الخلافية (কিতাবুল মানযুমাহ ফিল খিলাফিয়াহ)

৭৫. كتاب المقدمة الغزنوية (কিতাবুল মুকাদ্দামা আল গাযনূবিয়াহ) : আল্লামা গাযনূবী(রাহ.) (মৃ. ৫৯৩ হি./১১৯৭ খৃ.) এটি রচনা করেন।

৭৬. المعراج (আল-মি'রাজ)

৭৭. مختارات النوازل (মুখ্‌তারাতুন্ নাওয়াযিল)

৭৮. فتح القدير (ফাতহুল কাদীর) : এ ৩ খানি কিতাব রচনা করেছেন আল্লামা ইব্‌ন হুমাম (মৃ. ৮৬১ হি./১৪৫৭ খৃ.)

৭৯. الكفاية (আল-কিফায়াহ) আল্লামা কারলানী (রাহ.)

৮০. نهاية الكفاية (নিহায়াতুল কিফায়াহ) : ফকীহ্‌ তাজুশ্ শরী'আহ (মৃ. ৬৮০ হি./১২৮১ খৃ.) রচনা করেন।

৮১. العناية (আল-ইনায়াহ) : আকমাল উদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাহমুদ (মৃ. ৭৮৬ হি./১৩৮৪ খৃ.) রচনা করেন।

৮২. البناية (আল-ইব্‌নায়াহ) : আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (মৃ. ৮৫৫ হি./১৪৫১ খৃ.) রচনা করেছেন।

৮৩. فتاوى الرستغفنى (ফতোওয়া রাসতুগফানী) : কিতাবখানা ইমাম আবূল হাসান 'আলী ইব্‌ন সা'দ হানাফী রচনা করেন।

৮৪. فتاوى الإسبيجابى (ফাতাওয়া আল-ইসবীজাবী) : ফকীহ্‌ আবূ নসর আহমাদ ইব্‌ন মানসুর (মৃ. ৫৩৬ হি./১১৪২ খৃ.)

---

১. كشف الظنون ; الفوائد البهية, ১ খ ও ২ খ; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ.৩২৯ ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. فتاوى حسام الدين الرازى (ফাতাওয়া হিসাম উদ্দীন আর রাযী) : কিতাবখানা ইব্ন আবদুল আযীয (রাহ.) (মৃ. ৫৩৫ হি./১১৪১ খৃ.) রচনা করেন।

৮৬. فتاوى الحلوائى (ফাতাওয়া আল-হাওয়ায়ী) আল্লামা হালওয়ায়ী(রাহ.) এটি রচনা করেন।

৮৭. فتاوى الكرمانى (ফাতাওয়া আল-কিরমানী) : ফকীহ্ কিরমানী(রাহ.) এটি রচনা করেন। (মৃ. ৫৩৪ হি./১১৪০ খৃ.)

৮৮. الفتاوى البزازية (আল-ফাতাওয়া আল-বাযযাযিয়াহ) : ইমাম হাফিয-উদ্দীন কারদারী(রাহ.) এটি রচনা করেন। (মৃ. ৮২৭ হি./১৪২৪ খৃ.)।

৮৯. التتارخانية (আত-তাতারখানিয়া) : গ্রন্থখানি ফকীহ্ আলাম ইব্ন আলায়ী আল-আনসারী দেহলভী (রাহ.) রচনা করেন। (মৃ. ৬৮৭ হি./১২৮৮ খৃ.)

৯০. الفتاوى الهندية (আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়া)

৯১. درر البحار (দুদারুল বিহার) : এ দুখানি কিতাব শায়খ শামস্ উদ্দীন আবূ আবূদুল্লাহমুহাম্মাদ ইব্নইউসুফ কূনূবী(রাহ.)এর রচনা। (মৃ.৭৮৮হি./১৩৮৬খৃ.)

৯২. الدر المختار (আদ-দুরুল মুখতার) কিতাবখানা আল্লামা ফকীহ্ হাস্কাফী(রাহ.) রচনা করেন। (মৃ. ১০৮৮ হি./১৬৭৭খৃ.)

৯৩. حاشية الدر (হাশিয়াতুত দুর)

৯৪. رد المختار (রাদ্দুল মুখতার) : এ দুখানি গ্রন্থ ইব্ন আবেদীন (রাহ.)রচনা করেন।

৯৫. التحرير المختار (আত-তাহরীরুল মুখতার)

৯৬. الدرر شرح الغرر (আদ দুরারু শারহিল গুরার) : এ দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন ফকীহ্ মোল্লা খসরু(রাহ.)

৯৭. الدر المنتقى (আদদুরুল মুন্তাকা)

৯৮. مجمع الانهر (মাজমাউল আনহার)

৯৯. الاشباه والنظائر (আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর)

১০০. البحر الرائق (আল-বাহরুর রাইক) : এ কিতাবগুলো ফকীহ্ ইব্ন নুজাইম মিসরী(রাহ.) রচনা করেন। 'আল-বাহরুর রাইক' ফিক্হ শাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থ। এটি মুরত 'কানযুদ দাকাইক এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

১০১. تنقيح الحامدية (তানকীহুল হামিদিয়াহ)

১০২. الفتاوى الخيرية (আল-ফাতাওয়া আল-খাইরিয়্যাহ) : এ কিতাবদ্বয় ফকীহ্ যাইনুদ্দীন ইব্ন আহমাদ আল-হানাফীর (রাহ.) রচনা,(মৃ.৯৭০হি./১৫৬৬খৃ.)।

---

১. كشف الظنون ; الفوائد البهية , ১ খ ও ২ খ; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.),** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ.৩৩০ ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** পৃ. ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

১০৩. الأمداد (আল ইমাদাদ)
১০৪. مراقى الفلاح (মারাকিল ফালাহ): এ কিতাবখানি('আল-ইমদাদ'র সংক্ষিপ্ত রূপ। এ দু'টি গ্রন্থ আল্লামা শারানবুলালীর(রাহ.) রচনা, (মৃ.১০৬৯ হি./১৬৫৯খৃ.)।
১০৫. شرح الوقاية (শারহুল বিকায়াহ) সদরুশ শরী'আহ(রাহ.)
১০৬. عمدة الحكام (উমদাতুল হুক্কাম) আল্লামা তারতুসী(রাহ.)
১০৭. نور الايضاح (নূরুল ইযাহ্) আল্লামা শারানবুলালী(রাহ.)
১০৮. منية المصلى (মুনিয়াতুল মুসাল্লী) সা'দ উদ্দীন কাশগরী(রাহ.)
১০৯. جامع الفصولين (জামিউল ফুসূলাইন) : শায়খ বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ(রাহ.) রচনা করেন। (মৃ.৮২৩ হি./১৪২০ খৃ.)।[১]

হানাফী ফিক্হ-র গ্রন্থাবলীর স্তর

হানাফী ফিক্হ-র উৎপত্তি থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত এ মহান মর্যাদাপূর্ণ ফিক্হ র উপর যুগে যুগে বহু গ্রন্থ রচনা হয়ে আসছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্। কেননা হানাফী ফিক্হ ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। হানাফী ফিক্হ র উন্নতি ও উৎকর্ষতার পেছনে এ মাযহাবের প্রচুর গ্রন্থরাজি এবং মাযহাবের অসংখ্য ফকীহ্ গণের অবদান অনস্বীকার্য। হানাফী ফিক্হ অসংখ্যগ্রন্থ রচিত হলেও মর্যাদার দিক থেকে সকল গ্রন্থ সমান নয়। ।

হানাফী ফিক্হ-র গ্রহণযোগ্য গ্রন্থরাজি (الكتب المعتبرة المعتمدة)

নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজির প্রথমেই রয়েছে ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী (রাহ.)- এর রচিত গ্রন্থসমূহ। যেমন-

"المبسط، السير الكبير، الجامع الكبير، الجامع الصغير، الأمالى، النوادر، الزيادات، اسير الصغير، الهارونيات، الكياسانيات، الرقيات, كتاب الحج، الجرجانيات-"

ইমাম আবূ ইউসুফ(রাহ.)- এর রচিত গ্রন্থ। যেমন-" الأمالى، الخراخ، النوادر " ; ইমাম সারাখসীর " المبسوط ও المحيط "; ইমাম হাওয়ালী (রাহ.) - এর المبسوط ; আল্লামা কাসানী (রাহ.)- এর " البدائع والصنائع "; আল্লামা মারগনানী (রাহ.)- এর " المزيد، التجنيس، الهداية، مناك الحج "; শায়খ আবূ বকর আর-রাযী(রাহ.)- এর "مختصر الطحاوى، شرح الطحاوى، شرح الأحكام ; আল্লামা জাস্সাস (রাহ.)- এর "مختصر الطحاوى ফকহ্ আবূ বকর খাহারযাদা (রাহ.)- এর " الذخيرة "; আল্লামা খাস্সাফ (রাহ.)-এর " ادب القاضى، شرح الواقعات، كتاب الوقف " ; আল্লামা হুস্সাম শহীদ(রাহ.)- এর[২]

---

১. الفوائد البهية ; كشف الظنون , ১ খ ও ২ খ; এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ.৩৩০ ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৮৯।

২. কাওয়াইদুল ফিকহ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

"خزانة الاكمل، النوازل، রর-(রাহ.)-এর ফকীহ্ আবূল লাইস(রাহ.)-এর ;" شرح ادب القاضي" "الواقعات، خلاصة الفتاوى" রর -(রাহ.) ফকীহ্ তাহির(রাহ.) -এর ; الواقعات, عيون المسائل" ফকীহ্ আবূল মু'আলী(রাহ.)- এর "تتمة الفتاوى، فتاوى قاضيخان" ; ফকীহ্ কুবরা(রাহ.)-এর "فتاوى ظهير الدين، والفتاوى الكبرى ;" ফকীহ্ আল্লামা যাহিদীর "منية القنية" ; আল্লামা কূনূবীর "قيل لا والبغية" ; আল্লামা সিজিস্তানী (রাহ.) "المصلى" আল্লামা নাতিফী (রাহ.)- এর " الروضة ও الاجناس " ; আল্লামা হাদাদী (রাহ.)- এর " الجوهرة النيرة ও مختصر القدوري " ; আল্লামা আবূ যায়িদ(রাহ.)- এর" الاسرار "; ফকীহ্ আবূর ফযল মু'সিলী(রাহ.)-এর" المختار "ও আল-মুখতার এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ "الأختيار"; আল্লামা নাসাফীর" الكنز، الوافي ও شرح الوافي "; আল্লামা যায়লাঈ(রাহ.) -এর" تبيين الحقائق "; ইব্‌ন সা'আতীর" مجمع البحرين "; আল্লামা রাহাবীর" درر البحار "; আল্লামা তাজুশ-শরী'আহ(রাহ.)" الوقاية "; আল্লামা সাদরুশ শরী'আহ(রাহ.)-এর" النقاية; ফকীহ্ আবূল লাইস, আল্লামা কাযীখান, আল্লামা হুসামী, আল্লামা বুরহানী, আল্লামা সাদরুশ শরী'আহ, আল্লামা ইতাবী, আল্লামা তামারতাশীসহ ৭ জন ফকীহ্ র রচিত" الجامع الصغير "এর ৭ খানি ব্যাখ্যা গ্রন্থ। আল্লামা হাকিম শহীদ (রাহ.)- এর" الكافي ও المنتقى "; ফকীহ্ কাসিম ইব্‌ন ইউসুফ-এর" النافع "; ইব্রাহীম তারাবলূসী(রাহ.)-এর غنية রর "التجويد، عمدة المفتي، الفقهاء، السراجية، فتاوى الرزى، مختار الفتاوى، الروضة، كتاب المنظومة في الخلافيات" ; ফকীহ্ গাযনুবীর " كتاب المقدمة الغزنوية "; আল্লামা ইব্‌ন হুমাম(রাহ.)-এর" فتح القدير "রর মختار النوال ; ফকীহ্ কারলামীর" الكفاية "; ফকীহ্ তাজুশ শরী'আহ(রাহ.)-এর" نهاية الكفاية "; আল্লামা বাবরাতীর" العناية "; আল্লামা আইনীর" البناية فتاوى حسام الدين، فتاوى الاسبيجابي، فتاوى الرستغفني "; আল্লামা কারদারী" الفتاوى البزازية "; আল্লামা আলায়ী(রাহ.)-এর" التتارخانية রর "; আল্লামা কুনুবীর" الفتاوى الهندية ও در البحار "আল্লামা হাসকাফীর" الدر المختار "; আল্লামা তাহতাভীর" حاشية الدر "; আল্লামা ইব্‌ন আবেদীন শামী (রাহ.)" رد المختار " আল্লামা মোল্লা খসরু(রাহ.)-এর" الدرر شرح الغرر، التحرير المختار "; আল্লামা শারানবুলালীর-" الاشباه ولانظائر، مجمع الأنهر، الدر المنتقى، الامداد، الفتاوى نور "- তারপর আরও রয়েছে-" تنقيح الحامدية، البحر الرائق، مراقي الفلاح، الخيرية، الإيضاح، شرح الوقاية، غنية المستملى، منية المصلى، مجلة الإحكام العدلية الشريفى، السراجى، جامع الفصولين، الفتاوى العمادية، شرح المناسك" মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রাহ.)।[১]

---

১. কাওয়াইদুল ফিকহ; **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, পৃ. ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৩১. ফিক্‌হ হানাফীর কাওয়াইদ বা নীতিমালার ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান

ফিক্‌হ হানাফী হচ্ছে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা আন নু'মান ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন যূতা ইব্‌ন মাহ (রাহ.)- এঁর প্রতিষ্ঠিত ফিক্‌হ। তাঁর এবং তাঁর সাথী সহচর ও ছাত্রবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে সংকলিত হয়েছে, ফিক্‌হ ইসলামী যা কুরআন ও সুন্নহর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আর এর উপর পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিভিন্ন যুগের চাহিদানুযায়ী সমস্যাবলীর সমাধান তাঁদের পূর্বসূরীদের অনুসৃত নীতিমালার অনুসরণে প্রদানের প্রয়াস চালিয়েছেন। হানাফী ইমামগণ যখন দেখলেন যে, বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবীদের আসারের মাঝে বিরোধ তখন তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর অনুগমন করলেন এবং দেখতে পেলেন ইসলামী শরী'আতে দু'ধরনের কাওয়াইদ বা নীতিমালা রয়েছে। এক ধরনের কাওয়াইদে কুল্লিয়া যা বহুল প্রচলিত এবং বাহ্যত বিপরীতধর্মী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : "لا تزروا وازرة وزرا أخرى " "কেউ অপরের পাপের বোঝা বহন করবন না" এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী :" الخراج بالضمان ""যার যিম্মায় যা থাকবে তার ক্ষতিও সে বহন করবে।" আরেক ধরনের কাওয়াইদ যা আংশিক ঘটনাপ্রবাহ বা নির্দিষ্ট কারণ সমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় যা সার্বিক মৌলিক নীতিমালার বাইরে বলে গণ্য হয় এবং সবগুলো নিয়েই ফিক্‌হ হানাফীর কাওয়াইদ বা নীতিমালা যা নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো,[১]

ফিক্‌হ হানাফীর মৌলিক নীতিমালাসমূহ যার উপর ভিত্তি করে শরী'আতের বিভিন্ন মাসাইলের উৎপত্তি হয়েছে :

১. انما الأعمال بالنيات

"সকল কাজের প্রতিদান নিয়তের উপর নির্ভরশীল"। অনুরূপভাবে যে সকল আমল قربة محضة সেগুলোর বিশুদ্ধতাও নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। যেমন- নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য বর্তমান। তবে পারস্পরিক বিবাহ, সম্পদের আদান-প্রদান, ঝগড়া-বিবাদ, উত্তরাধিকারী স্বত্ব, আমানত, হুদূদ, কিসাস ইত্যাদির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নিয়্যতের প্রয়োজন পড়ে না। কেননা এসব ক্ষেত্রে নৈকট্য লাভ উদ্দিষ্ট নয়। অযূর ক্ষেত্রে নিয়্যত শর্ত নয় কেননা পানি নিজেই পাক পবিত্র, আর তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে নিয়্যত শর্ত যেহেতু মাটি সত্তাগতভাবে পবিত্র নয়।

২. الابراء عن الثمن لا يحتمل التعليق

---

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

"মূল্য হতে অব্যাহতি দান শর্ত সংশ্লিষ্টতা গ্রাহ্য করে না" যেমন কোন বিক্রেতা নৌকায় কোন মাল সমান বিক্রি করার সময় নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নৌকার বোঝা লাঘবে তার মালিককে ডেকে বলে, যে ব্যক্তি আমার থেকে যা খরিদ করেছে তা থেকে এর কিছু অংশ নদীতে ফেলে দিবে সে মূল্য থেকে মুক্ত অথবা বলে তোমরা নদীতে নিক্ষেপ কর এই শর্তে যে, তোমরা এর মূল্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তাহলে এর করাটা ক্ষেত্রে নিক্ষেপের শর্তের কোন দখল থাকবে না।

৩. الاثبات مقدم على النفى ان كان بالاصل

"ইতিবাচক নেতিবাচকের উপর অগ্রগণ্য হবে, যদি তা কোন মৌলিক বিষয়সংশ্লিষ্ট হয়।" যেমন : হযরত বারিরা (রা.)- এর স্বামীর স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারটি, যখন বারিরা (রা.) মুক্তি পেলেন। কেননা তার দাসত্বের ব্যাপারটি জানা বিষয় সুতরাং তার ব্যাপারে সংবাদ দেয়াটি মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট।

৪. الإجازة انما تصح ثم تشتند الى وقت العقد

"অনুমতি প্রদান বৈধ এবং চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তা কার্যকর থাকে। তবে বর্তমান অবস্থায় বৈধতা দান করার" محل "টি চুক্তির উপযুক্ত হওয়া শর্ত যাতে চুক্তির বিধান কার্যকর হতে পারে অনুমতিকালীন সময়ে।" আর চুক্তি পাওয়া কালীন সময়ে তা কার্যকর হবে। যদি বৈধতাদান করার বিষয়টি ধ্বংস হয়ে যায়। তবে চুক্তির বাস্তবায়ন হবে না। সুতরাং অনুমতি বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়ে, ধ্বসশীল বিষয়ে নয়।

৫. الاجازة انما تلحق الموقوف لا بالباطل ولا فى الجائز

"অনুমতি মওকুফ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, বৈধ বা অবৈধতার সাথে সম্পৃক্ত নয়।" আদিষ্ট ব্যক্তি পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে কোন গোলাম খরীদ করে তবে সে নিজেই ক্রেতা হয়ে গেল। এরপর যদি আদেশদানকারী তার অনুমতি প্রদান করে তথাপিও এটি অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে না।

৬. الاجازة اللاحقة كالو كالة السابقة

"পরবর্তী সময়ে প্রদত্ত অনুমতি পূর্ববর্তী প্রতিনিধি নিযুক্তির অনুরূপ"। যেমন যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অতিরিক্ত সম্পদ বিক্রি করে দেয় এবং তারপর তাকে জানানো হয়, আর সে তাতে অনুমতি প্রদান করে তবে এটা এমন যেন তাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলো।

৭. الاجتها لا ينقض بمثله ولا يعارض النص

"ইজ্‌তিহাদ তার অনুরূপ ইজ্‌তিহাদ দ্বারা নাকচ হবে না এবং তা নসের (অকাট্য দলীলের) معارض (প্রতিদ্বন্দ্বী) হবে না"। যেমন কোন ফাসিক ব্যক্তি সাক্ষ্য বিচারক [১]

১. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৩৭০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাখ্যানের হুকুম দিল, অত:পর সে তাওবা করল পুনরায় সে সাক্ষ্য দান করল তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা এক ইজ্‌তিহাদ দ্বারা অপর ইজ্‌তিহাদকে ভঙ্গ করার শামিল।

৮. الاجر والضمان لا يجتمعان

"পারিশ্রমিক ও ক্ষতিপূরণ একত্রিত হয় না।" যদি শ্রমিক দ্বারা এম কাজ করানো হয় যা তার নয়, তাহলেও তার মজুরী দেয়া আবশ্যক। আর যদি তার কাজের দ্বারা কোন ইমারত ধ্বংস হয়ে যায় তবে তার ক্ষতিপূরণ হবে কোন পারিশ্রমিক পাবে না। কেননা উভয়টি একত্রিত হয় না।[১]

৯. الاجل لا يحل قبل وقته

"নির্ধারিত মেয়াদ আসার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য হয় না।" তবে ঋণগ্রস্থ অথবা ঋণদাতা ব্যক্তি যদি মারা যায় সেটা ভিন্ন কথা।[২]

১০. الاحتياط فى حقوق الله لا فى حقوق العباد

"হুকূকুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর অধিকার সমূহে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন গ্রহণযোগ্য। কিন্তু হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার সমূহে নয়"। যেমন নামায বৈধ হওয়া বা ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিলে নামায পুনরায় পড়া উচিত সতর্কতা অবলম্বনে জন্য।

১১. إذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما فى الاخر غالبا

"যখন একই প্রকৃতির দু'টো জিনিস একত্রিত হয় এবং তাদের উভয়ের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই হয়, ভিন্ন না হয় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি অপরটির মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।" যেমন কোন ব্যক্তির যদি অযূ ভঙ্গ হয় এবং জানাবাত তথা গোসল ফরয হয় এবং সে ঋতুবতী হয় তাহলে তার জন্য একই গোসল যথেষ্ট হবে ।

১২. إذا اجتمعت الاشارة والعبارة تعتبر الإشارة

"ইশারাতুন নস (অকাট্য দলীলের ইঙ্গিত) এবং ইবারাতুন নস (অকাট্য দলীলের ব্যাখ্যাবোধক অর্থ যখন একত্রিত হয় তখন ইশরা অর্থাৎ ইঙ্গিতময় অর্থ প্রাধান্য পায়।" যেমন এক মেয়েকে কোন গোলামের বিনিময়ে বিবাহ দেয়া হলো কিন্তু দেখা গেল লোকটি আযাদ তাহলে মহরে মিছ্‌ল ওয়াজিব হবে।"

১৩. اذا اجتمع الحقان قدم العبد

"যখন দুটি হক তথা হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদ একত্রিত হয় তখন হক্কুল ইবাদের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

১. আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়তী শাফি'ঈ, **দুররুল মুখতার,** (কায়রো: মিসর), ৫ খ., পৃ. ১৮।
২. **আল ইশ্‌বাহ্‌,** পৃ. ৫৪১।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. اذا اجتمع الحلال والحرام او المحرم والمبيح غلب الحرام والمحرم

"যখন হালাল এবং হারাম বা বৈধ অবৈধ জিনিস একত্রিত হয়, তখন হারাম বা অবৈধ জিনিস প্রাধান্য পাবে।"

১৫. اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر

"যখন সরাসরি কাজ সম্পাদনকারী এবং কাজের কার্যকারণ ব্যক্তির বিষয় একত্রিত হয় তখন বিধানটি সরাসরি কার্য সম্পাদনকারীর দিকে সম্পর্কিত হবে।" যেমন কোন ব্যক্তি যদি চোরকে অন্য কোন ব্যক্তির মাল দেখিয়ে দেয় আর সে তা চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলে যে দেখিয়েছে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না।[১]

১৬. اذا تطل الاصل يصار إلى البدل

"আসল বা মূল যখন বাতিল হয়ে যায়, তখন তা বদল-এর দিকে ধাবিত হয়।" যেমন যদি লুণ্ঠিত বস্তুটি ফেরত দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে তার বদলা দিতে হবে।

১৭. اذا بطل الشيء بطل ما فى ضمنه

"যদি কোন বস্তু বাতিল হয়ে যায়। তদস্থিত যা কিছু আছে সবই বাতিল হয়ে যাবে।"

১৮. اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع

"যদি প্রতিবন্ধক ও মুকতাযীর মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে প্রতিবন্ধক বিষয়টি প্রাধান্য পাবে।" যেমন তারাত বা পবিত্রতা অর্জনের সুন্নাত সমূহের ব্যাপারে যদি পানি অথবা সময়ের সংকীর্ণতা দেখা দেয় তবে তার কাজটি হারাম হয়ে যায়।[২]

১৯. اذا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بار تكاب اخفهما

"যখন ফাসিদকারী দু'টি বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় তখন অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকরটি গ্রহণ করে বেশি ক্ষতিকরটিতে ছেড়ে দিতে হবে।" যেমন কোন আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সিজ্‌দা দিতে যায় তাহলে তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে পড়ে আর যদি সিজ্‌দা না করে তবে রক্ত বের হয় না তাহলে রুকু সিজদা সে বসে বসে আদায় করবে, কেননা অযূ ভঙ্গ হওয়া থেকে সিজ্‌দা ছেড়ে দেয়াটা নামাজের জন্য কম ক্ষতিকর।[৩]

২০. اذا تعذر اعمال الكلام يهمل

"কালাম বা কথার কার্যকারিতা অসম্ভব হলে তা ছেড়ে দেওয়া হবে।" অর্থাৎ কালামকে তার প্রকৃত ও রূপক অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব না হলে তাকে উপেক্ষা করা হবে। যে স্ত্রী

১. আল-আশবাহ্, পৃ. ১৮৩।
২. আল-আশবাহ্, পৃ. ১৪০।
৩. আল-আশবাহ্, পৃ. ১১২।
৪. আল-আশবাহ্, পৃ. ১৫৬।
সূত্রঃ ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, (ঢাকাঃ ইফাবা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীয় পিতার পাশে পরিচিত তাকে যদি তার স্বামী বলে যে, এটি আমার মেয়ে তাহলে এর দ্বারা তার স্ত্রী হারাম হবে না।

২১. اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز

"কোন শব্দ (হাকিকী) তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব না হয় তা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে।" যেমন কোন ব্যক্তি শপথ করলো যে সে এই খেজুর বৃক্ষ থেকে কিছু খাবে না, অত:পর ঐ নির্দিষ্ট বৃক্ষ থেকে না খেয়ে ঐ বাগানের উৎপাদিত বস্তু খাওয়ার মাধ্যমে তার শপথ ভঙ্গ করলো তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হিসেব গণ্য হবে।

২২. اذا زال المانع عاد الممنوع

"প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়টি অপসারিত হলো নিষিদ্ধতা ফিরে আসবে।" যেমন কারও বয়স কম হওয়ায় তার সাক্ষ্য গৃহীত হয় নি। কিন্তু সে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

২৩. اذا سقط الاصل سقط الفرع

"মূল বা আসল বাদ পড়ে গেলে তার শাখা-প্রশাখা (ফার'আ) ও বাদ পড়ে যাবে।"

২৪. اذا قضى بشئ مخالف للاجماع لا ينفذ

"যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা এমন বিষয় দ্বারা করা হয় যা ইজ্মার বিপরীত তাহলে উক্ত রায় কার্যকর করা হবে না।"

২৫. استحقاق الاجرة بعمل لا بمجرد قول

"শুধুমাত্র কথার দ্বারা নয় কাজের মাধ্যমেই পারিশ্রমিকের অধিকার লাভ করা যায়।" যেমন দারুল ইসলামে প্রত্যর্পণের জন্য পেরেশান কোন আমীর মুসলমানদেরকে বললো, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সঠিক পথের সন্ধান দিবে তাকে নেতৃত্ব প্রদান করা হবে। অত:পর কোন ব্যক্তি আমীরের কথা মতে- পথের সন্ধান দিল, তারপর তারা সেই সূত্র ধরে বেশ কিছুদূর অতিবাহিত হওয়ার পর সঠিক পথের সন্ধান পেল- কিন্তু ঐ লোকটি তাদের সাথে না যাওয়ায় সে কিছুই পাবে না।

২৬. استعمال الناس حجة يجب العمل بها

"মানুষের ব্যবহার (استعمال) দলীল হিসেবে গণ্য হয় এর উপর আমল করা ওয়াজিব।"

২৭. الاسلام يعلو ولا يعلى

"ইসলাম বিজয় লাভ করে বিজিত হয় না।" যেমন স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি মুসলিম হয় তাহলে তাদের সন্তান মুসলিমের অনুগামী হবে এবং সেও মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে।[১]

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. الاشارات المعهودة لا خرس كعبارة الناطق

"বোবা ব্যক্তির ইঙ্গিত যা সকলেই বুঝে তা কথা বলতে সক্ষম ব্যাখ্যাপূর্ণ কথার অনুরূপ।" যেমন বোবা ব্যক্তির ইশারার মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা।[১]

২৯. الاصل اضافة الحادث الى اقرب أوقاته

"হাদীস বা নাপাক ব্যক্তির সম্পর্ক হবে তার নাপাকির সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ের সাথে।" যেমন- যদি কোন ব্যক্তি নামায আদায়ের পর কাপড়ে নাপাকী দেখতে পায়, কিন্তু কখন নাপাকী লেগেছে তার জানা নেই, এমতাবস্থায় নাপাকী লাগার আখেরী সময় হতে নামায দোহরাবে। আর বীর্যের ক্ষেত্রে যখন সে শয়ন রেছে তখনকার সময় হতে নামায দোহরাতে হবে।[২]

৩০. الاصل براءة الذمة

"দায়মুক্তিই মুখ্য বিষয়।" যেমন কেউ ঋণ গ্রহণ করলো অন্য কিছু বিনিময় প্রদানের শর্তে, কিন্তু বদলী জিনিসের ব্যাপক মতভেদ দেখা দিলে ঋণ গ্রহণকারীর কথাই ধর্তব্য হবে, যেহেতু দায়মুক্তিই হচ্ছে মূল কথা। আর ঋণদাতার অতিরিক্ত দাবীর জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ দেয়া জরুরী।

৩১. الاصل بقاء ما كان على ما كان

"বস্তুর স্থিতিই মূখ্য হিসেবে গণ্য তা যখন যে অবস্থায় থাক না কেন।" যেমন কোন ব্যক্তি তার নিজের পবিত্রতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী আর হদস বা নাপাকী ব্যাপারে সন্দিহান তাহলে সে পবিত্র বলেই গণ্য হবে। আর যদি অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় আর পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দিহান হয় তবে সে অপবিত্র বলেই গণ্য হবে।

৩২. الاصل فى الابضاع التحريم

"নারীর যৌনাঙ্গের মৌলিক দিক হল হারাম হওয়া।" কাজেই কোন নারীর ক্ষেত্রে যদি হালাল ও হারাম ব্যাপারে মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয় তাহলে হারাম হওয়ার ব্যাপারটি প্রাধান্য পাবে।

৩৩. الاصل فى الاشياء الاباحة

"বৈধতা বস্তুর মৌলিক গুণ।" কাজেই কোন বস্তু হারাম হওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞাসূচক দলীল প্রয়োজন[৩]

৩৪. الاصل فى الصفات العارضة العدم

---

১. আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়ূতী শাফি'ঈ, **দুররুল মুখতার,** (কায়রোঃ মিসর), ২ খ., পৃ. ৪৩৩।

২. **আল আশবাহ্,** পৃ. ৮৪।

৩. **রাদ্দুল মুহ্তার,** ৩ খ., পৃ. ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

"অস্থায়ী গুণাবলীর ক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে অস্তিত্বহীনতা বা না হওয়া।" যেমন অংশীদারী কারবারে যদি কোন অংশীদার লাভ অর্জন এবং তা না পাওয়ার ব্যাপারে মতভিন্নতা প্রকাশ করে সেক্ষেত্রে অংশীদারের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর অর্থের মালিককে সাক্ষ্য প্রমাণ হাযির করতে হবে।[১]

৩৫. الاصل فى الكلام الحقيقة

"কথা বা কালামের মূল বিষয় হলো তার হাকীকত তথা এর প্রকৃত অর্থ।" যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء "তোমরা তোমাদের পিতাদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ কর না।" এখাবে বিবাহ وطى সংগম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় পিতার বৈধ স্ত্রী যেমন হারাম তেমনি পিতার ব্যভিচারকৃত নারীও হারাম হবে।

৩৬. الاضطرار لا يبطل حق الغير

"বাধ্যবাধকতামূলক অবস্থা অন্যের অধিকার বাতিল করে না।" যদি কেউ বাধ্য হয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় অন্যের খাবার খেয়ে ফেলে তাহলে তার মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে।[২]

৩৭. الاعتبار للمعنى فى العقود لا للالفاظ فقط

"চুক্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শব্দই নয় অর্থগত দিকও লক্ষণীয়"।

৩৮. اعمال الكلام اولى من اهماله

"কালাম বা কথাকে ছেড়ে দেয়ার চেয়ে কাজে পরিণত করা উত্তম"। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কালামকে তার হাকিকী অর্থে প্রয়োগ করা সম্ভব ততক্ষণ তাকে ছেড়ে দেয়া যাবে না। যদি হাকিকী অর্থে ব্যবহার সম্ভব না হয় তাহলে মাজায বা রূপক অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে কেবল তা ছেড়ে দেয়া চলবে।[৩]

৩৯. اعذر من انذر

"যাকে সতর্ক করা হয়েছে তার ওযর গ্রহণযোগ্য নয়।" সুতরাং যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে সে বিষয়ে সম্পর্কে কেউ যদি জ্ঞাত থাকে তবে তার ওযরও গ্রহণযোগ্য হবে না। এই মূলনীতির ভিত্তিতে বলা যায় যে, যদি কেউ কোন কল্যাণজনক কাজের ব্যাপারে প্রথমবারের মত আমীরের বিরোধিতা করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪০. الاقرار اخبار لا انشأ فلا يطيب للمقر له لو كان كاذبا

---

১. আল ইশবাহ্, পৃ. ৮৩।
২. আল-মাজাল্লাহ, পৃ. ১৪।
৩. আল-আশবাহ, পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

"স্বীকারোক্তি خبر (বর্ণনামূলক) انشاء (রচনামূলক) নয়। সুতরাং স্বীকারকারী ব্যক্তির উচিত হবে না মিথ্যা স্বীকারোক্তি করা।" যদি মিথ্যা স্বীকারোক্তি করে তবে তার দ্বারা স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তি কোন কিছুর মালিক হবে না।

৪১. الاقرار حجة يلزم فى حق يلزم فى حق المقر كقضا القاضى

"স্বীকারোক্তি দলীলরূপে গণ্য যা স্বীকারোক্তিকারীর ক্ষেত্রে কোন কিছুকে অপরিহার্য করে থাকে।" যেমন- বিচারকের রায় ওয়াজিব করে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তুতে অপর ব্যক্তির মালিকানা স্বীকার করে, অত:পর সে তার মালিক হয় তবে তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে তা উক্ত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য।[১] সত্যায়ন করাটাও স্বীকারোক্তির অনুরূপ। তবে দণ্ডবিধির বিষয়টি এই হুকুম থেকে ব্যতিক্রম।[২]

৪২. اقرار الرجل بعد ما انكر صحيح

"অস্বীকার করার পর স্বীকারোক্তি প্রদান করা বিশুদ্ধ বলে গণ্য।"[৩]

৪৩. اقرار المقر انما يثبت فى حقه خاصة

"স্বীকারকারী ব্যক্তির স্বীকারোক্তি বিশেষভাবে তার নিজের অধিকারের বিষয়ে প্রযোজ্য হবে।"

৪৪. اقرار المكره باطل

"জবরদস্তিমূলক স্বীকারোক্তি বাতিল বলে গণ্য।" যেমন কোন যিম্মী যদি তার ধনী হওয়া অস্বীকার করে। আর অন্যরা তাকে কয়েদ করার, মারধর করার বা জেলে দেয়ার হুমকি দেয় যাতে সে স্বীকার করে, তাহলে তার এই স্বীকারোক্তি কিছুই নয় বলে গণ্য হবে।[৪]

৪৫. اكبر الراى بمنزلة اليقين فيما يبتنى على الاحتياط

"সতর্কতামূলক বিষয়ে প্রবল ধারণা ইয়াকীন বা অকাট্য বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত"।

৪৬. اكبر الراى فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة

"হাকিকতের উপর অবগতি সম্ভব নয় এমন ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা হাকিকত বা প্রকৃত অবস্থার অন্তর্ভুক্ত।" কোন ব্যক্তি যদি দেখে তার ঘরে রাতের বেলা কেউ ঢুকে পড়েছে কিন্তু সে জানে না যে লোকটি চোর না ছিনতাইকারীর ভয়ে পালিয়ে এসেছে। যদি সে দেখে যে, তার সাথে আরও কেউ আছে এবং মাল সামান একত্রিত করেছে তবে

---

১ **শারহুস সীয়ার,** ৩ খ., পৃ. ১০।
২. **আল-আশবাহু,** পৃ. ৩৬০।
৩. **শারহুস সিয়ার,** ৪ খ., ৪৯।
৪. **শারহুস্ সিয়ার,** ৪ খ., পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

উভয়কেই সে হত্যা করবে তারা তার নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই। আর যদি তাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকতে পারে ভাবে তাহলে মারধর করে ছেড়ে দিবে।[১]

৪৭. اكثر ما يخاف لا يكون

"যে বিষয়ের তার জন্য মধ্যে ভয়-ভীতি ও শংকা বেশি এর উপর কিছুই কার্যকর হবে না।" যেমন আমীর যদি তার অনুসারীদেরকে কেন্দ্রের বাইরে বের হওয়া ও পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে নিষেধ করে আর তারা যদি নিজেদের নিরাপদ ভাবে তাহলে তাদের আমীরের অবাধ্য হওয়া উচিৎ হবে না। আর যদি অন্যদের ব্যাপারে শংকা ও ভয় থাকে তাহলে আমীরের নির্দেশ কার্যকর হবে না।[২]

৪৮. الامر للوجوب ما لم تكن قرينة خلافه

"আদেশ যখন সংকীর্ণ হয় তখন তা প্রসারিত হয়। আর আদেশ যখন সম্প্রসারিত হয় তখন তা সংকীর্ণ হয়।" অর্থাৎ কষ্ট-দুর্ভোগ সহজতা আনয়ন করে।

৪৯. الامر للوجوب ما لم تكن قرينة خلافه

"আমর বা আদেশসূচক ক্রিয়া ওয়াজিব এর জন্য হয়ে থাকে যদি এর বিপরীত কোন কারণ বা আলামত না থাকে।" অর্থাৎ সাধারণভাবে আমর ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয় অন্য অর্থেও ব্যবহার হয় কারণ বা মাজায এর ভিত্তিতে।[৩]

৫০. الامر بالتصرف فى ملك الغير باطل

"অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপের নির্দেশ বাতিলযোগ্য। হস্তক্ষেপকারীর উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।"

৫১. الامور بمقاصدها

"প্রত্যেক বিষয় মাক্‌দাস বা উদ্দেশ্য হিসেবেই নিরুপিত হয়ে থাকে।" যেমন আলামত বা চিহ্ন হিসেবে যদি মুদ্রার মধ্যে আল্লাহর নাম ব্যবহার করা হয় তবে তা কিন্তু অপছন্দনীয় নয়। কিন্তু যদি এর দ্বারা মর্যাদাহানি উদ্দেশ্য হয় তবে অবশ্যই তা অপছন্দনীয় কাজ।

৫২. امور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره

"মুসলমানদের কার্যাবলী কল্যাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্য কিছু প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত।" যেমন এক দিরহাম এবং এক দীনার যা দুই দিরহামের ও দুই দিনারের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তবে তা বৈধ হবে। মুসলমানদের কল্যাণের দিক চিন্তা

১. **শারহুস্ সিয়ার**, ১ খ., পৃ. ১৯২।
২. **শারহুস্ সিয়ার**, ১ খ., পৃ. ১১২।
৩. **নূরুল আনওয়ার**, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

করে এক জাতীয় বস্তুকে বিপরীত জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটিয়ে বৈধতা দেয়া হয়েছে। কারণ এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে এবং এক দিনার দুই দিনারের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় করা বৈধ নয় যার দলীল বর্তমান।

৫৩. الانسان من قوم ابيه

"মানুষ তার পিতার সম্প্রদায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে।" এজন্য অধিকাংশ আব্বাসীয় খলীফা তাঁদের মাতাগণ দাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আব্বাসীয় বলে গণ্য।[১]

৫৪. ان الشئ انما يقدر حكما اذا كان يتصور حقيقة

"বাস্তবতার নিরীখে বস্তুর মূল্যায়ণ করা হয়, যখন তার হাকীকাত বা প্রকৃত অবস্থা জানা যায়।" যদি কোন যিম্মী দারুল ইসলামে ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ছোট বাচ্চারা দারুল হারবে তাকে এমতাবস্থায় যদি সে মারা যায় আর বাচ্চাদের চাচা যদি তাদেরসহ দারুল ইসলামে আসে তার কবর যিয়ারত করার জন্য বাধ্য করো না।[২]

৫৫. انما تعتبر العادة اذا طردت او غلبت

"অভ্যাসগত আচরণ যখন ব্যাপক হয় বা আধিক্য অর্জন করে কেবল তখনই তা গ্রহণযোগ্য বরে বিবেচিত হবে।"

৫৬. انما يبتنى الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ

"বিধান কার্যকর হয় লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে; শব্দের বাহ্যিক অর্থের উপর নয়। কেননা বস্তুর গ্রহণযোগ্যতা তখনই হয় যখন তা উপকার প্রদান করে।"

৫৭. انما يعمل المعارض بحسب الدليل

"বৈপরিত্য দলীল অনুসারে কার্যকরী হয়ে থাকে।"

৫৮. الايثار فى القرب لا يجوز

"নিকট আত্মীয় স্বজনকে অগ্রাধিকার প্রদান বৈধ নয়।"

৫৯. اى كلمة جمع يتناول كل واحد من المخاطبين على الانفراد

"আইয়্যু শব্দটি বহুবচন যা সম্বোধিত প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে শামিল করে নেয়। যদি বলা হয় ايكم তোমাদের কে? তাহলে এর অর্থ হবে منكم তোমাদের মধ্যে কে?"

৬০. الايمان مبنية على الالفاظ

"শপথের ভিত্তি শব্দাবলীর উপর হয়ে থাকে।" যদি কোন ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে শপথ করে যে, সে তার জন্য এক পয়সার জিনিসও ক্রয় করবে না। অত:পর তার জন্য সে

১. শারহুস সিয়ার, পৃ. ২১০।
২. শারহুস্ সিয়ার, ২ খ., পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

একশত দিরহাম দ্বারা কোন কিছু ক্রয় করলো তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা একশত দিরহাম পয়সা বলে গণ্য নয়।[১]

৬১. البقاء اسهل من الابتداء

"শুরুর চেয়ে স্থিতি সহজ।" সুতরাং যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি বিচারক নিযুক্ত হয় তাহলে তা সহীহ্ হবে না। আর যদি সে কোন ফাসিক কাজ করে তথাপি তাকে অপসারণ করা যাবে না। কারও কারও মতে অপসারণ করা যাবে।[২]

৬২. البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافة

"বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করা ওয়াজিব, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপরীত কোন কিছু প্রতিভাত না হয়।"

৬৩. البيان يعتبر بالابتداء ان صح والا فلا

"বয়ান বা বর্ণনা প্রারম্ভিক অবস্থা দ্বারা ধর্তব্য হবে যদি তার শুরুটা বিশুদ্ধ হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় নয়।" যেমন কোন ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীকে বললো তোমরা তালাকপ্রাপ্তা, তারপর ইদ্দত পালনকালীন সময়েই বলতে হবে যে, এতদুভয়ের মধ্যে কার জন্য এটি তাহলে শুদ্ধ হবে, আর যদি ইদ্দত পালন শেষে কাউকে নির্দিষ্ট করে বলে তবে শুদ্ধ হবে না।

৬৪. البينة حجة متعدية والاقرار حجة فاصرة

"সাক্ষ্যপ্রমাণ حجة متعدية (যার হুকুম অপরাপর) ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। স্বীকারোক্তি حجة قاصر (যা সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে)"। যদি কোন উত্তরাধিকারী স্বীকার করে যে, উত্তরাধিকার স্বত্ব রেখে যাওয়া ব্যক্তি ঋণী ছিলেন আর বাকি উত্তরাধিকারীগণ তা অস্বীকার করে, তবে তাদের মীরাস থেকে ঋণ পরিশোধ করা যাবে না। যদি স্বাক্ষ্য প্রমাণ মিলে তবে সবার অংশ থেকে তা পরিশোধ করতে হবে।

৬৫. البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل

"সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হয় বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত বিষয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর মূল জিনিস ঠিক রাখার জন্য শপথ গ্রহণ করতে হয়।" অর্থাৎ যার হাতে সম্পদ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেই তার মালিক। যদি অন্য কেউ তা দাবী করে তবে অবশ্যই তাকে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে না পারে তবে যার হাতে সম্পদ রয়েছে তার অধিকার রয়েছে আল্লাহর নামে শপথ করার।

৬৬. البينة للمدعى واليمين على من انكر

---

১. আল-আশ্বাহ্, পৃ. ৭২।
২. আল-আশবাহ্, পৃ. ৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

"বাদীর জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ, আর তা অস্বীকারকারীর জন্য শপথ আবশ্যক।"

৬৭. البينة لمن يثبت الزيادة

"যে অতিরিক্ত কিছু সাবিত করে সাক্ষ্য প্রমাণ তার পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।"

৬৮. البينتان حجج فعند امكان العمل يجب العمل بهما والا يرجع

"দুই ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণই দলীল হিসেবে গণ্য। উভয়টির উপর আমল করা যদি সম্ভব হয় তবে আমল করা যদি সম্ভব হয় তবে আমল করা ওয়াজিব। অন্যথায় একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দিতে হবে।"

৬৯. التابع تابع لا يفرد بالحكم

"অনুগামী বস্তু হুকুমের অনুগামী হয়ে থাকে একে পৃথক করা যায় না।" বাচ্চা পেটে থাকা অবস্থায় যদি কেউ গাভী বিক্রি করে তবে বাচ্চাও ঐ বিক্রয়ের মধ্যে গণ্য হবে আলাদাভাবে বাচ্চাকে বিক্রি করা যায় না।[১]

৭০. التابع لا يتقدم على المتبوع

"অনুগমণকারী বস্তু তার অনুগমণীয় বস্তুর পূর্বে হবে না"। তাই ইমামের পূর্বে মুক্তাদি তাক্বীর বা রুকু করতে পারবে না।[২]

৭১. التابع يسقط بسقوط المتبوع

"অনুগমণীয় বস্তুর বিলুপ্তি অনুগমণকারীর বিলুপ্তি ঘটায়।" পাগল হওয়ার কারণে যে সব নামায চলে গেছে সে সব নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না। আর যদি আদায় করেও তবে তারতীব অনুযায়ী আদায় করতে হবে না। কেননা তা অনুগমণকারী বিষয়।

৭২. تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

"প্রয়োজনে সময় বয়ান দেওয়ার বিষয়টিকে বিলম্বিত করা জায়িয নয়।"

৭৩. التاقيت إلى مدة لا يعيش الانسان غالبا تابيد

"সাধারণত মানুষ যত সময় পর্যন্ত বাঁচে না এমন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোন বিষয়ের মেয়াদ ধার্য করা তা অনন্তকাল পর্যন্ত ধার্য করারই শামিল।" কাজেই দুশ' বছরে জন্য কোন কিছু ইজারা দিলে তা ফাসিদ হয়ে যাবে।

৭৪. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات

"মালিকানার কারণের পরিবর্তন মুল বস্তুর পরিবর্তনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে।" যেমন কোন ব্যক্তি অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি দান করলো, অত:পর তা ফেরত নিল

১. আল-আশবাহ্, পৃ. ১৪২।
২. আল-আশবাহ্, পৃ. ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

এবং বিক্রি করে দিল তাহলে ঐ সম্পত্তির পার্শ্ববর্তী মালিক উক্ত ভূমি হক্কে শুফ্‌'আর ভিত্তিতে খরিদ করার অধিকার রাখে।

৭৫. التبرع فى المرض وصية

"রোগাক্রান্ত অবস্থায় দান অসিয়ত হিসেবে গণ্য হবে।" যদি কেউ রোগাক্রান্ত অবস্থায় অন্যকে কিছু দান করে তবে তা তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে দিতে হবে। আর তার উত্তরাধিকারীর জন্য তা বৈধ হবে না।

৭৬. تحكم المكان أصل فى الشرع

"স্থানের আধিপত্যের স্বীকৃতি শরী'আতের একটি মৌলিক নীতি।"

৭৭. تجب موافقة الشهادتين لفظا ومعنى وموافقة الشهادات الدعوى معنى

"দুইজন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক দিয়ে এক হওয়া ওয়াজিব। আর দাবীর সাক্ষ্য অর্থগত এক দিক থেকে হওয়া আবশ্যক।"

৭৮. تخصص الشيء بالذكر يدل على نفى الحكم عما عداه فى متفاهم الناس وعرفهم لا فى خطبات الشارع

"উল্লেখ করার মাধ্যমে কোন বিষয়কে নির্দিষ্ট করা তার বাইরের বিষয়ের উপর বিধান নেতিবাচক হওয়ার ব্যাপারকে নির্দেশ করে, এটি ওরফের কথা। শরী'আত প্রবর্তকের সম্বোধন সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।"

৭৯. تخصيص العام بالنية فى الايمان مقبول ديانة لاقضاء

"শপথের ক্ষেত্রে নিয়্যতের দ্বারা আম বা সাধারণ কোন বিষয়কে খাস ديانة তথা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য কিন্তু বিচার ও ফায়সালার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।"

৮০. التخلية تسليم

"বিক্রিত বস্তু ছেড়ে দেয়ার অর্থ হলো তা হস্তান্তর করে দেওয়া।"

৮১. الترجيح لا يكون بكثرة العدد

"সংখ্যাধিক্যের দ্বারা তারজীহ্ বা প্রাধান্য দেয়া যায় না।"

৮২. ترك الاحسان لا يكون اساءة

"ইহসান (পরোপকার) বর্জন করা দোষের কিছু নয়।" তবে পরোপকার করাটা উত্তম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : ان الله يحب المحسنين

৮৩. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

"জনগণের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি মুসলাহা ও কল্যাণের উপর নির্ভরশীল,[১]

---

১. ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

"অর্থাৎ এক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। কাজেই শাসক অভিভাবকহীন কোন নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারবে না। বরং কিসাসই হচ্ছে যথোপযুক্ত শাস্তি এবং ন্যায়বিচার।[১]

৮৪. التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد

"যে কথা চুক্তিকে ওয়াজিব করে তা স্পষ্ট করে বলা চুক্তির শব্দমালা স্পষ্ট করে বলার অনুরূপ।"

৮৫. التعريف بالاسم كالتعريف بالاشارة

"নসের দ্বারা পরিচয় প্রদান ইশারা দ্বারা পরিচয় প্রদানের অনুরূপ।"

৮৬. تعليق الاملاك بالاخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطار جائز

"মালিক বানানোকে ক্ষতি বা ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত করা বৈধ নয়। মালিক বানানো দূরীভূত হওয়াকে ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত করা বৈধ।" যেমন কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে বলে, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে এই দাসটিকে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করে দেব। এক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া গেলেও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

৮৭. تعليق الاطلاق بالشرط صحيح كالعتق والطلاق

"শর্তমুক্ত (مطلق) কোন বিষয়কে শর্তের সাথে যুক্ত করা আইন সম্মত যেমন দাস মুক্ত করা এবং তালাক প্রদানের বিষয়ে এরূপ করা আইন সম্মত।"

৮৮. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

"উরফ বা সাধারণ্যে পরিচিত বস্তু দ্বারা কোন কিছুকে নির্দিষ্টকরণ নস্ বা অকাট্য দলীল দ্বারা নির্দিষ্ট করণের অনুরূপ।"

৮৯. التعيين متى كان مفيدا يجب اعتباره

"নির্দিষ্টকরণ যখন উপকারী হয় তখন তাকে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। আর যখন তা উপকারী না হয় তখন তা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।"[২]

৯০. تقرر الوجب باعتبار أخر الوقت

"শেষ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওয়াজিব নির্ধারিত হয়।" যুহর নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যদি কেউ সফর করে তবে নামায না পড়ে থাকলে নামায দু'রাকা'আত পড়বে আর যদি সে সময় চলে যাওয়ার পূর্বে মুকীম হয় তবে চার রাকা'আত পড়বে।

৯১. تقييد المطلق لا يجوز الا بدليل

---

১. আল-আশবাহ্, পৃ. ১৪৫।
২. শারহুস্ সিয়ার, ২ খ, পৃ. ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

"শর্তমুক্ত (মুতলাক) বিষয়কে শর্তযুক্ত (মুকায়্যাদ) করতে গেলে দলীল ছাড়া তা বৈধ হবে না।

৯২. تقييد غير مقبول الا فيما كان محل الخفاء

"অস্পষ্ট স্থান ব্যতীত (تناقض) বৈপরিত্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

৯৩. التناقض فى الدعوى لا يمنع قبول البينة

"দাবীর ক্ষেত্রে বৈপরিত্য স্বাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণে বাধা প্রমান করে না।"

৯৪. التنصيص لا يدل على التخصيص

"স্পষ্টভাষায় কোন কথা বর্ণনা করা নির্দিষ্ট করণের প্রমাণ বহন করে না।" উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে হানাফী আলিমগণ বলেন : كلام شارع এর ক্ষেত্রে مفهوم مخالف ধর্তব্য নয়। সুতরাং الماء من الماء (বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব) হাদীসটি اكسال তথা বীর্যপাত ঘটানো ব্যতিরেকে পুরুষের যৌনাঙ্গ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানোর অবস্থায় গোসল ওয়াজিব না হওয়ার উপর দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৯৫. التوقيت إذا تلاقيا وتعارضا وفى احدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أول-

"একই জাতীয় দু'টি হাদীস যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং পরস্পর বিরোধী হয় এহেন অবস্থায় যদি এক হাদীসে দু'টো শব্দকেই তাদের হাকিকী বা প্রকৃত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া সম্ভব হয় তাহলে সেটাই উত্তম।" যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلوة "ঋতুস্রাবের রোগে আক্রান্ত মহিলা প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে অযূ করবে।" অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : المستحاضة تتوضأ لكل صلواة "ঋতুস্রাবের রোগে আক্রান্ত মহিলা প্রত্যেক নামাযের জন্য অযূ করবে।" আমাদের হানাফী ইমামগণ উভয় হাদীসের উপরই আমল করে থাকেন। তাঁরা বলেন : প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ওয়াক্ত উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসেও ওয়াক্তের ভাবার্থ বর্তমান আছে।

৯৬. التوقيت نصا يمنع ان يكون لما بعد مضى الدة حكم ما قبله

"কোন বিষয়ে স্পষ্টভাবে সময় নির্ধারণ করা হলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ক্ষেত্রে পাঠের হুকুম প্রযোজ্য হবে না।" যেমন ইজারা বা ভাড়ার ব্যাপারে ঘটে থাকে।[১]

৯৭. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

"যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত সত্য চাক্ষুষ দলীল দ্বারা প্রমাণিত সত্যের অনুরূপ।" অর্থাৎ

---

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ১ খ., পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

শরী'আতের দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া চাক্ষুষ কোন কিছু দেখার বিধানের মতই।[১]

৯৮. الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم

"দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিষয় বিবাদকারীদের ঐক্যমতের দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার শামিল।"[২]

৯৯. الثابت بالدلالة كالثابت بالافصاح

"দালালাতের মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয় স্পষ্ট দলীলের দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের মতই।"

১০০. الثابت بالضرورة يتقدر بالافصاح

"জরুরত-প্রয়েজনের ভিত্তিতে প্রমাণিত বস্তু প্রয়োজন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে।"

১০১. الثابت بالعرف كالثابت بالنص

"উরফের (দেশপ্রথা) ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয় নস্ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের অনুরূপ।"

১০২ جناية العجماء جبار

"চতুস্পদ জন্তু কর্তৃক অপরাধ ক্ষমারযোগ্য।" অর্থাৎ কোন পশু যদি কারও সম্পদ হানি করে কিংবা কারও মৃ. ঘটায় তাহলে তার জন্য মালিককে শাস্তি দেয়া যাবে না।

১০৩. الجنون إذا وجد مرة فهو لازم ابدا

"একবার পাগলামী পেয়ে গেলে তা সদাসর্বদা পাওয়া যেতে পারে বলে ধর্তব্য হবে।" সুতরাং যে ব্যক্তির মধ্যে একবার পাগলামী পাওয়া গিয়েছিল তার স্ত্রী যদি বলে, আমাকে আমার স্বামী গতকাল তালাক দিয়েছিল। অত:পর স্বামী বলে, আমার মধ্যে গতকাল ঐ পাগলামি পুন:সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে অবস্থায় আমি ঐ কথা বলেছি। আর এখনো আমি পাগল তাহলে কসমের সাথে তার কথা ধর্তব্য হবে।[৩]

১০৪. جواب السوال يجرى على حسب ما تعارف كل قوم فى مكانهم

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অবস্থানগত পরিচিতি অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর হয়ে থাকে।" সুতরাং যদি কেউ খাদ্য গ্রহণ না করার শপথ করে তবে দুধ পানের মাধ্যমে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে যদি সে আরব দেশে অবস্থান করে।

১০৫. الجواز الشرعى ينافى الضمان

"শরী'আত সমর্থিত বৈধবস্তু ক্ষতিপূরণের বিপরীত।" যেমন কেউ তার মালিকানায় কূপ খনন করলো আর তাতে অপর ব্যক্তির পশু পতিত হয়ে মারা গেলে, তাহলে কূপ খননকারীকে কোন জরিমানা দিতে হবে না।

---

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ১ খ., পৃ. ১৯৮।
২. **শারহুস্ সিয়ার,** ১খ., পৃ. ১৪৭।
৩. **শারহুস্ সিয়ার,** ৪ খ., পৃ. ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

১০৬. جهالة المعقود عليه تفسد العقد

"যে বস্তুকে কেন্দ্র করে চুক্তি সম্পাদিত হয় তার অজ্ঞতা চুক্তিকে বাতিল করে দেয়।"

১০৭. الجيد والردى فى الربوية سواء

"সুদের ব্যাপারে ভাল মন্দ সবই সমান।" রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : جيدها ورديها سواء "বস্তুর ভাল এবং মন্দ উভয়ই সমান।"[১] । কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ভাল এবং মন্দ সমপর্যায়ে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তির সমপর্যায়ের।[২]

১০৮. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة

"সকল ক্ষেত্রে বা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন (হাজত) যরূরতের পর্যায়ভূক্ত।"

১০৯. الحادثة إذا وقعت ولم يجد المؤول جوابا ونظيرا فى كتب اصحابنا يستنبط من غيرها اما من الكتاب او من السنة او غيرهما مما هو الاقوى فالاقوى

"যখন কোন ঘটনা ঘটে তার জবাব কিংবা দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা আমাদের ইমামগণের কিতাবে পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে কুরআন হাদীস কিংবা এতদভিন্ন অন্য দলীল থেকে মাস'আলা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং প্রাপ্ত দলীল সমূহের মধ্যে শক্তিশালী দলীলকে গ্রহণ করতে হবে। এরপর তৎপরবর্তী শক্তিশালী দলীল গ্রহণ করতে হবে।"

১১০. الحادثة مهما اخذت شبها من الاصلين وهى منقسمة على وجهين فانها ترد إلى كل واحد من القسمين

"দু'টি মূলনীতির সাদৃশ্য হিসেবে যখন কোন ঘটনা গৃহীত হয় তখন তা দু'ভাবে বিভক্ত হয়। কেননা, তা এতদুভয়ের যে কোন একটি শ্রেণীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।"

১১১. الحدود تدرء بالشبهات

"দণ্ড বিধানসমূহ সন্দেহের দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায়।" যখন কোন দাসীর সাথে তার স্বামী সহবাস করে আর সে বলে আমি ধারণা করেছি যে, আমার জন্য হালাল তাহলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না।[৩]

১১২. الحرب خدعة

"যুদ্ধ ধোঁকা তথা কৌশলের নাম।" সুতরাং যুদ্ধরত অবস্থায় কোন মুজাহিদ যদি তার প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেয় এতে কিছুই যায় আসে না এবং সে গাদ্দার হিসেবেও গণ্য হবে না।[৪]

---

১. Ed. by Z. Baintnre, **Sheikh Burhanuddin Abi Al Hasan Ali Marghinani : The Hidaya: Commentary on the Islamic Laws**, (**Karachi - Pakistan:** Darul Ishaat, 2005), P. 3., P 61.

২. **আল-আশবাহ্,** পৃ. ৮৯৯।

৩. **আল-আশবাহ,** পৃ. ১৪৯।

৪. **শারহুস্ সিয়ার,** ১ খ, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

১১৩. حرمت الملك باعتبار حرمة المالك

"মালিকানার সম্মান মালিকের সম্মান হিসেবে গণ্য।" এজন্য ইসলামের বিপক্ষে যুদ্ধরত ব্যক্তির সম্পদ গ্রহণ বৈধ কিন্তু কোন মুসলমান অথবা যিম্মীর সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া বৈধ নয়।

১১৪. الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا

"আযাদ ব্যক্তি কখনও অন্যের হাতে শৃংখলীত হয় না। সুতরাং সে যদি বালকও হয় তথাপিও অপহরণ করার কারণে জরিমানা দিতে হবে না।" এমনিভাবে সে যদি কোন বালককে অপহরণ করে আর হঠাৎ করে উক্ত বালক তার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার জরিমানা দিতে হবে না।[১] । মানুষ মূলত স্বাধীন।[২]

১১৫. الحق إذا كان مما لا يتجزى فإنه يثبت لكل على الكمال

"হক যখন অবিভাজ্য হয় তখন তা প্রত্যেক হকদারের জন্য পরিপূর্ণভাবে সাব্যস্ত হবে।"

১১৬. الحق لا يسقط بتقادم الزمان

"যমানা অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে হকের বিলুপ্তি ঘটে না।"

১১৭. الحق متى ثبت لا يبطل بالتاخير ولا بالكتمان

"হক প্রমাণিত হওয়ার পর তা বিলম্ব এবং গোপন রাখার দ্বারা বাতিল বলে গণ্য হয় না।"

১১৮. الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها

"হককে মুজাররাদার বিনিময় বৈধ নয়।" যেমন শুফ'আ-এর অধিকার যদি অর্থের বিনিময়ে মীমাংসা করা হয় তাহলে সে অধিকার বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১৯. الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها

"একই হক দুই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বৈধ।"

১২০. يقة تترك بدلالة الحال وتترك بدلالة الاستعمال والعادة

"দালালতে হাল তথা বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে হাকীকাত ছেড়ে দেয়া যায় এবং ব্যবহার ও অভ্যাসগত আচরণ দ্বারাও তা ছেড়ে দেয়া চলে।" যেমন যদি কেউ শপথ করে যে সে মাংস খাবে না তাহলে শূকর কিংবা মানুষের মাংস ভক্ষণ দ্বারা তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা অভ্যাসগতভাবে এ ধরনের মাংস ভক্ষণ করা হয় না।[৩]

---

১. **আল-আশবাহ্‌**, পৃ. ১৫২।
২. **শারহুস্‌ সিয়ার**, ৪ খ., পৃ. ৭১।
৩. **আল-ইশবাহ**, পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

১২১. الحقيقة تترك لتعذرها عقلا او عادة ولتعسرها

"জুতার উপর মাসেহ্ করার বিধান থেকে তায়াম্মুমের বিধান গৃহীত হয়েছে।" সুতরাং ওয়াক্তের পূর্বেই তায়াম্মুম করা বৈধ এবং একই তায়াম্মুমে দুই ওয়াক্তের নামাযকে একত্রে পড়াও বৈধ। আর তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় পানি পেলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে, যেমন নামাযরত অবস্থায় মুদ্দতে মাসেহ্ শেষ হলে নামায ফাসিদ হয়ে যায়।[১]

১২২. حكم التيمم مأخوذ من حكم المسح على الخفين

"জুতার উপর মাসেহ্ করার বিধান থেকে তায়াম্মুমের বিধান গৃহীত হয়েছে।" সুতরাং ওয়াক্তের পূর্বেই তায়াম্মুম করা বৈধ এবং একই তায়াম্মুমে দুই ওয়াক্তের নামাযকে একত্রে পড়াও বৈধ। আর তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় পানি পেলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন নামাযরত অবস্থায় মুদ্দতে মাসেহ্ শেষ হলে নামায ফাসিদ হয়ে যায়।[২]

১২৩. الحكم كا لقاضى

"বিধান বিচারকের ন্যায় কতিপয় মাসাইলের ক্ষেত্রে।"[৩]

১২৪. حكم الشيء قد يدور مع خصائصه

"বস্তুর বিধান তার বৈশিষ্ট্যাবলীর মাঝে আবৃর্তিত হয়ে থাকে।" ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বলেন, কোন নামাযী ব্যক্তি যদি দেখে দেখে কুরআন শরীফ পাঠ করে তবে তার নামায বৈধ হবে না। কেননা কুরআন শরীফের দিকে দৃষ্টি দেয়া মাকরূহ এই ইবাদতের বৈশিষ্ট্য।

১২৫. الخاص مبين فلا يلحقه البيان

"খাস (خاص) নিজেই বর্ণনাকারী, কাজেই তার সাথে অন্য কোন বয়ান মিলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।" আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : فاقرءوا ما تيسر من القرأن "তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ তা পাঠ কর" আয়াতটি খাস বিষয়। সুতরাং لاصلوة الا بفاتحة الكتاب (সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না) হাদীসটি উক্ত আয়াতের বয়ান হতে পারবে না।

১২৬. خبر الأحاد ورد مخالفا لنفس الأصول لم يقبل

"খবরে ওয়াহে মুলনীতির বিপরীত হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।" এজন্য দুগ্ধ আটকে রেখে বকরী বিক্রির মাস'আলায় এক সা পরিমাণ খেজুর প্রদানের খবরে ওয়াহেদকে

---
১. **তাসীনুন নযর**, পৃ. ২৮।
২. **তাসীসুন নযর**, পৃ. ২৮।
৩. **আল-আশবাহ্**, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের ইমামগণ গ্রহণ করেন নি। কারণ তা উসূল বা নীতির বিপরীত, এটি দাবুসীর কথা। আর এটি কুরআনের আয়াত : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم "যে ব্যক্তি তোমাদের উপর সীমালংঘন করবে তোমরাও তার উপর সীমালংঘন কর যতটুকু সে তোমাদের উপর করেছে।" এরও বিপরীত।

১২৭. خبر الواحد حجة للعمل به فى باب الدين

"দ্বীনের ব্যাপারে আমলের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ দলীল হিসেবে গণ্য।" বিশেষত যেখান কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর কোন কিছু বাধ্যতামূলক করা হয় না। আর এটি তখন যখন ঐ ব্যক্তি ফাসিক কিংবা মিথ্যাবাদী বলে গণ্য না হয়। কেননা শুধুমাত্র খবর দলীল হওয়ার যোগ্য নয়।[১]

১২৮. خبر الواحد لا ينفك عن الشبهة

"খবর ওয়াহেদ সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।" সুতরাং শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান থাকলে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা চুক্তিভঙ্গ করা যাবে না।[২]

১২৯. الخراج بالضمان

"দায়িত্ব অনুপাতে লাভালাভ অর্জিত হবে।"

১৩০. الخصم إذا سكت عن الجواب فى مجلس القاضى جعله منكرا وإذا سكت عن اليمين بعد ما طلب منه جعله ناكلا

"বিচারকের মজলিসে বিবাদী যদি উত্তর দেয়া থেকে চুপ থাকে তাহলে ধরে নেয়া হবে সে অস্বীকারকারী। আর যদি শপথ করা থেকে চুপ থাকে তবে সে শাস্তিরযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে।"

১৩১. الخطأ فيا لا يشاترط التعيين لا يضر

"নির্ধারিতকরণ শর্ত নয়, এমন ক্ষেত্রে কোন ভুল ক্ষতিকর হবে না।" যদি যুহরের নামায তিন অথবা পাঁচ রাক'আত নির্ধারণ করা হয় তবে তা কোন ক্ষতিকর বলে সাব্যস্ত হবে না। কেননা এখানে নির্দিষ্টকরণ শর্ত নয়।

১৩২. خير الامور اوساطها

"সকল কাজের মধ্যমটি উত্তম।" সুতরাং উত্তরাধিকারী এবং অসিয়াতকারীর মাঝে মতভিন্নতা দেখা দিয়ে সংখ্যার মধ্যে মধ্যমটি গ্রহণ করা হবে।[৩]

১৩৩. دره المفاسد أولى من جلب المنافع

---

১. **আস সিয়ার,** ১ খ. পৃ. ২০৮।
২. **শারহুস্ সিয়ার,** ১ খ., পৃ. ২৯৪।
৩. **শারহুস্ সিয়ার,** ৪ খ., পৃ. ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

"কল্যাণ আনয়নের চেয়ে অকল্যাণ দূর করা উত্তম।"

১৩৪. دعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب

"কার্যকারণের দাবী কার্যকারণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হুকুমের দাবীর অনুরূপ।" কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর দাসত্বের দাবী করলো এবং সে তা অস্বীকার করলো। এহেন অবস্থায় দাবীকারী প্রমাণ উপস্থিত না করা পর্যন্ত দাস হিসেবে তার বিচার ফয়সালা করা যাবে না।[১]

১৩৫. الدلالة فى المقادير التى لا يسوغ الاجتهاد فى اثبات أصلها متى اتفقت فى الاقل واضطربت فى الزيادة يؤخذ بالاقل فيما وقع الشك فى اثباته وبالاكثر فيما وقع الشك فى اسقاطه

"পরিমাণ নির্ধারণ যার প্রমাণ্যতা প্রতিষ্ঠায় ইজতিহাদ অনুপযোগী এহেন অবস্থায় যদি কর্মের ক্ষেত্রে ঐকমত্য হয় আর বেশির ক্ষেত্রে টালমাটাল অবস্থা হয়, তাহলে যার প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তা থেকে কর্মটাকে গ্রহণ করা হবে। আর যার বিলুপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ বর্তমান তার থেকে বেশিটাকে গ্রহণ করা হবে।"

১৩৬. دليل الشيء فى الامور الباطنة يقوم مقامه

"বাতিনী বা গোপনীয় কার্যাবলীর ক্ষেত্রে কোন জিনিসের দলীল তার নিজের স্থলাভিসিক্ত হয়ে থাকে।" যদি কোন ব্যক্তি তলোয়ারের ঘারা দিয়ে কাউকে প্রচন্ড আঘাত করে তবে এটাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য করা হবে, যদিও আমরা তার নিয়্যত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না।

১৩৭. ذكر ما لا يتجزى كذكر كله

"এমন কোন জিনিসের উল্লেখ করা যা খণ্ডিত হয় না তা সম্পূর্ণ উল্লেখ করার নামান্ত র।" কেউ যদি তার স্ত্রীকে অর্ধেক তালাক দেয় তবে এতে তালাক হবে।[২]

১৩৮. الذمى حكمه حكم المسلمين

"যিম্মির হুকুম মুসলমানের হুকুমের অনুরূপ।" তবে তাদেরকে ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া যাবে না আর তা পালনও তাদের জন্য বৈধ নয়।

১৩৯. ذو العدد إذا قوبل بذى العدد ينقسم الأحاد على الاحاد والفعل المضاف

"যখন অধিক সংখ্যক বস্তুকে অধিক সংখ্যক মানুষের মোকাবিলায় উল্লেখ করা হয় তখন এদের একেকটি একেক জনের প্রতি মাথাপিছু হারে বণ্টিত হবে।" যেমন কেউ

---

১. শারহুস্ সিয়ার, ৪ খ., পৃ. ২৭।
২. আল-আনবাহ্,পৃ. ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

বলল, এদের এই দশজনকে দিরহামগুলো দাও; তাহলে তাদের প্রত্যেককে এক দিরহাম প্রদান করা হবে।

১৪০. الروايتان إذا تعارضا تساقطا فالرجوع إلى دليل أخر

"দুটি রিওয়ায়েত বা বর্ণনা যখন পরস্পর বিরোধী হয়, তখন উভয়টি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর তখন অন্য দলীলের দিকে ফিরে যেতে হয়।"

১৪১. راد على الواجب بمثله يقع الكل واجبا

"যদি ওয়াজিবের উপর তার সদৃশ কোন কিছুকে অতিরিক্ত করা হয় তবে সম্পূর্ণটাই ওয়াজিব হয়ে যাবে।" কেউ যদি নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পাঠ করে তবে তা ফরয হিসেবেই গণ্য হবে। আবার কেউ যদি রুকু, সিজ্‌দা দীর্ঘ করে তবে তাও ফরয হিসেবে গণ্য হবে।[১]

১৪২. الزيادة على الكتاب نسخ فلا يكون إلا باية ناصة أو حديث مشهور ناص

"কুরআন শরীফের উপর কোন কিছু অতিরিক্ত করা মানুসুখ করার শামিল। কাজেই কোন অকাট্য আয়াত অথবা মাশহুর হাদীস ছাড়া কুরআন মাজীদের উপর কোন কিছুকে বর্ধিত করা যাবে না।"

১৪৩. الزيادة على النص فى معنى النسخ

"নস্ বা অকাট্য দলীলের উপর অতিরিক্ত বিষয়টি নস্‌খ (রহিত) অর্থে পরিগণিত হবে।"

১৪৪. الساقط لا يعود

"বিলুপ্ত বিষয় কখনও ফিরে আসে না।" অর্থাৎ অস্তিত্বহীন কোনবস্তু প্রত্যাবর্তন করতে পারে না।

১৪৫. السكران من محرم كالصحيح

"হারাম বস্তু পান করে ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত হয়েছে তার হুকুম সুস্থ্য ব্যক্তির অনুরূপ।" অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়, তালাক, মুক্তিদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেশা অবস্থায় যাই বলুক তা কার্যকর হবে।[২]

১৪৬. السوال معاد فى الجواب

"জবাবের মধ্যে প্রশ্নের বিষয়টিকে পুনঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকে।"

১৪৭. السوال والخطاب يمضى على ما عم وغلب لا على ماشذ وندر

"প্রশ্ন এবং সম্বোধন আম এবং প্রচলিত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম

---
১. আল-আশবাহ্, পৃ. ৫৮০।
২. আল-বাযদূবী, ৪ খ., পৃ. ৩৫৪; শারহুস্ সিয়ার, ৩ খ., পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

এবং বিরল বিষয়ের ক্ষেত্রে নয়।"

১৪৮. الشرائع لا تلزم الا بالسماع

"শ্রবণ ব্যতীত শরী'আত ওয়াজিব হয় না।" যুদ্ধরত যদি না জেনে থাকে যে তার সম্পদে যাকাত ফরয তাহলে তা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না।

১৪৯. الشرط إذا كان مفيد يجب مراعاته وإذا لم يكن مفيدا لا يجب مراعاته

"শর্ত যখন উপকারী হিসেবে গণ্য হবে তখন তার হিফাযত করা ওয়াজিব। আর উপকারী না হলে ওয়াজিব নয়।"

১৫০. شرط صحة الصدقة التمليك

"সাদাকা বা দান শুদ্ধ হওয়ার জন্য মালিক বানানো শর্ত।"[১]

১৫১. الشرط لما صح به وجب الوفاء به شرعا

"শর্ত যখন বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে তখন তা পূর্ণ কারাটা শরী'আতী বিধান অনুযায়ী ওয়াজিব হবে।"[২]

১৫২. شرط الواقف كنص الشارع فى وجوب العمل به وفى المفهوم والدلالة

"ওয়াক্ফকারী কর্তৃক আরোপিত শর্ত (এর উপর) আম্‌র ওয়াজিব হওয়া এবং মর্মার্থের তা ক্ষেত্রে শরী'আত প্রবর্তকের নসের সমতুল্য। সুতরাং ওয়াকফকারী আরোপিত শর্তের অনুসরণ করা ওয়াজিব।"[৩]

১৫৩. الشرط يقابل المشروط جملة

"সাধারণভাবে শর্ত মাশরূত। (যে বিষয়ের শর্ত করা হয়েছে)- এর মোকাবিলায় গণ্য হয়ে থাকে। তার সাথে দ্বান্দিকতায় লিপ্ত হয়।"[৪]

১৫৪. الشركة الخاصة لا تمنع الملك فى الملك المشترك بخلاف الشركة العامة

"নির্দিষ্ট অংশীদারিত্ব সামষ্টিক মালিকানায় মালিকানা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধাদান করে না। কিন্তু আম্ বা ব্যাপক অংশীদারিত্ব বাধা দান করে।"

১৫৫. شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين

"মুসলমানদের বিপক্ষে যিম্মীদের সাক্ষ্য কোন দলীল নয়।" কোন মুসলমান খারাজ প্রত্যাখ্যান করলে যিম্মীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫৬. شهادة بأكثر من المدعى باطلة بخلاف الأقل

---

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ৪ খ., পৃ. ২৪৪।
২. **শারহুস্ সিয়ার,** ৩ খ., পৃ. ২৯৬।
৩. **আল-আশবাহ্,** পৃ. ২৭৫।
৪. **শারহুস্ সিয়ার,** ৪ খ., পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

"দাবীদারের অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রদান বাতিলযোগ্য, কিন্তু কম পরিমাণ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।"

১৫৭. الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى بخلاف حقوق الله

"হুকূকুল ইবাদ তথা মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে দাবী না করলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না কিন্তু হক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে বিষয়টি ব্যতিক্রম।"

১৫৮. الشهادة على النفى لا تقبل

"না-সূচক বিষয়ে স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

১৫৯. الشئ إذا ثبت مقدرا فى الشرع لا يعتبر إلى تقدير أخر

" শরী'আতে কোন বস্তু একভাবে নির্ধারিত হলে তা আবার অন্যভাবে নির্ধারিত হবে না।"

১৬০. الشئ يعتبر ما لا ميعد على موضوعه بالابطال والنقص

"কোন বস্তু তার বিষয়বস্তু বাতিল বা নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য।"

১৬১. الشئ يعم كل موجود

"বস্তু প্রত্যেক অস্তিত্বমানকে শামিল করে নেয়।"

১৬২. الشئ ينفسخ بما هو مثله

"বস্তু তার সমতুল্য বস্তু দ্বারা রহিত বা বাতিল হয়ে যায়।"

১৬৩. الصلح عن اقرار بيع

"স্বীকারোক্তি দ্বারা মিমাংসা বিক্রয় হিসেবে গণ্য।" অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের স্বীকারোক্তি অর্থ সম্পদ সম্পর্কিত ফয়সালা বা সুলেহ্ বিক্রয় হিসেবে গণ্য।

১৬৪. صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود ما يندرء باشبهات

"মুবাহ্ বা হালালের ছুরত যখন পাওয়া যায় তখন সন্দেহের কারণে যা দূরীভূত হয় এ জাতীয় বস্তুকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।" সুতরাং কোন ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের সাথে অবস্থানকালীন সময় রোযা রাখলে, অত:পর ভ্রমণে বের হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করলে এতে তার উপর কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

১৬৫. الضرر الاشد نزل بالضرر الاخف

"অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর বিষয়কে বরণ করে অধিক ক্ষতিকর বিষয়কে দূর করতে হবে।" ঋণ আদায়, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং দায়িত্ব সমূহ বাধ্যতামূলক আদায় করা এর পর্যায়ভূক্ত।[১]

১. আল-আশবাহু, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৬. الضرر لا يزال بمثله

"এক অনিষ্টকর বিষয় তার সমমানের অন্য অনিষ্টকর বিষয়কে বরণ করে দূর করা যায় না।"

১৬৭. الضرر يدفع بقدر قديما

"ক্ষতি কখনও পুরাতন হয় না।"

১৬৮. الضرر يدفع بقدر الامكان

" যে কোন ভাবে সম্ভব অনিষ্টকর বিষয়ের কোন একটা বিহীত করতে হবে। যেমন চোরকে লাঠি দ্বারা প্রতিরোধ সম্ভব না হলে তরবারী দ্বারা প্রতিহত করতে হবে।"

১৬৯. الضرر يزال

"অনিষ্টকর বিষয়কে দরীভূত বা প্রতিহত করতে হবে।"

১৭০. الضرورات تبيح المحظورات

"প্রয়োজন হারামকে হালাল করে দেয়।" যেমন জবরদস্তী অবস্থায় কুফরী কালাম উচ্চারণ কিংবা বাধ্য হয়ে মৃতপশুর গোশ্ত ভক্ষণ বৈধ।[১]

১৭১. الضرورات تقدر بقدرها

"প্রয়োজন তার পরিমাণমত জিনিসকে বৈধতার জন্য নির্ধাণ করে।" যেমন জীবন রক্ষা পায় ততটুকু পরিমাণ মৃত পশুর গোশত ভক্ষণ বৈধ।

১৭২. الضمانات تجب اما باخذ او بشرط الا لم تجب

"জামানত গ্রহণ করা অথবা শর্তায়িত করার দ্বারা ওয়াজিব হয় অন্যথায় ওয়াজিব হয় না।"

১৭৩. ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل وضمان المحل لا

"কর্মের জরিমানা কর্তার সংখ্যা অনুপাতে বিভিন্ন হয়ে থাকে এবং স্থানের কোন জরিমানা হয় না।" যদি দুই ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় শিকার করে তাহলে তার শাস্তি ভিন্ন ভিন্ন হবে অর্থাৎ দম দিতে হবে। বারবার শিকার করলে প্রত্যক বার দম দেওয়া ওয়াজিব হবে, কিন্তু একই মজলিসে একাধিকবার শিকার করলে একবার দম দেয়া ওয়াজিব হবে।[২]

১৭৪. الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق

"যাহির استحقاق তথা অধিকারের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে ওয়াজিব করে না।" যেমন-

১. আল-আশবাহ্, পৃ. ১০৮।
২. আশ-আশবাহ্, পৃ. ২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

যার দখলে বাড়ি রয়েছে অপর ব্যক্তি যদি সে বাড়ির মালিকানা দাবী করে তবে বাহ্যিক অবস্থা দাবীকারীর দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে। দলিল প্রমাণ ছাড়া তার জন্য রায় দেওয়া যাবে না।

১৭৫. العادة تجعل حكما اذا لم يوجد التصريح بخلافه

"আদাত বা অভ্যাসগত রীতি বিধান হিসেবে গণ্য হবে, যদি যখন তার বিপরীত কোন কিছু স্পষ্টভাবে পাওয়া না যায়।" যে ব্যক্তি নিরাপত্তা চাওয়ার সময় প্রতিরক্ষা থেকে পৃথক হয়ে যায় সে অভ্যাসগত রীতি অনুযায়ী নিরাপদ বলে গণ্য হবে।

১৭৬. العادة محكمة

"আদত বা অভ্যাসগত রীতি মুহ্কাম হিসেবে গণ্য।" অর্থাৎ আদত সাধারণ বা বিশেষ যাই হোক না কেন তা শরী'আতের হুকুম প্রমাণ করার জন্য বিধান বলে গণ্য হবে।[১]

১৭৭. العادة معتبرة فى تقييد مطلق الكلام

"কোন শর্তহীন কথাকে সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আদত বা অভ্যাসগত রীতি গ্রহণযোগ্য।"

১৭৮. العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كان لم يكن

"আরিয (عارض) আকাঙ্খিত ঘটে যাওয়া কোন বস্তু যখন তার মৌলিক বিধান বাকী রেখে দূরীভূত হয়ে যায়, তখন তা না থাকার মতই হয়ে যায়।" সুতরাং বছরের উভয় প্রান্তে যাকাতের নিসাব পরিপূর্ণ থাকলে বছরের মাঝখানে নিসাব কম হওয়া যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে বাধা দান করে না।

১৭৯. العارض قبل حصول المقصود بالشئ كلامقترن بأصل السبب

"বস্তুর উদ্দেশ্যে হাসিলের পূর্বে আকাঙ্খিত ঘটে যাওয়া বিষয়াদি أصل السبب তথা মৌল কারণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার নামান্তর।"

১৮০. العام قطعى كالصاص يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا

"আম্ (বা সাধারণ) খাসের মতই অকাট্য (قطعى) বা অকাট্য বিধানকে ওয়াজিব করে। এমনকি এর দ্বারা নাসকে রহিত করাও বৈধ।" যেমন উটের পেশাব পবিত্র হওয়া সম্পর্কিত উরায়না গোত্রের হাদীস যা استنزهوا عن البول (পেশাব থেকে বেঁচে থাক) হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

১৮১. العام كالنص فى اثبات الحكم فى كل ما يتناوله

"দূতের বর্ণনা দূত প্রেরণকারীর বর্ণনার অনুরূপ বলেই গণ্য।"

১. আল-আশবাহ্, পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৮২. عبارة الرسول كعبارة المرسل

"দূতের বর্ণনা দূত প্রেরণকারীর বর্ণনার অনুরূপ বলেই গণ্য।"

১৮৩. العبرة فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی

"চুক্তির ক্ষেত্রে শব্দের ভাবার্থ ও লক্ষ্যসমূহ ধর্তব্য শব্দসমূহ ধর্তব্য হয় না।" সুতরাং যিম্মাদারীর ক্ষেত্রে দায়মুক্তকে যখন শর্ত করা হয় তখন তা হওয়ালা হিসেবে গণ্য হয় যেমন হওয়ালার দায়মুক্ত না থাকার শর্ত করা হলে তা কাফালাহ বা যিম্মাদারী হিসেবে গণ্য হয়।

১৮৪. العبرة للغالب الشائع لا للنادر

"যে জিনিস ব্যাপক এবং شائع তাই ধর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে ব্যতিক্রম বা شاذ তা ধর্তব্য হবে না।" এ নীতির আলোকে বলা হয় যে, কারো বয়স তার পনের বছর হলে তার ধন সম্পদ তাকে ফেরত দেয় যাবে চাই, তার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাক বা না পাক। কারণ এ বয়সটাই বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাওয়ার, না পাওয়াটা বিরল। আর বিরল বিষয়টি নেই বলেই ধর্তব্য হয়ে থাকে।

১৮৫. العرف غير معتبر فی المنصوص عليه

"যেসব ক্ষেত্রে নস্ বা অকাট্য দলীল বর্তমান সেখানে ওরফ বা প্রচলিত রীতি গ্রহণযোগ্য নয়।"

১৮৬. العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه

"প্রচলিত রীতির গ্রহণযোগ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে যখন তার বিপরীত কিছুর উল্লেখ পাওয়া যাবে।"

১৮৭. عند اجتماع الحقوق يبدء بالاهم

"অধিকার একাধিক হক একত্রে জমা হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক বা অধিকারটিকে দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।" অনুরূপ অর্থে দু'টো অধিকার একত্রিত হলে তাদের মধ্যে শক্তিশালীটা দ্বারা কাজ শুরু করতে হবে।[১]

১৮৮. عند التعريف بالاشارة يسقط اعتبار النسبة

"ইঙ্গিত দ্বারা পরিচয় দানের নিসবত বা সম্পর্কের দ্বারা পরিচয় দানের বিষয়টি বিলুপ্ত হয়ে যায়।" যদি কোন বাদশাহ বলে এই সবুজ জুব্বা যার গায়ে লাগবে সেই তা পাবে। এখন জুব্বার সাথে সম্পৃক্ত অন্য সব কিছুই ঐ ব্যক্তি লাভ করবে।[২]

---

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ৩ খ., পৃ. ২০২।
২. **শারহুস্ সিয়ার,** ২ খ., পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯. عند التعريف بالاشارة يسقط اعتبار النسبة

"মতবিরোধ থাকা অবস্থায় প্রাধান্য দেয়ার মত কিছু না পাওয়া গেলে সতর্কজনিত বিষয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে।"[১]

১৯০. عند تعذر رد العين رد القيمة كرد العين

"প্রকৃতবস্তু ফেরত প্রদানের অপারগতায় তার মূল্য ফেরত দেয়া, প্রকৃতবস্তু ফেরত দানের সমতুল্য।"

১৯১. العفو انما يسقط ما كان مستحقا للعافى خاصة

"ক্ষমা রহিত হয়ে যাবে যদি ক্ষমাকারী বিশেষভাবে নিজেই সে বিষয়ের দাবীদার (হক্‌দার) হয়।"

১৯২. العوض حكمه حكم المعوض

"বিনিময়ে প্রদত্ত বিষয়ের হুকুম معوض عنه তথা যার বিনিময়ে ঐ বস্তু প্রদান হয়েছে তার হুকুমের অনুরূপ।"[২]

১৯৩. العوض يجب رده إذا لم يسلم المعوض

"যে বস্তুর সাথে বিনিময় করা হয়েছে হস্তান্তর না করা হলে معوض কে ফেরৎ প্রদান করা ওয়াজিব হবে।"

১৯৪. غالب الراى يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقة

"হাকীকাত বা প্রকৃত পরিচয় জানা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে প্রবল ধারণাকে তাহ্‌কীম অর্থাৎ সালিশ মানা যায়।"

১৯৫. الغرم بالغنم

"জরিমানা গণীমত তথা প্রাপ্তি অনুযায়ী হবে।" অংশীদারীত্বের ব্যবসায় ক্ষতি হলে পুঁজি অনুপাতে ক্ষতির অংশ নিতে হবে যেমন লভ্যাংশ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১৯৬. الغصب ليس بموجب للملك بنفسه

"লুণ্ঠন ও ছিনতাই মালিকানাকে ওয়াজিব করে না।" হ্যাঁ যখন সে ঐ মাল নষ্ট করে ফেলবে তখন জরিমানা আদায়ের পর লুণ্ঠন ও ছিনতাই করার সময় থেকে সে এর মালিক হবে।[৪]

---

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ১ খ., পৃ. ১৯৭।

২. **প্রাগুক্ত,** ৪ খ., পৃ. ১৭৭।

৩. **প্রাগুক্ত,** ২ খ., পৃ. ১১৬।

৪. **প্রাগুক্ত,** ৪ খ., পৃ. ৩৮ এবং Ed. by Z. Baintnre, **Sheikh Burhanuddin Abi Al Hasan Ali Marghinani : The Hidaya: Commentary on the Islamic Laws**, (**Karachi - Pakistan:** Darul Ishaat, 2005), P 436.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭. الفداء يكون بمقابلة الاصل

"ফিদা (বিনিময়) আসলের পরিবর্তে হয়ে থাকে।"

১৯৮. الفرائض أفضل من النفل

"ফরয নফল থেকে উত্তম।" তবে কোন অভাবী ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করা প্রথমে সালাম প্রদান করা এবং ওয়াক্ত আসার পূর্বে অযূ করা এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম।

১৯৯. فرض العين لا يترك بالنافلة أو بما هو من فروض الكفاية

"ফরযে আইন নফল কিংবা ফরযে কিফায়া দ্বারা পরিত্যাজ্য হবে না।" যেমন মুসলিম সেনাবাহিনী শত্রু ভূমিতে ঢুকে পড়ার পর যদি জানতে পারে যে, শত্রু সৈন্য, মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করেছে, তাহলে মুসলিম ভূমি, জমি ও মাল রক্ষা করা তাদের উপর ফরযে আইন হিসেবে গণ্য হবে।

২০০. فساد السبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه

"শরী'আতের দৃষ্টিতে কারণ ফাসিদ হয়ে যাওয়া মালিকানাপূর্ণ হওয়ার পর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাধা প্রদান করে না।"[১]

২০১. فعل القاضى حكم كامر القاضى

"বিচারকের হুকুমের ন্যায় তার কাজও আদেশরূপে গণ্য হয়ে থাকে।"

২০২. الفعل متى كان مباحا لا يصير ذلك سبا موجبا للدية والكفارة

"ফে'ল বা কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত মুবাহ্ বা বৈধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা দিয়াত ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য হয় না।"[২]

২০৩. فى اطلاق الاسم اعتبار العرف

"ইস্‌ম বা নামের ব্যবহার ওরফ বা প্রচলিত রীতিকে লক্ষ্য করে হয়ে থাকে।" অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানে অধিবাসীদের ওরফ অনুযায়ী ইস্‌ম বা নাম ধর্তব্য হয়ে থাকে।[৩]

২০৪. فى كل موضع يملك المدفوع اليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك ما له فان الممامور يرجع بال شرط والا

"যার প্রতি অর্পিত সম্পদ আবৃর্তিত হয় প্রত্যেক স্থানে সে তার নিজের মালিকানা মোকাবিলায় অর্পিত সম্পদের মালিক হয়। কেননা আদিষ্টবস্তু ইব্‌নাশর্তে প্রত্যাবর্তিত হয়, এরূপ না হলে তা প্রত্যাবর্তিত হবে না।"

---

১. মারহুস্ সিয়ার, ৩ খ., পৃ. ৪।
২. আস সিয়ারুল কাবীর, ৩ খ., পৃ. ২১৭।
৩. শারহুস সিয়ার, ৪ খ., পৃ. ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

২০৫. فيما يستدام الاستدامة كالانشاء

"যে সব ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব কামনা করা হয় তা ইনশা (নতুন সৃষ্টি)এর অনুরূপ।"[১]

২০৬. القاضى إذا قضى فى مجتهد فيه نفذ قضاءه

"ইজ্তিহাদ করা যায় এমন ক্ষেত্রে বিচারক যদি কোন ফয়সালা প্রদান করেন, তাহলে তার সে রায় বাস্তবায়ন করতে হবে।"[২]

২০৭. القاضى لا يملك ان يقضى لنفسه

"বিচারক তার নিজের বিষয়ে রায় প্রদানের অধিকারী হয় না।"

২০৮. القدرة على الاصل قبل حصول المقصود بالخلف تسقط اعتبار الخلف

"স্থলাভিষিক্ত (خلف) কোন বস্তু দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পূর্বে আসলের উপর কর্তৃত্ব স্থলাভিষিক্ত বস্তুর গ্রহণযোগ্যতাকে রহিত করে দেয়।"

২০৯. قد يثبت الشئ تبعا وحكما وان كان قد يبطل قصدا

"বস্তু কখনও কখনও অনুগামী ও বিধানগতভাবে (حكما) প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাতিল করার বিষয়টি স্বেচ্ছাকৃতভাবে হতে হয়।" সুতরাং যদি ঘর বিক্রয়ের সাথে বাতাসও বিক্রি করে এবং অনুরূপভাবে ভূমি বিক্রির সাথে পানি বিক্রি করে তবে তা বৈধ কিন্তু বাতাস এবং পানি আলাদাভাবে বিক্রি করা শুদ্ধ নয়।

২১০. قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل

"আসল বা মূল সাব্যস্ত না হওয়া সত্ত্বেও কখনও কখনও তার শাখা প্রশাখা সাব্যস্ত হয়ে থাকে।"

২১১. القديم يترك على قدمه

"প্রাচীন বস্তুকে তার প্রাচীনত্বের উপর ছেড়ে দেয়া হবে।" যেমন রাস্তা, যাতায়াত স্থান, গোসলের স্থানকে তাদের পুরাতন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপরীত কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হবে কিংবা প্রমাণিত না হবে যে, তা সর্বসাধারণের জন্য ক্ষতিকর।

২১২. القضاء يقتصر على المقضى عليه ولا يتعدى إلى غيره

"বিচারের রায় যার উপর প্রয়োগ হয় কেবল তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে অন্যের দিকে তা অতিক্রান্ত হয় না।"

২১৩. القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور

---

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ৩ খ., পৃ. ২৩৮।
২. **শারহুস্ সিয়ার,** ২ খ., পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

"শাস্তি দ্বারা রায় প্রদান মিথ্যা স্বাক্ষ্য দ্বারা রায় প্রদানের অনুরূপ।"

২১৪. القلب حكم فيما ليسا فيه دليل ظاهر

"বাহ্যিক দলীল প্রমাণ যেখানে নেই সেখানে হৃদয়ই বিধান প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ যে দিকে সাক্ষ্য দিবে সে হিসেবেই রায় প্রদান করা হবে।"

২১৫. القول قول الامين مع اليمين من غير بينة

"আমার তথা আমানতদার ব্যক্তির কথাই শপথ সহ গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই।"

২১৬. القول قول من يتمسك بالاصل مع يمينه

"আসল বা মূলকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তির বক্তব্য শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।"

২১৭. قول المتهم ليس بحجة

"মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা দলিল হিসেবে গণ্য হবে না।" যেমন কোন হরবীকে মুসলমানদের মাঝে পাওয়া গেল। আর সে বললো যে, আমি নিরাপদে প্রবেশ করেছি তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা যাবে না, কেননা সে অভিযুক্ত ব্যক্তি।[১]

২১৮. قول المناقض لا يعبر

"বিরোধী ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য নয়।"[২]

২১৯. الكتاب كالخطاب

"লেখা সম্বোধনের অনুরূপ।" কাজেই ক্রয় বিক্রয়, বিবাহ, তালাক, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি ভঙ্গ উচ্চারণ না করে লেখার মাধ্যমে ও সহীহ্ আছে তবে তা স্বীকারোক্তি কিংবা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, এটি তার লেখা অন্যথায় ফয়সালা দেয়া যাবে না। কেননা একজনের লেখার সাথে আরেকজনের লেখার মিল রয়েছে।[৩]

২২০. الكتاب محتمل والخط يشبه الخط

"লেখার মধ্যে সম্ভাবনা না থাকে।" কেননা একজনের লিখন পদ্ধতি অপরজনের লিখন পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সাক্ষ্য প্রমাণহীন হলে কিংবা যদি অস্বীকার করা হয় তবে তার উপর নির্ভর করা চলবে না এবং তার উপর আমলও করা যাবে না।[৪]

---

১. **শারহুস সিয়ার,** ২ খ., পৃ. ১৯৮।
২. **শারহুস্ সিয়ার,** ১ খ., পৃ. ২০৮।
৩. **শারহুস্ সিয়ার,** ৪ খ., পৃ. ২২৮।
৪. **আল-আশবাহ্,** পৃ. ৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

২২১. كتاب القاضى الى القاضى حجة فى الاحكام

"বিচারকের পত্র অপর বিচারকের নিকট বিধান প্রণয়নে দলীল হিসেবে গণ্য।"[১]

২২২. الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنى

"সম্বোধন যেমন নিকটবর্তী ব্যক্তির জন্য হয়, তেমনি পত্র হবে দূরবর্তী ব্যক্তির জন্য।"[২]

২২৩. الكسب يملك الأصل

"মূল বস্তুর মালিকানা দ্বারা উপার্জনর মালিকানা হাসিল হয়।"[৩]

২২৪. كسر عظم الميت ككسر عظم الحى

"মৃতব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবন্ত ব্যক্তির হারভাঙ্গার শামিল। কাজেই মৃত ব্যক্তির হাড় দ্বারা মানুষের চিকিৎসা করানো বৈধ নয়।"[৪]

২২৫. كل شفع من النفل صلاة

"নফলের প্রত্যেক দুই রাক'আত স্বতন্ত্র নামায হিসেবে গণ্য।" কাজেই এর প্রত্যেক রাক'আতে সুরা মিলিয়ে পড়তে হবে।[৫]

২২৬. كل صلاة اديت بكراهة التحريم وجبت اعادته

"মাকরুহে তাহরিমী সহকারে আদায়কৃত নামায পূণর্বার পড়া ওয়াজিব।" যেমন কোন ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে সূরা ফাতিহা ছেড়ে দিল, কিন্তু তার জন্য সাহু সিজ্দা করলো না।[৬]

২২৭. كل صلوتين لا يجوز بناء إحدهما على الاخرى فى حق المنفرد يجوز بناء احدهما على الاخرى

"মুনফারিদ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুই নামাযের একটিকে আরেকটির উপর ভিত্তি করা জায়িয নয়, ইমামের ক্ষেত্রেও সেই দুই দুই নামাযের একটিকে অপরটির ভিত্তি করা জায়িয হবে না।" সুতরাং নফল পড়া ব্যক্তির পিছনে ফরয পড়া ব্যক্তির ইক্তিদা বৈধ নয়, তবে দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তি বসে পড়া ব্যক্তির পেছনে ইক্তিদা করতে পারবে, যেমন বসে পড়া ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়া ব্যক্তির পেছনে ইক্তিদা করতে পারে।

২২৮. كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة والا فلا

---

১. **শারহুস্ সিয়ার**, ১ খ., পৃ.২৯০।
২. **প্রাগুক্ত**, ৪ খ., পৃ. ১০০০।
৩. **প্রাগুক্ত**, ৪ খ., পৃ. ৩২২।
৪. **প্রাগুক্ত**, ১ খ., পৃ. ৯০।
৫. আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়তী শাফি'ঈ, **দুররুল মুখতার**, (কায়রোঃ মিসর), ১ খ., পৃ. ৩২২।
৬. আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়তী শাফি'ঈ, **দুররুল মুখতার**, (কায়রোঃ মিসর), ১ খ., পৃ. ৩২১।

Dhaka University Institutional Repository

"কোন আক্দ বা চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সময় তা যদি কারো অনুমতির উপর নির্ভরশীল থাকে তাহলে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তা মাওকুফ থাকবে। অন্যথায় তা মাওকুফ থাকবে না।" যেমন কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে নিজেই বিবাহ করলে এহেন অবস্থায় তার কোন অভিভাবক ছিল না। তাহলে তার এ বিবাহ মওকুফ থাকবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার অনুমতি পাওয়া গেলে এই বিবাহ কার্যকরী হবে।[১]

২২৯. كل قربة كانت على سبيل الاباحة استوى فيه الغنى والفقير

"যে নেক আমল على سبيل الاباحت আঞ্জাম দেওয়া হয় তাতে ধনী গরীব সবাই সমান।"

২৩০. كل قرض جرنفعا فهو ربا حرام

"প্রত্যেক ঋণ যা লাভকে টেনে আসে তা হারাম সুদ হিসেবে গণ্য।" হারিস ইবন উসামা হযরত আলী (রা) থেকে তাঁর সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) থেকে প্রত্যেক ঋণ যা লাভকে টেনে আনে তা সূদ হিসেবে গণ্য।

২৩১. كل مالا يخلف بالمستعمل فالتقييد باطل

"ব্যবহার দ্বারা যাতে ভিন্নতা আসে না সে সব বিষয়ে (تقييد) সীমাবদ্ধতারোপ বাতিলযোগ্য।"

২৩২. كل ما يجوز بغير اقراع الاولى للامام ان يقرع تطيبا للقلوب ونقيا للتهمة

"লটারী দেওয়া ব্যতীত যে কাজ করা জায়িয সে কাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রদানের জন্য উত্তম হল মনের পবিত্রতার জন্য এবং অভিযোগ থেকে পাক পবিত্র থাকার জন্য লটারীর ব্যবস্থা করা।"

২৩৩. كل من قبل قوله فعليه يمين

"যাদের কথা গ্রহণ করা হবে তাদের প্রত্যেকের উপর শপথ পাঠ করা ওয়াজিব।"

২৩৪. كل من كان محبوسا بحق الغير كانت نفقته عليه

"অন্যের অধিকারের জন্য যাকে আটক করা হয় ঐ ব্যক্তির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে।[২]

২৩৫. كلمة كل تجب الاحاطة على سبيل الانفراد

"কুল্লুন শব্দটি ভিন্ন ভিন্নভাবে সব বস্তুকে احاطه অর্থাৎ শামিল করাকে ওয়াজিব করে।" যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : كل نفس ذائقة الموت "জীব মাত্র প্রত্যেকেই মৃ.র স্বাদ গ্রহণ করবে।"

২৩৬. ما ما كلمة ما يوجب العموم

---

১. **রাদ্দুল মুহতার,** ২খ., পৃ. ৪৩২।

Dhaka University Institutional Repository

"ما" শব্দটি উমূম ও শুমূলকে ওয়াজিব করে।"

২৩৭. للاشارة عموم كما للعبارة

"ইবারত বা বাক্যের দ্বারা যেমনিভাবে উমূম সাব্যস্ত হয়, এমনিভাবে ইশারা দ্বারা উমূম সাব্যস্ত হয়।"

২৩৮. لصاحب الدين إذا اظفر بجنس حقه أن يأخذه

"ঋণদাতা ব্যক্তি যখন তার অধিকার আদায়ে সক্ষম হবে সে তার কাছ থেকে তা আদায় করে নেবে।"[১]

২৩৯. للعرف عبرة فى معرفة المراد بلاسم

"ইস্‌ম বা নামের দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা জানার ক্ষেত্রে উরফ বা প্রচলিত রীতির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।"

২৪০. اللفظ إذا تعدى معنين احدهما اجلى من الاخر والاخر اخفى فالاجلى املك

"যখন কোন শব্দ দু'টি অর্থ প্রদান করে একটি আরেকটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট আর অপরটি অস্পষ্ট সেখানে স্পষ্ট অর্থ গ্রহণীয় হবে।"

২৪১. للحالة من الدلالة كما للمقالة

"বক্তব্যের যেমন প্রামাণ্যতা রয়েছে অবস্থা ও তেমন প্রামাণ্যতা রয়েছে বর্তমান।"

২৪২. للوالى والامير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر بنفسه

"যে ব্যক্তি নিজের অবস্থার দিকে নযর দিতে অক্ষম অর্থাৎ নিজের কল্যাণ সাধনে অক্ষম তার কল্যাণ সাধনের ব্যাপরী আমীর এবং অভিভাকের অধিকার থাকবে।"[২]

২৪৩. لا بأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف ذهاب الكل

"যদি সম্পূর্ণটাই চলে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে কারো পক্ষ থেকে সম্পদের কিছু পরিশোধ করায় কোন ক্ষতি নেই।"[৩]

২৪৪. لا ترجيح بكثرة عد الزواة انما هو بفقه الراوى

"বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্যের দ্বারা কোন বিষয় প্রাধান্য পায় না বরং বর্ণনাকারীর ফিক্‌হ বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা প্রাধান্য পঅয়।"[৪]

২৪৫. لا تصح إجازة الباطل

---

১. **শারহুস্ সিয়ার**, ৩ খ., পৃ. ৬৪।
২. **শারহুস্ সিয়ার**, ১ খ., পৃ.১৪৫।
৩. **শারহুস্ সিয়ার**, ৪ খ., পৃ.৪।
৪. **নূরুল আনওয়ার**, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

"বাতিল জিনিসের অনুমতি বৈধ নয়।"

২৪৬. لا تصح التسمية فى شئ من الفقود مع جهالة

"অজ্ঞতার সাথে চুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের নামকরণ করা বৈধ নয়।"

২৪৭. لا تمنع الجهالة فى الصفة صحة التسمية فيما بنى امره على التوسع كالنكاح

"যে সব বিষয়ের বুনিয়াদ ব্যাপকতার উপর তৎসমূদয় বিষয়ে গুণাবলীর ক্ষেত্রে অজ্ঞতা নামকরণের ব্যাপারে مانع তথা প্রতিবন্ধক হয় না। যেমন বিবাহ ইত্যাদি।"

২৪৮. لا حجة مع الاحتمال الناشى عن دليل

"দলীল হতে উত্থিত সংশয়ের সাথে প্রমাণ পেশ করা যায় না।" যেমন কেউ যদি তার ওয়ারিসের ঋণের স্বীকারোক্তি এবং সে মৃ. রোগে আক্রান্ত হয় তার বাকী ওয়ারিশগণ ঋণের ব্যাপারটি সত্যায়ন না করলে তা বৈধ হবে না। কেননা এতে এরূপ সংশয় রয়েছে যে, এর মাধ্যমে রোগী ব্যক্তিটি অন্যান্য ওয়ারিসগণকে মাহরূম করতে চাইছে। কিন্তু সে যদি সুস্থ অবস্থায় এরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহলে তা সঠিক হবে।

২৪৯. لا حجة مع التناقض لكن لا يختل مع حكم الحاكم

"স্ব-বিরোধী বক্তব্যের সাথে প্রমাণ পেশ করা সিদ্ধ, তবে তা বিচারকের রায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।" যেমন যদি দুইজন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য দলীল হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে না। যদি বিচারক তাদের পূর্বের সাক্ষ্য দ্বারা কোন হুকুম প্রদান করে তবে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার দ্বারা প্রদত্ত রায় নাকচ হবে না। তবে সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তিদ্বয়ের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

২৫০. لا رجوع فيما تبرع عن الغير

"অন্যের পক্ষে স্বেচ্ছায় দান করে তা প্রত্যাহার করা যায় না।" যেমন কেউ যদি অন্যের অনুমতি ব্যতীত তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করে আর তাতে বিচারকের কোন রায়ও না থাকে তবে তা তার উপর প্রত্যাবর্তিত হবে না।

২৫১. لا ضرر ولا ضرار

"অনিষ্টতা গ্রহণযোগ্য নয় এবং অনিষ্ট করাও গ্রহণযোগ্য নয়।" যেমন কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিবেশীল স্ত্রীর বাসগৃহ বরাবর জানালা খুলল। এতে অপর প্রতিবেশীল জন্য অপর প্রতিবেশীর জন্য এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পূর্বোক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর বাসকক্ষ বরাবর জানালা খোলা বৈধ হবে না। বরং তাদের প্রত্যেককে অপরের ক্ষতি বা অনিষ্ট হয় এমন কাজ হতে বারণ করা হবে।[১]

২৫২. لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق

১. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৩৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

"সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনগত্য নেই।" আল-সিয়ারুল কবীর নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ধর্মীয় ব্যাপারে শাসকগণ জনগণের কল্যাণে যে সব আদেশ প্রদান করবেন তা মান্য করা আবশ্যক। অনুরূপ তারা যদি এমন কোন আদেশ প্রদান করেন যাতে উপকার আছে কি নেই তা জানা নেই তাতেও তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। কেননা আনুগত্য করা যে আবশ্যক তা 'নস' দ্বারা প্রমাণিত।

২৫৩. لا عبرة بالتوهم

"প্রমাণ হিসেবে অনুমান বা আন্দাজের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।"

২৫৪. لاعبرة بالدلالة فى مقابلة الصريح

"সীরাহ্ বা স্পষ্ট দলীলের বিপরীতে দালালত (পরোক্ষ প্রমাণ) গ্রহণযোগ্য নয়।"

২৫৫. لا عبرة بالظن البين خطأه

"যে যান্ন বা ধারণার ভ্রান্তি স্পষ্ট দলীল হিসেবে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।"

২৫৬. لا عبرة بقول المنجمين

"দলীল হিসেবে গণক ও জ্যোতিষীদের কথার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।"

২৫৭. لا عموم لدلالة النص ولا لاقتضاء النص

"দালালাতুন নস্ এবং ইকতিযাউন নসের কোন সাধারণভাব নেই।" কাজেই উভয়টির কোনটিই তাখ্সীসকে বহন করে না। কেননা উমূম সাধারণভাবে শব্দের গুণাবলীল মধ্যে একটি আর দালালতের মধ্যে শব্দ নেই। আর মুকতাযা অর্থ যার মধ্যে শব্দ নেই। সুতরাং কেউ যদি বলে তুমি তালাক অথবা তোমাকে তালাক দিলাম এবং এতে তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তা বিশুদ্ধ হবে না।

২৫৮. لاقوام للدلالة مع النص

"নসের উপস্থিতিতে দালালতের কোন ভিত্তি নেই।" সুতরাং যদি অনুমতি দালালত দ্বারা প্রমাণিত হয় আর নিষেধাজ্ঞা আসে সুস্পষ্টভাবে তাহলে দালালাতটি টিকে থাকবে না।[১]

২৫৯. لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص

"নসের স্থানে ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই।" অর্থাৎ যেখানে নসের অর্থ সুস্পষ্ট থাকে সেখানে ইজতিহাদ করা যাবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : احل الله البيع وحرم الربا (আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন। আর সুদকে হারাম করেছেন। অন্য অর্থের আয়াতে প্রদত্ত বিপরীত হুকুম প্রদান করার কোন সুযোগ নেই।

১. শারহুস্ সিয়ার, ৪ খ., পৃ. ৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৬০. لا يبقى للانسان الملك على نفسه

"মানুষের নিজের উপর মানুষের মালিকানা বহাল থাকে না।"

২৬১. لا يتم التبرع الا بالقبض

"দখল ও হস্তগত করণ ব্যতী দান পূর্ণতা পায় না।" যদি কেউ কাউকে কিছু দান করে তবে সে তা গ্রহণ করার পর্যন্ত দান পূর্ণতা পায় না।

২৬২. لا يثبت شئ من الحكم ببعض العلة

"কার্যকারণের কিয়দংশ দ্বারা হুকুমের কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না।"

২৬৩. لا يثبت شئ من الحكم مقتضى النص

"নসের মুকতাযা বা কাম্য বিষয়ের ক্ষেত্রে উমূম বা সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয় না।"

২৬৪. لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم فى كلام الناس

"মানুষের কথার ভাব দ্বারা দলীল গ্রহণ বৈধ নয়।"

২৬৫. لا يجوز ان يثبت فى التابع حكم اخر سوى الثابت فيمن هو اصل

"অনুবর্তী বিষয়ে মূল বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান সাব্যস্ত করা বৈধ নয়।"

২৬৬. لا يجوز ترك الواجب للاستحباب

"মুস্তাহাব কাজের জন্য ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়।"[১]

২৬৭. لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز ومقصودين

"হাকীকত বা প্রকৃত অর্থ এবং মাজায বা রূপক অর্থের মাঝে দুটো উদ্দেশ্য একত্রিত করা বৈধ নয়।"[২]

২৬৮. لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد بلا سبب شرعى

"শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়া এক অপরের সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ নয়।" শরী'আত সম্মত কারণ পাওয়া গেলে সম্পদ গ্রহণ ও তাতে হস্তক্ষেপ করা বৈধ। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, দান, উত্তরাধিকারী স্বত্ব ও ওসিয়্যত ইত্যাদি।[৩]

২৬৯. لا يجوز لاحد ان يتصرف فى ملك الغير بلا اذنه

"অন্যের সম্পদে তার ইব্না অনুমতিতে হস্তক্ষেপ কারো জন্য বৈধ নয়।"

---

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ৩ খ., পৃ.৩২৮।
২. **প্রাগুক্ত,** ১ খ., পৃ. ২২৩।
৩. **প্রাগুক্ত,** ২ খ., পৃ.২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৭০. لا يجوز مخالفة الاجماع

"ইজমার বিরোধিতা করা বৈধ নয়।"[১]

২৭১. لا يحلف على حق مجهول

"অজ্ঞাত অধিকারের জন্য শপথ করা যাবেনা।" যদি কেউ তার অংশীদার সম্পর্কে এমন খিয়ানতের অভিযোগ করে যা অস্পষ্ট তাহলে সে শপথ করবে না।[২]

২৭২. لا يزيد البعض على الكل الا فى مسئلة الظهار

"যিহারের মাস'আলা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে সমষ্টির উপর কিয়দাংশ (بعض) বর্ধিত হয় না।"

২৭৩. لا يصح توكيل مجهول

"অজ্ঞাত ব্যক্তিকে উকীল কর্মবিধায়ক নিযুক্ত করা সঠিক নয়।" যেমন কোন ঋণদাতা তার ঋণগ্রহীতাকে বললো যে, যে ব্যক্তি তোমার কাছে বিশেষ চিহ্ন নিয়ে আসবে অথবা তোমার আঙ্গুল ধরবে অথবা তোমাকে এই কথা বলবে তাকে তুমি আমার সম্পদ ফেরত দিবে তাহলে এটা বৈধ হবে না।[৩]

২৭৪. لا يصح رجوع القاضى عن قضائه إذا كان شرائط الصحة

"বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া গেলে বিচারক তার রায় থেকে সরে আসা বৈধ নয়।" সুতরাং বিচারক যদি বলে, আমি আমার রায় প্রত্যাহার করলাম অথবা বিচার হওয়ার পর বলো সাপেক্ষ্য ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে তাবে তা বিশুদ্ধ হবে না।[৪]

২৭৫. لا يعتمد على الخط ولا يعمل به الان الخط يشبه الخط

"হস্তলীপর উপর নির্ভর করা যাবে না এবং আমল করাও যাবে না।" কেননা হস্তলিপি হস্তলিপির সাদৃশ হয়ে থাকবে।

২৭৬. لا يعتمد الاتفاق على الحكم عند لاختلاف فى السبب

"সাবাব বা কারণের ক্ষেত্রে মতভেদ থাকলে বিধানের ক্ষেত্রে ঐকমত্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

২৭৭. لا يفتى بكفر مسلم مهما امكن

"যথাসম্ভব কোন মুসলমানকে কাফির ফাতওয়া দেয়া যাবে না।" তবে সাধারণ মানুষও

১. **শারহুস্ সিয়ার**, ২ খ., পৃ. ১৮২।
২. **আল ইশবাহ্**, পৃ. ৩৯।
৩. **আল-ইশ্বাহ্**, পৃ. ৩৭০।
৪. **আল-ইশবাহ্**, পৃ. ৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

যেসব বিষয়কে দীনের মধ্যে শামিল বলে বুঝতে পারে সে সমস্তের কোন বিষয়কে অস্বীকার করলে ভিন্ন কথা।[১]

২৭৮. لا يقاس المنصوص على المنصوص

"নস্ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে নস্ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের উপর ক্বিয়াস করা যাবে না।"

২৭৯. لا يقدم احد فى التزاحم على الحقوق لا بمرجع

"অধিকার সমূহের উপর ভীড় বা চাপ থাকলে অগ্রাধিকার দানের কোন কারণ ব্যতীত কাউকে অগ্রগামী করা যাবে না।" যেমন সবক দেয়ার ক্ষেত্রে পাঠগ্রহণ, ফাতওয়া, দাবী আদায়ে প্রচণ্ড ভীড় থাকলে যদি তারা সবাই সমান হয় তাহলে তাদের মাঝে লটারী করতে হবে।[২]

২৮০. لا ينبغى الحكم على الموهوم خصوصا فيما يجب فيه الاخذ بالاحتياط

"কাল্পনিক বিষয়ের উপর বিধান প্রদান উচিত নয়, বিশেষত যেখানে সতর্কতা অবলম্বন করাই ওয়াজিব।"[৩]

২৮১. لا ينسب الى ساكت قول لكنه فى معرض الحاجة بيان

"বক্তব্যকে চুপ থাকা ব্যক্তির সাথে সম্বন্দ যুক্ত করা যাবে না, তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এটি বর্ণনা বলে গণ্য হবে।" যেমন কোন ব্যক্তি দেখতে পেল যে, তার সম্পদ বিক্রি হচ্ছে এবং সে চুপ থাকে ও নিষেধ না করে তবে তার এই চুপ থাকার কারণে উক্ত বিক্রেতা তার উকিল হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু কুমারী মেয়ের চুপ থাকা অনুমতি হিসেবে গণ্য। কেননা তা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হয়েছে।

২৮২. لا ينقذ القضاء ما اذا قضى بشئ مخالف للاجماع

"ইজমার বিপরীত কোন বিষয়ের রায় বাস্তবায়ন করা যাবে না।"

২৮৩. لا ينحر تغير الاحكام بتغير الازمان

"যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন অনস্বীকার্য।" যেমন নামাযের সময় বাদে অন্য সময়ে মসজিদের দরজা বন্ধ রাখা বর্তমান সময়ে বৈধ, চুরি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য।

২৮৪. ما اجتمع محرم ومبيح لا غلب المحرم

"হারামকারী এবং হালালকারী বিষয় একত্রিত হলে হারামকারী বিষয় প্রাধান্য পাবে।" সুতরাং যখন দুটি দলিলের মাঝে বিরোধ দেখা দেয় যার একটি বস্তুর বৈধতার দাবীদার

---

১. আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়তী শাফি'ঈ, **দুররুল মুখতার,** (কায়রোঃ মিসর), ৩ খ., পৃ. ২৯৩।
২. **আল-ইশবাহ্,** পৃ. ৫৪৭।
৩. **শারহুস্ সিয়ার,** ১ খ., পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

আর অপরটি অবৈধতার দাবী করে তখন সেক্ষেত্রে অবৈধতার দাবীদার দরীলটি প্রাধান্য পাবে।[১]

২৮৫. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل بخلافه

"কোন যুগে প্রমাণিত বিষয়ের হুকুম তার অবস্থায় বহাল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপরীত কোন দলীল না পাওয়া যাবে।"

২৮৬. ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين

"ইয়াকীন-অকাট্য দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বস্তু ইয়াকীন বা অকাট্য দলীল ছাড়া তা উৎপাটিত হবে না।"

২৮৭. ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه

"ক্বিয়াসের বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত বস্তুর সাথে অন্য কিছুকে ক্বিয়াস বা তুলনা করা যাবে না।" যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত খুযাইমা (রা.) এর একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন যা ক্বিয়াসের বিপরীত অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : فاستشهدوا شهيدين "তোমরা দুইজন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ কর।" অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্য নয়জন স্ত্রী বৈধ ছিল বলে এর উপর অন্য কাউকে ক্বিয়াস করা চলবে না।

২৮৮. ما ثبت يكون باقيا مالم يوجد الدليل المزيل

"ওযরের কারণে যে বিধান সমাগত হয় ওযর চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাও বাতিল হয়ে যায়।" যেমন পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে।[২]

২৯০. ما حرم أخذه حرم اعطاء

"যা গ্রহণ করা হারাম তা দান করাও হারাম।" যেমন সুদ, ব্যভিচারীর দেহ মূল্য, উৎকোচ, গণকের আয় ইত্যাদি।

২৯১. ما حرم فعله حرم طلبه

"যে কাজ করা হারাম সে কাজ তলব করাও হারাম।"

২৯২. ما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده

"যা গর্হিত উপায়ে অর্জিত হয় তার থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার উপায় হলো তা ফেরত দেওয়া।"

২৯৩. ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

"মুসলমানগণের দৃষ্টি যা উত্তম তা আল্লাহর কাছেও হাসান বা উত্তম।"

---

১. আল-ইশবাহ্, পৃ. ১৩২।
২. আল-আশবাহ্, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

২৯৪. ما فی الذمة لا يتعين الا بقبض

"যা যিম্মাদারীতে থাকা হস্তগত না করা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় না।"

২৯৫. ما كان ثابتا فأنه يبقى ببقاء بعض اثاره ولا يرتفع الا باعتراض معنى هو مثله

"যা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তা তার কতিপয় নিদর্শনের মাধ্যমে বিদ্যমান থাকে তার অনুরূপ বিপরীত বস্তু ছাড়া তা রহিত হয় না।"

২৯৬. ما كان على وجه التزع يستوى فيه الغنى والفقير

"যা স্বেচ্ছাদানের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় তাতে ধনী দরিদ্র সবাই সমান" যেমন ওয়াকফকৃত পানির উৎস থেকে ধনীর যেমন পান করা বৈধ, তেমনি দরিদ্রের জন্যও তা থেকে পান করা বৈধ।[১]

২৯৭. ما ينتنى السماع لا يثبت حكمه ما لم يسمعه

"যে সমস্ত বিষয়ের বুনয়াদ শ্রবণের উপর নির্ভরশীল শ্রবণ না করা পর্যন্ত তৎসমুদয় বিষয়ের হুকুম সাব্যস্ত হবে না।"

২৯৮. ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء والا لا

"যা দীর্ঘ সময় ব্যাপী প্রলম্বিত হয় তার স্থায়িত্ব কালের জন্য শুরুর হুকুম প্রযোজ্য হয়, পক্ষান্তরে দীর্ঘ সময় ব্যাপী প্রলম্বিত না হলে অনুরূপ না হলে প্রযোজ্য হবে না।" যেমন যদি তালাককে সুস্থতার সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয় তাহলে সে সুস্থ থাকলে তৎক্ষণাৎ তালাক হয়ে যাবে। আর মাসিক বা দীর্ঘ সময়কে ধারণ করে না, যদি এক মাসিকের সাথে ঝুলানো হয় তাহলে পরবর্তী মাসিকে তালাক হয়ে যাবে।

২৯৯. مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين بحال

"কোন অবস্থাতেই মুসলমানের সম্পদ অপর মুসলমানের জন্য গণীমতের মাল হিসেবে গণ্য হয় না।"[২]

৩০০. المباشر ضامن وان لم يتعمد

"সরাসরি জড়িত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যদিও সে ইচ্ছাকৃতভাবে তা না করে।" অর্থাৎ যে ব্যক্ত শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়া কারও মাল বিনষ্ট করে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে চাই তা সে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই ইবনষ্ট করুক। অনুরূপভাবে মানুষের জীবনহানি করলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর এর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে।

৩০১. المبنى على الفاسد فاسد

"যার ভিত্তি ফাসিদ এর উপর সেটাও ফাসিদ হিসেবে গণ্য।" যেমন নেকাহ ফাসেদের

১. **শারহুস্ সিয়ার**, ৪ খ., পৃ. ২৫৮।
২. **শারহুস্ সিয়ার**, ২ খ., পৃ. ২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে তালাক প্রদান করলে তা তালাক হিসেবে গণ্য হয় না, বরং তা বর্জন হিসেবে গণ্য হবে।

৩০২. المباح يملك بالاحراز

"মুবাহ্, বা বৈধ বস্তু করায়ত্ব করা দ্বারা মালিক হওয়া যায়।"

৩০৩.

"যখন শব্দের হাকীকত বা প্রকৃত অর্থের উপর আমল করা সম্ভব হয়, তখন মাজায বা রূপক অর্থ তিরহিত হয়ে যায়।"

৩০৪. المتعاقدان إذا صرحا بجهة الفساد فهو كما صرحا والا صرف إلى الصحة

"চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয় যখন তা ফাসিদ বা অশুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট বিবৃতি প্রদান করে তখন চুক্তিটির অবস্থা তাদের স্পষ্ট বিবৃতির অনুরূপ হয়। নচেৎ চুক্তিটি বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য হয়।"

৩০৫. المتيقن به لا يتبدل الا بمثله

"অকাট্য নিশ্চিত বিষয় তদানুরূপ নিশ্চিত বিষয়ক ব্যতীত রদ বদল হয় না।"

৩০৬. المتسبب لا يضمن الا بالمعتمد

"নিছক কারণ হিসেবে গণ্য ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অপরাধ ছাড়া ক্ষতিপূরণের সম্মুখীন হবে না।" সুতরাং চৌর্যকার্যে পথপ্রদর্শনকারী ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

৩০৭. المجاز اولى من الاشتراك

"কোন শব্দের মুশতাক বা একাধিক ভিন্ন কর্মী অর্থগ্রহণ করার চেয়ে মাজায বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা উত্তম।"

৩০৮. المجاز يعم كما يعم الحقيقة

"মাজায বা রূপক ব্যাপ্তার্থ ধারণ করে যেমন হাকীকাত বা শব্দের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাপ্তার্থকে ধারণ করে থাকে।"

৩০৯. مجرد الخبر لا يصلح حجة

"নিছক সংবাদ দলীল হওয়ার জন্য উপযোগী নয়।"[১]

৩১০. المحتمل لا يعارض المنصوص

"সংশয়পূর্ণ বিষয় নস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের সমকক্ষ হবে না।"

১. শারহুস্ সিয়ার, ১খ, পৃ. ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩১১. المختلف فيه بامضاء الامام باجتهاده يصير كالمتفق عليه

"শাসক স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারা মতদ্বৈতাপূর্ণ কোন কিছু চালু করলে তা ঐকমত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের অনুরূপ হয়ে যায়।"

৩১২. المرءة تابعة للزوج فى المقام والزوج لا يكون تابعا لامراته

"নিবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রী তার স্বামীর অনুগামী হবে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর অনুগামী হবে না।" সুতরাং নিরাপত্তা চাওয়া কোন মহিলা যদি ইসলামে কোন মুসলিম বা যিম্মীকে বিবাহ করে তাহলে উক্ত মহিলা যিম্মী হিসেবে গণ্য হবে। সে দারুল হরবে ফিরে যেতে পারবে না। তবে যদি নিরাপত্তা চাওয়া ব্যক্তি পুরুষ হয় এবং কোন যিম্মী মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে তার অবস্থা ভিন্নতর।[১]

৩১৩. المرء مؤاخذ بالقراره

"মানুষ তার স্বীকারোক্তির জন্য জবাবদিহীতার সম্মুখীন হবে।" রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মাঈয (রা)- কে একে একে চারবার স্বীকারোক্তি প্রদানের কারণে রজমের শাস্তি প্রদান করেছিলেন।

৩১৪. المرء يعامل فى حق نفسه كما أقربه ولا يصدق على ابطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا

"মানুষ তার নিজের ব্যাপারে যেরূপ স্বীকারোক্তি করে তার সাথে অনুরূপ আচরণ করা হবে। কিন্তু অন্যের অধিকার বাতিল করা এবং অন্যের উপর কোন হক চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তার বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকৃত প্রদান করা হবে না।"

৩১৫. المرسل كالمسند فى الاحتجاج

"দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে মুরসাল মুসনাদ হাদীসের সমতুল্য।"

৩১৬. المساجد لله بمنزلة الكعبة

"মসজিদসমূহ আল্লাহর, মর্যাদার এগুলো কা'বার মত।"

৩১৭. المسلم مامور بان يدفع سبب الهلاك عن نفسه

"মুসলিম ব্যক্তি ধ্বংসের কারণ প্রতিকার করার ব্যাপারে আদিষ্ট।"

৩১৮. المسلمون عند شروطهم

"মুসলমানগণ তাদের শর্তসমূহ পূরণে দায়বদ্ধ।"[২]

৩১৯. المشترك لا عموم له

"মুশতারাক বা একাধিক ভিন্ন ধর্মী অর্থপূর্ণ শব্দের কোন সাধারণভাব নেই।

---
১. প্রাগুক্ত, ৪ খ., পৃ. ১১৫।
২. প্রাগুক্ত, ১ খ., পৃ. ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩২০. المشقة تجلب التيسير

"কষ্ট সহজতা আনয়ন করে।" অর্থাৎ কাঠিন্য সহজতার কারণ হয়ে থাকে। সংকীর্ণতার সময় প্রশস্ততাকে বাধ্যতামূলক করে। যেমন কর্জ-হাওয়ালা ইত্যাদি।

৩২১. المشقة والحرج انما يعتبر فى غير المنصوص اما فيه فلا

"নস্ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় এমন ক্ষেত্রে কষ্টে এবং কঠোরতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। কিন্তু নস্ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাতে তা হয় না।"

৩২২. معاريض الكلام مندوحة عن الكذب

"বাক্যের উপস্থাপনা বাহ্যত মিথ্যা থেকে মুক্ত হতে হবে। যেমন পরিখা যুদ্ধে হযরত আলী (রাহ.) আমর ইব্ন আবূদূদের সাথে মুকাবেলা করার সময় তাকে লক্ষ্য করে যে উক্তিটি করেছিলেন।

৩২৩. المصير الى البدل عنه فوات لامع قيامه

"যার থেকে বদল হয়েছে তার দিকে উপনীত হওয়ার মুল হারিয়ে যাওয়ার নামান্তর যা তার সাথে অবস্থান করেনা। সুতরাং মাসকে পাওয়াটা আসল বা মূল আর ত্রিশ দিন পূর্ণ করাটা তার থেকে বদল হয়েছে।"[১]

৩২৪. مطلق التسمية ينصرف الى ما هو المعروف بالعرف

"কোন বস্তুর সাধারণ নামকরণের বিষয়টি সমাজে প্রচলিত রীতির (উরফ) দিকে প্রত্যাবর্তন করে।"

৩২৫. مطلق الكلام يتقيد بلالة الحال

"সাধারণ বাক্য অবস্থায় প্রেক্ষিত দ্বারা শর্তযুক্ত হয়ে যায়।"

৩২৬. مطلق الكلام يتقيد بالمقصود

"সাধারণ কথা উদ্দেশ্য দ্বারা শর্তযুক্ত হয়ে যায়।"

৩২৭. المطلق فيما يحتمل التابيد بمنزلة المصرح بذكر التابيد

"মুতলাক বা শর্তমুক্ত সাধারণ বক্তব্যে যে ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের ভাব বহন করে তা সুস্পষ্টরূপে স্থায়িত্বের কথা উল্লেখকারীর সমতুল্য।"

৩২৮. المطلق لا يحمل على المقيد فى حكمين مختلفين

"দু'টি ভিন্ন ধরনের বিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ বিষয়কে শর্তযুক্ত বিষয়রূপে প্রযোজ্য করা যায় না।" যদিও এদু'টি সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং গণীমতের মালে সীমাবদ্ধতারোপ বা শর্ত যুক্তকরণকে নফলের ক্ষেত্রে করণের মত গণ্য হবে না। তবে

---

১. **শারহুস্ সীয়ার**, ৪ খ., পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

নফলের ক্ষেত্রে সাধারণ নামকরণ গ্রহণযোগ্য।[১]

৩২৯. المطلق يتقيد بدلالة العرف

"প্রচলিত রীতির প্রেক্ষিতে মুতলাক বা সাধারণ বিষয় শর্তযুক্ত দ্বারা হয়ে থাকে।"

৩৩০. المطلق يجرى على اطلاقه

"মুতলাক শব্দ তার ইতলাক বা সাধারণ ভাবের উপর সচল থাকে।" যদি নস্ অথবা দালালত- এর মত শর্তযুক্ত করণের কোন দলীল পাওয়া না যায়। যদি কেউ বলে আমি ফকীরদের জন্য ওয়াকফ করলাম তবে তা কোন নির্দিষ্ট শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত হবে না।

৩৩১. المظلوم له ان يدفع الظلم عن نفسه بما قدر عليه لكن ليس له ان يظلم غيره

"নির্যাতিত ব্যক্তি তার সক্ষমতানুযায়ী যুলম বা অত্যাচারের প্রতিকার করবে, কিন্তু অন্যের উপর যুলুম করা তার জন্য বৈধ নয়।"

৩৩২. المعرفة لا تدخل تحت النكرة الا المعرفة فى الجزاء

"জাযার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বাচক শব্দ নির্দিষ্ট বাচক শব্দ ব্যতীত অনির্দিষ্ট বাচক শব্দের অধীনস্থ হয় না।" যদি কেউ বলে, আমার এ দাস যদি কথা বলে তাহলে সে স্বাধীন। অত:পর সে তা বললো তাহলে সে স্বাধীন হবে না। আর যদি বলে আমার দাস যদি কথা বলে তাহলে তুমি তালাকপ্রাপ্ত হবে, অত:পর সে তা সাথে কথা বললো তাহলে সে তালাকপ্রাপ্ত হবে।[২]

৩৩৩. المعروف بالعرف كالمشروط شرطا

"উরফ বা প্রচলিত রীতি দ্বারা পরিচিতি বিষয় শর্ত দ্বারা শর্তায়িত বিষয়ের অনুরূপ।"

৩৩৪. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

"ব্যবসায়ী মহলে ব্যাপকভাবে পরিচিতি বিষয় তাদের মাঝে শর্তায়িত বিষয়ের অনুরূপ।"

৩৩৫. المعلق بالشرط يثبت ويجب بوجوب الشرط

"শর্তযুক্ত বিষয় শর্তের আবৃশ্যকতা দ্বারা ওয়াজিব হবে এবং প্রমাণ হবে।" যেমন কারও বউ ঘরে প্রবেশ করলে তালাক প্রাপ্ত হবে। আর যদি শর্তারোপের পূর্বে প্রবেশ করে থাকে তবে তালাকপ্রাপ্ত হবে না।

৩৩৬. المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال والمضاف منعقد فى الطلاق والنذر-

"শর্তযুক্ত বিষয় শর্তের আবৃশ্যকতা দ্বারা ওয়াজিব হবে এবং প্রমাণ হবে।" যেমন কারও বউ ঘরে প্রবেশ করলে তালাক প্রাপ্ত হবে। আর যদি শর্তারোপের পূর্বে প্রবেশ

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ২ খ., পৃ. ৩১।
২. **আল-হুমজী,** পৃ. ২৪২।

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকে তবে তালাক প্রাপ্ত হবে না।

৩৩৭. المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط

"শর্তযুক্ত বিষয় শর্ত পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার ক্রয়-বিক্রয়ের মালিক হবে।"

৩৩৮. المغرور يرجع على الغار بما غره

"প্রতারিত ব্যক্তি তা সহ প্রতারকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, যা দ্বারা সে তাকে প্রতারিত করেছে।"

৩৩৯. المفرد المضاف إلى معرفة للعموم

"কোন একক পদ নির্দিষ্ট একক পদের সাথে সম্বন্ধিত হলে তা উমূম বা সাধারণভাব বুঝাবে।" যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : فليحذر الذين يخالفون عن امره এখানে আম্‌র বা অনুজ্ঞা ওয়াজিবের জন্য যা আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক নির্দেশকে বুঝায়। এ থেকে একটি ফিক্‌হী মাস'আলা এরকম, যদি যায়িদ তার সন্তানের জন্য ওসিয়্যত করে অথবা ওয়াক্‌ফ করে আর তার একাধিক ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে এ ওসিয়্যত ও ওয়াক্‌ফ তাদের সকলের জন্য গণ্য হবে।

৩৪০. مفهوم الشرط كمفهوم الصفة وليس بحجة

"শর্ত দ্বারা উপলব্ধ বিষয় গুণ দ্বারা উপলব্ধ বিষয়ের অনুরূপ এবং তা দলীল হিসেবে গণ্য হয় না" যেমন আল্লাহর বাণী : فلا تظلموا فيهن انفسكم "(হারাম মাসসমূহে) তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করো না।" এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় না যে, হারাম মাস ব্যতী যুলুম বা অত্যাচার করা বৈধ।

৩৪১. المفهوم ليس بحجة

"কোন বিষয়ের বোধগম্যতা দলীল নয়।" ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) বলেন, আল্লাহর বাণী : ويدرء عنها العذاب إن تشهد "সে যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তার থেকে শাস্তি তুলে নেয়া হবে না।"[১]

৩৪২. المقر له إذا كذب المقر بطل اقراره

"যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছে যদি সে স্বীকারোক্তকারী ব্যক্তিকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে তবে তার স্বীকারোক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।" এহেন অবস্থায় এর কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে না। এমন কি যদি সমঝোতার মাধ্যমেও হয় তথাপি এটি বিশুদ্ধ হবে না। অবশ্য কতিপয় মাস'আলা যেমন- তালাক, নসব, দাস-দাসীদের বিষয়গুলো এথেকে ভিন্নতর।

---

১. শারহুস্ সিয়ার, ১ খ., পৃ. ১২৬।
২. আল-ইশবাহ, পৃ. ৩৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪৩. المقر ان صار مكذبا فى اقراره يسقط حكم اقراره

"স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তি যদি তার স্বীকারোক্তির ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় তাহলে তার স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হুকুম বা বিধান বাতিল হয়ে যাবে।" যেমন কেউ যদি দাস বলে স্বীকারোক্তি করে অতপর দলীল প্রমাণে প্রমাণিত হয় যে সে স্বাধীন ব্যক্তি তাহলে সে দাস হিসেবে গণ্য হবে না।[১]

৩৪৪. المقضى عليه فى حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته

"কোন ঘটনায় কারও বিপক্ষে রায় প্রদানের পর তার দাবী শ্রবণ করা হবে না এবং তার দলীল বা প্রমাণাদিও গ্রহণ হবে না।"

৩৪৫. الملك الثابت للوارث هو الملك الذى كان للمورث

"প্রাথমিক কারণ ব্যতীত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।"[২]

৩৪৬. الملك لا تثبت ابتداء بغير سبب

"প্রাথমিক কারণ ব্যতীত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।"[৩]

৩৪৭. الملك المطلق ازيد من الملك بالسبب مقتصر على وقت السبب

"স্বাধীন মালিকানা শর্তযুক্ত মালিকানার চেয়ে ব্যাপকতর আর কারণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মালিকানা কারণের সময়কাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।"

৩৪৮. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

"যা স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব তা প্রকৃত অসম্ভাবের মত।"

৩৪৯. من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

"যে ব্যক্তি সময় আসার পূর্বে কোন বস্তু নিয়ে তাড়াহুড়া করে এ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মাধ্যমে সে শাস্তি প্রাপ্ত হয়।" যেমন উত্তরাধিকার স্বত্বের মালিকানা প্রদানকারী ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে হত্যাকারীর উত্তরাধিকারী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া।

৩৫০. من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فان الذى هو شرط النفوذ الاخر يكون فى الحكم سابقا والثانى لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز

"যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আবশ্যক করে নেয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য শর্ত থাকে তবে অন্যের বাস্তবায়নের জন্য যেটি শর্ত হুকুমের ক্ষেত্রে সেটি অগ্রগণ্য আর দ্বিতীয়টি লাহিক বা পরবর্তী গণ্য হবে। আর দ্বিতীয়টির বিশুদ্ধতা ও বৈধতার জন্য অগ্রগণ্যটি

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ১ খ., পৃ. ৩৫০।
২. **প্রাগুক্ত,** ৫ খ., পৃ. ৭৭।
৩. **প্রাগুক্ত,** ৩ খ., পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাবশ্যক।" যেমন কেউ নামায বাধ্যতামূলক করে নিলে সে তার পূর্বের বিধান তারাতকেও বাধ্যতামূলক করে নিলো। কেননা নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তা শর্ত।

৩৫১. من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعى خلاف الظاهر

"যাহির বা বাহ্যিক লক্ষণ যার সহায়ক তার কথাই ধর্তব্য হবে। আর যে ব্যক্তির দাবী বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত তাকে দলীল প্রমাণ হাযির করতে হবে।" যেমন কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট ঋণ বা ক্ষতিপূরণের দাবী তোলে আর সে তা অস্বীকার করে তবে তার কথাই ধর্তব্য হবে। কেননা মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মুক্ত হিসেবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত দাবীদার ব্যক্তিকে দলীল প্রমাণ দিতে হবে।

৩৫২. من سعى فى نقض ماتم من جهة فسعيه فسعيه مردوه

"কোন একদিক দিয় পূণতা পেয়েছে যে ব্যক্তি এমন কিছু নষ্ট করার ব্যাপারে সচেষ্ট হয় তার সে প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যাত হবে।"

৩৫৩. من شك هل فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعل

"কোন কিছু করেছে কি করে নি এরূপ সন্দেহ হলে কাজটি করেনিই বলেই ধরা হবে।" যেমন নামায পড়েছে কি পড়েনি এমন অবস্থায় নামায পুনরায় পড়তে হবে।

৩৫৪. من عليه حق إذا منع عن قضاءه لا يضرب

"যদি কারও কাছে কোন পাওনা থাকে আর সে তা আদায় করতে অস্বীকার করে তবে তাকে মারধর করা যাবে না।"

৩৫৫. من كان معه مذكر ولا داعى له يسقط وان يكن له مذكر فيسقط

"যার সাথে স্মারক বর্তমান এবং তার কারণ অবর্তমান থাকে তার দায়িত্ব দূরীভূত হবে না। পক্ষান্তরে যদি স্মারক না থাকে তা হলে তা রহিত হয়ে যাবে।" যেমন ভুলক্রমে রোযাদার খেয়ে ফেললো। এ ক্ষেত্রে তার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত কেউ নেই এবং কারণ বর্তমান। সে জন্য দায়িত্ব দূরীভুত হবে এবং রোযা নষ্ট হবে না। অনুরূপ অবস্থা যবেহ্‌কারীর 'বিসমিল্লাহ' ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্র।[১]

৩৫৬. من ملك الانشا ملك الاخبار

"যে ব্যক্তি নতুনভাবে কোন কিছু কিছু সংঘটিত করার ক্ষমতা রাখে সে স্বীকারোক্তিও দিতে পারে।" যেমন ওসিয়্যতকারী উকিল বা এজেন্ট এবং সে সব ব্যক্তি যাদের রয়েছে। সুতরাং তাদের স্বীকারোক্তিও নতুনভাবে কৃত চুক্তির মতো গণ্য হবে।[২]

৩৫৭. من ملك التنجيز ملك التعليق

১. আল-ইশবাহ্, পৃ. ৪৭৩।
২. আল-ইশবাহ্, পৃ. ৩৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

"যে পূর্ণতাবিধানের ক্ষমতা রাখে সে শর্তসাপেক্ষ করারও ক্ষমতা রাখে।" তবে তালাকের উকিল এর ব্যতিক্রম। কেননা সে শুধু পূর্ণ করার কর্তৃত্বের মালিক শর্তসাপেক্ষ করে ঝুলিয়ে রাখার নয়। আর যে পূর্ণ করার কর্তৃত্বশীল নয় সে শর্ত সংশ্লিষ্টও করতে পারে না।[১]

৩৫৮. من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورياته

"যে ব্যক্তি কোন বস্তুর মালিক হয় সে ঐ বস্তুর যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রীরও মালিক হয়।" সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি বাড়ি ক্রয় করে তাহলে সে বাড়ীর সাথে সংশ্লিষ্ট রাস্তা, ছাদের উপরের অংশ এবং গাছ-গাছালীরও মালিক হবে।

৩৫৯. من وما يحتملان العموم والخصوص وأصلهما العموم

" من এবং ما শব্দ দু'টি ব্যাপ্তার্থ এবং সীমিতার্থ দু'টিই বহণ করে। তবে এ শব্দ দু'টোর মৌলিকত্ব হচ্ছে সাধারণভাবে বহন করা।"[২]

৩৬০. المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة

"অঙ্গীকারসমূহ শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার আকারে আবশ্যক হয়ে থাকে।" যেমন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বললো যে, অমুকের কাছে এই জিনিসটা বিক্রি করে দাও, যদি সে মূল্য না দেয় তবে আমি তোমাকে তা দেব। এখন ব্যক্তি যদি মূল্য পরিশোধ না করে তবে উপযুক্ত মন্তব্যের কারণে প্রতিশ্রুতিদাতাকে তা পরিশোধ করতে হবে।

৩৬১. الموجود فى حالة التوقف كالموجود فى اصله

"মওকূফ অবস্থায় বিদ্যমান বিষয় প্রকৃতরূপে বিদ্যমানের সমতুল্য।" চুক্তির পরে অতিরিক্ত সম্পদ অনুমতি সাপেক্ষে ক্রেতার জন্য হয়ে যাওয়া চুক্তির সময় তা তাতে মওজুদ থাকার মতোই।

৩৬২. الموقوف عليه العقد إذا اجازه نفذ ولا زجوع له

"চুক্তি যার উপর নির্ভরশীল তার অনুমোদন প্রদান করা হলে চুক্তি বাস্তবায়িত হবে এবং তা থেকে ফিরে আসার সুযোগ নেই।"

৩৬৩. الموكل إذا قيد على وكيله فان كان مفيدا اعتبر مطلقا والا لا

"উকিল নিযুক্তকারী ব্যক্তি তার উকিলের উপর যখন শর্তারোপ করে তখন তা যদি উপকারী হয় তাহলে তা সাধারণ শর্ত হিসেবে গণ্য হবে, অন্যথায় নয়।" আর যদি একাধিক দিয়ে উপকারী এবং অন্য দিক দিয়ে ক্ষতিকর হয় তাহলে যদি নিষেধাজ্ঞা শক্তিশালী হয় তবে তা গণ্য করা হবে অন্যথায় হবে না।[৩]

---

১. আল-ইশবাহ, পৃ. ৫৫৪।
২. নূরুল আনওয়ার, পৃ. ৭৫।
৩. আল-ইশবাহ, পৃ. ৩৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬৪. الميت لا يملك بعد الموت

"মৃত ব্যক্তি মৃ.র পর কোন কিছুর মালিক থাকে না।"

৩৬৫. ميراث ذوى الأرحام مأخوذ من حكم العصبة فى جميع الاحكام

"যাবিল আরহামের উত্তরাধিকার স্বত্ব সকল বিধানের ক্ষেত্রে আসাবার হুকুম থেকে গৃহীত হবে।"

৩৬৬. الناسى والعامد فى اليمين والطلاق والعتاق ومحظورات الاحرام سواء

"কসম, তালাক, দাসযুক্ত করা এবং ইহ্রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলীল ক্ষেত্রে ভুলকারী এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদনকারী সমপর্যায়ের।"[১]

৩৬৭. النداء للاعلام

"আহবান প্রজ্ঞাপনের জন্য হয়ে থাকে।" এর দ্বারা কোন বিধান প্রয়োগ হয় না। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলে : يا كافرة হে কাফির মাহিলা! এর দ্বারা তালাক হবে না।[২]

৩৬৮. النسب بعد ثبوته لا يحتمل النقض

"নসব বা বংশ পরিচয় প্রমাণিত হওয়ার পর তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।"[৩]

৩৬৯. نسخ الكتاب بالسنة المشهورة التى تلقاها العلماء بالقبول خائز

"যে মাশহুর হাদীস আলিমগণ গ্রহণ করেছেন, তা দ্বারা আল্লাহর বাণী রহিত হওয়া বৈধ।" যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) তায়েফের যুদ্ধ করেছিলেন মুহার্‌রাম মাসে অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين [৪]

৩৭০. النص اقوى من العرف

"উরফ-প্রচলিত রীতির চেয়ে নস্ বা অকাট্য দলীল বেশী শক্তিশালী।"

৩৭১. النص يحتاج فى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه

"অন্যের বিধানের জন্য নস্ ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে নিজ বিধানের জন্য নয়।" যেমন ছয়টি জিনিস হারাম রাসূলের বাণী : الحنطة بالحنطة الخ এর মাধ্যমে সরাসরি নস্ দ্বারা প্রমানিত হয়েছে নসের অর্থ দ্বারা নয়।

৩৭২. النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة

"কষ্টের পরিমাণ অনুযায়ী নেয়ামত হবে এবং নেয়ামত অনুযায়ী কষ্ট হতে হবে।"

---

১. আল-ইশবাহ্, পৃ. ৪৭৩।
২. আল-ইশবাহ্, পৃ. ৩৩২।
৩. শারহুস্ সিয়ার, ৩ খ., পৃ. ১৫৩।
৪. শারহুস্ সিয়ার, ১ খ., পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

একজন শ্রমিক তার শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক লাভ করবে, যদি ইতিপূর্বে তার সাথে কোন চুক্তি না হয়ে থাকে।

৩৭৩. النفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء

"স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সুসম্পর্কের খাতিরে হয়ে থাকে। সুতরাং বিচারের রায় ব্যতিত তা ওয়াজিব হবে না।" সুতরাং যদি ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অর্থ ব্যায় না করে তবে স্ত্রী চাইলেই কিছু পাবে না। তবে যদি বিচারক তার উপর নাফাকাত ফরয করে দেন তাহলে স্ত্রী তা লাভ করবে।

৩৭৪. النقد لا يتعين فى المعاوضات

"মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয় না।"[১]

৩৭৫. نقل الثقات الاخبار حجة شرعية فى وجوب العمل

"নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসসমূহ আমল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে শরী'আতের দলীল হিসেবে গণ্য।

৩৭৬. النكرة إذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاول واذا اعيدت نكة كانت الثانية غير الاولى والمعرفة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى واذااعيدت نكرة كانت الثنية غير الاولى

"নাকিরাহ (অনির্দিষ্টবাচক পদ) যখন মা'রিফা (নির্দিষ্টবাচক পদ) হিসেবে পুনরোল্লিখিত হয় দ্বিতীয়টি প্রথমটিই উদ্দেশ্য থাকে।" যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول আর যদি নাকিরাহ হিসেবে পুনরোল্লিখিত হয় তাহলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির ভিন্ন হবে। যেমন, আল্লাহর বাণী : ان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا আর যদি মা'রিফাহ হিসেবে পুনরায় উল্লিখিত হয় তাহলে প্রথমটির অনুরূপ হয়। যেমন العسر শব্দটি। আর যদি নাকিরাহ্ হিসেবে পুনরোল্লিখিত হয় তবে দ্বিতীয়টি প্রথমটি ভিন্ন হয়।

৩৭৭. النكرة فى موضع النفى تعم وفى الاثبات تخص لكنها مطلقة

"নাকিরাহ যখন নফী বা না বাচক বিষয়ের অধীন হয় তখন তা সাধারণভাব বুঝায় আর যখন হাঁ বাচক বিষয়ে হয় তখন তা বিশেষ ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু তা মুতলাক বা শর্তমুক্ত হয়ে থাকে।" যেমন কালেমা لا اله الا الله এবং আরবদের উক্তি لا رجل فى الدار النكول فى باب الاموال بمنزلة الاقرار شرعا

৩৭৮. النكول فى باب الاموال بمنزلة الاقرار شرعا

"শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পদের ক্ষেত্রে হলফ হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন স্বীকারোক্তির মর্যাদায় অভিষিক্ত।" তবে তা বিচারকের রায় ব্যতীত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে না।

---

১. আল ইশবাহ্, পৃ. ৪৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা তা নিজের ক্ষেত্রেই একটি সংশয়পূর্ণ বিষয় যদি বিচারকের নিকট শপথের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রদান করে তবে যেন সে স্বীকারোক্তি দিল।[১]

৩৭৯. النية انما تعمل فی الملفوظ

"নিয়্যাত উচ্চারিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।" যখন কেউ শপথ করে সে বিবাহ করবে না আর নিয়্যাত করে হাবশী অথবা আরবী মহিলাকে বিয়ে করবে না তাহলে সেটাই ধর্তব্য হবে।[২]

৩৮০. النية الاقامة فی غير موضع الاقامة مدر

"অবস্থান করার উপযোগী নয় এমন জায়গায় অবস্থানের নিয়্যত করা বৃথা ও নিস্ফল।"

৩৮১. النية تخصيص العام يصح ديانة الاقضاء

"আম্ বা ব্যাপ্তার্থবোধক বিষয়কে খাস বা সীমিত করণের নিয়্যত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধ হলেও বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক নয়।"

৩৮২. الواجب على الكفاية واجب على الكل ويسقط بفعل البعض

"কিফায়া ওয়াজিব সবার উপরই ওয়াজিব, তবে কিছু সংখ্যক লোকের আদায় করা দ্বারা উক্ত ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়।" সুতরাং দু'জন তত্ত্বাবধানকারীর উপর ন্যস্ত বিষয় একজনের আদায় দ্বারা দায়িত্ব রহিত হয়।

৩৮৩. الواو لمطلق العطف من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب وقد تكون للحال والفاء للوصل والتعقيب فيتراخى المعطوف وان لطف وقد تذخل على العلل وثم للتراخسى وحتى للغاية وبل للاضراب ولكن للاشتراك واولاحد الأمرين ولاباء للالصاق وعلى للاستعلاء وقد يكون للشرط ومن للتبعيض وإلى الانتهاء الغاية وفى للظرفية ولو لا لانتقاء الثاني بوجود الاول وكيف للحال-

"আরফ বা সংযোগ ওয়াও অব্যয়টি সাধারণত সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এর জন্য বিশেষ কোন চিহ্ন বা ইবন্যাসের প্রয়োজন হয় না। কখনও তা হাল বা অবস্থা জ্ঞানের জন্য হয়ে থাকে। ফা (فاء) অব্যয়টি সংযুক্ত করা এবং পরবর্তী অবস্থান নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয়। এ অবস্থায় সংযুক্ত বিষয়টি চমৎকার ও সহজবোধ্য হয় যদিও তা সূক্ষ্ম হয়। আর কখনও কখনও তা 'এলাল' বা কার্যকারণ বুঝানোর ব্যবহৃত হয়। ثم (সুম্মা) বিলম্ব করণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। حتى (হাত্তা) লক্ষ্য নির্দেশক অব্যয়। بل (বাল) অব্যয়টি প্রকরণ নির্দেশক। لكن (লাকিন) অব্যয়টি সংশোধন বা প্রতিকার নির্দেশ করে। او (আও) অব্যয়টি দু'টির মাঝে যে কোন একটিকে নির্দেশ করে। والباء (ওয়াল বা) সংযোগ বা মিলনের অর্থ নির্দেশক। على (আলা) অব্যয়টি

---

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ১ খ., পৃ. ৩৯।
২. **আল-ইশবাহ,** পৃ. ২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

উপরে বুঝানোর বিশেষ নির্দেশ করে। الى (ইলা) অব্যয় গন্তব্যের শেষসীমা নির্দেশ করে। فى (ফী) অব্যয়টি স্থান নির্দেশক। لولا (লাওলা) অব্যয় প্রথমটির উপস্থিতির কারণে দ্বিতীয়টি না হওয়া নির্দেশ করে। এবং كيف (কাইফা) অব্যয়টি হালের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩৮৪. وجوب الحق يفوت بالتاخير

"অধিকারের প্রাপ্যতা বিলম্বের কারণে নি:শেষ হয় না।"

৩৮৫. وجوب الشيء يتضمن حرمة ضدة

"কোন বস্তুর ওয়াজিব বা আবৃশ্যকতা তার বিপরীত বস্তুর হারাম হওয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে।"

৩৮৬. وجوب الضمان باعتبار العصمة والتقوم فى المحل اما وجب رد العين فلا يستدعى العصمة والتقوم فى المحل

"ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া এবং অবস্থানগত প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রেখে। আর প্রকৃত বস্তুকে ফেরত প্রদানের আবৃশ্যকতা অপরাধমুক্ত হওয়া এবং অবস্থানগত ছিনিয়ে নেয়, তাহলে তার কাছে ঐ মদ মওজুদ থাকা অবস্থায় প্রকৃত মদই ফেরত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। আর যদি তা ধ্বংস হয়ে যেয়ে থাকে তবে তার উপর জরিমানা হবে না অনুরূপ কোন বস্তু বা তার মূল্য।[১]

৩৮৭. وصف الشرط كالشرط

"শর্তের গুণাবলীও শর্তের অনুরূপ।" যদি কেউ বলে তুমি যদি সাওয়ার অবস্থায় ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি তালাক। তখন সে যদি সাওয়ার অবস্থায় ঘরে প্রবেশ না কর তবে তালাকপ্রাপ্ত হবে না।

৩৮৮. الوصف فى الحاضر لغو وفى الغائب معتبر

"উপস্থিত বিষয় বা ব্যক্তির গুণ বর্ণনা বাহুল্য আর অনপস্থিত বস্তু বা ব্যক্তির গুণ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।"

৩৮৯. الوصية أخت الميراث

"ওসিয়্যত মীরাসের ভগ্নি।" উত্তরাধিকার স্বত্ব যেমন সকল সম্পদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি ওসিয়্যতও।[২] তবে হ্যাঁ, উত্তরাধিকারী বর্তমান থাকা অবস্থায় এবং তাদের অনুমতির বাইরে হলে ওসিয়্যত এক তৃতীয়াংশের উপর প্রযোজ্য হবে।

৩৯০. الوصية للمجهول لا تصح

---

১. **শারহুস্ সীয়ার,** ৪ খ., পৃ. ৩৪।
২. **শারহুস্ সীয়ার,** ১ খ., পৃ. ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

"অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে ওসিয়্যত বিশুদ্ধ হয় না।"[১]

৩৯১. الوفاء بالشرط واجب

"শর্তপূর্ণ করা ওয়াজিব"।

৩৯২. الوكالة لا تقتصر على المجلس بخلاف التمليك

"উকিল নিযুক্তকরণ মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে না। কিন্তু মালিক বানানোর ব্যাপারটি এর বিপরীত।" সুতরাং যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে তুমি তাকে তালাক প্রদান কর তাহলে তা মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ হবে না এবং প্রত্যাহার করতে পারবে। আর যদি বলে তুমি তোমার নিজেকে তালাক প্রদান কর, তাহলে উক্ত মজলিসের পর সে তা প্রত্যাহার করতে পারবে না।[২]

৩৯৩. الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه

"দাবীর ক্ষেত্রে উকিলের কথা তার শপথ সহকারে গ্রহণ করা হবে।"

৩৯৪. الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة

"বিশেষ কর্তৃত্ব সাধারণ কর্তৃত্বের চেয়ে শক্তিশালী।" এই নীতি অনুযায়ী বিচারক ওয়াকফের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ওয়াক্ফের পর্যবেক্ষক থাকা অবস্থায়, যদিও সে তার তরফ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত থাকে।[৩]

৩৯৫. الولد يتبع خير الابوين دينا ويتبع الام فى الحرية

"সন্তান পিতামাতার মাঝে ধর্মীয় দৃষ্টিতে যে উত্তম তার অনুগামী এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মাতার অনুগামী হবে।"

৩৯৬. يبنى حكم الاستحقاق ثبوتا وبقاء على ما يحتاج إليه خاصة

"প্রাথমিক অবস্থা এবং বিদ্যমান থাকা উভয় দিক থেকে হকের দাবীর বিধান এমন বিষয়ের উপর ভিত্তিশালী হবে বিশেষভাবে সে যার মুখাপেক্ষীয় হয়।"

৩৯৭. يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

"ব্যাপক ক্ষতিরোধ কল্পে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করা হয়ে থাকে।"

৩৯৮. يتكرر الجزاء بتكرر الشرط

"শর্তের পুনরাবর্তনের কারণে জাযারও পুনরাবর্তন হয়ে থাকে।"

৩৯৯. يثبت التبع بثبوت الأصل

"মূলের প্রতিষ্ঠা দ্বারা অনুগামী বিষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।"

১. শারহুস্ সিয়ার, ১ খ., পৃ. ২৬৫।
২. আল-ইশ্‌বাহ্, পৃ. ৩৬৫।
৩. আল-ইশবাহ, পৃ. ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪০০. يجب الأخذ بلاحتياط عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح

"বিরোধের সময় এবং অগ্রাধিকার দানের অবস্থায় অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন ওয়াজিব।"

৪০১. يجب الضمان عند الاستهلاك بعد القبض

"কোন বস্তুর হস্তগত করার পর ধ্বংস হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।"[১]

৪০২. يجب العمل بالمجاز اذا تعذر العمل بالحقيقة

"শব্দের প্রকৃত অর্থের উপর আমল করা দুস্কর হলে মাজায বা রূপক অর্থের এর উপর আমল করা ওয়াজিব।"

৪০৩. يجوز الحكم بالعصمة بين المسلمين وان كان احدهما فى دار الحرب

"দু'জন মুসলমানের মাঝে গুণাহ্ থেকে মুক্ত হওয়ার বিধান দেয় বৈধ, যদিও তাদের একজন দারুল হরবে অবস্থান করে।" এজন্য স্বামী দারুল হারবে অবস্থান করে তালাক প্রদান করলে স্ত্রী দারুল ইসলামে থাকলেও তালাক পতিত হবে।[২]

৪০৪. يختار اهون الشرين

"দু'টি খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত খারাপ গ্রহণযোগ্য।"

৪০৫. يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص

"বিশেষ শ্রেণীর প্রচলিত রীতির সাথে নয় বরং প্রচলিত রীতি দ্বারা ক্বিয়াস এবং আসার খাস বা সীমিতার্থবোধক হিসেবে গণ্য হবে।"

৪০৬. يد المودع كيد المودع

"আমানতদারের হাত আমনতকারীর হাতের অনুরূপ।" সেজন্য মুসলমানদের কাছে ধর্মত্যাগী আহলে হরব এবঙ বন্দীরা যা কিছু গচ্ছিত রাখবে তা সবই ফাই হিসেবে গণ্য হবে।[৩]

৪০৭. يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها

"হাল বা অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্যতা দূরীভূত হয়ে যাবে যখন এর বিপরীত সুস্পষ্ট বক্তব্য সমুপস্থিত হয়।"

৪০৮. يسقط اعتبار النسبة عند التعريف بالاشارة

"ইঙ্গিত দ্বারা পরিচয় দানের সময় নিসবত বা সম্পর্কযুক্ত হওয়ার গ্রহণযোগ্যতা রহিত

---

১. **শারহুস্ সিয়ার,** ১ খ., পৃ. ১৯৭।
২. **প্রাগুক্ত,** ৪ খ., পৃ. ৯৭।
৩. **প্রাগুক্ত,** ৩ খ., পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে যাবে।"

৪০৯. يسقط الدين باداء المتبرع

"অযাচিতভাবে দানকারীর ঋণ রহিত হয়ে যায়।"

৪১০. يضاف الفعل الى الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبرا

"বাধ্য না করা হলে ক্রিয়ার সম্পর্ক কর্তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে নির্দেশদাতার সাথে নয়।" অর্থাৎ যদি কেউ অন্য কোন ব্যক্তিকে বলে যে তুমি অমুকের ধনসম্পদ নষ্ট করে দাও আর সে তা নষ্ট করে ফেলে, তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তিকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি আদেশ দানকারী ব্যক্তি শরী'আত মোতাবেক তাকে বাধ্য করে।

৪১১. يعتبر فى الدعاء مقصود الخصمين فى المنازعة دون الظاهر

"দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিবাদের সময় বাদী-বিবাদের লক্ষ্য বিবেচ্য হবে, বাহ্যিক অবস্থা নয়।"

৪১২. يعتبر الوصف فى غر المعين ولا يعتبر فى المعين

"অনির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে গুণ ধর্তব্য হবে, নির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে নয়।"

৩১৩. يفتقر فى البقاء ما لا يفتقر فى غيرها

"বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে এমন বিষয়ের মুখাপেক্ষী হতে হয় যা অন্যের হতে হয় না।" সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় বিচারের জন্য ফাসিক ব্যক্তির অনুকরণ বিশুদ্ধ হবে। যদি সে প্রাথমিক অবস্থায় ন্যায়বান হয়। অত:পর পাপাচার করলে বরখাস্ত হয়ে যাবে।[১]

৪১৪. يفتقر فى التوابع ما لا يفقر فى غيرها

"অনেক সময় তওয়াবি বা অনুবর্তী বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন অবস্থার মুখাপেক্ষী হতে হয় যা অন্যের ক্ষেত্রে হয় না।"

৪১৫. يفوق بين علة الحكم وحكمته فان علته موجبة وحكمته غير موجبة

"হুকুমের ইল্লাত বা কার্যকারণ এবং তার হিক্‌মাতের মাঝে পার্থক্য করা হবে, কেননা বিধানের কার্যকারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে অনিবার্য করে, কিন্তু বিধানের হিকমত তাকে অনিবার্য করে না।"

৪১৬. يفرق بين العلم اذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينا

"বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা প্রতিপন্ন জ্ঞান এবং অতীত দ্বারা প্রতিপন্ন জ্ঞানের মাঝে পার্থক্য করা হবে।"

৪১৭. يفرق بين الفساد إذا دخل فى أصل العقد وبينه إذا فى دخل فى علقه من علائقه

১. আল-ইশবাহ্, পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

"যে ফাসাদ বা অশুদ্ধতা চুক্তির মূলে প্রবেশ করে এবং যে অশুদ্ধতা চুক্তির সংশ্লিস্ট বিষয়ে প্রবিষ্ট হয় তাতে পার্থক্য হবে।"

৪১৮. يفرق فى الاخبار بين الأصل والفرع وقد يثبت الفرع وان لم يثبت الاصل

"সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে মূলও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রভেদ করা হবে। এতে মূল বিষয় প্রতিপন্ন না হলেও অনেক সময় আনুষঙ্গিক বিষয় প্রতিপন্ন হতে পারে।"

৪১৯. يقبل قول المترجم مطلقا

"সাধারণভাবে দোভাষীর কথা গ্রহণযোগ্য।"

৪২০. اليقين لا يزول بالشك

৪২১. يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان

"যথাসাধ্য শর্তের প্রতি যত্নবান থাকা অবশ্য কর্তব্য।"

৪২২. اليمين إذا عقدت على صفة كانت صحتها لصفة محلها

"শপথ যখন কোন গুণকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় তখন উক্ত শপথের বিশুদ্ধতা সংশ্লিষ্ট স্থানের গুণের জন্য হয়ে থাকে।" যদি কেউ শপথ করে এবং বলে পেয়ালায় যে পানি আছে আমি কখনও তা পান করব না। এ অবস্থায় উক্ত পেয়ালাতে আর সে তা জানেও না তাহলে তার করার জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না।

৪২৩. اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة

"যদি কসমের অবস্থা এ রকম হয় যে, আর একটি বাস্তব অবস্থা রয়েছ যার উপর সেটিকে প্রয়োগ করা যায় এবং এর একটি সপ্রসিদ্ধ রূপক অর্থও রয়েছে তা হলে (রূপক অর্থের পরিবর্তে) বাস্তব বা প্রকৃত অবস্থাটি ধর্তব্য হবে। সুতরাং কেউ যদি গম খাবে না বলে কসম করে আর সে রুটি খায় তাহলে সে কসম ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না।

৪২৪. اليمين على نية الحالف ان كان مظلوما وعلى نية المستحلف ان كان ظالما

"কসম কসমকারীর নিয়্যতের উপর নির্ভর করবে যদি সে অত্যাচারিত হয়। আর যদি সে অত্যাচারী হয়। তাহলে যে কসম তবল করবে তা তার নিয়্যতের উপর নির্ভর করবে।"

৪২৫. يؤخذ فى العبادة بالاحتياط

"ইবাদতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।"[১]

---

১. **ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ৪২০।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৩২. বিপরীতমুখী হাদীস শরীফের সমাধানের মাধ্যমে ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

কতিপয় হাদীস শরীফ বিপরীতমুখী হওয়ার কারন

নিম্নে কতিপয় হাদীস শরীফ বিপরীতমুখ হওয়ার কারন বর্ণনা করা হল এবং তারপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সমাধানের বিস্তারিত নিয়ম অলোচনা করা হল।

হাদীসসমূহের বিন্যাসে বৈপরীত্য

ভীষণ প্রয়োজনীয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল একটি কাজ, যার গোড়াপত্তন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) করেছেন। তাহলো হাদীস সমগ্রের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস। জীবন যাপনের মৌলিক বিধান (আহকাম) এবং উদ্ভুত সমস্যাবলীর (মাসায়েল) ঐশী সমাধানের প্রথম উৎস 'কুরআন'- যার মধ্যে কারো কিছু বলার অবকাশ নেই। কুরআনের পরে হাদীসের স্থান। হাদীস এবং কুরানের মূল নির্দেশনার ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই। যা কিছু পার্থক্য এবং বৈপরিত্য আছে তা দলিল প্রমাণের কারণে আছে। কিন্তু বিশ্বস্ত পরম্পরার মাধ্যমে কোন হাদীস নির্ভুল প্রমাণিত হলে, তা কুরআনে বিধৃত বিধানের মতোই কার্যকর বা সমমানের। কিন্তু হাদীসসমূহ নির্ভুল প্রমাণ করার দলিলে রয়েছে প্রচুর গড়মিল এবং বিধানকে কার্যকর প্রমাণের জন্য সেইসব পার্থক্য এবং ব্যবধানের সুস্পষ্ট মান-পরিমাণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। মুহাদ্দিসগণ হাদীস সমগ্রকে বিন্যাস করেছেন, শুদ্ধ, সুন্দর বা উত্তম, দুর্বল, প্রসিদ্ধ, শক্তিশালী এবং বিরল ইত্যাদি ধরনের মান অনুযায়ী। তাঁদের ইব্ন্যাসের ধরন কার্যকর বিধানের ওপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে না, সুতরাং মুহাদ্দিসীনগণ শুধুমাত্র 'যয়ীফ' বা দুর্বল ছাড়া বাদকারী সব ধরনের হাদীসকে প্রায় একই রকম বিশ্বাসযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেন। এর চাইতে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিভাজন তাঁদের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা বিধানের অনুসন্ধান এবং মাসায়েলের শাখা-প্রশাখা খুঁজে বের করে তার কার্যকর সমাধান উদ্ভাবন তাদের দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) ইসলামী আইন শাস্ত্র (ফিক্‌হ) সংকলনের জন্য- যার উদ্ভাবকও তিনিই বটে- অনেক বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিভাজনের মাধ্যমে এক নতুন ধরনের বিন্যাসে করেছিলেন। তিনি হাদীসসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ অনুযায়ী তাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন,[১]

১. পরম্পরাগত (মুতাওয়াতির) : এমন হাদীস যার বর্ণনায় প্রথম স্তরের বর্ণনাকারীদের মান ও পরিমাণ এতো বেশি থাকতে হবেযার পরম্পরায় মিথ্যা বা সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে। রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে অসংখ্য লোক তা শুনেছে এবং তারাই

---

১. সাইয়িদ রঈস আহমদ জাফরী, **সীরাত আয়িম্মা-ই-আরবা আহ,** (দিল্লী : তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬), পৃ. ১০৯ ; রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী ২০০৪), পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করেছেন। এভাবে যুগ পরম্পরায় অগণিত মানুষ তার বর্ণনার ধারাবাহিতকা রক্ষা করে যাচ্ছে।

২. **প্রসিদ্ধ (মাশহুর)** : অর্থাৎ সেই হাদীস, যার প্রথম স্তরের বর্ণনাকারী অনেক না হলেও দ্বিতীয় স্তরের বর্ণনাকারীদের থেকে শুরু করে এমনভাবে চলে আসছে যে সময়ের পরিবর্তন তাকে এতোটুকু অস্পষ্ট করতে পারেনি। অসংখ্য মানুষ তার বর্ণনা পরম্পরার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে।

৩. **আহাদ** : যা মুতাওয়াতির ও মাশহুর নয়।

তাঁর মতে এই বিভাজন শরীয়তের বিধানের ওপর যে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে তা নিম্নরূপ। মুতাওয়াতির থেকে অবশ্য পালনীয় নির্দেশসমূহ (ফরযীয়াত) এবং তার প্রকৃতি প্রমাণ হতে পারে। মাশহুরের গুরুত্ব যেহেতু মুতাওয়াতর থেকে কম সেহেতু তা দিয়ে ফরযীয়াত প্রমাণিত না হলেও কুরআনে যে আদেশ মুক্ত বা সাধারণ করে দেয়া হয়েছে মাশহুর দিয়ে তাকে সীমাবদ্ধ বা শর্তযুক্ত করা যায়। একইভাবে তা দিয়ে 'যেয়াদাতু আলাল কিতাব' হতে পারে। আহাদের দলিল যেহেতু সম্পূর্ণ ধারণা-অনুমাণের ওপর নির্ভরশীল তাই কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধানের ওপর কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই।

আখবারে আহাদের মান ও মর্যাদা

'আখবারে আহাদ' সম্পর্কে চিন্তাবিদ এবং নেতৃস্থানীয় হাদীস বিশারদগণের এটাই অভিমত যে, তার দলিল-প্রমাণ ধারণা-অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তৈরী করা। এর বিরুদ্ধেও একটি দল আছে যাদের নেতা আল্লামা ইবনুস্ সালাহ। কিন্তু তিনিও আখবারে আহাদের সব হাদীসকে অকাট্য মনে করেন না। তিনি সহীহ্ হাদীসকে সাত ভাগে ভাগ করেছেন। (১) যার ওপরে বুখারী ও মুসলিম দু'জনেই একমত, (২) বুখারী একা, (৩) মুসলিম একা, (৪) বুখারী ও মুসিলম তা বর্ণনা করেন নি কিন্তু তা তাদের নির্ধারিত শর্তগুলো পূরণ করে, (৫) শুধু বুখারীর শর্ত পূরণ করে, (৬) মুসলিমের শর্ত পূরণ করে, (৭) বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী নয় কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসীনগণ তাকে সহীহ্ বলে স্বীকার করেন। এই সাতটি শ্রেণীর মধ্যে আল্লামা ইব্নুস্ সালাহ্ প্রথম শ্রেণীকে শুদ্ধতম বলে ঘোষণা করেছেন এবং লিখেছেন,[১]

"وهذا القسم جميعه مقطوع بصحة والعلم النظرى واقع به"

আর এই প্রকার, যার পুরোটাই বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে অকাট্য এবং চিন্তামূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবিচল, দৃঢ়। দুই একক, বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে তার বক্তব্য এই যে, এতদুভয়ের মধ্যে অল্প কিছু হাদীস ছাড়া যাদের নিয়ে 'দারেকুৎনী' প্রমুখ সমালোচনা করেছেন। ইবনুস্ সালাহ্র বক্তব্য স্থুলদৃষ্টির লোকদের মধ্যে বিশেষ করে ইদানিংকালে খুব বেশী চর্চিত হচ্ছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন। নেতৃস্থানীয় মুহাদ্দিসগণ এর বিপক্ষে আল্লামা নূদী সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যায়

---

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুস সালাহ্‌র বক্তব্য সবিস্তারে উল্লেখ করে লিখেছেন,[১]

"وهذا الذى زكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ماقاله لمحققون والاكثرون فانه قالوا احاديث الصحين التى ليست بمتوا تره انما تفيد الظن فانها احادوالاحاد انما تفيد الظن على ما تفررو لا فرق بين البخارى ومسلم وغير هما فى ذالك"

"শায়খ ইবনুস সালাহ এ প্রসঙ্গে যা কিছু বলেছেন, অধিকাংশ সত্য সন্ধানী গবেষকগণ তার বিরোধী। তাঁদের বক্তব্য হলো, সহীহ্‌ দু'খানী হাদীস গ্রন্থের হাদীসসমূহ ধারাবাহিক পরম্পরায় সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌছায়নি। শুধু ধারণা-অনুমানের পূর্ণাঙ্গ রূপ। কেননা তা 'আখবারে আহাদ' এবং আখবারে আহাদ সম্পর্কে ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তা থেকে শুধু ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এবং এক্ষেত্রে বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য যারা এরকম আছেন তারা সবাই সমান।"

অনুমান ভিত্তিক দলিলের বিশ্লেষণ

একজন মুহাদ্দিস (তিনি যে মান ও মর্যাদারই হোক না কেন) যখন কোনো হাদীসকে শুদ্ধ বলেন তখন তার এই দাবি কিছু পরোক্ষ দাবির ওপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। যেমন (১) তার বর্ণনা ধারাবাহিক, (২) বর্ণনাকারী আস্থাভাজন, বিশ্বাসযোগ্য, (৩) নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ, (৪) বর্ণনায় কোনো ব্যতিক্রম বা অস্বাভাবিকতা নেই, (৫) ত্রুটির কোনো কারণ নেই। জিনিসগুলো সবই ধারণা ও গবেষণালব্ধ মানসিক উপলব্ধি, যার ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। নিজের অভিজ্ঞতায় সত্য বলে বুঝে নেন এবং এই ধরনের সত্যতা সুনিশ্চিত বা সন্দেহাতীত হয় না। কেননা গবেষণায় যেসব উপাথ্য থেকে তিনি সাহায্য নিয়েছে তার অধিকাংশই ধারণা-অনুমান ভিত্তিক। হাদীসের ব্যাপারটাও তাই। কোনো হাদীসকে শুদ্ধ বলা, তা মুহাদ্দিস মহোদয়ের ধারণা এবং গবেষণার উপর ভিত্তি করেই বলা। একজন তাঁদের সেই সত্যতাকে মেনে নিচ্ছেন না তাহলে এই অস্বীকারকারী ব্যক্তি শুধু এতটুকু অপরাধে অপরাধী যে, সে ঐ মুহাদ্দিস বা মুহাদ্দিসীনদের অনুসন্ধান রীতি, গবেষণার নিয়মাবলী, বর্ণনার ধরণ অর্থাৎ তাঁর বা তঁদের ইজতিহাদের বিরোধী! অন্য কিছু নয়।[২]

হাদীস গবেষণায় মুহাদ্দিসীনগণ যে রীতি-নীতি নির্ধারণ করেছেন এবং যা হাদীসসমূহের শুদ্ধতা নির্ণয়ের মাপকাঠিও বটে। এই গোটা ব্যাপারটাই আসলে বুদ্ধি বৃত্তিক এবং গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা। এবং এ কারণেই মুহাদ্দিসগণ পারস্পরিক মতদৈততা ও মহা স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত। স্থূল দৃষ্টির অধিকারীরা মনে করে হাদীনের সম্পূর্ণ বিষয়টি বর্ণনা ভিত্তিক, এখানে বুদ্ধি-বিবচেনার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি হাদীস বিষয়ের নীতি শাস্ত্র (উসূলে হাদীস) সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন তিনি খুব সহজেই এই ভ্রান্তিটা বুঝতে পারবেন। গোটা বিষয়ের এই দিকটির দিকে ইমাম আবূ

---

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ১১৪।

২. সাইয়িদ রঈস আহমদ জাফরী, **সীরাত আয়িম্মা-ই-আরবা আহ**, ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

হানীফা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,[১]

"هذا الذى نحن فيه رأى لا يخبر عليه احد اولا نقول يجب على احد قبوله"

"ইহা যা খবরে আহাদ যাতে আমরা রায় দিই, না কাহকে এর ওপর আমল করাকে আবশ্যক মনে করি।"

অর্থাৎ আমরা এর গ্রহণ করাকে কারো ওপর আবশ্যক করি না। কতিপয় লোক ভুল করে ইমাম আবূ হানীফার এই ব্যাপকার্থের কথাটিকে শুধুমাত্র 'ফিক্‌হ' সম্পর্কে নির্দিষ্ট মনে করেছেন। তাদের জানা নেই যে, মুজতাহিদকে সকল মাসায়েলের উৎসের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়।

শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ

হাদীসের ব্যাকরণ অর্থাৎ উসূলে হাদীস বিষয়টি সম্পূর্ণত বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ হওয়ার কারণেই হাদীসের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের পরস্পরের মধ্যে যতো বিতর্ক সৃষ্টি হয়। একজন মুহাদ্দিস একটি হাদীসকে প্রমাণিত দলিল ভিত্তিক ওয়াজিবুল আমল বলে ঘোষণা দিচ্ছেন, তো আর একজন মুহাদ্দিস সেই একই হাদীসকে তৈরী করা নকল হাদীসের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন যাকে অন্যান্য মুহাদ্দিসীন শুদ্ধ, সুন্দর, উত্তম বলে তুলে নিয়েছেন। ইব্‌ন জাওযী আরও একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটিয়েছেন- সর্বজন স্বীকৃত শুদ্ধতম দু'খানী হাদীস সংকলনের (বুখারী-মুসলিম) কিছু হাদীস নকল, বানোওয়াট হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন।

আল্লামা সাখাভী লিখেছেন,[২]

"بل ربما اورح فيها الحسن والصحيح مما هو فى احد الصحيحين فضلا من خير هما۔"

"ইব্‌ন জাওযী 'হাসান' এবং 'সহীহ' যা বুখারী ও মুসলিমের সংকলিত তাকেও নকলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এবং অন্যান্য কিতাবের উল্লেখ করেছেন।"

সন্দেহ কি যে, ইব্‌ন জাওযী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছেন? কিন্তু এ ভুল কি আসলে সে রকম কিছু? না তা নয়। এ ভুল ইজতিহাদী ভুল বা ভ্রান্তি। যার সার কথা হবে তিনি বুখারী অথবা মুসলিমের সঠিক ইজতিহাদকে সর্বৈভ সঠিক মনে করেন না। এইসব নীতিগত মতপার্থক্যের কারণে হাদীসসমূহের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নিয়ে যে মহাবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার বিস্তারিত ইতিহাস লিখলে এক বিশাল বিশ্বকোষ তৈরি হতে পারে!

শুদ্ধতম হাদীসের প্রধান শর্ত হলো খোদ রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত ধারাবাহিক পরম্পরা নেহায়েত আস্থাভাজন এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে। কিন্তু এই যোগসূত্র প্রমাণের যে পদ্ধতি স্থির করা হয়েছে খোদ সেই পদ্ধতির অবকাঠামোই বেশিরভাগ ধারণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইজতিহাদের উপাদান দিয়ে নির্মিত। সাহাবাগণের এইসব উক্তি "এই কাজটি সুন্নত, আমাদেরকে এটা কম দেয়া হয়েছিল, আমাদেরকে এ ব্যাপারে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ১১৫।
২. **প্রাগুক্ত**, ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াসাল্লামের সময়ে এই কাজগুলো করতাম অথবা আমরা এগুলোকে 'খারাপ' মনে করতাম না ইত্যাদি কথাগুলোকেই অধিকাংশ মুহাদ্দিস সর্বোচ্চ মানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেউ কেউ এ ব্যাপারে এতোটা অগ্রগামী হয়েছেন যে, যেসব হাদীসের মধ্যে এইসব উক্তি হয়েছে তাদেরকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন বলে বর্ণনা করে দিয়েছেন। অথচ এসব উক্তি নির্ভুল দলিল ভিত্তিক নয়! বরং সাহাবাগণের ধারণা এবং তাদের ইজ্‌তিহাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যাপারে সাধারণভাবে মূল্যায়ণ করা হয়েছে যে," فهو الصحابي ليس بحجة "সাহাবীদের (রা) বুঝ বা উপলব্ধি কোন দলিল নয়। এই রায়ের ওপর ভিত্তি করেই কিছু ওলামায়ে কেরাম প্রতিবাদ করেছেন যে, এইসব উক্তি বর্ণনা সূত্র নির্ভুল প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। ইমাম শাফিঈ, ইব্‌ন হায্‌ম, জাহিরী, আবূ বকর রাযী এবং আরও সত্যপন্থী আলেমগণ 'এই কাজটি সুন্নত' সাহাবাগণের এই ধরনের কথাকে 'হাদীসে মারফু' বলে স্বীকৃতি দেননি। জীবনচরিত ও হাদীস গ্রন্থসমূহে এমন হাজারো উদাহরণ পাওয়া যায় যার মধ্যে সাহাবাগণ ঐসব উক্তি ব্যবহার করেছেন। এসব কথা নবী (সা.)-এর বাণী ছিল না বরং সাহাবীগণেরই ধারণা বা ইজতিহাদ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ঐসব হাদীসকে শুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং এই ধারণাটাই সম্পূর্ণ পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে দিয়েছে। অনেকে এরই ওপর ভিত্তি করে দ্ব্যর্থহীন হাদীস বর্ণনা করে দিয়েছেন। যে কারণে সন্দেহজনক অবস্থাটা গোটা পরিবেশকে ঘিরে ফেলেছে।

সূত্র ধারায় বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে

সূত্র ধারায় বর্ণিত বর্ণনাগুলোর বর্ণনা সূত্র প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অথচ এই ধরণের বর্ণনাই বেশী। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মতামত হলো, বর্ণনাকারী এবং যার থেকে সে বর্ণনা করেছে এই দু'জন একই সময়ের এবং পরস্পরের সাক্ষাত হয়েছে, তাহলে তার ধারাবাহিকতা সংযুক্ত ধরে নেয়া হবে। ইমাম বুখারীর ছাত্র এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া সত্বেও ইমাম মুসলিম এই বিষয়টা নিয়ে উস্তাদের সাথে শক্তভাবে বিরোধিতা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি শুধু একই সময়ের হওয়াকে যথেষ্ট মনে করেন।[১] এই মতপার্থক্যের পরিণতি ইমাম বুখারীর নিয়ম অনুযায়ী ইমাম মুসলিমের সূত্র ধারায় বর্ণিত বর্ণনাগুলো, যাতে 'সাক্ষাৎকার' প্রমাণিত নয় তার সবই ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ ইমাম মুসলিম তাদেরকেই সংযুক্ত মনে করেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর আপন অবস্থান সম্পর্কে তিনি দৃঢ় সংকল্প। যাই হোক, ইমাম মুসলিম বর্ণনা পরম্পরার পরিধিকে উস্তাদের চাইতে আরও প্রশস্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু বুখারীও যে কঠিন শর্ত এবং সীমিত গণ্ডির ধারা পরম্পরাকে গ্রহণীয় মনে করেন সেটাও তো নিছক ধারণার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।[১] কেননা একই সময়ের দুই ব্যক্তি তাদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাত হয়েছে এখন এই দুই ব্যক্তির কথা সব সময় একই হবে এমন গ্যারান্টি কে দিতে পারে? যেখানে حدثنا এবং اخبرنا হবে সেখানে অবশ্য একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া

১. সাইয়িদ রঈস আহমদ জাফরী, **সীরাত আয়িম্মা-ই-আরবা আহ,** পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

যেতে পারে! কিন্তু যদি এই শব্দ দু'টি না হয় এবং বর্ণনাকারী عن শব্দ দিয়ে বর্ণনা করে তাহলে যোগাযোগের সম্ভাবনা বেশি হতে পারে বটে; কিন্তু নিরেট আস্থাশীল হবে না। হাদীস ও জীবন চরিতের মধ্যে এমন হাজারো উদাহরণ পাওয়া যাবে যে, দু'জন বর্ণনাকারী একই সময়ের এবং এদের পরস্পরে সাক্ষাতও হয়েছে। তার পরেও একজন অন্যজন থেকে কিছু বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যম অন্য আর একজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় এমন অসংখ্যা ঘটনা ঘটেছে, যা স্মরণ করলেই আমরা বুঝে নিতে পারি।[১]

ব্যক্তিত্বের যাচাই

সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অথচ সমস্যার বিষয় হলো অতীতকালের ঐসব ব্যক্তিবর্গের আস্থাশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা যারা হাদীসের ইতিহাসের মাঝে মাখামাখি হয়ে আছেন। অথচ আখবারে আহাদের বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি তাদের উপরেই বর্তানো। তারাই তার মাপকাঠি। আর এই মাপকাঠিগণের মান নির্ণয় ব্যাপারটি একদিকে যেমন সম্পূর্ণত বুদ্ধিবৃত্তিক অপরদিকে তার কোন স্থায়ী সমাধান শুধু অসম্ভব নয় অবাস্তবও বটে।- একজন ব্যক্তি যাকে অনেক লোক অত্যন্ত আস্থাভাজন, বিশ্বাসযোগ্য এবং একেবারে সঠিক মনে করে। এই একই ব্যক্তিকে অন্য অনেক লোক ততোটা আস্থাভাজন, সঠিক এবং বর্ননার ক্ষেত্রে ততোটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো, উভয় দলের লোকেরাই এমন মান, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে তাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না! ইমাম বুখারী এবং মুসলিমের মধ্যে তেমন কোন বড় মতবৈষম্য নেই তবুও এমন অনেক বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদের এই দুই ইমামের একজন বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, আর অপরজন তাকে আদৌ বিশ্বাস করেন না। আল্লামা নুদী সহীহ্ মুসলিম শরীফের বিস্তৃত ব্যাখ্যার ভূমিকায় এই রকম কতিপয়ের নামও উল্লেখ করেছেন এবং মুহাদ্দিস হাকিমের 'কিতাবুল মুদ্‌খাল' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইমাম মুসলিম সহীহ্ সনদের প্রমাণস্বরূপ তার সংকলনে যাদেরকে পেশ করেছেন ইমাম বুখারী তার শুদ্ধ সংকলনে দলিল হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করেননি এমন ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ৬২৫।[২]

বর্ণনাকারীদের দলিল ও প্রমাণের গড়মিল

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, হাজার হাজার বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদের কথা এবং ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যাপারটা তো আসলে খুবই স্বাভাবিক ছিল। কেননা কোনো মানুষের সেইসব গুণাবলী ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া, যা দিয়ে বর্ণনাটির মান অনুমান করা যায়, তা তো দীর্ঘদিন খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা এবং অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে! হাদীস সংকলনের কাজ যারা করেছেন তাদের পক্ষে এই হাজার হাজার বর্ণনাকারীদের ব্যক্তি চরিত্র এবং সাধারণ

---

১. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ১১৩

২. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাতি ইত্যাদির শ্রুতিনির্ভর ধারণা নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল। যা দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া খুব কমই সম্ভব হয়েছে। মুহাদ্দিসীনগণ যদিও এই সমস্যার সমাধানকল্পে একটা নীতি নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু সে নীতিও তাদেরই উদ্ভাবিত। অর্থাৎ ধারণা-অনুমান এবং চিন্তা–ভাবনা করে স্থির করা। যার ওপরে তারা নিজেরাই সব সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। সাধারণভাবে বর্ণনার ত্রুটি-বিচ্যুতি, এবং দুর্বলতাসমূহ সূক্ষ্ম যাচাই বাছাইয়ের শর্ত সাপেক্ষ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু বর্ণনাকারী রয়েছেন যাদের ব্যাপারে এই নীতি অনুসরণ করা হয় না। মুহাম্মদ ইব্ন বাশার মিসরী, আহমাদ ইব্ন সালেহ মিসরী, আকরামা মাওলা, ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুত এবং দুর্বলতা বিস্তারিত বর্ণনা হয়েছে কিন্তু সেসব ঠিক গণ্য করা হয় না। বিস্ময়কর হলেও সত্য এই যে, বাছ-বিচার না করে বর্ণনাকারী এবং যাচাই বাছাই করে বর্ণনাকারী উভয় পক্ষই এ বিষয়ের ইমাম পর্যায়ের ব্যক্তিত্ববর্গ। তাদের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে মাঝে মাঝে এমন মারাত্মক বৈষম্য দেখা যায়, যা প্রায় দিশাহারা করে দেবার মতো। জাবের জাফী কুফী একজন বিখ্যাত বর্ণনাকারী। যিনি দাবি করেন, পঞ্চাশ হাজার হাদীস তাঁর স্মরণে আছে। তার ব্যাপারে উভয় পক্ষের ইমামগণের মতামত এখানেও উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।[১]

ভাব প্রকাশ প্রসঙ্গে

ভাব প্রকাশের যথার্থতা নিয়ে একটা প্রশ্ন তারপরেও বাকী থেকে যায়। যেমন : একটি হাদীস সকল মুহাদ্দিসীন এবং মুজতাহিদীনের নির্ধারিত নীতি এবং বর্ণনা পরম্পরায় সঠিক রীতি অনুযায়ী প্রমাণিত। বর্ণনাকারী আস্থাভাজন, সেখানে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তার পর যে প্রশ্নটি বাকী থাকে তাহলো- বর্ণনাকারী তার বর্ণনায় সঠিক বার্তাটি প্রকাশ করতে পেরেছে কি না। স্থান-কাল-পাত্র, অর্থাৎ বর্ণনা রীতির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখা হয়েছিল কি না। তার বুঝ এবং পরে তা বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো ভুল করেছে কি না। এটা যেহেতু স্বীকৃত যে, অধিকাংশ হাদীস অর্থ এবং তাৎপর্যমূলকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এইসব সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়! সাহাবাগণের সময়ে কোনো বর্ণনার সত্যতা অস্বীকার করা হলে তা এইসব সম্ভাবনার আশংকা সামনে রেখেই করা হতো। কেননা সাহাবাগণ (রা.) সাধারণভাবেই সত্যবাদী ছিলেন এবং তাদের বর্ণনায় মিথ্যার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

সহীহ্ মুসলিমের তায়াম্মুম অধ্যায়ে আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত 'উমর (রা.)- কে প্রশ্ন করলেঃ আমার গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল কিন্তু পানি পাওয়া যায়নি এ অবস্থায়? হযরত 'উমর (রা.) যেন কথাটি বুঝেই ফেলেছেন এভাবে সাথে সাথে বললেনঃ তুমি নামায পড়বে না। হযরত আম্মার (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি মাসআলাটি সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর একটি উক্তি বর্ণনা করে বললেন, আপনিও তো[২]

---

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা,** পৃ. ১১৮।

২. **সহীহ্ মুসলিম, (দেওবন্দ, ভারত :** আশরাফী বুক ডিপো)।

Dhaka University Institutional Repository

তখন উপস্থিত ছিলেন! হযরত 'উমর (রা.) বললেন, اتق الله ياعمار হে আম্মার! আল্লাহকে ভয় করো। এটাতো পরিস্কার যে, আম্মার (রা.) মিথ্যা বলেছেন, এজন্য তাকে আল্লাহকে ভয় করতে বলেননি, তিনি বরং রাসূল (সা.)- এর কথাটি তার বুঝতে ভুল হয়েছে, এজন্য সাবধান করেছেন। তখন আম্মার (রা) বললেন: আপনার সম্মতি না হলে আমি আর এ হাদীস কখনো বর্ণনা করবো না।

খবরে ওয়াহিদ নিঃসন্দেহ নয়

ফকীহ বিধানে এই নিয়মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যেমন 'আখবারে আহাদ' দিয়ে কোন হুকুমের 'ফরয' হওয়া না হওয়া প্রমাণ করা যায় না। কেননা ফরযসমূহ নিঃসন্দেহ দলিলের দাবি রাখে। তবে তা দিয়ে মোটামুটি এমন ধারণা পাওয়া যেতে পারে! যা দিয়ে ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাব ইত্যাদি প্রমাণ করা যায়। এর ওপর ভিত্তি করে নামাযে সূরা ফাতিহার তেলায়াত ইমাম শাফি'ঈ ফরয মনে করেন এবং ইমাম আবূ হানীফা ওয়াজিব। এভাবে বিভিন্ন আহকামের মান নির্ণয়ে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।[১]

ধর্মতত্ত্বে এই রীতির প্রভাব

ধর্মতত্ত্বের ওপর এই রীতির প্রভাব ফিকহের চাইতে অনেক বেশি এবং ইমাম আবূ হানীফাকে বিষয়টি নিয়ে একটা দীর্ঘসময়কাল ধরে গোটা ইল্মী পরিবেশের সাথে লড়াই করতে হয়েছে। "যেসব রীতি-নীতি এবং মাসায়েল ইসলামে সাধারণভাবে সর্বসম্মত, তার বিপরীতে আখবারে আহাদের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেমন, আম্বিয়াগণের পবিত্রতা সাধারণভাবে একটি সর্বসম্মত এবং স্বীকৃত বিষয়। এর বিপরীতে যে সব বর্ণনায় নবীগণের দ্বারা পাপ বা অপরাধ সম্পাদন প্রমাণ হয় ইমাম আবূ হানীফার রীতি অনুযায়ী সেইসব বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। এই নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকলে বেদ্বীনদের উথাপিত অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান মেলে। অথচ বর্ণনা বিশেজ্ঞদের অধিকাংশই এই মূল্যবান সিদ্ধান্তটি মূল্যায়ন করলেন না; বরং বিরোধিতা করেছেন। ব্যাপারটা নেহায়েত দুঃখজনক।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইব্‌ন আব্দুল বার কিতাবুল কুনীতে লিখেছেন,[২]

"كان من مذهب الامام ابى حنيفة فى اخبار احدان لا يقبل منها المخالف لاصول المجمع عليها فانكر عليها اصحاب الحديث فامن طو"

"আখবারে আহাদ নিয়ে ইমাম আবূ হানীফার মতামত ছিল যে, সাধারণভাবে সর্বসম্মত কোনো নীতিমালা বিপরীত হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তার এমন নীতিমালা বিরোধিতা করেছেন যা সকল সীমা অতিক্রম করে গেছে।"

---

১. রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা**, পৃ. ১১৯।

২. সাইয়িদ রঈস আহমদ জাফরী, **সীরাত আয়িম্মা-ই-আরবা আহ**, পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

যেভাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সমাধান দিয়েছেন

আপতদৃষ্টিতে সাধারন মানুষের নিকট কিছু কিছু হাদীস শরীফ বিপরীতমুখী মনে হয় যার ফলে সেখানে আমল করা খুবই দুরহ ব্যপার। সে সকল ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সামধান করেছেন। তবে তিনি সকল ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের সাথে পরার্মশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল-মুফকী আল-মক্কী বলেন,[১]

"হযরত আবূ-হানীফা (রাহ.) পরামর্শক্রমে তাঁর মাজহাব স্থাপন করেন। তিনি দ্বীনের কোন গবেষণার ব্যাপারে স্বৈরাচারের মনোভাব প্রদর্শন করতেন না। তিনি তাদের কথা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। তা নিয়ে মাসব্যাপী বা আরও বেশী তর্ক বিতর্ক করতেন যতক্ষণ কোন মাসাআলার ব্যাপারে কোন একজনে কথা প্রাধান্য না পেত, ততক্ষণ তা আলোচনা করতেন। তা নিয়ে মাসব্যাপী বা আরও বেশী তর্ক বিতর্ক করতেন যতক্ষণ কোন মাসাআলার ব্যাপারে কোন একজনে কথা প্রাধান্য না পেত, ততক্ষণ তা আলোচনা করতেন। তারপর কাজী আবূ ইউসুফ উসুলে লিপিবদ্ধ করতেন অর্থাৎ মসায়েল বের করার পদ্ধতি হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে স্থান পেত। এই ভাবে সমস্ত বিধিমালা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যখন কোন মাসআলা সম্পর্কে কোন অভিযোগ বা জটিলতা দেখা দিলে তিনি তাঁর সাথীদের সাথে আলোচনা করতেন। কোন ভুল হলে তাড়াতাড়ি গোনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতেন এবং নামায পড়তেন। অতপর তাঁর কাছে মাসআলা আল্লাহর পক্ষ হতে অবহিত হতো এবং তিনি বলতেন আমি তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়েছি তিনি আমার প্রতি সদয় হয়েছেন। এই খবর আল-ফজিল ইব্ন মায়াজ নামক লোকের নিকট পৌঁছলে, তিনি খুববেশী কাঁদলেন। তারপর বললেন-তা আপনার গোনাহ স্বল্পতার কারণে অন্যথায় আপনাকে অবহিত করতেন না।"

ড. মুস্তাফা হুসনী আস-সুবাঈ " السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى" গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে,[২] ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীসে রাসূলের উপর কখনো কোন কিছুকে প্রাধান্য দিতেন না। যখন সে হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য এবং তা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের মাঝে সুপরিচিত হতো, এমতাবস্থায় তিনি কখনো 'রায়' কিংবা 'ক্বিয়াস' কিংবা 'ইসতিহ্সান' কোন কিছুকেই হাদীসের উপর কখনও প্রাধান্য দেন নাই।"

নিম্নে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইজ্তিহাদী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা।

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ).পৃ.৫৫।
২. الشيخ زاهد كورى المصرى الحنفى رحمه الله تعالى : تأنيب الخطيب , পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিয ইব্ন কাইয়্যেম (রাহ.) লিখেছেন," ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর শিষ্যগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) যঈফ হাদীসকেও ক্বিয়াস ও ইজতিহাদী রায়ের উপর প্রাধান্য দিতেন এবং এই নীতির উপরই হানাফী মাযহাবের বুন্য়াদ প্রতিষ্ঠিত।" যেমন :

ইব্ন আবূল আওয়াম (ابن ابى العوام) ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন: [১]

"كان أبو حنيفة إذا وردت عليه المسألة قال ما عندكم فيها من الأثار؟ فاذا مروينا الأثار وذكرنا هو ما عنده نظر، فان كانت الأثار فى أحد القولين أكثر أخذ بالاكثر فاذا تقاربت وتكافأت نظر فاختار-"

"ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)বলেন: যখন ইমাম আবূ হানীফার নিকট কোন মাসআলা উপস্থিত হতো, তখন তিনি তাঁর ছাত্রগণকে উদ্দেশ্য করে বলতেন: এ বিষয় তোমাদের নিকট কি হাদীস ও আসার রয়েছে, থাকলে তা বর্ণনা কর। তারপর যখন আমরা হাদীস ও আসার পেশ করতাম এবং সে ভিত্তিতে নিজেদের অভিমত (রায়) বর্ণনা করতাম, তখন তিনি তাঁর মতামতও ব্যক্ত করতেন। তারপর উভয় বকতব্যের মধ্যে যে পক্ষে হাদীস ও আসার অধিক হতো, সেই সব হাদীস ও আসারই তিনি গ্রহণ করতেন। আর যদি উভয় পক্ষের হাদীস ও আসার সমান সমান হতো, তখন তিনি চিন্তা গবেষনা করে একটি মতকে গ্রহণকরতেন।"

মুওয়াফ্ফাক আল-খাওয়ারিযমী (موفق الخوارزمى) স্বীয় সনদে আবূ মুকাতাল হাফ্স ইব্ন সালিম সামারকান্দী (রাহ.) সূত্রে স্বীয় গ্রন্থ, " العالم والمتعلم " এ বর্ণনা করেছেন:

"عن أبى حينفة انه قال كل شئ تكلم النبى صلى الله عليه وسلم سمعناه او لم نسمعه فعلى الرأس والعين قد أمنابه ونشهد انه كما قال نبى الله"

"ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)বলেন: প্রত্যেকটি কথা যা নবী করীম (সা.) বলেছেন (এবং তা সহীহ্ সনদে প্রমাণিত) চাই তা আমরা আমাদের ওস্তাদের নিকট থেকে শুনেছি বা শুনি নাই, তা আমাদের মাথার মুকুট বা শিরোমণি। নিশ্চিতভাবে আমরা তাতে বিশ্বাসী এবং আমরা এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে কথা ঠিক তাই, যা নবী করীম (সা.) বলেছেন।"

হাফিয ইব্ন আবূদুল বার (রাহ.)স্বীয় الإنتقاء গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ কথাটি বর্ণনা করেছেন:

---

১. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء، (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة١٤٠١هـ) ,পৃ.৫৬।
২. প্রাগুক্ত ২, পৃ. ১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

"لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم به أكرمنا الله وبه استنقذنا"

"যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোন কথার বিরুদ্ধাচরণ করল, তার উপর আল্লাহর লা'নত। (কারণ) তাঁরই বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ঈমানের মর্যাদায় সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর দ্বারা তিনি আমাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন।"

ইমাম বায়হাকী (রাহ.) স্বীয় المدخل গ্রন্থে হাফিয ইবনুল মুবারক (র.)-এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে, [১]

"سمعت أبا حنيفة يقول اذا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، واذا جاء عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم، واذا جاء عن التابعي"

"আমি আবূ হানীফাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যখন নবী করীম (সা.)-এর কোন কথা (বিশুদ্ধ সূত্রে) প্রমাণিত হতো, তখন তা আমরা শিরোধার্য বলে বিশ্বাস করতাম এবং মেনে নিতাম। আর যখন সাহাবাগণের কোন কথা বা কাজ আমাদের নিকট আসত, তখন আমরা তাঁদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করতাম (তাতে কখনও অন্যথা করতাম না) এবং যখন তাবি'ঈগণের কোন কথা কিংবা কোন বিষয়ে ফাতওয়া আমাদের নিকট আসত, তখন আমরা ইজতিহাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মতামত নিয়ে আলোচনা করতাম, তারপর তাঁদের মতামত কিংবা আমাদের রায় গ্রহণ করতাম।"

হাফিয ইব্ন আব্দুল বার (রাহ.) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রাহ.) (১৩২-১৮৯ হি./৭৫০-৮০৫খৃ.) সূত্রে বর্ণনা করেন,

"العلم على أربعة أوجه، ما كان فى الله الناطق وما أشبهه, وكا كان فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما اشبهها، وما كان فيها أجمع عليه الصحابة وما اشبهه، وكذالك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جمعهم فان وقع الاختيار فيه على قول فهو علم نقيس عليه ما أشبهه، وما استحنه فقهاء عامة المسلمين، وما أشبهه وكان نظير اله، ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة"

"ইল্ম চার প্রকার : ১. সেই ইল্ম যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত কিতাবে আছে অথবা যা অকাট্যভাবে তার সাথে সামঞ্জস্যশীল; ২. সেই ইল্ম যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতে আছে এবং তা সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে অথবা যা তার সাথে সামঞ্জস্যশীল; ৩. সেই উল্ম যাতে সাহাবায়ে কিরামের 'ইজ্মা' রয়েছে অথবা যা তার সাথে সামঞ্জস্যশীল; ৪. এমনিভাবে যে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে তা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবারই জানা।

---

১. مفتاح للجنت السيوطي رحمه الله تعالى , পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং যদি সে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের কারো একজনের কথা বা মতামত গ্রহণ করা হয় তবে তা সে বিষয়েল ইল্‌ম। সুতরাং গ্রহণীয় মতামতের উপর সাঞ্জস্যশীল বিষয়ে আমরা ক্বিয়াস করতে পারব এবং ফকীহগণ যে সব বিষয়কে মুস্ত াহসান বলে সাব্যস্ত করেছেন, তা এবং এর সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়গুলোকে তার উপর আমরা ক্বিয়াস করতে পারব। অতএব কোন বিষয়ের ইল্‌ম বা হুকুম এই চার অবস্থার বহির্ভূত নয়।"[১]

ইমাম শা'রানী (রাহ.) স্বীয়" الميزان "গ্রন্থে আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন:

"كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص إلى قياس ؟ "

"আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মিথ্যা বলল এবং আমাদের উপর মিথ্যা তোহমত আরোপ করল, যে ব্যক্তি একথা বলল যে, আমরা ক্বিয়াসকে কিতাব ও সুন্নাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি।" কুরআন ও সুন্নাতের দলিল থাকলে ক্বিয়াসের প্রয়োজন আছে কি?

ইমাম শা'রানী (রাহ.)আরও উদ্ধৃত করেন:

"نحن لا نقيس الا عند الضرورة الشديدة وذلك إننا ننظر فى دليل المسألة من الكتاب والسنة أوقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به-"

"আমরা পরম প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একান্ত বাধ্য হয়েই ক্বিয়াস করতাম। তা এইভাবে যে, আমরা প্রথমত কোন বিষয়ের দলিল কুরআনে খোঁজ করতাতম, তারপর সুন্নাহতে, তারপর সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদী ফয়সালায় কাত্‌ওয়া। যখন সে বিষয়ের দলিল কোথাও না পেতাম, তখন ক্বিয়াস করতাম। তা এইভাবে যে, যে বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরাম নীরব, তা বর্ণিত বিষয়ের হুকুমের উপর ক্বিয়াস করতাম।"

ইমাম শা'রানী (রাহ.)আরও উদ্ধৃত করেন:

"إننا نأخذ أولا بكتاب الله ثم بالسنة ث باقضى الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه، فان اختلفوا قسنا حكما على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى-"

"প্রথমত আমরা কোন বিষয়ের সমাধান কুরআন খোঁজ করি, তারপর সুন্নাহতে, তারপর সাহাবায়ে কিরামের ইজতিহাদী ফয়সালায় এবং যে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেন, তাতেও আমরা আমল করে থাকি। যদি সাহাবায়ে কিরামের

---

১. جامع بيان العلم ২ খ., পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে মতভেদ হয়ে থাকে, তবে আমরা আমাদের ফয়সালাকে যে কোন একজন সাহাবীর ফয়সালার উপর কিয়াসে করি। এ ক্বিয়াসটি সেই সামগ্রিক কারণেও উপরই ভিত্তি করে হয়ে থাকে, যা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যশীল বটে। যাতে মাসআলা এবং তার হুকুম-এর স্বরূপ প্রকাশ পায়।"

তিনি আরও বলেন:

"ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين بأبى وأمى ليس لنا مخالفته، وما جاء عن أصحابه تخيرنا، وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال-"

"যে কথা বা বাণী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিত,তা আমাদের চোখের মণি, মাথার মুকুট। আমার মাতাপিতা রাসূলের (সা.)-এর জন্য কুরবান হোক। আর তাঁর বিরুদ্ধাচারণের কোন অধিকার আমাদের নেই এবং সাহাবায়ে কিরাম থেকে যে বাণী প্রমাণিত, তাতে যদি মত পার্থক্য থাকে, তবে আমরা তা থেকে বাছাই করে থাকি, আর যা সাহাবা ব্যতীত তাবি'ঈগণের থেকে প্রমাণিত, তা যদি আমাদের ইজ্তিহাদের অনুকূল হয়, তবে আমরা তা গ্রহণ করি, আর তাতে আমরা ইজইতহাদ করি। কারণ, তাঁরাও মানুষ ছিলেন, আমরাও মানুষ। অর্থাৎ ইজ্তিহাদের অধিকার যেমন তাঁদের রয়েছে, তেমনি আমাদেরও রয়েছে।"

তাছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (রাহ.)স্বীয় المبسوط গ্রন্থে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা দলিল গ্রহণের বিষয়ের উপর একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজন করেছেন। তাতে 'খবরে ওয়াহদি' দ্বারা দলিল গ্রহণের বৈধতার প্রমাণে রাসূলুল্লহ (সা.)-এর হাদীস ও সাহাবয়ে কিরামের বাস্তব কর্মনীতির দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। আর এই সব দলিলই ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) স্বীয় الرسالة গ্রন্থে সেই শিরোনামেই লিপিবদ্ধ করেছেন। অসংখ্য বর্ণনা ও উদ্ধৃতির মধ্য হতে উপরে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হলো, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) কখনও 'ইজতিহাদী রায়কে সহীহ্ হাদীসের' উপর প্রাধান্য দিতেন না। এমন কি আমরা দেখছি যে, ইব্ন হায্ম (রাহ.)-এর মত সমালোচক পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন: ইরাকের ফকীহগণের এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে, "যাঈফ হাদীসও ক্বিয়াসের উপর প্রাধান্য পাবে।"

"إعلام الموقين" । গ্রন্থে হাফিয ইব্ন কাইয়্যেম (রাহ.) লিখেছেন, "ইমাম আবূ হানীফার শিষ্যগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)যাঈফ হাদীসকেও ক্বিয়াস ও ইজতিহাদী রায়ের উপর প্রাধান্য দিতেন এবং এই নীতির উপরই হানাফী মাযাহবের বুন্য়াদ প্রতিষ্ঠিত"। যেমন:

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ১৫০-১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

১. ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) নামাযে উচ্চস্বরে হাসার হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ক্বিয়াস ও ইজতিহাদী রায়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. সফরে খেজুরের নাবীয দ্বারা আযূ জায়িযের হাদীস যাঈক হওয়া সত্ত্বেও ক্বিয়াস ও রায়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. দশ দিরহামের কম চুরিতে চোরের হাত কাটার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা মেনে নিয়েছেন।

৪. হায়য বা ঋতুস্রাবকাল অনুর্ধ দশ দিন নির্দিষ্টকারী হাদীস হওয়া দুর্বল সত্ত্বেও তিনি তা কবুল করেছেন।

৫. জুমু'আর নামায বেধথার জন্য ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)শহর হওয়া শর্ত আরোপ করেছেন অথচ এ সম্পর্কিত হাদীস দুর্বল।

৬. কূয়া পবিত্র করার বিধানে তাঁরা ক্বিয়াসকে শুধু মারফু'নয় অর্থাৎ হাদীসের কারণেই পরিত্যাগ করেছেন। এই হলো ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসৃত মাযহাব। এমনিভাবে ইমাম আহমাদ (রাহ.)এই নীতিমালা অনুসরণ করেছেন।[১]

"السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى"-এর গ্রন্থকার, ড. মুস্তফা হুস্নী আস সুবাঈ (রাহ.) বলেন, আমার অভিমত এই যে,[২] যে সব হাদীস ইমাম আম আবূ হানীফা (রাহ.)গ্রহণ করেছেন, তা মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এ অর্থে দুর্বল যে, সালুকে ক সারেহীনদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তুবও এতে এ কথা বুঝা যায় না যে, তা আবূ ানীফার নিকটও দুর্বল হবে। বরং তা আবূ হানীফার অনুসৃত উসূলের ভিত্তিতে সঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ ইমাম আ'যম আবূ হানীফার কিভাবে তা গ্রহণ করবেন? প্রকৃত কথা এই যে, এ ধরনের হাদীসের বিষয়ে মুজ্তাহিদ ইমামগনের দৃষ্টিবঙ্গি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন যে হাদীসকে একজন ইমাম সহীহ্ বলেছেন, ঠিক সেই হাদীসই অপরাপর ইমামগণের মতে সেরূপ হয় নাই। সে যাই হোক, ইব্ন হায্ম ও ইব্ন কাইয়্যেম (রাহ.)-এর মত যাচাই-বাছাইকারী যাঁরা এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফঅর সমালোচনায় অগ্রগণ্য, তাঁরা এ কথা স্বীকার করেছেন যে, "আবূ হানীফার মাযহাব এই যে, "তিনি যাঈফ হাদীসকেও ক্বিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন।" আমাদের এই শিরোনামের আলোচনায় এই কথাটি বড়ই ফলদায়ক ও প্রণিধানযোগ্য। কারণ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর উপর দোষারোপ করা হয়ে থাকে যে, তিনি ক্বিয়াসকে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন। সুতরাং উপরোক্ত স্বীকৃতি দ্বারা ইমামের প্রতি এহেন দোষারোপ খণ্ডন হয়ে যায়।

ড. মুকাঈ (রাহ.) বলেন, তদুপরি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) মুরসাল

১. হাফিয ইব্ন কাইয়্যেম (রাহ.),إعلام الموقين।
২. ড. মুস্তফা হুস্নী আস সুবাঈ (রাহ.), السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى ।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসও গ্রহণ করতেন এবং মুরাসাল হাদীসকে 'রায়' ও 'ক্বিয়াসের' উপর প্রাধান্য দিতেন। অথচ ইমাম শাফি'ঈও কতেক শর্ত সাপেক্ষে 'মুরসাল' হাদীস গ্রহণ করতেন। আ অপরাপর সকল মুহাদ্দিস সম্মিলিতভাবে মুরসাল হাদীসকে পরিত্যায্য মনে করতেন। এতদসত্ত্বেও ইমাম আম আবূ হানীফার (রাহ.)-এর প্রতি দোষারোপ যে, তিনি ক্বিয়াস ও রায়কে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন। এহেন বক্তব্য সত্যিই চরম দুর্ভাগ্যজনক।

ড. সুবাঈ (রাহ.) আরো বলেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, 'মুরসাল' হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর এই মাযহাব নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তির মাযহাবই হতে পারে, যিনি শুধু সেই সময়ই ক্বিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করেন, যখন শারঈ আহকাম নিরূপণের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য কোন হাদীসই তিনি না পান। এখন পাঠক সমাজ বলুন, কেন ইমাম আবূ হানীফার উপর পরিশেষে এহেন অপবাদ? আর কোথেকেই বা এই তোহমত দেয়া হয়ে থাকে যে, "ইমাম আ'যম আবূ হানীফা 'রায়'-কে হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতেন।" কবির কণ্ঠে : "যাকে দেখতে নারী, তার চলন বাঁকা।"

খতীব বাগদাদী (৩৯২-৪৩৬হি./১০০২-১০৭১খৃ.) স্বীয় 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে কতিপয় রাবীর উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা আবূ হানীফার নিকট অনেকগুলো হাদীস পেশ করেছিলেন, কিন্তু ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ওসব গ্রাহ্য করেন নি। এমনিভাবে খতীব সাহেব ইউসুফ ইব্ন আসবাত সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এঁর চারশ' বা তার অধিক হাদীস রদ করেছেন। তবে মজার বিষয় এই যে, তিনি চারশ' হাদীসের মধ্যে মাত্র চারটি দলিল হিসেবে পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। এমনিভাবে, খতীব বাদগাদী ইমাম ওয়াকী (র.)-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করেন যে, আমরা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-কে দু'শ হাদীসের বিরোধিতা করতে দেখেছি। তবে তিনি এর প্রমাণে একটি হাদীসও পেশ করতে পারেন নাই। এমনিভাবে হাম্মাদ ইব্ন সালামা (রাহ.) থেকে বর্ণিত যে, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)হাদীস ও আসার এবং সুন্নাতকে স্বাগত জানালেও তা স্বীয় রায় দ্বারা অগ্রাহ্য করেছেন।[১]

উপরোক্ত মন্তব্যের সম্পর্ক যাঁদের প্রতিই করা হোক না কেন, আমরা এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি যে, এঁদের মধ্যে অনেকেই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ছাত্র এবং তাঁর থেকে ইলমে হাদীস ও ফিক্হ অর্জনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সুতরাং তাঁদের প্রতি এহেন উক্তি সম্পর্কযুক্ত করা সত্যের অপলাপ বা মিথ্যার বেসাতী বৈ কিছু নয়।

---

১. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪), পৃ. ১৫২-১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া এ বিষয়েও আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম আম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর জীবদ্দশায়ও কতেক মুহাদ্দিস অবশ্য এমন ছিলেন, যাঁরা তাঁদের মতের বিরুদ্ধে হাদীস অগ্রাহ্য করার অপবাদ ইমামের প্রতি দিয়েছিলেন। অতএব আমরা উল্লেখ করতে পারি যা আপনারা (পাঠক সমাজ) পড়েছেন যে, ইবন আবূ শায়বা ১২৫টি মাসআলায় ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) কর্তৃক হাদীসের বিরোধিতার অপবাদ আরোপ করেছেন। সুতরাং স্বভাবত প্রশ্ন এসে যায় যে, ইমাম কিভাবে হাদীস অগ্রাহ্যকে বৈধ মনে করলেন। এমনি অবস্থায় যে, ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)বলেছেন, "যে হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে সহীহ্ বলে প্রমাণিত, তার বিরোধিতা করা কোন মুসলমানেরই পক্ষে বৈধ নয়" আর স্বয়ং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকেও এ কথাটি সমধিক প্রসিদ্ধ আছে, "যে বাণী, (হাদীস) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, তা সর্বজঙ্গমান্য।"

ড. মোস্তফা সুবাঈ (রাহ.) বলেন, এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব রয়েছে:

১. হাদীসের রাবীগণের তারতম্যের কারণে হাদীস সহীহ্ বা যাঈফ হওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দিসগনের দৃষ্টিবঙ্গি প্রায়শ বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন কোন হাদীসের রাবীকে ইমাম আ'যম আবূ হানীফার (রাহ.) নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ মনে করেন। কিন্তু সেই রাবীকেই কতেক সময় অপর মুহাদ্দিসগণ ত্রুটিযুক্ত মনে করেন। তবে এতে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফার (রাহ.)যে সব ওস্তাদ থেকে প্রত্যক্ষবাবে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সম্যক অবগত ছিলেন। কারণ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর যুগ অন্যদের যুগের অনেক আগে, যাঁরা সেই সব (পূর্বেকার) মুহাদ্দিসগণের মৃ.র পর তাঁদের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। এমন কি, এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যার মাঝে সাহাবা ও আবূ হানীফার মধ্যে মাত্র দু'জন রাবীই ছিলেন। এমতাবস্থায় অবশ্যই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)ব্যক্তিগতভাবে তাঁদেরকে অতি সহজেই যাঁচাই বাছাই করতে পেরেছেন। কারণ সে দু'জন রাবী হয়ত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)এর যুগে বেঁচেই ছিলেন, নতুবা তাঁদেরকে ভালভাবে জানতেন, এমন লোক বেঁে ছিলেন। যাঁদের কাছে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) অতি সহজেই সে সব রাবীর অবস্থা জানতে পেরেছেন। এ হলো ইমাম আ'যম আবূ হানীফার সাক্ষাত উস্তাগণের কথা। তবে যে সব মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফার প্রত্যক্ষ ওস্তাদছিলেন না, যেমন হিজায ও সিরিয়অর মুহাদ্দিসগণ, এঁদের হাদীসের বিষয়ে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)অধিকাংশ সময়ই চুপ থাকতেন। অর্থাৎ গ্রাহ্য ও গ্রাহ্যের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। এ কারণে সেই ওস্তাদগনের

---

১. جامع بيان العلم و فضله، حافظ أبو يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر قرطبى مالكى رحمه الله تعالى، ٤٦٣هـ, ২ খ., পৃ. ১৪৮; মূল: السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى، د. مصطفى حسنى السباعى الشافعى المصرى رحمه الله تعالى-

Dhaka University Institutional Repository

শিষ্যরা তাঁদের সম্পর্কে যে ধারণা রাখতেন, তা কতেক সময় আবূ হানীফার মতের প্রতিকূল হতো। এই মতপার্থক্যের কারণে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কোন কোন সময় এ ধরনের কোন কোন হাদীসের উপর আমল করতেন না যা অপর মুহাদ্দিসগণের মতে সহীহ্ ছিল বৈ কি। ঠিক এমনিভাবে সেই সব মুহাদ্দিসও মাঝে মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার মতে বিশুদ্ধ হাদীসের উপরও আমল করতেন না।

২. কোন কোন সময় একজন মুজহাহিদ এমন একটি হাদীস যা তাঁর মতেও বিশুদ্ধ এবং অপরাপর মুহাদ্দিসগণের মতেও বিশুদ্ধ সেই হাদীসকে বিশেষ কোন কারণে যা তাঁর জ্ঞাত, বাধ্য হয়ে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করেন। অথবা সে কারণে তিনি সেই হাদীসের উপর আমল করা বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করেন। কারণ তিনি হাদীসটির মাঝে এমন কোন গোপন ইল্লাত (কারণ) দেখতে পান, অথবা সেই হাদীসটি সেই দলিলের প্রতিকূল যা মুহাদ্দিসগণের মতে অধিকতর শক্তিশালী। অথবা তাঁর নিকট একথা প্রমাণিত যে, সেই হাদীসের রাবী সন্দেহের মাঝে নিপতত, অথবা এই হাদীসটি মানসুখ। অথবা কোন সাধারণ বা সার্বজনীন (আম) হুকুম সেই হাদীস দ্বারা 'খাস' হয়ে যায়। অথবা কোন 'মুতলাক' হুকুম 'মুকাইয়্যাদ' হয়ে যায়। এমনিতর অবস্থায় সেই মুজহাদি হাদীসটির উপর আমল পরিত্যাগ করেন, আর এ কাজটিকে অপর মুহাদ্দিসগণ কিংবা সাধারণ লোক অপরাধের দৃষ্টিতে দেখেন এবং মুজহাহিদের প্রতি দোষারোপ করেন। একেক্ষত্রে অনুরূপভাবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) অপবাদের শিকার হয়েছেন। অথচ এটি শুধু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ই করেন নি, বরং প্রত্যেক মুজ্তাহিদকেই করতে হয়েছে। যেমন, মিসরের ইমাম লাইস ইব্ন সা'দ (রাহ.) ইমাম মালিক (র.)-কে লিখা একটি চিঠিতে এমন সত্তরটি হাদীস সনাক্ত করে দেখিয়েছেন, যার উপর ইমাম মালিক (রাহ.) আমল করেন নি।[১] অথচ সেই সব হাদীস (বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে) ইমাম মালিক (রাহ.)স্বীয় মুওয়াত্তা গ্রন্থে রিওয়ায়েত করেছেন। যদি এই বিষয়টি দূষণীয় হয, তবে সে দোষে ইমাম মালিক (র.)-ও দোষী।

সে যাই হোক, হয়ত আপনারাও এমন মুজহাহিদ ইমামের সাক্ষাত আ'যম পাবেন, যিনি তাঁর নিকট প্রবল শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে এমন হাদীসের উপর আমল পরিত্যাগ করেছেন- যে হাদীস তাঁর মতেরও বিশুদ্ধ। সুতরাং একজন মুজতাহিদের এহেন গূঢ় রহস্যময় অবস্থান সম্পর্কে একজন মুহাদ্দিস কি বুঝবেন? এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, একজন মুহাদ্দিস ও একজন ফকীহ মুজতাহিদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যটি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) একটি উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

---

১. جامع بيان العلم و فضله، حافظ أبو يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر قرطبى مالكى رحمه الله تعالى، ٤٦٣هـ, ২ খ., পৃ. ১৪৮; মূল: السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى، د. مصطفى حسنى السباعى الشافعى المصرى رحمه الله تعالى-

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন,[১]

مثل من يطلب الحديث ولا يتفقهه، مثل الصيد لانى يجمع الادوية ولا يدرى لاى داءهى حتى يجئ الطبيب، هكذا طالب الحديث لا يعرف وجه حديث حتى يجى الفقيه-

"হাদীসের ইল্ম অর্জনকারী ব্যক্তি ও হাদীস দ্বারা আহকামে শরী'আহ্ নিরূপণের পন্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত ব্যক্তির উদাহরণ এমন ব্যক্তির সদৃশ- যে ঔষধ বিক্রেতা ঔষধ সংগ্রহ করে, কিন্তু সে জানে না, কোন রোগের জন্য কোন ঔষধ কার্যকরী? তারপর যখন ডাক্তার আসেন এবং বলে দেন, এই ঔষধ এই রোগের। এমনিভাবে একজন মুহাদ্দিস একজন ফকীহর সাক্ষাত না পেলে আহকামে শরী'আহ উদ্ভাবনও বেরকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন না।"

অনুরূপভাবে হাফিয ইব্ন আব্দুল বার (রাহ.)ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাক্ষাৎ বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) থেকে একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)বলেছেনঃ "প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আ'মাশ (রাহ.)আমকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তখন সেখানে আমি ভিন্ন আর কেউই ছিল না। আমি তাঁকে মাসআলাটি বলে দিলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হে ইয়াকুব! তুমি এই মাসায়ালাটি কোথেকে বললে? অর্থাৎ এর দলিল কি? আমি তাঁকে বললাম, আপনি যে হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, সেটি থেকে। মিাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)বলেন, তারপর আমি সে হাদীসটি পড়তে লাগলাম এবং মাসায়ালাটি বের করে তাঁকে শুনালে তিনি বললেন, হে ইয়াকুব! তোমার জন্মের পূর্বেই আমি এই হাদীসটি মুখস্ত করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি এই হাদীসটির মর্ম বুঝতে পারলাম না। অর্থাৎ এই হাদীসটি থেকে যে এই হুকুম বের হয়, তা অনুআবূন করতে পারি নাই?।"

এমনিভাবে ইব্ন আব্দুল বার (রাহ.) উবায়দুল্লাহ ইব্ন আম্র (রাহ.)সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আমর (রাহ.)বলেন : আমি একদা আ'মাশ-এর মজলিসে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে এলো এবং আ'মাশকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তিনি জবাব দিতে না পেরে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে পেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে নু'আন! তুমিই এই মাসআলার জবাব দাও। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)বললেন, এই মাসআলার উত্তর এই। তখন আ'মাশ (রাহ.) তাঁকে (আবূ হানীফাকে) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ কথাটি কোথেকে বলছ? (অর্থাৎ এর দলিল কি?) তখন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, এই জবাব অমুক হাদীস থেকে বর্ণিত যা আপনিই আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

---

১. جامع بيان العلم و فضله، حافظ أبو يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر قرطبى مالكى رحمه الله تعالى، ٤٦٣هـ, ২ খ., পৃ. ১৪৮; মূল: السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى، د. مصطفى حسنى السباعى الشافعى المصرى رحمه الله تعالى-

Dhaka University Institutional Repository

তখন এ প্রেক্ষিতে আ'শাশ (রাহ.) বললেন:[১]

"نحن الصادلة وأنتم الأطباء"

"সত্যিই আমরা হলেম ঔষধ বিক্রেতা আর তোমরা হলে ডাক্তার বা চিকিৎসক।"

৩. ড. সুবাঈ (রাহ.) বলেন, আমরা এ কথাও অস্বীকার করতে পারছি না যে, কিছু কিছু হাদীস আবূ হানীফা (রাহ.)-এর নিকট অজ্ঞাত থাকতে পারে। কেননা হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাফতকালেই সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েন। এ কারণে প্রত্যেক শহরেই কিছু না কিছু এমন হাদীসই প্রচলিত ছিল যা অপর শহরে মোটেই প্রচলিত ছিল না। কারণ সাহাবা, তাবি'ঈন এবং তাঁদের পরবর্তী কোন যুগেরই কোন মুহাদ্দিস কিংবা ইমাম একথা দাবি করতে পারবেন না যে, তিনি সমস্ত সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞাত। কারণ এটি ছিল অসম্ভব ব্যাপার। দেখুন না, ইমাম শা'বী (রাহ.) একজন যুবকের সাথে আলাপের প্রেক্ষিতে বলেছেন, এই হাদীস ত আমি কখনো শুনি নাই। তখন যুবকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি সমস্ত হাদীসই শ্রবণ করেছেন? শা'বী (রাহ.) বললেন, না। যুবকটি পুনঃ জিজ্ঞেস করল, আপনি অর্ধাংশ হাদীস শুনেছেন? শা'বী (রাহ.)বললেন, না। তখন যুবকটি বলল, আপনি যে অর্ধাংশ হাদীস শুনেন নাই, এই হাদীসটিকেও সেই অর্ধাংশের মধ্যে একটি মনে করুন।[২]

এমন কি কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামও অনেক হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। অথচ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একান্ত নিকটবর্তী ছিলেন। যেমন হযরত 'উমর ফারুক (রা.) (৩৯ হি.পূ.- মহররম ১, ২৪হি./ ৫৮৪- নভেম্বর ৭, ৬৪৪খৃ.) অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণের বিষয়ের হাদীস সম্পর্কে জানতেন না। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) তাঁকে হাদীসটি বলেছিলেন। এমনিভাবে কোন গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়া সম্পার্কিত হাদীস হরত 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এঁর জানা ছিল না। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) তাঁকে হাদীসটি জানিয়ে দিলেন। এমনিভাবে হযরত 'উমর ও আবূদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর গোসল ফরয এমন ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম জায়িয সম্পার্কিত হাদীস মনে ছিল না, অথচ আম্মার ও অপরাপর সাহাবায়ে কিরাম তা জানতেন। ইব্ন সাবিত (রা.)-এর ঋতুমতী স্ত্রীলোকের জন্য হজ্জের পর বিদারী তাওয়াফ ব্যতীত ফিরে আসা বৈধ সম্পর্কিত হাদীস জানা ছিল না। হযরত ইব্ন আব্বাস ও উম্মে সুলায়ম (রা.) তাঁদেরকে এই হাদীস জানিয়ে দেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) মুত'আ বিবাহ হারাম সম্পর্কিত হাদীস জানতেন না। অপরাপর সাহাবেয় কিরাম তাঁকে তা জানিয়ে দেন। হযরত তালহা, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন 'উমর (রা.)-এর বায়'য়ে সারফ (بيع الصرف) সম্পার্কিত[৩]

---

১. جامع بيان العلم و فضله، حافظ أبو يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر قرطبى مالكى رحمه الله تعالى، ٤٦٣ هـ, খ., পৃ. ১৩১।

২. تدريب الراوى, পৃ. ১০৮।

৩. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.), পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস জানা ছিল না। অথচ হযরত 'উমর, আবূ সাঈদ ও অপরাপর সাহাবায়ে কিরাম সে সর্ম্পকে জানতেন। এ ধরনের অনেক ঘটনা সাহাবায়েকিরামের যমানায় পাওয়া যায়।[১] কিন্তু এই না জানার কারণে কেউই তাঁদের প্রতি দোষারোপ করেন নাই। কেউই তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এঁর হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার তোহমত দেন নাই। এমন কি অনেক বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম হাদীস জানার পূর্বে হাদীসের বিপরীতে ফয়সালাও দিয়েছেন। সুতরাং এমনি অবস্থায় ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-কে অক্ষম মনে করা অধিকতর যুক্তিসংগত।

৪. নি:সন্দেহে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত সূক্ষ্মতম ও কঠিনতম শর্ত আরোপ করেছিলেন। এহেন কঠোরতা অবলম্বনে তিনি এই জন্য বাধ্য হয়েছিলেন যে, তাঁর সময়ে হাদীসের নামে মিথ্যা বলা সাধারণ ব্যধিতে পরিণত হয়েছিল। সে কারণে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে চরম সতর্কতার জন্য তিনি এমন কঠোরতা অবলম্বন করেন।[২]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. আহকামে শরী'আহ্-এর উৎসের অনুসন্ধানের পর যে সব দলিল তাঁর মতে নির্ভরযোগ্য ছিল, 'খবরে ওয়াহিদ' অবশ্যই তার সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। সুতরাং যখনই কোন 'খবরে ওয়াহিদ' সেই সব দলিলের প্রতিকূল হতো, তখন তিনি সেই হাদীস গ্রহণ করতেন না। কেননা দু'টি দলিলের মধ্যে যেটি অধিকতর শক্তিশালী, তার উপর আমল করা উচিত। আর সেই ভিত্তিতেই তিনি খবরে ওয়াহিদকে 'শায' (شاذ) বলে গণ্য করতেন।

২. হাদীস (খবরে ওয়াহিদ) কুরআনের সাধারণ আহকাম এবং স্পষ্ট বর্ণিত বিষয়াবলীর অবশ্যই বিপরীত হতে পারবে না। সুতরাং যখনই কোন হাদীস কিতাবুল্লাহর স্পষ্ট হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক হতো, তখনই তিনি কিতাবুল্লাহ-এর উপর আমল করতেন এবং সেই 'খবরে ওয়াহিদ' পরিত্যাগ করতেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি শক্তিশালী দলিলের উপর আমল করতেন। কিন্তু যদি হাদীস কুরআনের কোন অস্পষ্ট হুকুমের বর্ণনা হতো, অথবা কোন এক নূতন বিষয়ের জন্য দলিল হতো, যে বিষয়ে কুরআন চুপ, তবে তিনি সে হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ হলেও গ্রহণ করতেন।

৩. খবরে ওয়াহিদ হাদীস মাশহুরের বিপরীত হতে পারবে না, চাই সে হাদীস কাওলী কিংবা ফেলী হোক। যদি খবরে ওয়াহিদ মাশহুর হাদীসের বিরোধী হতো, তবে তিনি শক্তিশালী দলিল হিসেবে মাশহুর হাদীসের উপরই আমল করতেন।

---

১. الإحكام لابن حزم, ২ খ., পৃ. ১২৭।
২. جامع بيان العلم و فضله، حافظ أبو يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر قرطبى مالكى رحمه الله تعالى، ٤٦٣هـ, খ., পৃ. ১৩১।
৩. أصول المسائل الخلافية، الامام أبو زيد الدبوسى الحنفى رحمه الله تعالى، ٤٣ هـ, ১ খ. পৃ. ৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

৪. কোন খবরে ওয়াহিদ অনুরূপ খবরে ওয়াহিদের বিপরীত হওয়ার চলবে না। আর যদি দু'টি খবরে ওয়াহিদ-এর মধ্যে বিরোধ হতো, তবে তিনি তাঁর নির্ধারত নিয়ম ানুযায়ী কোন একটিতে প্রাধান্য দিতেন এবং অপরটি পরিত্যাগ করতেন। যেমন উক্ত দু'টি হাদীসের রাবীগণের মধ্যে উভয়ে সাহাবা হতেন তবে তিনি ফকীহ্ হতেন অথবা বয়োঃজ্যেষ্ঠ হতেন, তাঁর হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন।

৫. হাদীসের রাবীর আমল তাঁ বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হওয়া চলবে না। এমনটি হলে ইমাম আ'যম (রাহ.) সেই হাদীস গ্রহণ করতেন না। যেমন আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস "যদি কুকুর কোন পাত্রে মুখ দেয়, তবে সেই পাত্রটি সাতবার ধৌত করতে হবে।" তবে স্বয়ং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সেই হাদীসের বিপরীত ফাতওয়া দিয়েছিরেন। সুতরাং তিনি (আবূ হানীফা) হাদীসটি গ্রহণ করেন নাই।

৬.হাদীসের সনদ কিংবা মতনে কোনরূপ পরিবর্তন থাকা চলবে না। যদি এমন কিছু হতো, তবে তিনি পরিবর্ধিত অংশের উপর আমল করতেন না।

৭। খবরে ওয়াহিদে এমন কোন হুকুম বর্ণিত হওয়া চলবে না, যা সর্ব সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কারণ এমনটি হলে সে হাদীসটি মাশহূর অথবা মুতাওয়াতির হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং যখন হাদীসটি মাশহূর কিংবা মুতাওয়াতির হলো না, তখন বুঝা গেল যে, এতে নিশ্চয়ই কোন দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং তিনি এতে আমল করতেন না।

৮. এমন খবরে ওয়াহিদ তিনি গ্রহণ কতেন না যেটি মাত্র কোন একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন বটে, তবে হাদীসে বর্ণিত বিষয়ে সাহাবা কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে এবং সেই হাদীস দ্বারা কোন সাহাবাই দলিল গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং বুঝা গেল যে, হাদীসটি প্রমাণিত নয়। কেননা হাদীসটি প্রমাণিত হলে অবশ্যই কেউ না কেউ তা দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

৯. সালফে সালিহীনের (সাহাবা ও তাবি'ঈন) মধ্যে কেউ যে হাদীসটির বিষয়ে সমালোচনা আপত্তি করেন নাই, ইমাম আম আবূ হানীফা (রাহ.)এমন হাদীস গ্রহণ করতেন। আর সমালোচনা হয়ে থাকলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। কেননা সাহাবা ও তাবি'ঈন কর্তৃক সমালোচনা হওয়ার মানে হলো হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়।

১০. যে সব হাদীসে হুদূদ ও শারঈ সাজা বর্ণিত হয়েছে, আর যদি সে সবে বারীগণের মতভেদ পাওয়া যায়, যে ক্ষেত্রে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)যে রিওয়ায়েতে সব চেয়ে হালকা সাজার বা শাস্তির বর্ণনা রয়েছে, সে সব হাদীস গ্রহণ করতেন। কারণ, সর্বজঈমান্য উসূল " الحدود تندرى بالشبهات ""শারঈ সাজা সামান্য সন্দেহের কারণে মওকুফ হয়ে যায়।"[১]

---

১. مسلم الثبوت : كشف الأسرار: التقرير, غسى اصول السر , ১ খ. পৃ. ৩৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

১১. হাদীসের রাবীর স্মৃতিশক্তি হাদীস শ্রবণ থেকে অপরের নিকট বর্ণনা পর্যন্ত একই ধরনের হওয়া চাই। এই স্মৃতিশক্তিতে কোনরূপ ভ্রম হওয়া চলবে না। এরূপ হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

১২. হাদীস (খবরে ওয়াহিদ) এমন কোন সর্বজন প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া চলবে না, যা সাহাবা ও তাবি'ঈনের মধ্যে কোন শহর কিংবা এলাকা বিশেষে প্রচলিত নয়, বরং সবাই সমানভাবে তার উপর আমল করেছেন।

১৩. খবরে ওয়াহিদ-এর রাবী শুধুমাত্র স্বীয় লিখনীর উপরই নির্বর করবেন না, বরং তাঁকে অবশ্যই স্মৃতিতে হাদীসকে হিফয রাখতে হবে। যদি রাবী শুধু লিখনীর উপরই নির্ভরশীল হতেন, তবে এমন হাদীস ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) গ্রহণ করতেন না।

এই হলো খবরে ওয়াহিদ-এর ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (রাহ.)-এর বিশেষ বিশেষ শর্তসমূহ। যা তিনি খবরে ওয়াহিদ-এর বিশুদ্ধতা যাচাই এবং তার উপর আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন।[১]

উপরোক্ত বাস্তব আলোচনাক্রমে অনুধাবন করা যায় যে, "ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) সুন্নাত পরিত্যাগ করে স্বীয় 'রায়' দ্বারা কাজ করতেন" এ নিছক অপবাদ মাত্র। শার'ঈ আহকাম বের করার ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন, অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মুজ্তাহিদ ইমামগণও তাই করেছেন। এ বিষয়ে তিনি একা নন। সুতরাং কেবল তাঁর ক্ষেত্রে কেন এ অপবাদ? যদি কোন দীনের দুশমন এমন বলে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ব্যক্তি স্বার্থে ও হাদীসের প্রতি বিদ্বেষের কারণেই এমনটি করেছেন। তবে আমরা বলব, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মত মহান ব্যক্তি কখনো এমন করতে পারেন না। কেননা যাঁর ইমামত, তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্ধারিত সীমায় সর্বতো অবস্থানে দৃঢ়তা পুরো মুসলিম জগত কর্তৃক স্বীকৃত, তিনি কখনো এমন করতে পারেন না।[২] মূলত ইমাম হুসাইন (রা.) এঁর শাহাদাত বরণের পর মুসলমানদের ঈমানী শক্তিতে আঘাত লেগেছিল। পাশাপাশি দেশের খলীফারা প্রকাশ্য অনৈসলামিক কার্জকলামে লিপ্ত ছিল ফলে ইমাম আ'যাম আবূ হানীফা (রাহ.) সঠিক ইসলামকে সকলের নিকট শান্তিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলে মুসলিম বিশ্বের ঈমানী শক্তিকে মজবুত করতে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করেছেন। কাজেই তাঁর সম্পর্কে ৩০০/৫০০/৭০০/১০০০/১২০০ বছর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইল্ম ফিক্হ-র শান্তি ভোগ করে তাঁর মহাজ্ঞান সম্পর্কে কোন বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করা নিছক অতিক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ করে। ব্যাপারটি এমন যে গাছের ডালে বসে গাছের গোড়ায় কুঠারাঘাত করা এবং ফলাফল কি তা না ভাবা।

---

১. شمسى اصول السر, ১ খ. পৃ. ৩৬৪; مسلم الثبوت : كشف الأسرار التقرير:
২. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)**, পৃ. ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. সূক্ষ্ম মাসআলা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর আবদান

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) মাসআলা সমূহকে সহজ করেছেন যাতে করে মানুষ সহজে মানতে পারে। নিম্নে অন্যান্য ইমামগণের সাথে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মতামতের মিল বা পাথর্ক্য সমূহ তুলে ধরা হল,

১. ইমাম কুদূরী (রাহ.) বলেন,[১] ব্যবহৃত পানি হাদাস থেকে পবিত্রতা দান করেনা। ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, (কুরআনে বর্ণিত) "طهور "বলা হয় এমন জিনিসকে যা অন্যকে বারবার পাক করতে পারে, যেমন "قطوع "বলা হয় এমন জিনিসকে যা বারবার বর্তন করতে সক্ষম ইমাম যুফার (রাহ.) বলেন, এবং এটা ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) এরও দ্বিতীয় অভিমত। পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি যদি অজু অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহারকৃত পানি দ্বারা আরার তারাত হাসিল করা যাবে। আর যদি পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি অপবিত্র থেকে থাকে তাহেল তার ব্যবহারকৃত পানি পবিত্র থাকবে, কিন্তু পবিত্রকারী থাকবে না। কেননা অঙ্গ মুলত পবিত্র। সে হিসাবে পানি পবিত্র থাকা চাই। কিন্তু বিধান অনুযায়ী সে অঙ্গ নাপাক। সে হিসাবে পানি নাপাক হয়ে যাওয়া চাই। তাই উভয় অবস্থা বিবেচনা করে আমরা পানির পবিত্রকরণ গুণের বিলুপ্তি এবং পবিত্র থাকার পক্ষে মত পোষণ করেছি।[২] ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) বলেন, আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকেও বর্ণিত যে, ব্যবহৃত পানি পবিত্র কিন্তু পবিত্রকারী নয়। কেননা দুই পবিত্র বস্তুর সংস্পর্শ অপবিত্র হওয়ার কারণ হতে পাওে না। তবে যেহেতু তা দ্বারা একটি ইবাদত আদায় করা হয়েছে সেহেতু তার গুণ পারিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন সাদাকার মাল। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.) বলেন, এ পানি নাপাক। কেনা রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবাতের গোসল না করে। তাছাড়া এ পানি দ্বারা হুকমী নাজাসাত দূর করা হয়েছে। সুতরাং তা ঐ পানির সমতুল্য হবে, যা দ্বারা হাকীকী নাজাসাত দূর করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হতে ইমাম হাসান (রাহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত মহে হাকীকী নাজাসাত দূর করার জন্য আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত মতে এ পানি নাজাসাতে খাফীফা (লঘু নাপাক) হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।[৩]

---

১. মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী অনু., **তাফহীমুল কুদূরী শরহে আল্ মুখতাসারুল কুদূরী,** মূলঃ আবূল হুসাইন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল কুদূরী, (**বাংলাবাজার, ঢাকা** : আল আকসা লাইব্রেরী, ২০০৩ইং), পৃ.৩০।

২. বুরহান উদ্দীন আলী ইব্ন আবূ বকর আল ফারগনানী আল মারগীনানী, **আল হিদায়া,** (**ঢাকা** : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ইং), ১ খ., পৃ. ১৯।

৩. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকাঃইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ. ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

২. কূপে কোনো নাজাসাত পড়লে (যদি তা ১০×১০ হাতের কম হয়) তার পানি বের করে নিতে হবে। আর তাতে বিদ্যমান পানি নিষ্কাশনই তার জন্য তারাত বলে গণ্য। এর দলিল হলো সালাফে সালিহীনের ইজমা। আর কূপ সংক্রান্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সালাফে সলিহীনের ফাতাওয়া, ক্বিয়াস নয়। কুয়ায় উট বা বকরির দু'একটি লাদি পড়লে তাতে পানি নষ্ট হবে না। এ হুকুম সূক্ষ্ম ক্বিয়াসের ভিত্তিতে। আর সাধারণ ক্বিয়াসের চাহিদা হলো পানি নষ্ট হয়ে যাওয়া। কেননা নাজাসাত পড়েছে অল্প পানিতে। ইযতিহ্সান বা সূক্ষ্ম ক্বিয়াসের কারণ হচ্ছে- খোলা মাঠের কুয়ার উপরে বাধাদানকারী কোনো কিছু থাকে না, আর গবাদি পশু তার আশে পাশে মল ত্যাগ করে থাকে, এবং বাতাস এসে এগুলোকে কুয়ার ভিতর এনে ফেলে। তাই প্রয়োজনের তাকীদে অল্প পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত। আর। অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাকিদ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে দর্শক যা অধিক মনে কওে, তা-ই অধিক। এ মতটিই নির্ভরযোগ্য।[১]

৩. যদি কূপের বকরি পেশাব করে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ.)-এর মতে সবটুকু পানি ফেলে দিতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) বলেন, যতক্ষণ না পানির উপর এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং পানির পবিত্র করার গুণ নষ্ট না করে ততক্ষণ পানি ফেলতে হবে না। আলোচ্য মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো-হালাল পশুর পেশাব ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.)-এর দলিল হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ (সা.) উরায়নাবাসী একদল লোককে উটের দুধ ও হারাম পশুর মাঝে কোনো পার্থক্যেও নির্দেশ না করে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। কেননা অধিকাংশ কবরের আজাব এ কারণেই হয়ে থাকে। তাছাড়া উক্ত পেশাব পচন ও দুর্গন্ধে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং তা এমন পশুর পেশাবের মতো গণ্য হবে, যার গোশ্‌ত খাওয়া নিষেধ। ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ (সা.) ওহীর মাধ্যমে (উটের পেশাবে) তাদেও রোগ আরোগ্য জানতে পেরেছিলেন। উল্লেখ্য ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে চিকিৎসা হিসাবেও তা পান করা হালাল নয়। কেননা তাতে আরোগ্য লাভ নিশ্চিত নয়। সুতরাং হারাম হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)-এর মতে (উরায়না গোত্রের) ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা পান করা হালাল। ইমাম (রাহ.)-এর মতে উক্ত পেমাব পাক হওয়ার কারণে চিকিৎসা হিসাবে এবং সাধারণভাবে তা পান করা হালাল।[২]

---

১ Ed. by Z. Baintnre, **Sheikh Burhanuddin Abi Al Hasan Ali Marghinani : The Hidaya: Commentary on the Islamic Laws**, (**Karachi - Pakistan:** Darul Ishaat, 2005) P. 1, P. 22.

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুতুবখানা), পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪. যে নাবীয সম্পর্কে বিরোধ রয়েছে, তা হচ্ছে ঐ নাবীয যা মিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এমন তরল যে, সাধারণ পানির মতো তা শরীরে প্রবাহিত হয়। আর যা গাঢ় হয়ে গেছে তা হারাম হবে, তা দ্বারা অজু জায়েজ হবে না। আর যদি আগুনে জ্বাল দেওয়ার কারণে তাতে পরিবর্তন আসে তাহলে মিষ্ট থাকা পর্যন্ত অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। আরযদি গাঢ় হয়ে যায় তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে তা দ্বারা অজু জায়েজ। কেননা তাঁর মতে তা পান করা হালাল। আর ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.)-এর মতে তা পান করা হারাম বিধায় তা দ্বারা অজু করা যাবে না। নাবীযুত্ তামার ছাড়া অন্য সকল নাবীয দ্বারা ক্বিয়াসের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অজু জায়েজ হবে না। (অর্থাৎ ক্বিয়াসের দাবি হিসাবে কোনো নাবীয দ্বারাই অজু জায়েজ হবে না। কিন্তু নাবীযুত্ তামার সম্পর্কে হাদীস বিদ্রমান থাকায় ক্বিয়াসের বিপরীতে বৈধতার হুকুম দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে কিশমিশ, গম ইত্যাদি দ্বারা তৈরি নাবীযের ক্ষেত্রে ক্বিয়াস অনুযায়ী অধৈতার হুকুম দেওয়া হয়েছে।[১]

৫. যোহরের নামাজের প্রথম সময় হলো যখন সূর্য হেলে পড়ে। কেননা হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) প্রথম দিন সূর্য হেলে পড়ার পর ইমামতি করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে জোহরের শেষ সময় হলো তখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (রাহ.)-এর মতে যখন প্রতিটি বস্তুর চায়া তার সমপরিমাণ হয়। এর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হতে বর্ণিত একটি মত। فَيْءُ الزَّوَال (মধ্যাহ্ন ছায়া) হলো ঠিক মধ্যাহ্ন কালে কোনো বস্তুর যে ছায়া হয় তাই। সাহেবাইনের দলিল হলো, হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) প্রথম দিন এ সময় আসরের ইমামতি করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর দলিল হলো রাসূল (সা.) বলেছেন- জোহরকে তোমরা শীতল করে পড়ো। কেননা গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের তীব্রতা থেকে আসে। আর আরব দেশে (প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার) এ সময়টাতেই গরম তীব্রতম হয়। সুতরাং হাদীস যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো, তাই সন্দেহ বশত:সময় শেষ হবে না।[২]

৬. মাগরিবের প্রথম সময় হলো, যখন সূর্য ডুবে যায় এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ পর্যন্ত শাফাক (شفق) অদৃশ্য না হয়। ইমাম শাফেঈ (রাহ.) বলেন, তিনি রাকআত নামায পড়ার পরিমাণে সময় হলো মাগরিবের সময়। কেননা জিব্‌রাঈল (আ.) দু'দিন এই একই সময়ে মাগরিবের ইমামতি করেছেন। আমাদের দলিল হলো-রাসূল (সা.) বলেছেন, মাগরিবের প্রথত সময় হলো[৩]

---

১. **বুরহান উদ্দীন আলী ইব্‌ন আবূ বকর আল ফারগনানী আল মারগীনানী, আল হিদায়া,** ১ খ., পৃ. ১৬।

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** পৃ. ২৬৮।

৩. Z. Baintnre, **The Hidaya: Commentary on the Islamic Laws**, (Karachi - Pakistan: Darul Ishaat, 2005), P. 1, P. 60.

Dhaka University Institutional Repository

যখন সূর্য ডুবে যায় এবং তার শেষ সময় হলো, যখন শাফাক (سفق) অদৃশ্য হয়। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) যে হাদীস পেশ করেছেন, তাতে বিলম্ব না করার কারণ হলো মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকা। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে শাফাক (سفق)- এর অর্থ দিগন্তের ফরসা আলো, যা লালিমার পরে দেখা যায়। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে লালিমাটিই হলো শাফাক (سفق)। এরই অনুরূপ একটি বর্ণনা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) হতে পাওয়া যায়। ইমাম শাফি'ই (রাহ.)-এর (পূর্ববর্তী) অভিমতও এই। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন, الشفق الحمرة" "শাফাক হলো দিগন্ত লালিমা। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর দলিল হলো, "واخر وقت المغرب" اذا اسود الافق" অর্থ মাগরিবের শেষ সময় হলো, যখন দিগন্ত কালো হয়ে যায়। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)- এর বর্ণিত হাদীসটি ইব্‌ন ওমর (রা.)- এর ওপর মওকুফ। ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন এবং এ সম্পর্কে (শাফাক এর অর্থ সম্পর্কে) সাহাবীদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।[১]

৭. মাগরিবের নামায প্রথম সময়ে আদায় করা মোস্তাহাব। কেননা বিলম্বে পড়লে ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য হয় বিধায় তা মাকরূহ। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন– আমার উম্মত যতদিন মাগরিব অবিলম্বে এবং ইশা বিলম্বে আদায় করবে, ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে। ইশাকে রাত্রের তৃতীয়াংশের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন, যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে মনে না করতাম তাহলে অবশ্যই আমি ইশার নামায রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম। তা ছাড়া তা ইশার পরে হাদীস নিষিদ্ধ আলাপ করা থেকে বিরত থাকার উপায়। কারো কারো মতে গ্রীষ্মকালে তাড়াতাড়ি করতে হবে, যাতে জামাতে মুসল্লির সংখ্যা কমে না যায়। মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ। কেননা মাক্রূহ হওয়ার দলিল হলো জামাত ছোট হওয়া এবং মোস্তহাব হওয়ার দলিল হলো-আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকা পরস্পর বিরোধী। সুতরাং মধ্যরাত পর্যন্ত মাকরূহ হওয়া প্রমাণিত হবে। কেননা তাতে জামাত ছোট হয়। পক্ষান্তরে আলাপচারিতা এর আগেই বন্ধ হয়ে যায় । তাজ্জুদের নামায আদায়ে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য বিতরের ক্ষেত্রে রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তহাব। আর যে ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত, সে ঘুমের আগেই বিতর আদায় করবে। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে, শেষ রাতে জাগ্রত হতে পারবে না সে যেন রাতের প্রথম দিকে বিতর আদায় করে। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার আশা করে সে যেন শেষ রাতেই বিতর আদায় করে। মেঘলা[২]

---

১. **বুরহান উদ্দীন আলী ইব্‌ন আবূ বকর আল ফারগনানী আল মারগীনানী, আল হিদায়া,** ১ খ., পৃ. ৬০।
২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** পৃ. ২৭৬-২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

দিন হলে ফজর জোহর এবং মাগরিব বিলম্বে আদায় করা এবং আসর ও ইশা অবিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা মেঘ-বৃষ্টির কারণে বিলম্ব করায় জামাত ছোট হবে। আর আসর বিলম্ব করলে মাকরূহ ওয়াক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে ফজরে সে সম্ভাবনা নেই। কেননা ফজরের সময় দীর্ঘ। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে সতর্কতার জন্য সকল নামাজে বিলম্বের নির্দেশ বর্ণিত আছে। কেননা সময় অতিক্রম হওয়ার পরে (কাজা হলেও) নামায আদায় করা জায়েজ আছে। পক্ষান্তরে সময়ের আগে নামায আদায় করা জায়েজ নেই।[১]

৮. মাগরিব ছাড়া অন্য সময় অযান ও ইকামতের মাঝে কিছু সময় অপেক্ষা করবে। এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর অভিমত। সাহেবাইন বলেন যে, মাগরিবের সময় ও স্বল্পক্ষণ অপেক্ষা করবে। কেননা আযান ও ইকামতে ব্যবধান করা আবশ্যক। আর উভয়কে মিলিয়ে দেওয়া মাকরূহ। আর স্বর-বিরতি বা নীরবতা ব্যবধান বলে গণ্য হবে না। কেননা তা তো াযানের কলেমাগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান। সুতারাং স্বল্পক্ষণ বসা দ্বারা ব্যবধান করতে হবে। যেমন দুই খুতবার মাঝখানে হয়ে থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর দলিল হলো যে, মাগ্রিবে বিলম্ব করা মাকরূহ। সুতরাং তা পরিহার করার জন্য নূন্যতম ব্যবধানেই যথেষ্ট হবে। আর আমাদেও আলোচ্য মাসআলাতে স্থানও ভিন্ন এবং স্বরও ভিন্ন। সুতরাং স্বল্প বিরতি দ্বরাই ব্যবধানগণ্য হবে। পক্ষান্তওে খুতবা সেরূপ নয়। ইমাম শাফেঈ (রাহ.) অন্যান্য নামাজের ওপর ক্বিয়াস করে বলেন যে, দুই রাক'আত নফলের মাধ্যমে ব্যবধান করবে (অন্য নামায থেকে মাগরিবের পার্থক্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করছি) ইমাম ইয়াকুব আবূ ইউসুফ (রাহ.) (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- কে আযান ও ইকামত দিতে দেখেছি। তিনি আযান ও ইকামতের মাঝে বসতেন না। আমরা যা বলেছি, এটি তার সর্মথন করে। আর এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মুয়াজ্জিনের শরিয়ত সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। কেনতা রাসূল (সা.) বলেছেন," ويؤذن لكم خياركم "তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদেও জন্য আযান দেবে।[২]

৯. নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারীর পিছনে নামায আদায় করতে পারবে। কেননা নফল আদায়কারীর জন্য শুধু মূল নামায থাকাই হলো প্রয়োজন। আর ইমামের ক্ষেত্রে মূল নামায বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এর উপর ইব্না متحقق সাব্যস্ত হবে। যে ব্যক্তি কোনো ইমামের পিছনে ইক্তিদা করল তারপর জানতে পারল যে, তার ইমাম হাদাসগ্রস্ত, তখন তাকে নামায দোহরাতে[৩]

---

১. Z. Baintnre, **The Hidaya: Commentary on the Islamic Laws**, (Karachi : Darul Ishaat), P.1, P61.

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, পৃ. ২৯৭।

৩. **বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর আল ফারগনানী আল মারগীনানী, আল হিদায়া**, ১ খ., পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জামাআতের ইমামতি করল, তারপর প্রকাশ পেল যে, সে হাদাসগ্রস্ত অথবা জুনূবী, তখন সে নিজেও নামায দোহ্‌রাবে এবং মুক্তাদিরাও দোহরাবে। এ বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) পূর্ব বর্ণিত যুক্তির ভিত্তিতে ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু আমরা অন্তর্ভুক্তির র্মম বিবেচনা করি। আর তা জায়েজ হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কোনো উম্মী ব্যক্তি যদি কুরআন পাঠে সক্ষম একদল লোক এবং উম্মী একদল লোকের ইমামতি করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে সকলের নামাযই ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) বলেন ইমামের নামায এবং যারা কুরআন পাঠে সক্ষম নয়, তাদের নামায পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কেননা ইমাম নিজে মাজুর এবং তিনি একদল মাজুর লোকের ইমামতি করেছেন। সুতরাং এটি ঐ অবস্থার সদৃশ, যখন কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি একদল উলঙ্গ ও একদল বস্ত্রধারীর ইমামতি করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর দলিল হচ্ছে- ইমাম কিরাআতের উপর সক্ষমতা সত্ত্বেও কিরাআতের ফরজ তরক করেছে সুতরাং তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। সক্ষমতার কারণ হচ্ছে- সে যদি কারীর পিছনে ইক্তিদা করতো তাহলে কারীর কিরাআত তার-কিরাআত হতো। আর ঐ মাসআলাটি এবং এর অনুরূপ মাসআলার হুকুম ভিন্ন। কেননা ইমামের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বলে গণ্য হবে না।[১]

১০. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে সালাতুল বিত্‌র ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রাহ.) বলেন এটি সুন্নত।[২] কেননা তাতে সুন্নতের আলামতসমূহ সুপ্রকাশিত রয়েছে। কারণ, বিত্‌র অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা যায় না এবং এর জন্য আলাদা আজান দেওয়া হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর দলিল হলো হাদীস, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি নামায বৃদ্ধি করেছেন। সেটা হলো বিত্‌র। সুতরাং তা তোমরা ইশা ও ফজর উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করবে। এখানে 'আমর' বা আদেশবাচক শব্দ এসেছে। অর তা দ্বারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে। এ জন্যই সর্বসম্মতিক্রমে তা কাজা করা ওয়াজিব। তবে বিত্‌ও অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত না করার কারণ হলো, তার ওয়াজিব হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বিত্‌র সুন্নত হওয়ার যে বর্ণনা রয়েছে, তার অর্থ হলো, তা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। আর যেহেতু তা ইশার সময় আদায় করা হয়, সেহেতু ইশার আযান ও ইকামতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।[৩]

---

১. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবূ বকর আল ফারগনানী আল মারগীনানী, **আল হিদায়া**, ১ খ., পৃ. ১০২।

২. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া**, পৃ. ৪৬৮।

৩. Z. Baintnre, **The Hidaya: Commentary on the Islamic Laws**, (**Karachi:** Darul Ishaat),P.1,P.60.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং বিশ্বে ফিক্‌হ হানাফীর প্রভাব

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) 'ইল্‌ম ফিক্‌হ্' লিপিবদ্ধ করে সারা বিশ্বময় সুখ্যাতি লাভ করলেন এবং 'ইমামে আ'যম' উপাধিতে ভূষিত হলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ 'ফিক্‌হ্' গণমানুষের সার্বিক চাহিদা পূরণ করে মানুষের ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক, কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনন্য খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম 'ফকীহ্ ব্যক্তিত্ব'। তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। যার কারণে তাঁর শিক্ষা কেন্দ্রটি সমসাময়িক যুগে বৃহত্তম শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

ফিকহ হানাফীর বিকাশ সম্বন্ধে আলিমগণ বলেন, এ মাযহাবের উসূল ও নীতিমালা অধ্যধিক ব্যাপক। মাসাইলের সংখ্যাও প্রচুর। সব বিষয়ের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাস'আলার সমাধান এতে রয়েছে। ফিক্‌হ হানাফীতে এমন সহজভাবে মাস'আলা মাসাইল প্রণয়ন করা হয়েছে- যা মানুষের সামর্থ ও সাধ্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। সর্বোপরি আল্লাহ্ তা'আলা ফিক্‌হ হানাফীকে এমনভাবে কবুল করেছেন যে, একে তিনি গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের নিকট সমাদৃত করে দিয়েছেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) বলেন,[১] "واهل الروم وما وراء النهر والهند حنفيون"

"রোম, মা-ওয়ারাউন্ নাহার (মেসোপটেমিয়া) এবং পাক-ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমান সকলেই হানাফী"।

ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) লিখেন,[২]

"در جميع عبلدان وجميع اقاليم بادشاهان حنفى اند وقضاة اكثر ومدرسان واكثر عوام حنفى"

"দেশ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার রাজা-বাদশাহগণ ছিলেন হানাফী ও কাযী তথা বিচারপতিগণ হানাফী, শিক্ষকবৃন্দ হানাফী, এমনকি অধিকাংশ জনসাধারণও ছিল হানাফী"।

১৭০ হি./৭৮৭ খৃ. সনে খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আ'যম (রাহ.)- এঁর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)- কে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করলে হানাফী ফিকহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং তাতে ফিক্‌হ হানাফীর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। কেননা ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)- এর প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর আব্বাসী খিলাফতের অধীনে যত বিচারপতি ছিল সকলেই তাঁর নির্দেশ মুতাবিক বিচারকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এমনিভাবে নতুন বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকেই নির্বাচন করেছিলেন যাঁরা ফিক্‌হর ক্ষেত্রে একই ফিক্‌হর অনুসারী ছিলেন। ফলে ফিক্‌হ হানাফী অল্প কিছু দিনের মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যে গোটা অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ে।

---

১. التعرف فى الفقه والتصرف وتحصيل আসারুল ফিকহিল ইসলামী, ১ খ., পৃ. ২১২।

২. كلمات طيبات, (মুরাদাবাদ, ১৩০৮ ইং), মাকতুব নং ১১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইব্‌ন হাযম উন্দুলুসী (রাহ.) বলেন,[১]

"مذهبان انتشر فى بدء امرهما بالرياسة الحنفى بالمشرق والمالكى بالاندلس"

"ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সহায়তার দু'টি মাযহাব গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য অঞ্চলে হানাফী মাযহাব, আর উন্দুলুসে-স্পেনে মালিকী মাযহাব"।

ফিক্‌হ হানাফী বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হওয়ার পেছনে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অপরদিকে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এঁর শিষ্য ছিল অনেক। তাঁরা বিভিন্ন দেশ তথা ইরাক, বল্‌খ, খুরাসান, সমরকন্দ, বুখারা, রায়, সিরাজ, তুসি, জানজান, ইস্‌তিরাবাদ, বুস্‌তাম, ফারগানা, খাওয়ারেযম, ভারত ইত্যাদি স্থানসমূহে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সর্বত্র ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)- এর মাযহাব প্রচার করেন। নিজেরা এর উপর আমল করেন, লোকদেরকে এর প্রতি দাওয়াত দেন, এর উপর কিতাব রচনা করেন এবং অপরাপর মাযহাবের অনুসারীদের সাথে নিজেদের মাযহাবের যৌক্তিকতা তুলে ধরা মুনাযারা ও মুবাহাসা করেন। এতেই মৌলিকভাবে ফিক্‌হ হানাফী বিশ্বব্যাপী সামগ্রীকতা লাভ করে।[২] তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় কখনও এ কথা বড় আশ্চর্যের বিষয় ছিল না যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর 'রায়' (কর্মনীতি) শরী'আতের আহ্‌কাম নিরূপণে অপর আলিমগণের খেলাফ হবে এবং ঐ মুহাদ্দিসগণের রায়েরও, যাদের অধিকাংশই প্রকাশ্য দলীলের (প্রকাশ্য শব্দ) উপর এসেই থমকে দাঁড়াতেন। কোনরূপ চিন্তা-গবেষণাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করতেন। বিশেষত মুহাদ্দিসগণের মাঝে এমন সাধারণ ব্যক্তিও এসে অতি সহজে মুহাদ্দিস হয়ে বসতেন যাঁদের সম্পর্কে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়ামান (রাহ.)বলেন : " সেই সব নামেমাত্র মুহাদ্দিসগণের মধ্যে এমনও কেউ আছেন, যিনি হাদীস লিখতেন বটে, কিন্তু না বুঝার চেষ্টা করতেন, আর না চিন্তা-গবেষণার। আর যখন তাঁকে কোন ফিক্‌হী মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বসে পড়েন এবং কিতাব পড়তে শুরু করেন। যেমনটি করে কোন মুন্‌শী।"[১] শুধু তাই নয়, এই মুহাদ্দিসগণের মাঝে কতেক 'আহলে হাদীস' আছেন যারা চিন্তা -গবেষণা, জ্ঞান-বুদ্ধির দিক থেকে একেবারেই নিরেট বোকা, উপরন্তু অজ্ঞ। কোন কোন সময় তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা হাদীসের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করতেন। এমনকি হাস্যস্পদ ফাত্‌ওয়াও তারা প্রদান করতেন। যেমন :

(ক) এহেন জ্ঞান-বুদ্ধির এক দুশমন ঢিলা দ্বারা পবিত্র হয়ে উযূ ব্যতীতই 'সালাতুল বিত্‌র' আদায় করে নেন এবং তার এই কাজের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য হাদীসে রাসূল (সা.)-এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন যে, "من استجمر فليوتر"। হাদীসের "فليوتر" শব্দের অর্থে ঐ ব্যক্তি 'সালাতুল বিত্‌র' বুঝেছেন এবং ইব্‌না উযূতেই নামায আদায় করেছেন। অথচ হাদীসে" فليوتر "শব্দের অর্থ হলো পবিত্র হওয়ার জন্য তিন, পাঁচ অথবা সাতটি ঢিলা বা বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করতে হবে।[৩]

---

১. وفيات الاعيان ২ খ., পৃ. ২১৬।

২. আসারুল ফিকহিল ইসলামী, (লাহোর, পাকিস্তানঃ দারুল মা'আরিফ), ১ খ., পৃ. ২৩০।

৩. جامع بيان العلم , ২ খ. পৃ. ১২১। সূত্র : ইসলামী শরী'আহ ও সুন্নাহ (ইকাবা)।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) এহেন আরেকজন বোকা মুহাদ্দিস সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর জুম'আর নামাযের পূর্বে মাথা ন্যাড়া করেন নাই। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসের

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الصلوة يوم الجمعة"

حلق শব্দটির অর্থ حلق বুঝে নিজের অজ্ঞতার কারণে নামাযের পূর্বে মাথা ন্যাড়া করতেন না। অথচ হাদীসে حلق শব্দটি حلقة শব্দের বহুবচন। হাদীসের অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জুম'আর নামাযের পূর্বে মসজিদে গোল চক্রাকারে বসতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু এতে মুসল্লিদের নামাযে বিঘ্ন ঘটে। এ দ্বারা মাথা কামানো বা ন্যাড়া হওয়া বুঝায় না।

(গ) এইরকম আরেক বোকা নামেমাত্র মুহাদ্দিস

"نهى ان يسقى الرجل ماءه زرع غير"

হাদীসের এই অর্থ বুঝেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিবেশীর শস্যক্ষেত্রে পানি দ্বারা সিক্ত করতে নিষেধ করেছেন। অথচ উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাংকেতিকভাবে যুদ্ধে যে সব মহিলা গর্ভবতী হয়েছিল, তাদের সাথে সঙ্গম করতে নিষেধ করেছিলেন।

(ঘ) এমনি একজন মুহাদ্দিসকে দরসে হাদীসের মজলিসে এই মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, একটি মুরগী কূপে পড়ে গিয়েছে– এর হুকুম কি? তখন তিনি বললেন, 'তুমি কেন কূয়ায় ঢাক্না দিলে না ? তা হলে মুরগীও পড়ত না, আর মাসআলাও জিজ্ঞেস করতে হতো না।

(ঙ) এমনিভাবে অপর একজন মুহাদ্দিসকে উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি ফাত্ওয়া লিখে দিলেন যে, কুরআনে আল্লাহ্র নির্ধারিত বন্টন অনুযায়ী দেয়া হোক।[১]

হানাফী ফিক্হ ব্যাপকভাবে সামদৃত হওয়ার কারন

১. হানাফী ফিক্হ রিওয়ায়েতের সাথে দিরায়াত বা যুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে।
২. অন্যান্য ফিক্হ-র তুলনায় হানাফী ফিক্হ সরল এবং সহজে পালনযোগ্য।
৩. হানাফী ফিক্হ-র জীবন ব্যবস্থার অংশ অত্যন্ত ব্যাপক, সুদৃঢ় ও নিয়মতান্ত্রিক।
৪. তাহ্যীব-তামাদ্দুন-এর জন্য যা যা প্রয়োজন, তা এতে অনেক বেশী।
৫. হানাফী ফিক্হ অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা অত্যন্ত সহজ। কারণ এতে, প্রজা সাধারণ, বিশেষতঃ অমুসলিমদের দাবি ও চাহিদার প্রতি সদয় ও নমনীয়তা বিদ্যমান।
৬. হানাফী ফিক্হ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে আহরিত হুকুম-আহ্কামসমূহ অত্যন্ত সুদৃঢ় ও যুক্তিভিত্তিক।
৭. হানাফী ফিক্হ কুরআন ও হাদীসে এবং একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যার ফলে হাদীস এবং কুরআনের কোনো আয়াতই আমলের বর্হিভূত থাকেনি।[২]

---

১. جامع بيان العلم ২ খ. পৃ. ১২১।

২. আবূ যাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ**, (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সম্মান ও মর্যাদা

জ্ঞানীজন বলেন, জ্ঞানী মানুষই জ্ঞাণী মানুষেকে সম্মান করতে পরে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে বিশিষ্ট আলিম, ইমাম শিক্ষক, শায়খ, গবেষক ও ঐতিহাসিকগণের মন্তব্য তুলে ধরা হল যা তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও লেখক আল খতীব বাগদাদী (৩৯২-৪৩৬হি./১০০২-১০৭১খৃ.)

খতীব বাগদাদী বলেন, "অধিক পরিমাণে ইবাদত ও রাত্রি জাগরনের কারনে মানুষ তাকে পেরেক বলতো।[১] খতীব বাগদাদী বর্ণনা, করেন তিনি রাত্রে শয়ন করতেন না। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ৩০ বছর পর্যন্ত রাত্রে এক রাকাআতে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ পাঠ করেন" খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন কূফা নগরীর এক ব্যক্তি আবূ হানীফা (রাহ.) সমালোচনা করতে লাগল আব্দুল্লাহ ইব্ন মোবারক (১১৮-১৮১হি./৭৩৬-৭৯৭খৃ.) বললেন তুমি ধ্বংস হও তুমি এমন ব্যক্তির বদনাম করছো যিনি পয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াকত নামায এক অযুতে আদায় করেছেন। যিনি রাত্রে এক রাকাআতে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পাঠ করতেন আর যে ইল্ম ফিক্হ আমার কাছে আছে তা আবূ হানীফা থেকেই অর্জন করেছিল সুফয়ান ইব্ন উফাইয়া বর্ণনা করেন আবূ হানীফা (রাহ.) এর উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করুক তিনি অধিক নামায আদায় কারী ছিলেন তিনি বলেন মক্কা শরীফে আমাদের সময়ে তার চেয়ে অধিক নামায আদায় কারী কেহ আসে নি।[২]

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আল শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.)

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, "যে ব্যক্তি যুদ্ধ-জিহাদ বিষয়ক জ্ঞানে পান্ডিত্ব অর্জন করতে চায়, সে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রাহ.) এর পরিবারের সদস্য। আর যে ফিক্হ শাস্ত্রে পান্ডিত্ব অর্জন করতে চায় সে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর পরিবারের সদস্য। এমনিভাবে নাহ্ শাস্ত্রে কেউ পান্ডিত্ব অর্জন করতে চাইলে সে হবে কিৃসায়ী (রাহ.) এর পরিবারের। আর তাফসীর শাস্ত্রে মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (রাহ.) এর পরিবারের ও কাব্য প্রতিভায় যুহায়র (রাহ.) এর পরিবারের। হযরত ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) থেকে একথাও বর্ণিত আছে যে, আমাদের স্বল্প জ্ঞানের তুলনায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর উক্তিই শ্রেষ্ঠ।"[৩]

হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাসীর (৭০১-৭৭৪হি./১৩০১-১৩৭৩খৃ.)

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রশংসা করতে গিয়ে শাফি'ঈ মতাবলম্বী হাফিয ইব্ন কাসীর (রাহ.) উল্লেখ করেন, "ইসলামের অন্যতম নেতা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.), অনুসৃত চার মাযহাবের ইমাম চতুষ্টয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম।"[৪]

---

১. الخطيب : تاريخ بغداد, (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ. ৩৫৪।

২. محمد ابن يوسف ; পৃ. ১৭৯ محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২১১; Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,P.178.

৩. আহমদ ইবনে মুস্তফা আশ শাহীর বি ত্বাস কূবরী যাদ, **মিফতাহুস সা'আদা,** মৃ. ৯৬২ হিজরী, ২খ, পৃ.১৮১।

৪. ইব্ন কাসীর, **আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ** , (মিশন : মাক্তাবাত আল সা'আদ) , ৫ খ., পৃ. ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন খালদূন (রাহ.)

ইব্ন খালদূন (রাহ.) বলেন,[১] "ফিক্হ শাস্ত্রে সংঘাতকারী দল বিশেষ করে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) দুজনেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জন্য সংযোজিত হবে না।"

জাবের ইব্ন সোলাঈমান

জাবের ইব্ন সোলাঈমান বর্ণনা করেন,[২] "ইমাম আবূ হানীফা এক রাকাআতে পুরো কুরআন মাজীদ পাঠ করে নিতেন আসাদ ইব্ন আমর বর্ণনা করেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) চল্লিশ বছর নাগাদ এশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন রাত্রে সাধারণত এক রাকাআতেই সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পাঠ করতেন ঘরের ভিতরে ইবাদতে কান্না আওয়াজ বাহিরে শুনা যাইত। তার প্রতিবেশীগণ ভয়ে কেপে উঠত। যে স্থানে গ্রেফতার হয়ে বাগদাদ পাঠানো হয় সেখানে তিনি সাত হাজার বার আল কুরআন শরীফ তেলাওয়াত খতম করেছিলেন।"

আবূ বকর মারওয়ানী (রাহ.)

আবূ বকর মারওয়ানী (রাহ.) বলেন,[৩]" আহমদ ইব্ন হাম্বল (রাহ.) কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমাদের নিকট একথা সটিক বলে মনে হয় না যে, আবূ হানীফা (রাহ.) বলেছেন, কুরআনে কারীম আল্লাহর সৃষ্টি তিনি এ কথাও বলেন, সুবহানাল্লাহ! ইলম, তাকওয়া ও পরকালের ত্যাগ তিতিক্ষায় তিনি এমন পর্যায়ে অবস্থান করছেন যা কেউ উপলব্ধি করতে পারছে না।"

মালিক ইব্ন আনাস (রাহ.) (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ খৃ.)

মালিক ইব্ন আনাস (রাহ.) থেকে বর্ণিত আছে,[৪]

وضع ابو حنيفة رحمه الله تعالى ستين الف مسألة في الاسلام. "

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইসলামের মধ্যে ষাট হাজার মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।"

ইমাম আবূ বকর ইব্ন আতীক (রাহ.)

ইমাম আবূ বকর ইব্ন আতীক (রাহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে,[৫]" "انه وضع خمس ماة الف مسألة" অর্থাৎ 'তিনি পাঁচ লাখ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।"

খতীব খাওয়ারেযমী (রাহ.)

খতীব খাওয়ারেযমী (রাহ.) উল্লেখ করেন,

"انه وضع ثلاث ماة الف مسألة نمانية وثلاثين الفا فى العبادة والباقي فى المعاملة لو لا هذا لبقي الناس بالضلالة. "

---

১. গোলাম সামদানী কোরায়শী অনু. **ইব্ন খালদুন আল-মুকাদ্দিমা,** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১), পৃ. ৪৪৭।

২. (دار العلوم ديوبند),تذكرة النعمان: محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي পৃ. ১৭৯ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২১১।

৩. আল যাহবী, **মানাকিব আল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া সাহ্বাইহী,** (মিসর : দার আল কুতুব আল মিসরী, ১৯৪৬), পৃ. ২৭।

৪. আহমদ ইবনে মুস্তফা আশ শাহীর বি ত্বাস কূবরী যাদ, **মিফতাহুস সা'আদা,** মৃ. ৯৬২ হিজরী, ২খ, পৃ.১৮১।

৫. **প্রাগুক্ত,** ২ খ, পৃ.১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি তিন লাখ মাসআলা রচনা করেছেন। তম্মধ্যে আটত্রিশ হাজার মাসআলা ইবাদত সম্পর্কীয়, আর বাকীগুলো মু'আমালা সম্পর্কীয়। এ মাসআলাগুলো যদি রচিত না হত, তবে মানুষ গোমরাহীতে ডুবে থাকত।"[১]

আবূ মুতি

আবূ মুতি বর্ণনা করেন,[২] "আমি মক্কা শরীফে ছিলাম যতবার তাওয়াফ করতে গিয়েছি আবূ হানীফা (রাহ.) এবং সুফয়ান ইব্‌ন উয়াইনা কে আওয়াজ অবস্থায় পেয়েছি। হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ হানীফা (রাহ.) বর্ণনা করেন যখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইন্‌তিকাল হলে আমরা হাসান ইব্‌ন উমারাহকে বললাম গোসল দিয়ে দিন তিনি গোসল থেকে ফারেগ হয়ে বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তার উপরে রহম করুন এবং ক্ষমা করুন ত্রিশ বছর পর্যন্ত রোজা রেখে ইফতার করেন নি। চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত রাত্রে শয়ন করেননি।"

কাযী ইয়ায (রাহ.)

কাযী ইয়ায (রাহ.) 'তারতীবুল মাদারিক' গ্রন্থে বলেন,[৩] "ইমাম মালিক (রাহ.) হযরত লায়স (রাহ.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছি যে,তিনি অবশ্যই একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ! হে মিসরী।"

আবূ হামযা সুমালী (রাহ.)

আবূ হামযা সুমালী (রাহ.) থেকে বর্ণিত,[৪] "তিনি বলেন, আমরা একবার আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী (রাহ.) এঁর নিকট ছিলাম, এমন সময় আবূ হানীফা (রাহ.) সেখানে প্রবেশ করলেন। কয়েকটি মাসায়িল সম্পর্কে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি এর উত্তর দিলেন। অতঃপর আবূ হানীফা (রাহ.) যখন বের হয়ে গেলেন, তখন আবূ জাফর (রাহ.) আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তাঁর আচরণ ভঙ্গি কতইনা চমৎকার, আর তাঁর ফিক্‌হী জ্ঞান কতইনা বেশী।"

শাবাবাহ ইব্‌ন সিওয়ার (রাহ.)

শাবাবাহ ইব্‌ন সিওয়ার (রাহ.) বলেন,[৫] "আবূ হানীফা (রাহ.) এর ব্যাপারে শু'বা (রাহ.) খুবই ভাল ধারণা পোষণা করতেন। যখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইন্‌তিকাল করলেন তিনি বললেন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সাথে কুফাবাসীর ফিক্‌হ শাস্ত্রও চলে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন।"

ইব্‌ন উয়াইনা (রাহ.)

ইব্‌ন উয়াইনা (রাহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ফকীহ্ হওয়ার কথা এবং তাঁর

---

১. **প্রাগুক্ত,** ২ খ, পৃ.১৮১।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৮০ ; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان, পৃ. ২১২-২১৩।

৩. আল্লামা আব্দুল হাই ইবনে আব্দুল হালীম লাখনবী, **মুকাদ্দামাতু উমদাতির রি'আয়াহ্,** মৃ. ১৩০৪ হি., পৃ. ৩৪।

৪. শায়খ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, **মুকাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম,** মৃ. ১৩৬৯ হি., ১ খ., পৃ.১৮৮।

৫. শায়খ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, **মুকাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম,** মৃ. ১৩৬৯ হি., ১ খ., পৃ.১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিত্ব ও খুব নামায পড়ায় অভ্যস্ত হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১]

সাঈদ ইব্ন আবী আরুবা (রাহ.)

সাঈদ ইব্ন আবী আরুবা (রাহ.) তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন,[২] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন ইরাকের সবচেয়ে বড় আলিম।"

ইয়াহইয়া ইব্ন মায়ীন

ইয়াহইয়া ইব্ন মায়ীন বলেন,[৩] "ফতওয়া প্রদানে ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (রাহ.) কূফীদের মাযহাবের অনুসরণ করতেন। তিনি এ কথাও বলতেন, আমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতিপন্য করি না। আমরা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বক্তব্যের অনুসরণ করি আমরা এ বক্তব্যেরই প্রবক্তা।"[৩]

আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (১১৮-১৮১ হি./৭৩৬-৭৯৭ খৃ.)

ইসমাঈল ইব্ন দাউদ (রাহ.) বলেন,[৪] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বর্ণনা করে ইব্ন মুবারক (রাহ.) বলতেন যে, তাঁর সব কটি দিকই ভাল; তিনি আমাকে পরিশুদ্ধ করেছেন, অনেক কিছু দিয়েছেন এবং এর উপর প্রশংসাও করেছেন। আবূ ইসহাক ফাযারী (রাহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে অপছন্দ করতেন। কিন্তু তারা যখন একত্রিত হতেন তখন ইব্ন মুবারক (রাহ.) এর সামনে আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে আবূ ইসহাক কোন সমালোচনাই করতেন না। ইব্ন মুবারক (রাহ.) এর মজলিসে একবার এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সম্পর্কে অপবাদ দিল। ইব্ন মুবারক (রাহ.) তাকে বললেন, চুপ কর। আল্লাহর শপথ! যদি তুমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে দেখতে তবে তাকে এক পরিশুদ্ধ বিবেক হিসেবেই দেখতে।

হাজার ইব্ন আব্দুল জাব্বার (রাহ.)

হাজার ইব্ন আব্দুল জাব্বার (রাহ.) বলেন,[৫]

"قيل للقاسم بن معن انت ابن عبد الله بن مسعود ترضى ان تكون من غلمان ابي حنيفة؟
فقال ما جلس الناس الى احد انفع مجالسة من ابي حنيفة. "

"কাসেম ইব্ন মা'আন (রাহ.) কে বলা হয়, আপনি কী আবূ হানীফা (রাহ.) গোলামের অন্তর্ভুক্ত হতে রাজী হবেন? তিনি বললেন, আবূ হানীফা (রাহ.) এর মজলিস অপেক্ষা অন্য কারো মজলিস কোন মানুষের জন্য বেশী লাভ জনক হবে না।' কাসেম তাকে বললেন, আমার সাথে তাঁর নিকট চল। যখন তার সাথে সেখানে গিয়ে বসল, এবং তাঁর কথা শুনে থাকতে চাইল আর বলল,তাঁর মত জ্ঞানী অনন্য আর কাউকে দেখিনি।"

সুলাঈমান ইব্ন আবী শায়খ (রাহ.)

সুলাঈমান ইব্ন আবী শায়খ (রাহ.) বলেন, আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন সহনশীল,

১. শায়খ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, **মুকাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম** , মৃ. ১৩৬৯ হি., ১ খ., পৃ.১৮৯।
২. প্রাগুক্ত, ১ খ., পৃ.১৮৯।
৩. প্রাগুক্ত, ১ খ., পৃ.১৯০।
৪. প্রাগুক্ত, ১ খ., পৃ.১৯০।
৫. শায়খ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, **মুকাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম** , মৃ. ১৩৬৯ হি., ১ খ., পৃ.১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

মুত্তাকী ও দানশীল।

যুহায়র ইব্‌ন মু'আবিয়া (রাহ.)

যুহায়র ইব্‌ন মু'আবিয়া (রাহ.) কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন,[১] "আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নিকট তোমার কোন এক দিনের সফর কোন শহরে অবতরণ অপেক্ষা তোমার জন্য অধিক লাভজনক হবে।"

ইমাম আবূ বকর আতীক ইব্‌ন দাউদ ইয়ামানী (রাহ.)

ইমাম আবূ বকর আতীক ইব্‌ন দাউদ ইয়ামানী (রাহ.) বলেন,[২] "রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য শরীয়ত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা জামিন (দায়িত্বশীল) হয়েছেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সর্ব প্রথম এ শরীয়তকে সুবিন্যস্ত করেছেন। সুতরাং এ কথাটিকে দূরবর্তী মনে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা একে নিজ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে বিন্যাস সাধনের ভার এমন ব্যক্তির উপর দিবেন যিনি ভূলের উপর আছেন।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন নাদীম (রাহ.) (মৃ. ৩৮৫ হি./ ৯৯৫ খৃ.)

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন নাদীম (রা.) (মৃ. ৩৮৫হি.) বলেন,[৩]
"العلم برا وبحرا وشرقا وغربا وبعدا وقربا تدوينه أى الامام الاعظم رضي الله عنه. "
'জলে-স্থলে, প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে, দূরে-নিকটে বিক্ষিপ্ত সমুদয় ইলমের বিন্যাসকারী হলেন ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.)।

হাতিম ইব্‌ন আদম (রাহ.)

হাতিম ইব্‌ন আদম (রাহ.) বলেন,[৪] "ফযল ইব্‌ন মূসা সীনানী (রাহ.) কে আমি বললাম, সে সব ব্যক্তিদের আপনি কী মন্তব্য করেন, যারা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এ বিরুদ্ধে বিষোদগার করে? জবাবে তিনি বললেন, তারা যা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম এবং যারা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়, এ সমুদয় ইলম ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) জন সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন, আর তাদের জন্য কিছুই বাকী রাখেন নি। ফলে প্রতি হিংসাবশত তারা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়।"

ঈসা ইব্‌ন ইউনুস (রাহ.)

ঈসা ইব্‌ন ইউনুস (রাহ.) বলেন,[৫] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ব্যাপারে তোমরা মন্দ বলো না। তাঁর ব্যাপারে কেউ মন্দ বললে সত্যায়নও করো না। আল্লাহর কসম! তাঁর চেয়ে উত্তম ব্যক্তি, মুত্তাকী, ফিক্‌হবিদ আমি আর কাউকে দেখিনি। এ কথাগুলো ইব্‌ন আব্দুল বার (রাহ.) তাঁর 'আল ইনতিকা' এর মধ্যে সনদসহ উল্লেখ করেছেন।"

---

১. শায়খ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, **মুকাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম** , মৃ. ১৩৬৯ হি., ১ খ., পৃ.১৯০।

২. আল্লামা আব্দুর রশীদ আন নোমানী, **মুকাদ্দামাতু কিতাবিল আসার**, পৃ. ১২, ১৩; **মানাকিবে ইমাম আ'যম লি সদরিল আইম্মা**, খণ্ড ২, পৃ. ১৩৭।

৩. আবুল ফরজ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, **ফিহরিস্তে ইবনে নাদীম** , পৃ. ২৯৯।

৪. মুফতী হিফজুর রহমান, **ইমাম আবূ হানীফার অবদান**, পৃ. ৪৫।

৫. **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এঁর সম্মানে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)

ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.) এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে।

"انه لما زاره وصلى الصبح عند قبره ترك القنوت في الصبح ادبا مع الامام لكونه لا يقول به فانظر كثرة ادب الأئمة بعضهم مع بعض واياك والتعصب بغير العلم-"

"যখন তিনি আবূ হানীফা (রাহ.) এর কবর যিয়ারত করার জন্য গেলেন, সেখানে তার কবরের পাশে মসজিদে ফজরের নামায আদায় করলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি ফজরের নামাযে কুনূত বাদ দিয়ে দিলেন। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কুনূতের প্রবক্তা ছিলেন না। ইমামগণ পরস্পরের প্রতি কত সম্মান প্রদর্শন করতেন। অতএব ইলম ব্যতীত পক্ষপাতিত্ব করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।"[১]

'আলী ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রাহ.)

'আলী ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রাহ.) বলেন যে,[২] "আমাদেরকে উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাহ.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আ'মশ (রাহ.) এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর কাছে একজন লোক উপস্থিত হয়। অতঃপর একটা মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ইমাম আ'মশ (রাহ.) ঐ মাসআলাটির উত্তর প্রদান করেন নি। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে,

"فاذا ابو حنيفة فقال يا نعمان قل فيها قال القول فيها كذا قال من اين؟ قال من حديث كذا انت حدثتناه قال فقال الأعمش نحن الصيادلة وانتم الاطباء. "

'সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) উপস্থিত। তিনি বললেন, হে নু'মান! তুমি এ মাসআলাটির উত্তর দিয়ে দাও। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বললেন, তার উত্তর এই। ইমাম আ'মশ (রাহ.) বললেন, কিসের ভিত্তিতে এ উত্তর? ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) উত্তরে বললেন, এ উত্তরটি প্রদান করেছি এমন একটি হাদীসের ভিত্তিতে যা আপনি আমাদেরকে রেওয়ায়াত করেছেন। অতঃপর ইমাম আ'মশ বললেন, আমরা হলাম, ঔষধ বিক্রেতা, আর তোমরা হলে ডাক্তার।'

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন,[৩]

"مليحة شهدت لها ضراتها * والحسن ما شهدت به الضرات"

"বাস্তবতার নিরিখে সুন্দরী ঐ মেয়ে, যার রূপ ও সৌন্দর্যের সত্যায়ন করে তার সতীন। কারণ, ঐ রূপ ও সৌন্দর্যই বাস্তব যার সত্যায়ন সতীনের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।"[১]

হাসাব ইব্‌ন রাবী' (রাহ.)

হাসাব ইব্‌ন রাবী'(রাহ.)বলেন,[৪]আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক(রাহ.)কে বলতে শুনেছি,

"رأيت ابا حنيفة كل يوم * يزيد نباهة ويزيد خيرا"

১. ইমাম সাইয়িদ মুরতাযা আয যুবাইদী, **উকূদু জাওয়াহিরিল মুনীফা**, মৃ. ১২০৫ হি., ১ খ., পৃ. ১৩।
২. **প্রাগুক্ত**, ১ খ., পৃ. ১৩।
৩. **প্রাগুক্ত**, ১ খ., পৃ. ১১।
৪. শায়খ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, **মুকাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম**, মৃ. ১৩৬৯ হি., ১ খ., পৃ.১৯০।

"وينطق بالصواب ويصطفيه * اذا ما قال أهل الجوز جوارا

Dhaka University Institutional Repository

يقايس من يقايس بلب * ومن زا تجعلون له نضيرا
كفانا فقد حماد وكانت * مصيبتنا به امرا كبيرا
رأيت ابا حنيفة حين يؤتى * ويطب علمه بحرا غزيرا "

"আমি আবূ হানীফা (রাহ.) কে দেখতাম, প্রতিদিন তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে বাড়াচ্ছেন। তিনি সদা নির্ভুল কথা বলতেন এবং জেনে শুনে কথা বলতেন। অথচ জালিমরা অন্যায় কথা বলে বেড়াত। তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে ক্বিয়াস করতেন। তোমরা কি তাঁর উপমা দেখাতে পাবে? হাম্মাদের শূন্যস্থানকে তিনি পূর্ণ করেছেন। হাম্মাদের অবর্তমানে আমাদের উপর মস্তবড় বিপদ এসে পড়েছিল। আর আবূ হানীফা যখন আসলেন, তাঁর 'ইল্মকে আমরা কিনারাহীন সমুদ্র পেলাম।"

হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহ.) (রজব, ৮৪৯- জমাদিউল আউয়াল ৯১১হি./১৪৪৫-১৫০৫খৃ.),

হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহ.) 'তবয়ীযুস সহীফা ফী মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা'তে উল্লেখ করেন,[১] "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল, তিনি সর্ব প্রথম 'ইল্ম শরীয়তকে বিন্যস্ত করেন এবং অধ্যায় করে বিন্যস্ত করেন। অতঃপর তাঁর অনুসরণ করেন ইমাম মালিক (রাহ.) তিনি মুয়াত্তাকে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেন। এই কাজে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর আগে আর কাউকে দেখা যায় না।"

ইমাম মাসউদ ইব্ন শায়বা সিন্ধী (রাহ.)

ইমাম মাসউদ ইব্ন শায়বা সিন্ধী (রাহ.) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুত তা'লীম' এ ইমাম তাহাবীর কিতাব থেকে একটা উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (রাহ.) এই কিতাবে হানাফী মুহাদ্দিসীন কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ একত্রিত করেছেন। উদ্ধৃতিটি ইয়াযীদ ইব্ন হারুন (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম সুফয়ান (রাহ.) ফিক্হ শাস্ত্রকে 'আলী ইব্ন মুসহির কিতাব আল জামি' এর মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর বক্তব্য ও আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন মাসআলায় সহযোগিতা নিয়েছেন।[২] ইমাম সায়মারী (রাহ.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর শাগরিদের মধ্যে 'আলী ইব্ন মুসহির (রাহ.) একজন। তাঁর থেকে ইমাম সুফয়ান সাওরী (রাহ.), ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর 'ইল্ম অর্জন করেছেন। হাফিয আব্দুল কাদির কারশী (রাহ.) তাঁর কিতাব আল জাওয়াহিরুল মুযিয়া গ্রন্থে 'আলী ইব্ন মুসহির (রাহ.) এর জীবনীতে উল্লেখ করেন, 'আলী ইব্ন মুসহির (রাহ.) ই হাফিয আবূল হাসান কারশী

১. আল্লামা আব্দুর রশীদ আন নু'মানী, **মা তামাস্সা ইলাইহিল হাজাহ,** পৃ. ১২; حافظ عبد الرحمن السيوطى الشافعى رحمه الله تعالى ٩١١ هـ ،تبييض الصحيفة فى مناقب الامام ابى حنيفة, পৃ. ১৪৪।

২. মোল্লা 'আলী ক্বারী, **আল জাওয়াহির আল মুযি'য়্যাহ,** (হায়দরাবাদ:দাইরাতুল-মারিফ, ১৯১৩), ১খ.,পৃ. ৩৭৮; ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আহমেদ ইবনে উসমান আয যাবী, মৃ. ৭৪৮, **তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ,** (বৈরুত, লেবানন : দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবী, ১৩৭৬ হি./১৯৫৬খৃ.), ১ খ., পৃ. ২৯১।

Dhaka University Institutional Repository

(রাহ.)। ইমাম আহমদ আল আজালী (রাহ.) বলেন যে, 'আলী ইব্‌ন মুসহির (রাহ.) ঐ ব্যক্তি যিনি ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রকে লিপিবদ্ধ করেন এবং তিনি একজন নির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব।

হযরত শায়খ ওলীউদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল খতীব (রাহ.)

হযরত শায়খ ওলীউদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল খতীব (রাহ.) তাঁর কিতাবে লিখেছেন, আমরা যদি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ফাযায়িল, মানাকিব ও বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাখ্যা করি তাহলে বিশাল গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে। আমরা আমাদের মুল উদ্দেশ্যের দিকে পৌঁছাতে পারব না। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন- আলিম, আমিল, মুত্তাকী, পরহেযগার, যাহিদ, আবিদ এবং শার'ঈ উলূমের ইমাম।[১]

ইমাম আওযায়ী (রাহ.)

ইমাম ইব্‌ন মুবারক (রা.) বলেন,[২] ইমাম আওযায়ী (রাহ.) এর সাথে মক্কায় আমার মোলাকাত হয়। আমি ইমাম আওযায়ী (রাহ.) কে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর সাথে ঐ মাসআলাগুলোর ব্যাপারে মুনাযারা অবস্থায় দেখতে পাই। আমি যা লিখেছি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তার চেয়েও বেশি বলতেছিলেন। যখন মুনাযারা শেষ হয়ে গেল, আমি ইমাম আওযায়ী (রাহ.) কে জিজ্ঞাসা করি, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে কেমন দেখতে পেলেন?

"قال غبطت الرجل لكثرة علمه ووفور عقله أستغفر الله لقد كنت في غلط ظاهر ألزمه فإنه بخلاف ما بلغني عنه وأنظر إلى إنصافه"

'আমি এ মহান ব্যক্তিত্বের উপর ঈর্ষান্বিত হয়েছি। তাঁর অফুরন্ত ইলমের কারণে কারণে এবং তাঁর পরিপূর্ণ বুদ্ধি শক্তির কারণে। আমি আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি। নিশ্চয়ই আমি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম। আমি তাকে পেয়েছি আমার ধারণার ব্যতিক্রম।

ফুযাইল ইব্‌ন ইয়াযের (রাহ.)

ফুযাইল ইব্‌ন ইয়ায (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,[৩] হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ, প্রখ্যাত পরহেযগার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীল ঐসমস্ত তালেবে ইলমদের প্রতি যারা দিবাযামী ইলম অর্জনে ধৈর্যশীল এবং যারা অত্যন্ত চুপচাপ সময় অতিক্রান্ত করে, অত্যন্ত কম কথা বলে। হ্যাঁ, তাদের সামনে কোন মাসআলা উপস্থাপিত হলে তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে।

হযরত আবূ নু'আইম (রাহ.)

হযরত আবূ নু'আইম (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)

১. ওয়ালিউদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব, মৃ.৭৩৭হি.,**আল ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল**, পৃ. ৬২৫।

২. আল কারদারী, **মানাকিব আল ইমাম 'আযম**, (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১৯০৩), ১খ.,পৃ. ৩৯।

৩. আল্লামা আব্দুল হাই ইবনে আব্দুল হালীম লাখনবী, মৃ. ১৩০৪ হি., **মুকাদ্দামাতু উমদাতির রি'আয়াহ্**, পৃ.৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

এর নিকট অবস্থান করি। আমি তাঁর থেকে এতো অধীক চুপচাপ মানুষ আর দেখিনি। যখন তাকে ফিক্হ শাস্ত্রের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হত, তখন মুখ খুলতেন এবং ঢলের মত 'ইলমী কথা-বার্তা তার মুখ থেকে বের হত।[১]

একজন প্রতিবেশী

বর্ণিত আছে যে ইমাম সাহেবের একজন প্রতিবেশী ছিল যখন ইমাম সাহেবের ইন্তিকাল হল ঐ প্রতিবেশীর একটি ছোট ছেলে বলল আববাজান ঐ খুঁটিটি কোথায় যা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ছাদে আমি প্রতি রাত্রে দেখতাম পিতা অত্যন্ত দুখঃ ও মহব্বতের সাথে বলল তাতো কোন খুট ছিল না তা একমাত্র শরিয়তের খুটি স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন। তিনি সারা সারারাত দাড়িয়ে নামায পড়তেন। [২]

হযরত ইবরাহীম ইব্ন ইকরামা (রাহ.)

হযরত ইবরাহীম ইব্ন ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,[৩] আমি আমার সারা জীবনে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বড় আলিম, বড় পরহেযগার, বড় দুনিয়া বিমুখ এবং বেশী ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত আর কাউকে দেখিনি।

হযরত 'আলী ইব্ন আছেম (রাহ.)

হযরত 'আলী ইব্ন আছেম (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,[৪] যদি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর বুদ্ধিকে সারা জগৎ বাসীর বুদ্ধির সাথে ওজন করা হয়, তাহলে তার বুদ্ধির ওজনই বেশী হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রাহ.) (১১৮-১৮১হি./- ৭৩৬-৭৯৭খৃ.)

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রাহ.) বলেন,[৫] "হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) নাসেখ ও মনসুখ সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন। এ দু'বিষয়ে অত্যন্ত অবগত ছিলেন।"

হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (রাহ.)

হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (রাহ.) বলেন,[৬] আমি রূহ ইব্ন উবাদা (রাহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন যে, আমি ইব্ন জুরাইহ (রাহ.) এর নিকট অবস্থান করছিলাম। অতঃপর তার কাছে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ইন্তিকালের সংবাদ পৌঁছে। যখন তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়লেন এবং অত্যন্ত সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বললেন, আহ্ অনেক 'ইল্ম চলে গেল।

---

১. আল্লামা আব্দুল হাই ইবনে আব্দুল হালীম লাখনবী, মৃ. ১৩০৪ হি., **মুকাদ্দামাতু উমদাতির রি'আয়াহ্**, পৃ.৩৭।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৯০; محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان) , পৃ. ২৩৯।

৩. মুফতী হিফজুর রহমান, **ইমাম আবূ হানীফার অবদান,** পৃ. ৫২।

৪. আল্লামা আব্দুল হাই ইবনে আব্দুল হালীম লাখনবী, মৃ. ১৩০৪ হি., **মুকাদ্দামাতু উমদাতির রি'আয়াহ্**, পৃ.৩৮।

৫. ফকীহ শায়খ আব্দুল লতীফ ইবনে শায়খ মুহাম্মদ হাশেম আল কারশী আস সিন্দী, মৃ. ১১৮৯ হি. **যাববু যুবাবাতিল লাবীব**, ২ খ. পৃ.৪০৯।

৬. আয যাহবী, **সিয়ারু আলামিন নুবালা,** (লেবানন : বৈরুত, ১ সং., ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ) , পৃ. ৬ খ., পৃ. ৪০২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল কাত্তান (রাহ.)

হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল কাত্তান (রাহ.) বলেন,[১] এটা আমাদের মিথ্যা কথা হবে না যে, "হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সিদ্ধান্তর চেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত কখনো শুনিনি। আমরা তাঁর মতামতই গ্রহণ করেছি।"

একটি মাসআলার জন্য এক বছর গবেষণা

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কখনো কখনো একটি মাসআলার উত্তর দিতে গিয়ে গবেষণার জন্য এক বছরের অধীক সময় নিয়েছেন।[২]

আল কারদরী

আল কারদরী বর্ণনা করেন,[৩] ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) শৈশবে হজ্ব করেছেন তিনি বর্ণনা করেন যখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সর্বশেষ হজ্ব করলেন তখন স্বীয় সম্পদের অর্ধেক কা'বা শরীফে খারেকে দিয়ে দিলেন এবং তিনি কা'বা অভ্যন্তরে নির্জনে ইবাদাতে লেগে গেলেন এবং এক পা দাড় করে অর্ধেক কুরআন শরীফ পাঠ করলেন এবং দ্বিতীয় পা দাড় করে বাকী অর্ধেক কুরআন শরীফ পাঠ করলেন এবং আল্লাহর দরবারে আকুতি জানালেন হে আল্লাহ তোমার হক্ব অনুযায়ী তোমার পরিচয় লাভ করেছি বটে কিন্তু তোমার হক্ব অনুযায়ী তোমার ইবাদত করতে পারি নি। পূর্নাঙ্গ মারেফাতের দৌলতে ইবাদতের লোকসান মাফ করেছেন! বায়তুল্লাহর এক কোন থেকে আওয়াজ আসল, "তুমি পূর্নভাবে আমার পরিচয় লাভ করেছ এবং ইখ্‌লাছ পূর্ণ ইবাদত করেছ আমি তোমাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তোমার পদাংক অনুসরণ করবে তাদেকেও ক্ষমা করে দিলাম"।

হযরত আবূ ওয়াহাব মুহাম্মদ ইবন মুযাহিম (রাহ.)

হযরত আবূ ওয়াহাব মুহাম্মদ ইবন মুযাহিম (রাহ.) বলেন,[৪] আমি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রাহ.) কে বলতে শুনেছি, যদি আল্লাহপাক সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আমাকে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ও সুফয়ান সাওরী (রাহ.) এঁর মাধ্যমে সহযোগিতা না করতেন, তাহলে আমি সাধারন মানুষের মত থেকে যেতাম।

হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (রাহ.)

হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (রাহ.) বলেন,[৫] "আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে বড় পরগেযগার ও বড় জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি।"

---

১. আয যাহবী, **সিয়ারু আলামিন নুবালা,** (লেবানন : বৈরুত, ১ সং., ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ) , পৃ. ৬ খ., পৃ. ৪০২।

২. সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান ইবনে হাকীম আব্দুল মান্নান আল বারাকাতী মৃ. ১৩৯৪ হি., **কাওয়াইদিল ফিক্‌হ,** পৃ. ৫৮১।

৩. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৮৮ ;
محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , পৃ. ২২৩।

৪. ইব্‌ন কাসীর, **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরূত, লেবানন :** দারুল ফিক্‌র আল আরাবী, ১ম সং., ১৩৫১হি./১৯৩২খৃ.), ৫ খ. পৃ. ১১০ ; ৬. আয যাহবী, **সিয়ারু আলামিন নুবালা,** ৬ খ., পৃ. ৩৯৮।

৫. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আহমেদ ইবনে উসমান আয যাহবী, মৃ. ৭৪৮, **তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ,** পৃ. ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

হাফ্ছ ইব্ন গিয়াস

খাওয়ারজেমী আহমাদ ইব্ন বশীর এবং হাফ্ছ ইব্ন গিয়াস থেকে বর্ণনা করেন,[১] "আমি কোন ইবাদতে পরিশ্রমীকে হালাল এবং হারামের মধ্যে পরিপূর্ণতা দেখি নাই এবং হালাল হারামে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে ইবাদত ও গবেষণায় পরিপূর্ণ পাই নাই কিন্তু আবূ হানীফা (রাহ.) এই গুনে পরিপূর্ণ ছিলেন। যে ঘরে তাঁর ইন্তিকাল হয় সেখানে তিনি সাত হাজার বার কুরআন খতম করেছিলেন এবং প্রতি রমযানে ষাট খতম কুরআন পড়ার অভ্যাস ছিল।

আবূ মোয়াইয়াদ

আবূ মোয়াইয়াদ ইমাম সাহেবের সাধনা ও পরিশ্রমের অবস্থা দেখে আত্মহারা হয়ে বলেন,[২] আবূ হানীফার দিনগুলো ওয়াক্ফ ছিল মানুষকে উপকৃত করার ও শেখানোর জন্য আর রাতগুলো ছিল ইবাদত বন্দেগীর জন্য। আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের মধ্যে তিনি ৫০ বছর পর্যন্ত নিদ্রাকে শুভ বিদায় জানালেন।

ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন ফিক্হ শাস্ত্রের কেন্দ্রীয় শক্তি এবং তাঁর স্থান হল অতুলনীয়। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষরাই সাক্ষ্য দিয়েছেন। বিশেষ করে ইমাম মালিক (রাহ.) (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ খৃ.) ও শাফি'ঈ (রাহ.) (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.) এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন।[৩]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তথা মুসলিম আইনবিজ্ঞানের অগ্রপথিক ও দিকপাল ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদানসমূহ আলোচনা পূর্বক সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামী আইনবিজ্ঞানের বিকাশ সাধন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা রেখে গিয়েছেন, তা আজ প্রায় ১৩৪০ বছর পরও গোটা বিশ্বের মুসলিম এবং অন্যান্য আইনবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে চলছে। তাই, মুসলিম আইনবিজ্ঞানের বর্তমান উৎকর্ষের ধারায় তাঁর অবদান ও কৃতিত্ব চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি ইমাম 'আযম আবূ হানীফা (রাহ.) ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ-র প্রতিটি শাখায় তথা ইজমা ক্বিয়াস, ইসতিহসান, ইসতিসলাহ ইসতিদলাল, উরফ এর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ 'ইল্ম, মহাচিন্তাশক্তি ও মহাভাবনা সম্পন্ন একজন যুগান্তকারী ক্ষণজন্মা মহাপুররুষ ছিলেন। যার জ্ঞানের আলো এ বিশ্বভূবনের আলো নেভার পূর্বক্ষণ পযর্ন্ত সুরভী ছড়াবে।

---

১. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৮৮ ; الخطيب : تاريخ بغداد, (মিসর: মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১), ১৩ খ., পৃ. ৩৫৪।

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان،(دار العلوم ديوبند) পৃ. ১৯০।

৩. গোলাম সামদানী কোরায়শী অনু. ইব্ন **খালদুন আল-মুকাদ্দিমা,** (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১), ২ খ., ৬ অ.,পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

" وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ "

"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বেরিয়ে আসেনা কেন? যেন তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং নিজেদের সম্প্রদায়কে ফিরে গিয়ে সতর্ক করতে পারে" (সূরা আত-তাওবা: ১২২)। মহানবী (সা.) বলেছেন, "একজন ফকীহ শয়তানের নিকট এক সহস্র আবিদ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর।" পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পঠন পাঠন, শিক্ষা দান ও গবেষণার কাজ সাহাবা কিরামের যুগে শুরু হলেও বিশেষ বিশেষ 'ফান্ন' তথা শাস্ত্র আকারে রূপায়িত হয়নি। এটি তাবি'ঈগণের শেষ যুগে বিশেষত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সময়ে রূপায়িত হয়।

তিনিই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি হাদীস সংকলনের নীতি এবং হাদীসগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায় অনুচ্ছেদের উপর বিন্যস্ত করে উপস্থাপনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইমাম আ'যমের সর্বাধিক কৃতিত্ব 'ইল্ম ফিক্হ-র বুনিয়াদ স্থাপন, নীতিমালা নির্ধারণ ও মাসাঈল উদ্ভাবনের পদ্ধতি আবিষ্কারে প্রদর্শিত হয়। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন মহান পথিকৃত। আকীদার ক্ষেত্রে মতবিরোধ দূষনীয়, নিন্দনীয় ও বর্জনীয়, কিন্তু ফিক্হ–র ক্ষেত্রে মত ভিন্নতা দূষনীয় নয়। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর পরে উম্মতের মাঝে ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হি./৭১২-৭৯৫ খৃ.) ইমাম শাফি'ঈ (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮১৯ খৃ.) ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খৃ.) সহ আরো অনেক মুজ্তাহিদের আগমন ঘটেছে কিন্তু যুগের অগ্রবর্তিতা, ফিক্হ-র পরিপূর্ণতা ও অনুসারীদের সংখ্যার দিক থেকে বিচার করা হলে অন্য কোন মুজ্তাহিদকে তাঁর সমকক্ষ বলার সুযোগ নেই। তাই ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) তাঁর সর্ম্পকে যথার্থই বলেছেন, " 'ইল্ম ফিক্হ' প্রতিটি মানুষ ইমাম আ'যম আবূ হানীফার (রাহ.)-এঁর পরিবারভূক্ত।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মহানবী (সা.)-এঁর বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-সহ সাতজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করে তাবি'ঈ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর কবর যিয়ারত করে তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ "হে-ইমাম আ'যম (রাহ.)" বলে সম্মান করেছিলেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) মুসলিম বিশ্বের অবিস্মরণীয় ইমাম ও মুজ্তাহিদ ছিলেন। তাই মুসলিম বিশ্ব তাকে "ইমাম আ'যম" উপাধিতে স্মরণ করে থাকেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯৮ ভাগ মুসলমান ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর ফিক্হ অনুসরণ করে থাকেন। সঙ্গতকারণেই তাঁর জীবন কর্ম এবং ফিক্হ সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলামী ফিক্হকে সু-সংবদ্ধ অনন্য রূপ দান করার অমর কৃতিত্ব শুধু তাঁরই। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)-এঁর অসাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভা, প্রজ্ঞা, কঠোর প্ররিশ্রম ও সাধনার ফলে মুসলিম জাতি ইসলামের শাশ্বত শর'ঈ 'আইন-কানূন আজ বিধিবদ্ধ আকারে পেয়ে ধন্য হয়েছে। তাঁর এই অসামান্য অবদানের ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোটি কোটি মুসলিম- ইবাদত, মু'আমিলাত ও উকূবাত ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে অতি সহজে অনুসরণ করে আসছে। ইসলামী শর'ঈ বিধি-বিধান যদি বর্তমান আকারে বিন্যস্ত না থাকত তাহলে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা সাধারণ মুসলমানের পক্ষে কষ্টকর হতো। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম, ব্যক্তিত্ব, তাবি'ঈ, জগৎবিখ্যাত ফক্বীহ ও হাদীস বিশারদ- এ কথা ইতিহাসের কষ্ঠি পাথরে প্রমাণিত।

তিনি ছিলেন হাফিযে কুরআন, হাফিযে হাদীস ও ওলীয়ে কামিল। মানবিক অসংখ্য সদগুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও মহৎ প্রাণ এবং অসীম সাহসী বীরপুরুষ। সত্য বলার ক্ষেত্রে অকুতোভয় ও নির্ভীক চিত্ত। জীবন বিপন্ন হবে জেনেও তিনি সত্যের অমলিন পরশ ছাড়েননি। কখনো তিনি তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেননি। সত্যের প্রতি পাহাড়ের মতো অটল থেকে অবশেষে তাঁকে কারাবরণ করতে হয় এবং কারাগারেই তিনি শহীদ হন। তিনি একাধারে ১৮ বছর ইমাম হাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান (রাহ.) (মৃ. ১২০ হি./৭৩৮ খৃ.) এঁর নিকট 'ইল্ম চর্চা করেন আতা ইব্ন আবি রাবাহ্ (রাহ.) এঁর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইমাম জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হুসাইন (রাহ.) ইব্ন 'আলী ইব্ন আবি তালিব (রাবিউল আউয়াল ১৭, ৮৩- শাওয়াল ২৫, ১৪৮হি./ এপ্রিল ২০, ৭০২- ডিসেম্বর ৪, ৭৬৫খৃ.) ও হযরত ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির ইব্ন 'আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন আবি তালিব (রাহ.) (রজব ১, ৫৭-যিলহজ্জ ৭, ১১৪হি./ মে ১০, ৬৭৭- জানুয়ারী ২৮, ৭৩৩খৃ.) এঁর নিকটও তিনি 'ইল্ম তাছাউফ' শিক্ষা লাভ করেন। মুনাযারা, মুবাহাসা এবং 'ইল্মী ইজ্‌তিহাদ এর জন্য তিনি ২০ বার বসরায় গমন করেন।

জ্ঞানরাজ্যের সকল বিষয়ের উপরই তিনি 'ইল্ম চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন- কিন্তু পরিশেষে 'ইল্ম ফিক্হ'-কেই তিনি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বেছে নেন। এ মহান ও অমর কাজে তিনি বিরাট সফলতা লাভ করেছেন, পেয়েছেন আকাশচুম্বি খ্যাতি, বিশ্বময় শ্রদ্ধা ও সম্মান। তাঁর ফিক্হী চিন্তার অনুসরণকারীগণের চেয়ে যারা তাঁর ফিক্হী চিন্তার বিপরীত ধারায় ছিলেন তারাও এ মহান ব্যক্তিত্বকে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েছেন এবং তাঁর প্রশংসায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর পূর্বে ফিক্হ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব ছিল না উহার বিন্যস্ত 'আইন কানুন ও মাসআলা সমুহের ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার বিশেষ কোন নির্ধারিত পদ্ধতি ছিল না।

ক্বিয়াস বা যুক্তিভিত্তিক তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁকে ঐ সমস্ত মাসআলার সমাধান করতে হয়েছে। অবশ্য পূর্ব হতেই ক্বিয়াসের উপর আমল ছিল। সাহাবায়ে কিরাম এর মধ্যে অনেকে ক্বিয়াস করতেন এবং সেই মতে ফাত্ওয়া

Dhaka University Institutional Repository

দিতেন । ইমাম সাহেব (রাহ.) ফিক্‌হ–কে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, যেহেতু ঐ শাস্ত্রের জন্য অধিক পরিমাণে ক্বিয়াসের প্রয়োজন, সেহেতু এর নীতি নির্ধারণী কায়দা-কানূনও তাঁকেই প্রণয়ন করতে হয়। ফলে রায় ও ক্বিয়াসের ব্যাপারে তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, ইতিহাসের যেখানেই তাঁর নামের উল্লেখ করা হয়, সেখানেই তাঁকে "ইমামু আহলিররায়" বলে আখ্যায়িত করা হয়। ফিক্‌হ শাস্ত্রে রয়েছে তাঁর অনন্য অসাধারণ অবদান। তিনি ছিলেন "ক্বিয়াস" পদ্ধতির মহান অনুসারী।

আইনের বিচারনীতি হিসেবে তিনি "ইসতিহসানের" প্রবর্তন করেন। ইজমা'র ব্যাপকতা বৃদ্ধি করেন, জীবন হতে যুক্তি ও তথ্য গ্রহণ করে উহার ন্যায্য সমাধান করতে অধিকতর তৎপর ছিলেন। উসুলে ফিক্‌হ-র প্রবর্তন, আইনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা-হানাফী 'আইন লিপিবদ্ধ করণ, আইনের নীতি নির্ধারণ, আইনতত্ত্বের গবেষণা- সর্বোপরি ব্যক্তিগত রায়ের সমর্থক, এই সকল শাখা প্রশাখায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান চির অম্লান। অসামান্য বিচার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ম যুক্তির অধিকারী ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি 'ইল্‌ম কালামও শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে এত বেশী গভীরতা ও পারদর্শিতা লাভ করেন যে, লোকেরা তাঁর দিকে ইশারা করে বলত, তিনি হলেন 'ইল্‌মে কালামে'র শ্রেষ্ঠ ইমাম। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) তদানীন্তন বিশাল মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত হাদীস কেন্দ্র সমূহের প্রায় চারহাজার মুহাদ্দিস এর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এর ওস্তাদ হযরত হাম্মাদ (রাহ.) এর সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায়ই অসংখ্য মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফুক্বাহা কিরামের সাথে মিলিত হয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) স্বয়ং বলেছেন "আমি 'উমর, 'আলী, 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-দের শীষ্য ও ছাত্রগণ থেকে 'ইল্‌ম ফিক্‌হ হাসিল করেছি।"

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রাহ.) (রজব, ৮৪৯- জমাদিউল আউয়াল ৯১১হি./১৪৪৫-১৫০৫খৃ.), মন্তব্য করেছেন, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন, তিনি নিজের মুখস্থ ও সংরক্ষিত হাদীসই বর্ণনা করতেন। যা তাঁর মুখস্ত নেই তা তিনি কখনও বর্ণনা করতেন না। ইমাম আবূ হাফ্‌স আল-কাবীর (রাহ.) তাঁর 'আল ইন্তিসার' গ্রন্থে বলেছেন, আবূ হানীফার ওস্তাদেরসংখ্যা ছিল চার হাজার। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েক জন উল্ল্যেখযোগ্য তাঁরা হলেন ইমাম হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলায়মান (রাহ.) (মৃ. ১২০হি. /৭৩৮খৃ.), ইমাম শা'বী (রাহ.) (মৃ.১০৪হি./৭২২খৃ.), ইমাম জা'ফর সাদিক (রাহ.)

Dhaka University Institutional Repository

(রাবিউল আউয়াল ১৭, ৮৩- শাওয়াল ২৫, ১৪৮হি./ এপ্রিল ২০, ৭০২- ডিসেম্বর ৪, ৭৬৫খৃ.)।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর হাজার হাজার ছাত্র ছিল। তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে বিচারপতী (ক্বাযী) আবূ ইউসুফ (১১০-১৮২হি./৭৩১-৭৯৮খৃ.), শায়বানী (১৩২-১৮৯ হি./৭৫০-৮০৫খৃ.), দাউদ আত-তাঈ, সুফয়ান সাওরী (রাহ.) (৯৫-১৬১ হি./৭১৪-৭৭৮ খৃ.) ও যুফার (রাহ.) উল্লেখযোগ্য। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর লিখিত যুগান্তকারী কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যা সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য পথিকৃত। বেশীর ভাগ গ্রন্থগুলো ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) পরিচালিত "ফিক্হ বোর্ড" এর অধীনে লিখিত, সংকলিত এবং অনুসৃত রীতি নীতি অনুসারেই সম্পাদিত হয়েছিল যা ফিক্হ শাস্ত্রে যুগান্তকারী একটি অধ্যায় সূচিত হয়ে আছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর লিখিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে,

১. আল-ফিক্হুল আকবার।

২. আল-আলিম ওয়ালাম মুতা'আল্লিম।

৩. 'উসমান ইব্ন মুসলিম বাত্তীর উদ্দেশ্যে লেখা পত্র (ঈমান এবং আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে লেখা)।

৪. আল-রাদ্দু 'আলাল কাদরিয়্যা ।

৫. মুসনাদ ইমাম আবি হানীফা ।

যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি দিক নির্দেশনা হয়ে থাকবে চিরকাল। আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে যা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এর প্রতি আরোপিত করা হয়েছে। মুসলিম জাহানের এই দিকপাল আরিফ এবং জাহিদ ভূবন বিখ্যাত ফকীহ ১৫০ হি./৭৬৭ খৃ. ৭০ বছর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করে জান্নাতবাসী হয়ে যান। বাগদাদের খিযরান কবরস্থানে মসজিদের পূর্ব প্রান্তে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর সুদীর্ঘ ৭০ বছরের জীবনে ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এ পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটিতে "ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) : ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান" সম্পর্কে গবেষণা পদ্ধতি অনুসারে বিষদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশী মুসলমানরা মূলত ফিক্হী হানাফীর অনুসারী। তারা যুগ যুগ ধরে এই ফিক্হ-র অনুসরণে ইসলামের উপর আমল করে আসছেন এবং এই ফিক্হ-র আলোকে জীবনের সকল কাজ কর্ম সম্পাদন করেন।

তিরমিযী শরীফে আছে: মহানবী (সা.) বলেন :

"اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظربنور الله"

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা মু'মিনের অন্তর দৃষ্টিকে ভয় কর; নিশ্চয় তারা আল্লাহ তায়ালার নূর দ্বারা দেখতে পায়।"

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তেমনি একজন গভীর অর্ন্তদৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন মুজ্‌তাহিদ ও শ্রেষ্ঠ ফক্‌হী ছিলেন। মাসআলা " استنباط " করার ক্ষেত্রে তাঁর অতি সুক্ষ্ম তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। একটি হাদীস শরীফের আলাপ আলোচনা পর্যালচনার দ্বারা তা প্রতয়ীমান হয়।

হাদীস শরীফটি :

"لولا اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل الصلوة"

"আমি যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম তবে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় মিসওয়াক করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব করে দিতাম।"

উক্ত হাদীস শরীফ ইমাম মালিক (রাহ.)-এর নিকট প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযে দাঁড়ানোর আগে তিনি মিসওয়াক করাকে অভিহিত করেছেন। তিনি হাদীস শরীফের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেছেন; যেহেতু মহানবী (সা.) হাদীসে " عند "শব্দ উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন যে" عند "পরে একটি শব্দ উহ্য আছে সেটি হল "وضوء "অর্থাৎ " عند كل وضوء الصلوة "অর্থ: প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের সময় ওযুর আগে মিসওয়াক করতে বুঝিয়েছেন। তিনি কারণ বর্ণনা করেন: নামাযের জন্য তাহারাত শর্ত, তাহারাতের জন্য ওযু শর্ত, আর ওযুর আগ মূহুর্তেই মিসওয়াক করতে হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এ যুক্তিটি উল্লেখ করেন যে, গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়; নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করার ফলে রক্ত বের হতে পারে, মুখে গন্ধ হতে পারে, বা মাড়ি হতে পুঁজ বের হতে পারে। ফলে পবিত্রতার বিষয়টি পরিপূর্ণ হয় না। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।" আর নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করলে অপবিত্রতার সম্ভাবনা থেকে যায়; যা এ আয়াতের পরিপন্থী।

এজন্য এখানে আমাদের গবেষণা লব্ধ সুচিন্তিত মতামত হল তিনি এ মাসআলায় যে দূরদর্শিতা, গভীর জ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন তা আর অন্য কোন ইমামের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই তো তিনি ইমামে আ'যম হিসেবে পরিচিত।

আমরা বাংলাদেশী এবং আমাদের মাতৃভাষা বাংলা তাই অত্র গবেষণাটি বাংলা ভাষাভাষী অনুসন্ধিৎসূ পাঠক, জ্ঞান পিপাসূ ও শিক্ষানুরাগী মহৎজনের জ্ঞানের ক্ষুধা নিবারণের জন্য বাংলায় লেখার প্রয়াস পেয়েছি। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভটি থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী একনজরে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)

- **১২ হি.পূ./ ৬১০খৃ.** : ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জন্মের প্রায় ৯০ বছর পূর্বে দোযাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নবুয়্যাত লাভ করেন।
- **০ হি./ ৬২২ খৃ.** : হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনা শরীফে হিযরত করেন।
- **১১ হি./ ৬৩২ খৃ.** : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এঁর ওফাত।
- **১৩ হি./ ৬৩৪ খৃ.** : হযরত আবূ বক্কর সিদ্দিকী (রা.) এঁর ওফাত।
- **১৩ হি./ ৬৩৪ খৃ.** : হযরত 'উমর ইব্ন আল খাত্তাব বিশ্বের খলীফা হন।
- **১৩ হি./ ৬৩৪ খৃ.** : হযরত 'উমর (রা.) একটি আর্দশ ইসলামী নগরী হিসেবে কিবালামূখী গোলাকার কূফা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ১০৫০ জন সাহাবী বসবাস শুরু করেন তাঁদের ২৪ জন হুযুর (সা.) এঁর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন। কাজেই কূফার অধিকাংশ মানুবই সাহাবায়েকিরামের বংশধর ছিলেন।
- **১৭ হি./ ৬৩৮ খৃ.** : হযরত 'উমর (রা.) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জন্মভূমি কূফা নগরীকে 'ইল্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরন করেন এবং তিনি কূফাকে 'ইল্ম-র খনিতে পরিনত করেন।
- **১৭-২৭ হি./ ৬৩৮-৬৪০ খৃ.** : হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) কূফায় বিশ্বের প্রথম 'ইল্ম ফিক্হ--র শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রায় চার হাজার সাথীকে 'ইল্ম ফিক্হ শিক্ষা দেন।
- **২৪ হি./ ৬৪৫ খৃ.** : দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা.) এঁর শাহাদাত বরণ।
- **২৭ হি./ ৬৪৮ খৃ.** : হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) তাঁর শিষ্য আলকামাহ (রাহ.) (মৃ. ৬২হি./ ৬৮২খৃ.) এঁর নিকট শিক্ষালয়টির দায়িত্ব দিয়ে কূফা থেকে মদীনা শরীফে আসেন।
- **৩২ হি./ ৬৫৩ খৃ.** : হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) এঁর ওফাত।
- **৩৫ হি./ ৬৫৬ খৃ.** : তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) এঁর শাহাদাত বরণ।
- **৩৬ হি./ ৬৫৭ খৃ.** : পারস্যদেশের (বর্তমান ইরান ও আফগানিস্তান একসাথে) ফারিসে থেকেই ইসলামের দাওয়াত পেয়ে ফারিসের নেতা ও শীর্ষধনী ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর দাদা যূতা ইসলাম গ্রহন করেন।
- **৩৬ হি./ ৬৫৭ খৃ.** : ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর দাদা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে হিযরত করে মক্কার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেন এবং কূফায় চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা.) এঁর সাক্ষাত লাভ করে সেখানেই স্থায়ীভবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর নাম পরিবর্তন করে নু'মান রাখেন (সম্ভবত হযরত 'আলী (রা.)

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর নতুন নামটি রেখেছেন)। তিনি আল্পদিনেই খলীফার সথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

- **৪০ হি./ ৬৬০ খৃ. :** ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর পিতা সাবিত ইব্ন যূতা (নু'মান) কূফায় জন্মগ্রহন করেন।
- **৪০ হি./ ৬৬০ খৃ. :** ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) দাদা যূতা তাঁর পিতা সাবিতকে খলীফা হযরত 'আলী (রা.) নিকট দু'আ নেয়ার জন্য নিয়ে যান এবং হযরত 'আলী (রা.) সাবিতের মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁর এবং তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য বিশেষ দু'আ করেন। ঐতিহাসিকগণের মতে সেই দু'আ'ই বিশ্ববিখ্যাত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.)।
- **৪১ হি./ ৬৬১ খৃ. :** চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা.) এঁর শাহাদাত বরণ।
- **৪১ হি./ ৬৬১ খৃ. :** হযরত 'আলী (রা.) এঁর ওসিয়্যাত আনুযায়ী ইমাম হাসান (রা.) মুসলিম জাহানের খলীফা হন।
- **৪১ হি./ ৬৬১ খৃ. :** ক্ষমতালোভী মুয়াওয়ইয়্যা (মুয়াবিয়া) ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা.) (মুয়াওয়াইয়্যা/মুয়াবিয়া-১) ইমাম হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) কে পদত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে এবং ইমাম হাসান (রা.) কে যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে বাধ্য করে।
- **৪১ হি./ ৬৬১ খৃ. :** ইমাম হাসান (রা.) এঁর যুদ্ধ বিষয়ে তেমন কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নানাজানের সুন্নাহ ও আল্লাহর কুরআনের হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের জন্য 'সাবাত' নামক এলাকায় শত্রু পক্ষের মুখোমুখি হন। কিন্তু তাঁর একজন কমান্ডার উবাইদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস অনেক সৈন্য নিয়ে মুনাফিকি করে মুয়াবিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করায় তিনি পারজিত হন।
- **৪১ হি./ ৬৬১ খৃ. :** ক্ষমতালোভী মুয়াওয়ইয়্যা (মুয়াবিয়া) ইব্ন আবূ সুফিয়ান (মুয়াওয়াইয়্যা/মুয়াবিয়া-১) অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করে নেয়।
- **৫০ হি./ ৬৭০ খৃ. :** মুয়াওয়াইয়্যা ইমাম হাসান (রা.) কে স্বরযন্ত্র করে তাঁর বাড়ীর চাকরের মাধ্যমে মধূর সাথে বিষপান করালে সফর ২৮, ৫০ হি./ মার্চ ২৭, ৬৭০ খৃ. তারিখে ইমাম হাসান (রা.) শাহাদাত করেন।
- **৫৭ হি./ ৬৭৭ খৃ. :** উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এঁর ওফাত।
- **৬০ হি./ ৬৮০ খৃ. :** মুয়াওয়ইয়্যার মৃত্যুর পর তার ছেলে ইয়াযিদ-১ অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় আসে।
- **৬০ হি./ ৬৮০ খৃ. :** ইয়াযিদ-১ হুজুর (সা.) এঁর সুন্নাহ ও হাদীস শরীফের অপব্যাখ্যা ও পরিবর্তন এবং নিরীহ মুসলামনদের উপর অমানবিক অত্যাচার শুরু করল।

Dhaka University Institutional Repository

- **৬০ হি./ ৬৮০ খৃ. :** ইমাম হুসাইন ইব্‌ন 'আলী (রা.) তাঁর নানাজানের সুন্নাহ ও নিরিহ জনগণকে রক্ষা কারর জন্য মদীনা থেকে ৭২ সাথীসহ স্বপরিবারে কূফার উদ্দেশ্যে শাবান ৩, ৬০হি./মে ৯, ৬৮০খৃ রওনা হন।
- **৬০ হি./ ৬৮০ খৃ. :** তিনি এবং তাঁর সাথীরা মহররম ২, ৬১ হি./ অক্টবর ২, ৬৮০খৃ. কারবালয় পৌঁছান।
- **৬০ হি./ ৬৮০ খৃ. :** পিপাসার্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় মহররম ১০, ৬১ হি./ অক্টবর ১০, ৬৮০ খৃ. মাত্র ৭২ জন সৈন্য নিয়ে ইয়াযিদের অশ্বারোহী সৈন্য সহ প্রায় ৪৮,০০০ সৈন্যর সাথে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ শুরু করেন এবং নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন।
- **৬০ হি./ ৬৭৭ খৃ. :** ইয়াযিদ তার পিতার মত অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করে এবং গোটা মুসলিম জাহানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।
- **৬৩ হি./ ৬৮৩ খৃ. :** হঠাৎ করে ইয়াযিদ (লা.-লানতউল্লাহ) মারা যায়।
- **৬৩ হি./ ৬৮৩ খৃ. :** ইয়াযিদের (লা.) ছেলে মুয়াওয়ইয়্যা-২ ক্ষমতায় আসে।
- **৬৪ হি./ ৬৮৪ খৃ. :** মুয়াওয়ইয়্যা-২ পূর্বপুরুষের পাপের অনুশোচনা থেকে হঠাৎ করেই পদত্যগ করে, তার কোন ছেলে না থাকায় তার চাচাতো ভাই মরওয়ান-১ শাষক হয়।
- **৬৫ হি./ ৬৮৫ খৃ. :** মরওয়ান-১ মারা যায় এবং তার ছেলে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান শাষক হয়। এ সময় বিভিন্ন দেশে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটলেও দেশে চলছিল নৃশংস হত্যা।
- **৭৩ হি./ ৬৯২ খৃ. :** হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) এঁর ভাতিজা হযরত জুবায়ার ইব্‌ন আল আওয়ামের ছেলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়ার (রাহ.) উমাইয়্যাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের মাধ্যমে নির্মমভাবে তাঁকে শহাদাত করে।
- **৮০ হি./ ৬৯৯ খৃ. :** ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) কূফা নগরে জন্ম গ্রহন করেন।
- **৮৬ হি./ ৭০৫ খৃ./ ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বয়স ৬ বছর :** আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান মারা যায় এবং তার বড় ছেলে ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিক শাষক হয়।
- **৮৮ হি./ ৭০৭ খৃ./ বয়স ৮ বছর :** ইমাম আবূ হানীফা পারিবারিকভাবে পূর্ণ সুন্নাহ ও ইসলামী পরিবেশে বড় হতে থাকেন। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তাঁর সুপ্তমেধা বিকাশের সূচনা হয়।
- **৮৯ হি./ ৭৯৮ খৃ./ বয়স ৯ বছর :** ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) আল কুরআন আল কারীম হিফয সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে প্রতি রমযানে দিনে ১ খতম রাতে

Dhaka University Institutional Repository

১ খতব মোট ৬০ খতম কুরআন পাঠ করতেন। তিনি অনেক সময় ২ রাকাআত নামাযে ১ খতম আবার কখনও প্রতি রাকাআতে ১ খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

- **৯২ হি./ ৭১১ খৃ./ বয়স ১২ বছর :** সমবয়সীদের মত অযথা খেলাধুলা বা দুষ্টামি না করে তাঁর স্বকীয়তা প্রকাশ পেতে থাকে। তাঁর পিতা মাতা ও বয়োজোষ্ঠ সকলেই তাঁকে আলাদাকরে ভালবাসতে থাকে। তাঁর নিজস্ব আদব, ভদ্রতা, বুদ্ধিমত্তা ও পরোপকারী আখলাকের জন্য সকলে তাঁকে ভালবাসতো।
- **৯২ হি./ ৭১১ খৃ. / বয়স ১২ বছর :** রাষ্ট্রীয়ভাবে আয়োজিত বির্তক অনুষ্ঠানে তাঁর পিতার ইচ্ছায় মাত্র ১২ বছর বয়সে রোমানদেরকে বিতর্কে পরাজিত করে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেশের জ্ঞাণী মহলের দৃষ্টি আর্কষন করেন। তারপর থেকেই তিনি ইসলামের পক্ষে বির্তকের দিকে ঝুকে পড়েন এবং অংশ গ্রহন করলেই তিনি বিজয় লাভ করতেন।
- **৯৩ হি./ ৭১২ খৃ./ বয়স ১৩ বছর:** প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) কূফায় আগমন করেন এবং তাঁর থেকে তিনটি হাদীস অর্জন করেন।
- **৯৪ হি./ ৭১৩ খৃ./ বয়স ১৪ বছর :** ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) পিতা সাবিত ইব্ন যূতা (রাহ.) এঁর সাথে হজ্ব পালন করেন, কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন , হযরে আসওয়াদ চুম্বন করেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এঁর রাওজা শরীফ যিয়ারত করে নবীজী (সা.) থেকে দু'আ নেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের প্রথমবার মক্কা মদীনা সফর এবং প্রথম হজ্ব পালন। পরবর্তীতে তিনি ৫৫ বার হজ্ব পালন করেছেন। জীবনের সর্বশেষ হজ্বে তিনি তাঁর জীবনের অর্জিত সম্পদের অর্থেক সম্পদ কা'বা শরীফের উন্নয়নে দান করেছিলেন এবং তাঁর সম্মানার্থে কা'বা শরীফের দরজা খুলে দেয়া হয়, তখন তিনি কা'বা শরীফের ভিতরে দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। উল্লেখ্য হুযুর (সা.)-ও কা'বা শরীফের ভিতরে দু'রাকাআত নামায আদায় করেছিলেন, এ সময় হযরত 'আলী (রা.) তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন।
- **৯৪ হি./ ৭১৩ খৃ./ বয়স ১৪ বছর :** মদীনায় সহাবা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন জুয আবূ হারিস (রা.) থেকে হাদীস অর্জন।
- **৯৫ হি./ ৭১৪ খৃ./ বয়স ১৫ বছর :** কূফার বিখ্যাত ফকীহ ইমাম ইব্রাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) এঁর ইন্তিকাল। তিনি প্রখ্যাত সাহাবা খাদিমুন্নাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) প্রিয় ছাত্র ইমাম আলকামাহ (রাহ.) এঁর নিকট ইল্ম ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইব্রাহীম নাখ'ঈ (রাহ.) এঁর শিষ্য হাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (রাহ.) ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রধান ওস্তাদ।
- **৯৬ হি./ ৭১৫ খৃ./ বয়স ১৬ বছর :** ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর পিতা হযরত সাবিত ইব্ন নু'মান (যুতা) (রাহ.) এঁর ইন্তিকাল।

Dhaka University Institutional Repository

- **৯৬ হি./ ৭১৫ খৃ. / বয়স ১৬ বছর :** পিতার ব্যবসা দেখাশুনায় সময় বাড়িয়ে দেন। এ সময় তিনি ব্যবসার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠেন ও পাশাপাশি তার্কিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পরতে থাকে।
- **৯৬ হি./ ৭১৫ খৃ. / বয়স ১৬ বছর :** উমাইয়্যা শাষক ওয়ালিদ ইব্ন আবদুল মালিক (ওয়ালিদ-১) মারা যায় এবং তার ভাই সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক শাষক হয়।
- **৯৮ হি./ ৭১৭ খৃ./ বয়স ১৮ বছর :** সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক নিজের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে থাকা সত্ত্বেও পূর্বপূরুষের নীতি ভেঙ্গে যোগ্য, জ্ঞাণী ও আদর্শবান 'উমর ইব্ন আবদুল আযিযকে (রাহ.) খলীফা হওয়ার ওসিয়্যাত করে মারা যান। মহান আল্লাহর মেরেবানীতে এ সিদ্ধান্তটিই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জ্ঞার্নাজনের পথ সুগম করেছে।
- **৯৮ হি./ ৭১৭ খৃ./ বয়স ১৮ বছর :** এ প্রথম উমাইয়্যা খিলাফতে একজন ভাল মানুষ 'উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রাহ.) খলীফা হন। তিনি হযরত 'উমর ইব্ন আল খাত্তাব (রা.) এঁর ছেলে আসিম ইব্ন 'উমর এঁর কন্যা উম্মে আসিম বিনতে আসিম এঁর ছেলে। হযরত 'উমর (রা.) এঁর রক্ত তাঁর শরীরে বিদ্যমান। তাঁর আমলের সুশাষন ও ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির কারনে তাঁকে "উমর-২' বা 'সানি 'উমর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি উমাইয়্যাদের সকল অপশাসন থেকে মুসলিম বিশ্বকে রক্ষা করেন। তাঁর যুগ পর্যন্ত প্রতি জুম্মা নামাজের খুতবায় হযরত 'আলী (রা.) কে অপমানজনক কথা বলা হতো, যেটি মুয়াওয়াইয়্যা-১ চালু করেছিল, তা রাষ্ট্রীয়ভাবে বন্ধ করে দেন। তিনি ইসলামের সকল শাখার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। তিনিই প্রথম হাদীস সংকলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের সুবাতাস বইতে শুরু করে।
- **৯৮ হি./ ৭১৭ খৃ./ বয়স ১৮ বছর :** 'আলকামাহ (রাহ.) এর শিষ্য বিখ্যাত তাবি'ঈ ও ফকীহ ইমাম আমীর ইব্ন শারাহীল আশ শা'বী (রাহ.) কর্তৃক ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সুপ্ত প্রতিভার স্বীকৃতিলাভ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং তিনি জ্ঞানার্জনে তৎপর হন।
- **৯৮ হি./ ৭১৭ খৃ./ বয়স ১৮ বছর :** মায়ের আদেশানুযায়ী দেশের প্রবীন 'ওস্তদ ইমাম শা'বী (রাহ.) এঁর দরসগাহে ভর্তি হন।
- **৯৯ হি./ ৭১৮ খৃ./ বয়স ১৯ বছর :** ইমাম আশ শা'বী (রাহ.) এঁর পরশে ১৯ বছর বয়সী যুবক ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বিশেষ বুৎপত্তি অর্জনের দিকে এগুতে থাকেন। 'ইল্ম অর্জনের জন্য তাঁর মনে ব্যপক ব্যকুলতা আসে।
- **১০২ হি./ ৭২১ খৃ./ বয়স ২২ বছর :** 'ইল্ম হাদীস শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় বার মদীনা গমন করেন। তখন মদীনা বিশ্বের প্রধানতম হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উমর (রা.) এঁর নাতী হযরত সালিম ইব্ন আবদুলাহ ইবন উমর মাদানী (রাহ.) ও হযরত সুলায়মান (রাহ.) (তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা.) এঁর গোলাম ছিলেন) থেকে ইল্ম হাদীস অর্জন করেন।

- **১০২ হি./ ৭২১ খৃ./ বয়স ২২ বছর :** খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয ইন্তিকাল করেন এবং ইয়াযিদ ইব্ন আবদুল মালিক (ইয়াযিদ-১) শাষক হয়। সে ছিল আবার সেই উমাইয়্যার বংশধর। এ সময় আবার ইসলামের অগ্রগতি ব্যহত হয়।
- **১০৪ হি./ ৭২২ খৃ./ বয়স ২৪ বছর :** ওস্তাদ ইমাম শা'বী (রাহ.) এঁর ইন্তিকাল। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ইমাম আশ শা'বী এঁর সান্নিধ্য ছিলেন ছয় বছর।
- **১০৪ হি./ ৭২২ খৃ./ বয়স ২৪ বছর :** ছয় বছরের অর্জিত বিশেষ ইল্ম নিয়ে বিখ্যত তাবি'ঈ ও ফিক্হবিদ হযরত ইমাম হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান (রাহ.) এঁর শিক্ষালয়ে ভর্তি ও সকল ছাত্রের মধ্যে সর্বদিকে প্রথম হন এবং সবেচেয়ে মেধাবী ও বিশেষ আদব জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় শুরু থেকেই 'ওস্তদের নেক নজর ও বিশেষ দু'আ লাভ করেন। উল্লেখ্য ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ৪০ বছর এশার ওযু দিয়ে ফজর নামায আদায় করেছেন ।
- **১০৬ হি./ ৭২৪ খৃ./ বয়স ২৬ বছর :** ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) ব্যক্তিগত কাজে বসরা যান এবং প্রিয় ছাত্র আবূ হানীফা (রাহ.) কে সাময়িক ভবে দু'মাসের জন্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি তখন ছাত্রদের ফিক্হ দরস দিতেন এবং বিভিন্ন মাসআলার সমাধান করতেন। এ সময় তাঁর ইল্ম ফিক্হ চর্চা হয় এবং ওস্ত াদেরঅনুপস্থিতিতে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে গবেষণা করে জটিল মাসআলার সমাধান ও নতুন কিছু আবিস্কারের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
- **১০৬ হি./ ৭২৪ খৃ./ বয়স ২৬ বছর :** ইয়াযিদ ইব্ন আবদুল মালিক (ইয়াযিদ-১) মারা যায় এবং শাষক হয় তার ভাই হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক। তার শাষনামলেও অন্যায় অত্যাচার পূর্বের মতই চলেছে।
- **১০৭ হি./ ৭২৫ খৃ./ বয়স ২৭ বছর :** এ সময় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর বহাস (তর্কযুদ্ধ) সকলের নিকট ব্যপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। অনুষ্ঠান করে বহাসের আয়োজন করা হত। ইমাম আবূ হানীফাকে বহাসে পরাজিত করার জন্য বিতার্কিক ভাড়া করেও আনা হত। তবে তিনি সবসময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ইসলামের জন্য বহাস করতেন।
- **১০৯ হি./ ৭২৭ খৃ./ বয়স ২৯ বছর :** বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধার দিতে থাকেন এবং দুর দুরান্তে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ইল্ম ফিক্হ-র খ্যাতি ছড়িয়ে পরে। তাঁকে নিয়ে দেশ বিদেশে আলোচনা হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

- **১১২ হি./ ৭৩০ খৃ./ বয়স ৩২ বছর** : মদীনায় গমন এবং হযরত ইমাম মুহাম্মাদ আল বাকির ইব্ন 'আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন আবি তালিব (রাহ.) (রজব ১, ৫৭-যিলহজ্জ ৭, ১১৪হি./ মে ১০, ৬৭৭- জানুয়ারী ২৮, ৭৩২খৃ.) এঁর সাক্ষাত লাভ করেন এবং 'ইল্ম তাসাউফ লাভ করেন। ইমাম বাকির (রাহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জ্ঞানে অত্যধিক সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সিনায় জড়িয়ে ধরে কাপালে চুমু দিয়ে বিশেষ দু'আ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তখন আওলাদে রাসূল ইমাম বাকির (রাহ.) এঁর সিনা থেকে বিশেষ ফায়েযপ্রাপ্ত হন যাকে ''ইল্ম লাদুন্নী' বলা হয়।
- **১১২হি./ ৭৩০ খৃ./ বয়স ৩২ বছর** : ইমাম বাকির (রাহ.) এঁর সাহেবজাদা হযরত জাফর সাদিক (রাহ.) এঁর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে এবং বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট ১৩ বছর তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) প্রতিবার হজ্ব পালনের সময় দুরদুরান্ত থেকে আগত বিভিন্ন ওস্ত াদেরনিকট থেকে 'ইল্ম অর্জন করতেন।
- **১১৪ হি./ ৭৩২ খৃ./ বয়স ৩৪ বছর** : ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর 'ইল্ম তাসাউফের ওস্তাদ ইমাম বাকির (রাহ.) ইন্তিকাল করেন। তিনি হুযুর (সা.) এঁর ওফাতের প্রায় একশত বছর পর ইন্তিকাল করেন।
- **১১৫ হি./ ৭৩৩ খৃ./ বয়স ৩৫ বছর** : ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর মক্কা শরীফের 'ইলমুল কুরআনের ওস্তাদ আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (রাহ.) এঁর ইন্তিকাল।
- **১২০ হি./ ৭৩৮ খৃ./ বয়স ৪০ বছর** : ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর প্রধান 'ওস্তদ হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলাইমান (রাহ.) এঁর ইন্তিকাল।
- **১২০ হি./ ৭৩৮ খৃ./ বয়স ৪০ বছর** : ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) ছেলে ইসমাঈল পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তাঁর 'ইলম ফিক্হ সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকায় দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন নি।
- **১২০ হি./ ৭৩৮ খৃ./ বয়স ৪০ বছর** : প্রখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম হাম্মাদ (রাহ.) এঁর দরসগাহটির সম্মান রক্ষর্থে জ্ঞানী মহলের অনুরোধে ওস্তাদেরস্থলাভিষিক্ত হন এবং অধ্যাপনা জীবন শুরু করেন।
- **১২১ হি./ ৭৩৯ খৃ./ বয়স ৪১ বছর** : শিক্ষাদানে বেশী সময় দেয়ার জন্য তিনি তাঁর ব্যবসায় একজন সৎ বিশ্বস্থ বন্ধুকে অংশীদার হিসেবে সাথে নেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে গবেষণায় নিমগ্ন থাকতে বিশেষ সহযোগীতা করেছেন। যার ফলে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কম সময় দিলেও ব্যবসা সঠিকভাবেই চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

- **১২১ হি./ ৭৩৯ খৃ./ বয়স ৪১ বছর** : ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর শিক্ষাদানের সুনাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্রের ভিড় জমতে থাকে।
- **১২২ হি./ ৭৪০ খৃ. / বয়স ৪২ বছর** : ইমাম যায়দ ইব্ন 'আলী ইবান হুসায়ন ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রাহ.) (তিনি যায়দ আশশাহীদ নামে বিখ্যাত) উমাইয়্যাদের সংশোধনের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেন এবং কূফায় উমাইয়্যা গর্ভনরের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা তাঁকে সর্মথন এবং আর্থিকভাবে সহযোগীতা করেছিলেন। তাঁর শাহাদাত বরণে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) সাময়িকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন এবং প্রায়ই তিনি কান্না করে বলতেন " আমরা ঐ যুগে আছি যখন অসত্যের উপর হক্ব কথা বলার আর কেহ রইল না"। তিনি সবসময়ই ভাবতেন কিভাবে দেশে ইসলামের শান্তি ছড়িয়ে দেয়া যায়।
- **১২২ হি./ ৭৪০ খৃ. / বয়স ৪২ বছর** : দরস দেয়ার সময় তিনি অসংখ্য জটিল মাসআলার সমাধান দেন। তাই বিভিন্ন দেশে সমস্যা উদ্ভব হওয়ার পূর্বেই সমাধান বিভিন্ন দেশে পাঠানো ও ইসলামের মূল ভিত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে 'ইল্ম ফিক্হ রচনা শুরু করেন। কারন কারবালা থেকে এ পর্যন্ত উমাইয়্যাদের নৃশংশ অত্যাচারে মানুষ ইসলামের শান্তির পরশ 'উমর ইব্ন আবদুল আযীযে শাষনামল ছাড়া অনুভব করেনি। একেতো উমাইয়্যাদের কুৎসিত বহি:প্রকাশ তার উপর তখন পর্যন্ত বিভিন্ন মাসআলার সঠিক ব্যাখ্যা না থাকা নতুন নতুন জটিল সমস্যার সমাধান সহজেই না পেয়ে মানুষের ঈমানী শক্তিও নরবরে হচ্ছিল। বিভিন্ন নতুন দেশে নতুন মুসলমানদের বিধর্মী পূর্বপূরুষ ও প্রতিবেশীদের সমালোচনায়ও পরতে হচ্ছিল। এ সময় ফিক্হ রচনা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। তাই তিনি তাঁর বিশিষ্ট মেধাবী ছাত্রদের মধ্য থেকে ৪০ শ্রেষ্ঠ ছাত্র নিয়ে ফিক্হ বোর্ড গঠন করে 'ইল্ম ফিক্হ নিয়ে ব্যপক গবেষণা শুরু করেন। কিছু লেখা সম্পন্ন হলেই তিনি তা সমগ্র দেশে পাঠিয়ে দিতেন।
- **১২৫ হি./ ৭৪৩ খৃ./ বয়স ৪৫ বছর** : হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক মারা যায় এবং শাষক হয় তার ভাতিজা ওয়ালিদ ইব্ন ইয়াযিদ (ওয়ালিদ-২)।
- **১২৬ হি./ ৭৪৪ খৃ./ বয়স ৪৬ বছর :** ওয়ালিদ ইব্ন ইয়াযিদ যুদ্ধে মারা যায়। এবং শাষক হয় ইয়াযিদ ইব্ন ওয়ালিদ ইব্ন আবদুল মালিক। সে কিছু দিন পরই পদত্যাগ করে এবং শাষক হয় তার ভাই ইব্রাহীম ইব্ন আল ওয়ালিদ। সেও রাষ্ট্রপরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারপার শাষক হয় মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মারওয়ান (মারওয়ান-২)।
- **১২৭ হি./৭৪৫ খৃ./ বয়স ৪৭ বছর** : মারওয়ানের শাষনামলে, হযরত 'আলী (রা.) এঁর শাহদাতকারীরা (খারেজীরা) কূফা দখল করে। দেহাক ইব্ন কাইস

Dhaka University Institutional Repository

নামক খারেজী তার দলবল নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে ফিক্‌হ রচনায় বাধা দেয় এবং হযরত 'আলী (রা.) পক্ষে কথা না বলে মুওয়াইয়্যা (মুয়াবিয়া) এর পক্ষে কথা বলার জন্য হুমকি দেয়। তারপর ইমাম আবূ হানীফাকে (রাহ.) দেহাক ইব্‌ন কাইস ভয় দেখিয়ে বলে আপনি এখন কি বলবেন? তখন তিনি জবাব দেন, "আমার মতামত হল তুমি যাদেরকে নিয়ে এসেছো সবাই তোমাকে ঘৃণা করুক এবং পরিত্যাগ করুক"।

- **১২৮ হি./ ৭৪৬ খৃ./ বয়স ৪৮ বছর :** ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তৎকালীন আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং তাঁকে সকল ফকীহগণ বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক ও ফকীহ ছিলেন এ সময়। তিনি কোন এলাকা সফরে গেলে সে এলাকার মানুষ নিজেদেরকে ধন্য মনে করতো।
- **১৩০ হি./ ৭৪৮ খৃ./ বয়স ৫০ বছর : কূফা থেকে মক্কা শরীফে হিযরত:** কূফার গভর্ণর ইয়াযীদ ইব্‌ন হুবায়রাহ উমাইয়্যাদের অত্যাচার ঢাকার উদ্দেশ্য ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে তাঁকে প্রধান বিচারপতী হতে অনুরোধ করলে তিনি অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে কারগারে বন্দী করে প্রতিদিন দশটি করে ১১ দিন বেত্রঘাত করা হয়। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) কূফা ত্যাগ করে মক্কা শরীফে হিযরত করে চলে যান এবং উমাইয়্যাদের পতন হওয়ার পূর্বে কূফাতে ফিরে আসেন নি।
- **১৩১ হি./ ৭৪৯ খৃ./ বয়স ৫১ বছর :** মদীনায় দু'বছর 'ইল্‌ম ফিক্‌হ দরস দেন। এ সময় তিনি অসংখ্য ফকীহ সৃষ্টি করেন। দূরদূরান্ত থেকে হজ্ব করতে আসা ছাত্রদেরকে তিনি 'ইল্‌ম ফিক্‌হ শিক্ষা দেন।
- **১৩২ হি./ ৭৫০ খৃ./ বয়স ৫২ বছর :** মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মারওয়ান (মারওয়ান-২) জাব যদ্ধে পরাজিত হয়ে মারা যায়। পারসিকদের সহযোগীতায় আব্বাসীয়দের ক্ষমতা গ্রহন করে। প্রথম শাষক হয় আবদুলাহ আব্বাস আবদুল্লাহ সাফফাহ।
- **১৩২ হি./ ৭৫০ খৃ./ বয়স ৫২ বছর :** ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বুকভরা আশা নিয়ে মক্কা থেকে কূফায় ফিরে আসেন। ফিক্‌হ রচনা আরো ব্যাপকভাবে এগিয়ে নিয়ে যান।
- **১৩৩ হি./ ৭৫১ খৃ./ বয়স ৫৩ বছর :** কূফা থেকে দিরহাম (রৌপ্য মূদ্রা) চালু করা হয়, যা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ব্যবহার করতেন।
- **১৩৫ হি./ ৭৫৩ খৃ. / বয়স ৫৫ বছর :** এ সময় দেশবাসী অপেক্ষায় থাকতো কখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর পরবর্তী লেখা আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

- **১৩৬ হি./ ৭৫৪ খৃ./ বয়স ৫৬ বছর** : আব্বাসীয় যুগে দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) চালু করা হয়, যা ইমাম আবূ হানীফা (রা.) তাঁর পিতামাতার নামে প্রতি শুক্রবার ২০ টি (প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) করে গরীবদের দান করতেন।
- **১৩৭ হি/ ৭৫৪ খৃ./ বয়স ৫৭ বছর** : আব্বাসীয় প্রথম শাষক আবুল আব্বাস সুফফাহ চার বছর রাজ্যে-জুলুম অত্যাচর করে অবশেষে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।
- **১৩৭ হি./ ৭৫৪ খৃ./ বয়স ৫৭ বছর** : আবুল আব্বাস সুফফাহর মারা যাওয়ার পর তার ভাই আবূ জাফর মানসুর রাজ্যের শাষক হয়।
- **১৪৪ হি./ ৭৬১ খৃ./ বয়স ৬৪ বছর** : ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর সংকলনটি "কুতুবে আবূ হানীফা " নামে খ্যাতি লাভ করে। এ গ্রন্থে ৮৩,০০০ তিরাশি হাজার আইন আবিষ্কার করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৩৮,০০০ মাসআলা ইবাদত সম্পর্কে এবং ৪৫,০০০ আইন বাস্তব জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে। ৭০,০০০ হাদীসের ভান্ডার 'কিতাবুল আসর' এবং ফিকহুল আকবার (মহা আইন বিজ্ঞান) সম্পন্ন করেন। সকল শিষ্যদের উদ্দেশ্যে ফিক্হ সংরক্ষণ ও গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে কূফার জামে মসজিদে দেশ-বিদেশ হতে আগত প্রায় ১০০০ শিষ্যের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দান করেন।
- **১৪৫ হি./ ৭৬২ খৃ./ বয়স ৬৫ বছর** : ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্দেশ্য খলীফা মানসুরের অনুরোধে বাগদাদ নগরী নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করেন। কিছু সময় দায়িত্ব পালন করে তিনি খলীফার অন্যায় কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে পদ থেকে ইস্তাফা দেন।
- **১৪৫ হি./ ৭৬২ খৃ./ বয়স ৬৫ বছর** : মদীনায় আব্বাসীয় বিরোধী বিক্ষোভে খিলাফতের আদর্শ হকদার আওলাদে রাসূল মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুলাহ ইব্ন হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রাহ.) যাকে, 'নফসে যাকীয়াহ' উপাধি দেয় হয়েছিল, কে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) পূর্ণ সর্মথন এবং আর্থিক সহযোগীতা করেন। ইমাম মালিকও (রাহ.) তাঁদের সমর্থনে ছিলেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) মদীনায় অবস্থান করছিলেন।
- **১৪৫ হি./ ৭৬২ খৃ./ বয়স ৬৫ বছর** : প্রধান বিচারপতী হতে খলীফা মানসুর অনুরোধ ও চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা বিচারপতী পদ গ্রহনের অনুরোধ প্রাত্যাখ্যান করেন। তখন তাঁকে দ্বিতীয়বার রাজবন্দী করা হয়। এ সময় প্রতিদিন তাঁকে বেত্রাঘাত করা হত।
- **১৪৬-১৫০ হি./ ৭৬৩-৭৬৭ খৃ./ বয়স ৬৬-৭০ বছর** : কারাগারে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) তাঁর সকল ছাত্রকে 'ইল্ম ফিক্হ দরস দান এবং ছাত্রদের মাধ্যমে আরো সম্ভাব্য ফিক্হ লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। তিনি এ সময় কারগারের কক্ষটিতেই তাঁর নিয়মিত জীবনের মত সকল ইবাদতে মশগুল

Dhaka University Institutional Repository

থাকতেন। উল্লেখ্য তিনি যে কক্ষটিতে ইন্তিকাল করেন সেখানে ৭,০০০ কুরআন শরীফ খত্ম করেছিলেন।

- **১৫০ হি. (রজব) / ৭৬৭ খৃ. (আগষ্ট)/ বয়স ৭০ বছর :** কারাগারে ছাত্রদের উপচেপড়া ভীর ও মানসুরের প্রতি জনসাধারনের বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আশংকায় মানসুরের নির্দেশে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) কে খাবারে সাথে বিষ প্রয়োগ করা হয়। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বিষক্রিয়া অনুভব করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে সিজদারত অবস্থায় এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে জান্নাতবাসী হন।
- **১৫০ হি./ ৭৬৭ খৃ. :** মুহূর্তেই গোটা দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে । হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে বাগদাদে। চারদিকে শুধু কান্নার শব্দ ভেসে আসে সাধারন নিরীহ মানুষের একটি ব্যাথা, যে দয়ালু মানুষটি তাদের সকলের বিপদে এগিয়ে অসতো, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভয়ে জবাব দিত ও তাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এঁর আওলাদগণকে ভালবাসতো, সাড়ারাত জেগে নামায ও কুরআন তেলাওয়াত করতো সেই দিকপাল আজ নেই! তারপর তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ৫০,০০০ হাজার লোক প্রথম জানাযায় শরীক হন। প্রথম জানাযার ইমামতি করেন তাঁর একমাত্র সন্তান ইমাম হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফা (রাহ.)। পরপর ছয়টি জানাযা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বাদ আসর তাঁকে তাঁর ওসিয়্যাত অনুযায়ী বাগদাদ নগরীর একটু বাহিরে খিযরান নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর মতে খলীফা মানসুর বাগদাদ নগরী নির্মাণের সময় অন্যায়ভাবে গরীবদের কিছু জায়গা দখল করে নিয়েছিল। তাই তিনি বাগদাদ শহরের বাহিরে কবর দিকে ওসিয়্যাত করে গেছেন।
- **১৫৮ হি./ ৭৭৫খৃ. :** অত্যাচারী মানসুর পাপ মাফের জন্য হজ্ব করতে মক্কা রওনা হলে মরুভূমির মাঝামাঝি পথে মারা যায়, তার হজ্ব পালন করা আর হয় নি। শুধু তাই নয় তার কবর দেয়া হয়েছে কোন এক জায়গায় লুকিয়ে। কারন মুসলিম বিশ্বের সকলেই তাকে নৃশংস কাজের জন্য ঘৃনা করতো।
- **১৭০-১৯৪ হি./ ৭৮৬- ৮০৯খৃ. :** খলীফা হারুনুর রাশীদের আমলে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতী নিযুক্ত হন তখন ফিক্হ হানাফী রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে এবং রাষ্ট্রে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন শুরু হয়। সাথে সাথে দূর দূরান্তে ইল্ম ফিক্হ ছড়িয়ে পরে। খলীফা হারুনুর রশিদ ও খলীফা মামুনের আমলে পূর্ণভাবে রাষ্ট্র হানফী ফিক্হ-র মাধ্যমে পরিচালিত হত ফলে মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পদার্পন শুরু করলো এবং বিশ্বকে দূর্লভ জ্ঞানের ভান্ডার উপহার দিল। সে যুগকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয় এবং এ স্বর্ণযুগটি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর অবদান।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. القرأن الكريم

২. محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي:عقود الجمان فى مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان , (المدينة المنورة:مكتبة الايمان,١٣٩٤هـ رمضان)

৩. سليمان الغاوجي, ابو حنيفة النعمان امام ا لائمة الفقهاء, (بيروت:لبنان :دار القلم ,الطبعة الثالثة- ,١٤٠١هـ)

৪. ,محمد ابن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي: تذكرة النعمان,(دار العلوم ديوبند)

৫. عبد الحميد محمود طهماز,الفقه الحنفى فى ثوبة الجديد,(دار القلم :دمشق, الدار الشامية:بيروت: ١٤١٩هـ)

৬. , ابو ا سحاق الشيرازى,طبقائل الفقهاء,(بيروت-لبنان :دار القلم)

৭. الدكتور وهبة الزحيلي, الفقه الاسلاميه وأدلته ,(دمشق,سورية: دار الفكر, الطبعة الثالثة: ١٤٠٩ هـ),

৮. , محمد حفظ الرحمن الكملائي, فقه أهل العراق وحديثهم,(داكا :مكتبة شيخ الإسلام,٢٠٠٦)

৯. شبلى نعمانى رحمه الله تعالى : سيرة النعمان , (দিল্লি: এ্যাপেক্স বুকস কনসার্ন, ১৯৭৮),

১০. عمدة القارى شرح البخارى , (ভারত : মুখতার এণ্ড কোম্পানী),

১১. محمد أبو زهرة المصرى الشافعى رحمه الله تعالى : ابو حنيفة, (মিসর: দারুল ফিকর-আল-আরবী, তা. বি.),

১২. حافظ يوسف ابن عبد البر القرطبى الحنفى رحمه الله٤٦٣ هـ، الإنتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء تعالى: ,(বৈরুত: দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৫০) ,

১৩. شاه ولى الله دهلوى الحنفى رحمه الله تعالى، حجة الله البالغة، মৃ. ১১৬২ হি./১৭৭২খৃ. (লাহোর: আল মাকতাবাহ আল সালাফিয়্যাহ, ১৯৭৫) ,

১৪. محمد ابن محمد شمس الدين الذهبى رحمه الله تعالى ,تذكرة الحفاظ، (বৈরুত, লেবানন : দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবী, ১৩৭৬ হি./১৯৫৬খৃ.),

১৫. الموفق المكى رح ,مناقب الامام أبى حنيفة- (হায়দরাবাদ : দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.),

১৬. إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ١٥٠ هـ ,الفقه الاكبر،

Dhaka University Institutional Repository

১৭. حافظ عبد الرحمن السيوطى الشافعى رحمه الله تعالى ٩١١ هـ تبعيض الصحيفة فى مناقب الامام ابى حنيفة,

১৮. আল্লামা খাওয়ারেযমী (রাহ.), جامع المسائل ,

১৯. دكتور مصطفى حسنى السباعى معجم المصنفين : السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى,

২০. ألسنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى، دكتور مصطفى حسن السباعى رحمه الله تعالى,

২১. الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ، ابن حجر الهيتمى الشافعى رحمه الله تعالى,

২২. جامع بيان العلم و فضله، حافظ أبو يوسف ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر قرطبى مالكى رحمه الله تعالى، ٤٦٣هـ

২৩. أصول المسائل الخلافية، الامام أبو زيد الدبوسى الحنفى رحمه الله تعالى، ٤٣ هـ,

২৪. تأنيب الخطيب : الشيخ زاهد كورى المصرى الحنفى رحمه الله تعالى,

২৫. হাফিয ইব্‌ন কাইয়্যেম (রাহ.), إعلام الموقين,

২৬. ড. মুস্তফা হুস্‌নী আস সুবাঈ (রাহ.), السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى,

২৭. مقد مه در المختار على حشيع رد المحتار, (কায়রো: মিসর),

২৮. الجواهر المضية فى طبقات الحميفة تذكرة مظر بن محمد,

২৯. عقود الجو اهر المميه طبع مصر,

৩০. الحديث والمحدثون,

৩১. مقدمة ابن صلاح ,

৩২. مفتاح الجنة فىالاحتجاج بالسنة، علامه جلال الدين الدين السيوطى الافعى رحمه الله تعالى,

৩৩. جامع المسنيد إمام أبو حنيفة، خوهرزاده الحنفى رحمه الله تعالى- ,

৩৪. بييض الصحيفه فى مناقب امام ابى حنيفة- طبع دائرة المعارف, (অপ্রকাশিত),

৩৫. بدائع الصنا نع فىترتيب الشر انع طبع مصر,

৩৬. مقدمة بعجيل المنفعة بزوائد رجل الائمة الاربعة تاليف ابن حجر عسقلانى,

৩৭. كلمات طيبات , (মুরাদাবাদ, ১৩০৮ হি.),

Dhaka University Institutional Repository

আরবী, উর্দু ও বাংলা :

৩৮. **আল কুরআনুল কারীম, (মানিকগঞ্জ:** সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬),
৩৯. **সহীহ মুসলিম, (কায়রো:** মাকতাবা'আতু ইহয়া আল কুতুব আল অরাবিয়্যাহ, ১৯৫৪),
৪০. **মিশকাত, (দেওবন্দ:** মি'রাজ বুক ডিপো),
৪১. **সহীহ বুখারী, (ভারত :** মুখতার এণ্ড কোম্পানী),
৪২. **সহীহ আল বুখারী (দেওবন্দ:** কুতুবখানা রহীমিয়্যাহ, ১৩৯৩হি.),
৪৩. **সুনানু আবূ দাউদ, (কলিকাতা, ভারত :** দারুল ইশাআত ইসলামিয়্যা),
৪৪. **সুনানু আবূ দাউদ, (ঢাকা :** কুতুবখানায়ে রাশীদিয়া),
৪৫. **সুনান ইব্ন মাজা, (দেওবন্দ, ভারত :** আশরাফী বুক ডিপো),
৪৬. **জামি'উ তিরমিযী, (দিল্লী, ভারত :** কুতুব খানায়ে রাশীদিয়া),
৪৭. **আবূ দাউদ , (ভারত:** মাকতাবায়ে ইশা'আতুল ইসলাম),
৪৮. খতীব আল-তিবরযী, **মিশকাত আল-মাসাবীহ, (দিল্লী :** কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, ১৩৭৫ হি.),
৪৯. মাওলানা তকী উসমানী , **দারসে তিরমিযী, (দেওবন্দ:** আনওয়ার বুক ট্রেডার্স),
৫০. আল মুওয়াফ্ফাক ইব্ন আহমাদ আল মাক্কী মৃ.৫৬৫ হি./১১৭০খৃ., **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা, (হায়দরাবাদ :** দাইরাতুল-মারিফ, ১ম প্রকাশ ১৩২১হি./১৯০৩খৃ.),
৫১. ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আহমেদ ইব্ন উসমান আয যাহাবী, মৃ. ৭৪৮হি. / ১৩৪৭খৃ., **তায্কিরাতুল হুফ্ফায, (বৈরুত, লেবানন :** দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবী, ১৩৭৬ হি./১৯৫৬খৃ.),
৫২. আবূ আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন আল যাহাবী, (৬৭৩-৭৪৯হি./১২৭৪-১৩৪৮খৃ.), **সিয়ারু আ'লাম আল নুবালা, (বৈরুত :** মুয়াস্সাতু আল-রিসালাহ,১৯৯০খৃ),
৫৩. আল যাহবী, **মানাকিব আল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া সাহ্বাইহী,(মিসর:** দারুল কুতুব আল মিসরী, ১৯৪৬),
৫৪. আবূ বক্কর আহমদ ইব্ন 'আলী ইব্ন সাবিত ইব্ন আহমদ ইব্ন মাহদী আল শাফি'ঈ আল খাতীব আল আল্লামা যাহবী, **মিযান আল 'ঈতিদাল ফী নাক্দ আল রিযাল, (কায়রো:**মকতাবাত আল সা'দ,১৯০৭),
৫৫. বাগদাদী, **তারিখে বাগদাদ,** (৩৯২-৪৩৬হি./১০০২-১০৭১খৃ.), **(মিসর:** মাতবা'য়াত আল সা'য়াদাহ, ১৯৩১),
৫৬. আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন খাল্লিকান, মৃ. ৬৮১হি./১২৮২ খৃ., **ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান, (কয়রো, মিসর:** মাক্তাবাত আল নাহদাত আল মিসরিয়া, ১৯৪৮),
৫৭. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, **তাহযীব আত-তাহযীব, (হায়দরাবাদ:** দায়িরাতুল মা'আরিফ আল- 'উসমানিয়্যাহ, ১৩২৫হি./১৯০৭খৃ.),

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. জামালউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানযুর, **লিসানুল আরব, (মাক্কাতুল মুকাররামাঃ** আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যা, ১৯৯০; **ইরানঃ** নশরি কিতাব আল হাওযাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.),

৫৯. আবূ আল আব্বাস আহমদ ইবন হাযার আল মাক্কী আল শাফি'ঈ (৯৪৩ হি./ ১৫৩৬ খৃ.),**আল খায়রাত আল হিসান ফী মানাকিব অ'লা ইমাম আল আ'যম আবী হানীফাহ আল নু'মান, (মিসর :** মাকতাবাহ আল খায়রিয়াহ, ১৩০৩ হি./ ১৮৮৬ খৃ.),

৬০. আবুল ফরজ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে নাদীম, **কিতাব আল ফিহরিস্ত,** মৃ. ৩৮৫ হি./৯৯৫খৃ. (**মিসরঃ** আল মাসা'য়াত আল রাহমানিয়াহ, ১৩৪৮হি./১৯২৯খৃ.),

৬১. ইমাম আবূ হানীফা, **কাসীদাতুন নু'মানিয়া,** (**লিথো, ইস্তাম্বুল**, ১২৬৮/ হি./ ১৮৫২খৃ.),

৬২. রূহুল আমীন খান অনূ. **কাসীদা সওগাত, (ঢাকাঃ** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫),

৬৩. হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীর, (৭০১-৭৭৪হি./১৩০১-১৩৭৩খৃ.), **আল বিদায়াহ ওয়া আন নিহায়াহ, (বৈরুত :** দারুল ফিকর, ১৯৮০),

৬৪. কার্ল ব্রোকেলমান, **তারীখ আল আদাব আল আরাবী, (মিসরঃ** দারুল মাআ'রিফ, ১৯৬২),

৬৫. খায়রুদ্দীন আল যিরকলী, **আল আ'লাম, (বৈরুত :** দার আল ইলমি লিল মালায়িন, ১৯৮০),

৬৬. **ফাতহুল মুগীস, (বৈরূত :** দারুল কুতুব আল -ইসলামিয়্যা, ১৯৯৬),

৬৭. মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, النوادر المنيفة فى مناقب أبى حنيفة, (**জৌনপুরঃ** আযামুল মাতাবে, ১৮৯৩),

৬৮. ফাকীর মুহাম্মাদ জীলানী, **হদাইকুল হানাফিয়্যা, (লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, ভারত :** নাওল কিশোর, তা.বি.),

৬৯. ইয়াকূত আল হামাবী, **মু'জাম আল বুলদান, (বৈরুতঃ** দার আল সাদির, ১৩৯৭হি./১৯৭৭খৃ.),

৭০. আল কারদারী (ইব্‌ন আল বায্‌যায নামে পরিচিত, লেখক ফতুয়ায়ে বায্‌যাযিয়া) (মৃ. ৮২৭হি./১৪২৪খৃ.), **মানাকিব আল ইমাম 'আযম, (হায়দরাবাদ :** দাইরাতুল-মারিফ, ১৯০৩).

৭১. মোল্লা 'আলী ক্বারী, **আল জাওয়াহির আল মুযি'য়্যাহ, (হায়দরাবাদঃ**দাইরাতুল-মারিফ, ১৯১৩),

৭২. শায়খ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, মৃ.১৩৬৯হি./১৯৫০খৃ., **মুকাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম, (নয়া দিল্লীঃ** কিতাব ভবন, ১৯৮২),

৭৩. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী (রাহ.), **পীর ধরার অকাট্য দলিল,** (**সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ,** : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং),

৭৪. আল ইয়াফি'ঈ, **মিরা'ত আল বিনাদ ওয়া 'ইবরাত আল ইয়াকযন, (হায়দরাবাদঃ** দাইরাতুল-মাআ'রিফ, ১৩৩৭ হি./ ১৯১৮খৃ.),

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. ইব্ন আবদুল বার, **আল ইনতিকা**, (**কায়রোঃ** আল মাকতাবাত আল কুদসী, ১৩৭০/১৯৫০),
৭৬. আল সারাখাই, **শার আল সিয়ার আল কাবীর**, (মিসরঃ শিরকাহ্ মুসাহমাহ, মিস্‌রিয়া, ১৯৫৭),
৭৭. ইয়াকুবী, **মুশাদিলাত আল নাস ইল জামানিহিম, (কায়রোঃ** মিসর, তা.বি.),
৭৮. এম এম ডি আবদুল হামিদ সম্পা., **মাসুদী, মুরুজ আল যাব, (বৈরুতঃ** লেবানন, তা.বি.),
৭৯. আল তাবারি, **তারীখ আল উমাম ওয়াল মুলক**, (**কায়রো :** আল মাক্তাবাত আল ইসতিকামাহ, ১৯৩৯),
৮০. আবূ হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল গাযালী, মৃঃ ৫০৫ হি., **ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, (কায়রোঃ** মাকতাবাহ লাযনা নাশল আল থাকাফা আল ইসলামিয়া, ১৯৩৭),
৮১. জালালউদ্দিন সূয়তী, **তারিখ আল খুলাফা,(লাক্ষ্ণৌঃ** ফখরুল মাতাবি, তা.বি.),
৮২. মুহাম্মাদ আমীন ইবন অবেদীন শামী (রাহ.), **শামী, (দেওবন্দঃ** মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা),
৮৩. আল্লামা 'আলী নাকী নাকভী,**শাহীদ ই ইনসানিয়াত,(করাচী, পাকিস্তান :** ইসলামিক কালচার এন্ড রিসার্চ ট্রাষ্ট, ১৯৮৪),
৮৪. সা'আদ হাসান সাহিব অনু.(উর্দূ), **মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা**, (**পাকিস্তান**),
৮৫. মুফতী গোলাম রসূল, **সুবহে সাদিক**, (**পাকিস্তান**),
৮৬. আল্লামা শিবলী নু'মানী,(১২৭৩-১৩৩২হি./১৮৫৭-১৯১৪খৃ.),**সীরাতে নু'মান, (নিউ দিল্লিঃ** কিতাব ভবন),
৮৭. সাইয়্যাদ রাঈস আহমেদ জাফরী, **চার ইমামের জীবনকথা** , (**দিল্লী :** তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬),
৮৮. মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী , **আল মাকাসীব আল মুনিফা ফী মানাকিব আল ইমাম আবী হানীফাহ. (ফরসী) (কানপুর :** রায্যাকিয়া প্রেস, মার্চ ১৯২১),
৮৯. মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী , **কিতাব আল হুনাফা ফী যিকরিয্ যু'ফী ওয়ায যুআফা, (মাহমুদ নগর, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, ভারত :** আসী প্রেস, ১৯২০),
৯০. আবূ আল হাসান 'আলী ইব্‌ন আল হুসাইন আল মাসুদী (২৮৩-৩৪৫ হি./৮৯৬-৯৫৬ খৃ.), **মুরায আয যাহাব ওয়া মাআ'দিন আল জাওযাহির, (লন্ডন ও নিউইয়র্কঃ** কিজান পাওল, ১৯৮৯),
৯১. মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী ,**আ'মর আল মুআ'ম্মারীন, (জাদু প্রেস,** ১৩৩৮হি./১৯১৯খৃ.),
৯২. আল্লামা আব্দুল হাই ইব্‌ন আব্দুল হালীম লাখনবী, মৃ. ১৩০৪ হি., **মুকাদ্দামাতু উমদাতির রি'আয়াহ্**, পৃ. ৩৭।
৯৩. ফকীহ্ শায়খ আব্দুল লতীফ ইব্‌ন শায়খ মুহাম্মাদ হাশেম আল কারশী আস সিন্দী, মৃ. ১১৮৯ হি./১৭৭৫খৃ., **যাবয়ু যুবাবাতিল লাবীব,**
৯৪. যি.জি. হাভা, **এস.যে. আল ফারায়েদ আদ দুনিয়া,** আরবী-ইংরেজী অভিধান, **(বৈরুত :** ক্যাথলিক প্রেস, ১৯৬৪),
৯৫. **নুরুল আনোয়ার, (দিল্লীঃ** সাঈদ কোম্পানী কুতুবখানায়ে রাশীদিয়া),

Dhaka University Institutional Repository

৯৬. মুসনাদে আহমাদ, **নূরুল আনওয়ার, (দেওবন্দ, ভারতঃ** আল-মাত্‌বাউল আশরাফী),

৯৭. **আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, (পাকিস্তানঃ** আল মাকতাবাতুল হাক্কানিয়্যা),

৯৮. **কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, (দেওবন্দঃ** আশরাফী বুক ডিপো),

৯৯. **আল-কামার,** তা.বি.,

১০০. **রাদ্দুল মুহতার আলাদ্দুররিল মুখতার,** (**দেওবন্দঃ** মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা),

১০১. **আল্ বাহরুর রায়িক,** (**কোয়েটা, পাকিস্তানঃ** মাকতাবায়ে রাশীদিয়্যা),

১০২. **ফাতাওয়া ও মাসাইল,** (**ঢাকাঃ** ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ),

১০৩. **ফিক্‌হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,** (**ঢাকাঃ** ইফাবা, ২০০৪),

১০৪. **আসারুল ফিকহিল ইসলামী,** (**লাহোরঃ** দারুল মা'আরিফ),

১০৫. **আসারুত্ তাশরী,** (**লাহোর, পাকিস্তানঃ** দারুল মা'আরিফ),

১০৬. **তারীখে ফিক্‌হ ইসলামী, (করাচী, পাকিস্তানঃ** দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলভী মুসাফিরখানা),

১০৭. আল-মাওয়ার্দী : **আল আহ্‌কাম আল-সুলতানিয়্যাহ,**

১০৮. আল্লামা শা'রানী, **মীযানুল কুবরা,**

১০৯. **নূরুল আনওয়ার বাবুল ইজ্‌মা, (বাংলা বাজার, ঢাকা** :কাসিমিয়া লাইব্রেরী),

১১০. শায়খ মুহাম্মাদ খিযরী বেগ মিসরী, **তারীখু তাশরীইল ইসলামী, (মিসর** :প্রফেসর জামি'আ মিসরিয়্যা),

১১১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী সম্পা., **উলূমুল ফিক্‌হ স্মারক গ্রন্থ, (ঢাকা :** শেখ জনূরুদ্দীন (রাহ.) দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরীপাড়া মাদরাসা),

১১২. ইমাম বাযাযী, **মানাকিব আল ইমাম আল 'আযম আবী হানীফা,**

১১৩. জালালউদ্দিন আল-সুয়ূতী, **মিফতাহ ফিল ইহতিজাজ বিস-সুন্নাহ, (মদীনা :** মারকায় আল-শউন আল- দা'ওয়াহ, আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.),

১১৪. ইব্‌নল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ , **আ'লাম আল-ময়াক্কি'ঈন 'আন রাব্বিল আলামীন,' (বৈরুতঃ** দারুল জিল),

১১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আল-তাবারী, **তারীখ আল-উমাম ওয়াল মুলুক, (কায়রোঃ** মাকতাবাতুল ইসতিকামাহ, ১৯৩৯),

১১৬. আল-সুয়ূতী, **তারীখ আল-খুলাফা, (লক্ষ্ণৌ :** ফখরুল মাতাবি),

১১৭. আহমাদ আমীন, **ফজর আল-ইসলাম, (বৈরুতঃ** দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৭৫),

১১৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন কুতায়বাহ, **উয়ূন আল-আখবার, (মিসরঃ** আল মুয়াস্‌সাসাহ আল মিসরিয়্যাহ আল আম্মাহ, ১৯৬৩),

১১৯. ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম আবু ইউসুফ, **কিতাব আল-খারাজ, (কায়রো :** আল-মাকতাবাহ আল-সালাফিয়্যাহ, ১৯৯৬ হি.),

১২০. তাহা জাবির আল উলওয়ানী, **উসূল আল-ফিকহ আল-ইসলামী,** (**ই.এস.এ.:** আল-মুয়াত্তা লিল আলমী লিল ফিকর আল-ইসলামী, ১৯৯৫),

১২১. **আল-মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক, (দেওবন্দ :** ইয়াসির নদীন এন্ড কোং),

Dhaka University Institutional Repository

১২২. জুরজী যায়দান, **তারীখ আল-তামাতদ্দ আল-ইসলামী,** (**বৈরুত :** দারুল মাকতাবাতিল হায়াত ১৯৬৭),

১২৩. মুহাম্মদ খুদারী বেক, **তারীখ আল-তাশরী' আল-ইসলামী,** (**বৈরুত :** দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫),

১২৪. আবুল হাসান আলী আল-মাওয়ার্দী, **আল-আহকাম আল-সুলতানিয়্যাহ ওয়াল ওয়্যালাত আল- দীনিয়্যাহ,** (**মিসর :** আল-মাকতাবাতুল মাহমূদিয়্যাহ আল-তিজারিয়্যাহ),

১২৫. রশীদ আখতার বাদবী, **'উমর ইবুন আবদিল আযীয,** (**লাহোর :** আহসান ব্রাদার্স, ১৯৫৮),

১২৬. শায়খ আবূ যুহরা, **ইমাম আবূ হানীফার জীবন ও ফিক্হ,** (**মিসর:**দারুল ফিকর আল-আরবী),

১২৭. **আল-মওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ,** (**কুয়েতঃ** ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুউন আল ইসলামিয়্যাহ),

১২৮. আবদুল ওহাব খাল্লাফ, **খুলাসাতু তারীখ আল-তাশরী আল-ইসলামী,** (**কুয়েতঃ**দারুল কলম, ১৯৮৬),

১২৯. বখতিয়ার হুসাইন সিদ্দিকী, **আহদি নববী আওর উসকে বা'দকে দাওরমেঁ মুসলমানুঁকা নেযামে তা'আলীম, ফিকর ওয়া নযর,** (**ইসলামাবাদ :** ইদারায়ী তাহকীকাতি ইসলামী, অক্টোবর ১৯৭৯),

১৩০. আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, **খুলাসাতু তারীখ আল- তাশরী আল ইসলামী,** (**কুয়েতঃ** দারুল কলম, ১৯৮৬),

১৩১. ইযায উদ্দিন ইবন আসির , **ইসদুল গাহাবাহ ফী মাআ'রিফাত সাহাবা,** (বৈরুতঃ দারুল কুতুর আল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫হি./১৯৯৪খৃ.),

১৩২. ইবন অবেদীন শামী, **শরহু-ওকুদি রছমিল- মুফতী,** (দেওবন্দ,ভারতঃ মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা),

১৩৩. আল্লামা জালাল উদ্দিন সূয়তী শাফি'ঈ, **দুররুল মুখতার,** (**কায়রোঃ** মিসর),

১৩৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,** (**ঢাকাঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,** ২০০০ইং),

১৩৫. অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন সহায়িকা,** (**ঢাকাঃ** সিটি ল' বুকস, ২০০৫),

১৩৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), **হাদীস সংকলনের ইতিহাস,** (**ঢাকাঃ** খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭০ইং),

১৩৭. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, **ইসলামী শরীয়াতের উৎস,** (**ঢাকাঃ** খায়রুন

১৩৮. প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং),

১৩৯. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, **ইমাম মালিক র. ও তাঁর ফিক্হ চর্চা,** (**ঢাকাঃ** ইফাবা, ২০০৪ইং),

১৪০. ড. মাহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত, **ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) আল-ফিক্হুল-আকবর,** (**ঢাকা :** ইফাবা প্রকাশনা, ২০০৬),

১৪১. মুহাম্মাদ মিকদাদ সিদ্দিকী সম্পা., **মাসিক ভাটি নাও,** (**ঢাকা :** সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রকা.,নভেম্বর ২০০৫ সংখ্যা),

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৌশলী মুহাম্মদ. রিয়াজুল হকের **ইসলাম ও বিজ্ঞান** শীর্ষক আর্টিক্যাল,

১৪২. ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, **ইমাম তাহাভী : জীবন ও কর্ম,** (ঢাকা : ইফাবা),

১৪৩. আহমদ ইবনে মুস্তফা আশ শাহীর বি ত্বাস কুবরী যাদ, **মিফতাহুস সা'আদা,** মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ, অনু., মূল ব্যাখ্যা : মুফতী সাঈদ আহমদ পলনপুরী, **ফতোয়া আ-প কেয়ছে দে ? (সাভার, ঢাকা :** বাতিল প্রাতিরোধ লাইব্রেরী, ২০০০ইং),

১৪৪. গোলাম সামদানী কোরায়শী অনু. **ইবন খালদুন আল-মুকাদ্দিমা,** (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮১),

১৪৫. আল্লামা আব্দুল হাই ইবনে আব্দুল হালীম লাখনবী, **মুকাদ্দামাতু উমদাতির রি'আয়াহ্,**

১৪৬. ইমাম সাইয়িদ মুরতাযা আয যুবাইদী, **উকূদু জাওয়াহিরিল মুনীফা,**

১৪৭. আল্লামা আব্দুর রশীদ আন নু'মানী, **মা তামাস্সা ইলাইহিল হাজাহ,**

১৪৮. ওয়ালিউদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতীব, মৃ.৭৩৭হি.,**আল ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল,**

১৪৯. ফকীহ শায়খ আব্দুল লতীয় ইবনে শায়খ মুহাম্মদ হাশেম আল কারশী আস সিন্দী, মৃ. ১১৮৯ হি. **যাবৰু যুবাবাতিল লাবীব ,**

১৫০. সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান ইবনে হাকীম আব্দুল মান্নান আল বারাকাতী মৃ. ১৩৯৪ হি., **কাওয়াইদিল ফিক্হ,**

১৫১. ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রাহ.) জীবন ও কর্ম,** (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫),

১৫২. আবদুল মান্নান তালিব অনু.,**ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাসঃ** মুহাম্মদ তাকী আমীনী, (**ঢাকাঃ** ইফাবা),

১৫৩. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া,** (ঢাকাঃ ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার),

১৫৪. মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী অনু., **তাস্হীমুল কুদূরী শরহে আল্ মুখতাসারুল কুদূরী**, মূলঃ আবূল হুসাইন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল কুদূরী, (**বাংলাবাজার, ঢাকা :** আল আকসা লাইব্রেরী, ২০০৩ইং),

১৫৫. সাইয়িদ রঈস আহমদ জাফরী, সীরাত আয়িম্মা-ই- আরবা'আহ, (দিল্লী : তাজ কোম্পনী, ১৯৮৬),

১৫৬. ইসলামী বিশ্বকোষ (Islamic Encyclopaedia), (ঢাকা : ইসালামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫),

১৫৭. অধ্যাপক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ এম. এ., **ফেকহুল আকবার ও বায়ানুল আযহার,** (**ঢাকা :** মৌঃ মুহাম্মাদ ওয়াহিদ উল্লাহ কর্তৃক প্রকা. ১৪০৭ হি./১৯৮৭খৃ.),

১৫৮. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.),** (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৪),

১৫৯. আবূ ছাইদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, **ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ,** (**ঢাকা :** ইফাবা, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮২),

১৬০. মাওলানা হাবীবুর রহমান, **ইমাম আযমের গল্প শোন,** (**ঢাকাঃ** আল কাউসার লাইব্রেরী, ২০০৪),

Dhaka University Institutional Repository

১৬১. মাওলানা মুহাম্মাদ রাজী নু'মানী অনু., **সীরাতে নু'মান,**মূলঃ আল্লামা শিবলী নু'মানী, (**ঢাকাঃ** এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০১),

১৬২. মাওলানা আশরাফ আলী, **ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.)**, (ঢাকা : হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৮),

১৬৩. মাওলানা হাবীবুর রহমান, **ইমাম আ'যমের গল্প শোন, (পল্লবী, ঢাকাঃ** আল-কাউসার লাইব্রেরী, ২০০৪ ইং),

১৬৪. মুহাম্মাদ শাহজাহান খান সম্পা., **তাযকিরাতুল আওলিয়া,** মুলঃ মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আত্তার, (**ঢাকাঃ** সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৫),

১৬৫. বুরহান উদ্দীন আলী ইব্ন আবূ বকর আল ফারগনানী আল মারগীনানী, **আল হিদায়া, (ঢাকা :** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ইং),

১৬৬. মাও. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী অনু.ও সম্পা., **আশরাফুল হিদায়া, (ঢাকাঃ** ইসলামিয়া কুতুবখানা),

English :

167. Edt.by Madrasah Arabia Islamia, South Africa, **A Biography of Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit** ,(**Karachi, Pakistan:** Altaf and sons),

168. Schacht, J.: **An Introduction to Islamic Law,** (**Oxford:** 1964),

169. Schacht. J., **Abu Hanifa Numan, The Encyclopaedia of Islam,** (**Leiden :** E.J. Brill, 1978),

170. John Esposito, **The Oxford Dictionary of Islam,** (**Oxford University Press** 2003),

171. John Esposito, **Hasan of Basra: The Oxford Dictionary of Islam,** (**Oxford :** Oxford University Press, 2003),

172. **Abu Hanifah: Encyclopedia Britannica**, **Britannica Concise** ,(London, 1966), (http: //concise.britannica.com/ ebc/article-9354445/Abu-Hanifah, 2007),

173. Patricia Crone, **Encyclopedia of the Qur'an,**

174. Wilferd Madelung, **The Succession to Muhammad,** Cambridge University Press, 1997,

175. William Montgomery Watt , **Muhammad at Mecca,** Oxford University Press, 1953,

176. William Montgomery Watt , **Muhammad at Medina,** Oxford University Press, 1956,

177. John Esposito, **The Oxford Dictionary of Islam,** (**Oxford University Press**, 2003),

178. Schirazi, Asghar, **Constitution of Iran,** (1997),

179. Prof. Muhammad Azharul Islam Siddiquee, **A Philosophy of Astronomy,** (**Siddique Nagar, Manikganj:** Siddiquea Foundation Bangladesh, 1991),.

180. **Endowments, Da'wah and Guidance**, (**Kingdom of Saudi Arabia:** Ministry of Islamic Affairs),

181. Imam Jalaluddin al–Suyuti (Radi Allahu Anhu), **Celeberating Eid-e-Milad-un-Nabi**, (**Texas,** USA: Islamic Academy, 2200 Los Rois Blvd, Suite 130, Plano TX 75074),

182. Maida Malik, **Imam Abu Hanifah - Nu'man ibn Thabit,** (**UK:** Islamic Resources

Dhaka University Institutional Repository

Network.),

183. Ignác (Yitzhaq) Goldziher (June 22, 1850 - November , 1921), **Muhammedanische Studien (Muslim Studies)** (**Halle, Germany:** 1889-1890, ISBN 0-202-30778-6).,

184. Suhaib Hasan Abdul Ghaffar, **Criticism of Hadith among Muslims with reference to Sunan Ibn Maja**, (**Riyadh:** IFTA and Propagation,Presidency of Islamic Research, 1984 (1404 AH),

185. Dr. 'Inayatullah Iblagh al-Afghanistani, **Doctorate thesis**: **al-Imam ul A'zam Abu Hanifah al-Mutakallim** 2nd edition, with supervision of Dr. Muhammad Ali Mahjub, Minister of Awqaf and President of the Supreme Council for Religious Affairs, **Cairo,** 1987,

186. M. Hadi Hussain, **Imam Abu Hanifa:Life and works,**(**NewDelhi:**KitabBhavan,15th Edition,2001),

187. Ed. by Prof. M.M. Sharif, **A History of Muslim Philosophy,** (**Pakistan :** Pakistan Philosophical Congress, last modified on 2002),

188. Philip Hitti, **History of the Arabs,** (**New York:** St. Martin's Press, Tenth Edition, 1970),

189. Bassam Atyya, **Political Thought of Ibn Taymiya**, (**Amman:** Yaqut,1st in Arabic) ,

190. Judd Steven C, **International Journal of Middle East Studies**, (May, 1999),

191. Noah Afandi (d.462AH./ 1070 CH.,), **Al-Durr Al-Munazzam fi Manaqib Al-Imam al-A'zam,**(**Cairo:** a manuscript kept in the library of al-Azhar al-Sharif #238),

192. Robinson, Chase F. **ISBN 0521629365**. (**Cambridge:** University Press, 2003),

193. Hoberman, Barry. **"The Battle of Talas",** Saudi Aramco World, (**Indiana University,** 1982),

194. Ibn Iyaas al-Hanafi, **Badai' al-Zuhur fi Waqai' al-Duhur**,

195. Reynold Alleyne Nicholson, **A Literary History of the Arabs,** (**London,** 1907),

196. D. Josiya Negahban, **Muhammad al-Baqir : Encyclopedia of the Orient,** (LexicOrient, 1996); http://lexicorient.com/e.o/5thimam.htm

197. Munawwar Ateeq Rizvi, **Books On the Excellence of Imam Abu Hanifah (Manaqib),** (http://scholarspen.blogspot.com/2005/11/books-on-excellence-of-imam-abu.html, 2005),

198. **Radd-i Wahhabi ends here. India:** 1264 (1848 A.D.) and **Istanbul:** 1401 (1981 A.D.),

199. Dr. G.F. Haddad, **The Wise Young Muslim Boy**,(**UK**), 2006,

200. Islamic مالس Hujra, **Imam Abu Hanifa Life And Works, (Internet:** http://hujra.forumwise.com/hujra-forum-79.html, 2006),

201. El-Hibri, Tayeb. **Reinterpreting Islamic Historiography: Harun al-Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate.** (**New York**: Cambridge University Press, 1999),

202. Jamil Ahmed, **Imam Abu Hanifa,** http://www.renaissance.com.pk/feletfor96.html

203. Mohammad Hameedullah khan, **the Schools of Islamic Jurisprudence,** (**Pakistan**),

204. Adil Salahi, **Imam Abu Haneefa,** (**Impact Magazine,** 2004),

205. Drachmas Doubloons and Dollars: **The History of Money, Medieval Byzantine**

Dhaka University Institutional Repository

and Islamic Empires, www.numismatics.org/.../cases/case03.G.html;

206. Ibrahim Allawi, **Architecture Based on Islamic Theories : Some Evolutionary and Cosmological Aspects to Early Islamic Town Planning,**

207. M. E. L. Mallowan, **EARLY MESOPOTAMIA AND IRAN** (**NEW YORK :** McGRAW-HILL,1969),

208. Samuel M. Ronaya, Lecturer, Al-Hikma University, **A SHORT HISTORY of ARCHITECTURE IN IRAQ (3,000 B.C. 1258 AD)** (**Baghdad**);

209. **Fairfield University,** Mathematics Department , Fairfield, CT 06430; Otto Neugebauer, **History of Mathematical Astronomy,** (**Berlin-Heidelberg-New York,** 1973), http://www.faculty.fairfield.edu/jmac/meso/meso.htm

210. Dr. Hajj Gibril Haddad, **The Greatness of Abu Hanifa,** (**UK:** Islamic Resources Network, www. Hanafi.co.uk),

211. Wilferd Madelung, **The Succession to Muhammad (PBUH),** (**Cambridge University Press,** 1997),

212. Sheikh Abbas Qummi, **Nafasul Mahmoom ,** (**Mumbai, India:** ISLAMIC STUDY CIRCLE),

213. Wheeler Thackston, **A Millennium of Classical Persian Poetry,** (**Bethesda, Iran:** Iranbooks, 1994),

214. S. Ali Akhtar Rizvi, **The Martyr of Karbala,** (**Karachi. Pakistan**: the Islamic Culture and Research Trust 1984),

215. Shaykh Muhammad Mehdi Shams Al-Din,**The Revolution of Al- Husayn:Its Impact on the Consciousness of Muslim Society,** Muhammadi Trust, 1985), ISBN 0 7103 0178 2, Wikipedia, **the encyclopedia,** http://en.wikipedia.org /wiki/ Umayya_ibn_Abd_Shams,

216. J. N. Spuhler : **Genetic Diversity and Human Behavior,** Author(s) of Review: B. J. Williams,

217. **American Anthropologist,** New Series, (**Chicago: American Anthropological Association**),

218. Steven J. Heine is an associate professor of social psychology at the University of British Columbia in Vancouver, **Genetic research and human behavior,** (**The Bostor Globe news paper**, November 3, 2006), http://www.boston.com/news/globe.

219. Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R (2004). **Molecular Biology of the Gene,** 5th ed., Peason Benjamin Cummings , (**Cold Spring Harbor Laboratory Press**). ISBN 080534635X .

220. John Bagot Glubb, **The Empire of the Arabs,** (**London:** Hodder and Stoughton, 1963).

221. Tr.by. Paul Lunde and Caroline Stone, **The Meadows of Gold and Mines of Gems,** (**London and New York:** Kegan Paul, 1989),

222. M.Bousquet, **Ihya'' ouloum ed- din ou vivification de la foi,** (**Paris:** Max Besson, 1951),

223. tr. by Shaykh Abdal- Hakim Murad, **The Revival of the Religious Sciences,**(**Cambridge:**The Islamic Texts Society,1995),

224. Levy, Reuben (1957). **The Social Structure of Islam.** (**UK: Cambridge University Press.** ISBN 978-0521091824),

225. Iqra Islamic Publications , **THE SAHĀBA WHO WERE FUQAHĀ (JURISTS),**

Dhaka University Institutional Repository

(http://www.iqra.net/ articles/muslims/index.php),

226. Reinhart Dozy, **Essai sur l'histoire de l'islamisme**, (**Leiden and Paris,** 1879),
227. Ruthven Malise, **Islam in the World,**(**London:** Granta Books London, 2006),
228. Ira Lapidus, **A History of Islamic Societies,** (Cambridge University Press, 2002),
229. Michael Bonner, **"Poverty and Economics in the Qur'an",** (Journal of Interdisciplinary History, Winter, 2005),
230. Tr.by. Hamid Algar, Proffessor of Persian and Islamic Studies, **Imam Abu Hanifah, Alfiqh Al Akbar**, (**University of california**, Berkeley),
231. Muhammad Nijatullah Siddiqui, **Muslim Economic Thinking**, (**Leicester, UK** : Islamic Foundation);
232. Angelo M. Venardos, **Islamic Banking & Finance in South-East Asia: Its Development & Future,** (**Singapore** : World Scientific Publishing),
233. Behdad, Sohrab and Farhad Nomani, eds., **Islam and the Everyday World: Public Policy Dilemmas,** (Routledge, 2006, ISBN 0-415-36823-5),
234. John Esposito, **The Oxford Dictionary of Islam,** (**Oxford University Press** 2003),
235. Holiness Shaikh-Al-Mashaikh Hazrat Syedna Tahir Alauddin AL-QUADRI AL-GILANI AL-NAQUIB AL-ASHRAF BAGHDAD SHARIF , **PILGRIM'S GUIDE TO HOLY PLACES IN IRAQ,** (QUETTA, Pakistan: DARBAR-E GHAUSIA: SHAR-E-AL-GILANI),
236. Qadria Trust Community & Education Center, Qadria Trust 26-26A Alfred Street, Birmingham, B12-8JL 01216880821),
237. **The Influence of Islamic Thought on Maimonides**, Stanford Encyclopedia of Philosophy, June 30 2005,
238. Henry Corbin, **History of Islamic Philosophy** (**London:** Kegan Paul 1993; original French 1964),
239. tr. A.J. Arberry, **Dho'l-Nun al-Mesri, from Muslim Saints and Mystics,** (**London:** Routledge & Kegan Paul 1983),
240. Louis Massignon. **"Perspective Transhistorique sur la vie de Hallaj"**, in: Parole donnée. **Paris** 1983: Seuil,
241. Idries Sha,. **The Sufis. W.H. Allen: London.** 1964;
242. **The Influence of Islamic Thought on Maimonides**, Stanford Encyclopedia of Philosophy, June 30 2005;
243. R.M. Frank, **Al-Ghazali and the Ash'arite School,** (**London : Duke University Press**, 1994),
244. Cas Lek Cesk (1980). **"The father of medicine, Avicenna, in our science and culture: Abu Ali ibn Sina (980-1037)"**, Becka J. **119** (1),
245. Scott L. Harris. **Philosophers and Religious Leaders**. Greenwood Press, ISBN 1-5735-6152-5 ,
246. Javed Ahmed Ghamidi, **Mizan, Chapter:The Social Law of Islam,**
247. Al-Mawrid Guy Bechor, **Between Vision and Reality: Law in the Arab World,**
248. Aboul-Enein, H. Yousuf and Zuhur, Sherifa,**"Islamic Rulings on Warfare",** Strategic Studies Institute, **US Army War College**, (Diane Publishing Co., Darby PA, ISBN 1428910395),
249. Patricia Crone. **God's Rule: Government and Islam.** (**New York:** Columbia

Dhaka University Institutional Repository

University Press, 2004,),
250. ed. Gustav Flügel, **Kitab al-Fihrist,** (**Leipzig:** F. C. W. Vogel, 1872.),
251. ed. Ridha-Tajaddud, **Kitab al-Fihrist,** (**Tehran:** Maktabat al-Asadi, 1350.),
252. Bayard Dodge , **The Fihrist of al -Nadim**, (**New York: Columbia University Press,** 1970),
253. Toomer, Gerald (1970–1990). "Al-Khwārizmī, Abu Jafar Muḥammad ibn Mūsā". **Dictionary of Scientific Biography 7**. Ed. Charles Coulston Gillispie. (**New York:** Charles Scribner's Sons. ISBN 0-684-16962-2.),
254. Donald E. Knuth, **Algorithms in Modern Mathematics and Computer Science.** (Springer-Verlag. 1979. ISBN 0-387-11157-3.),
255. George N. Atiyeh, **Al-Kindi: Philosopher of the Arabs,** (**Rawalpinidi:** Islamic Research Institure, 1966),
256. Adamson 2005, P. **'Al-Kindi'. In Adamson,** P & Taylor, R. (2005). The Cambridge Companion to Arabic Philosophy.(Cambridge: Cambridge University Press.),
257. Klein-Frank, F. Al-Kindi. In Leaman, O & Nasr, H (2001). **History of Islamic Philosophy,** (**London:** Routledge),
258. Michael H. Hart , **The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History,** (**New York: Hart Publishing Company**, 1978),
259. Dr. Muhammad Hamidullah, **Muslim Contribution to the Arts and Sciences,** (Pakistan.),
260. Ed. by Z. Baintnre, **Sheikh Burhanuddin Abi Al Hasan Ali Marghinani : The Hidaya: Commentary on the Islamic Laws**, (**Karachi - Pakistan:** Darul Ishaat, 2005),

Internet :

261. http://www.hanafi.co.uk.),
262. http://dictionary.al-islam.com/,
263. http://www.islamicacademy.org/html/Articles.htm,
264. www.ummah.com,
265. http://www.musulmanesperuanos.com/la_vida_del_imam_abu_hanifah%202.htm,
266. http://www.radioislam.org.za/misc/imaam%20abu%20hanifa.htm,
267. **University of Texas library**, Texas, USA., www.lib.utexas.edu/maps/histus.html,
268. http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifa,
269. http://concise.britannica.com/ebc/article-9354445/Abu-Hanifah, 2007,
270. GF Haddad, **Abu Hanifa,** (living ISLAM – Islamic Tradition, 2001), http://www.livingislam.org/ahanifa_e.html,
271. http://www.ummah.com/Al_adaab/biography/abuhanifa/index.html,
272. **Encyclopædia Britannica,** Sharing Knowledge since, 1768, (Encyclopædia Britannica Online: http://www.britannica.com/eb/article-9041907, 12 July 2007,
273. http://www.as-sahwah.com/viewarticle.php?articleID=1277&,
274. http://en.wikipedia.org/wiki/Suyuti,
275. http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifa_an-Nuâ'man,
276. http://www.muslim-canada.org/hanifah.htm,
277. http://www.inter-islam.org/Biographies/4imam.htm,

Dhaka University Institutional Repository

278. **Wikipedia, the encyclopedia**, http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Baqir,
279. http://hujra.forumwise.com/,
280. www. sunniforum.com,
281. www.MuslimHeritage.com,
282. www.edgarlowen.com/a43cw.html,
283. http://www.forumancientcoins.com/historia/coins/j1/j101.htm,
284. http://www.faizaneislam.org/articles/,
285. http://www.faculty.fairfield.edu/jmac/meso/meso.htm,
286. http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf,
287. http://en.wikipedia.org/wiki/Hasan_ibn_Ali,
288. Wikipedia, **The encyclopedia,** http://en.wikipedia.org/wiki/Husayn_ibn_Ali,
289. http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mansur,
290. http://www.haqislam.org/biographies/imam-abu-hanifah.htm,
291. Wikipedia, **the encyclopedia** http://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh,
292. http://dictionary.al-islam.com/,
293. http://www.iqra.net/ articles/muslims/index.php,
294. http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Baqir,
295. http://en.wikipedia.org/wiki/Ja'far_al-Sadiq,
296. http://en.wikipedia.org/wiki/Umar_II,
297. http://en.wikipedia.org/wiki/Sufyan_al-Thawri,
298. Wikipedia, **the encyclopedia,** http://en.wikipedia.org/wiki/Imam_Malik,
299. http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Idris_ash-Shafi%60i,
300. http://en.wikipedia.org/wiki/Hanafi,
301. http://en.wikipedia.org/wiki/Moinuddin_Chishti,
302. http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul-Qadir_Gilani,
303. http://en.wikipedia.org/wiki/Avicenna,
304. http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_marital_jurisprudence,
305. http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_hygienical_jurisprudence,
306. http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_military_jurisprudence,
307. http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Khwarizmi,
308. http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Kindi,
309. www.qadriatrust.net/mustsee.htm,
310. www. iraqwho.com/Tourism_Center_Religious.asp,
311. World of Tasawwuf, http://www.spiritualfoundation.net/ghawthalazam.htm,
312. http://www.flickr.com/photos/15999187@N00/105688441/,
313. www. islamicsupremecouncil.com,
314. www.atlastours.net/iraq/baghdad_shrines.html,
315. **The Institute of Ismaili Studies,** 42-44 Grosvenor Gardens, London, SW1W 0EB United Kingdom; http://www.iis.ac.uk/,
316. www.win.tue.nl/.../arabic/kufic/wa-kufic.html,
317. http://exhibits.denverartmuseum.org/asianart/collection/swasia/swasia_quran.html,

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জন্মভূমির মর্যাদা

ইমাম আ'যম হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর জন্মভূমি পবিত্র ইরাকের বিভিন্ন স্থানে শায়িত নবীগণ, আল্লাহর ওলীগণ, শায়খগণ ও বিখ্যাত ব্যাক্তিবর্গের দূর্লভ তথ্য শহর অনুযায়ী নিম্নে উপস্থাপন করা হল,[১] যা ইমাম আ'যম (রাহ.) এঁর জন্মভূমির উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করে।

⊙ পীরের নগরী খ্যাত পবিত্র বাগদাদ শহরে যাঁরা রয়েছেন

১. হযরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এঁর কবর শরীফের গম্বুজ।

১. Holiness Shaikh-Al-Mashaikh Hazrat Syedna Tahir Alauddin AL-QUADRI AL-GILANI ALNAQUIB AL-ASHRAF BAGHDAD SHARIF , **PILGRIM'S GUIDE TO HOLY PLACES IN IRAQ,** (QUETTA, Pakistan: DARBAR-E GHAUSIA: SHAR-E-AL-GILANI); Qadria Trust Community & Education Center, Qadria Trust 26-26A Alfred Street, Birmingham, B12-8JL 01216880821,) www.qadriatrust.net/mustsee.htm; iraqwho.com/Tourism_Center_Religious.asp; World of Tasawwuf, http://www.spiritualfoundation.net/ghawthalazam.htm; http://www.flickr.com/photos/15999187@N00/105688441/; http://sufistic.red-sulphur.org; www. islamicsupremecouncil.com; www.atlastours.net/iraq/baghdad_shrines.html

Dhaka University Institutional Repository

ক. হযরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

খ. কবর শরীফের ভিতরের অতিদুর্লভ অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইমাম আ'যম হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

ক. ইমাম আ'যম হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর কবর শরীফের গম্বুজ।

খ. ইমাম আ'যম হযরত ইমাম আবূ হানীফা মসজিদের ভিতরের অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. হযরত ইমাম গাযালী (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. হযরত বড় পীর (রাহ.) এঁর ছেলে হযরত সৈয়দ আবদুল জব্বার (রাহ.)
৭. হযরত বড় পীর (রাহ.) এঁর নাতী হযরত আবী নাসফ সালেহ্ (রাহ.), তিনি হযরত আবদুল রাজ্জাক (রাহ.) এঁর ছেলে।
৮. হযরত শায়খ মুহাম্মাদ আবূ হামযা (রাহ.)
৯. হযরত শায়খ ইসা ইব্‌ন তাইয়ার (রাহ.)

১০. হযরত উমর শাহাবুদ্দিন সুহরাওয়ারদী (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

১১. বিখ্যাত আব্বাসীয় খলীফা হারুন উর রশিদ এর আমলের মুদ্রা। এটি কিছুদিন পূর্বে লন্ডনে $৩৫০(বাংলাদেশী টাকায় ২৫,০০০ টাকা) মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

১২. তিনি খলীফা হারুন আর রশিদ এর স্ত্রী যুবায়দা খাতুন এর কবর।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. হযরত ইমাম মূসা কাজিম (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

১৪. হযরত জাওয়াদ ইব্ন ইমাম রাজা (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. নবী হযরত ইউশা (আ.) এঁর ২০ ফুট লম্বা কবর শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. হযরত মারুফ কারখী (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

১৭. হযরত ইমাম মুহাম্মাদ তাকি (রাহ.)
১৮. হযরত ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ.)
১৯. হযরত আল মূর্তাজা আল হাসান ইব্‌ন হযরত ইমাম মূসা কাজিম (রাহ.)
২০. হযরত বাহলল দানা (রাহ.)
২১. হযরত জুননুন মিসরী (রাহ.)
২২. হযরত ইব্রাহীম (রাহ.)
২৩. হযরত শাহ্ মানসূর খাওয়স (রাহ.)
২৪. বাগদাদ থেকে ১২ কিমি দুরে দারুল সুরইয়ান নামক সুন্দর বাগানে হযরত ফাতিমা আল জুহরা বিন্‌তে হাসান (রাহ.)
২৫. হাবীব ইবন হযরত হাসান মূসানাহ
২৬. শায়খ রাফিউদ্দিন দেহলভী (রাহ.), তিনি আবদুল হক দেহলভী (রাহ.) এর নিকট অত্মীয় ছিলেন।
২৭. হযরত সৈয়দ আল বাদভী (রাহ.)

Dhaka University Institutional Repository

২৯. হযরত যুনাইদ বোগদাদী (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

৩১. হযরত সিররি সাকতি (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

কারবালা: বাগদাদ থেকে ১০৩ কি.মি. দক্ষিনে অবস্থিত

৩২. হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এঁর কবর শরীফ।

৩৩. হযরত আউন ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যাফ্কার তাইয়ার (রাহ.)
৩৪. হযরত আলী আসগর (রাহ.)
৩৫. হযরত আলী আকবর (রাহ.)
৩৬. হযরত কাসিম (রাহ.)
৩৭. হযরত হাবীব ইব্ন মাযাহির (রাহ.)
৩৮. হযরত ইব্রাহীম ইব্ন ইমাম মূসা কাজিম (রাহ.)
৩৯. হযরত আব্বাস (রাহ.)
৪০. হযরত হুর ইবন রিয়াহি (রাহ.)

Dhaka University Institutional Repository

۞ নাযাফ : কারবালা থেকে ৮০ কি.মি. দূরে অবস্থিত

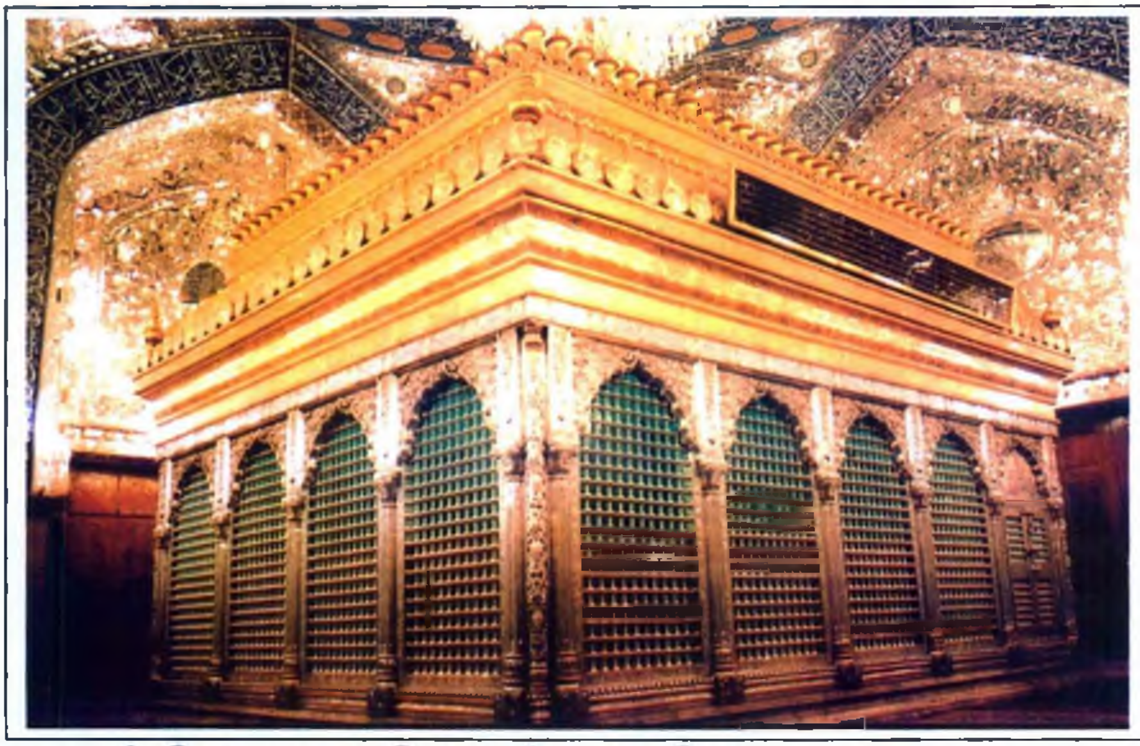

৪১. চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা.) এঁর কবর শরীফ।

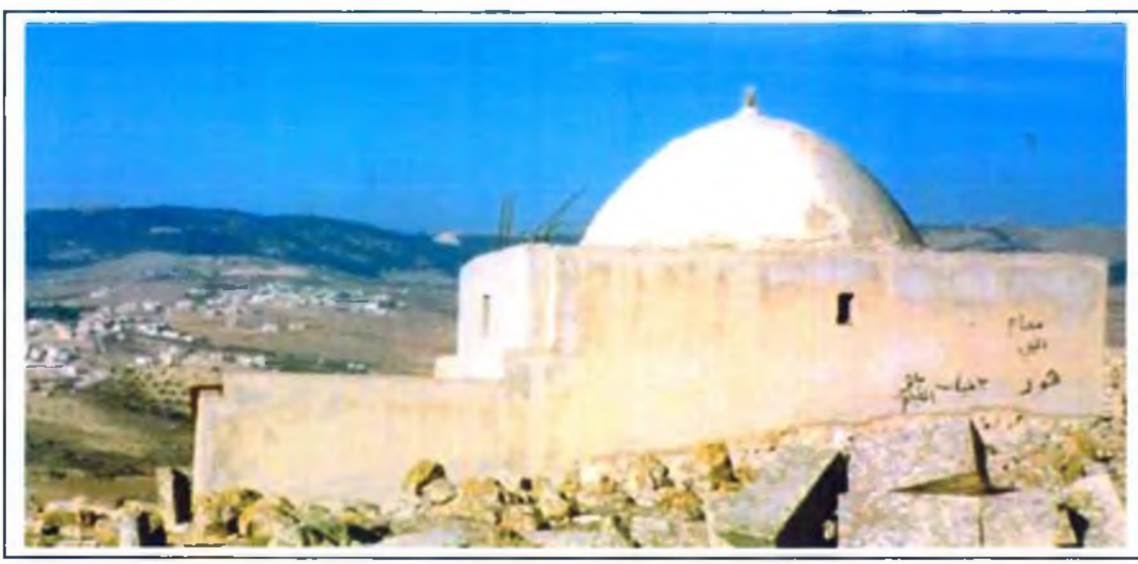

৪২. নবী হযরত হুদ (আ.) এঁর কবর শরীফ।

৪৩. হযরত সুলাইমান (আ.)

Dhaka University Institutional Repository

কূফা: নাযাফ থেকে ৮কি.মি. দূরে অবস্থিত

৪৪. এখান থেকে হযরত নুহ (আ.) নৌকা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন এটি ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) এঁর জন্মস্থান কূফায় অবস্থিত।

৪৫. হযরত নুহ (আ.) এঁর নৌকা থেকে প্রাপ্ত দূলর্ভ সাদা পাথর যা মসজিদে আবরাসৃসা- তে সংরক্ষিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. হযরত মুসলিম ইব্ন আকীল (রাহ.)
৪৭. হযরত আমীর মুহতার আবদুল নাকী (রাহ.)
৪৮. হযরত বাকী বিন্তে হামযা (রাহ.)
৪৯. বিবি খাদীজা (রাহ.), তিনি হযরত 'আলী (রা.) এঁর কন্যা
৫০. এখানে হযরত 'আলী (রা.) এঁর বাসভবন রয়েছে, এখনও আছে
৫১. হযরত মীসাম তিহার (রাহ.)

৫২. এটি ফুরাত নদী। এখানে নবী ইউনুস (আ.) মাছের পেটে চলে গিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. কূফা থেকে বাগদাদের পথে ১৫ কি.মি পরে নবী হযরত জুলকিফ (আ.) এঁর কবর শরীক অবস্থিত।

৫৪. হযরত সৈয়দা আহমেদ রিফাই (রাহ.)।

হাল্লাঃ বাগদাদ থেকে ১০০ কি.মি. দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত

৫৫. নবী হযরত আইয়ুব (আ.) এঁর কবর শরীক।

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. হযরত ইব্রাহীম (আ.) এঁর জন্মস্থান এখানে।
৫৭. এখানে সে জায়গাটি রয়েছে যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে আগুনে ফেলা হয়েছিল এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি আরামদায়ক অবস্থায় ছিলেন।
৫৮. এখানে একটি স্থান রয়েছে যেখানে আইয়ুব (আ.) থাকতেন এবং একটি কূপ রয়েছে যেখানের পানির মাধ্যমে তিনি আল্লাহর অশেষ রহমতে সুস্থ হয়েছিলেন।

বাবুল: হাল্লা থেকে ৮ কি. মি. পশ্চিমে অবস্থিত

৫৯. সম্রাট বানু খাজ কর্তৃক নির্মিত ঝুলন্ত বাগান, যেটি বেবিলনের ঝুলন্ত বাগান নামে বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্যের একটি। ছবিটি ১৯৩২ সালে তোলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুলাইমান পার্ক (আল মাদাইয়ান): বাগদাদ থেকে ৩০ কি. মি. পূর্বে আবস্থিত

৬০. হযরত সালমান ফারসী (রা.) এঁর কবর শরীফ।

৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জাবির (রাহ.)

৬২. হাযিফা ইয়ামানী (রাহ.)

৬৩. হযরত ত্বাহা (রাহ.) ইব্ন যয়নুল আবেদীন (রাহ.)

দিলওয়ানিয়া: বাগদাদ থেকে ১৬১ কি.মি দক্ষিণে অবস্থিত

৬৪. নবী হযরত শুয়াইব (আ.) এঁর কবর শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. হযরত কাসিম (রাহ.)
৬৬. হযরত হামযা (রাহ.)
৬৭. হযরত আব্বাস আলামবারদার (রাহ.)
৬৮. হযরত ইবন মুসা কাজিম (রাহ.)
৬৯. আল নাকুইব আবদুল ফাজল (রাহ.)

খান বানী সাদঃ বাগদাদ থেকে ৪০ কি. মি. দূরে অবস্থিত

৭০. হযরত লুকমান হাকীম (আ.) এঁর কবর শরীফ।
৭১. হযরত কামুন (রাহ.)
৭২. হযরত মুহাম্মাদ আল সুকরান ইব্‌ন ইমাম মূসা কাজিম (রাহ.)

Dhaka University Institutional Repository

বাকুবাঃ বাগদাদ থেকে ৬৬ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত।

৭৩. হযরত ওয়ায়েছ কারনী (রাহ.)

৭৪. হযরত মহিউদ্দিন লাকরান এলিয়াস মুহাম্মাদ সাকরান ওয়াস্ত আল কামরান

৭৫. নবী হযরত ইসমাইল (আ.) ইব্ন হযরত ইব্রাহীম (আ.)

৭৬. বিবি হাযরা সালিমা (রাহ.)

৭৭. হযরত ইব্রাহীম ইব্ন আদহাম (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম মুসা কাজিম (রাহ.)

৭৯. আবূ সাইদ আদরাস সৈয়দ আল কাজিম (রাহ.)

৮০. হযরত দানিয়াল ইব্ন গাহাইশ

Dhaka University Institutional Repository

বসরাঃ বাগদাদ থেকে ৫৪৯ কি.মি. দক্ষিণে বসরা বন্দর অবস্থিত

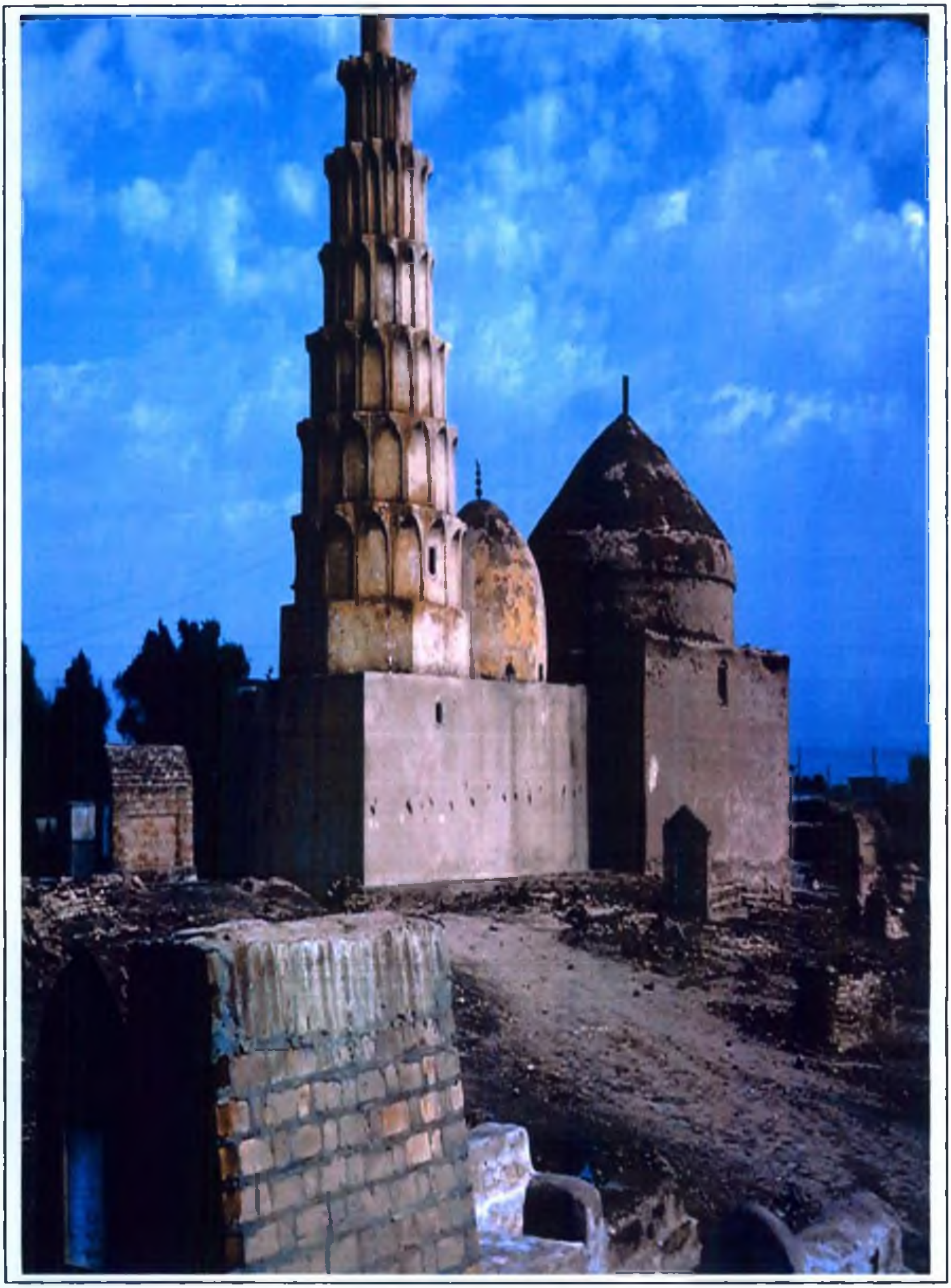

৮১. হযরত হাসান বসরী (রাহ.) এঁর কবর শরীফ এঁর গম্বুজ।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হাসান বসরী (রাহ.) এঁর কবর শরীফ।

৮২. বসরা থেকে ২৬ কি.মি. পশ্চিমে জুবায়ার শহরে হযরত জুবায়ের (রাহ.)
৮৩. হযরত মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রাহ.)
৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আলী (রাহ.)
৮৫. হযরত তালহা (রা.)

সামরাঃ বাগদাদ থেকে ৩০ কি. মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত

৮৬. হযরত ইমাম হাসান আসকারি (রাহ.)
৮৭. হযরত ইমাম তাকি (রাহ.)
৮৮. হযরত নারবিশ (রাহ.)
৮৯. হযরত হালিমা (রাহ.)

Dhaka University Institutional Repository

মূসুল: বাগদাদ থেকে ৩৯৬ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত

৯০. নবী হযরত ইউনুস (আ.) এঁর কবর শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

৯১. নবী হযরত শীষ (আ.) এঁর কবর শরীফ।

৯২. নবী হযরত বারবীস (আ.) এঁর কবর শরীফ।
৯৩. নবী হযরত দানীয়াল (আ.)

Dhaka University Institutional Repository

৯২. নবী হযরত যারযীস (আ.) এঁর কবর শরীফ।

৯৩. নবী হযরত দানীয়াল (আ.)

৯৪. হযরত শায়খ ফাতি (রাহ.)

৯৫. হযরত ইমাম ইব্রাহীম (রাহ.)

৯৬. হযরত ইয়াহিয়া ইব্ন কাসিম (রাহ.) ইব্ন হযরত ইমাম হাসান (রাহ.)

৯৭. এখানে মাকামে হযরত খিযির (আ.) অবস্থিত

কাযা-ই-আকারঃ মূসূল থেকে ৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত

৯৮. আল সাইয়াদ আল শায়খ উল নাসীব আল শারীফ আল ইমাম আল মুকতাদা হযরত আবদুল আজীজ কাদরী আল জিলানী (রাহ.), তিনি বড় পীর সাহেব (রাহ.) এঁর দ্বিতীয় সাহেবজাদা

৯৯. সৈয়দ হযরত 'আলী আল কাদরী জিলানী (রাহ.)

১০০. নাকীব উল আশরাফ হযরত সৈয়াদ অবদুর রাহমান আল মাহয়ায কাদরী জিলানী (রাহ.), তিনি ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন

১০১. সৈয়দ মুস্তাফা আল কাদরী আল জিলানী (রাহ.)

১০২. সৈয়দ মাহমুদ হিসামুদ্দিন (রাহ.)

১০৩. সৈয়দ আহমদ আসিম (রাহ.) ইব্ন সৈয়দ অবদুর রাহমান (রাহ.)

১০৪. সৈয়দ হামিদ জিলানী (রাহ.)

১০৫. আবদুল মহসিন সাদুন, তিনি ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন

১০৬. শায়খ আল মাশায়খ আইনযা ফাহদ আল হাযাল (রাহ.)

আরবিলঃ ৮৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত

১০৭. এখানে বিশ্বখ্যাত যাদুকর সামরির বাসস্থান রয়েছে

কিরকুকঃ বাগদাদ থেকে ২৫৫ কি.মি. দক্ষিনে অবস্থিত

১০৮. নবী হযরত হুনায়ন (আ.)

১০৯. নবী হযরত হাযবা (আ.)

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভটির তথ্য কনিকা

অভিসন্দর্ভটি রচনা সমাপ্ত : জমা.আউয়াল ২২, ১৪৩০ হি./ মে ১৭, ২০০৯ খৃ. ।

অভিসন্দর্ভ জমা দেয়ার তারিখ: জমা.আউয়াল ২৬, ১৪৩০ হি./মে ২১, ২০০৯ খৃ.

রেফারেন্স সংখ্যা:

প্রথম অধ্যায়	:	৪৬৫ টি
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	২১৭ টি
তৃতীয় অধ্যায়	:	১১৯ টি
চতুর্থ অধ্যায়	:	১৮১ টি
পঞ্চম অধ্যায়	:	৬২ টি
৬ষ্ঠ অধ্যায়	:	৭৮ টি
সপ্তম অধ্যায়	:	৬৬ টি
অষ্টম অধ্যায়	:	২৭৪ টি
নবম অধ্যায়	:	৫৬৫ টি

সর্বমোট রেফারেন্স: : ২০১৭ টি।

আরো কিছু তথ্য:

মোট পৃষ্ঠা: ৭১৯,
মোট শব্দ : ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৯শত ৩১ টি,
মোট অক্ষর (ফুটনোট সহ) : ১১ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ২৬ টি,
মোট প্যাড়া : ৯ হাজার ৯ শত ২৯ টি,
মোট লাইন : ২৬ হাজার ২ শত ১ টি।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) এঁর নামের আরবী ক্যালিগ্রাফী